

শ্রীমন্নহ।কবি-শ্রীল-কবিকর্ণপূর-গোস্বামি-

প্রভুপাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

[শ্রীমুখবর্তনী সমেত]

বঙ্গানুবাদ

[দ্বিতীয় খণ্ড]



শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক

প্রভূতি বহুগ্রন্থের সম্পাদক-প্রণেতা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

প্রাক্তন অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার (পি, ডব্লু, ডি, প, ব,)

কর্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশিকা :

শ্রীসাবিত্রী গৃহ

(পুরাণ-বৈষ্ণব দর্শন তীর্থ)

শ্রীরাধারমণ মন্দির

বৃন্দাবন

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

—ঃ প্রাপ্তি স্থান :—

(১) শ্রীসাবিত্রী গৃহ

১২৮ শ্রীরাধারমণ মন্দির (বৃন্দাবন)

(২) মহেশ লাইব্রেরী

২/৩ শ্যামাচর দে ষ্ট্রীট

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮ বিধান সরণী

কলিকাতা—৬

আনুকূল্য—৪৪ টাকা

মুদ্রাকর—

শ্রীহরিনাম প্রেস, বৃন্দাবন

• শ্রীশ্রীগোবিন্দ-বিধুর্জয়তি •

শ্রীবৃন্দাবনস্থ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের (পি, এইচ, ডি,) রিসার্চ বিভাগের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক

ভজনবিজ্ঞ পরমভাগবত পণ্ডিতবর

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

ভক্তিরত্ন, ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ, ভাগবত বেদান্ত শাস্ত্রী, পরাবিত্তাচার্য।

প্রদত্ত

আশীর্বাদ ও অভিমত

“শ্রীশ্রীমদানন্দ বৃন্দাবনচম্পু”—পরমসুখিমান্ এবং—পরমানন্দস্বরূপ যে বৃন্দাবন—তৎসম্বন্ধী গুণপদ্মময় অপ্রাকৃত কাব্য। ইহা প্রাকৃত কাব্যের মত আপাতঃ মধুর, পরিণাম বিরস—মনোবিলাসমাত্র রসাত্মক কাব্যের সমষ্টি নহে। ইহাতে বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত বাস্তব চিরমধুর লীলারস বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মহাগ্রন্থরত্নের আবিষ্কার কর্তা কবিকুলচূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাপরিকর শ্রীল কর্ণপূর গোস্বামি প্রভুপাদ যিনি সপ্তমবর্ষ বয়স-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্যময় পদাদ্বুষ্ঠ লেহন করিয়া, তাঁহারই আদেশে তৎকালেই অভিনব মাধুর্যময় শ্লোক বর্ণনা করিয়া সকলকে বিস্ময়িত করিয়াছিলেন, যথা—

শ্রবসোঃ কুবলয়মঙ্কোরজনমূরসোমহেন্দ্রমণিদাম।

বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরি জয়তি ॥

অর্থাৎ যিনি ব্রজপ্রিয়সীগণের শ্রবণ যুগলের নীলকমল, নয়নের অঞ্জন এবং বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীল-মণির হার অর্থাৎ নিখিল অঙ্গের ভূষণস্বরূপ—সেই শ্রীহরির জয় হোক। তারপর পরিণত বয়সে এই শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পু নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ ভাবগান্ধীর্থে, পদলালিত্যে, অর্থগৌরবে, উপমার ঝঙ্কারে এবং দর্শন সিদ্ধান্ত সমন্বিত মধুরসে এক অনুপম অদ্বয় গ্রন্থ। ইহার তুলনা জগতে নাই। এ যেন মধুর রস পরিপূর্ণ নারিকেল ফল। যমক, অনুপ্রাস, অলঙ্কার, সন্ধি, সমাসের কঠিন আবরণে ইহাতে ব্রহ্মানন্দ তিরস্কারী, ভাগবতপরমহংসগণের আশ্রয় চিন্মিথুন শ্রীশ্রীরাধামাধবের কামগন্ধহীন চিন্ময় প্রেমরস বিত্তমান্। নারিকেলের আবরণ উদ্ভেদন ব্যতীত যেমন তার অন্তর্নিহিত মধুর রসের আশ্বাদন সম্ভব হয় না, সেই প্রকার এই গ্রন্থের যমক-অনুপ্রাসাদিরূপ গাঢ় আবরণ উন্মোচন করিতে না পারিলে এই অপ্রাকৃত রস আশ্বাদনের কোন সম্ভাবনা নাই। আর ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই পরমভাগবত সপার্বদ

শ্রীগৌরাস্তের পরম কৃপাভাজন—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় করুণার বশবর্তী হইয়া সকলকে এই মাধুর্য-রস পান করাইবার মানসে রসিকাচার্য শ্রীপাদ-শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তীকৃত—‘সুখবর্তনী’ টীকার আনুগাতে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জলভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ জনগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। উদারচেতা ব্যক্তিগণ যেমন নিজেদের স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়াও অন্নের হিত করিয়া থাকেন সেইরূপ অনুবাদক মহাশয় নিজের স্বার্থ অর্থাৎ নিজ নামের স্ব-অর্থ, অর্থাৎ মণীন্দ্র—কৌশল, তাহার নাথ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গুহ—গোপনকারী হইয়াও আজ ঔদার্যগুণে মণ্ডিত হইয়া বেদ-প্রতিপাত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ-রস জগতে বিতরণের জন্ত বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ও করিতে-ছেন। মহামহিম শ্রীশ্রীযুগল-চরণে প্রার্থনা করি—তিনি নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপে সম্প্রদায়ের এবং বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন এবং এই মহৎকার্যে আনুকূল্য বিধানকারীগণের সহিত ‘ভূরিদা’ রূপে স-পার্শ্বদ শ্রীগৌরাস্তের কৃপামৃত লাভে ধন্য হউন।—ইত্যলম্।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
জীবাদম—শ্রীকৃষ্ণদাস



* শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গদেবো জয়তঃ *

চিত্ত চমৎকারী আনন্দ প্রবাহ

শ্রীবসন্তোৎসব

বসন্তলক্ষ্মীঃ স্বয়মেব মূর্তী,
বিভূতিভিঃ স্বাভিৰিবাক্তভাগ্ভিঃ ।
ইতো ন দূরে বিবিধৈর্বিধানৈন-
মূর্ত্তং বসন্তোৎসবমাতোনোতি ॥



রাসোৎসব

বস্ত্রে গানং তদভিনয়নং পাণিপদ্যে পদাজ্জ
তালো গ্রীবাভূবি বিধুবনং দোলনং নেত্রযুগ্মে ।
বামাবামস্থলনবলনা তারকায়াং দৃগন্তঃ
কৃষ্ণে প্রেমা মনসি যুগপদ্ভূল্যামাসামথাসীৎ ॥

ঝুলনোৎসব

ধৃহা প্রেচ্ছোলিকায়্য গুণমতি ললিতং পাণিনৈকেন লীলা-
লাবণ্যেদৌলয়ন্ত্যো নিজতমূলতিকাং ভৃঙ্গসঞ্চেদন সাদ্ধিম্ ।
মৃষ্টিগ্রাহং গৃহীহা নিবিড়নিয়মিতাদম্বলাং কেলিধূলী-
রন্যোবাল্লবল্লমনিময়বলয়ং চিহ্নিপুং পঙ্কজাক্যং ॥



• ত্রিগৌরহরি •

বিষয় সুচি



দ্বাদশস্তবক ৪৬৭-৫০৮

বজ্রহরণ লীলা : ধন্যাদি কন্যাগণের কাত্যায়নীব্রত সঙ্কল্প, কাত্যায়নী-অর্চনার্থে যমুনাকূলে গমন, কন্যাগণের যমুনা স্নান, যমুনা পুলিনে গমন, বালুকাময়ী মূর্তি গড়ন, কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা, দেবীর আবির্ভাব ও বরদান ।

ত্রয়োদশ স্তবক - ৫১০-৫৫৩

যজ্ঞপত্নী জনানুগ্রহ :—ত্রয়ের সখা ও বৃক্ষের প্রশংসা, বিপ্রপুত্রী-যজ্ঞশালায় সখাগণের প্রবেশ ও তার শোভা দর্শন, সখাগণের যাজ্ঞিকগণের নিকট অন্নযাক্ষণ ও আশাভঙ্গ, পুনরায় বিপ্রভাষীগণের নিকট প্রেরণ, বিপ্রভাষীগণের রূপ গুণ বর্ণন, বিপ্রভাষীগণের নিকট অন্নযাক্ষণ, অন্নযাক্ষণ শ্রবণে বিপ্রভাষীগণের অপূর্ব ভাবাবেশ, বহুবিধ ঋতু হস্তে ব্রাহ্মণীগণের অভিসারোৎসব, ব্রাহ্মণীগণের শ্রামধাম দর্শন, কৃষ্ণের স্বাগত প্রশ্ন ও অঙ্গীকার, ব্রাহ্মণীগণের অমুরাগ পুষ্পাজলী প্রদান, কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানপর বাক্যবাণ, বাক্যবাণে অধীরা ব্রাহ্মণীগণের প্রেমনিবেদন, কৃষ্ণের ব্রাহ্মণীগণকে তত্ত্বোপদেশ, পূর্বকথারম্ভ, ব্রাহ্মণগণের অনুতাপ, বিপ্রগণের দ্বারা পত্নীগণের সম্মান, উত্তরগেষ্ঠেপথে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের নয়নে নয়নে মিলন ।

চতুর্দশ স্তবক - ৫৫৪ ৬০৬

বসন্তোৎসব :—বৃন্দা গোপীসভায় জ্যোতিষের ছদ্মবেশে বটুর কুঞ্জদেবতাপূজন উপদেশ, শ্বশুরাভীদেব বধুগণকে কুঞ্জদেবতা পূজনোপদেশ, মায়েদের সম্মতিতে ধন্যাদিকন্যাগণের বনবিহার বাধা দূর, বসন্তের আগমণে শ্রাম অঙ্গের অপূর্ব মাধুর্য, বসন্ত-আনন্দমত্তা গোপীগণের বনগমন, গোপীগণকে বনদেবীদের ভূষিত করণ, সহচরীগণ সঙ্গে সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবী মাতঙ্গীর আবির্ভাব, মাতঙ্গী কর্তৃক স্বর ও শ্রুতির পরিচয় দান, সখীকর্তৃক অবহেলিত মাতঙ্গীকে রাধার সম্মান, মাতঙ্গী প্রমুখার নানারাগালাপ, সখাগণ সঙ্গে হোলী-রঙ্গে কৃষ্ণের আগমন, হোলীখেলা দর্শনে বনলতাগণের আনন্দমত্ততা, হোলী রণারম্ভে রাধাচন্দ্রাবলীর নিজ নিজ ভাবানুসারে স্থিতি, কৃষ্ণদেশে বটুর গোপীসমাজে আগমন ও হোলীযুদ্ধের সূচনাকরণ, পরপক্ষের স্তবে কৃষ্ণকে যুদ্ধে উত্তোজিত করণ, কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত বটুর গোপীসমাজে বাক্যুদ্ধ, আদদের সহিত রাধার কৃষ্ণসেবা, হোলীখেলার সমাপ্তি ।

পঞ্চদশ স্তবক—৬০৭—৬১৩

গোবর্ধনধারণ লীলা : ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ, গোবর্ধন পূজা প্রবর্তন, পূজোপকরণ বিষয়ে কৃষ্ণের নির্দেশ, কৃষ্ণ নিজেই পর্বতোপরি দেবতারূপে প্রত্যক্ষীভূত, গোবর্ধন পরিক্রমা, ত্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব, যজ্ঞভঙ্গে ইন্দ্রের ক্রোধ ও প্রলয়াবারি বর্ষণ, গোবর্ধন ধারণ, ব্রজজনের গোবর্ধন ধারণলীলা আশ্বাদন ও প্রিয় আলাপন, মেঘমালার প্রতাপের পর্যবসান ইন্দ্রের হুঃখমাত্রে ও গর্ব নাশে, ঝঞ্ঝার শাস্তি ও ব্রজজনের শৈলছত্রতল থেকে বহিনির্গমন, গন্ধর্ব-বিগাধরাদির স্তুতি, ব্রজজনের মনে ঐশ্বর্য্যভাবের উদয়ে সংশয় ও নন্দমহারাজের প্রশ্ন, ব্রজজনের সংশয় মোচন, সুরভির সুপারিশের পর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন ও স্তব, অভিষেক মহোৎসব, ইন্দ্রকে কৃষ্ণের উপদেশ ।

ষোড়শ স্তবক ৬১৪—৭০৫

ব্রজবাসিদের ব্রহ্মলোক দর্শন :—পিতার সন্মানে কৃষ্ণের বরুণলোক গমন, বরুণস্তুতি, ব্রজবাসিদের কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণকৃপায় নিজভাবে প্রত্যাবর্তন ।

সপ্তদশ স্তবক ৭০৬—৭৬৩

রাসচতুরথ্যায়

রাসলীলা : রমনেচ্ছার কারণ, রাসরজনীর শোভা, কৃষ্ণের মুরলীধ্বনির মোহন-ক্রিয়া, অভিসার শোভা, নিত্যসিন্ধাদের ভাববৈশিষ্ট্যের বর্ণন, মুনিপূর্বা বধুগুণের অবরোধন ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি, কৃত্তিম তাটস্থ্য প্রকটনের দ্বারা প্রেমতরঙ্গের উদ্দগুচগুমা প্রকাশন, গোপীগণের কোটি হুঃখদায়ী সম্ভাপ, মর্মভেদী হুঃখনিবেদনরতা গোপীগণের শোভা, গোপীগীত, রমনারম্ভ, কৃষ্ণের অন্তর্ধান ।

অষ্টাদশ স্তবক ৭৭২—৮১৫

রাসক্রীড়ায় কৃষ্ণান্তর্ধান :—বিরহবিধুরা গোপীগণের কৃষ্ণানুসন্ধান, লীলায়ুগরণ, শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজন্ম, রাধাচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজন্ম, গোপীদের বিরহহুঃখ দূরীকরণে রাধার কুটিলভাব ও কৃষ্ণের অন্তর্ধান, অদ্ভুত বিরহজ্বরে রাধার বিলাপ রাধাদর্শন ও তাঁর এ অবস্থা বিষয়ে বিচার, গোপীদের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ, রাধাসহ পুলিনে গমন ও কৃষ্ণগান ।

একোবিংশ স্তবক ৮১৬—৮৪৬

গোপীগীত : গোপীদের সম্ভোগ প্রার্থনা সূচক ভাবোৎসব, গোপীকৃষ্ণের পরস্পর কথার মারপেঁচ ।

বিংশ স্তবক ৮৪৭—৮৯৬

রাসবিলাস :

একবিংশ স্তবক ৮৯৭—৯১৮

মুরলীচৌর্যবিলাস :—হোলী খেলোৎসব, গোপীদের বংশীচুরি মন্ত্রণা ও তৎভাবে বটুর মুরলীরক্ষণ-

ভার গ্রহণ, মুরলী আর রাধায় পণপ্রতিপণে ললিতার কণ্ঠগীতি, দৈববশে মুরলী সঙ্গীত বিচার হস্তগত ও জয় পরাজয় নিয়ে বিবাদ, শঙ্খচূড় বধলীলা, গোপী-অঙ্গে কৃষ্ণের মুরলী তল্লাশ ।

দ্বাবিংশ স্তবক ১১৯-১৩৮

দোলোৎসব লীলা :—দোলমঞ্চের বর্ণন, দেবদেবী পশুপক্ষীদের বুলনোৎসবে যোগদান, দোলস্থলীতে গোপীগণের আগমন, দোলস্থলীতে রাধাকৃষ্ণের আগমন ও হিন্দোলারোহন, চন্দ্রাবল্যাди গোপীগণের হিন্দোলারোহন, বুলনা-সমারূঢ়া গোপীগণের হোলীখেলা, প্রকট-অপ্রকট দুইরূপে নিত্যলীলা স্থাপন ।

—★—

শ্রীমদ্ভাগবত দশম—যন্ত্রস্থ

শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহের সম্পাদনায়

(প্রথম ষণ্ড জুলাই ১৯৮৪ মধ্যে বের করার ইচ্ছা—অনুমোদন করুন)

চির প্রতিজ্ঞিত অভিনব সংস্করণ

পূর্বে কখনও হয় নি, তাই অভিনব ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অক্ষরে কত কত মধু যে বরছে তা শ্রীগৌরচরণানুগত গোষ্ঠামিগণই জানতেন জীব হিতৈষ্যক ত্রুত তাঁরা জীবকল্যাণে ইহা ধরে রেখেছেন তাঁদের টীকার । অত্বের জানতে হলে এইসব টীকার মাধ্যমেই জানতে হবে । কিন্তু এই সব টীকার দার্শনিক সংস্কৃত সংক্ষেপ ভাষা সর্বজন বোধ্য নয় । অতএব একটি সহজ সরল আক্ষরিক বঙ্গানুবাদের বিশেষ প্রয়োজন বোধ ছিল ভক্ত সমাজে । আজ সেই অভাব দূর হতে চলেছে—ইহার পাঠে তাঁদের কথা তাঁদের মুখেই যেন শোনা হবে—বিশুদ্ধ ভাবে । এরমধ্যে থাকবে,—(১) মূল শ্লোক (২) অর্থ (৩) সমস্ত টীকার নির্ধাস দিয়ে গড়া মূলানুবাদ (৪) শ্রীবিধনাথচক্রবর্তিপাদের সংস্কৃত টীকা ও তার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ (৫) শ্রীজীবচরণের বৈষ্ণবতৌষণীর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ (৬) শ্রীজীবচরণের ক্রমসন্দর্ভের ও অগ্ণাশ্র টীকার বঙ্গানুবাদ যথা প্রয়োজন ।

দশম তিনখণ্ডে সমাপ্ত হবে—প্রতিখণ্ডে আনুমানিক বড় সাইজের একহাজার পৃষ্ঠা হবে । শ্রদ্ধাই মূল্য—তবে ছাপার খরচ বাবদ আনুকূল্য দেয়—প্রতিখণ্ড আনুমানিক ৫০ টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী সাবিত্রী গুহ—বৈষ্ণবদর্শন-পুরাণ তীর্থ, ১২৮ রাধারমণ মন্দির, পোঃ—শ্রীবৃন্দাবন, জেলা—মথুরা ।

(২) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

(৩) মহেশ লাইব্রেরী—২/১ শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা—১২

দ্বাদশঃ স্তবকঃ



১। অথ যদহরেবারভ্য তাদৃশসঙ্কল্পলতাসঙ্কল্পলতাকুসুমসুমনোহরাণামাসামাসাদিতসামঞ্জ্যস্তোহ-
ব্যাপারোহপারোৎকণ্ঠয়া সমজনি, তদহরেব বিশিষ্ট-পতিলাভেন হৃদয়শঙ্কলবালানাং শঙ্কলবালানাং
সমুচিতমিতি বিচারয়ন্তৌ তাসাং প্রত্যেকং মাতাপিতরৌ মা তাপিতরৌ বভূবতুঃ। প্রত্যুত তদমুকুল-
ব্যাপারপারণায়ৈ কুশলিনাবাস্তাম্ ॥

২। তথা সতি তাসাং মাত্রা মাত্রাধিকেন স্নেহেন ‘পরমরমণীয়া তে তনুব্রততী ব্রততীকৃতাঃ

দ্বাদশঃ স্তবকঃ

দ্বাদশে যন্ত সঙ্গায়ানচূ র্যার্যং কুমারিকাঃ। স তাসাং পরিধানীয়দাসাংস্তপ্যহরকরিঃ ॥

১। তাদৃশঃ সঙ্কল্পঃ ‘গোপনাথতনয়ঃ পতিনৌ ভূয়াৎ’ ইত্যুক্তলক্ষণঃ, স এব লতাঃ স্নেহাৎ পরম্পরিত-রূপকেন
সঙ্কল্পলতৈব সম্যক্ কল্পলতা বাস্তিতার্থসাধকত্বাৎ, তন্ত্ৰাঃ কুসুমৈর্ভাবিফলছোটকৈর্লক্ষণবিশেষৈঃ স্তম্ভং মনোহরাণাং প্রাপ্তা-
খ্যাসভয়া স্তিমিতচিন্তাশ্চেন লোকৈর্লক্ষ্যমাণানামিতার্থঃ। কুসুমসুমন ইতি পুনরুক্তবদাভাসালঙ্কারোহয়ম্। তদহরেবেতি
কালকর্মণি দ্বিতীয়া। বিশিষ্টপতিলাভেন কুলবালানাং কুলকণ্ঠকানাং সমুচিতং শং স্তম্ভমিতি বিচারয়ন্তৌ সন্তৌ হৃদয়ে
শঙ্কলা উৎকণ্ঠালক্ষণকীলপ্রািহণ্যচ্ তা বালাঃ প্রাপ্তপ্রথমকৈশোরাবস্থাস্থেতি তাসাং মাতাপিতরৌ জননী-জনকৌ মা
তাপিতরৌ নাতিশয়েন তাপবন্তৌ বভূবতুরিত্যদ্বয়ঃ। মত্বর্থকেনিপ্রত্যয়ান্তাৎ তরপ্তপ্রত্যয়ঃ। পারণায়ৈ পারপ্রাপ্তয়ে; ‘পার
ভীর কর্মসমাপ্তৌ’ ইতি ধাতোঃ ॥

২। কিঞ্চ, তাসাং প্রত্যেকং মাত্রা জনতা মাত্রাধিকেন পরিমাণাধিকেন স্নেহেন প্রতিসিদ্ধানামপ্যক্কা নাম শ্রদ্ধা

দ্বাদশ স্তবক

বস্ত্রহরণ লীলা :

ধন্যাদি কন্যাগণের কাত্যায়নীব্রত সঙ্কল্প :

১। অতঃপর যেদিন থেকে তাদৃশ অর্থাৎ ‘গোপতনয় আমাদের পতি হোক’ এরূপ সঙ্কল্প-
লতারূপ বাস্তিতার্থ সাধক কল্পলতাকুসুমের বিকাশে সুমনোহর ধন্যাদিকন্যাগণের হৃদয়ে জন্ম নিল
সমুচিত ইন্দ্রিয়াতীত অপার উৎকণ্ঠা সে দিন থেকে এই কন্যাগণের প্রত্যেকের মাতাপিতাগণ—
‘বিশিষ্ট পতিলাভের দ্বারাই উৎকণ্ঠাবতী কুলবালাদের সমুচিত সুখ হয়ে থাকে’—এই বিচারপরায়ণ
হয়ে অতিশয় তাপিত হলেন না, প্রত্যুত তাঁদের অনুকূল ব্রত-ব্যাপার সমাপনের জন্য কুশলী
হলেন।

২। এইরূপ পরিস্থিতিতে তাঁদের মাতাগণ মাত্রাধিক স্নেহবশতঃ প্রত্যেককে নিষেধমুখে

সোঢ়ুমসাম্প্রতং সাম্প্রতং কথমেতাদৃশমুৎসাহমুৎসাহমুৎসাহসেন দধত্যা দুষ্করং কর্ম কর্মঠতাসৃশৃতয়া-
ইনশৃতয়াইনধিকারিণ্যা তয়া করিষ্যতে' ইতি প্রত্যেকং প্রতিষিদ্ধানামদ্বা নাম শ্রদ্ধা শুদ্ধাহং বরীযুদ্যত
এব শ্ব ॥

৩। ততশ্চ তাসাং মাতরঃ পপ্রচ্ছুঃ—‘পুত্র্যঃ! কিমুমা, কিমুমাধবঃ, কিমু মাধবঃ, কিং কমলা
কমলাসনো বা, কা দেবতা বতারাধনীয়া ভবতীভিঃ, কীদৃশং বারাধনম্, ধনং বা কিয়দুপযোগি, কোইত্র
বাচার্যো বাচার্যো বিহিত ইত্যখিলং বিচার্য্য নঃ কথয়ত’ ইতি ॥

৪। তাসাং নিগদিতে বিদিতে বিতর্কনিরাশায় স্ব-তাৎপর্য্যপর্য্যবসানস্ত তা অপি সবিনয়মুচুঃ—
‘জননি! জননিয়মোহয়মেব—যত্র যাবদ্যস্ত শ্রদ্ধা বদ্ধা বহুতরা ভবতি, সা তস্মৈ তাবদেব দেবতা, তেনেহ

বরীযুদ্যতে শ্বেব, অতিশয়েনাবদ্ধত এব। “মাত্রা কর্ণবিভ্রায়াং বিস্তে মানে পরিচ্ছদে” ইতি মেদিনী। তৎপ্রতিষেধ-
বাক্যমাহ—পরমেত্যাди। তে তব তদুভ্রতী দেহলতা ব্রতস্ত তীক্ষ্ণতাং তজ্জনিতং দুঃখং সোঢ়ুমসাম্প্রতমযোগ্যা,
অতএব সাম্প্রতমিদানীমেতাদৃশীং নিজতৎপ্রৌঢ়িলক্ষণাং মুদং হর্ষং সহতে ইতি কর্মণাং, তাদৃশমুৎসাহমধ্যবসায়ম্
উৎসাহসেন উচ্চৈঃ সাহসেন দধত্যা ধারয়ন্ত্যা তয়া দুষ্করং কর্ম কথং করিষ্যতে? দুষ্করং হেতুঃ—কর্মঠতাসৃশৃতয়া ব্রতে
ভব কর্মঠতা ন লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্রাপ্যনশৃতয়া পূর্বপূর্বাভিরীদৃশব্রতস্তানচরণাদিত ভাবঃ। অতএবানধিকারিণ্যা ॥

৩। ততশ্চ তাসাং তল্লিচয়দাঢ্যজ্ঞানান্তরম্, উমা গৌরী উমায়া ধবঃ শঙ্করো মাধবো লক্ষ্মীকান্তঃ, কমলা লক্ষ্মীঃ
কমলাসনো ব্রহ্মা, বত অহুকম্পায়াম্, উপযোগিনৈবেদ্যদাবিত্যর্থঃ। আচার্য উপদেষ্টা। কীদৃশঃ? বাচা বেদাদি-
সম্বাক্যেন আর্ষো বিজ্ঞঃ ॥

৪। ইতি তাসাং মাতৃণাং নিগদিতে ভাষিতে বিদিতে জ্ঞাতে সতি তাঃ পুত্র্যোহপি উচুঃ। কথং? স্বেষাং
তাৎপর্য্যস্ত যৎ পর্য্যবসানং পতিভাবেন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তিরূপং তস্মৈ যো বিতর্কস্তনিরাশায় প্রত্যাস্তরপ্রদানং বিনা সশঙ্ক্যভি-

বললেন—‘তোমাদের দেহলতা অতি কোমল, ব্রততীক্ষ্ণতা সশ্বেষ অযোগ্য। অতএব ইদানীম্ কি
করে তাদৃশী প্রৌঢ়ী লক্ষণা আনন্দবেগ-সহ্য করছ, কি করে তাদৃশ অধ্যবসায় অতি সাহসে ধারণ করে
এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম করবে তোমরা? তোমাদের এ কাজে অনধিকারিণী হওয়ার কারণ হল ব্রতযোগ্য
কর্মঠতার অভাব, আর একাজটির অনশৃতা, যা পূর্বে কখনও করতে দেখা যায় নি।’ এ-কথা
শুনবার পর বাধাপ্রাপ্ত এই সব গোপীগণের প্রত্যেকের শুদ্ধা শ্রদ্ধা আরও বেড়েই চলল।

৩। অতঃপর তাঁদের মাতাগণ জিজ্ঞাসা করলেন—‘ওহে কন্যাগণ! তোমাদের দ্বারা
আরাধনীয়া সেই দেবতা কে বটে—সে কি উমা, কি উমাপতি, কি মাধব, কি কমলা, কি ব্রহ্মা?
তোমাদের আরাধনাই বা কি প্রকার, ধনই বা কত প্রয়োজন এতে, বেদমন্ত্রবিজ্ঞ আচার্যই বা এতে কে?
এ-সব কথা বিশেষভাবে চিন্তা করে আমাদের বল।

৪। মায়ের কথা হৃদয়ঙ্গম করে কন্যাগণও নিজ নিজ তাৎপর্যের পর্য্যবসানের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে
পতিভাবে প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে বিতর্ক তা নিরাসনের জন্ত সবিনয়ে বললেন ‘মা, প্রাণীগাত্রেই যে-দেবতার

তেনেহমুমাংসেব দেবতাং মন এবাচার্য্যং চার্য্যং তদুপদিষ্টং দিষ্টং নন্তথাবিধং জনয়িষ্যতে, নয়িষ্যতে চ পারমধ্বনঃ, তেন গুরুণা স্বপ্নেনাহস্বপ্নেনাদিষ্টো মন্ত্র এব নোহর্থসাধকঃ' ইতি ॥

৫। ততশ্চ তাভিরনিবর্ত্যানাং তাসাং তদেব নির্দ্ধার্য্য ধার্য্যমাণোংকলিকয়াহলিকয়া কৃতানু-
কূল্যানাং শুভেহহনি হনিষ্যমাণান্তরায়ে হ্রৎপ্রমোদরসসন্দোহবিষ্যং হবিষ্যং সমারভ্য কৃতব্রতোজ্ঞমানাং
বভূবুস্তাশ্বলাভাবেন স্বভাবভাবহুলতয়া বর্ষাজলধৌতানি নবশোকদলানীব দশনবসনানি, প্রত্যহমভ্যঙ্গ-
মভ্যঙ্গরাহিত্যেন পরুষতয়া কেতকীদলপাণ্ডুরাণ্যঙ্গকানি, তথা নিঃস্নেহতয়াহততয়া নির্বিগ্নজনমনাসীব

মাতৃভিঃ সদা দৃঢ়ানুসন্ধানপর্যভিত্তপি বদাচিহ্নিতকোঁঠেব বেত্যাঃ। তা উচুরিতি—তাসু একস্তা মুখ্যায়াঃ, একবচনেহপি
বহুবচনং সর্বাঙ্গাঙ্গিকমত্যাং। অতএবাগ্রে 'তেন' ইত্যেকবচনমপি। যথা, অস্বমাতরং প্রতি তা একৈকশ উচুরিতি।
অতএব 'হে জননি' ইত্যেকবচনম্। তেন হেতুনা ইহ উমাংসেব দেবতাম্, অহং তেনে সকামার্চনে বিস্তৃতভাষ্মি,
লিড়াদীনাং ভূতসামান্তে এব ভূরিপ্রয়োগদর্শনান্নাত্ত পরোক্ষাপরোক্ষবিবেকঃ। আচার্য্যং আচার্য্যঃপি মন এব আর্ঘ্যং শ্রেষ্ঠং
তদুপদিষ্টং ততোপদেশ এব নোহস্মাকং তথাবিধং দিষ্টমদৃষ্টং জনয়িষ্যতে, তচ্চাধ্বনো ব্রতরূপবজ্রানঃ পারং ফলস্থানং
নয়িষ্যতে নেম্যতি; 'নয় প্রাপণে' ইত্যাত্মনেপদিনো রূপম্। তেন মনোরূপেণ গুরুণা মন্ত্র স্বপ্নেন আদিষ্টঃ। নমু স্বপ্নঃ
স্বপ্নোপম এবাপ্রামাণ্য্যং? মৈবন্, অস্বপ্নেন জাগরণে নির্বিশেষেণেত্যাং। যথা, অস্বপ্নেন জাগরণেন চাকস্মাদেব হৃদি
স্মরণাদিতি ভাবঃ ॥

৫। তাভির্মাতৃভিরনিবর্ত্যানাং ব্রতান্নিবর্তয়িতুমশক্যানাং তাসাং কুমারীগামুংকলিকয়োংকর্ষয়াহলিকয়া সাঙ্খ-
কম্পসখ্যা হনিষ্যমাণা নষ্টকরিষ্যমাণা অন্তরায়া বিদ্যা যেন, তথাভূতেহহনি হ্রৎপ্রমোদরসানাং সন্দোহস্ত সন্দোহে বা যা
বিড় ব্যাপ্তিঃ, 'বিশ্বান বাপ্তো' তন্ত্যঃ সাধুঃ, সাধ্বর্থং য-প্রত্যয়ঃ। স্বভাবেনৈব ভা-বহুলতয়া কাস্তি-বাহুল্যেন তাম্বুলরসা-
নাবৃতত্বাদত্যরুণিমোদগমাদিতি ভাবঃ। অভঙ্গমঙ্গং লক্ষ্যীকৃত্যা ভাঙ্গরাহিত্যেন তৈলাভ্যঞ্জনাভাবেন। নিঃস্নেহতয়া নিঃশ্রম-

উপর যার যতদূর বন্ধমূল্য দৃঢ়প্রজ্ঞা থাকে তার ততটুকুই ফল ঐ দেবতা থেকে লাভ হয়ে থাকে। এই
হেতু আগর্য্য কাত্যায়নী দেবীর সকাম অর্চন বিবদ্ধিত করে তুলবো। মনকেই শ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে নিযুক্ত
করেছি, তার উপদেশই আমাদের তথাবিধ অদৃষ্ট জন্মিয়ে দিবে, এবং পথের সীমায় পৌঁছে দিবে।
ঐ মনরূপ গুরু জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় যে মন্ত্র উপদেশ করেছেন তাই আমাদের অর্থসাধক হবে।

কাত্যায়নী-অর্চনার্থে যমুনার কূলে গমন :

৫। অতঃপর মায়েদের বুঝানোতেও ব্রতসঙ্কল্প থেকে অনিবার্জিত কুমারীদের চিত্তগত উৎকর্ষা-
রূপা সখীর আনুকূল্যে অন্তরায় বিনষ্ট হয়ে গেলে সেই নির্দিষ্ট শুভদিনে হৃদয়ের প্রমোদ-রসসাগর
উচ্ছলিত হয়ে উঠলে তাঁরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ আরম্ভ করে ব্রত করতে উদ্ধত হলেন। ব্রতকৃচ্ছতায়
তাদের দেহে এক অপূর্ব লাভণ্যের প্রকাশ হল—তাম্বুলাভাবে অধরকাস্তির স্বাভাবিক প্রকাশ-বাহুল্যে
অধরপুট হয়ে উঠল বর্ষাজলধৌত নব অশোকদলের মতো, প্রতিদিন প্রতি অঙ্গে তৈলমর্দন অভাবে
তনুশ্রী কঠোরতাহেতু পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করল, কেশকলাপ তৈল অভাবে নির্বিগ্ন জনের মনের মতো

রক্ষাণি চিকুর-নিকুরাণি তথা সক্রদনতয়ানতয়া তনবোহপি তনবোহপিহিতরুচোহদ্বিতীয়ায়া দ্বিতীয়ায়াঃ
শশিকলায়াঃ সৌভাগ্যহারিণ্যো হারিণ্যোহপি যদি পুনরজনি রজনবিরাগমস্তদা ভূষণাঃ শয়নাচ্ছিতাঃ
সত্যঃ কৃষ্ণাশয়া শয়ালুতা-বিরহেণ বিকষাকষায়বদরুণনয়না নয়নাদিধাবনং বিধায় রাগানন্তং নন্তস্তনবসনং
নিরস্ত রস্ততমং বসনাস্তরং পরিধায় বিগতবৈকল্যং প্রতিকল্যং প্রতিপৎস্তমানযমুনাপ্লবপ্লবমানমানসাঃ
সমনস্তরমনস্তরহসা পূর্বসম্বাদেনা কারণকারণাভাবেহপি মিলিত্বা ‘আলি’ স্বামপেক্ষ্য বর্ত্তামহে মহেচ্চে
‘স্মরিতমেহি’ ইতি বিলম্বমানাং প্রতি প্রতিপত্তমানমাননাগিরঃ, তদহু পরস্পরপরমশ্রেম্ণেব বিযুক্তবিসলতা-

তয়া নিষ্টুলঙ্ঘন চ। কীদৃশা? বৈরাগ্যসিদ্ধার্থং ব্রতস্ত সাজ্ঞাসিদ্ধার্থং চাহতয়া ভ্রমাদপ্যনষ্টয়া। অত্র যত্বেপি তাসা-
মঙ্গানি কেশাশ্চ তৈলাভ্যাজ্যাবেহপি স্বভাবাদেবাতিশ্লিষ্টানি, তদপি শ্রেমবতাং দ্রষ্টৃজনানাং রক্ষতাসম্ভাবন্যৈব রক্ষাপা-
জ্ঞানি, যথা পুত্রদেহং পুষ্টমপি পশুস্ত্যা মাত্ৰা মৎপুত্রদেহোহয়ং কুধা কাম ইতি সংভাব্যতে। সক্রদনতয়েতি কৰ্ত্তরি
ল্যপ্রত্যয়ান্তাদ্ভাবপ্রত্যয়ঃ পুংবঙ্গম্। কীদৃশাঃ? অন্ততয়া পূর্ববদদ্রুতয়েত্যর্থঃ। তনবোহপি দেহা অপি তনবঃ কৃশাঃ,
অপিহিতরুচশ্চর্যকাস্তয়ঃ; যদা, ভাগুরিমভেনাকারলোপে নঞা অনাচ্ছয়কাস্তয়ঃ ক্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রাণ্যশাবলাদিত্তি ভাবঃ।
কিংবা, তনবোহপি কৃশা অপি তনবো হিতরুচঃ কৃষ্ণাসঙ্গমোপযোগি-কাস্তয় ইত্যর্থঃ। অদ্বিতীয়ায়া একস্তা এব দ্বিতীয়ায়া-
স্তিথিঃ সঙ্কল্পিতাঃ শশিকলায়াঃ সৌভাগ্যহারিণ্যঃ, সর্বজনকারুণ্যজনক-কার্যাদিত্তি ভাবঃ। অদ্বিতীয়ায়া ইতি তন্তু
দ্বিতীয়াতিথিসাহিত্যে কিঞ্চিৎকলাপুষ্টিঃ সম্ভবেদিত্তি হারিণ্যোহপি হারবত্যেহপি হারকাস্ত্যা সাদ্বিতীয়াপি অদ্বিতীয়াশশি-
কলায়াঃ সৌভাগ্যহারিণ্য ইতি বিরোধঃ।

এবং ত্রিনির্বাণীয়ত্বা তচ্ছেষ্টা বিবৃণু আহ—যদীতি। রজনবিরাগো যত্বেজনি জাতস্তদা শমনানুজাতায়া যমুনায়া
রোধঃ পুলিনং সমাজগুরিতায়য়ঃ। শয়ালুতা স্বাভাবিকী নিদ্রা, তদ্বিরহেণ বিকসা মঞ্জিষ্ঠা, “মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিজী”
ইত্যমরঃ, তন্তা রাগেণ রক্তিয়া অনন্তং ন ত্র্যক্ষিতম্, শ্বেতমিত্যর্থঃ। রস্ততমং সাধব্যা-সৌভাগ্য-ব্যঞ্জকম্, অরুণাদিবর্ণ-
মিত্যর্থঃ। প্রতিপৎস্তমানং প্রতিপ্রাতঃ প্রতিপৎস্তমানেন ভাবিনা যমুনায়াগাপবেন স্নানেন প্লবমানমাত্রীভবদ্বানসং যাসাং ত্যাঃ;
অনন্তরহসাহতিগোপেন “রহোহতিগুচ্ছে সুরতে” ইতি বিশ্বঃ। পূর্ব-সংবাদেন ‘পূর্বদিন-সায়ংসংযয়ে সংহত্য স্বঃ প্রাতঃসংযয়ে
করিত্বামহে’ ইতি সঙ্কেতেনৈব হেতুনা আকারণকারণাভাবেহপি আচ্ছানহেতুভাবেহপি সতি; “হুতিরাকারণাচ্ছানম্”

রক্ষ হয়ে পড়ল, একাহারী হওয়াতে দেহ কৃশ হয়ে গেলেও কাস্তিমন্ত হল যদিও তা থাকল ছন্ন,
গলায় হার থাকলেও কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার শশীকলার সৌভাগ্যহারী হয়ে গেল তারা—সর্বজনকারুণ্য-
জনক কৃশতায়। এবার এদের ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হচ্ছে—রাত্রি যদি শেষ হয়ে গেল তখন
ভূমিতে শয়িত কন্ঠাগণ কৃষ্ণ-আশায় শয়ন থেকে উঠে পড়লেন। অতঃপর স্বাভাবিক নিদ্রার অভাবে
রক্তরাগের মতো অরুণ নয়না তাঁরা চোখমুখ ধুয়ে রাত্রিবাস গুত্র বস্ত্র ছেড়ে ফেলে সৌভাগ্যসূচক
অরুণ বসন পরে দেহজড়তা ত্যাগ করে, প্রতি প্রাতে যমুনা স্নান হবে এ-ভাবনায় স্নিগ্ধমনা হয়ে,
পূর্বসম্ব্যার অতিগোপন পরামর্শানুসারে বিনা ডাকাডাকিতেই সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে বলাবলি
করতে লাগলেন—‘হে সখি, তোমার জন্মই অপেক্ষা করছি, হে সৌভাগ্যবতি, তাড়াতাড়ি এস।’
বিলম্বে আগত সখীর প্রতি এরূপ সম্মানসূচক বাণীতে স্বাগত জানিয়ে পরস্পর মিলিতা হয়ে প্রেমে বাহু

বলিবলিতললিত-লক্ষণা ধরণিতলসঞ্চারিচারিমভরপ্রগাঢ়াঃ কমলিত্র ইব, ইতরেতরতরলশাখাশাখাকমনঃ
কিঞ্চন কাঞ্চনকাহ্নলতোত্তানমিব, জঙ্গমং নিজনিজ-চপলতাবলেপলেপনায় পরস্পর গুণ্ণফল্লগপ্রভাঃ ক্ষণ-
প্রভাবিতভূতলাবতারাঃ ক্ষণপ্রভা ইব গৃহীতভূজবলয়া বলয়াবলিনিদ-নির্জিতমদকলকলবিস্ববন্ধরণমা-
ন্দোলিতকরাঃ করালতরতরনিকিরিগৈর্খথা কমলিনীমলিনীভাবো ন ভবতি, তথাহরহরতিজরীজন্ত্যমাণকৃষ্ণ-
তৃষ্ণাপরিভবেনাপি বিলসমুখ্যা মুখ্যোত্তমকল্লকল্লনাসংভূতদেবীপূজাসম্ভারভারমণীয়পাণিভিরমুচরীভি-
রহুগম্যমানাঃ, চতুর্মুখমুখলেখলেখামুখ-মুখরিত-হরিগুণগুণনবাক্ষারকারণ-দরবিবৃতমুখকমলামোদপ্রমোদ-
প্রপতদলিকুলাতিরেকরেকণকণংকুণনকমনীয়নয়নাঞ্চলং ভবিকবিকস্বরস্বরসৌভাগ্যং পরিবাদিনীপরিবাদি

ইতানরঃ। মিলিত্বা সংমীল্য; হে আলি! হে সখি! পরস্পরং গৃহীতভূজবলয়াশ্চলন্তীস্তা উৎপ্রেক্ষতে। পরস্পরং
যঃ পরমঃ প্রেমা তেনৈব বিষক্তাঃ পরস্পরং মিলিত্বা বিসলতাবলয়ো মুণাললতা-শ্রেণয়স্তাভিরেব বলিতং যল্ললিতং
লক্ষ চিহ্নং তেন কমলিত্র ইব। কিঞ্চ, ধরণিতলে সঞ্চারিগ্যাশ্চ তান্চারিমভরণে চাক্রস্বাতিশয়েন প্রগাঢ়াশ্চেতি তথাভূতা
ইত্যার্শ্বম্। অত্র সাবর্ণ্যাহুপলন্ত ইতি পুনরুৎপ্রেক্ষতে—ইতরেতরং তরলশাখানাং যঃ শাখো ব্যাপ্তিঃ; ‘শাখু
ব্যাপ্তো’ যত্রোক্তঃ, তেনাকমনং সম্যক্ শোভনং কিঞ্চনাত্ত্বং কাঞ্চনস্ত কনকস্ত লতোত্তানম্; অত্রাপি জগত্তমোহরণ-
পরমচমৎকারি-প্রভা-নিবহালাভ ইতি পুনরুৎপ্রেক্ষতে—নিজ-নিজ-চপলতয়াঃ প্রতি-স্ব-চাপল্যস্তাবলেপেনাহঙ্কারেণ
লেপনায় প্রলেপার্থং পরস্পরং প্রসঙ্গনাথমিতি যাবৎ, পরস্পরং গুণ্ণিত্বঃ পরস্পরগুণ্ণনপরাঃ ক্ষণরূপা উৎসবমযাঃ প্রভা
যাসাং তাঃ, ক্ষণাদেব একর্ষণে ভাবিতঃ কৃতো ভূতলেহবতার আবির্ভাবো যাতিতথাত্বাঃ, ক্ষণপ্রভা ইব বিদ্যুত ইব।
বলয়াবলিনিদেন নির্জিতং মদকলস্ত মন্তস্ত কলবিস্বস্ত চটকস্ত বন্ধরণং বন্ধারো যত্র তদ্যথা স্তাস্তথাহন্দোলিতকরাঃ।
কৃষ্ণস্ত তৃষ্ণারূপেণ পরিভবেনেতি সোহপি কৃষ্ণেনৈব প্রযুক্তঃ কটুতরস্বতেজোবিশেষ এবতি দৃষ্টান্ত-সঙ্গতিঃ। মুখ্যা যা
উত্তমকল্লস্ত কল্লনা, তয়া সংভূতা যে দেবীপূজা-সম্ভারাঃ পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদয়ঃ, তেষাং ভা কান্তিস্তয়া রমণীয়াঃ
পাণয়ো যাসাং তাভিঃ। চতুর্মুখো ব্রহ্মা, তন্মুখাস্তদাদয়ো লেখা দেবান্তেষাং লেখাঃ শ্রেণ্যস্তাসাং মুখৈর্মুখরিতা। যে হরি-
গুণান্তেষাং গুণনং কীর্তনামগ্ৰণং তস্ত বন্ধারকারণাঙ্কারহেতোর্দরমীষদ্বিবৃতং যমুখকমলং তস্তামোদান্নির্গচ্ছতঃ স্নগন্ধা-
ন্ধেতোঃ প্রমোদেন প্রপততামলিকুলানামতিরেকাং রেকণং শঙ্কা তেন হেতুনা কণং প্রকাশমানং কুণনং সঙ্কোচন্তেন

জড়াজড়ি করে ধরলেন। দেখে মনে হতে লাগল—যেন মুণাললতাবলীসমন্বিত-ললিত লক্ষণযুক্ত-
অতিচারুতায় নিবিড়-স্থলসঞ্চারী একটি পদ্মবাড়, যেন পরস্পরের চঞ্চল শাখাদ্বারা বিস্তৃত অতিরমণীয়
কোনও অদ্ভুত চলমান একটি স্বর্ণলতোত্তান, যেন নিজ নিজ চপলতা গর্বের দ্বারা প্রলেপিত করবার
জন্তু পরস্পর একটি মিলনে গুণ্ণিত আলোর ঝরণা, যেন হঠাৎই চতুর্দিকে অতি চমকিত করে
দিয়ে ভূতলে অবতীর্ণ বিদ্যুৎমালা। এইরূপ অপূর্ব শোভার আকর কণ্ঠার দল যমুনার দিকে চলছিলেন
অবিকল স্বরসৌভাগ্যবিস্তারের সহিত বীণাবন্ধারতিরস্করী নিশ্চিহ্ন কোমল স্বরে দ্রুত তালে ব্রহ্মাদি-
দেবমুখগীত হরিগুণগান সঙ্কীর্তন করতে করতে। উচ্চ কীর্তনে তাঁদের ঈষৎ উন্মিলিত মুখকমল-
নিঃসৃত স্নগন্ধে আকুল হয়ে অলিকুল উড়ে এসে পড়ছিল তাঁদের ঐ মুখকমলে, আর সেই শঙ্কায়
তাঁদের নয়নকোণের অতি সঙ্কোচনে কমণীয়তা প্রকাশ হচ্ছিল ওতে, তাঁদের করপদ্ম আন্দোলিত

নীরঞ্জমূলতরং গায়ন্ত্যো লঘুতরম্, তমোহুতুহুতি তিমিরহুদোহপত্যতায়ামপি তিমিরধারাধারায়মাণায়াঃ
সকলতাপোপশমনাহুজাতায়াঃ শমনাহুজাতায়াঃ রোধো রোধোপশমপূর্বমেব সমাজগ্নুঃ ॥

৬। সা চ তরঙ্গিণী রঙ্গিণীব তাসাং শ্রীনন্দনন্দনং পতিষ্ণেন লব্ধুমিচ্ছনাং মিচ্ছনাং শ্রদ্ধামদ্ধা
মহতীমালোক্য সবহমানমাগচ্ছতাগচ্ছতেতি তরলতরতঃ স্রবরৈরাঞ্জিলিজিষুবিব তন্ত্বেচরণঞ্চরণং-
কলহংসক-বহ্বরণকোলাহলৈর্বাটিতি বাটিতি কৃতা সমুড্ডীয়মানানাং জলশকুনানামালাপেন যথাভিমত-
সিদ্ধিমিব সূচয়ন্তীরয়ন্তী রমণীয়মাদরমিব বিহগমিথুনস্ত নিশাবিরহস্ত রহস্তমুংপাদয়িতুং হৃদরূপকিরণাহত-
হতনিদ্রাবিসিনীকুসুমনয়নাকলৈঃ সস্নেহমালোকয়ামাস ॥

কমনীয়ং নয়নাকলং যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা; ‘রেক শঙ্কায়াম্’, ‘কণী দীপ্তো’, ‘কৃণ সঙ্কোচে’ ইতি ধাতবঃ। ভবিকং মঙ্গল-
ময়ং বিকস্বয়ন্ত স্বরশ্রুপি সৌভাগ্যং যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা। পরিবাদিনী বীণা, তামপি পরিবদিতুং তিরস্কৃতুং শীলং যন্ত
তদ্যথা শ্রান্তথা; নীরঞ্জং নিবিড়ং চ তৎ যুতলং কোমলং চেতি তৎ; গানক্রিয়াবিশেষণপঞ্চকম্। তমোহুদে সূর্যে
অহুততি ন উদয়তি সতি শমনাহুজাতায়া যমুনায়া রোধঃ পুলিনং সমাজগ্নুঃ। রোধঃ স্নেহাৎ পিত্তাদিকৃতবারণং তদুপ-
শমপূর্বকম্। শমনাহুজাতায়াঃ কীদৃশাঃ? তিমিরং হুদতি দূরীকরোতীতি তিমিরহুং সূর্যঃ, তদ্যাপত্যতায়াম্ সত্যামপি
তিমিরধারায়া আধারোহধিকরণং তদ্বদাচরন্ত্যাঃ; সকলানাং তাপানামুপশমনমহু পশ্যাজ্জাতং স্নানাতনন্তরোৎপন্নং
ভবতি যতন্ত্যাঃ ॥

৬। তরঙ্গিণী যমুনা, মিদা স্নেহেন; ‘ক্রিমিদা স্নেহেন’; প্রেমপরিণামবিশেষণ শূন্যং ইচ্ছাম্; ‘টুওম্বি গতি-

হচ্ছিল বলয়নিচয়ে মদমত্ত কলবিহ্ব-বহ্বর নির্জিতকারী বহ্বর তুলে, অত্যন্ত প্রথর সূর্যকিরণেও
পদ্মচয় যেমন মলিনতা প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ সদা অতিপ্রকাশমান কৃষ্ণমিলন-তৃষ্ণাতাপের দ্বারা
তাপিত হয়েও এঁদের মুখ দীপ্তই ছিল, এদের পিছে পিছে চলছিল উত্তমোত্তম বিধি অমুসারে
সংগৃহীত দেবীপূজা-সম্ভারের কাস্তিদ্বারা উজ্জ্বলপাণি সেবিকাগণ। এইরূপে সূর্যোদয়ের পূর্বেই
কণ্ঠাগণ পিত্তাদির স্নেহের বারণ উপশমপূর্বক চলতে চলতে গিয়ে উপস্থিত হলেন যমুনাতটে—যিনি
তিমিরধারা বক্ষে ধারণ করে আছেন, তিমির দূরকারী সূর্যকণ্ঠা হয়েও, স্নানে সকল তাপ উপশম করে
দিচ্ছেন।

৬। শ্রীনন্দনন্দনকে পতিরূপে পেতে ইচ্ছুক কণ্ঠাগণের প্রেমপরিপাকে উচ্ছলিত শ্রদ্ধা সাক্ষাৎ
দর্শন করে তরঙ্গিণী যমুনা যেন রঙ্গিণীর মতো চঞ্চল তরঙ্গ করে আলিঙ্গনেচ্ছায় এগিয়ে এসে তাঁদের
বহমান দান করে বললেন ‘এস এস’। ঐ কণ্ঠাদের চরণসঞ্চারণে রণিত যুতল নুপুরবহ্বর-কোলাহলে
ঝটপট্ শব্দ করে উড্ডীয়মান জলপাখীদের কিচিরমিচির আলাপের দ্বারা মনে হচ্ছিল যেন
যমুনাদেবী কণ্ঠাদের যথাভিমত সিদ্ধি সূচনা করে রমণীয় আদর প্রকাশ করছেন। বিহগমিথুন
চক্রবাকচক্রবাকীর নিশাবিরহের পর সুরতসঙ্গম উৎপাদনের জন্য উদিত সূর্যকিরণের আঘাতে হতনিদ্র
কমলকুসুমরূপ নয়নপ্রাপ্তে যমুনাদেবী সস্নেহে ওঁদের দেখতে লাগলেন।

৭। তাশ্চ তদা বিলম্বং সোঢ়ুমনীশা নীশারমপহায় সুমহিমহিমকণাসারমপি সারমপিহিতং হিতং তদ্বানং তদ্বানন্দপর্যয়েব সহমানা মানাতীতোৎকলিকয়ালিকয়া সম্মেব দরকস্ত্রকং প্রচলদধরকিশলয়-লয়-বিকসিত-সিত-দশন-সঞ্চারিচারিম-শীৎকারসংকৃত-মধুরতর-হাসমিতরেতরেক্ষণ-ক্ষণকৌতুকমাকুঞ্চিত-কলেবরং চিতকলে বরং ব্রতরসে তরসেহ সমাদরং বহন্ত্যা ভগবতীঃ কালিন্দীমভিবন্দ্য তদন্তসি স্নাতু-মবতেরঃ, অবতীৰ্য্য চাগণিত-শীতভীতি যথাবিধি বিধীয়মানস্নানাঃ সমুৎসাহসাহসমুদিতাঃ সমুদিতাস্তীরাং সমুদ্ভেরঃ ॥

৮। স্নানসমুত্তীর্ণানং মুত্তীর্ণা নঞ্জসা জায়তে স্ম যদি তাসাং তদা যমুনাসঙ্গসম্বাদেন চারুদতীনাং

বুদ্ধ্যোঃ'। অন্ধা সাক্ষাদেব। তাসাং তাসাং চরণানাং সঞ্চরণে রণতাং শঙ্কায়মানানাং কলহংসকানাং শোভনপাদকটকানাং সংহতানাং বন্ধারকোলাহলৈর্জল-শকুনানাং জলচর-পক্ষিণামাদরমিবাদরময়ং বাক্যগিব ঈরয়ন্তীব। বিহগ-মিথুনস্ত চক্রবাক-দয়ন্ত নিশায়াং বিরহো যন্ত তন্ত বহন্তং সুরতময়সঙ্গম্; “বিরহোহতিগুহ্যে সুরতে” ইতি বিখ্যঃ। উৎপাদয়িতুমুত্ততো-হরন্ত সুর্যন্ত কিরণানামাহতমাঘাতস্তেন হতা নিদ্রা যন্ত তৎ, বিসিনীকুসুমং কমলপুষ্পমেব নয়নং তপ্তাঞ্চলৈঃ ॥

৭। নীশারং শীতপ্রাবরণবস্ত্রম্, শোভনো মহিমা ভূপঃপ্রাপকত্বলক্ষণো যেষাং তেষাং হিমকণানামাসারমপ্যানন্দ-পর্যয়েব তদ্বা সহমানাঃ। কীদৃশম্? সারং শ্রেষ্ঠং হিতমপিহিতমনাবৃতং প্রকটমেব সং তদ্বানং বিস্তারয়ন্তম্; যথা, অপিহিতমাচ্ছন্নং প্রাপ্যমাণস্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গরূপহিতস্ত জর্জরনজ্জেরত্বাৎ। মানং পরিমাণং তদতিক্রান্তয়োৎকলিকয়া স্নানোৎ-কণ্ঠয়া হেতুনা আলিকয়া সখ্যা সমম্। দর ঈষৎ কস্ত্রং কম্পযুক্তং কং শিরো যত্র তদযথা স্তাস্তথা প্রচলতঃ প্রকর্ষণে কম্পমানস্তাধরকিসলয়স্ত লয়াগাট্যাদবিকসিতেষু সিংহদশনেষু সঞ্চারী চারিমাণা চারুতয়া যঃ শীৎকারস্তেন সংকৃতো মধুরো হাসো যত্র তৎ। হাসে হেতুঃ—ইতরেতরেতি। পরস্পর-অসাধর্ম্য-দর্শনমেব হাত্তোক্ষমকমিতি ভাবঃ। নহু কিমে-তাবতা শীত-সহনেন? তত্রাহ—ইহ ব্রতরসে বরং শ্রেষ্ঠং সমাদরং বহন্ত্যাঃ। কথঙ্কতে? চিতা সঞ্চিতা কলা শিল্পং স্নানাদি-সমস্ত-ব্রতাকৌশলং যত্র তস্মিন্। সম্যগুৎসাহাদেব শীতাদি-দুঃখ-সহিষ্ণুতয়াং সাহসং তেন মুদিতাঃ সমুদিতাঃ সম্মিলিতা এব ॥

কন্যাগণের যমুনাস্নান :

৭। ওখানে পৌঁছেই বিলম্বে অসহিষ্ণু হয়ে কন্যাগণ পশমী আবরণবস্ত্র ছেড়ে ফেলে দিলে শ্রেষ্ঠমঙ্গলাভিব্যক্তিস্বরূপ সুমহিম তুষারধারা-সম্পাতও তমুর আনন্দপররূপে সছ করলেন। অতি শীতে এদের মস্তক ঈষৎ কম্পিত হচ্ছিল, কম্পিত অধরকিশলয়ের নটনে বিকসিত শুভ্র দন্তে সঞ্চারী চারুতায় প্রকাশিত শীৎকারের দ্বারা পূজিত মধুর হাসির বিকাশ হচ্ছিল এদের মধ্যে পরস্পর অসাধর্ম্য দর্শনে, পরস্পর ঈক্ষণজাত উৎসবময় কৌতুকে এঁদের কলেবর হচ্ছিল আকুঞ্চিত—এ-অবস্থার স্নানোৎকণ্ঠা হেতু সখীসঙ্গে স্নানাদি ব্রতাকৌশলযুক্ত ব্রতরসে অতি সমাদরবতী কন্যাগণ ভগবতী কালিন্দীকে বন্দনা করে তাঁর জলে স্নান করবার জন্ত নেমে পড়লেন। নেমে পড়ে শীতের ভয় তুচ্ছ করে যথাবিধি স্নান সমাপন করে অত্যন্ত উৎসাহ বশে শীতাদি-দুঃখ-সহিষ্ণুতাতে যে সাহস ব্যক্ত হল তাতে আনন্দিতা তাঁরা সকলে একসঙ্গে মিলিতা হয়ে তীরে উঠে এলেন।

রুদতীনাং তহুরুচামশ্রবিন্দব ইব সেসিচ্যমান-সিচয়নিচয়া গাত্রসলিলপৃথতাঃ পৃথতাক্ষীণামক্ষীণা মহীতলং পেতুঃ, যে খলু লাবণ্যামৃতসারবিন্দবোহরবিন্দবোধকর-বজ্রাকস্থায়বাসগমিত-বয়সাং বয়সাং গণেন সূচিরমমমীয়ন্ত ॥

৯। তদা চ সহজবৈবৈরস্তমপহায় দয়োদয়োত্তরলাভিঃ কোমুদীভিরিব মুদীভিরিব মূর্তাভিঃ প্রতি-ভয়াইপ্রতিভয়া রুদতীরিব তিমিরততী রততীত্রসলিলনিঃস্রন্দাঃ কবরীর্বরীয়সীর্মার্জনেন মার্জনেন সলিল-নিঃসারেণ সারেণ লালয়ন্তীভিরিব শোভাভরেণ পুনরাভিরাভিরাম্যাক্যাক্যাক্ষরকাস্তকাস্তিভিরাসেদে কাপি মাধুর্যস্ত পরা কাষ্ঠা ॥

৮। স্নানসমুত্তীর্ণানাং স্নানাং সম্যগুত্তিতানাং তাসাং মুং মনঃপ্রসাদময়ী প্রীতিরঙ্গসা শীঘ্রং যদি তীর্ণা ন জায়তে ন, অপারদ্বাত্তাভিরেবেতার্থঃ, তদা চারুদতীনাং তাসাং পৃথতাক্ষীণাং হরিগনয়নানাং গাত্রতঃ সলিলপৃথতাঃ স্নানজল-বিন্দবোহক্ষীণা বহুতরা মহীতলং পেতুঃ;—“পৃথতৈগর্ষারোহিতাস্চমরো মুগাঃ; পৃথস্তি-বিন্দু-পৃথতাঃ” ইত্যমরঃ। কথন্তুতাঃ? সেসিচ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ সিচ্যমানঃ সিচয়নিচয়ো বহুসমূহো যেষেত্বে। তানেবোৎপ্রেক্ষেতে—তহুরুচামঙ্গকাস্তীনাংশ্রবিন্দব ইব কেন হেতুনা যমুনায়া অঙ্গসঙ্গেন জলাস্তঃপ্রবেশেন যঃ সমাগ্ বাধেতেন। যমুনায়াঃ শ্রামদ্বাং প্রাতুলকাস্তিভ্যঃ প্রাপ্তা-ষাতথেনেতার্থঃ। অরবিন্দস্ত কমলস্ত বোধকরঃ সূর্যস্তস্ত কস্তা যমুনা, তস্তাঃ কে জলে যো স্ত্রায়বাসো স্ত্রায়প্রাপ্তা বসতি-স্তেনৈব গমিতানি যাপিতানি বয়াংসি বাল্যাদিনি যেষেস্তেষাং বয়সাং পাক্ষিণাং গণেন বৃন্দেন এতানালোকঃ ঙ্গিঃ পাক্ষিভিরপি ভবা মাধুর্য্যমুভবন্তুংপূর্বজন্মগণ্যে কদাপি ন লব্ধ ইতি ভাবঃ ॥

৯। অথ স্ব-স্ব-কবরীর্মার্জয়ন্তীতা উৎপ্রেক্ষেতে—সহজমোৎপত্তিকমপি বৈরজনিত-বৈরস্তমপহায় তাক্তনা, প্রত্যুত দয়ায়া উদয় উলগগন্তেনৈবোত্তরলাভিঃ কোমুদীভির্যোৎস্নাভিরিব। এবং কায়নিষ্টং গুণং বর্ণয়িত্বা মনোনিষ্টমপি গুণং বর্ণয়ন্তেব বৈরত্যাগেহপি কারণমাহ—মুদীভিরিবোভ। মুদামানন্দনাম্ ঙ্গিভিঃক্ষীভিরিব মূর্তা তম্ ঙ্গিমতীভিঃ! প্রতিভয়ং তীতিস্তেন যাংপ্রতিভা কর্তব্যাসুরগং তয়া রুদতীরিব তিমিরাণাং ততীঃ শ্রেণীঃ রতোহভিরততীত্রঃ সলিলনিঃস্রন্দোহক্ষ-

৮। স্নান থেকে সমুত্তিতা কষ্ঠাগণের অপার মনপ্রসাদময়ী প্রীতি যদি শীঘ্র পার পেল না তখন চারুদত্তী হরিগনয়না ঐ কষ্ঠাদের গাত্রজলবিন্দুসমূহ যা পুনঃ পুনঃ গাত্রবস্ত্র ভিজিয়ে তুলছিল তা ধারায় প্রবাহিত হয়ে ভূমিতল প্রাপ্ত হ'ল—দেখে মনে হতে লাগল যেন যমুনার কাল জলের প্রতিকূল স্রব্ধের আঘাতে তাঁদের ক্রন্দনপরায়ণ দেহের স্বর্ণবর্ণকাস্তি অশ্রুবিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে। এই গাত্রজলবিন্দুকে লাবণ্যামৃতসারবিন্দু বলে বহুক্ষণ ধরে অনুমানের বিষয় করে তুলেছিল সেই পক্ষীগণ যারা কমলবিকাশী যমুনার জলে স্ত্রায়প্রাপ্ত বসতিস্থলে বাল্যাদি বয়সকাল যাপন করছে।

৯। সেই সময় অতি চঞ্চল জ্যোত্স্নার মতো, মূর্তিমতী আনন্দলক্ষ্মীসম স্বর্ণবর্ণ কুমারীগণ তাঁদের কাল কুচকুচে অতি সুন্দর কেশপাশে আবদ্ধ জল যা বেগে ক্ষরিত হয়ে প্রতীতি জন্মাচ্ছিল যেন ভয়ে অপ্রতিভ হয়ে কাঁদছে তা সম্পূর্ণভাবে যাতে নিঃসারিত হয়ে যায় সেইরূপ সুন্দরভাবে বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা মার্জনা করে শোভিত করে তুলছিলেন—দয়ার উদগমে সহজবৈরতাজাত বিরসতা ত্যাগ করে।

১০। তদনু চ বিনিবারিতবারিতমূলতাঃ কৃষ্ণগানগানন্দমাধুরীধুরীণমুখকমলাঃ কমলাতোহপি সৌভগবত্যো ভগবত্যোতপ্রোতরাগাঃ প্রত্যুদগমনীয়গুদগমনীয়মুং পরিদধুঃ ॥

১১। তথা চ সতি পরিগৃহীতাংশুকাস্তাংশুকাস্তাং মার্জিতকেশকলাপাং কলাপাণ্ডিত্যবতীং সৈকতং কতমছপেয়মীং সম্পাদিত-সামগ্র্যাসামগ্র্যবধানপরাং দরশীতশীতলতাজনিত-শীৎকারচারুবদনকমলপরিসর-সরদলিপক্ষবাতবাতুলতাতুলতাস্ত্রুবং কুমারিকাক্ষেণীং যমুনাতাতোহপি স্নাতাতোহপি স্নতরাং বাৎসল্যপাত্রীং কহ্ষেণ যমুনা শীতোপশমকরেণ করেণ লালয়ন্নুদীয়াম্ ॥

পাতঙ্গপো যাসু তাঃ কবরীঃ, সলিলানাং নিঃসারো নিঃসারণং তজ্জপেণ মার্জনেন বাৎসল্যালয়ন্তীভিবিব। অজএব বদ্বথেনে কৃতাক্ষজলাপসারণানামাশ্বাসিতানাং তাসাং রোদননিবৃত্তিরভূদিতি ভাবঃ। মার্জনেন কথন্তেন? যা শোভা তন্তা অর্জনং লাভো যতন্তেনেতি, প্রত্যুত তাসাং হর্ষ এবাভূদিতি ভাবঃ। তথাভূতাবিরাডিঃ কুমারীভিঃ। আভিরাম্যমভিরামতা তেনাপি কাম্যা কার্ত্তনরাং কনকাদপি রম্যা কাস্তিস্বাসাং তাভিঃ, কাপি পরা কাষ্ঠা কোহপি পরম উৎকর্ষ আসেদে প্রাপ্তা ॥

১০। বিশেষণে নিবারিতানি বারীণি যাভ্যন্তথুতন্তমূলতা যাসাং তাঃ, কৃষ্ণ গানগতো য আনন্দন্তেনৈব মাধুরী-ধুরীণানি মাধুর্যভারবাহকানি মুখকমলানি যাসাং তাঃ; প্রত্যুদগমনীয়ং ধৌতবদ্বযুগ্মং; “তৎ শ্রাদ্ধগমনীয়ং যদ্বৌতয়ো-বদ্বয়োঃ গুগ্ম” ইত্যমরঃ; উদগমনীয়ী ব্রতোপযোগিপাবিত্র্যাদৃষ্ট্যা উদগমবতী মুং প্রীতির্নিস্মিতং ॥

১১। পরিগৃহীতানামংশুকানামস্তা অক্ষলানি, তেষাং যেহংশবঃ কনকরসসম্বন্ধিকিরণাত্তেঃ কাস্তাম্; সৈকতং

দেখে মনে হচ্ছিল যেন রোদনপরায়ণ আশ্রিত কেশপাশ কন্যাগণ বাৎসল্যভাবে লালন করছেন। সেই সময় অভিরামতারও কাম্য ও কনক থেকে রম্য কাস্তিমতী কন্যাদের সৌন্দর্যমাধুর্য এক অনির্বচনীয় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছিল।

১০। বিশেষভাবে জলমুক্ত তমূলতায় শোভনা, কৃষ্ণগানগত-আনন্দের দ্বারা অতিমাধুর্যোচ্ছল-মুখকমলা, লক্ষ্মীদেবী থেকেও সৌভাগ্যবতী, ও ভগবানে ওতোপ্রোতরাগা কন্যাগণ ধৌতবদ্ব, যার ব্রতোপযোগী পবিত্রতা দেখে তাঁদের প্রীতির উদয় হ’ল তা পরিধান করলেন।

যমুনা পুলিনে গমন :

১১। পরিগৃহীত বস্ত্রের প্রান্তভাগের চিত্রের জরির কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত কাস্তিবিশিষ্টা, মার্জিত কেশকলাপসমষ্টিতা, ও কলাপাণ্ডিত্যবতী কন্যাগণ তখন যমুনাপুলিনের কোন একস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। পরিপূর্ণরূপে আয়োজিত পূজোপকরণ সাবধানে রক্ষায় তৎপরা, ও তৎকালে ঈষৎ শীতের শীতলতা জনিত শীৎকার ধ্বনিযুক্ত মুখকমলের নিকটে সৌগন্ধের আকর্ষণে আগত অলিকুলের পাখার বাতাস-অসহিষ্ণুতায় তুলার মতো ভীতিচপলা ভ্রুবিশিষ্টা, সূর্যদেবের বাৎসল্যপাত্রী সেই কন্যাগণ, যাদিকে সূর্যদেব পিতা হয়েও নিজকন্যা যমুনা থেকেও অধিক প্রীতি করেন তাঁদিকে তিনি যুহু ঈষদৃষ্ণ শীতোপশমকর কিরণরূপ করের দ্বারা লালন করতে করতে উদিত হলেন।

১২। ততশ্চ জলচরচরণচিহ্নানুপহতেহহতে চ জনাস্তবৈশাঙ্কবৈশাঙ্কি লং ব্রুচন বপুঃধবলেহধবলো-
পরহিতে হিতে পুলিনে পুনরপি নিজনিজকবকলং পরিশোধিতে পূজনসামগ্রীঃ প্রীয়ামবতার্থ্য্য বতার্থ্য্যচর-
তাঃ কিল কোকিলকোমলবচসো রচনারনিকতাভিঃ সিকতাভির্ভগবত্মামৃতিং নির্দিমিংসবঃ পরম্পরমভাষন্ত
—‘সহচরি! চরিতমিদং ন কদচিদস্মাভিরধুনা ধুনানা সন্তমং ভ্রমং চ কানাম কুশলা কুশলানামপি
কুণ্ঠলেহস্মিন্ন প্রবর্ততাম্। কিঞ্চ, কিমেকৈকশঃ কিমুত যুগপদর্চনীয়া কাত্যায়নী, কাত্যায়নীরসতা যথা
ন ভবতি, তথৈব বিধীয়তাম্, ধীযতাং শ্রদ্ধাং বিধায় নিশ্চীয়তাং চ’ ইতি কয়াচিহ্নজ্ঞে পুনরত্যা উচুঃ,—
‘মিলিষালি তাদৃশীভির্দৃশীভিরীশ্বরী পূজ্যা ন পুনরেকৈকশোহনেকশোহনেকশোভা ভবিষ্যতি’ ইতি
সকলা এব সকলা এবমতিমধুমধুরং কৃষ্ণগুণগানমঙ্গলমারম্ভ্য সৌরভ্যসৌভাগ্যকুসুমাজ্জলিং বিকীর্য

সিকতাময়ম্; কতমং পুলিনমুপেয়যীং প্রাপ্তবতীম্; সম্পাদিতং সামগ্র্যং সমগ্রতাহংগুতং যন্তাচ্ছাভূতা যা সামগ্রী পূজো-
পৰ্য্যোগি-ঈদৃশ্যাণি তজ্জাবধানপরাম্, কদাচিৎ পতন্তিঃ পক্ষিভিক্রপহস্তোৎ বেতি শঙ্কয়া। দরশীতশ্রাবশীতশ্চৈব যা শীতলভা-
বপুষাং সৌকুমার্যাং প্রাতঃস্নানানভ্যাসাচ্চ যৎ শীতদায়িত্বং তজ্জনিতেন শীৎকারেণ চাকুগাং বদনকমলানাং পরিসং-
সরতাং সৌরভ্যং প্রাপ্য গচ্ছতামলীনাম্ যঃ পক্ষসম্বন্ধী বাতন্তস্ম বাতুলতয়া বাতাসহিযুতয়া তুলবন্তাস্তা ভীতিচপলা
ক্ৰীড়ো যন্তাস্তাম্; “বাতুলঃ পুংসি বাতায়ামপি বাতাসহে জিযু” ইত্যমরঃ। যমুনাতাতোহপি সুর্য্যোহপি সুর্য্যাতোহপি
সুর্য্যাতোহপি ॥

১২। অনিলমস্তুরেণ পবনেন বিনা; জনাস্তবৈশাঙ্কহতে, কিন্তু অনিলেনৈব হতে, প্রভাত বজ্রকৃতে ইতি ভাবঃ।
অবলৈপঃ ফেনাদি-কল্পপ্রলেপস্তত্রহিতে; অগ্রীয়াযুত্তম্যঃ; অবতার্থ্য্য স্থাপয়িত্বা; রচনায়াং রসিকতা যাসু তথাভূতাভিঃ
সিকতাভির্বালুকাভিঃ। ন চরিতং ন কৃতম্, ইদং কাত্যায়নচর্চনব্রতং তথাপি কুশলাঃ স্বার্থচতুরা কানাম ভ্রমং ভ্রান্তিং
সম্ভ্রমম্যবৈর্গন্ধ ধুনানা দূরীকুর্বতী সতী কুশলানামপি কুশলে মঙ্গলানামপি মঙ্গলেহস্মিন্ কর্মণি ন প্রবর্ততাম্, কিন্তু প্রবর্তত
এব। কস্ম অথশ্রাত্যায়েন অভায়েন যা নীরসতা সম্মত্যভাবেহেতুকবৈরন্তঃ সা যথা ন ভবতি। ধীযতাং ধিয়া বৃক্ষা-
যতাং সংযতাম্। হে আলি! তাদৃশীভির্মিলিষেবশ্বরী পূজ্যা। মিলনে হেতুঃ—ঈদৃশীভিঃ পরম্পরসৌহার্দবতীভিঃ।

১২। এরপর জলচরচরণচিহ্ন রহিত, বায়ু বিনা অশ্রুজনের গমন রহিত, ও কোনও ফেনাদি
প্রলেপ রহিত কোনও পবিত্র কর্ণধবল পুলিনে অতি উত্তম পূজাসামগ্রী রেখে অহো শ্রেষ্ঠ চরিত্রবতী
কন্যাগণ মূর্তি গড়ার উপযুক্ত বালুকায় উমামূর্তি গড়তে ইচ্ছুক হয়ে কোকিল-কোমল বচনে পরস্পর
বলীবলি করতে লাগলেন। একজন বললেন—‘হে সহচরি, কাত্যায়নী অর্চনব্রত আমরা কখনও
করিনি, তবে কথা হচ্ছে মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ ত্রাস্তি উদ্বেগ দূরকারী এ-মঙ্গল কার্যে কে-না প্রবর্তিত
হয়। আরও, তোমরা কি প্রত্যেকে একা একাই কি যুগপৎ সকলে একসঙ্গে কাত্যায়নী অর্চন করবে,
তোমরা সেইরূপ বিধান কর যাতে সুখ ত্যাগে নিরসতা এসে উপস্থিত না হয়, আরও বুদ্ধি স্থির করে
শ্রদ্ধার সহিত কর্তব্য নিশ্চয় কর। এইরূপ বললে পুনরায় অগ্ন একজন বললেন—‘হে সখি, আমাদের
মতো সৌহার্দবতী কন্যাগণের সকলে মিলিত হয়েই ঈশ্বরীপূজা করা উচিত, কেন-কি প্রত্যেকের
পৃথক পৃথক পূজা করা ঠিক নয়, একসঙ্গে সবাই মিলে করলে অনেক শোভা হবে।’ অতঃপর

শুচিতরসিকতাঃ সমভাৰ্য ভগবত্ৰুমাংদেব্যা মূৰ্ত্তিং নির্মাতুমারেভিরে ॥

১৩। আরম্ভমাত্র এব সা ভগবতী সিকতাময়তাময়মানেব স্বয়মেব স্বয়মেব মূৰ্ত্তিমতী যজ্ঞজনিষ্টে, তদৈব তা অহো অহোভিৰ্হুলৈরপ্যেবং ন শক্ৰু বস্তি যন্নির্মাতুং তদিদং ক্ষণেন ক্ষণেন সহ সুসম্পন্নমিতি হংপ্রসাদসাদনেন দেবীপ্রসাদসাদনং জাতমিতি মন্ত্যমানা মানাধিকাং চিত্তবৃত্তিমেষ প্রমাণীচক্রুঃ ॥

১৪। ততশ্চ অভিতোহভিতোষতস্তামেব দেবীমুপসেবিতুমনসো মনসোহপ্যগোচরেণ ভাবেন ভাবেন বশংবদা বদাবদত্বমপহায় বাগযতা যতাত্মানো যমুনাসলিলমাহত্যা পূজোপকরণানি করণানিয়ম্যানি সন্নিহিতানি বিধায়, নিধায় নিধিমিব হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণম্, বিধিবদ্বিহিতপাদধাবনাচমনা, মনোগালস্থিতবসনা-সনাঃ সমানমানসত্বেন সত্বেন মৌনাবস্থাবস্থানেহপি সমানমানসালাপাঃ সমাননিৰ্বাহবাছব্যবহারাস্ত ভগবতীমর্চয়িতুমারেভিরে ॥

অতো নাত্র বৈরস্তং ভাবীতি ভাবঃ। ন তু একৈকশ একৈকয়া পর্যায়েণেত্যর্থঃ। বিলম্বেন সর্বাসাং যুথ্যকালানুভাদিতি ভাবঃ। অতএবানেকশোহনেকাভির্হুভিরনেকা শোভা ভবিষ্যতীতি। সকল্যঃ পূজনশিল্পবত্যাঃ ॥

১০। স্বয়মেব স্তূৰ্ণ অয়ং শুভবহং বিধিং ময়তে পূজাপরিবর্তনেনেব দদাতীতি সা তথা; 'বেদে' প্রতিদর্শনৈঃ; ক্ষণেন সহ উৎসবেন সহ। সাদনং প্রাপ্তিঃ ॥

১৪। ভাবেন প্রেমণা, ভাবেন ভা কান্তিস্তামবতি রক্ষতীতি ভেন বংশবদাঃ পরম্পরং বশবর্তিতাঃ, বদাবদত্বং বচনপ্রতিবচনাদিকর্ষত্বম্, পূজোপকরণানি ধূপদীপ নৈবেদ্যাদীনি, করণেন বাগিঞ্জিয়েণানিয়ম্যানি বর্ণয়িতুমশক্যমিকি

পূজন-নিপুণা সকল কল্যাণ অতি মধুর মধুর কৃষ্ণগুণগানময় মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করে সুসজ্জিত সুসজ্জ কুমুমাঞ্জলি অর্পণ করে পবিত্র মূর্তিগড়ার বালুকা পূজা করে ভগবতী উমাদেবীর মূর্তি গড়তে আরম্ভ করলেন।

বালুকাময়ী মূর্তি গড়ন :

১৩। আরম্ভমাত্রই পূজার প্রতিদানে স্বয়ংই স্তূৰ্ণ শুভবহ অদৃষ্টদায়ী সেই ভগবতী যদি বালুকাময়ী মূর্তি প্রকট করলেন তখন—‘অহো, বহুদিনেও বহুবাক্তি যা এমন সুন্দর করে নির্মাণ করতে পারে না তা এই ক্ষণকাল সময়ে আনন্দের সহিত সুসম্পন্ন হয়ে গেল’, এইরূপ চিন্তায় তাঁদের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠলে তাঁরা মনে করলেন এতেই দেবীর প্রসন্নতা-প্রাপ্তিও স্বতঃসিদ্ধই হয়ে গেল— এইরূপ মাননাকারিণী তাঁরা নিজের চিত্তবৃত্তিকেই সমস্ত প্রমাণ থেকে অধিক বলে নিশ্চয় করলেন তখন।

কাত্যায়নীদেবীর অর্চন :

১৪। অতঃপর সর্বপ্রকারে পূর্ণসন্তোষের জন্য কল্যাণ সেই বালুকাময়ী দেবীর উপাসনার মানসে মনেরও অগোচর কামনা পালয়িতা প্রেমে পরম্পর বশবর্তী হয়ে, বাক্বিতত্ত্বা ত্যাগ করে, মৌনি হয়ে মনকে সংযত করে যমুনা জল আহরণ করে, বর্ণনাতীত পূজাসম্ভার নিকটে ধরে, শ্রীকৃষ্ণকে নিম্নিত মতো হৃদয়ে স্থাপন করে, বিধিবৎ পাদধাবন ও আচমনাদি করে, বিস্তৃত আসনে ভূমিজে গদা

১৫। তত্র প্রথমং প্রথমগঙ্গসাহজসাধারণ্যেন তস্ত্র্যামেব সৈকত্যাং কত্যায়াণীমূর্তৌ মনসা মনসৈব সকলাঃ কলাবত্যঃ সমানমানসতয়া একরূপমেব তদা তদাবাহনং বিদধতি স্ম ॥

১৬। যথা— ‘ইহাগচ্ছাগচ্ছ দেবি সন্নিধানমিহাচর।

কৃষ্ণস্ত সন্নিধানং নঃ প্রাপয়স্ব নমো নমঃ ॥

১৭। ইত্যাবাহ বাহুবন্তিরহিতা অবহিতা অবনতা নতাজ্যঃ পুনস্তথৈব বিমলমাসনমাসনমগ্রতো-
হগ্রতোষণে সমুপনীয় পনীয়তমং পূর্ববন্দনসৈব নিবেদয়ামাসুঃ,—

‘আস্ততামিহ ভো দেবি দিব্যমাসনমিষ্যতাম্। অস্মাকমঙ্কপর্যঙ্কং কৃষ্ণাসনমুদীরয় ॥’

১৮। ইত্যাসনং সনন্দনীয়াদরমদরমোদেন সমর্প্য স্বাগতং পপ্রচ্ছুঃ,—

‘স্বাগতং তব হে দেবি স্বাগতং তে নিবেদ্যতে।

কৃপয়া কারয়াম্মাকং স্বাগতং কৃষ্ণমস্তিকে ॥’

সন্নিহিতানি বিধায় হস্তপ্রাপ্তিদেহে হাপয়িত্বৈত্যর্থঃ। পূজাসমাপ্তি-পর্যন্তমাসন-ভঙ্গস্থানোচিত্যাদিতি ভাবঃ। মনোগিতি
প্রৌঢ়শব্দদ্ব্যেব নিরসনার্থং ভূমিস্পৃষ্ট-চরণৈকদেশা ইত্যর্থঃ। সন্তেন সন্তুগুণেন হেতুনা মৌনাবস্থায়াবস্থিতাবপি ॥

১৫। প্রথং খ্যাতম্, অঙ্গসা সাক্ষাৎ। অঙ্গসাধারণ্যেন অঙ্গত্ববস্ত্তুল্যত্বেন সৈকত্যাং সৈকতাবিকারভূতায়ামেব,
অকৃত্রিমতয়া নিত্যসিদ্ধ-মননেত্যর্থঃ। মনসা মনসৈব, ন তু মন্ত্রবর্ণনা স্পষ্টমুচ্চাৰ্যেতি ভাবঃ ॥

১৬। কৃষ্ণসন্নিধানং নোহস্মান্ প্রাপয়স্বেতি। অজাং গ্রামং প্রাপয়েতিবং সপ্তমার্থ এব পর্য্যাপ্তিঃ, ততশ্চ ত্রয়ত্রেব
কৃষ্ণোহপ্যস্মান্ সন্নিহিতো ভবতিত্যর্থঃ। পূর্বশ্চ সাধনত্বমুত্তরশ্চ ফলত্বমিতি। এবমগ্রেহপি ॥

১৭। বিমলা মা শোভা তস্তা আসনং স্থিতির্বিজ্ঞ তথাভূতমাসনম্; পনীয়তমমতিস্তবাম্; ‘পণ স্ততো পন চ’ ইতি
দৃষ্ট্যত্বমপি ॥

ছুঁইয়ে বসে, অভিন্ন মানস ও সন্তুগুণে অধিষ্ঠিত হেতু মৌন অবস্থায় স্থিত হয়েও অভিন্ন মানস-আলাপা
কক্কাগণ বাহুব্যবহার নির্বাহেও সমান হয়ে ভগবতী উমাদেবীর অর্চন আরম্ভ করলেন।

১৫। এই অর্চনে সর্বপ্রথমে সকলকলাবতীগণ সমান মানসা হেতু একই ভাবে তখন সাক্ষাৎ
প্রসিদ্ধ অঙ্গনবস্ত্তুল্য মাননা করে সেই বালুকাবিকারভূতা কাত্যায়নী মূর্তিতে তাঁর আবাহন মন্ত্র মনে
মনেই উচ্চারণ করলেন।

১৬। যথা—এখানে আসুন দেবি আসুন, এই মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হোন। আমাদিকে কৃষ্ণের
নৈকট্য প্রাপ্তি করান। আপনাকে প্রণাম, প্রণাম।

১৭। এই প্রকারে আবাহন করে বাহুবন্তি রহিত হয়ে নতাজী কক্কাগণ সাবধানে বিনম্রভাবে
পুনরায় সেই ভাবেই বিমল শোভাবিশিষ্ট আসন নব আনন্দে সম্মুখে ধরে অতিস্তব্য উমাদেবীকে
পূর্ববৎ মনে মনেই নিবেদন করলেন—‘হে দেবি, আসতে আজ্ঞা হোক, এ দিব্য আসন স্বীকার করুন।
আমাদের অঙ্কপর্যঙ্ক কৃষ্ণের আসনরূপে প্রখ্যাপিত করুন।’

১৯। ইতি স্বাগতমস্বাগতমহাপরিতোষণে পৃষ্ঠা সমুচিতচিত-তত্তদ্রব্যভব্যভর্মভাজনস্থমুপপাত্তপাত্তমপি তথৈব নিবেদয়াক্রিয়ৈঃ ॥

২০। 'উপপাত্তমিদং পাত্তং পাদয়োরভিবাগয়োঃ। কৃষ্ণপ্রাশ্বেদপাত্তং নঃ শিশিরীকুরতামুরঃ।

সম্পাত্ততামনাগে নঃ কৃষ্ণস্রাত্ত সমাগমঃ'।

২১। ইতি পাত্তং নিবেদ্য বেদ্যরহিতা বিধিবদাহত-তদ্রূপযুক্তযুক্ততমদ্রব্যানর্ধমর্ধমর্ধয়ামাসুঃ ॥

২২। যথা— 'অপ্যর্ঘিতৌষৈরর্ঘ্যা স্ব তুভ্যমর্ঘোহয়মর্ঘিতঃ।

মহার্ঘ্যঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গঃ ক্রিয়তাং স্বর্ঘ এব নঃ ॥'

১৮। নন্দনীয়োভিনন্দ্যো ন আদরেণ সহ বর্তমানং যথা শ্রাদেবম্। অদরমোদোনানন্দানন্দেন স্বর্গতমপ্রকাশিতং যথা শ্রাস্তথা, চিত্তবৃত্ত্যেব স্বাগতং নিবেদ্যত ইত্যর্থঃ। অস্বাক্ষমন্তিকে কৃষ্ণং সূর্যু আগতং কারয় সম্পাদয়; যথা, কৃষ্ণং প্রাশ্বেদ্যকর্তারম্, অস্বাক্ষং স্বাগতং কারয়, কৃষ্ণোহস্বান্ স্বাগতং পৃচ্ছতিত্যর্থঃ। অতএব বক্ষ্যতি—(ভা০ ১০।২৩।২৫) "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি ॥

১৯। অসুখ প্রাণেষ্ণাগতো যো মহান্ পরিতোষন্তেন পৃষ্ঠা। সম্যগুচিত্তৈশ্চিত্তৈরেকীকৃতৈস্তত্তদ্রব্যৈঃ পাশ্চোপযোগি-শ্রামাকাদি-বস্ত্রভির্ব্যং মঙ্গলভূতং যদুর্ধ্ব-ভাজনং কনকপাত্তং তত্রৈহমুপপাত্ত কৃষ্ণা; "পাত্তং পাদয় বারিণি" ইত্যমরঃ ॥

২০। হে অনাঙ্গে! দুর্গে! নোহস্বভ্যাং কৃষ্ণস্ত সমাগমঃ সম্পাত্ততাং দীয়তাম্ ॥

২১। বেত্তেন জ্ঞাতুমর্হেণ পূজাবিধ্যাদিনা রহিতা অপি বিধিবদিত্তি বিরোধঃ; যথা, বেত্তরহিতা জ্ঞাতুমশক্যা অজ্ঞৈরজ্ঞৈরস্বরূপা ইতি যাবৎ। তদ্রূপযুক্তৈরুপযোগিভিদুর্বাদিভিযুক্ততমৈঃ পরমোচিত্তৈর্দ্রব্যনির্মিতৈস্তয়নর্ধম্, অর্ঘ্যে মূল্যং তচ্ছ্রুণ, অর্ঘয়ামাসুনিবেদয়ামাসুঃ ॥

১৮। এইভাবে অভিনন্দনমিশ্র আদরের সহিত মহান আনন্দে আসন সমর্পণ করে স্বাগত জানালেন—

'হে দেবি আপনাকে স্বাগত জানাই, আমাদের মনোগত ভাব আপনাকে নিবেদন করছি।'

'হে দেবি আপনার শুভাগমন হোক, আপনাকে গোপনে নিবেদন করছি শুধু—কৃপা করে আমাদের নিকটে কৃষ্ণের শুভাগমন করান।'

১৯। অতঃপর আন্তরিক মহাপরিতোষের সহিত স্বাগত জানিয়ে সমুচিত দ্রব্য শ্রামাকাদি গুছিয়ে মঙ্গলময় পাত্রে ধরে পূর্বের মতোই পাত্ত নিবেদন করলেন—

২০। হে অনাঙ্গে! দুর্গে! আপনার অভিবন্দনীয় চরণযুগলের জন্ত এই পাত্ত অঙ্গীকার করুন। কৃষ্ণের প্রাশ্বেদরূপ পাদপ্রক্ষালন-জল আমাদের বক্ষোস্থল শীতল করুক। আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গ দান করুন।'

২১। এইরূপে পাত্ত নিবেদন করে অজ্ঞের অজ্ঞৈরস্বরূপা কণ্ঠাগণ বিধিসম্মতভাবে আহুত, অর্ঘ্যের উপযুক্ত সমুচিত দ্রব্য অমূল্য অর্ঘ সাজিয়ে নিবেদন করে দিলেন। যথা—

২৩। ইত্যর্থং নিবেদ্য কমনীয়মাচমনীয়মাচরিতবিধিবিধানমর্পয়ামাস্তুঃ। যথা—

‘ইদমাচমনীয়ং তে কমনীয়মুপাহৃতম্। কৃষ্ণাচমনীয়ং ত্বমানয়াম্মাকমাননম্ ॥

২৪। ইত্যচমনীয়ং নিবেদ্য ঘৃত-দধি-মধুমধুরং মধুপর্কমর্পয়ামাস্তুঃ। যথা—

‘মধুরো মধুপর্কস্তে মুখসম্পর্কমাপিতঃ। কুরু কৃষ্ণাধরপুটীমধুপর্ককমা হি নঃ ॥’

২৫। ইতি মধুপর্কং নিবেদ্য বেদ্যবলগ্না লগ্না ইব সন্তোষ-সমার্থো সমার্থোতহুদয়াঃ প্রেমরসেন
পুনঃ পুনরাচমনীয়মুপকল্পয়ামাস্তুঃ। যথা—

‘পুনরাচমনীয়ং তে কমনীয়মিদং পুনঃ। পুনরাচমনীয়ং ভোঃ কৃষ্ণস্তাননমস্তু নঃ ॥’

২৬। ইতি পুনরাচমনীয়কমুপকল্যা সৌরভরভস-বলীকৃতগন্ধবহং গন্ধবহং বিনাপি বিস্মাপকত্বে

২২। অর্ঘিতোঁধৈঃ পূজিতসমূহৈর্দেবাদিভিরপাৰ্ঘ্য্য পূজ্যঃ; অর্ঘিতো নিবেদিতঃ, মহার্ঘো বহুমূল্যঃ, বর্ঘ্যঃ সুলভঃ ॥

২৩। কৃষ্ণাচমনীয়ত্বং কৃষ্ণেনাদাত্ত্বম্, আনয় প্রাপয় ॥

২৪। কৃষ্ণাধরপুটী যমধু তস্ত পর্কে সন্মেলনে কমা যোগ্য নোহস্মান্ কুরু; যথা, কৃষ্ণাধরপুটৌব মধুপর্কস্তত্র
তদাশ্বাদনে কমা যোগ্যত্বাঃ ॥

২৫। বেদিবদবলগ্নং মধ্যদেশো বাসাং তাঃ; “বেদিঃ স্ত্রিয়ামজুল্লিহুদয়ায়” ইতি মেদিনী; “মধ্যগং চাবলগ্নং
চ” ইত্যমরঃ। পূর্বং কৃষ্ণেনাচমনীয়মঙ্গদাননমম্বিত্তি প্রার্থিতমিদানীং পুনস্তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণাননং নোহস্মাকমস্মাভিরা-
চমনীয়মম্বিত্তি প্রত্যধরপানান্তিলাষঃ ॥

২২। ‘হে দেবি, আপনি তো পূজনীয়া সমস্ত দেবতাদেরও পূজ্য, আপনাকে এই অর্ঘ
নিবেদন করছি। আপনি আমাদের মহার্ঘ কৃষ্ণসঙ্গ সুলভ করে দিন’।’

২৩। এই প্রকারে অর্ঘ নিবেদন করে আচরিত বিধিবিধান মতো কমনীয় আচমনীয় নিবেদন
করলেন। যথা—

‘কমনীয় এই আচমনীয় আপনাকে নিবেদন করছি—আপনি আমাদের আনন যাতে কৃষ্ণের
স্বাদ লাগে এমন করে দিন।’

২৪। এইভাবে আচমনীয় নিবেদন করে ঘৃত-দধি-মধুমুক্ত মধুর মধুপর্ক নিবেদন করলেন।
যথা—

‘হে দেবি, মধুর মধুপর্ক আপনার মুখের সহিত সন্মিলিত করে দিচ্ছি। আমাদিকে করে দিন
কৃষ্ণাধরপুটীমধু-সন্মেলনযোগ্য।’

২৫। এইরূপে মধুপর্ক নিবেদন করে ক্ষীণকটি বিগুহু হুদয়া কত্যাগগ সন্তোষরূপ সমাধিমগ্ন,
ও প্রেমরসে আবিস্তা হয়ে পুনরাচমনীয় নিবেদন করে দিলেন। যথা—

‘এই কমনীয় পুনরাচমনীয় আপনাকে নিবেদন করছি। প্রতিদানে কৃষ্ণের মুখকমল আমাদের
বার বার পান হোক।’

সকলোহিতমতিলোহিতমতিলোভনীয়ং বলবচ্চারিমণি মণিপুটকে সমুপপাদিতমভ্যঙ্গযোগ্যং তৈলমগ্রত উপনীয়—

‘দেবি দিব্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গার্থমুরীকুরু। অভ্যঙ্গমঙ্গং কৃষ্ণস্তু রজাদঙ্গানি নঃ কুরু ॥’

২৭। ইত্যভ্যঙ্গং বিনিবেद्य নিবিড়তরমুদ্বর্তনীয়মুদ্বর্তনীয়মপি গন্ধচূর্ণং তূর্ণং তূপকল্পয়ামাসুঃ। যথা—

‘উদ্বর্তনীয়ং তে দত্তং গন্ধচূর্ণমিদং যুত্। উদ্বর্তনীয়ং নো হুঃখং ভয়া কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গতঃ ॥’

২৮। অথ ঘনসারসারবাসিতং সুজাতরূপজাতরূপঘটাসংভূতং স্নানীয়মানীয় মানতামুপপাভ পূর্ববদ-
যথা—

‘কপূরপূরসৌরভ্যং দেবি স্নানীয়মপিতম্ ॥ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্থয়া কুপয়া অপয়াশু নঃ ॥

২৯। অথ সুবিহিতাকুকুনপরিপাটিকাং শাটিকাং শাতকুম্ভসূত্রকৃতং কৃতাজ্জলিপুটং পুরস্কৃত্য পূর্ববৎ ॥

২৬। গন্ধবহুং পবনং বিনাপি সৌরভবেগেন বশীকৃত্য গন্ধবহা নাসিকা যেন তৎ, বিস্মাপকঃ বিস্ময়োৎপাদকঃ সকলৈবের উকিতং তর্কিতং নাসাস্বগঞ্জিয়োরতিলোভনীয়ম্। বলবান্চারিমা চাক্রবৎ যত্র তাদৃশে মণিসম্পুটে। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমন্তি প্রতিগাত্রং লক্ষীকৃত্য নোহস্মাকমঙ্গানি কুরু, মঙ্গকঃ কপোলাদিভিরস্মাকং কুচগুণাদীন যোজ্যস্তামিতার্থঃ ॥

২৭। নিবিড়তরাভিমুদ্বিরানলৈবর্তনীয়ং ভবিতব্যং যত্র তৎ। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গতঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গং প্রাপয্য নোহস্মাকং হুঃখমুদ্বর্তনীয়মুপপাটনীয়ম্ ॥

২৮। ঘনসারসারেশ শ্রেষ্ঠকপূরেণ বাসিতং সুগন্ধিতং সুজাতং রূপং সৌন্দর্যং যত্র তত্র জাতরূপশ্চ কনকশ্চ ঘট্যাং সংভূতম্। পূর্ববদিত্তি উপকল্পয়ামাসুরিত্যশ্রাব্যং ত্তিজ্ঞাপনম্ ॥

২৬। এইরূপে পুনরাচমনীয় নিবেদন করবার পর বাতাস বিনাও সৌরভবেগে নাসিকাবশী, বিস্ময় উৎপাদনে সকলের তর্কিত, গাঢ়লাল, অতি লোভনীয়, ও প্রতি অঙ্গে মর্দন যোগ্য তৈল অতি রম্য মণিসম্পুটে সুসজ্জিত করত সম্মুখে উপস্থিত করে—

হে দেবি, এই দিব্য তৈল আপনার প্রতি অঙ্গে মাখবার জন্ত অঙ্গীকার করুন। আমাদের সকল অঙ্গকে কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের দিকে প্রোমে উন্মুখী করুন।

২৭। এইরূপে তৈল নিবেদন করবার পর অতি ঘনানন্দের উৎস এই কোমল গন্ধচূর্ণ শীঘ্র নিবেদন করছি। যথা—

‘হে দেবি, এই কোমল বিলৈপন ত্রব্য গন্ধচূর্ণ আপনাকে নিবেদন করছি। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গদানে আমাদের হুঃখ উৎপাটিত করে দিন।

২৮। এরপর উত্তম কপূরে সুগন্ধিত স্নানীয় সুন্দর স্বর্ণঘটিতে ভরে এনে সম্মুখে পূর্ববৎ—

‘হে দেবি কপূরপূর সুরভিত স্নানীয় আপনাকে নিবেদন করছি। আপনি কৃপাকরে শীঘ্র আমাদের কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ সুধায় স্নান করান।

২৯। অতঃপর অতি পরিপাটি করে কোঁচান স্বর্ণসূত্রে বোনান সাড়ী কৃতাজ্জলিপুটে সামনে

৩০ । 'হে দেবি পরিধেহীদং কনকাংশুকমংশুকম্ ।

কৃষ্ণাংশুকেনাংশুকানি পরিবর্তয় নোইশ্বিকে ॥'

৩১ । অথ নানামণিময়নিরাময়নিরামণীয়কমলঙ্কারমলঙ্কারয়িত্বা সমানীতং পূর্ববৎ,—

'রত্নালঙ্কারৈরেভির্ভব ভাবিশ্রলঙ্কতা । কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখয়া কারয়াশ্রানলঙ্কতাঃ ॥'

৩২ । অথ সমুপচিত কন্তুরীকন্তুরীকৃত-কর্পূরপূরঃ সরসতরাস্তরুণ্ডরুগন্ধসার-গন্ধসারঃ সদম্বুলেপপঙ্কঃ পঙ্কজনয়নাভিরাভিরাভিমুখ্যমানায়ি, তত ইদমুচে চ—

'অম্বুলেপনমেতন্তে দেবি দিব্যমুপাহৃতম্ ।

কৃষ্ণাম্বুলেপসৌরভ্যঃ সুরভীকারয়স্ব নঃ ॥'

৩৩ । অথ গন্ধবহানন্দি-গন্ধবহানন্দিতগন্ধং গন্ধং সমুপনীয় পনীয়মূচুঃ,—

২৯ । হুঁহু বিহিতা আকুঞ্চনস্ত সম্যক্ কৃষ্ণীকরণস্ত পরিপাটী যন্তাং তাম্ ॥

৩০ । কনকানামংশবঃ কিরণা যশ্মিংস্তদংশুকং বস্ত্রম্ ॥

৩১ । নানামণিময়ং চ তল্লিরাময়াণি নির্মলানি নিতরাং রামণীয়কানি রমণীয়স্থানি যন্ত তথাভূতং চেতি তৎ, অলঙ্কারং কটককুণ্ডলাদিকমলমত্যাং কারয়িত্বা নিপুণ-স্বর্ণকার-স্থানে ইত্যর্থঃ ॥

৩২ । আভিঃ পঙ্কজনয়নাভিঃ সদম্বুলেপপঙ্কো দেব্যা আভিমুখ্যমানায়ি । কথঙ্কৃতঃ? সমুপচিতা কন্তুরী যুগমদো যজ্ঞ সঃ । তুকারো যমকার্থঃ । উরীকৃতোহঙ্গীকৃতঃ কর্পূরপূরো যেন সঃ । সরসতরৈরন্তরুণ্ডিগুঁড়ঃ শ্রেষ্ঠঃ; গন্ধসারস্ত চন্দনস্ত গন্ধেন সারঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥

ধরে পূর্ববৎ—

৩০ । হে দেবি, স্বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল এই বস্ত্র আপনি পরিধান করুন । প্রতিদানে হে অশ্বিকে ! কৃষ্ণের পরিধেয় বস্ত্রের সহিত আমাদের বস্ত্র-পরিবর্তন ঘটিয়ে দিন ।

৩১ । অতঃপর নানা মণিময় উজ্জ্বল পরমসুন্দর সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নিপুণ স্বর্ণকার দিয়ে তৈরী করিয়ে এনে সম্মুখে ধরে পূর্ববৎ—

হে ভাবিনি ! এই রত্নালঙ্কারের দ্বারা আপনি অলঙ্কতা হোন । কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-সুখা দ্বারা আমাদের অলঙ্কতা করুন ।

৩২ । অতঃপর অতি প্রবন্ধ যুগমদযুক্ত, কর্পূরপূরবাসিত, অতি সরস অগুরুতে ও চন্দনগন্ধে শ্রেষ্ঠ মনোহর অম্বুলেপপঙ্ক পঙ্কজনয়নাগণ দেবীর সম্মুখে ধরে এক্রপ বললেন—

'হে দেবি, এই দিব্য অম্বুলেপন আপনাকে নিবেদন করছি । কৃষ্ণাঙ্গের অম্বুলেপ-সৌরভ্যে আমাদের সুরভিতা করুন ।'

৩৩ । অতঃপর নাসিকার সুখদায়ী বায়ুতে সম্যক্ প্রকারে সমৃদ্ধিকৃত গন্ধবিশিষ্ট প্রশংসনীয় গন্ধদ্রব্য সম্মুখে ধরে বললেন—

‘গন্ধৈর্গন্ধবহানন্দী দেবি গন্ধোহয়মর্পিতঃ । কৃষ্ণাজগন্ধেনাস্মাকমঙ্গানি সুরভীকুরু ॥’

৩৪ । অথ বৃন্দাবনস্থ-ষড়্ভুতকালীনানি মধুপরাগ-মধু-পরাগরঞ্জীনি কুসুমানি পুরঃ সম্পাভু—

‘ইদং বৃন্দাবনোদ্ভূতং প্রসূনং দেবি গৃহ্যতাম্ ।

রদপ্রসূনৈঃ কৃষ্ণস্ত পূজিতাঃ সন্ত নোহধরাঃ ॥’

৩৫ । অথ সুরভিতরকালাগুরুগুরুতরগুগ্গুন্ডলুচ্ছামৃগালপ্রভৃতিভূতিসুগন্ধিতং ধূপধূমমগ্নাত উপ-
কল্যা—

‘সুগন্ধিধূপধূমোহয়ং ধূপস্তে দেবি কর্নিতঃ ।

ধূপিতা ভব নশ্চিত্তং ধূপিতং শীতলীকুরু ॥’

৩৬ । অথ প্রাজ্যপ্রাজ্যকর্পূরবর্ন্তিবর্ন্তিতং দীপমগ্নে নিধায় পূর্ববৎ—

‘কর্পূরবর্ন্তি-সুরভির্দেবি দীপোহয়মর্পিতঃ । কৃষ্ণকৌস্তভদীপেন দীপ্তং নস্তাজুরোগৃহম্ ॥’

৩৩ । গন্ধবহাং নাসিকামানন্দয়িতুং সুখয়িতুং শীলং যশ্চ তথাভূতো গন্ধবহেন পবনেন আ সম্যকপ্রকারেণ
নন্দিতঃ সমুদ্বীকৃতো গন্ধো যশ্চ ভম্, পনীয়ং প্রশংসাইম্ ॥

৩৪ । মধুপানাং ভ্রমরাণাং রাগো যত্র তেন, মধুনা পরাগেণ চ রঞ্জীনি রঞ্জকানি । প্রসূনমিতি জাতাবেকত্বম্ ।
রদা দস্তা এব প্রসূনানি কুন্দপুষ্পাণি তৈঃ ॥

৩৫ । গুলুচ্ছঃ স্তবকঃ, অমৃগালং বীরগমূলম্; “ম্লেহশ্চোশীরমজ্জিয়াম্ । লামজ্জকং লঘুলয়মমৃগালম্” ইত্যমরঃ ।
তৎপ্রভৃतीনাং তদাদীনাং বস্তুনাম্ ভূত্যা ধৃত্যা স্ফুগন্ধিতম্ । ধূবনং ধূস্তাং পাতিতি ধূপঃ সাক্ষ্য ইত্যর্থঃ । ধূপিতা ভব,
দীপ্তিমতী ভব; ‘ধূপ দীপ্তো’ । নোহস্মাকং ধূপিতং চিত্তং সন্তপ্তং মনঃ; ‘তপ ধূপ সন্তাপে’ ইতি ধাতোঃ ॥

৩৬ । প্রাজ্যং প্রচুরং প্রাজ্যং প্রকৃষ্টং স্বতং যত্র তথাভূতা যা কর্পূরবর্তিস্তয়া বর্তিতমুৎপাদিতমিত্যর্থঃ ॥

‘হে দেবি ! নিজ সুগন্ধে নাসিকার আনন্দদায়ী এই গন্ধদ্রব্য নিবেদন করছি । কৃষ্ণাজ-গন্ধে
আমাদের অঙ্গ সুরভিত করুন ।’

৩৪ । অতঃপর বৃন্দাবনস্থ ষড়্ভুতকালীন ভ্রমরাপ্রিয় মধুপরাগরঞ্জি কুসুম সম্মুখে ধরে—

‘হে দেবি, বৃন্দাবনোদ্ভূত এই কুসুম গ্রহণ করুন । কৃষ্ণের দন্তকুসুমদ্বারা আমাদের অঙ্গ
পূজিত হোক ।’

৩৫ । অতঃপর সুগন্ধিত কালাগুরু, অতু্যন্তম গুগ্গুন্ড-স্তবক, এবং থস্ থস্ মূল প্রভৃতির
মিশ্রণে সুগন্ধিত ধূপের ধূয়া সম্মুখে উপস্থিত করে—

‘হে দেবি, এই সাক্ষ্য সুগন্ধী ধূপধূম আপনাকে নিবেদন করছি, দীপ্তিমতী হোন । আমাদের
সন্তপ্ত চিত্ত শীতল করুন ।’

৩৬ । অতঃপর প্রচুর উত্তমঘৃতসিক্ত কর্পূর পলিতায় সজ্জিত দীপ সম্মুখে ধরে পূর্ববৎ—

‘হে দেবি, সুরভিত এই কর্পূর পলিতায় সজ্জিত দীপ অর্পিত হচ্ছে । কৃষ্ণকৌস্তভদীপের দ্বারা

৩৭ । অধি মধুরমধুরসংসিতিসিতাসিতাসিতাতপততুলসার্ককসসৈক্কব-ধবলমুগমুগবিদলকদলক
নারিকেলকজদমল-পরিমল-ঘনঘনসারসার-সরসতরাপূপ-পুষ্পশাকুল-কুললসদখণ্ডখণ্ডডুকবলমানমানসা-
মোদকমোদকসৌরভরভসনিরপায়পায়স-পকান্ন-দধিপয়ঃ-প্রভৃতি নৈবেদ্যমুপকর্য—

‘নিরবদ্যং দেবি হৃদ্যং নৈবদ্যমুপযুক্ত্যতাম্ । সম্পাদয়স্ব কুরুত্ব নৈবেদ্যং নো নবং বয়ঃ ॥’

৩৮ । ইতি নৈবেদ্যং নিবেদ্য (ভা০ ১০।২২।৪)—

“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিহৃদীধরি । নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥’

৩৯ । ইতি মন্ত্রমুপাংশু পাংশুলতাবিরহেণ বিন্দুবিসর্গ-বিসর্গমতিবারং জেপুঃ । জপিহা তু যথেষ্টমা-
চমনীয়ানন্তরং তাম্বুলপুলকমুপকর্য—

৩৭ । মধুরা চ সা মধুনো রসেন রসিতা চ সিতাসিতা শ্বেতশর্করা তয়া সিতা বন্ধা অতাপততুলা অপ্রাপ্তপাক-
ততুলাশ্চ তথা সার্ককাণি আর্জকখণ্ডসহিতানি সসৈক্কবানি সলবণানি ধবলবর্ণানি মুগাত্তানন্দপ্রাপকাণি মুগবিদলানি
চ তুলসী কদলকানি চ নারিকেলানি কেলতা উৎসর্গতা অমলপরিমলেন ঘনন্ত সাস্ত্রস্ত ঘনসারস্ত কর্পূরস্ত যঃ সারঃ
সৌরভসন্তেন সরসতরা অম্পূপাকঃ ‘কেলু গভো’ বাতুঃ । পূঃ শাখিত্র্যং তাং পাকীতি শাকুলানি শকুলীসম্বন্ধীনি
কুলানি বৃন্দানি চ লসন্তিরখণ্ডগুণখণ্ডিতৈঃ খণ্ডলডুকৈর্বলমানানি প্রবলানি মানসামোদকানি চিত্তহর্ষকাণি মোদকানি
চ সৌরভস্ত রভসৈবৈসনিরপায়াঃ পায়সাস্ত পকান্নানি চ দধিপয়ঃপ্রভৃতীনি চ যজ্ঞ তৎ ॥

৩৮ । কাত্যায়নীতি শ্লেষণে কথ্য কৃষ্ণাদসঙ্গাত্মকসুখস্ত অতি অভিপ্রেতং আয়নি ! হে প্রাপ্তিহিত ! তথা হে
মহামায়ে ! মহাত্মোৎসবস্ত অমো নিপরিমাণ আয়ো যতিঃ, হে তথাক্রমে ! মহাযোগিনিতি তেন নন্দগোপসুতেন সহ
যোগৌষধি তৈরৈব জীত্বং স্বয়ং সম্প্রাপ্তঃ, ন তু শিষ্টাদিষ্যাবধায়েমোপদ্রবেণ কালবিলম্বঃ কর্ষঃ,—কালবিলম্বতাসম্বন্ধাদিতি
ভাবঃ । অতঃপ্রব কুর্বিতি পদম্ । অত্রহা কীরয়েতুশপত্তং ত্বাং । অধীধরীতি তত্র সামার্থ্যতোতকম্ ॥

আমাদের স্বরূপ গৃহ আলোকিত হোক ।’

৩৭ । অতঃপর সাদা চিনি মাখা আতপ ততুল, আলা-লবনযুক্ত ময়মানন্দ পুত্র মুগ ডাল,
কলা-কোরান নারকেল, সুগন্ধিত ঘন কর্পূরসার গোলায় তৈরী রসে কেলা মধুর পুষ্প, নানাপ্রকার
পবিত্র অমৃতকেলি আদি ষাধির, গোটা গোটা মিষ্টিখণ্ডে ষচিত্ত অতি চিত্তপ্রসাদনী মোদক, সৌরভভরে
চিহ্নিতচমৎকারকারী পায়স, পকান্ন, দধি হৃদ্য প্রভৃতি নৈবেদ্য নিবেদন করে—

‘হে দেবি চিত্তপ্রসাদক পরমবিগুহ এ নৈবেদ্য ভোজন করুন । আমাদের নবযৌবন কৃষ্ণেয়
নৈবেদ্য করে দিন ।’

৩৮ । এইরূপে নৈবেদ্য নিবেদন করে—

‘হে কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনি অনিশ্চয়ি ! হে দেবি ! নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি
করে দিন । আপনাকে প্রণাম ।’ (ভা০ ১০।২২।৪) ।

৩৯ । এইরূপে মুখের খুবকরিকণা-নির্গমনহীন ভাবে অমুস্মার-বিসর্গযুক্ত স্পষ্ট উচ্চারণে উপাংশু
জেপ বহবার করলেন । বহু জপের পর আচমনীয়ানন্তর তাম্বুলখিলি সম্মুখে ধরে—

‘সৈলালবজ-কপূরং তাশুলমিদমশ্রুতাম্ । কৃষ্ণাস্ত-তাম্বুলরসমখরঃ । সন্ত নোহন্তরাঃ ॥’

৪০ । ইতি তাশুলং সমর্প্য নীরাজয়ামাস্থঃ ; যথা—

‘নীরাজয়ামি হ্যং দীপস্তবকেন মহেশ্বরি ।

নীরাজিতানি কৃষ্ণস্ত দ্বিযাজানি তবস্ত নঃ ॥’

৪১ । ইতি নীরাজ্য মনোরাজ্যরাজ্যভিলাষলাষকৌশলশলস্তরলতয়া দণ্ডমসিগত্য তুইবুঃ ॥

৪২ । ‘অস্থ হেরস্থমাতস্তাং স্তোতুং স্তোকসঙ্গীধরঃ ।

ন হৃদীশো ন প্রজেশো ন বাগীশোহণের কৃত্য ॥

৪৩ । রসনাদেব রসনাকণ্ডুখণ্ডনতঃ পরম্ । বহুং তথাপি স্তমহেস্ত স্তমহেশ্বরি তে কৃপা ॥

৪৪ । প্রভবিষ্ণোর্মহাবিষ্ণোর্যোগশক্তিস্তমুত্তমা । স্তাসি কর্তৃমকর্তৃং চাক্ষুশ্য কর্তৃমঙ্গীধরী ॥

৩৯ । উপাংশু যথা স্তাস্তথা জেপুঃ ; “শনৈরুচ্চারয়েন্নম্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ । কক্ষিচ্ছবং স্বয়ং বিস্তরুপাংশু স প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥” ইত্যাগমোক্তরীত্যাপাংশুলতাবিরহেণোচ্চারণে মুখবিপ্রদ্বাষদুদগমেন বিদ্বুবিমর্গাদেবিশিষ্টঃ সর্গঃ পুণ্ড্রঃ সম্যগুচ্চারণং যত্র তৎ । অতিবারং বহবারম্ ॥

৪০ । নীরাজিতানি নিঃশেষেণ রাজিতানি দীপ্তানি ॥

৪১ । মন এব রাজ্যং তত্র রাজিতুং শীলমশ্রু তথাভূতো যোহভিলাষন্তেন লাষকৌশলং শিল্পচাতুর্যম্, স্তম শির-
ক্বেগে, তেইমম শলস্তী শিলস্তী যা তরলতা তয়া ॥

৪২ । হৃদীশো মহাদেবো মাহাশ্বোন, প্রজেশো ব্রহ্মা ঐশ্বৰ্যেণ, বাগীশো বাচস্পতিঃ পাণ্ডিভেন ॥

৪৩ । রসনাদেব আশ্বাদাদেব, খণ্ডনতো হেতোস্তে তব কৃপাস্ত ॥

‘এলাচ-লবজ-কপূর দ্বারা সাজানো এই তাম্বুল খেতে অক্লান্ত হোক । কৃষ্ণের তাম্বুলরসে আমাদের অধর অরুণিত হোক ।’

৪০ । এইরূপে তাম্বুল সমর্পণ করে আরত্নিক করছেন যথা—

‘হে মহেশ্বরি, এই দীপাবলীদ্বারা আপনার নীরাজনা করছি । কৃষ্ণাকান্তিতে আমাদের অঙ্গ নীরাজিত হোক ।’

৪১ । এইরূপে নীরাজনা করে মনোরাজ্যে বিরাজমান অভিলাষজাত বাগবিলাসচাতুর্যের সহিত মিলিত তরলতার সহিত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে স্তব করতে লাগলেন—

৪২ । ‘হে মাতঃ ! হে গণেশজননি ! আপনার স্তব কিঙ্কিৎমাত্রও আপনার স্বামী মহাদেব, ব্রহ্মা, এবং বৃহস্পতি করে উঠতে পারেন না, অপরের কি কথা ।

৪৩ । তথাপি আশ্বাদনের লোভে রসনাকণ্ডু খণ্ডনের ক্ষমতা অসমর্থ । আপনার স্তব করছি । হে মহেশ্বরি আপনার কৃপা বর্ষিত হোক ।

৪৪ । সর্বশক্তিমান মহাবিশ্বের আপনি যোগমায়াত্রা উত্তমা শক্তি । এই প্রতীকমান হুচ্ছে—

৪৫ । স্বমেব তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ স্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ।

স্বমবিদ্যা চ বিদ্যা চ বন্ধমোক্ষকরী নৃণাম্ ॥

৪৬ । মাতঃ সর্বাণি সর্বাণি জগন্তি স্বদপাঙ্গতঃ । উন্মীলন্তি নিমীলন্তি ভবন্তি বিভবন্তি চ ॥

৪৭ । সর্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যে মূর্দ্ধন্যেব দিবৌকসাম্ । তবাজ্ঞা চ সমজ্ঞা চ রাজহংসীব রাজতে ॥

৪৮ । পরাং পরতরে কৃষ্ণপরে পরমবৈষ্ণবি । পরোপকারপরমে পরমেশ্বরী তে নমঃ ॥

৪৯ । মনোজ্ঞাসি মনোজ্ঞাসি স্বং সর্বশ্চৈব দেহিনঃ ।

দেহি নঃ পতিরূপেণ দেবি গোপেশ্বরনন্দনম্ ॥'

৫০ । ইতি স্তব্ধা চিরতরং রুচিরতরং রুচ্যমুরূপং দেবীং প্রণম্য যমুনায়ামেব বিসর্জয়ামাসুঃ । এব-

৪৪ । যোগশক্তির্যোগমায়ায়া শক্তিঃ ॥ (৪৫)

৪৬ । “গৌরীং সর্বান্তঃপুরপ্রধানভূতা” ইতি বাসবদত্তাল্পেষদর্শনাম্মহাদেববাচী সর্ব-শব্দো দন্তাদিরূপি, ততশ্চ হে সর্বাণি । শত্ৰুপাতি । উন্মীলন্তি জায়ন্তে, নিমীলন্তি নশন্তি, ভবন্তি সত্তাং প্রাপ্নুবন্তি, বিভবন্তি সমুদ্যন্তি ॥

৪৭ । সমজ্ঞা কীৰ্ত্তিঃ ॥

৪৮ । কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ সেব্যাত্মেন যশ্চাঃ, বস্তুশ্চ স্পষ্ট এব ॥

৪৯ । মনোজ্ঞা শ্রেষ্ঠা অসি, যতঃ সর্বশ্চৈব মনো জানামাসি মনোজ্ঞা, অতএবাস্বম্ননোরূচ্যমুসারেণৈবাতীষ্টং সম্পাদনীয়মিতি ভাবঃ । তথৈব স্পষ্টমাহঃ—দেহীতি, স্বমেব স্বয়ং দেহি, ন তু পিত্রাদয়ো দদান্তি (ভা০ ১০।২২।৪) “পতিং মে কুরু তে নমঃ” ইতি পূর্ববৎ । স্বদর্শনশাস্ত্রাভিপ্রেতৈতৎফলকত্বে কথঞ্চিৎভৈরৱ্যেতে কুমারীগামম্মাকং লজ্জা শ্রাদ্ধিতি তে জানন্তুপি নৈবেতি ভাবঃ । তথা অনভিকৃচ্ছাসাং শ্রীরাধাদিসৌভাগ্যদৃষ্ট্য পরকীয়াস্বৈব কৃষ্ণশ্রীভিকৃচ্ছাদিক্য-সম্ভাবনামুমানাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৫০ । ক্রমেণৈধমানো বর্ধমানো মানঃ পূজা তথা বলিঃ পূজোপযোগ্যপহারশ্চ তাভ্যাং বলিতয়া বর্ধিতয়া সর্পর্যয়া

করা-না করা-অন্তথা করার শক্তি আপনার আছে ।

৪৫ । আপনিই তুষ্টি-পুষ্টি-শান্তি-ক্ষান্তি । আপনিই বিদ্যা-অবিদ্যা । আপনিই জীবের বন্ধনকারিণী, মুক্তিদায়িনী ।

৪৬ । হে মা সর্বাণি, আপনার দৃষ্টিপাতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, এবং সমুদ্ভি হচ্ছে ।

৪৭ । সর্বমঙ্গল-শিরোপরি বিরাজমান হে দেবি, আপনার আজ্ঞা ও কীর্তি সমস্ত দেবতাদের মস্তকোপরি রাজহংসীর মতো বিরাজমান ।

৪৮ । হে শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর কৃষ্ণের সেবা-তৎপরা পরমবৈষ্ণবি ! সদা পরোপকারে রত হে পরমেশ্বরী ! আপনাকে প্রণাম ।

৪৯ । আপনি সকল জীবের মন জানেন তাই শ্রেষ্ঠা । হে দেবি ! আমাদের মনোরূচি অনুসারে গোপেশ্বরনন্দনকে আমাদের পতিরূপে দান করুন ।'

৫০ । এইরূপে বহুক্ষণ ধরে নিজেদের রুচি অনুরূপ পরম মনোহর স্তুতি করত প্রণাম করে

মেঘমহরহরহতোৎকর্থাঃ কণ্ঠাভরণীকৃত-কৃষ্ণগুণগণাঃ ক্রমৈশ্বর্যমানমানবলিবলিতয়া সপর্ষয়া পর্যয়াহবিনা-
ভাবেন ভাবেন ভগবতীমস্বিকাং প্রসাদয়ন্ত্যঃ সাদয়ন্ত্যশ্চ হংপ্রসাদং মাসমেব তং কতিপয়দিনাবশিষ্টং
কারয়ামাসুঃ ॥

৫১। ন হি তথাবিধবিধবিশিষ্টসিদ্ধসৌভাগ্যবতীনাং যোগ্যবতীনাং যোগমায়াদেবতাস্তুরাধন-
ধনসাপেক্ষা মনোরথসিদ্ধয়ঃ ॥

৫২। তেন চ তাবতৈব বতৈবমসৌ ভগবতী সৌভগবতী পদিশ্রমেণ বশং বদাহবদাতহৃদয়া দয়ালু-
তমতয়া মতয়া চ সুপ্রসন্নাসন্নামিতদায়িনী প্রতিজনং মনসি প্রাহুর্ভূব ॥

৫৩। প্রাহুর্ভূয় ভূয়সাদরেণৈব ‘অয়ি শুভবত্যো ভবত্যো ভগবত্ৰতিদেবতা দেবতাস্তুরমারাধয়িতুং
নাইন্তি, ন হি লক্ষ্মীকা লক্ষ্মীকামনয়া অহুদেবতামারাধয়ন্তি। তথাপি বঃ কেবলবলমানোৎকর্থাকণ্ঠা-

পরিচর্যা পর্যয়ো বিপর্যয়াভাবঃ। সাহজিক্যং তন্ত্ৰ ন বিনাভাবো যত্র তেনাতিস্থিরৈণৈব ভাবেনেত্যর্থঃ। কতিপয়দিনা-
বশিষ্টং মাসমেব বাপ্যাম্বিকাং প্রসাদয়ন্ত্যো হং চিত্তমপি সাদয়ন্ত্যন্ত্যৈ প্রাপয়ন্ত্যঃ সত্যন্তং প্রসিদ্ধং প্রসাদমম্বিকাং
কারয়ামাসুঃ। তাসাং তাদৃশভক্ত্যা বশীভূতৈব দেবী প্রসাদমকরোদিত্যাণ্যন্ত-বাক্যম্ ॥

৫১। অত্র বস্তুতত্ত্বদৃষ্ট্যেবাশঙ্কাং পরিহরমাহ—ন হীতি। যোগ্যা নরলীলঙ্ঘনোচিতা বতির্যাচনং যাসাং তাঃ ;
‘বহু যাচনে’ ক্লিন্নস্তঃ। দেবতাস্তুরাধনমেব ধনং তৎসাপেক্ষা মনোরথসিদ্ধয়ো ন হি, কিন্তু নিত্যসিদ্ধশ্রেয়সোভাবানামেব
তাসাং লোকবল্লীলয়গিতি ভাবঃ ॥

৫২। মতয়া উচিতয়া। আসন্নস্তাভিমতস্ত বাঙ্কিতস্ত দায়িনী ॥

দেবীকে যমুনায়া বিসর্জন দিলেন। এইরূপ অহরহ অবিনাশী উৎকর্থাযুক্তা, কৃষ্ণগুণগান কণ্ঠের ভূষণ-
কারিণী কন্যাগণ ক্রমবর্ধমান পূজা ও পূজোপহারে বর্দ্ধিত পরিচর্যা দ্বারা, এবং প্রাতিকুল্যাহীন অতিস্থির
ভাবের দ্বারা দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদন করতে করতে এবং নিজেদের চিন্তেও দেবীর প্রাপ্তি করাতে করাতে
কিছুদিন কম একমাস কাটিয়ে দিয়ে দেবীদ্বারা প্রসিদ্ধ প্রসাদ করিয়ে নিলেন অর্থাৎ তাদের তাদৃশ
ভক্তিতে বশীভূত হয়ে দেবী কৃপা করলেন।

৫১। এই কন্যাগণ নরলীল বলে এই যাচঞা তাঁদের পক্ষে উচিত হলেও বস্তুতস্ত্ব এঁদের
মতো বিবিধ বিশিষ্ট সিদ্ধ সৌভাগ্যবতী কন্যাদের মনোরথ-সিদ্ধি যোগমায়াদি দেবতাস্তুর আরাধনরূপ
ধন সাপেক্ষ নয়।

৫২। এই হেতু বিস্তুক হৃদয়া-যোগ্যপাত্রে পরমদয়াবতী বলে সুপ্রসন্ন-আসন্ন বাঙ্কিতদায়িনী-
সৌভাগ্যবতী ভগবতী এই কন্যাদের বশীভূতা হয়ে গেলেন—প্রতিজনের মনে প্রাহুর্ভূত হলেন।

দেবীর আবির্ভাব ও বরদান :

৫৩। দেবী প্রাহুর্ভূত হয়ে অত্যন্ত আদরের সহিত বললেন—ওহে মঙ্গলময়ী কন্যাগণ !
আপনারা ভগবত্ৰতিদেবতা। আপনারা দেবতাস্তুরের আরাধনা শোভা পায় না। লক্ষ্মীরও

ভরণমিদং মমাপি যশোভারভারচনমেবেদস্তো দস্তোজ্জিতং মহুপসর্পণং তেনাচিরতয়েব রুচিরতয়েব কৃষ্ণাসন্ত্যা ভবিতব্যম্ । অতঃ পরং তপঃকরণতো বিরমত' ইতি নিগদ্যৈব সর্বাসামস্তরতস্তিরোবভূবেতি তাসামমুত্তবঃ সমুৎপনীপদ্যতে স্ম ॥

৫৪ । তৎসাক্ষি বামাক্ষিভুজোরু পম্পন্দেহপম্পন্দেনেব সুহৃদা হৃদাপি নিরবসাদং প্রসাদং প্রগতে-
নাশ্বাস্তমানাঃ করতলগং রতলগং মনোরথফলং জাতমিবেতি মহাপি তা মাসপ্রপূরমেবং করণীয়মিতি
নিরনৈষুঃ ॥

৫৫ । অনন্তরং মাসাবসানদিনে দিনেশ উদিতবতি দিতবতি কমলিনীমুদ্রামুদ্রামগীয়া কেন কেনচি-
দাবৃত্তান্তাঃ পূর্বতোহপি বহুগুণেন বহুগুণেন সন্ত্যারেণ ভারেণ দেবীং পূজয়িত্বা জয়িত্বাদতিশয়প্রমোদাঃ
প্রমোদারতয়া ত্রতং সমাপ্য সমাপ্যমানতপঃ-ফলমিব স্বং স্বং জানত্যো নত্যোৎকর্ষহর্ষবশাৎ পরম্পর-

৫৬ । ভগবদ্বদন্তেরপি দেবতাস্তৎপ্রাপ্তার্থমৈচ্ছাদেবাদিভিরপারাদা ইত্যর্থঃ । লক্ষ্মীকা লক্ষ্ম্যাপি ইকং কামনাস্থং
যাস্ত তাঃ ;—“বিজিহীর্ষে ত্বয়া সাক্ষং গোপীরূপেতি সাহস্রবীং” ইতি (৬২৮) শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃততত্ত্বলক্ষ্মীবচনাং ;
“ইথেদে পরুষোক্তো চ কামদেবে অনব্যয়ম্” তথা “সুখশীর্ষজলেষু কম্” ইতি চ বিশ্বঃ । যশোভারস্ত ভা শোভা তস্তা
রচনম্, ভো ইতি সস্বোধনম্ ; দস্তোজ্জিতং নিষ্কপটম্ । সমুৎপনীপদ্যতে স্ম, অতিশয়েনোৎপন্নঃ ॥

৫৭ । তন্ত তাদৃশাত্তভবন্ত সাক্ষি সূচকম্, বামাক্ষিভুজোর্বিত্তি প্রাণ্যজ্জ্বাদর্ঘ্যকাম্, অম্পন্দেনাপগতম্পন্দেন
নিশ্চলেনাভিস্থিহিরেণেতি যাবৎ, রতং শ্রীকৃষ্ণেন সহ রমণং লগয়তি যোজয়তীতি রতলগম্ ; তাঃ কুয়ার্থো মাসং প্র
পূরয়িত্তেতি ‘দ্বিতীয়ায়াং’ ইতি গমূল । নিরনৈষুর্নির্গয়ং কৃতবত্যাঃ ॥

৫৮ । কমলিত্তা মুদ্রাং মুদ্রিতত্বং দিতবতি খণ্ডিতবতি মুদ্রামানন্দানাং রামগীয়কেন রম্যত্বেন বহুগুণেন শতসহস্রোধ-
সংখ্যাবতা বহুগুণেন চর্বাচোচ্ছাদিত্তগুণযুক্তেন ভা কান্তিত্তাং রাতি গৃহীতীতি তেন । প্রমা প্রকৃষ্টা শোভা তস্তা উদারতয়া

কামনাসুখদায়ী জন লক্ষ্মীকামনায় অত্মদেবতা আরাধন করে না । তথাপি ভো আপনাদের এই নিষ্কপট
প্রার্থনা শুধু কেবল বলমান উৎকর্ষারূপ কণ্ঠাভরণ, আর আমারও যশোভার শোভা রচন । এর দ্বারা
শীঘ্রতাপূর্বক রুচিসঙ্গতভাবে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হয়ে যাবে । অতঃপর তপস্তা থেকে বিরমিতা হোন ।’
এইরূপ বলেই সকলের অন্তঃকরণ থেকে অমৃতিত্ব হলেন—এইরূপ তাঁদের দৃঢ় প্রীতি জন্মাল ।

৫৯ । ত্রতাবসান দিন এই অমৃতভবের সাক্ষীসূচক বামনেত্র-বাহু-উরুর ম্পন্দন হতে হতে থেমে
যাওয়ায়, ও বন্ধুর মতো হৃদয় গ্লানিশূন্য হয়ে প্রসন্নতা লাভ করায় তারা আশ্বাসিত হলেন যে শ্রীকৃষ্ণের
সহিত তাঁদের রমণরূপ মনোরথফল যেন করতলগতই হয়ে গিয়েছে । এইরূপ মনে করলেও তাঁরা স্থির
করলেন যে তাঁদের ত্রত মাস পূরিয়েই করণীয় ।

৬০ । অনন্তর মাস-অবসান দিনে সূর্য উদয় হলে, কমল প্রস্ফুটিত হলে কোনও অনির্বচনীয়
আনন্দের রমণীয়তায় আবৃত্তা হয়ে পূর্ব হতেও অসংখ্য অসংখ্য ও বহুগুণযুক্ত-কান্তিমন্ত সস্তার দ্বারা
দেবীর পূজা করে বিজয়িনী হওয়ার দরুণ অতিশয় আনন্দোচ্ছল কন্যাগণ পূজাসস্তার সংগ্রহে উদারতা
দেখিয়ে ত্রত সমাপন করলেন । অতঃপর ‘তপফল যেন সমাপিত হয়ে গিয়েছে’ এইরূপ নিজ নিজকে

মভিষেকার্থং কুতুকালিকালি কালিন্দীং জিগাহিষবঃ প্রাগেব কাত্যায়ন্যা কাত্যায়ন্যায়প্রসাদীকৃতকৃত-
কেতরচিত্রপটপটলস্ত্র জলাবিলীভাব-শঙ্কয়া কয়্যপি দেশাচারচারবেণ চ তদেব পটপটলমহুকুলে কুলে
নিঃক্ষিপ্য সলিলে সলীলমবললম্বিরে ॥

৫৬ । অবলম্ব্য পরস্পরপরমকৌতুহলহলনল্ললিতললিতলসম্মনসো দিনকরকরকরস্থিততয়া নাতি-
শীতভীতাঃ ক্ষণং বিহরমাণাশ্চ রাজন্তে স্ম ॥

৫৭ । এতস্মিন্নেব দিবসে প্রাগেব নিয়তবিচারচারস্থলমুখাভিসরণরণদনাকুলখংকুলাকুলায়মানে
নভসি দিবসমুখে মুখেন্দুসুশাসুধাবিতমুরলীকোহলীকোজ্বিতপ্রণয়ৈর্বলাদিভিঃ প্রিয়সমৈর্বলবতি নিরাবাবেহেহু-
ধেহুগণং সঞ্চারসুখে যোগেশ্বরেশ্বরো ব্রতরতকন্যারতকন্যায়লক্কপ্রেমবশ্যোহবশ্যোহবশ্যো দাস্ততত্ত্বৎ-
কণ্ঠাভরঃ কণ্ঠাভরণীকৃত-তত্ত্বদগুণগণো গোচারগমুখং বয়স্য়গণসঙ্গমুখং চ বিহায় হায়নাবধিবিবিক্টিতাপূর্ব-

মহত্বেন ; যদা, প্রমায়াং পূজাসজ্জারপ্রমাণে ঐদার্ষেণ, ন তু কার্পণ্যেন ; নত্যা পরস্পরং নমস্কারেণাৎকর্ষো হর্ষস্ত
তদ্বশাৎ কুতুকানামালিঃ শ্রেণির্ধাসাং তাঃ ; কুতুকালিকা আলয়ঃ সখ্যো যত্র তদ্যথা ভবত্যেবং জিগাহিষবঃ কাত্যায়ন্যা
দুর্গয়া কস্তা স্তবস্তাতিশয়ো য আয়ো বৃদ্ধিস্তত্র যো ভায় ঐচিৎযং তেন প্রসাদীকৃতানাং কৃতকেতরমকৃত্রিমং তস্ত্রোখমেষ
চিত্রং যেসু তথাভূতানাং পটানাং কোশেষবজ্রাণাং পটলস্ত্র সমুহস্ত্র জলে আবিলীভাবস্ত্র মালিন্যস্ত্র শঙ্কয়া দেশাচারেণ
হেতুনা চারবং চারুত্বমেব, তেন হেতুনেতি বিগানাভাবশ্চোক্তঃ ॥

৫৬ । পরস্পরং পরমকৌতুহলেন হলনং কর্ণম্, 'হল বিলেখনে' ইত্যম্মাৎ । তেন ল্ললিতং সংযুটং ললিতং
লসংকান্তিসুস্তং মনো যাসাং তাঃ ॥

৫৭ । প্রাগেব পূর্বদিন এব নিয়তো বিচারঃ 'স্বোহত্র অমৃত চরিত্যমঃ' ইত্যেবংলক্ষণো যত্র তথাভূতস্ত্র চারহলস্ত্র
মুখেভিসরণে রণদ্বিরব্যাকুলৈর্লখংকুলৈরাকুলায়মানে সতি নভসি । তথা ধেহুগণমহু লক্ষীকৃত্য সঞ্চারমুখে চ বলবতি
সতি । ব্রতরতাভিঃ কণ্ঠাভী রতকাং প্রেষ্ঠনিষ্ঠরমণসুখাং হেভোনিয়ায়লক্কো যঃ প্রেমা তেন বশ্তঃ । অবশ্যঃ স্বতস্ত্রোহপি,

জেনে সখীগণ পরস্পর নমস্কার-প্রাপ্ত উৎকর্ষ ও হর্ষবশে কৌতুকে উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন । যমুনাজলে
বিহার ইচ্ছায় তাঁরা কাত্যায়নী দ্বারা সুখোচ্ছল-সমুচিতভাবে প্রসাদীকৃত ও তাতে বোনা সাক্ষাজরির
নক্সায়ুক্ত রেশমী সাড়িগুলি জলে মলিন হওয়ার ভয়ে ও দেশাচারেও ভব্য বলে কুলের কোনও অনুকূল
স্থানে ছুঁড়ে দিয়ে লীলাসহকারে কাঁপিয়ে পড়লেন ঐ জলে ।

৫৬ । জলের মধ্যে গিয়ে পরস্পর পরমকৌতুহলভরে টানাটানিতে মর্দন সংমর্দনহেতু ললিতা,
আনন্দোৎফুল্লা, সূর্যকিরণ-ব্যাপ্তিতায় অতিশীত-ভীতিশূন্য কন্যাগণ ক্ষণকাল বিহারপরায়ণা হয়ে শোভা
পেতে লাগলেন ।

৫৭ । সেই দিন প্রাতঃকালে পূর্বপরামর্শ মতো গোচারগস্থল অভিমুখে গমনশীল রাখাল
বালকগণের পদধ্বনিতে অনাকুল খগকুল আকাশে ছড়িয়ে পড়লে নিষ্কপট প্রণয়বন্ধ বলরামাদি প্রিয়-
সখাগণের দ্বারা বলবান্, স্বতন্ত্র হলেও রমণসুখার্থে কন্যাগণের আয়লক্ক প্রেমের নিকট অবশ্য বশ্যতা
হেতু তাঁদের উৎকণ্ঠা দৃগীকরণে যোগ্য, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মুখেন্দু সুধায় প্রপূরিত মুরলীর ধ্বনি

পূর্বরাগাণাং তাসাং কলিকামুৎকলিকাবিকাশোন্মুখীকরণায় সংগানবিগানবিরহেণ প্রাচুর্যবাবধি সমুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানৈরিবানন্দপৃথুকে: পৃথুকে: ক্রীড়াশালভঞ্জিকাকৃতিভী রম্যশয়ৈ: স খলু ব্রজরাজকিশোরো বলসুবলসুদামাদিভিরপ্যালঙ্কিত: কাত্যায়ন্য ভারলাঘবং তাসাং চ সৌভাগ্যভারগৌরবং স্বস্ত্য বৈদম্ভ্যভার-প্রকটং করিষ্যন্ত তত এবালঙ্কিতমাজগাম ॥

৫৮। আগত্য চাসৌ কৃষ্ণোহপি রক্তো রক্তোহপি ন চলোহিত:; ন চলো হিতঃ চলোহিতঃ হিতপরোহপি ন হি তপর: ॥

৫৯। বদ্ধা কেশান্ যমিতপরিধিনুপূরে মুকয়িত্বা, বারং বারং পরিজনকথাং বারয়ন্তুঃ ক্রীড়ন্তঃ ॥

অক্ষং কায়শ্চকিতনয়নো গোপয়ন্তুমঙ্গলৈঃ, গুঢ়স্মেরো বসনমহরচ্ছোরিরাভীরিকানাম্ ॥

অবশ্যমেব উদাস্ত উৎক্ষেপয়িতুং দূরীকৃতুং যোগ্যস্তাসাং স উৎকর্ষাভ্যাসে যেন স: 'লুপ্তদবশতঃ কৃত্যে' ইতি মলোপ:। উৎকলিকা উৎকর্ষা তত এষ যা মুদাং কলিকা স্বদর্শনেন জনিস্তমাণ আনন্দকোরকস্তত্ত্বা বিকাশোন্মুখীকরণায় তাং বিকসনোন্মুখীকৃতুং মিত্যর্থ:। সংগানং গুণদৃষ্টি:, বিগানং দোষদৃষ্টি:। আনন্দেন পৃথুকে: প্রচুরৈ:, পৃথুকে: বালকৈ:, তেন স্বপ্রেয়সীনাং তাসাং নগ্নত্বে তৈর্দৃষ্টেহপি ন ক্ষতি:; অত্রাপি সঙ্গানেত্যাদি বিশেষণত্রয়বৈশিষ্ট্যে নিত্যরামেব। শালভঞ্জিকা পুতলিকা ॥

৫৮। রক্তস্তাস্বরগী, কর্তরি নিষ্ঠা। রক্তোহপি রজ্যতেহজ্ঞেতি রক্ত:, অধিকরণে নিষ্ঠা; তাসামমুরাগবিষয়ো-হপীত্যর্থ:। ন চলমুহিতং তর্কো যন্ত স:; ন চলো ন চকলো হিত: স্তহচ্চ। চলমুহিতমর্দনং যত: স চলোহিত:, 'উহির্ষদে উহিঃ তর্কে' ইতি বোপদেব:। হিতপরোহপি উপকারকোহপি ন হি নৈব তপর:, তপস্তাপস্তং রাতি দদাতীতি স:; বিরোধপক্ষ: স্পষ্ট এব ॥

করতে করতে খেচুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্বাধ সুখে কন্যাগণের ব্রতাদিগুণ কণ্ঠের আভরণ করত গোচারণসুখ ও বয়স্কগণের সঙ্গসুখ ত্যাগ করে লীলায় চলতে লাগলেন—পূর্বরাগবতী কন্যাগণের বর্ষাবধি বিবর্জিত অপূর্ব পূর্বরাগের উৎকর্ষা ও তদুৎকর্ষ আনন্দকলিকা বিকাশোন্মুখী করার জন্ত। এইরূপে চলতে চলতে দোষগুণদৃষ্টিরহিত, প্রচুর্যবাবধি সমুৎপন্ন-তত্ত্বজ্ঞানের মতো আনন্দময়, ক্রীড়াপুতলির মতো আকৃতিবান্, রম্য আশ্রয়বান্ গোপশিশুগণ সহ সেই ব্রজরাজ কিশোর বলরাম-সুবল-সুদামাদিরও অলঙ্কিতভাবে কাত্যায়নীদেবীর প্রতিজ্ঞাভার লাঘব, আর কন্যাদের সৌভাগ্যভারগৌরব ও নিজের বৈদম্ভ্যভার প্রকাশ করবার জন্ত কন্যাদেরও অলঙ্কিতভাবে সেখানে গিয়ে বিরাজমান হলেন।

বস্ত্রহরণ :

৫৮, ৫৯। যিনি কৃষ্ণবর্ণ হয়েও ঐ কন্যাগণে অনুরক্ত, ঐ কন্যাগণের অনুরাগপাত্র হয়েও যিনি অচঞ্চলভাবে ভক্তসুহৃদ, যার থেকে কারও পীড়া হয় না, যিনি উপকারক হয়েও তাপপ্রদ নন সেই শৌরি শ্রীকৃষ্ণ চুল বেঁধে, ঝুলানো কাপড় মালকোঁচা করে পরে, নূপুরের শব্দ থামিয়ে, ক্রকুটিদ্বারা পরিজন গোপশিশুদের আলাপ বার-বার থামিয়ে, অঙ্গ একটু কুঁজো করে, চকিতনয়ন হয়ে, অঙ্গের

৬০। আশ্রয়ং চোরীকৃত্য চোরীকৃত্য তারল্যং সারল্যং সাক্ষীয়স্বং ছরবগাহং গভীরোহভীরোজসা-
পহৃত্য সকলানি চুকুলানি—

আচ্ছাত্ত গাত্রেঃ সহসাস্বরানি, মূকীকৃত্যশেষবয়স্ববর্গঃ।

শনৈঃ শনৈর্নীপভূজাধিরূঢ়-, স্তদাভিমুখ্যং হরিরঙ্গল্লাসঃ ॥

৬১। তদনু তা নুতাঃ সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যা সলিলাহুত্তিতীর্থবো নিহুঁক্লে ক্লে কৃতালোকা লোকাভীতা-
শ্চকিতমিদমাতর্কয়ামাসুঃ—অহো কিমিদং কেনাপ্যপহৃতমম্বরমম্বরমণিকরং বিনা করস্বিণা কেনাপি
নাত্র ভূযতে। ভূযতেহ কেবলং কে বলস্বতীনাং বিহগরাজীনাং পদরাজী, তদহো কয়্যপি দেবতয়া বত
যাপিতানি কুত্ৰাপি নো বসনানি, যদ্বেবতয়া এব ধরণিতলতলনাভাবাং পদপদবিলোকনাভাবঃ ॥

৬২। ইতি চকিত-চঞ্চলাঞ্চলাক্ষমভিতোহভিতো বিলোকমানানামানানাবিধবিতর্কং চিস্তয়ন্তীনাম-
পাঙ্গতরঙ্গা মিহিরহুহিতুরূপযু্যপযু্যফালফরফরায়মাগসফরবধুশ্রেণয় ইব মদমুদিত-চলদলিদলিতবিস্মাপিত-

৬৩। যমিতো বজ্রা সংযতীকৃতঃ পরিধির্লক্ষ্মণানপরিধানবস্ত্রং যেন সঃ ॥

৬০। তাসামাভিমুখ্যং যথা স্তাস্তথেন্তি তাসাং প্রত্যঙ্গদর্শনার্থং নর্মসংবাদার্থক ॥

৬১। তাঃ কুমার্যঃ, নুতাঃ স্ততাঃ। অম্বরমণিঃ সূর্যস্তুত্ব করং কিরণং বিনা করস্বিণা সংযোগিনা। কে জলে
বলস্বতীনাং প্রবলানাং বিহগরাজীনাং পদরাজী চিহ্নশ্রেণী, ইহ প্রদেশে, ভূযতা ভূবি যতত ইতি পচাস্তচ্। তলনং প্রতিষ্ঠা,
পদপদং চরণচিহ্নম্ ॥

৬২। আনানাবিধতর্কং বিবিধবিতর্কপর্যন্তম্; মদমুদিতৈশ্চলন্তিরলিভিঃ কনীনিকাস্থানীয়ের্দলিতানি সন্দর্দিতানি

দ্বারা অঙ্গ গোপন করে, রহস্যপূর্ণ মুহূর্ত্তাসিতে মুখ ভরিয়ে গোপকন্যাগণের বস্ত্র হরণ করলেন।

৬০। যিনি নিজেকে বানালেন চোর অথচ ভান করছেন তারল্য-সারল্য-সাধুতার সেই অত্যন্ত
ছুরোহ্য-গম্ভীরাস্বয় গোপকিশোর, হরি দৃপ্ত ভঙ্গীতে সব বস্ত্রগুলি চুরি করত অঙ্গের দ্বারা আচ্ছাদিত করে
বয়স্কসকলকে চুপ করিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে কদম্বশাখায় আরোহন করত (প্রত্যঙ্গদর্শন ও নর্মলাপার্থে)
গোপীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে অতিশয় দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৬১। এরপর সৌভাগ্যলক্ষ্মীদ্বারা স্ততা - লোকাভীতা কন্যাগণ জল থেকে উঠবার ইচ্ছা করে
তটের দিকে তাকিয়ে বস্ত্র না দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এইরূপ বিচার করতে লাগলেন—‘অহো
এ কি হলো, আমাদের বস্ত্র কে চুরি করে নিল, সূর্যকিরণ বিনা কারও তো আর এখানে সংযোগ নেই,
এই ভূখণ্ডে কেবল বড় বড় জলচর পাখীদের পদচিহ্নই আছে—তাই মনে হয় অহো কোনও দেবতাই
বা কোথাও আমাদের বসন লুকিয়ে রেখেছে, যেহেতু দেবতাগণ মাটিতে পা ছোঁয়ান না তাই চরণচিহ্ন
দেখা যাচ্ছে না।’

৬২। চকিত চঞ্চল নয়নপ্রাপ্তে এদিক-ওদিক বিলোকমানা ও সম্ভবনা-অসম্ভবনা বিবিধ
বিতর্কে জরানো কন্যাদের কটাক্ষ-লহরি যমুনা-জলোপরি লক্ষ্য দিয়ে দিয়ে ফরফরায়মান সফরবধুশ্রেণীর

কুবলয়কুবলয়দলানীবা বা পরিতঃ পরিতস্তরিরে দিশাং মুখানি ॥

৬৩ । ততশ্চাতিশয়বৈকল্যেন বৈ কল্যেন ভূয়ত ইতি সক্রণারুণাপাঙ্গোহপাং গোচরীভূতা ভূতাপ-
হারী হারী তাঃ কুলকুমারিকাঃ শুকুমারিকাঃ শুল্ললিতমধুমধুরবিকস্রস্র-স্রপরিচিত-শুশাশুধাবিতামুবাচ
বাচমতিরসপরিহাসহাসপেশলং হাসয়ল্পপি পৃথুপৃথুকবয়স্তগণমতিপ্রিয়প্রিয়ক-তরুতরুণস্কন্ধারোহরোহংপর-
ভাগোহপরভাগোজঃপটলোদ্ধূতরবিকিরণঃ শ্রীব্রজরাজযুবরাজঃ ॥

৬৪ । ‘ভো ভো মাশঙ্কনকননীয়াতাপরাং তাপরাং কুরুত মনোরুদ্ভিমাশ্বনীনাংময়মহমহস্তাং কুতুক-
রসময়ং সময়ং প্রাপ্য কুর্বাণো লীলালোভবতীনাং ভবতীনাং গতস্ত্রাণ্ডাংগুকাণ্ডাংগুকানি নিস্তহার । নিজহার-
মূপহারীকৃত্য সরসমিত এবাগত্য গত্যানবসাদেন মিলিতা একৈকশোহথবা নিজ নিজাস্ররাণি বরাণি সমাদক্ষং
মাদক্ষংসেন ॥

বিশ্ম্যপিতভৃগুঙলানি যৈস্তানি কুবলয়দলানি নীলোৎপলপদ্মাদীবা, পরিতস্তরিরে ইতি ‘তুণ্ড্ আচ্ছাদনে’, ব্যাপ্তবস্ত
ইত্যর্থঃ । শফরবধুশ্রেণয় ইতি প্রথমমকস্মাদতিচকিতসংবিগতয়া সম্পূর্ণপাঙ্গানাংমেবাতিচাকল্যে দৃষ্টান্তঃ । মদমুদিতচলদনীতি
তদনস্তরং কিঞ্চিচ্ছিচারপরতয়া তদংশতায়কামাত্রচাপল্যে ইতি ॥

৬৩ । অতিশয়বৈকল্যেন বৈ নিশ্চিতং কল্যেন এবলেন জায়তে ইতি হেতোঃ ; “কলৌ সজ্জনরাময়ো” ইত্যমর ;
তাঃ কুলকুমারিকাঃ প্রুতি ব্রজরাজযুবরাজো বাচম্বাচেত্যমরঃ । তাঃ কীদংশীঃ ? অপাং জলানাং গোচরীভূতা জল-
মধ্যস্থা ইত্যর্থঃ । কারুণ্যে হেতুঃ—ভুবঃ পৃথিবীস্থমাত্রস্তাপি তাপহারী, কিমুত তাসাম্ । হারী হারবান্ । বাচং কীদংশীম্ ?
শুল্ললিতাং মধুতোহপি মধুরো বিকস্রঃ স্রো যন্তাং তাম্ ; স্রঃ স্বর্গোহপি অপরিচিতয়া শুধয়া স্তম্ভ ধাবিতাং কালিতা-
মিব । রোহংপরভাগ উৎপত্তমানশোভঃ ; ন পরং ভক্ততে অপরভাক্, স্বাধীন ইত্যর্থঃ । যত ওজঃপটলেন ভেজোবৃশ্মেন
তিরস্কৃত-স্বধিকিরণ ইতি তন্তদনীতিকর্মণি দেশাধ্যক্ষাদপি নির্ভয়ত্ব-ব্যঞ্জনার্থম্ ॥

৬৪ । আশঙ্কনশ্চ আশঙ্কয়া যা কননীয়াত দীপ্ততা যংপরাম্, ‘কনী দীপ্তো’ । অতএব তাপরাং তাপপ্রাণং

মতো, বা মদমুদিত চঞ্চল ভ্রমর-মদিত জগৎবিস্ময়কারী নীলোৎপল দলের মতো চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে
লাগল ।

৬৩ । অতঃপর ঐ কণ্ঠাগণ অতিশয় বিকলতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন । তা দেখে জগতের
জীবমাত্রেরই তাপহারী, অতিপ্রিয় কদম্বের তরুণ স্কন্ধারোহণে অপূর্ব শোভ, স্বাভাবিক রবিকিরণবিজয়ী
তেজরাশিতে দীপ্ত শ্রীব্রজরাজযুবরাজ শুল্ললিত মধু হতেও সুমধুর স্পষ্ট স্বরে স্বর্গেও অপরিচিত
শুধায় শ্রুত - অতিরসপরিহাসযুক্ত হাসির কথায় গোপশিশুগণকে হাসাতে হাসাতে ঐ শুকুমারী কুল-
কুমারীগণকে বললেন—

৬৪ । ‘ভো ভো, তোমরা অতি আশঙ্কায় অস্থির হয়ে না—এই নিয়ে মনোরুদ্ভিকে উত্তপ্ত করে
তুলো না । রসময় কোতুকের উপযুক্ত সময় পেয়ে তোমাদের মনোরুদ্ভিকে আমার অমুখল করে
নেওয়ার জন্য লীলালোভবতী তোমাদের পবিত্র ঝলমলে বস্ত্র এই আমি হরণ করে নিয়েছি । নিজ

৬৫। অথ কাত্যায়নীব্রত-ব্রতেরিব ফলে দুপ্পচে পচেলিমতামিবাগত্য গলিতে প্রকট-সৌরভ-রভসং তস্মা রসমিব তৎ কৃষ্ণশ্চ সলোভ-ব্যাহরণং ভব্যাহরণং হরণমিব ব্রতকর্মসমাপ্তেঃ শ্রবণপুটকেন পীত্বা পীয়া চ ব্রতপরিশ্রমপারমসময়সময়মানমাশালতা বিশালতাবি সৌভাগ্যফলমিব তমম্বরবরচোরমুপস্ব-মুপস্বত্য ইবাসকৃদ্রকুড্‌মলিতললিতলক্ষপক্ষপতনচঞ্চলাঞ্চলাভিনীতমন্দাক্ষমন্দাক্ষতলক্ষ্মীকেনাপাঞ্জন সমুৎকর্ষহর্ষহঠাকৃষ্টমনসোহপি দারুদারুণয়া ত্যৈবাপত্রপয়াপযাপিতহর্ষচিহ্না অপ্ৰতিভাপ্রতিভাসমানসমান-সাক্ষসাসাঃ সাক্ষসাসাধিতশীলভয়মাকর্ষণমেব সলিলমবললম্বিরেহলং বিরেমুশ্চ ক্ষণমুত্তরতঃ ॥

মনোরন্তিং মা কুরুত, কিন্তু অয়মহমহং তাং ভবতীনাং মনোবৃন্তিমাত্মনীনামাশ্রমে হিতাং কুর্বাণঃ কতুংসন্তকানি নি-জহার, হ্রতবানস্মি। কীদৃশানি? গতানি নির্ঘেযাং তথাভূতা অংশবঃ কিরণা যেষাং তানি। সমাদধ্বং গৃহীত; মাদো মন্ততাগর্বজস্ত ধ্বংসেন তং বিহায়েত্যর্থঃ ॥

৬৫। দুপ্পচে অর্থাৎ শকাপাকে, পচেলিমতাং স্বয়মেব পকতাম্, কর্মকর্তরি কেলিমরঃ। তস্মা ফলশ্চ সলোভ-ব্যাহরণং লোভসূচক-বাক্যং ব্রতকর্মসমাপ্তেঃ ভব্যাহরণং মঙ্গলপ্রাপকং হরণং যৌতুকবস্ত্র; “ভাবুকং ভবিকং ভবাম্” ইত্যমরঃ; “হরণং যৌতুকদ্রবাম্” ইতি মেদিনী। ব্রতপরিশ্রমশ্চ পারম ইত্যা প্রাপ্য। তমম্বরবরচোরমপাঞ্জনোপস্বত্য ইবেতি অপাঞ্জনামর্ষাভিনায়কত্বমপি সূচিতম্। তং কথঙ্কৃতমিব? অসময়েহপি সমাগয়মানং স্বয়মগচ্ছং সৌভাগ্যরূপং ফলমিব। তদপি কীদৃশম্? আশৈব লতা তস্মা বিশালতয়া বীঃ প্রজননং যতন্তঃ; ‘বী প্রজনন-কাস্তি-গতিষু’; উপ-মাশ্রয়ম্; (পা০ ৩।৩৮৫) “উপয় আশ্রয়ে” ইতি পাণিনি সূত্রম্। অপাঞ্জন কীদৃশেন? দরকুড্‌মলিতাভ্যামীষংকুড্‌মলায়-মানাভ্যাং ললিতং লক্ষ্ম যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা পক্ষপতনে চঞ্চলাভ্যামঞ্চলাভ্যামভিনীতং যম্মন্দাক্ষং লজ্জা তেন মন্দা পুনঃ পুনরেবাক্ষতাঃ প্রতিহতা লক্ষ্মীঃ শোভা যত্র তেন; “মন্দোহতীক্ষে চ মূর্খে চ” ইতি মেদিনী। সম্যগুৎকর্ষো যন্ত তথাভূতেন হর্ষণে হঠাদাকৃষ্টচিত্তা অপ্যপ্রতিভয়া প্রতিভাসমানং দেদীপ্যমানং সমানং তুল্যং চ সাক্ষসং যাসাং তাঃ; ‘ভাস দীপ্তৌ’ প্রতিপূর্ণঃ। সাধু যথা শ্রান্তথা অসাধিতমগণিতং শীতভয়ং যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা অবললম্বিরেহবলম্বিতবত্যঃ। উত্তরতঃ

নিজ হার উপহাররূপে ধরে সরস মনে উৎসাহপূর্বক প্রত্যেকে একা একা কিম্বা সবাই একসঙ্গে মিলে অহঙ্কার ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে নিজনিজ শ্রেষ্ঠ বস্ত্র গ্রহণ কর।

৬৫। অতঃপর কাত্যায়নীব্রত-লতার ফল যা অত্রের পক্ষে পাকানো কঠিন তা স্বয়ংই পঞ্চদশায় এসে গলে গেলে তার থেকে প্রকাশিত সৌরভ-বেগযুক্ত রসের মতো, ব্রতসমাপ্তির মঙ্গলপ্রাপক যৌতুকবস্ত্রের মতো সেই লোভসূচক কৃষ্ণমুখকথা শ্রবণপুটে পান করে ব্রতপরিশ্রমের পার প্রাপ্ত হলেন কুমারীগণ। অসময়েও পরিপূর্ণভাবে আগত সৌভাগ্যফলের মতো, আশালতার বিশালতাপ্রজননকারী সেই শ্রেষ্ঠ বস্ত্রহারীকে সেই কণ্ঠাগণ ঈষৎমুকুলিত সুন্দর চক্ষুরোমরাজির পতনে চঞ্চল নয়নকোণে লজ্জার অভিনয় করে যেন কটাক্ষের দ্বারা বার বার তাড়না করতে লাগলেন। অতিশয় হর্ষে হঠাৎ আকৃষ্ট চিত্তা হলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় দেদীপ্যমান ও তুল্য সাক্ষসযুক্তা, শীতভয় একটুও গণনার মধ্যে না এনে আকর্ষণ যমুনার জল অবলম্বন করে স্থিতা কণ্ঠাগণ ক্ষণকাল প্রত্যুত্তর দান থেকে একেবারে বিরমিত হয়ে রইলেন।

৬৬ । পরম্পরাং পরাক্রিতাননাঃ সত্যোহিসত্যোদিকমিব তং ব্যাহরং বিদত্যঃ সুদত্যঃ ‘সুভগত্মন্তরং দেহি ত্মন্তরং দেহি ত্মন্তরম্’ ইতি নিভৃতমেবোচুর্ন তু কাপি কুতুকাহুন্তরমদাং ॥

৬৭ । তদেবমভিতঃ কৃতচকিতেক্ষণং ক্ষণং নির্বচনরচনরম্যতমং তাসাং বদনকুলমবাচালচালচতুর-
চক্ষরীকং দরবিকাসং দরবিন্দদরবিন্দবৃন্দমিব মগ্ননাং নাং চকার যমুনায়াঃ কিমু কমনীয়তাম্ ॥

৬৮ । এবমহুন্তরমহুন্তরজিতদৃশাং চিরসময়রসময়তাং ব্রজদরসতামেবোৎপাদয়তীতি পুরোগাং
রোগাস্তরবহুপদ্মবকরীমপত্রপামত্র পারয়িত্বা মধুরতরতরলিত-পঙ্কলক্ষ্মীলক্ষ্মীলদক্ষিকমলমতিসকলসকলসরস-
সসজ্জম-বিনয়ানুনায়াহুন্তরমহুন্তরমন্দাক্ষমতি-দরহসিতসিতদন্তুকাঙ্কিতবলক্ষিমধুর-মধুরিমাঙ্কি-লহরি হরিম-
ভাবন্ত ॥

প্রত্যাস্তরদানাদপ্যলমতিশয়েন বিয়েমুবিরতাঃ ॥

৬৬ । পরম্পরামিতি ‘দ্বীনপুংসকয়োঃ সুপ আগ্ বেতি স্মৃতিঃ’ ইতি আগ্, পরাক্রিতাননা লজ্জানভুম্বাঃ, ন সত্য
উদর্ক উত্তরফলং যন্ত তথাভূতং ব্যাহরং কৃষ্ণবাক্যমিতি প্রত্যাস্তরে দস্তে সতি ন বস্ত্রপ্রাপ্তিসম্ভাবনা। সুভগত্বেন
সৌভাগ্যেন হেতুনা মূং আনন্দস্তয়া তরোহভিভবো যত্র ভদ্রবথা স্তাস্তথা দেহি ; “তু তরে অভিভবে পুত্ৰায়” ইতি
কল্পক্রমঃ। নিভৃতমেব নীচৈরেব পরম্পরামুচুঃ ॥

৬৭ । অবাচালো চালে চলনে চতুরো চক্ষরীকো ভ্রমরো যত্র তৎ, দর ঈষদ্বিকাসং বিন্দং প্রাপ্ত বদরবিন্দমিতি ।
অত্র চক্ষরীকয়োনির্বচনৈশ্চেনৈবারবিন্দবৃন্দমপি নির্বচনমিতি তাদৃশ-বদনকুলসাধর্ম্যমন্ত সিদ্ধম্ । কিমু নালাক্ষকার ? অপিত্ত
অলক্ষকারেব ॥

৬৮ । নোচ্চৈস্তরজিতা দৃশো যাভিস্তাসাম্ । এবমহুন্তরং প্রত্যাস্তরাভাবঃ, চিরসময়ং বাপ্য রসময়তাং ব্রজং সৎ
অরসতাং সারসভাবমেব বস্তুবিচারত উৎপাদয়তীতি হেতোইরিমভাষন্তেত্যয়ঃ । নহু লজ্জাবতীনাং কুলকুমারিকাণাং
কথমেতৎ সম্ভবেৎ ? ইত্যত আহ—পুরোগামপ্রবর্তিনীং পত্রপাং লজ্জাং পারয়িত্বা সমাপা ; ‘পার তীর কর্মসমাপ্তো’ ।

৬৬ । লজ্জানতা আননা সেই সুদন্তী কন্যাগণ কৃষ্ণবাক্যের শেষফল (বস্ত্রদান) সত্য হবে না
বিচার করে পরম্পর নীচু স্বরে এইরূপ বলাবলি করতে লাগলেন—‘আরে সৌভাগ্যজনিত আনন্দবেগে
ওঁর পরাজয় যাতে হয় সেইভাবে তুমি উত্তর দাও, তুমি উত্তর দাও ।’ কিন্তু কোঁতুকপরবশ হয়ে কেউ
উত্তর দিলেন না ।

৬৭ । অতঃপর চতুর্দিকে চকিত চাহনিযুক্ত নয়নে শোভিতা ক্ষণকাল কথা বলার বিরামে
সুন্দরতম তাঁদের মুখকমল শ্রেণী নিঃশব্দচারী চতুর ভ্রমর সমাকুল ঈষৎ বিকসিত কমলশ্রেণীর মতো
যমুনার এক অনির্বচনীয় কমনীয়তার সৃজন কি করে নাই ? অবশুই করেছে ।

৬৮ । এইরূপ বহুক্ষণ প্রত্যাস্তর না দিয়ে উচ্চ বৃক্ষশাখায় দৃষ্টি তরঙ্গায়িত না করাটা রসময়তা
প্রাপ্ত হলেও বস্তুবিচারে শেষপর্যন্ত বিরসতাই সৃজন করবে—এই হেতু আগে আগে সঞ্চারী রোগাহরের
মতো লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঐ কন্যাগণ হরিকে বলতে লাগলেন—চঞ্চল রোমরাজি শোভিত সনিমেষ
নয়নকমল মধুরতর ভাবে নাচাতে নাচাতে, শোভায় সকল কিছু অতিক্রম করতে করতে, বৈদক্ষীসূচক-

৬৯। ‘আং জানীমহে মহেচ্ছ ! ঝাং গোকুলমহীমহেন্দ্রস্তা বিততনয়ং তনয়ং প্রাণ্ণগুণ্ণরত্নরত্নাকরং করস্থিতকরণাতরঙ্গমবনীমঙ্গলমঙ্গলক্ষ্মীভরেণ বিতস্থানং তস্থানন্দময্যা সকললোকলোচনরোচনরোচিষং ব্রজানন্দনং দক্ষিণমক্ষীণসমজ্ঞাসমজ্ঞানমজ্ঞানহস্তারং হস্তারং কথমনয়মনয় ইমমতিমহীয়াংসং মহীয়াং সম্পাদয়তি তত্রভবান্ ভবান্ দুর্নীতিহানিং হা নিন্দ্যমিদমাচরিতম্। চরিতং কিমহো মহোন্নতকুলকুমারিকা-মারিকা দেবতেব তেবতে বতেয়ং তে রীতিঃ, যদমূনি নঃ সমীচীনানি চীনানি জহার, হা রসিকতেয়ং তেহয়ং ন জনয়িষ্যতে, পরং স্বপয়শ এব। ভো ব্রজপ্লাঘ্য ! ব্রজ প্লাঘ্যতাম্, দেহি তাবদস্মাকমম্বরানি,

মধুরতরং যথা স্রাস্তথা, তরলিঠৈঃ পশ্চুভিলক্ষ্মীং শোভাং লাতি গৃহ্নাতি তথাভূতং ক্ষীলং সনিমেষমাঙ্ককমলং যত্র তদ্যথা স্রাস্তথা; ‘মীল ক্ষীল নিমেষণে’। অতিসকলং সর্বমতিক্রান্তম্; কয়া শোভয়া ? ইত্যত আহ—সকলং কলা বৈদগ্ধী তৎ-সূচকং সরসরক্ষং সমস্রমং সম্রমসূচকং বিনয়ানুনাভায়াং প্রশ্রয়প্রসাদনাভায়াগমুত্তমং শ্রেষ্ঠং মুত্তমন্দাঙ্কং প্রেরিতলজ্জং তচ্চ তচ্চ যথা স্রাস্তথা; তত্র বৈদগ্ধ্যাদিসূচনং মহেচ্ছত্যাদিভির্বিশেষবর্ণনস্তৎপ্রতিক্রপমনীতিং প্রাণ্ণদূষণং শীতান্তকৃত্যস্ব-কারুণ্যং লগ্নিকা-দিদৃক্ষাক্রপমমঙ্গল্যং কথাগণকটুকটাকবিষয়ীভাবং দুঃখদগ্ধম্। অদাক্ষিণ্যং দুক্ষীক্টিম্; অবিজ্ঞমজ্ঞান-বিস্তারক্ ক্রমেণাভিবাজ্যাপি কোমলমুদ্রয়া স্পষ্টমপ্যাছঃ। হস্ত খেদে, অরং শীভ্রম্, ইমমনয়মনীতিম্, কথং স্বমনয়ো গৃহীত-বানসি, নীঞো লণ্ড মধ্যমপুরুষৈকবচনম্। অনয়ং কীদৃশম্ ? অতিমহীয়াংসমতিবৃহত্তরম্। মহীয়াং মছে পৃথিব্য হিতাং স্রাস্তমসূচক বিনয়ানুনাভায়াং প্রশ্রয়প্রসাদনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্নিগ্ধ লজ্জা প্রেরণ করতে করতে, ঈষৎ হাসিতে বিকসিত, ও জলের নৈকট্যেহু তথায় প্রতিবিস্তিত দন্তকিরণের মধুরিমা লহরি সৃজন করতে করতে।

৬৯। ‘ওহে মহাশয় তোমাকে চিনেছি হে চিনেছি। তুমি-না মহামহিম ব্রজরাজ নন্দের নীতি-প্রচারক পুত্র—সর্বোৎকর্ষপ্রাপ্ত গুণরত্নের সাগর, সংবদ্ধ করণাতরঙ্গ, অঙ্গশোভাভরে পৃথিবীর মঙ্গল বিস্তারকারী, আনন্দময় দেহের দ্বারা সকললোক-লোচনের রূচক দীপ্তিতে ব্রজানন্দ, সরল, সর্বাতিশায়ী কীর্তিতে সমান, শস্ত্র-শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত, অজ্ঞান হারী। হায় হায়, এ অন্যায়—কি করে তুমি পট্-করে এরূপ একটি অতি কদর্য অন্যায় কার্য করে ফেললে। পৃথিবীর হিতকারক অতি পূজনীয় তুমি দুর্নীতি দূরই তো করে থাকো, তোমাদ্বারা হায় হায় এই নিন্দনীয় কার্য কিসের জন্য আচরিত হল। (বলি, এতে নিন্দার কি আছে ? এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে।) ব্রতোদ্যাপনে আসক্ত আমরা তো অনুকম্পারই পাত্র। হায় হায়, তোমার এ রীতি তো কুলকুমারী-মারণদেবতার মতোই হচ্ছে, কেন-কি তোমাদ্বারা আমাদের এই ব্রতযোগ্য সুন্দর বস্ত্রগুলি হৃত হল—হায় হায়, তোমার এ-কি রসিকতা। এ তোমার কোন মঙ্গল আনবে না, পরন্তু অপযশই ডেকে আনবে। হে

বরাণি সন্ত তে বিশদানি যাশাংসি ॥’

৭০ । অথ স পুনরাহ তাঃ পুনরাহতাঃ ব্রীড়ভারেণ কুব্ধ—‘অগ্নি নালীকমুখ্যো নালীকমুখ্যোক্তিরহম্, কদাচন বচনবতাময়মযথার্থ এব ব্যবহারো হারোপেণ যদযথাতথ্যা তথ্যায়তে ভণিতিঃ, মম তু বচনা-
মৃতমৃতমেবেতি স্প্রাসিদ্ধমেবৈতৎ, পরিহাসেনাপি হিতং নাপিহিতং করোগি সত্যম্, বিশেষতস্ত ব্রতবতী-
ভির্ভবতীভির্ভবতি ন ভব্যঃ পরিহাসঃ, সহসা সহ সাধুবাচেন যদুক্তমিহাগত্য নীয়ন্তাং বরাণ্যম্বরাণ্যঞ্জসেতি
তন্ন কদাপি মিথ্যা ভবিতুমর্হতি ॥’

৭১ । পুনর্নিজগত্বস্তাঃ,—‘দুস্তাপহর হন্ত হস্তরধর্মশ্চ ধর্মশ্চ কিমহো পশ্চানং নারোহসি, হসিতেনাপি
সন্তো নৈবং নিগদন্তি, দন্তিবরগামিন্ ! ভবন্তি হি ভবন্তুঃ কিল সহজদয়ালবো দয়ালবোহপি কিমস্মাসু
নাস্তি পরদুঃখমনহুভবতাং ভবতাম্ ॥

হনীতিহানিং ভবান্ সম্পাদয়তি, ‘তস্মৈ হিতম্’ ইতি ছঃ। হা পীড়ায়াম্, নিন্দ্যং চরিতগিদং কিমহো কিমর্থমাচরিতম্ ?
নমু কিমত্র নিন্দনং সম্ভাবিতম্ ? তদাছঃ—কুলকুমারিকা ইত্যনুকম্পায়াং কঃ; মহোন্নতা ব্রতোদ্যাপনোৎসবাসক্তাঃ,
অতএব অনুকম্পায়াঃ, কুলকুমারীর্ময়তীতি সা দেবতৈব ইয়ং তে তব রীতিস্তেবতে দীব্যতি, ‘তের দেবনে’। বতেতি
খেদে। চীনানি বস্ত্রাণি, ‘হা’ ইতি শোকে। তে তবেয়ং রসিকতা অয়ং শুভাবহবিধিং ন জনয়িষ্যতে। শ্লাঘ্যতাং
শ্লাঘ্যত্বং ব্রজ প্রাপুহি ॥

৭০ । তাঃপ্রতি স শ্রীকৃষ্ণ আহ, ব্রীড়ভারেণ লজ্জাতিশয়েনাহতাঃ প্রাপ্তাঘাতান্তাঃ; কুব্ধ কৰ্ত্তু মিত্যর্থঃ। নালীক-
মুখ্যঃ! হে কমলমুখ্যঃ! অলীকমুখ্যা মিথ্যাপ্রধানা উক্তিরশ্চ তথাভূতো নাচম্, বচনবতাং জনানাং কদাচিৎ কচিদযথার্থো
মিথ্যাভূত এব ব্যবহারো ভবতি। কূতঃ? যতোহযথাতথ্যা মিথ্যাভূতৈব ভণিতিঃ, হ স্ফুটম্, আরোপেণ সত্যভ্রোপণেণ
কদাচন তথ্যায়তে, তে মিথ্যাভূতমপি স্ববচনং সত্যমিহ প্রত্যায়য়ন্তীত্যার্থঃ। অপহিতমাচ্ছাদিতং ন করোগি ॥

ব্রজশ্লাঘ্য! প্রশংসার পথেই চল, আমাদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দেও, তোমার শ্রেষ্ঠ নির্মল যশোরশি
উজ্জল হয়ে উঠুক।

৭০ । অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন তাদিকে পুনরায় অধিকতর লজ্জাভরে পীড়িত করতে
করতে—‘অগ্নি কমলমুগিগণ, মিথ্যাপ্রধান-বাক্যবাগিশ আমি নই, বাক্যবাগিশ লোকের কদাচিৎ কোনও
মিথ্যা ব্যবহার তো হয়েই থাকে, যেহেতু তারা মিথ্যা কথাই বলে থাকে, বার বার সত্যতা আরোপ
করে মিথ্যা কথাকেই সত্য বলে প্রতীতি জন্মায়। কিন্তু আমার বচনামৃত নিত্য সত্য, এ তো স্প্রসিদ্ধই
আছে। আমি তো পরিহাসেও মঙ্গলময় সত্যকে গোপন করি না, বিশেষতঃ ব্রতবতী তোমাদের
সঙ্গে পরিহাস তো ভদ্রোচিতই নয়। হাঁ আমি ঐ ভালয় ভালয় যা বলেছি ‘এখানে এসে তোমাদের
সুন্দর বস্ত্রগুলি অনায়াসে নিয়ে যাও’—তা কখনও মিথ্যা হবে না।’

৭১ । পুনরায় তাঁরা বললেন—‘হায় হায় হে তীব্রতাপহারী, হে অধর্মনাশী! অহো কেন
তুমি ধর্মের পথ ধরছো না, পরিহাসেও সজ্জন একরূপ কথা বলে না। হে গজেন্দ্রগামিন্! তুমি

৭২ । যদস্মাকমতিহিমমহিমমমুখতনয়াস্তোহবগাহমানানাং পৃথুবৈপথুমতীনাং মতীনাং কৈবল্যং কল্যং ভবতীতি ন বিদাকুর্বন্তি ভবন্তঃ ॥

৭৩ । তদহো বরমিহ মিহিরুহিতরি হিতরিচ্যামানাঃ স্তুমহিমহিমপয়সি ত্রিয়ামহেহয়ামহে ন বিবজ্জা বজ্জাসকারিণামন্তিকময়ং হি কুলজাকুলজাতিস্বভাবো ভাবোহয়ং তে খলু দৃষ্টঃ ॥

৭৪ । তদ্বিরম চিরমচিকণকণন ! প্রণমামো মা মোহয় বচসা চ সাধুপরিহাসবিশারদ ! শারদশশি-
বাস্তিতাস্ত্র-দাস্ত্র ! দাস্ত্র এব তে বয়মিমা মিমান ইব নো মনো যদা যদাজ্ঞাপয়সি, তদেব তে করবামহৈ
মহৈশ্বর্যমিদং হীয়তাং হীয়তাং ধর্মশরণিঃ । রসপরিহাসামৃতস্ত মা প্রহীয়তাং প্রহীয়তাং নোহরুচীর

৭১ । হে অধর্মন্ত হন্তঃ ॥

৭২ । অহিমমমুখঃ সূর্যস্তুতনয়া যমুনা তস্তা অস্তো জলমতিহিমম্, বৈকল্যং ব্যাকুলত্বম্, কল্যং সমর্থং ন বিদাকুর্বন্ত, ন জানন্তি, ন বিচারয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

৭৩ । হিতেন রিচ্যামানা বিজুজ্যমানাঃ; ‘রিচ সম্পর্কবিরোগয়োঃ’, ন অয়ামহে ন গচ্ছামঃ, ‘অয় গর্তো’ । তে
তব ভাবোহভিপ্রায়ঃ ॥

৭৪ । অচিকণকণন ! হে রক্ষবাদিন ! বচসা চ বাকোনাপি মা মোহয়, কিং পুনঃ কৰ্মণা । শারদশশিনাপি বাস্তিত-
মাস্ত্রস্ত মুখস্ত্র দাস্ত্রং যস্ত্র হে তথাভূতেতি তাদৃশমুখাদমৃতরূপং ত্রিয়মেব বাক্যং নিঃসৃত্ত্বমহীতীতি ভাবঃ । নোহস্মাকং মনৈ
মিমান ইব পরিমাতুং পরীক্ষিতুমেবেত্যর্থঃ । হেতৌ শানচ্ । ইদং বজ্জদানরূপং মহৈশ্বর্যং হীয়তাং ত্যজ্যতাম্, ‘ওহাক্
ত্যাগে’; হি নিশ্চিতম্, ঈয়তামহুবিধীয়তাম্, ধর্মস্ত শরণির্মার্গঃ । ‘ইঙ্ গর্তো’ । মা প্রহীয়তাং মা কৃপায়তাম্; ‘পুংস্তে-
বাক্কুঃ প্রহিঃ কৃপঃ’ ইত্যমরঃ । চীরনিচয়ঃ প্রহীয়তাং প্রেয়তাম্, হে অরুচির ! অস্মাকমরুচিময়োচকমেব ঈরয়সি আচরসি,
তং কিমর্থমেবেতি ভাবঃ । শিশুভিরেব দ্বারচূড়ৈঃ, ন তু স্বয়মেবাগত্যেত্যর্থঃ । কৃতঃ ? রেবণানহৈঃ, রেবণং শব্দা ‘রেব

যে স্বভাবদয়াল—এ কথা তো প্রসিদ্ধই আছে, কেন দয়ার লেশও আমাদের প্রতি হচ্ছে না, কেনই বা
আমাদের দুঃখ তুমি অনুভব করতে পারছ না ।

৭২ । যেহেতু অতি শীতল যমুনাঞ্জে অবগাহমানা, বিপুল কম্পমতী আমাদের বুদ্ধি-ব্যাকুলতা
কিসে নিরাময় হয় সে কথা তুমি বিচার করছ না ।

৭৩ । তাই অহো, বরং চূড়াগ্যবতী আমরা যমুনার বরফগোলা জলে ডুবে মরে যাব হে,
তবুও বিবজ্জা আমাদের ত্রাসকারী তোমার নিকট যাব না—কুলকণ্ঠাদের এই-তো কুলজাত স্বভাব ।
তোমার কথার অভিপ্রায় আমরা বুঝে নিয়েছি ॥

৭৪ । অতএব হে কর্কশভাষি ! একদম চুপ করে যাও । তোমার পায় প্রণাম, হে সাধু-
পরিহাস বিশারদ ! বাক্যেও মোহিত কর না । কাজের দ্বারা, সে আর বলবার কি আছে । শারদশশী
ঈষৎ মুখচন্দ্রের দাস্ত্র বাহা করে সেই তুমি হে সুন্দর ! তোমার দাসী এই আমরা—আমাদের মন
পরীক্ষার্থে যা-যা আজ্ঞা করবে তাই পালন করব । বজ্জদানরূপ এই মহান্ ঐশ্বর্য ত্যাগ কর, ধর্ম পথের

চীর নিচয়ঃ শিশুভিরেব রেবণানর্হৈঃ ॥'

৭৫ । ইতি সামভিরাসামভিরামোক্তৌ বিরতায়ামগ্ৰাশ্চতুরস্মগ্ৰাশ্চ তুরঙ্গবদনা বিকস্বর-স্বরপরিবাদি-পরিবাদিনী কলকণ্ঠস্বরঃ স্বরাগপ্রাকট্যেন সপ্রাগল্ভ্যমুচিরেহচিরেণ,—‘অহো কষ্টং কষ্টক্লয়তু ধর্মপথম্, গোকুলনগরী গরীয়সাহায়ায়ৈনৈবং না কদাপি নাকদাপিহিতা, অগ্ৰায়ৈ সতি তদপসারার্থং সারার্থং যৈশ্চ নিবেদিষ্যতে, স এবাগ্রায়কারী, কা রীতিরভূদস্মিন্ ব্রজনগরে ব্রজনগরেন্দ্রনন্দন বসনানি চেন্ন দদাসি দাসিকায়মানাভ্যো নন্তদা ব্রজরাজায় জায়মানয়ানয়ানুয়য়া নিবেদনীয়ম্ ॥

৭৬ । পুনরসকৌ রসকৌতুকী স্মিতব্যাজহারো ব্যাজহারোচিতং কিমপি —‘এতদস্মি দয়িতমুদিত-মুদিতমুদিতরথাকর্ষুং নর্হিৎ । যদি ভবত মম দাস্ত্যো মদাস্ত্যাদিতং বা করিষ্যথ, তচ্ছচিতমুপচিতমুপধিরহিতং হিতং খন্দিদং মম বচনং কথং ন পাল্যতে ? ন হীশ্বরস্ত রস্তমরস্ত বা বচঃ খণ্ডয়ন্তি দাস্ত্যোহদাস্ত্যো বা কঃ

শঙ্কায়াম্’ তদনর্হৈঃ, শিশুহাদেয় লজ্জাহুংপত্ত্যা বিশ্বস্তা ভবেম, স্বয়ি তু নৈব তথৈতি ভাবঃ ॥

৭৫ । ইতি সামভিঃ প্রীতিলক্ষণৈরুপায়ৈরভিরামায়াং রমায়ামুক্তৌ বাচি বিরতায়াম্ সত্যাম্, অগ্ৰাভয়প্রদর্শন রূপং ভেদলক্ষণমুপায়মালম্ব্যমানা উচিরে । চতুরঙ্গবদনাশ্চতুরঙ্গসেনাবিঃশঙ্কমুখ্যঃ, শ্লেষণেণ তুরঙ্গবদনাঃ, মূর্ত্তাঃ বিদ্যম্বা এবোত্যাঃ । বিকস্বরং স্বরং পরিবদিতুং শীলমগ্ৰাঃ সা পরিবাদিনী বীণা তন্তাঃ কল ইব কণ্ঠস্বরো যাসাং তাঃ । টঙ্কয়তু নির্বপ্তাতু নিশ্চিনোতু বা । গোকুলনগরী এবং গরীয়সাহায়ায়ৈন কদাপি নাপিহিতা নাচ্ছাদিতা; “অভাবে নহু নো নাপি” ইত্যমরঃ । কীদৃশী ? নাকং স্বর্গং তুতি তিরস্করোতি, ততোহপি স্তম্ভরীতি ভাবঃ । যদ্বা, ন অকং হুংখং দদাতীতি সা । জায়মানয়া তবানয়চেষ্টিতেন হেতুনাস্থনৈবোংপত্তমানয়া ॥

৭৬ । অসকৌ কৃষ্ণস্তাভিরজ্জাতাভিপ্রায়কত্বাং, ‘অজ্ঞাতার্থে অবচ্’; স্মিতমেব বক্ষসি স্তোতমানং সদ্ব্যাজেন

অমুসরণ কর । রসপরিহাসামৃত সাগরকে সামান্য কূপ বানিয়ে তুলো না । হে অরুচির ! শঙ্কার অযোগ্য ঐ শিশুদের দিয়ে আমাদের বস্ত্রগুলি পাঠিয়ে দেও ।

৭৫ । এইরূপে এদের রমণীয় সামানীতিবাক্য বিরাম লাভ করলে অগ্ৰ এক চতুরস্মগ্ৰা - চতুরঙ্গ-সেনাবৎ নিঃশঙ্কমুখী - বীণাবিনিদিত স্পষ্ট কলকণ্ঠস্বর কণ্ঠা নিজ অমুরাগ প্রকাশ করে তেজস্বিতার সহিত টক্ করে বলতে আরম্ভ করলেন—‘অহো কষ্ট, ধর্মপথ কে বাঁধবে, স্বর্গ হতেও মহিয়ান্ এ গোকুলনগরী এহেন জঘন্য অগ্ৰায়ের দ্বারা পূর্বে কখনই দূষিত হয়নি, অগ্ৰায় হলে তা অপসারণার্থে ওর সারার্থ যার নিকট নিবেদন করব সেই হ’ল অগ্ৰায়কারী, এই ব্রজনগরে এ-কি অদ্ভুত রীতি । হে ব্রজনগরেন্দ্রনন্দন ! নিজেদের দাসী বলে মাননকারী এই আমাদের বস্ত্র যদি না দেও তবে ইদানীং জায়মান এই অনুয়াবশে ব্রজরাজের নিকট নালিশ করব ।

৭৬ । পুনরায় মুহূর্ত্তাসিতে উদ্ভাসিত, হারে শোভিত বক্ষ, রসকৌতুকী কৃষ্ণ কোনও উচিত বাক্য বললেন,—অয়ি, প্রীতিমাখান এই প্রিয় বাক্য প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের পক্ষে উচিত হবে না । যদি তোমরা আমার দাসীই হও তবেও করা উচিত, আর আমার মুখের কথা বলেও করা উচিত ।

পদার্থস্তাসামীশ্বরায় ? তেনোভয়থৈবাগত্য নীয়তাং বসনকূলম্, ন কূলং কলঙ্কনীয়ম্, নো চেদহং ন দদানি, কুপিতেন কিং রাজ্ঞা বাহজ্ঞা বাধিষ্যতে ॥’

৭৭ । ইতি সনির্বন্ধং কৃষ্ণশ্চ তদানীন্তন-ব্যাহারং নব্যা হারং হারং শ্রবণপুটেন কেনচিচ্চিরচিতেন প্রণয়েন নয়সনাভিনাভিলষণীয়-দুর্লভজন-ভজন-ভাজনসভাজনসরসেন ‘নাতঃ পরং হেলনীয়ং দুর্লভজনো-দিতং নো দিতং চ ভবতি’ ইতি বিচারয়তা রয়তারল্যবতা বতাস্তুরেণ কুপিতামপি তামনুরক্তসখীমিব হ্রিয়ং চানপেক্ষ্য পরম্পরং পরং নির্বিবাদ-সম্বাদ-সম্বন্ধ-হৃদয়া যুগপদেব তা দেবতা ইব যমুনাজলাধিষ্ঠাত্রীঃ কূলমকূলমমু সমুখাতুমুপচক্রগিরে ॥

হায়ো যশ্চ সঃ; ব্যাজহার উবাচ । অয়ীতি সম্বোধনে, এতদ্ব্যতিরং প্রিয়ম্, উদিতং বাক্যম্ । কীদৃশম্ ? উদিতমুৎ উদিতা মুৎ শ্রীতির্ভতন্তুৎ । ইতরথা কর্ত্ত্বং প্রত্যাখ্যাতুম্ । মদাশ্চোদিতং সমুখবাক্যম্, অদাশ্চোহদেয়ঃ; ‘দাস্য দানে’ । উভয়থা স্বমুখস্বীকৃতেন মদাশ্চেন মদ্বাক্য-পরিপালনেন বা হেতুনেত্যর্থঃ । তেন রাজ্ঞা মংপিত্রা ময়ি পরমবৎসলেন কিং বা বাধিষ্যতে ? ন বাধিষ্যত এবতি । হে অজ্ঞাঃ ! এতদপি ন জানীথেতি ভাবঃ ॥

৭৭ । নব্যা নবীনা গোপকুমারঃ, হারং হারং হৃদ্বা হৃদ্বা গৃহীত্বা গৃহীত্বৈত্যর্থঃ । নয়-সনাভিনা সমুচিতনীতিসোদরেণ চিরচিতেন বহুদিনসঙ্কিতেনাভিলষণীয় বাঞ্ছনীয় যদুর্লভজনশ্চ শ্রীকৃষ্ণশ্চ ভজনং তদ্ভাজয়তীতি তচ্চ তৎ সভাজনেন শ্লাঘয়া সরসং চেতি । তেন তথাভূতেন প্রণয়েণ হেতুনা দুর্লভজনশ্চোদিতং বাক্যম্, অতঃপরং ন হেলনীয়ং নো নাপি দিতং খণ্ডিতং চ ভবতি ; দাশ্চো ভবেম, ভবোদিতঞ্চ করবাম্-তি স্বয়মেবোক্তবতীনামম্বাকমধুনা যোগ্যপ্রত্যুস্তরা-ভাবাদপীতি ভাবঃ । ইতি বিচারয়তা অন্তরেণ মনসা অনুকূলং কূলং তটম্ অনু লক্ষীকৃত্য সমুখাতুমারেভিরে । অন্তরেণ কীদৃশেন ? রয়ঃ প্রেমবেগশ্চেনৈব তারলাং চাপল্যাং তদ্বতা, চিরং ধৈর্যং কতুর্গমশ্চ কুবেত্যর্থঃ । বতেতি বিস্ময়ে, লজ্জা-তোহপি প্রেমবেগশ্চ প্রাবল্যাত্তোভয়া । অনুরক্তসখীমিবেতি উপেক্ষিতায়াস্তিরস্তুতয়া অপি তস্যাঃ স্বত্যাগাসম্ভবাৎ ॥

তোমাদের যোগ্য, সারগর্ভ, নিষ্কপট, এবং তোমাদের মঙ্গলদায়ক আমার এ-কথা কেনই বা পালন করছ না ? স্বামীর বাক্য প্রিয় অপ্রিয় যেমনই হোক দাসী কখনও খণ্ডন করে না, দেয় অদেয় এমন কি পদার্থ থাকতে পারে যা স্বামীকে দেওয়া যায় না ? কাজেই উভয় প্রকারেই স্থির হ’ল যে বস্তুগুলি এখানে এসে তোমাদের নিয়ে যাওয়াই উচিত, কূল কলঙ্কিত কর না, এ না করলে আমি দিব না । হে অজ্ঞা ! কুপিত হলেই বা রাজাধারা আমার কি বিস্ম ঘটতে পারে ।

৭৭ । এই প্রকার কৃষ্ণের তদানীন্তন সনির্বন্ধ, সাক্ষাৎ সমুচিত নীতিস্বরূপ, বাঞ্ছনীয় দুর্লভজনের সেবাদায়ী, সেই প্রিয়জনের শ্লাঘায় সরস বাক্য নবীনা গোপকুমারীগণ শ্রবণপুটে বার বার পান করে মনে মনে বিচার করলেন ‘বহুদিন সঙ্কিত প্রণয় হেতু উদিত দুর্লভজনের বাক্য অতঃপর আর না-অবহেলা না-খণ্ডিত করা উচিত’ । একরূপ বিচার করে প্রেমবেগে চঞ্চলা কণ্ঠাগণ—হায় হায় সেই লজ্জাদেবী অন্তরে কুপিতা হলেও তাকে অনুরক্তা সখীর মতো অপেক্ষা না করে পরম্পর অতি স্বচ্ছন্দে কথাবার্তায়া সম্মিলিত-হৃদয়া হয়ে যমুনাজলাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো যুগপৎ অনুকূল কূলের দিকে লক্ষ্য রেখে উঠে আসতে আরম্ভ করলেন ।

- ৭৮ । যথা— স্বক্ৰদম্বাহুরসি লুলিতৈরায়তৈঃ কেশপাশৈ-
ররসস্তম্ভাবধিনিপতিতৈশ্ছাদয়ন্তী পুরোহঙ্গম্ ।
বালামালা মিহিরহুহিতুঃ প্রোক্ততারানুকূলং
গাঢ়াশ্লিষ্টা তিমিরনিকরৈশ্চন্দ্রিকামণ্ডলীব ॥
- ৭৯ । কিঞ্চ, স্বীয়া শ্রীর্নয়নেষু যৌতুকতয়া নীলোৎপলৈরর্পিতা
হংসীভির্ব্যধিতোপটোকনমিব প্রস্থানলীলায়িতম্ ।
সৌন্দর্য্যং চ সুরসৌরভং চ কমলৈস্তাসাং মুখেষাহিতং
কালিন্দীপয়সঃ প্রয়াণসময়ে পূজ্জৈব সর্বৈঃ কৃত্য ॥
- ৮০ । কিঞ্চ, হ্রিয়া শীতেনাপি ব্যরচি চিরমান্দ্যং চরণয়ো-
মূর্দা বাতেনাপি ব্যতনি তুহিনাঢ্যেন পুলকঃ ।
হ্রিয়ৌৎকণ্ঠ্যেনাপি প্রসভমবিশেষং বলবতা
সমাগতেনেহহ্রোণ্যং ক্ষুটমগতিগত্যোরিব রণঃ ॥

৭৮ । লুলিতৈর্মূলিতৈঃ, আয়তৈর্দীর্ঘৈঃ; উরু এব স্তম্ভো যুগে তাবভিবাধ্যা, জাহ্নপর্ষস্তমিতার্থঃ । পুরোহঙ্গমপ্র-
গাঙ্গম্ । বালামালা শ্রেণী ॥

৭৯ । সৌন্দর্য্যং সুরসৌরভাৎকৃত্য পূর্ববৎ, যৌতুকোপটোকনাদ্ব্যংপ্রেক্ষণবিশেষাভুক্ত্যা ভগ্নপ্রক্রমাখ্যা দোষো
নাশকনীয়ঃ । পূর্বৈকভূতৈরেকৈকবস্তপ্রদানাত্তথোক্তিঃ । কমলৈস্ত সৌন্দর্য্যং সৌরভ্যন্ত চকারাভ্যাং যুদুহ-প্রযুক্তযোশ্চ
প্রদানাৎ সর্বস্বাপর্ণমেব কৃতম্, সর্বস্বাপর্ণন্ত তু যৌতুকদানদ্ব্যাবহারান্তথাভুক্তিরিতি ব্যাখ্যান্যং ॥

৮০ । তুহিনাঢ্যেন হিমকণযুক্তেন বাতেন হ্রিয়া লজ্জয়ৌৎকণ্ঠ্যেন চ যথাক্রমগতিগত্যোনিমিত্তযোরহ্রোণ্যং রণঃ
সমাগাতেনে ব্যস্তারি । অবিশেষং বলবতেতি হ্রয়োবিশেষণম্, তচ্চ প্রথমমেবায়ত্যাশৌৎকণ্ঠ্যন্তৈবাবিকবলত্বং গত্যা

৭৮ । যথা—

হুই স্বক্ৰদেশ থেকে বক্ষোপরি আলুলায়িত আজানুলম্বিত দীর্ঘ কেশপাশের দ্বারা দেহের
সমুখভাগ আচ্ছাদিতা ঐ গোপকুমারীশ্রেণী যমুনার অনুকূল কূলের উপর উঠে এলেন—দেখে মনে হতে
লাগলো যেন তিমিরনিকরে গাঢ় আলিঙ্গিতা চন্দ্রিকামণ্ডলী ।

৭৯ । আরও, নীলোৎপল যৌতুকরূপে অর্পণ করল নয়নে নিজ শোভা, হংসী উপটোকনরূপে
দিল লীলায়িত চলনভঙ্গী, আর কমল অর্পণ করল মুখে সৌন্দর্য্য-সুরসৌরভ ঐ কন্যাদের—কালিন্দীজল
থেকে প্রয়াণসময়ে সকলেই পূজা করল ।

৮০ । আরও, লজ্জা আর শীত হুই চরণে এনে দিল বহুত জাড্য, আনন্দ আর হিমকণযুক্ত
বাতাস সঞ্চার করল পুলক, উৎকণ্ঠা আর লজ্জা সমান রূপে বলবতী হয়ে স্পষ্টরূপে চলার ও না-চলার
নিমিত্ত পরস্পর ইষ্টপূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল ।

৮১। কিঞ্চ, কিঞ্চিদদূরমুপেত্য হস্ত সহসা ব্রীড়াসখীতর্জনা-
দন্তোন্মথং সরসোপহাস-পিপ্পুনস্তাসাং বচোবিগ্রহঃ।
ত্বং যাহি প্রথমং প্রযাতু ভবতী যাহি ত্বমেকাকিনী
গচ্ছ ত্বং ব্রজ তস্মি যাতু ভবতীত্যেকাত্তকান্তোহভবৎ ॥

৮২। কিঞ্চ, সৌভাগ্যেন পরস্পরং বলবতা তুল্যেন তুল্যং তদা-
কৃষ্টানাং নহি তত্র কাচন যযৌ নো কাপি তত্শৌ পথি।
সর্বা এব নতাননা দ্রুতহৃদো মন্দাক্ষমন্দোৎসবঃ
কিঞ্চিন্মৃগতৃদকদঞ্চলদৃশঃ কৃচ্ছ্রণ তত্রায়ুঃ ॥

৮৩। এবং সমীপমুপসন্নানাং সন্নানাং হ্রীভরেণ কাশাক্ষিৎ পুরোগাণামঙ্গৈরন্তরিতাদীর্নতাদীর্নয়ন-
কোণেনালক্ষ্য সর্বৈলক্ষ্য-সর্বৈদক্ষ্যং স রসিকশেখরঃ খরতরমনোরাগপরভাগপরভাজনং জনং জনং প্রতি
প্রতিজগাদ—‘কথমস্মি মস্মি কৃতসাধবসাঃ সাধবসারস্তেন পুরঃ পশ্চাচ্ছাবেনানবস্থিতাবস্থিতাঃ কথং
লক্ষিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৮১। কিঞ্চিদদূরং নাভিদগ্নজলপ্রদেশম্ ॥

৮২। পরস্পরং তুল্যেন সমানেন বলবতা সৌভাগ্যেন তুল্যমধুরূপমেব যথা স্ত্রীত্বা তেন কৃষ্ণেনাকৃষ্টানাং
তাসাং মধ্যে কাচন কাপি ন যযৌ ন তত্শৌ চ। কিঞ্চ, সর্বা এবত্যাদি। দ্রুতহৃদঃ প্রেমবিক্রিয়মনসঃ ॥

৮৩। হ্রিয়ো লজ্জায়া ভরেণ ভারেণ সন্নানাং বিষন্নানাং পুরোগাণামগ্র-গামিনীনাং কাশাক্ষিদঙ্গৈরবাস্তরিতাদী-
রাচ্ছাদিতগাত্রীঃ সর্বৈলক্ষ্যং সর্বিস্ময়ং সর্বৈদক্ষ্যঞ্চ যথা স্ত্রীত্বা, যমকানুরোধাৎ বন্দিকাম্। খরতরস্ত্রীতীক্ষ্ণ মমসৌহৃ-
দগন্ত পরভাগঃ সৌন্দর্যং তস্ত পরভাজনং শ্রেষ্ঠং পাত্রম্; অবস্থিতমব্যবস্থিতমস্থিতং স্থিতিযাসাং তাঃ; উন্নতরূপ-

৮১। আরও, নাভি-জলে উঠে এলে হায় হায় সহসা লজ্জাসখীর তর্জনে দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁরা
পরস্পর সরস উপহাসমৃচক কথাবার্তা আরম্ভ করলেন—‘আরে সখি, তুমি আগে যাও, আরে না
তুমিই আগে যাও-না—তুমি একাকিনী চলে যাও, তুমি যাচ্ছনা কেন—হে কৃশোদরী, তুমি যাও,
না সখি তুমি যাও—নির্জনতার দরুণ এই বাক্যবৃদ্ধ অতি রমণীয়তা ধারণ করছিল।

৮২। আরও, পরস্পর সমান বলবান সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুরূপ ভাবে আকর্ষিতা
কথ্যাগণের মধ্যে কেউ না-কোনও পথে গেলেন না-দাঁড়ালেন। আরও, সকলেই প্রেম-বিগলিত
চিত্ত হয়ে, লজ্জায় আনন্দোচ্ছাস সংযত করত চঞ্চল নেত্রকোণে কখনও নীচের দিকে কখনও উপরের
দিকে তাকাতে তাকাতে অতি কষ্টে তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

৮৩। এইরূপে নিকটে আগত লজ্জাভরে বিষণ্ণা, কোনও কোনও পুরোগামিদের অঙ্গের
আড়ালে লুক্কায়িতা নতাদী কুমারীদিকে বিস্ময় ও চাতুর্যপূর্বক তেরছা চোখে দেখে সেই রসিকশেখর
সেই খরতর চিত্তানুরাগ পরাকার্য্য শ্রেষ্ঠ পাত্রদের প্রত্যেক জনের প্রতি বলতে লাগলেন—‘অস্মি,

বাচ্যানং গোপায়িতুমর্হিস্থ। উন্নতরূপ-তরুণরি পরিতস্তুষা ময়া সময়। সকলাঃ কলাবত্যো ভজ্ঞৈব
বীজ্যন্তে, তং কিমনয়ানয়ানুবন্ধপরয়া প্রতারণয়া? তদধুনা সাধুনাঃসাধবসেন শ্রেণীভূয় ভূয়সীং শ্রিয়ং
দধত্যোহবস্থাতুমর্হিস্থি, তথা কৃতে প্রকৃতে প্রয়োজনে বাসোগ্রহণেইপি কৌশল্যং কৌ শল্যং তদেব
যদন্তরঙ্গজনরঙ্গজনকং ন ভবতীতি মদ্বচসা চ সাম্প্রতং বাসো গৃহীত' ইতি। তদা তদাকর্ণ্য কর্ণ্যমতি-
রসায়নং মতিরসায় নন্দদপি পুরোগতানাং সমানভাবেন সমানভাবেন তদা তদাজ্ঞানুরূপমেব যথাযথং
শ্রেণীভূয় তস্তুঃ ॥

৮৪। তথা হিতাসু তাসু সুশ্রীতমণা মনাগ্রিহস্য স্বক্কে নিহিত-তত্তদম্বরঃ পীতাম্বরঃ পীতাখিলকুমারী-
বদন ইব দৃশা দৃশামভিরামঃ পুনরাহ তা হতা মন্দাক্ষেণ,—‘অয়ি বিরুদ্ধমেতং,

বিশস্তকীর্ণচিকুরঙ্গমিদং হালক্ষ্মী-লক্ষ্ম ব্রতস্থিতজনস্ত তু নিন্দ্যমুচৈঃ।

সামান্তলোকসবিধেইপি বিমুক্তকেশা, নারীস্থি গন্তুমহু মান্যজনং পুনঃ কিম্ ॥

শ্রাত্বাক্ষাকৃতস্তম্বরোরুপরি; শ্লেষণে, উন্নতং রূপং সৌন্দর্যং তদেব তরুন্তভোপরি পরিতস্তুষা স্থিতবতা সর্বসৌন্দর্যগুণস্থাপি
চূড়ামণিনেতার্থঃ। তেন তাসাং প্রলোভনময়ং স্বয়ংদৌত্যং ব্যঞ্জিতম্। সময়। নিকট এব। অসাধবসেন নিঃসঙ্কোচেন
তথা কৃতে তথাবস্থানে কৃতে সতি, কুশলস্ত ভাবঃ কৌশল্যং চাতুর্যম্। অতথা ব্যবহিতগাজীণাং পঞ্চাধতিদ্বাদ্বাসসো
গ্রহণে পরিধানে চ কুচ্ছমেবেতি ভাবঃ। কৌ পৃথিব্যাং তদেব শল্যং তদ্বচঃ কর্ণ্যং কর্ণভ্যাং হিতম্, মতেবুদ্ধেঃ,
রসায় স্বাদার্থং নন্দদপি সমুদ্বিমিত্ত, পুরোগতানাং সমানভাবেন চ তুল্যাকারেণে মান আদরো ভাবঃ প্রেম তাত্ভ্যাং
সহিতেন ॥

৮৪। মন্দাক্ষেণ লক্ষ্ময়া হতাস্তাঃ পুনরাহ। মারজনমাদরগীজনগ, অহু লক্ষ্মীকৃত্য, তস্তু নিকট ইত্যর্থঃ ॥

আমাকে ভয় করে কেন অত্যন্ত অরসিকের মতো আগে পিছে এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়েছ, কি করেই
বা নিজেকে গোপন করতে সমর্থ হবে। অতি উচ্চ বিশালাকার এই বৃক্ষের উপর বসে নিকটবর্তী
আমি কলাবতী তোমাদিকে বেশ স্বচ্ছন্দেই দেখতে পাচ্ছি, তাই বলছি নীতিকে উপলক্ষ করে এই
প্রতারণার প্রয়োজন কি? অতএব এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে শ্রেণীভূত হয়ে অপূর্ব শোভা বিস্তার
করে দাঁড়িয়ে যাও। সেরূপ করলে প্রকৃত প্রয়োজন বস্ত্রগ্রহণেও সুবিধা হবে। পৃথিবীর পীড়াদায়ক
তো তাই যা অন্তরঙ্গজনের রঙ্গজনক হয় না—এইজন্ম এবং আমার কথার অনুরোধে সম্প্রতি
বস্ত্র গ্রহণ কর। তখন ঐ কর্ণহিতকর অতি রসায়ন বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্বাদন-দানে সমুদ্বিমান কথা
শুনে পুরোগতাদের তুল্য আকারে, এবং আদর ও প্রেমের সহিত যথাযথ শ্রেণীভূতভাবে দাঁড়িয়ে
গেলেন।

৮৪। কণ্ঠাগণ এভাবে দাঁড়িয়ে গেলে নয়নাভিরাম পীতাম্বর অত্যন্ত প্রসন্ন মনে একটু হেসে
স্বক্কে বস্ত্রগুলি ঝুলিয়ে নয়নদ্বারে যেন সমস্ত কুমারীদের বদন পান করতে করতে লজ্জায় হতপ্রায় ওঁদের
পুনরায় বললেন—‘এই আলুলায়িত এলোমেলো চুলে এসে দাঁড়ান অলক্ষ্মীসূচক, ব্রতপরায়ণ জনের

৮৫ । হস্ত ভোঃ স্নেহঃ ! কে শ্রুতি স্বহিতম্, অনিবন্ধাঃ কেশা নাকেশানামপি লক্ষ্মীঃ স্ত্রীলয়ন্তি, তদয়ি বদননিন্দিতরাকেশাঃ কেশান্ বধীত ॥'

৮৬ । ইতি সমাশ্রত্য শ্রুতিতিরম্য শমিতাতঙ্কং তং কঞ্জনয়নস্ত্র ব্যাহরং সকলাঃ সকলাকৌশলং শলন্ত্যপাজলনিধৌ নিধৌতভাবাঃ সমাকুক্ষিতোরুচিতোরুগামীয়কমধিধরণিরণিত-হংসককলহংসককল-হাস্তরক্তরক্তচরণকমলপাঙ্কিযুগলোপরিপরিপাতিত-জাহ্নুযুগলমুপবিশ্চ চলবলয়বন্ধারকারণকর্ণামোদকরাভ্যাং করাভ্যামদরসমুন্নমিতাভ্যাং মদরসমুন্নমিতাভ্যাং দরবিকসত্বরসো রসোল্লাসিতমানসাঃ কেশকলাপং কলাপগুণিততয়া ববন্ধুঃ ॥

৮৭ । বন্ধুরথ তাসাং পুনরপি নিজগাদ নিজগাদপ্রতিপালনতন্ত্ততোষ চ তোষচপলঃ,—‘হস্ত ভোঃ

৮৫ । কে জনাঃ স্বশ্রুতি হিতং শ্রুতি নাশয়ন্তি । নাকেশানাং স্বর্ণপতীনাংপি স্ত্রীলয়ন্তি মুদ্রয়ন্তি, রাকেশচক্ষুঃ ॥

৮৬ । সকলাকৌশলমিতি ব্যাহারবিশেষণম্ । জপাজলনিধৌ শলন্ত্যো গচ্ছন্ত্যঃ, তদৈব নিধৌতভাবা অভিশয়েন কালিতস্বরূপাঃ, নিমজ্জ্যেখিতা ইত্যর্থঃ । সমাগাকুক্ষিতাভ্যামুরুভ্যাং চিতগানীতমুরু অধিকং বামণীয়কং যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা, অধিধরণি ধরণ্যাং রণিতো ধনিযুক্তো হংসকঃ পাদকটক এব কলহংসকস্তত্র কলহে অনুরক্তয়োরাগিণৌ রক্তয়োরাগণয়োশ্চরণকমলয়োঃ পাঙ্কিযুগলশ্রোপরি পরিপাতিতং সংহতজাহ্নুযুগলং যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা উপবিশ্চ; অত্র কেশবন্ধনে লক্ষ্মীয়া শ্রেণীভাবমণহায় পুনরপ্যপ্রশচাষ্টাবস্থিতিমঙ্গীকুর্বাণানাং তাসাং বাঃ শ্রেণ্যপ্রবর্ত্তিভ্যঃ কুক্ষিতনিচীন-সংহতজাহ্নু-যুগলোপরি নিহিত-কফোণি যুগলমুপবিবিস্তৃতাসামেব পাঙ্কিযুগোপরি পৃষ্ঠবর্ত্তিতস্তাদৃশজাহ্নুযুগলং নিদধুরিতি জ্ঞেয়ম্ । অতথা স্বপাঙ্কিযুগোপরি নিহিতজাহ্নুযুগলেন স্ত্রীখাসনতয়োগবেশে জঘনপ্রান্তোদবর্তনং শ্রাৎ । চলানাং বলয়ানাং বন্ধার এব কারণং যন্ত তথাভূতম্, কৃষ্ণশ্রু কর্ণয়োরাগোদং কুরুত ইতি তাভ্যাং করাভ্যামদরমনন্তং সমুন্নমিতাভ্যাং মদরসং হর্ষরসমুন্নমার্জমিতাভ্যাং রোমাঞ্চচিহ্নেন প্রাপ্তাভ্যামিত্যর্থঃ ॥

নিকট তো অত্যন্ত নিন্দনীয়ই । সামান্য লোকের নিকটই খোলা চুলে যেতে নেই মাশ্রু জনের নিকট তো দূরের কথা ।

৮৫ । হায় হায় হে স্নেহীকন্যাগণ ! নিজেদের মঙ্গল কে দূর করে, এলোচুল স্বর্গের লক্ষ্মীকে পর্যন্ত নিম্প্রভ করে দেয়, তাই হে চন্দ্রবিজয়িনী মধুর বদনা কন্যাগণ ! চুল বেঁধে নেও ।

৮৬ । কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের এই অতিশ্রুতিরম্য আতঙ্ক দূরকারী কলাকৌশলযুক্ত কথা শুনে সকল গোপকুমারী লজ্জারূপ জলনিধিতে নিমজ্জিত হয়ে, ভাবে অভিভূত হয়ে, সমাকুঞ্জে উরুর অধিক রমণীয়তা বিস্তার করে, রণিত পদকটকরূপ কলহংসের কলহে অনুরাগিনী অরুণচরণকমলের পাঙ্কিযুগলোপরি দৃঢ়বন্ধ জাহ্নুযুগলকে স্থাপন করে মাটিতে বসে পড়লেন । বসে পড়ে চঞ্চল বলয়-বন্ধারে কৃষ্ণের কর্ণামোদ বিস্তার করে, হাত বেশ খানিকটা উঠিয়ে, হাস্তরসে রোমাঞ্চিত হয়ে, ঈষৎ বিকসিত বক্ষস্থলে শোভিতা কন্যাগণ রসোল্লাসিত মনে কলাপাগুণিত্যের সহিত কেশকলাপ বন্ধন করলেন ।

পুরতো মাগুস্ত মাগুস্ত সমুপবেশোহভিশোভিতামুপৈতি, ভবতো যতপি ন সামাগ্ৰা মা গ্ৰায়স্তদপি মদগ্রতো
বঃ সমুপবেশনম্ । তদুত্তিষ্ঠন্ত তিষ্ঠন্ত চ মচ্ছাসনেহচ্ছাসনেহস্মিন্মোপবিষ্ঠতাং' ইতি পুনরস্ত রস্ততমমুক্তং
মুক্তং বদনচন্দ্রমসঃ পীযুষযুষ্মিব শ্রবণনিৰ্বাথনেন নিৰ্বাথনেন নিপীয জাতসাপ্তসাঃ সাপ্তসাধু-বিচারবিরহে-
নৈব সহসা সহসাদরতয়া জাহ্নুনি জাহ্নু নিধায় পরম্পরাসক্তকরকমলপিহিতোরুমূলমামূলমালম্বমানাবরোহ-
রোহদতিরামগীয়কা মগীয়কাননলতা ইব কিঞ্চিদানতাঃ সমুত্তমুঃ ॥

৮৮ । পুনরুবাচ বাচমতিসরসাং স রসাক্তিমনা মনাগ্নিহস্ত,—‘হস্ত ভোঃ কুমার্যো মাৰ্য্যোপ-
সেবনোচিতং চিতং বশ্চরিতম্, ন খলু ব্রতপরাঃ পরাস্তদুকূলতয়ানুকূলতয়ানুগম্য জলদুকূলতাং কূলতাণ্ডবিত-
দৃশঃ খেলিতুমর্হন্তি । নগ্নতয়া সলিলাবতরণে তরণেহুঁহিতরি সলিলদেবতা বতাতিশয়হেলিতা ভবতি ।
দেবতাহেলা হে লালসাবিরোধিনী চ, তদিদমাগো মা গোচরীভূতং বঃ । ব্রতকলকলনায় যদি বো দুর্লভায়

৮৭ । নিজস্ত গাদো বচনং তন্ত প্রতিপালনাঙ্কেতোস্তস্ততশ্চ তোষচপল আনন্দেনাস্থিরোহভূৎ । মাগ্ৰহাদরগীয়স্ত
পুরতোহস্তস্ত অমাগুস্ত জনস্ত উপবেশো মা অভিশোভিতামুপৈতি, ন শোভতে । মা গ্ৰায়োহগ্ৰায়ঃ । অস্মিন্নচ্ছাসনে
নির্মলসনে ; শ্রবণনিৰ্বাথনে কণচ্ছিদ্ৰেণ ; “ছিদ্রং নিৰ্বাথনং রোকম্” ইত্যমরঃ ; ব্যাথনস্তাত্ত্যভাবো নিৰ্বাথনং তেন
নিপীয আমূলং মূলসমীপপর্যন্তম্, আ ঈষৎস্বমানাভ্যামবরোহাভ্যাং রোহদুৎপত্তমানমতিরামগীয়কং যসাং তাঃ, মগীয়া
মগিমযাঃ কাননলতা ইব ॥

৮৮ । মেতি নিষেধে । আৰ্ঘ্যাণাং শিষ্টানামুপসেবনোচিতমহুসরণযোগ্যং বো যুম্মাকং চিতং সমুদিতং চরিতং ন
ভবতি । অনুকূলতয়া আনুকূল্যেন জলদুকূলতাং জলং দুকূলং যসাং তথাভূতম্, অনুগম্য প্রাপ্য । তরণেহুঁহিতরি
যমুনায়াম্ ; হেলা অবজ্ঞা, ‘হে, ইতি সম্বোধনে, লালসা কামনা বো যুম্মাকমাগোহপরাধো মা গোচরীভূতং ন বিষয়ী-

৮৭ । এরপর নিজের বাক্য প্রতিপালনে সন্তুষ্ট তাঁদের বন্ধু আনন্দে অস্থির হয়ে বললেন—
‘ওহে কুমারীগণ! মাগুজনের সম্মুখে অস্ত্রের উপবেশন করা শোভা পায় না, তোমরা যদিও সামাগ্ৰা
নও, তথাপি আমার সম্মুখে তোমাদের উপবেশন অগ্ৰায় । অতএব উঠে দাঁড়াও এবং আমার আজ্ঞা-
পালনরূপ এই পবিত্র আসনে উপবেশন কর’—শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র ক্ষরিত এইরূপ অতি সরস বাক্য
অমৃত নির্ধাসের মতো কর্ণপুটে ব্যথার লেশমাত্রহীন অবস্থায় পান করে ভয়ে ভীত হয়ে ভাল-মন্দ
বিচার রহিত হয়েই যেন সহসা আদরপূর্বক জাহ্নুর উপর জাহ্নু স্থাপন করে পরম্পর দৃঢ়বদ্ধ করকমলযুগল
উরুমূল আমূল আচ্ছাদন করে ঈষৎ নীচে ঝুলিয়ে দেওয়াতে বিকসিত অতি রমণীয়তায় শোভনা তাঁরা
মগিময়ী কাননলতার মতো কিঞ্চিং অবনতা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ।

৮৮ । শৃঙ্গারমূচক রসে রসিক মনা শ্রীকৃষ্ণ মূচকি হেসে পুনরায় অতি সরস বাক্যে বললেন—
‘অহো কুমারীগণ তোমাদের কৃত এই আচরণ সজ্জনের অনুসরণ যোগ্য নয় । ব্রতপরায়ণ জনের
জলবস্ত্রের আনুকূল্য লাভে উলঙ্গ হয়ে কুলের দিকে চোখ নাচিয়ে জলকেলি করা উচিত নয় ।
নগ্ন হয়ে জলে নামলে জলদেবতা সূর্যকণ্ঠা যমুনা হায় হায় অত্যন্ত অবহেলিত হন । ওহে শোন,

লভায়তা ভবতীচ্ছায়াস্তদা তদাগঃক্ষমাপণায় পণায়ন্তাম্, অস্তি নিরপায় উপায় উত্তমস্তত্র কশ্চিং' ইতি নিশম্য শম্যবস্থাংমাপয়েন হৃদা সুহৃদা সুখদেন সহ সহসা হরিণনয়না ব্যচীচরন্ ॥

৮৯ । 'যদ্যজ্ঞগাদ তদিহাকরবাম বামঃ, কিংবা পরং বদতি তন্নহি হস্ত বিদ্বঃ ।

নৈব ক্রিয়েত যদি তদব্রতসাধ্যবাধা-,ভীতিং প্রদর্শয়তি হা কিমিহাচরামঃ ॥'

৯০ । ইতি ক্ষণমিতরেতরেক্ষণসক্ষণসচকিতং শঙ্কাপঙ্কাপঙ্গুনসো ন সোঢব্যমন্তং সোঢব্যং বা কিমপীতি সন্দিহানা হানাদান-ব্যসনিষ্ঠো বভূবুঃ ॥

৯১ । তাসাং তাদৃশাং দৃশাং কাতর্যং সমালোক্য সমালোক্যবদনশ্রীমালিন্যামনোগ্রাণি চানুমায়া-
ইমায়ামেবাস্তিত্য স পুনরাহ ॥

তৃতম্ । নহু তর্হি সম্প্রতি কিং বিশেষ্য ? তত্রাহ—ব্রত-ফলশ্চ ফলনায় নিষ্পত্তয়ে, 'ফল নিষ্পত্তৌ' । কীদৃশায় ? দুর্লভায়, ইচ্ছায়া লভা লাভ আয়তা অধিকা ভবতি ; লভে: ষিদ্ধাদাঙ: ; ব্রতফলনিষ্পত্ত্যর্থং যদিচ্ছামধিকং প্রাপ্নুথৈত্যর্থ: । শমিনাং শাস্তানামবস্থায় প্রাপ্তেন অপ্ৰৌঢ়িনাশাং প্রাপ্তদৈত্বেনেত্যর্থ: । হৃদা মনসা সহ ব্যচীচরন্ পরামমন্ত: । সুখদেন সুহৃদা অনার্কব্যত্যাগাদহুকুলপ্রিয়সুহৃদ্রুপেণেত্যর্থ: ॥

৮৯ । বামঃ প্রতিকূলচেষ্টিতঃ কৃষ্ণঃ । ব্রতশ্চ সাধ্যং ফলং তত্র বাধারূপাং ভীতিম্ ॥

৯০ । ইতরেতরেক্ষণং অপরিবিচারসংবেদনার্থং পরস্পরকৃতদৃষ্টিকং সক্ষণং প্রেষ্ঠ্য তাদৃশাগ্রহদৃষ্ট্যা সোৎসবং সচকিতং 'হস্ত কিং ভবিষ্যতি' ইতি সজ্ঞস্তং তচ্চ তচ্চেতি হৃদৈক্যম্ । শট্কেব পঙ্কস্তেন আ সগ্যক্ পঙ্গু প্রবৃত্তাসমর্থং মমো যাসাং তা:, হানাদানে তদাজ্জায়াস্ত্যাগস্বীকারো এব ব্যসনে বিপত্তী তথ্যো বভূবুঃ ॥

৯১ । সমমকুটিলমালোক্যং দীপ্তিযোগ্যং তদ্বদনং তন্তু শ্রিয়ঃ শোভায়া মালিন্যাদ্বেতো: ; 'আলোকৌ দর্শনো-

দেবতাহেলা লালসা-বিরোধিনী । অজ্ঞতার জহুই তোমাদের এ-অপরাধ গোচরীভূত হচ্ছে না । এই দুর্লভ ব্রতফল প্রাপ্তির জন্যে তোমাদের তীব্র ইচ্ছা থাকে তা হলে এই অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য মূল্য কিছু দেও । এ-বিষয়ে আমার নিকট এক উত্তম উপায় আছে ।' এ-কথা শুনে হরিণনয়নাগণ দৈছাবস্থা প্রাপ্তিতে নিজ সুহৃদ সুখদ হৃদয়ের সঙ্গে সহসা বিচার করতে লাগলেন ।

৮৯ । এই প্রতিকূল লোকটি যা যা বলছে আমরা তাই তাই করে যাচ্ছি, এরপর কি বা বলবে হায় তা-তো বুঝি না । যদি না করি ব্রতফল প্রাপ্তিতে বাধা হবে এরূপ ভয় দেখাচ্ছে, হায় হায় এখন করি কি ।

৯০ । এইরূপ চিন্তাকুল হয়ে ক্ষণকাল পরস্পর তাকাতাকি করতে লাগলেন, প্রেষ্ঠের তাদৃশ আগ্রহ দেখে উৎফুল্লা ও সচকিতা হয়ে উঠলেন । শঙ্কাপক্ষে পড়ে তাঁরা বিকলমনা হয়ে পড়লেন । 'অন্ত যা কিছু বলবে তা পালন করতে পারব কি পারব না' এরূপ সন্দেহযুক্ত হয়ে তাঁর আজ্ঞার ত্যাগই হবে কি স্বীকার হবে এরূপ বিপত্তিতে জড়িয়ে পড়লেন ।

৯১ । এইরূপ চিন্তাকুল কণ্ঠাদের দৃষ্টিতে কাতরতা দেখে এবং দীপ্তিযোগ্য বদন-শোভার মলিনতায় মনোগ্রাণি অহুমান করে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় নিষ্কপট ভাবে বললেন—

১২ । ‘আশঙ্ক্যচকিতচকোরকাস্তিচৌরৈঃ, পশ্যন্ত্যোহক্ষিভিরভিতঃ পরম্পরাস্তম্ ।

কিং বালাঃ কলয়থ কৰ্কশান্ বিতৰ্কান্, শ্রয়ন্ত্যাহ কলুষমুখোহস্মদীয়বাচঃ ॥

১৩ । বিনোদকং বিনোদকং ভবতি কিং পিপাসায়াঃ, সায়াহুং চ বিনা ন ভবতি কোহপি সময়ো
নিদাঘবাসরস্ত রস্তঃ, তন্মুহূপদেশো ভবতীনাং কার্য্যঃ ॥

১৪ । অংহঃ-সজ্জ-ক্ষপণপণনো মহমেব প্রণামঃ

কল্যাণানামপি জনয়িতা শ্রদ্ধয়া কল্যমানঃ ।

উর্দ্ধে মূর্খামুজুতরতনুবল্লয়ো হস্ত তস্মা-

দদ্ধা বদ্ধাঞ্জলি বিদধতাং সুভ্রুবোহস্মৎপ্রণামম্ ॥’

১৫ । ততশ্চ, হ্রিয়ং কৃতা পশ্চাৎ প্রিয়তমগিরোহগ্রে বিদধতী

স্বলাবণ্যং কৃতা বসনমখিলাঙ্গাবরণকম্ ।

দ্যোতো” ইত্যমরঃ । অর্হার্থে যৎ । অমায়ামকৈতবম্ ॥

১২ । কলুষং ব্রতবৈগুণ্যরূপং পাপং মুকুস্তি নাশয়ন্তীতি তাঃ ॥

১৩ । উদকং জলং বিনাপি পিপাসায়াছুক্ষায়া বিনোদকং নিরাসকং কিঞ্চিদস্তি কিম্ ? নাশ্ত্যেব । যত্র পিপাসা
ভ্রোদকে প্রাতিকূল্যমযুক্তমিব ময়ি স্পৃহাবতীনাং ভবতীনাং ত্রিতীনাং মদরোচককৃত্যানাচরণরূপং প্রাতিকূল্যং মধ্যহ্ন-
ষ্টিতমেবেতি ভাবঃ । নহু কুলবালিকানাং লঙ্কানিমূলনেনাত্যস্তবিড়ম্বনমেব সম্প্রতি তে রোচকম্, তৎ কথং কৰ্কশং শক্যতে ?
রোচকাস্তরমুচ্যতাং যথ্যমমুত্তিষ্ঠেৎ ? তত্রাহ—সায়াহুং বিনা নিদাঘবাসরস্ত কোহপি সময়োহপরাঙ্গাদির্ন রস্তঃ, তথা তৎ
বিনা কথমপ্যুত্মা ন নিবর্ততে, তথৈব ভবতীনাং একটমেব সর্বাঙ্গদর্শনং বিনা সমাগ্রহো ন নিবর্ত্তিযত এবতি ভাবঃ ॥

১৪ । এবং রহস্তং স্বচিকীর্ষিতমর্থমপদেশেনৈব বাঞ্জনয়া বোধয়িত্বা একটমপ্যপরাধরূপং দিযমালম্ব্য ব্যবতিষ্ঠমান
আহ—অংহ ইতি । অংহঃসজ্জানাং পাপসমূহানাং ক্ষপণমেব পণনং পণঃ ফলং যন্ত সঃ । কিঞ্চ, শ্রদ্ধয়া কল্যমানঃ সন্
কল্যাণানাং বহুতরমঙ্গলস্বাভীষ্টানামপি জনয়িতা উপদেকো ভবতি । ততস্তাঃ পঞ্চাঙ্গপ্রণামং বিধিৎসতীরাশঙ্ক্য স্বাভীষ্টা-
বিরোধিনীং তৎপরিপাটীং স্বয়মভিনয়েন শিক্ষয়ন্তাহ—মূর্খাং মন্তকানামুর্ধ্বং সৌমন্তপ্রদেশে বদ্ধোহঞ্জলির্ধ্বজ তদ্ব্যথা স্তাত্তথা
অস্মৎপ্রণামং বিদধতাং কুর্বন্ত । সুভ্রুব ইত্যস্ত বিশেষত্বাৎ প্রথমপুরুষঃ । তত্রাপি কুক্ষিতাঙ্গং সস্তাব্যাহ—কজুতর-
তলুবল্ল্য ইতি ॥

১২ । ‘আশঙ্ক্য চকিত - চকোরকাস্তিহারী নয়নে এদিক্-ওদিক্ পরম্পরের মুখ দেখতে দেখতে
হে কুমারীগণ, কি কৰ্কশ বিতর্কে কলকল করছ । ব্রতবৈগুণ্যরূপ অপরাধনাশী আমার বাক্য শুনে নেও ।

১৩ । জল বিনা পিপাসার নিবৃত্তি হয় কি ? সায়াহু বিনা গ্রীষ্মের কোন সময়ই আরামদায়ক
হয় না । অতএব আমার উপদেশই তোমাদের পালনীয় ।

১৪ । আমাতে প্রণাম বিধানের ফলই হল পাপসমূহ-নাশ । আর সেই প্রণাম শ্রদ্ধায় কলিত
হলে তো অনেক প্রকার মঙ্গল স্বাভীষ্টের জনক হয়ে থাকে । হে সুভ্রু কণ্যাগণ ! হায় হায় একেবারে
সোজা তলুলতার শিরোপরি বদ্ধাঞ্জলি ধারণ করে সাক্ষাৎভাবে আমাকে প্রণাম কর ।’

খজুভূয় স্থিহা দরমুকুলিতাক্ষী করপুটীং

শিরোহগ্রে বিভ্রাণা হরিণনয়নাশ্রেণিরনমং ॥

৯৬ । অথ যথানিদেশং বিহিতাচরণপ্রপঞ্চাঃ পঞ্চালিকা দারবীরিব নাট্যমানা নাট্যমানাশয়ঃ শয়-
কুশেশয়শয়সকলবসনঃ সনত্রমুখীস্তাঃ প্রতি প্রীতমনা মনাগ্নিহসিতসিতসুধাসুধাবিতাধরঃ প্রত্যেকমেব
প্রণয়রসোৎকটাক্ষঃ কটাক্ষকলয়া নিরীক্ষ্য নিজগাদ,—‘প্রীতোহহং বঃ সাধুনাধুনা নির্বালীকেন কেনচিদ্-
ভাবেন, ভাবেন তচ্ছরীয়তাং করকমলং নীয়তাং করকমলং কর্তৃমুচিতরাগং বসনকুলং পরিধীয়তামুপরি
ধীয়তামুচিতচিতপরিতোষাণাং মনোরুত্তিঃ ॥’

৯৭ । ইতি নিগন্ত তথা সমুদ্রীতকরকমলাভাঃ কমলাভ্যধিকসৌভগাভ্যো নিজকরকমলেন প্রতিজ্ঞনং
তথা সমীচীনানি চীনানি সমর্পয়ামস, যথা যথাস্বমেব তদা তদাপূর্ণ খলু বিপর্যয়ঃ পর্য্যয়তে স্ম ॥

৯৫ । দরমুকুলিতাক্ষীতি হস্তাস্মাকমুকুলস্ত কীদৃশং বা খন্ডেন দৃষ্টমভূদিতালোকনার্থমতিলজ্জয়াপি নেত্রয়োঃ
সম্যগ্-মুদগাভাবঃ ॥

৯৬ । দারবীঃ কাষ্ঠময়ীঃ পঞ্চালিকাঃ পুস্তলিকা ইব নাট্যমানাঃ, নৃত্যং কার্যমাণাঃ । স কীদৃশঃ ? নাট্যে নর্তনায়াম্
মানো জ্ঞানং যন্ত তথাভূত আশয়োহস্তঃকরণং যন্ত সং, নর্তয়িতুং বিচক্ষণধীরিত্যর্থঃ । শয়ঃ পাণিরেব কুশেশয়ং কমলং
তত্র শেরতে ইতি শয়কুশেশয়শয়ানি সকলবসনানি যন্ত তথাভূতঃ, বস্ত্রাণি দাতুং স্বকৃতো হস্তে দধান ইত্যর্থঃ ।—“পঞ্চশাখঃ
শয়ঃ পাণিঃ” ইত্যমরঃ । প্রণয়রসেন উৎকটমক্ষমন্তঃকরণং যন্ত সং, প্রেমোদ্রিচিত ইত্যর্থঃ । ভাং শোভামবতি পুষ্পাতীতি
ভাবস্তেন । বসনকুলং নীয়তাং ততশ্চ পরিধীয়তাম্ । কথং ততঃ ? করকং দাড়িমপুষ্পমপি অলঙ্কৃত্ব মুচিতো রাগ আকুণ্ঠ্য
যন্ত তৎ ; “সর্মে করকদাড়িমো” ইত্যমরঃ । উচিতানাং যোগ্যানাং চিতপরিতোষাণাং সমুদ্যানন্দানামুপরি মনোরুত্তি-
ধীয়তামপ্যতাম্, নিজভাবোচিতসুখসিদ্ধিমগ্নচেতসো ভবতেত্যর্থঃ ॥

৯৭ । চীনানি বস্ত্রাণি তথা তেন প্রকারেণ সমর্পয়ামস, যথা যথাস্বং নিজনিজমেব তত্তদবসনমাপুঃ প্রাপ্তবতাঃ ।

৯৫ । লজ্জা পিছনে করে প্রিয়তমের বাক্য সম্মুখে ধরে নিজ অঙ্গলাবণ্য সমস্ত অঙ্গের আবরণ-
বসন করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নয়ন ঈষৎ মুকুলিত করে করপুট মাথার উপরে স্থাপন করত হরিণনয়না
কন্ঠাগণ প্রণাম করলেন ।

৯৬ । অতঃপর নাচানোতে বিচক্ষণধী, নিজ পানিকমলশায়িত বসনযুক্ত, ঈষৎ হাসিরূপ
সুত্রসুধা-সুধাবিত অধরবিশিষ্ট, সনত্রমুখী কন্ঠাদের প্রতি প্রীতমনা শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞারূপ আচরণ বিস্তার
করে কাষ্ঠের পুতুলের মতো নটনশীলা ঐ কন্ঠাদের প্রত্যেককেই প্রেমোদ্রিচিত্তে কটাক্ষকলয়া নিরীক্ষণ
করে বললেন—‘অধুনা কোনও অনির্বচনীয় রমণীয় শোভার উৎস নিষ্কপট প্রেমপরাকাষ্ঠায় আমি
তোমাদের উপর প্রীত হয়েছি, অতএব হাত উঠাও, দাড়িমপুষ্প বিজয়ী অরুণবর্ণের বসনকুল গ্রহণ কর,
এবং পরিধান কর,—নিজ ভাবোচিত সুখ সিদ্ধিতে মগ্নচিন্তা হও ।

৯৭ । এই কথা বলে লক্ষ্মী হতেও অধিক সৌভাগ্যবতী কন্ঠাদের ঐ ভাবে সমুদ্রীত করকমলে
নিজ করকমলের দ্বারা প্রতিজনকে যার যে সমীচীন বস্ত্র তা এমন ভাবে সমর্পণ করলেন যাতে

৯৮ । ততশ্চ তাঃ স্বং স্বং ললিতাংশুকমংশুকমঙ্গলতামঙ্গলতয়াং মূর্ত্তিমত্যাগিব সঙ্গময়া মদন-
পতাকিনীপতাকিনীরজিনীরাজয় ইব জয়ন্তি স্ম ॥

৯৯ । অথ শ্রীকৃষ্ণকরকমলপরিমলপরিপূর্ণামোদানি পূর্ণামোদা নিবীয় বসনানি সনা নির্মলানি
সাদরদরমন্দাক্ষমন্দাক্ষতাগ্রবিলোকনকনংকনককমলানানাস্তদঙ্গসঙ্গসম্ভাবভাবিতা ইব পুলককুলকঙ্কিততনবো
নবোন্মীলদানন্দনিঃস্পন্দনিঃস্পর্শপরিষঙ্গমঙ্গলমিবানুভবন্ত্যঃ ক্ষণমবতস্থিরে স্থিরেণ প্রণয়ভরেণ । স চ ন
জুগোপ গোপরাজযুবরাজো গান্ধীর্ষ্যম্, যদতঃ পরং পরমকোমলতাহমলতাধোতহৃদয়ঃ সদয়ং সমুবাচ ॥

১০০ । ‘অয়ং বঃ সঙ্কল্পঃ প্রথম ইব কল্পক্ষিতিকরঃ

প্ররোহঃ প্রাগেব ব্যজনি মম চিত্তস্ত বিষয়ঃ ।

বিপর্যয়ঃ পরি সর্বতোভাবে ন অয়তে স্ম, ন প্রাপ্তোহভূং, কিস্ত্বেকাংশেনৈব । তত্র প্রথমং কঙ্কলিকাং দত্তা তামেব
সসম্বন্ধমন্তরীয়তয়া পরিহিতবতীভ্যোহন্তরীয়ং শাটিকাং চ দদাবিতি ভাবঃ ॥

৯৮ । ললিতাংশবঃ কিরণা যশাস্তদংশুকং বস্ত্রম্, অঙ্গমেব লতা সৈব মঙ্গলতা মূর্ত্তিমতী তন্ত্ৰাং সঙ্গময়া যোজয়িত্ব
জয়ন্তি স্ম, সর্বোৎকর্ষং প্রাপুঃ । মদনস্ত কন্দর্পস্ত পতাকিনী সৌভাগ্যবতী তৎপ্রিয়া রতিস্তুত্যাঃ ক্রীড়ার্থং পতাকিত্বঃ
পতাকাধারণ্যঃ কমলিনীশ্রেণয় ইব ; “পতাকা বৈজয়ন্ত্যাঞ্চ সৌভাগ্যাঙ্কধ্বজেপি চ” ইতি বিশ্বঃ ॥

৯৯ । পূর্ণামোদাঃ পূর্ণানন্দবত্যাঃ, নিবীয় পরিধায়, সনা সদা নির্মলানি ; “সনা নিত্যে” ইত্যমরঃ । সাদরং যথা
শ্রান্তত্যা দরমন্দাক্ষেণ ঈষল্লজ্জয়া মন্দম্ আক্ষতম্ ঈষৎক্ষতং যদগ্রবিলোকনং সম্মুখদর্শনং তেন কনং শোভমানং কনককমল-
তুল্যমানং যাসাং তাঃ ; তদঙ্গসঙ্গিবসনসঙ্গাদেব তদঙ্গসঙ্গস্ত সদ্ভাবেনৈব ভাবিতা বাসিতা ইব । নবোন্মীলদ্বিরানন্দে-
নিঃস্পন্দঃ স্পন্দরহিতো নিঃস্পর্শঃ স্পর্শবিনাভূত এব পরিষঙ্গস্তুজপং মঙ্গলম্ । পরমকোমলতয়া যা অমলতা নৈর্মল্যং
তয়া ক্ষালিতমনাঃ ॥

তঁারা নিজ নিজ বস্ত্রই ঠিকমত পেয়ে গেলেন—উণ্টাপান্টা লেশমাত্রও হ’ল না ।

৯৮ । অতঃপর তাঁরা নিজ নিজ ললিত উজ্জ্বল বস্ত্র মূর্ত্তিমতী মঙ্গলতারূপ অঙ্গলতায় পরিধান
করে মদনপ্রিয়া রতিদেবীর ক্রীড়ার জন্ত পতাকাধারণী কমলিনীশ্রেণীর মতো সর্বোৎকর্ষে দীপ্তি পেতে
লাগলেন ।

৯৯ । অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ করকমলের পরিপূর্ণ সুগন্ধে পূর্ণ সুবাসিত সদা নির্মল বস্ত্রগুলি তাঁরা
সাদরে পরিধান করে ঈষৎ লজ্জায় সম্মুখ দিকের দৃষ্টিপাত কিছুটা সংযত-করণে কনক কমলাননের
শোভা বিস্তার করে, ‘তঁার অঙ্গসঙ্গ যেন হয়েই গিয়েছে’ এরূপ ভাবে ভাবিতা হয়ে, আনন্দশিহরণ
তরুর কাঁচুলিরূপে ধারণ করে, নবপ্রকাশিত আনন্দে নিস্পন্দ হয়ে, স্পর্শ বিনাই আলিঙ্গনমঙ্গল যেন
প্রাপ্তি হয়েছে এরূপ অনুভব করতে করতে কিছুকাল প্রণয়ভরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন । গোপরাজ-
যুবরাজ গান্ধীর্ষ্য রক্ষা করতে পারলেন না, তাই অতঃপর পরমকোমলতা - অমলতাধোত হৃদয়ে সদয়ভাবে
বলতে লাগলেন—

১০০ । ‘কল্পবৃক্ষের অঙ্কুরের মতো তোমাদের এ-সঙ্কল্প অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্বই আমার চিহ্নের

ইদানীং তদ্ব্যক্তৌ ব্যরচি বিবিধেয়ং বিরচনা

পরীক্ষা চ প্রেম্ণো ব্যতিনি ভবতীনাং নিরূপণেঃ ॥

১০১ । - যন্মদভিহিতমভি হিতমকারী হৃদয়ম্, ন কাপি বামতা মতাসীদ্বঃ, তদয়ং বো মনোরথঃ সাধু
নাধুনাতনত্বমেতি, বাসনাসনাতনত্বেন সহ পূর্বপূর্বসিদ্ধ এব, তদয়ং নিত্যঃ সত্যঃ সরসশ্চ । সাধারণ্যেন
মমাগ্নং স্বভাবঃ । তথা হি—

স্থবীয়স্থানন্দে ময়ি বিনিহিতং ধৌতহৃদয়ে-

র্ন রাগং রাগত্বাশ্রয়ময়ি করোমি ক্ষণমপি ।

পরং তু স্বানন্দামৃতময়তয়া তং প্রবিদধে

ন হি স্বচ্ছন্দোজা ভবতি রসকূপোহনুরসভাক্ ॥

১০০ । কল্পক্ষিতিরূহ ইতি মদভীষ্টতাপি সাধকত্বাৎ মচ্ছিত্তবিষয়ঃ প্রাগেব ব্যজনি অভূৎ । ইয়ং বিরচনা বিবিধ-
হঠনিদেশময়ী ; নিরূপধে রূপাধিশূন্যত্বাৎ ॥

১০১ । হৃদয়ম্ অভি মননোহভি লক্ষীকৃত্য মদভিহিতং হিতমকারি, বো যুস্মাকং বামতাপি অমতা অসম্মতা
অভূৎ, তত এব হেতোরসে মনোরথঃ সাধু যথা স্তাস্তথা অধুনাতনত্বং ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু নিত্যসিদ্ধত্বমেবেত্যর্থঃ । অয়ং
মনোরথঃ সত্যো নিকৈতবঃ সরসঃ প্রেমময়ঃ । স্থবীয়সি পরমমহতি আনন্দে তৎস্বরূপে রাগং স্পৃহাং কামমিতি যাবৎ,
তং রাগং স্বানন্দামৃতময়তয়া মৎসুখামৃততাৎপর্যকত্বেন বিদধে করোমি, আশ্রয়-সুখতাৎপর্যকত্বেন কামময়োহপি রাগো
ময়ি নিক্ষিপ্তশ্চেৎ মল্লক্ষণবিষয়-সুখতাৎপর্যকত্বেন প্রেমময়ত্বয়ৈব ফলর্তীত্যর্থঃ । স্বচ্ছন্দোজাঃ স্বতন্ত্রপ্রভাবো রসস্ত পারদস্ত
কূপোহনুরং রসং ন ভজত ইতি যোহন্তো রসস্তত্র নিক্ষিপ্তো ভবতি, স স্বরূপং বিহায় তন্ত রূপতাং প্রাপ্নোতি, লবণা-
করবদিত্যর্থঃ ॥

গোচরীভূত হয়ে গিয়েছিল । ইদানীং ওর বুদ্ধ্যর্থ হঠ-আজ্ঞাময়ী এই বিবিধ চমৎকার লীলা রচনা
করেছি, এবং তোমাদের নিরূপাধি প্রেমের পরীক্ষাও করে নিয়েছি ।

১০১ । যেহেতু তোমরা আমার মনের দিকে চেয়ে আমার আদিষ্ট হিতময় বাক্য পালন
করেছ, তোমাদের কোনও বাম্যভাব প্রতিকূলতা করে নি, এই হেতু তোমাদের এই মনোরথ সুন্দরভাবে
আধুনিকভাব প্রাপ্তি করেনি কিন্তু নিত্যসিদ্ধভাবই প্রকটিত করেছে । তোমাদের এই মনোরথ
বাসনানিত্যত্বের সহিত পূর্বপূর্ব সিদ্ধই—অতএব এ নিত্য নিকৈতব এবং সরস । সাধারণ জগতের প্রতি
তো আমার স্বভাব এইরূপ—

পরমমহান্ আনন্দসাগর স্বরূপ আমাতে যদি স্বসুখতাৎপর্যকত্ব হেতু কামময় স্পৃহাও শুদ্ধচিত্ত
জনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয় তবে ওকে আমি ক্ষণকালের জগুও ঐ স্পৃহাময়রূপে স্থায়িত্ব দান করি না,
পরন্তু মল্লক্ষণবিষয়-সুখামৃত তাৎপর্যকত্ব অর্থাৎ প্রেমময়রূপে পরিবর্তিত করে দেই । স্বতন্ত্র প্রভাববিশিষ্ট
পারদকূপ অনুরসের সঙ্গে কখনই আপোষ করে না ।

১০২ । ভবতীনাং তু স্বভাবসিদ্ধানামদ্বা নাম স্বভাবোহয়ং ভাবো যং ত্রীরপি প্রার্থয়তে । সামান্য-
নামপি ময়ি পরমে রসসিদ্ধৌ কামাত্মা নাকুরায়ন্তে, ন কথিতা ন চ ভূষ্টা যবাদয়ো হস্ত বীজন্তি ॥'

১০৩ । ইতি সরসতর-তরলতালতাকুসুমমিব পরিমলমলনমনোহরং প্রিয়তম-বচনামৃতমৃতমেব
মত্তমানা মানাতীতর্হ্ষোৎকর্ষোৎকমনসো মনসো দ্রুতশ্চেব শীকর-নির্গমমিবানন্দাশ্রু-কণ-নিঃস্রুন্দমভিনয়ন্ত্যো
নিরুন্তরমেব কিঞ্চিদাকুণ্ডিতেক্ষণং ক্ষণং তন্তুঃ ॥

১০৪ । তদনুত্তমপ্রণয়কলাকলাপকণ্ঠীঃ কলকণ্ঠীরিব শিশিরসময়াবসানসানন্দতয়া কণ্ঠগুপ্তিত-
কুজিতা জিতারিরথ পুনরাললাপঃ—‘অয়ি ব্রজত ব্রজতলমাগামিনীঃ ক্ষণদাঃ ক্ষণদাঃ সময়া ময়া সহ রতুবাম্,
সিদ্ধা এব ভবত্যঃ, স্তোভবত্যঃ স্তোকমপি মা ভবন্তু’ ইতি লঙ্কাশ্বাসাঃ শ্বাসানিলধূতাধরকিসলয়ং সলয়ং
দলদিন্দীবরবরবর্ষণমিব কটাক্ষাপাতপাতপরম্পরাং তদুপরি পরিকল্প্য কুচ্ছেনৈব ব্রজং ব্রজন্তি স্ম ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে বস্ত্রাহরণং

নাম দ্বাদশঃ স্তবকঃ ॥১২॥

—ঃ:ঐঐঃ:—

১০২ । অদ্বা সাক্ষাৎ, নাম প্রাকান্তে, ভাবো দীপ্তিধারী, যং স্বভাবম্, বীজন্তি বীজানীবাচরন্তি ॥

১০৩ । সরসতরা যা তরলতা প্রেমার্দ্ৰতয়া গান্তীর্ঘ্যভাবঃ, সৈব লতা তন্তা কুসুমম্, অঙ্গসঙ্গরূপফলকারণহাৎ
পরিমলঃ কর্ণচক্ৰং তন্ত মলনে ধারণেন মনোহরম্ । স্বতং সত্যম্ ॥

১০৪ । অতুত্তমপ্রণয়কলয়া কলং মধুরাশ্রুটমালপতীতি স কণ্ঠো যাসাং তাঃ কলকণ্ঠীঃ কোকিলজ্ঞীঃ, কণ্ঠে গুপ্তিতং
প্রথিতং কুজিতং যাভিস্তাঃ, তেন অয়ি বচনং কিংসিদ্ধাকর্ণমসি, কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তরমপি দেহি, অয়ি নাহমত্র প্রভবামি,

১০২ । কিন্তু স্বভাবসিদ্ধা তোমাদের এ-স্বভাব তো সাক্ষাৎ স্পষ্টই জ্বল-জ্বল করছে, লক্ষ্মীদেবীও
যা প্রার্থনা করেন । পরসরসসিদ্ধি আমাদের সামান্যজনেরও কামাদিসমূহ অঙ্কুরিত হয় না, জলে পচা বা
আগুনে ভাজা ধান হায় হায় কখনও আর বীজের ধর্ম প্রকাশ করতে পারে না ।'

১০৩ । এই কথা শুনে অতি সরস চঞ্চলতা-লতার কুসুমের মতো পরিমল ধারণে মনোহর
প্রিয়তমের কথা সত্য বলে মননশীলা তাঁরা অপরিমিত হর্ষ ও উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হলেন । তাঁদের
প্রেমবিগলিত মনের জলকণা ক্ষরণের মতো আনন্দাশ্রু-কণ পাতন অভিনয় করতে করতে করতে নিরুন্তর ও
কিঞ্চিৎ কুটিলনয়না হয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন ।'

১০৪ । অতঃপর অসমোদ্ধি প্রণয়কলাযুক্ত মধুরাশ্রুট আলাপকণ্ঠী কলকণ্ঠী যেমন শীতকাল
অবসানের আনন্দে কণ্ঠে রচিত কুজন করতে থাকে সেইরূপ এই কল্যাণকলকল করতে থাকলে ত্রীকৃষ্ণ
পুনরায় বললেন—‘অয়ি তোমরা এখন ব্রজে চলে যাও, সামনের নিকটবর্তী উৎসবময়ী রজনীতে
আমার সহিত বিহার করো, আরে তোমরা তো নিত্যসিদ্ধা, তুষিত চাতকের মতো আর কলকল করো

অমৃৎকণ্ঠসে চেৎ স্বমেব নিঃসন্ধেহং পৃচ্ছেত্যাদি ভাসাং নীচৈঃ পরম্পরসঙ্কথনমপি সংজ্ঞাবহলং সমভূদিত্তি ব্যঞ্জিতম্ ।
 ত্রিতারি: শ্রীকৃষ্ণ: । সময়ানিকট এব, সলয়ং সন্ধেষং কটাক্ষাণামাপাতপাতস্তংকালপাতনং তন্ত পরম্পরাম্ ; “আপাত-
 স্তদাৰে পতনেহপি চ” ইতি বিখ্য: ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীমুখবৰ্ত্ত্তাং দ্বাদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১২॥

...:।★।:....

না।’ এইরূপে লক্সাশ্বাসা তাঁরা সেই সময়ে পল্লব ও প্রফুটিত দলবিশিষ্ট নীলপদ্ম বর্ষণের মতো
 শ্বাসবায়ুদ্বারা কম্পিত অধরপল্লব-আলিঙ্গিত কটাক্ষপরম্পরা কৃষ্ণোপরি রচনা করতে করতে অতি কষ্টেই
 ব্রজে ফিরে গেলেন ।

ইতি শ্রীমানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে

বস্ত্রহরণ নামক দ্বাদশ স্তবক ।

... = ০:০ = ...

ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ



১। অথ ভগবানহু গবানহুসন্ধানং ক্ষপিতবহুকালোহকালোপনতং কিমপি মধুররসকোমলতালতা-
ফলমিবাস্তুরাস্তুরাস্বাচ্ছ পুনর্গোচারণকুতূহলিনা হলিনা সহ সহজলীলালীলাবণ্যভাজাং সহচরানামপি
সঙ্গসঙ্গহরহরতয়া সাদরেণ সোদরেণ সোংকর্ষমানন্দিতেন নন্দিতঃ সহচরৈরপি চাভিনন্দিতো বনমধ্য-
মবজ্জগাহে ॥

২। অবগাহ্য চ সরসমধুরং মধুরঞ্জিনা বচসা চ সাদরং সোদরং সোহয়ং বয়স্তুবিশেষ্যান্ বয়স্ক-
বিশেষ্যানপি সম্বোধয়তি স্ব,—‘তদ্রভবন্ ভবন্নার্য্য ! রত্নসাস্তোক স্তোককৃষ্ণ ! অয়ে উরুচিরাংশো রুচি-
রাংশো ! হস্ত সকলসৌভগশ্রীদামন্ শ্রীদামন্ ! অয়ি প্রণয়বক্ষুবল শুবল ! ভোঃ প্রেমযশোনিবহেহজুন

ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ

চক্রে ভক্তার্থনাং ভক্তার্থনাং বিচ্ছেদ চাচ্ছাতঃ।

ত্রয়োদশে বাধাং সাযং প্রমদাঃ প্রমদাকুলাঃ ॥

১। গবানহুসন্ধানং গবানহুসন্ধানাভাবন্, অহু লক্ষীকৃত্য, ক্ষপিতবহুকালো বস্ত্রহরণাদিলীলাবেশেন গোচারণমপি
বিস্মৃত্য যাপিতবহুকণ ইত্যর্থঃ। অকালেহসময়ে সঙ্গবপূর্ব্বাঙ্গাদাবপ্যুপনতং মিলিতং সহচরাণাং সঙ্গে সঙ্গতরী সঙ্গমশীলা
ত্বরা যন্ত তন্তয়ানন্দিতেন সোদরেণ ভ্রাতা বলদেবেন নন্দিতঃ ॥

২। সোদরং বলদেবন্, সোহয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ, বয়স্তুবিশেষ্যান্ সখিভেদান্। কীদৃশান্? বয়সি বিশেষমপ্রাপ্তান্, তুল্য-
বয়স্কানিত্যর্থঃ। রত্নসে হর্ষে, অস্তোক অননন্। উরবঃ প্রধানাশ্চিরং ব্যাপ্যাংশবঃ কিরণাঃ কেলিযুদ্ধাদৌ যন্ত হে তথাভূত ?

ত্রয়োদশ স্তবক

যজ্ঞপত্নী জনানুগ্রহ :

ব্রজের সখা ও বৃক্ষের প্রশংসা :

১। অতঃপর বস্ত্রহরণাদি লীলাবেশে গোচারণও বিস্মৃত হয়ে অসময়ে প্রাপ্ত মধুররসের
কোমলতারূপ লতার ফলের মতো কোনও অনির্বচনীয় বস্তু অন্তরে অন্তরে আশ্বাদন করত বহুকাল
কাটিয়ে পুনরায় গোচারণ কুতূহলী হলীসহ মিলিত, সহজলীলালীলাবণ্যবাহী সহচরগণের সঙ্গে
মিলনাকাজক্ষায় স্বরাশ্রিত নিজের দ্বারা অতিশয় আনন্দিত ভ্রাতা বলদেবের আদরে হুষ্ঠ, এবং সহচরগণের
দ্বারা অভিনন্দিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করে গেলেন।

২। বনের মধ্যে প্রবেশ করে সেই শ্রীকৃষ্ণ সরস মধুর মধুরঞ্জী বাক্যে সাদরে জ্যেষ্ঠভাই বলদেব
এবং সমবয়স্ক বয়স্তুবিশেষদিকে সম্বোধন করতে লাগলেন—‘হে পরমপূজনীয় আর্য্য ! হে আনন্দোচ্ছল
স্তোককৃষ্ণ ! অয়ি যুদ্ধাদিতে দেহকাস্তি বহুসময় পর্যন্ত দীপ্ত রাখতে সমর্থ অংশুমান্ ! অহো সকল

হেহুর্ন ! হংহো প্রণয়বিশাল বিশাল ! হন্তু ক্রীময়োজ্জ্বলোজ্জ্বলিন্ ! অঙ্গ প্রণয়গিরিদেবপ্রস্থ দেবপ্রস্থ !
হন্তু ভো মনোরথরথবরুথপ বরুথপ ! দৃষ্টতাং দৃষ্টতাং পুত্রেয়ঃ বিপিনক্রীঃ ॥

৩। যত্র ক্রমা বিক্রমাবিশিষ্টকিমলয়াঃ সলয়া ইব, যেমাং চ মৰ্যাপত্রানি পত্রানি, পরিত্তঃ সম্প্রি-
কৃতাহঃশাখাঃ শাখাঃ, বিবিধবিহঙ্গবিটপা বিটপাঃ, বশীকৃতসুমনসঃ সুমনসঃ, পরুষাপরুষাংপরুষাং
গুফলানি ফলানি ॥

৪। তিষ্ঠতু তাবদেমাং বৃন্দাবনতরুণাং রামগীয়কম্, সুবসামাশ্রানাং সামাশ্রানাং চ তরুণাং জন্ম
পরমসাধীযঃ। যতঃ পট্টেরেব শরাঃ পরসুখদাঃ পরসুখদা ভবন্তি, সুমনোভিরেব সাধবঃ, ফলৈরেব পুণ্য-
কর্মাবি, ক্রগ্ভিরেব শাদূলাঃ, সমিস্তিরেব ক্ষত্রিয়াঃ, ভাস্মীভাবেনৈব পারদাঃ, তরবন্ত পত্রসুমনঃফলসক্-

রুচির সুন্দর ! অংশো ইতি বিশেষ্যপদম্। সকলমৌভগণেব ক্রীযুক্তং দাম মালা যন্ত হে তাদৃশ। প্রণয় এব বহু ধর্ম
তেনৈব বলতে হে তথাভূত। প্রেমযশসাং নিবহে সমূহে অজুন। হে শুক্লবর্ণ আতাত্রমধরায়ুত ইতিবৎ তব প্রেমযশ-
সমূহঃ শুক্লবর্ণ ইত্যর্থঃ ; “বলকো ধবলোহজুনঃ” ইত্যমরঃ। অঙ্গ ইতি সম্বোধনে। প্রণয় এব গিরিদেবঃ পর্বতমুখ্যস্ত
প্রহরুপঃ;—“প্রস্থঃ সানুরজ্জিয়ো” ইত্যমরঃ। মনোরথ এব রথস্ত বরুথং কবচং পাতীতি তথা, “বরুথো রথগুপ্তো
আদরুথং বর্মবেশ্বনোঃ” ইতি বিশ্বঃ ॥

৩। বিক্রমৈঃ প্রবালৈরবিশিষ্টানি কিশলয়ানি যেমাং তে সলয়া ইব পরম্পরাশ্লেষবন্ত ইব; যদা, পত্রচাপল্যভ্রমর-
বন্ধারকোকিলরাবৈশ্চ নৃত্য-গীত-বাস্তগত-তালধারিণ ইব; “লয়ো বিনাশে সংশ্লেষে সাম্যে ভৌবে ত্রিকণ্ড চ” ইতি বিশ্বঃ।
সর্বাপদ্মাস্তায়ন্ত ইতি মূলবিভূজাদিভ্যাং কঃ, সম্যক্ পরিবৃত্তা আশা দিশঃ ধম্যাকশক যাভিত্তা বিবিধা বিহঙ্গাঃ পক্ষিণ
এব বিটাঃ ষিড়্গাস্তানপি পাতীতি তথা। সুমনসো দেবাঃ, সুমনসো পুংসানি; পরুষা পরুষেতি বীপা, প্রতিপর্বত্যর্থঃ;
“গ্রহির্না পর্বপরুষী” ইত্যমরঃ। অপরুষাণ্যরুক্ষানি গুফা গ্রহনং তং লাস্তীতি তানি ॥

৪। শোভনৈ রসৈঃ ক্রা সম্যক্ত্মাত্তানাং মাননীয়ানাম্। পট্টৈঃ পট্টৈঃ, শরা বাযাঃ, পরসুখদাঃ শক্লুপুথগুত্ভাঃ,

সৌভাগ্যরূপ ক্রীযুক্ত মালায় শোভন ক্রীদাম ! ওহে প্রণয়রূপ ধনে বলীয়ান সুবল ! ভো প্রেমযশরাশিতে
শুক্লবর্ণ অজুন, হে হৈ হৈ প্রণয়ে বিশাল বিশাল ! অহো শোভাবিশিষ্ট ভেজদীপ্ত ওজ্জ্বলিন্ ! হে প্রণয়রূপ
মুখ্যপর্বতশেখর দেবপ্রস্থ ! হন্তু ভো মনোরথ রথের কবজের পালনকারী বরুথপ ! ওহে দেখ দেখ
সমুৎপন্ন ঐ দেখবার মতো রমণীয় বিপিনশোভা।

৩। ‘ঐ যেখানে প্রবালের মতো রক্তবর্ণ নবপল্লবে শোভিত বৃক্ষরাজি যেন হয়ে আছে পরম্পর
আলিঙ্গনে বদ্ধ—যাদের পত্রচয় সকল বিপদত্রাতা, শাখা চতুর্দিকে দিক্ ও আকাশের সম্যক্ আচ্ছাদন-
কারী, ছোট ছোট ডাল বিবিধ বিহঙ্গলম্পট পালয়িতা, পুংস দেবতা-বশীকারী, গ্রহিতে গ্রহিতে সুকৌমল
গুচ্ছ গুচ্ছ ফলরাশি।

৪। এই বৃন্দাবনের বৃক্ষের রমণীয়তার কথা দূরে থাকুক ও-তো মনোবাক্যের অগোচর।
বৃন্দাবনের বাইরের শোভন রসে সম্যক্ মাননীয় সামান্ত বৃক্ষজন্মও পরমসাধু। কারণ দেখ-না,
পরসুখদায়ী হয়ে থাকে—বনুর্বাণ শুধু পত্রের (নীচের পুচ্ছ) সন্নিবেশে শক্লুপুথ নাশকত্বের দ্বারা, সাধু শুধু

সমিস্তস্যভিরেব, তৎ খলু তরুজন্ম সকলপ্রাণিসার্থসার্থকম্ ॥’

৫। ইত্যনুপমমনোহরং নিগদম্নগবীনোহনুগবীনো ধেনুগণাবনবনলীলাসো লালসো বয়স্তানাং হেতোরুদদ্যাদদ্যাদকৃতালসস্ত সস্তদগতিহীনং গবাং গণং মিহিরহুহিতুরোধোরোধোদয়ং প্রাপিপয়িসুঃ পিপয়িসুচ পরমাং প্রীতিমস্তুরেণ ক্ষিতিজন্মানামস্তুরেণ ক্ষিতিজন্ম নালোক্যভাবৈবয়শ্চৈবয়শ্চাকরূপ্যং গতেঃ সহ স হ সহসাগ্রজোহগ্রজোষমুপসসর্প ॥

৬। স সর্পরাজদমনো মনোজ্ঞচরিতস্তরণিতনয়াতটীণা গাঃ পায়য়ামাস। পয়ঃ পিবন্তীষু নৈচিকীষু চিকীষু রপদবীদবীষসীনাং বিপ্রভার্যাণাং বিপ্রভার্যাণাং মনোরাগং রাগং তরুমূলমালস্য কৃতবিশ্রামঃ স

পরশুখদা ভবন্তীতি সর্গাজ্যেতি। কর্মণীভাজ ছ লিঙ্গবিপরিয়ামেনৈব পরেযাং সুখদায়িনো ভবন্তীতি তত্র তজার্থঃ। স্তমনোভিঃ শোভনৈশ্চিষ্টৈঃ ফলৈঃ স্বর্গাঐশ্চগুড়িঃ স্বচর্মভিঃ। সমিস্তিঃ সাধুজনপালনার্থং যুদ্ধৈঃ। প্রাণিসার্থে প্রাণিসমূহে বিষয়ে সার্থকং সপ্রয়োজনকং কিন্তু যাজ্ঞিকব্রাহ্মণজন্মৈব নিস্প্রয়োজনমিত্যাগ্রেতনলীলানামভিপ্রেত্য সূচনা। বৃক্ষা অচেতনাঃ, বিপ্রা মদজ্ঞানাদচেতনাঃ, কিঙ্কর্যাং প্লাবয়াহকাণ্ডে ধিক্ ভানেবেতি সূচিতম্ ॥

৫। অনুগণাং বীঃ কাস্তিরিচ্ছ, তস্তা ইনঃ প্রভুঃ। ধেনুগণস্তাবনং যত্র তথাভূতায়ানং বনলীলায়াং রসো যস্ত সঃ। উদজ্জাং পিপাসাং দদাতীতি সা চাসৌ ছাদো নিত্যমদনঞ্চ তেন কৃতস্তালসস্ত হেতোঃ সস্তদয়া সবেগয়া গত্যা হীনং গবাং গণং মিহিরহুহিতুর্থমুনায়া রোধঃ পুলিনং প্রাপিপয়িসুঃ প্রাপয়িতুমিচ্ছুঃ। কীদৃশম্? ন রোধস্তাবরণস্তোদয়ো যত্র তত্র তৎ পিপয়িসুর্জিগমিসুঃ ‘পয় গতো’; ক্ষিতিজন্মাং তরুণাম্, অন্তরেণ মধ্যেন পথাং, অন্তরেণেতি তৃতীয়াস্তম্, বয়শ্চৈঃ সহ। কীদৃশৈঃ? ক্ষিতিজন্ম ক্ষিতৌ প্রাদুর্ভাবমস্তুরেণ বিনা নালোক্যো ন আলোকয়িতুং শক্যো ভাবঃ স্বরূপং যেযাং তৈঃ। অন্তরেণেত্যব্যয়ম্; ঐকরূপ্যং তুল্যাকারত্বম্, অগ্রোহমিকো জোষঃ প্রীতির্যত্র তদ্বথা স্তান্তথা উপসসর্প ॥

৬। ততঃ স কৃষ্ণঃ সর্পরাজস্ত দমনঃ; তবণীতনয়ায়ান্তটীং গচ্ছন্তীতি তা গা ধেনুঃ। বিপ্রভার্যাণাং রাগং প্রেম

সুমনের (সুন্দর চিত্তের) দ্বারা, পুণ্যকর্ম শুধু ফলের (স্বর্গের) দ্বারা, ব্যাস্ত শুধু স্বকের (চর্মের) দ্বারা, ক্ষত্রিয় শুধু সমিৎ-এর অর্থাৎ যুদ্ধের (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) দ্বারা, পারদ ভয়ীভাব-এর (ভয়) দ্বারা। কিন্তু তরু একাই পত্র-সুমন-ফল-স্বক্-সমিৎ-ভয় এত সব দিয়ে পরসুখদায়ী হয়ে থাকে। অতএব বৃক্ষজন্ম সকল প্রাণী সম্বন্ধেই প্রয়োজন সাধক।’

৫। এইরূপ অনুপম মনোহর কথা বলতে বলতে ধেনুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলমান সখাগণের ইচ্ছার প্রভু, বাললীলারসে রসিক, বয়স্গণের লালসার ধন শ্রীকৃষ্ণ পিপাসাদায়ী ভুরিভোজনে দ্রুত-গতিহীন ধেনুগণকে যমুনার নিরাকুল পুলিনে নিতে ইচ্ছুক হয়ে এবং পরমশ্রীতির অভিলাষে বৃক্ষশ্রেণীর ভিতরের রাস্তায়—পৃথিবীতে জন্ম না হলে যাদের ভাব দৃষ্ট হত না, এবং যারা সমবয়স্ক বলে একই চেহারার সেই বয়স্গণ ও অগ্রজ বলরামের সহিত শ্রীতুচ্ছল মনে পুলিনের নিকট চলে গেলেন।

বিপ্রভার্যা-অনুরাগ-পরীক্ষেচ্ছ কৃষ্ণের ক্ষুধাপীড়িত সখাগণকে খাওয়া যাজ্ঞা-উপদেশ :

৬। অতঃপর সেই মনোজ্ঞচরিত সর্পরাজদমন কৃষ্ণ যমুনাতটে উপস্থিত ধেনুগণকে জলপানে লাগিয়ে দিলেন। ধেনুগণ জলপান করতে থাকলে তিনি বিশিষ্ট প্রভায় শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহাকুলবতী

উচ্চৈঃ শুভে ॥

৭ । শুভে তস্মিন্ সময়ে ধেন্বনবিহারবনবিহারক্লান্তাঃ প্রাতরকৃতাহারা নীহারানীতগ্রানিকমলবদনাঃ সর্ব এব সখায়াঃ সমমশনায়য়া নায়য়ামাসিরে গ্রানিং যদি, তদামী তদামীলম্বোদা ইব শ্রীরামদামোদরয়ো-
র্মদামোদরয়োঃ সোদরয়োদ্ধ্রুতমভ্যাসমভ্যাসনাঃ কাতরতয়া জগদ্ধঃ—‘জগদ্ধুত্তমতমমহোহভিরাম রাম
মহাবাহো নবানুবাহকৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভূজ ভূজগবিষবদতিকরালয়া বৃভক্ষয়াক্ষয়া জঠরপিঠরপিপীড়য়িষা
নো ব্যতনি । তনিমাননপি নোপলভামহে নিরুতৈঃ, তদুপশমনমননমনুবিধীয়তাং তত্রভবন্ত্যাং
ভবন্ত্যাম্ ॥’

৮ । ইতি কুন্দশুভগদংশু স্নগদংশু কোমলমনা মনাক্ স্মিতং বিধায় সমুপদিশে দেশকালোচিতং
চিতং প্রণয়েন,—‘ভো ভো যদেবং ক্ষুদ্রাধামনুভবন্তো ভবন্তো বিমনায়ন্তে, তদা তদাবাধাপ্রশমনায়
শমনায়ন্তং যচ্চ্যতে, তদাকলয়ন্ত । ইত এবাদুরে দূরেক্ষিণো মহান্ত উৰ্বীগীৰ্বাণা নির্বাণানির্বচনীয়াশ্রদ্ধা-
চিকীৰ্ষুজ্ঞাতুমিচ্ছুঃ; ‘কি জ্ঞানে’ । কথন্তুতম্ ? মনোরাগং মনো লগয়তি লগ্নং করোতীতি তথা তম্ । পদব্যা বস্তুনা
দবীয়ন্তো দূরতরা ন, তথাভূতানাং নিকটবতীনামিত্যর্থঃ । বিশিষ্টয়া প্রভয়া আৰ্হাণাম্ ॥

৭ । নীহারেণ হিগেনানীতা গ্রানিৰ্শু, তাদৃশকমলভূলাবদনাঃ, অশনায়য়া বৃভক্ষয়া গ্রানিং নায়য়ামাসিরে, আত্মনঃ
প্রতি প্রাপয়াষভুবঃ । তদামী তত্য়েব বৃভক্ষয়া হেতুনা আ সম্যকপ্রকারেণ মীলম্বোদা ইব অলুপচ্ছদানন্দা ইব মদন্ত
কন্তুৰ্ধা আমোদং সৌগন্ধ্যং রাতো গৃহীত ইতি তয়োঃ । অভ্যাসং নিকটম্ । নবানুবাহ ইব কৃষ্ণ শ্রামবর্ণ । অক্ষয়া
ক্ষয়রহিতা, জঠরমেব পীঠরঃ স্থালী তন্ত পিপীড়য়িষা পীড়নেচ্ছা, বৃভক্ষয়া কৰ্জ্যা ব্যতনি ব্যস্তারি । তনিমানমল্লভম্ ॥

৮ । প্রণয়েন চিতং ব্যাপ্তং পুঞ্জীভূতং যথা শ্রান্তথা । শং স্তম্, অনায়ন্তমায়াসশূন্যম্ । দূরেক্ষিণো দূরদর্শিনঃ;
নির্বাণৈশ্চ নিভিরপ্যনির্বচনীয়া যা শ্রদ্ধা তদন্তঃ, তদন্তবিধিত্যুপগমাদালুচ্; “নির্বাণো মুনিবহ্যাদো” ইত্যমরঃ ।

বিপ্রভাৰ্হাগণের মন আসক্ত করানো অনুরাগ পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক হয়ে পথের নিকটবর্তী তরুমূল অবলম্বন
করে বিশ্রাম করতে করতে অতিশয় দীপ্তি পেতে লাগলেন ।

৭ । সেই শুভ সময়ে বনে বনে ধেনুচরানোতে ও বনবিহারে ক্লান্ত, সকালে আহার রহিত,
শিশিরপাত জনিত গ্রানিভরা কমলের মতো মুখবিশিষ্ট সখাগণ সকলকেই একসঙ্গে ক্ষুধায় যদি
অবসাদগ্রস্ত করে দিল, তখন ক্ষুধাকাতর তাঁরা আনন্দের সম্পূর্ণ অপ্রকাশে মলিন ব্যক্তির মতো কস্তুরীর
স্নগন্ধ গ্রহণরত শ্রীরামদামোদর দু ভাই-এর নিকট নির্ভয়ে গিয়ে কাতরতার সহিত বললেন—‘হে
জগতের সর্বোত্তম, তেজে অভিরাম’ মহাবাহু রাম ! হে নবঘন শ্রাম মহাভূজ কৃষ্ণ ! সর্ববিষবৎ অতি
করাল ক্ষয়রহিত ক্ষুধায় জঠর হাঁড়ীর পীড়নেচ্ছা আর বাড়িয়ে তুলো না । অল্প একটু শাস্তিও পাচ্ছি না
আমরা । হে সম্মানীয়, তোমাদের দুভাই-এর এর উপশম-উপায় চিন্তা করা উচিত ।

৮ ! এইরূপে কুন্দসম শুভ্রদন্তী সখাগণ মধুর মধুর বাক্যে তাদের আবদার জানালে কোমলমনা
কৃষ্ণ মুচকি হেসে পুঞ্জীভূত প্রণয়ে দেশকালোচিত কিছু উপদেশ করলেন—‘ভো ভো, তোমরা যখন
এরূপ ক্ষুধার পীড়ায় উদ্বিগ্নমনা হয়ে গিয়েছ তবে শোন, সেই পীড়া প্রশমনের সুখকর আয়াসহীন

লবোহ্লবোদিহরপ্রভাবা ভাবাধিক্যেন সত্রমাজিরসং নাম রসস্নানম মূর্ত্তিমন্তমিবরক্ৰবন্তঃ, সন্ততততবহ-
জন-ভোজনভোজ্ঞলযশসঃ শসনবিমুখা জ্ঞানদশমিনোহজ্ঞানদশমিনো ভবন্তি দ্বিতীয়াশ্রমিণঃ শ্রমিণঃ ।
তানুপগম্য প্রণম্য প্রণয়সাধবসভক্তিপুরঃসরং জনং জনমামন্ত্য মহামহিমবর্ষাণামাৰ্ঘাণামাহবয়ং মম চ গৃহীত্বা
হীত্বা নাতিনিকটং প্রকটং প্রাশ্রয়েণ ভক্ষ্যাণি যাচধ্বম্ । যা চ ধ্বংসকরী যাক্ষায়া ন গা ত্রপাত্র পালনীয়া,
নিরপত্রপা হি স্বার্থসাধকা ভবন্তি ॥

৯ । ইতি ভগবতাদিষ্টা দিষ্টাতীতাঃ প্রমুদিতহৃদয়া হৃদয়ালবস্তুমার্গমার্গনিপুণাঃ কিয়দদূরমুপব্রজ্য
ব্রজ্যজাতালস্তা লালস্তালাঘবসত্ত্বরাশ্চ পুরঃ পুরশ্চ তেবাং দদৃশুরাভীরদারকাঃ ॥

১০ । ততশ্চ প্রাজ্য-প্রাজ্য-গন্ধি-ধূম-ধ্বজ ধূমধ্বজ-নিবহেন নয়নানন্দম তৎসৌরভরভসেন শ্রাণ-
তর্পণম্, প্রকটভর-তদগন্ধ-সমীর-সমীরণ স্পর্শামোদেন ত্বগামোদকম্, সাম বিকস্বরস্বরমাবহতা গানেন

অলবোহনন্ত উদিহরঃ প্রভাবো যেবাং তে ; সততমেব ততঃ বিস্তৃতং বহুজনানাং ভোজনং তন্ত ভা শোভা তইয়-
বোজ্ঞলানি যশাংসি যেবাং তে ; শসনং হিংসা তদ্বিমুখা ইত্যভোজ্যায়তা নিরস্তাজ্ঞানদশমিনো জ্ঞানবৃদ্ধাঃ ; “বর্ষীয়ান্
দশমী জায়ান্” ইত্যমরঃ । অজ্ঞানং তন্তি খণ্ডয়ন্তীতাজ্ঞানদাশ্চ তে শমিনঃ শান্তাশ্চেতি তে ; তথাপি দ্বিতীয়াশ্রমিণো
গৃহস্থা-শ্রমিণো বৈদিকক্রিয়াশ্রমপরাঃ । হীত্বা—হি নিশ্চিতম্, ইত্বা গত্বা । ধ্বংসকরী নাশকত্রী, ত্রপা লজ্জা ; সা অত্র
বিপ্রগৃহে ॥

৯ । দিষ্টাতীতাঃ শুভাশুভকর্মশূন্যাঃ, নিত্যসিদ্ধা অপীত্যর্থঃ । মার্গমমেষমণম্ ; ব্রজ্য গন্তব্যে জাতালস্তাঃ, অভঃ-
পরং শ্রমাক্রান্তমলসা অভবন্তিত্যর্থঃ । তদপি লালস্তং লালসা তস্তালাঘবেনানন্তত্বেন হেতুনা সত্ত্বরাশ্চ গমনে ত্বরাবস্ত্য ।
পুরোহিতঃ পুরঃ পুরাণি, তেবাং বিপ্রাণাং দদৃশুঃ ॥

১০ । যজ্ঞবাটং যজ্ঞস্থানং প্রবিবিশুঃ । কীদৃশম্ ? প্রাজ্যং প্রচুরং যৎ প্রাজ্যং প্রকৃষ্টমাজ্যং তদগন্ধিনস্তদগন্ধবতো

উপায় যা আছে বলছি—‘ঐ অদূরে দূরদর্শী মুনিদেরও অনির্বচনীয় শ্রদ্ধাভাজন, বহু প্রভাবশালী মহাস্ত
ব্রাহ্মণগণ ভাবাধিক্যে অজিরস নামক মূর্ত্তিমান্ রসস্বরূপ এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন । এঁরা সতত
বিস্তৃত ও বহুজনকে ভোজন করানো শোভায় উজ্জল যশে বিভূষিত, জ্ঞানবৃদ্ধ, অজ্ঞান দূরকারী,
গৃহস্থ, এবং বৈদিকক্রিয়াশ্রমপর । এঁদের নিকট গিয়ে প্রণাম করত প্রণয়-সাধব-ভক্তি সহকারে
জনে জনে আহ্বান করে, মহামহিম আর্ঘ্যশ্রেষ্ঠের এবং আমার নাম নিয়ে, অবশ্যই অতি নিকটে না
গিয়ে স্পষ্টরূপে আদরপূর্বক ভক্ষ্য যাক্ষ্য কর ।

বিপ্রপুরী-যজ্ঞশালায় সখাগণের প্রবেশ ও তার শোভা দর্শন :

৯ । অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে শুভাশুভ কর্মশূন্য - সন্তদয় - সেই যজ্ঞশালা পথ
অন্বেষণে নিপুণ গোপবাল্যগণ খুসী মনে কিছুদূর গিয়ে পরিশ্রমহেতু যদিও চলনে অলসতা প্রাপ্ত হলেন
তথাপি ভোজন-লালসায় ত্রস্ত চলতে চলতে সম্মুখে বিপ্রদের পুরী দেখতে পেলেন ।

১০ । অতঃপর প্রচুর যজ্ঞীয় ঘৃতের গন্ধবাসিত বহিঃ ধূমধ্বজানিবহে নয়নানন্দকর, ওর সৌরভ-
বেগে শ্রাণের তৃপ্তিকর, অতি প্রকাশমান ওর গন্ধবাহী বায়ুর স্পর্শামোদে ত্বকের আমোদকর, সামবেদকে

শ্রবণরসায়নম্, আশোভিশ্চমাগশোভিশ্চমাগভক্ষ্যলিপ্সয়া রসনারসনায়কমিত্যেবমনেকেন্দ্রিয়প্রিয়ং যজ্ঞবাটং
প্রবিবিশুঃ ॥

১১। এবিশ্চ চ রঘুনায়কমিব ত্রেতাবতারম্, কোশলাপুরমিব বিসরযুপারম্, ভগীরথমিব সমুদ্রীত-
প্রাথংশম্, অসমাপ্তব্রহ্মচর্য্যং দিপ্রদারকমিব সমেখলকুণ্ডলাংসম্, রসিকজনহৃদয়মিব প্রবিষ্টরসংপূর্ণম্,
নিমজ্জণার্থপাকস্থলমিব প্রাজ্যস্থালীকম্, বিরহীগজন-নয়নযুগলমিব সদাশ্রবাসম্, বর্ষানদ-নদীকদম্বমিব

ধুমধ্বজস্ত যজ্ঞবল্লভম্। এব ধ্বজান্তেষাং নিবহেন। আশামুভিশ্চমাগং পূরয়িশ্চমাগং চ তৎ কৃষ্ণসভাং প্রাপ্য শোভিশ্চমাগ-
ক্ষেতি ‘উভ উক্ত পুরণে’ তথাভূতং যদভক্ষ্যং তস্ত লিপ্সয়া প্রাপ্ত মিচ্ছয়া রসনায়ৈ জিহ্বায়ৈ রসনায়কং রসপ্রাপকং প্রাপ্তেঃ
পূর্বমপি স্বাদদায়কমিত্যর্থঃ। অনেকেন্দ্রিয়প্রিয়মুক্ত-প্রকারেণ নয়নাদিপক্ষেন্দ্রিয়স্বখদম্ ॥

১১। এবিশ্চ যজ্ঞাগারং দদৃশুঃ। ত্রেতায়াং যুগেহবতারো যন্ত তম্; পক্ষে, ত্রেতায়ী অগ্নিত্রয়স্তাবতরণং সন্নিধানং
যত্র তম্; “দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ো ত্রয়োহগ্নয়ঃ। অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতা” ইত্যমরঃ। বিশিষ্টায়াঃ সরযাঃ পারং পারবর্তি;
পক্ষে, যুপান্ ইহ তি প্রাপ্ত বস্তুতীতি ‘কর্মণ্যণ্’ যুপারা বিসরাঃ মম্বহা যুপারা যুপসম্বন্ধিনো যত্র তম্, যুপসম্বন্ধযুক্তমিত্যর্থঃ।
সমুদ্রীতাঃ সমুদ্রতাঃ প্রাথংশো পূর্বপুরুষা যেন তম্; পক্ষে, সমুদ্রীকৃতঃ প্রাথংশো হবির্গৃহপ্রার্থিত যজমানগৃহং যত্র তম্;
“প্রাথংশঃ প্রাগ্ হবির্গেহাং” ইত্যমরঃ। সমেখলং মেখলাসহিতং কুণ্ডলং যোজীরজ্জুরংসে স্বন্ধে যন্ত তম্; “কুণ্ডলং
কর্ণভূষায়াং পাশেহপি বলয়েহপি চ” ইতি মেদিনী; পক্ষে, মেখলাসমেতং কুণ্ডং লাঙ্গলি গৃহস্তি অংশা ভাগাঃ প্রদেশা
যত্র তম্। প্রবিষ্টো রসো যত্র তং পূর্ণমন্যনম্; পক্ষে, প্রকৃষ্টেন বিষ্ট্রেণ দর্ভমুষ্ঠা সম্পূর্ণম্। প্রাজ্যাঃ প্রচুরাঃ স্থালো

সুব্যক্তকারী স্বরের ধারক গানে শ্রবণরসায়ণ, এবং আশার পূরক ও কৃষ্ণসভা প্রাপ্তিতে শোভমান হওয়ার
যোগ্য ভক্ষ্যের প্রাপ্তির ইচ্ছা দ্বারাই জিহ্বার পক্ষে প্রাপ্তির পূর্বেই স্বাদদায়ক—এইরূপে নয়নাদি পক্ষেন্দ্রিয়-
স্বখদ যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন কৃষ্ণসখাগণ।

১১। প্রবেশ করে তাঁরা যজ্ঞশালায় শোভা দেখতে লাগলেন—রঘুপতি রাম যেমন
‘ত্রেতাবতারম্’ অর্থাৎ ত্রেতায় আবির্ভূত তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘ত্রেতাবতারম্’ অর্থাৎ আহবনীয়-
দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্য এই অগ্নিত্রয়ের সান্নিধ্যবিশিষ্ট, অযোধ্যাপুরী যেমন ‘বিসরযুপারম্’ অর্থাৎ বিশিষ্ট
সরযুনদীর তটবর্তী তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘বিসরযুপারম্’ অর্থাৎ যুপকাষ্ঠরাশিযুক্ত, ভগীরথ যেমন
‘সমুদ্রীতপ্রাথংশম্’ অর্থাৎ পূর্বপুরুষের উদ্ধারকর্তা তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘সমুদ্রীতপ্রাথংশম্’ অর্থাৎ
হবির্গৃহের পূর্বদিকে অবস্থিত যজমান-গৃহের দ্বারা শোভন, অসমাপ্ত-ব্রহ্মচর্য্য বিপ্রবালক যেমন ‘সমেখল-
কুণ্ডলাংসম্’ অর্থাৎ কোমরে মেখলা ও স্বন্ধোপরি মুঞ্জতৃণ রজ্জুতে সুন্দর তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘সমেখল-
কুণ্ডলাংসম্’ অর্থাৎ স্থানে স্থানে বেদীযুক্ত হোমকুণ্ডের সন্নিবেশে সুন্দর, রসিক জনের হৃদয় যেমন
‘প্রবিষ্টরসংপূর্ণম্’ অর্থাৎ ভক্তিরসের প্রবেশে সম্পূর্ণ তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘প্রবিষ্টরসংপূর্ণম্’ অর্থাৎ
কুশমুষ্টিতে সম্পূর্ণ, নিমজ্জণ বাড়ীর পাকশালা যেমন ‘প্রাজ্যস্থালীকম্’ অর্থাৎ প্রচুর ভোজনপাত্রসমষ্টিত
তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘প্রাজ্যস্থালীকম্’ অর্থাৎ বিস্তৃত যুত-ভোজনপাত্র-জল সমষ্টিত, বিরহীগ জনের
নয়নযুগল যেমন ‘সদাশ্রবাসম্’ অর্থাৎ সদা বিগলিত অশ্রুর উৎস তেমনই এ-যজ্ঞশালা সদা শ্রবের দীপ্তিতে

বিশালপূর্ণপাত্রম্, ছরীশ্বরসদ ইব সাধুযুছলুখলমুঘলম্, ক্ষত্রিয়কুলমিব সমিংকুশলম্, মহেশমিব সহোমং যজ্ঞাগারম্, উপায়চতুষ্কমিব সামপ্রাধানম্, বিলাসিবক্ষঃস্থলমিব পদকক্রমকম্, মুনিকদম্বকমিব সুজটম্, তরুণীস্তনযুগলমিব সুসংহিতম্, গানং দধানৈরীশ্বরবরোপাসটকৈরিব সময়াসময়াজ্ঞৈঃ, কোদণ্ডৈরিব প্রধনেজ্যাশীলৈঃ সমাকীর্ণং দদৃশুঃ ॥

ভোজনপাত্রাণি যত্র তৎ; পক্ষে, প্রকৃষ্টমাজাং চ স্থালী চ কং জলং যত্র তম্। সদা অশ্রুণাং বাসো যত্র তৎ; পক্ষে, সদাশ্রুবাণামাসো গ্রহণং দীপ্তির্বা যত্র তম্; ‘অস গতিদীপ্তাদানেষু’। বিশালং বিস্তৃতং পূর্ণং ভরিতং চ পাত্রং নদীমধ্যভাগঃ স্থালাদিকঞ্চ যত্র তম্; ‘পাত্রং তদন্তরম্’ ইত্যমরঃ। ছরীশ্বরসদো ছষ্টরাজসভা। সাধুনাং মৃদুনাং চ বা লুচ্ছিদা তন্তাং বিষয়-ভূত্যাং খলা এব মুঘলরূপা যত্র তৎ; পক্ষে, সাধু যথা স্ত্রীতথা মৃদুতীতি সাধুযু উলুখলং মুঘলং যত্র তম্। সমিংকুশলং যুদ্ধনিপুণম্; পক্ষে, সমিধঃ কাষ্ঠানি কুশাংশ লাতি গৃহ্মাতীতি তম্; সঠোমম্—উমাসতিতং হোমসহিতঞ্চ। যজ্ঞাগারং পুনঃ কথন্তুতম্? গানং দধানৈঃ প্রধনেজ্যাশীলৈঃ সমাকীর্ণম্। গানং বিশিনষ্টি—উপায়েত্যাদি চতুর্ভিঃ। ‘ভেদো দণ্ড সামদানমিত্যুপায়চতুষ্টয়ম্’ ইত্যমরঃ; সাম শ্রীতির্বেদবিশেষশ্চ। পদকম্ নিষ্কম্ ক্রমেণ পরিপাট্য কং সুখং যত্র তৎ; পক্ষে, পদানাং সুপ্তিঙস্তানাং কেন সুখে নৈব ক্রমো যত্র তৎ; শোভনা জটা লম্বকচঃ স্বরাদি-

উজ্জল, বর্ষার নদনদীসমূহ যেমন ‘বিশালপূর্ণপাত্রম্’ অর্থাৎ বিশাল ও গভীর মধ্যদেশবিশিষ্ট তেমনই ‘বিশালপূর্ণপাত্রম্’ অর্থাৎ এ-যজ্ঞশালা বিশাল খাত্তপূর্ণ পাত্রবিশিষ্ট, ছষ্টরাজসভা যেমন ‘সাধুযুছলুখলমুঘলম্’ সাধু ও যুহু জনের ছেদনে উত্তত খলপ্রকৃতিজনরূপ মুঘলসমন্বিত তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘সাধুযুছলুখলমুঘলম্’ অর্থাৎ হবনসামগ্রী সৃষ্টভাবে কোটনকারী উলুখল ও মুঘলসমন্বিত, ক্ষত্রিয়কুল যেমন ‘সমিংকুশলম্’ অর্থাৎ যুদ্ধ নিপুণ তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘সমিংকুশলম্’ অর্থাৎ সমিধকাষ্ঠ ও কুশসমন্বিত, মহেশ যেমন ‘সহোমং’ অর্থাৎ উমাদেবী সহ বর্তমান তেমন এ-যজ্ঞশালা ‘সঠোমং’ অর্থাৎ হোমবিশিষ্ট। আরও, এই যজ্ঞশালা গানধারী - প্রকৃষ্টধনশালী যাজ্ঞিকগণের দ্বারা সমাকীর্ণ দেখতে পেলেন গোপবালকগণ।

এ-গান কিরূপ? ভেদ-দণ্ডাদি উপায় চতুষ্কের মধ্যে সাম যেমন প্রধান তেমনই এ-গান সামবেদ প্রধান, বিলাসি-বক্ষোস্থল যেমন ‘পদকক্রমকম্’ অর্থাৎ স্বর্ণপদকের পরিপাটি বিজ্ঞাসে সুখবিশিষ্ট তেমনই এ-গান ‘পদকক্রমকম্’ অর্থাৎ সুপ্তিঙনরূপ পদের সুখদায়ক ক্রমবিশিষ্ট, মুনিকুল যেমন ‘সুজটম্’ অর্থাৎ সুন্দর জটাসমন্বিত তেমনই এ-গান ‘সুজটম্’ অর্থাৎ মধুর সুরাদির সম্মেলনবিশিষ্ট, তরুণীর স্তনযুগল যেমন ‘সুসংহিতম্’ অর্থাৎ শোভন সন্ধিবদ্ধ তেমনই এ-গান ‘সুসংহিতম্’ অর্থাৎ শোভন সংহিতাবিশিষ্ট।

এ-যাজ্ঞিকগণ কিরূপ? ঈশ্বরশ্রেষ্ঠ উপাসক যেমন ‘সময়াসময়াজ্ঞৈঃ’ অর্থাৎ সময় অসময় জ্ঞান-বিশিষ্ট তেমনই এ যাজ্ঞিকগণ ‘সময়াসময়াজ্ঞৈঃ’ অর্থাৎ প্রাতর্মধ্যাহ্নাদিতে অতুলনীয় যজ্ঞশীল, ধনুক যেমন ‘প্রধনেজ্যাশীলৈঃ’ অর্থাৎ সংগ্রামে গুণধারী তেমনই এ-যাজ্ঞিকগণ প্রকৃষ্ট ধনবান্ ও পুনঃ পুনঃ যজ্ঞকারী।

১২। দৃষ্টা চ নিঃসাধ্বসমেব শনৈঃ শনৈঃ পুরত উপগম্য ত উপগম্যমানহোমধূমধূতি-সুরভিপবন-তর্পিতনাসা নাসাদিততৃপ্তয়োহনুধরনিরণিতবলয়নুপূরং পুরন্দরাত্মাদরণীয়া অপি দণ্ডবন্নিপত্য বন্ধাজ্জলয়ো জলযোগগম্ভীরস্বরং স্বরজনসঞ্চারিণ ঋষীনিব তপোমহসা মহসারানিব মূর্ত্তানিব জাতবেদসো বেদসোদরতয়া-ইদরতয়া যথার্থানুভবানিব মূর্ত্তিমতো মূর্ত্তিমতো ভূমিদেবানামস্ত্য নিবেদয়ামাসুঃ ॥

১৩। ‘ভো ভো আৰ্য্যাস্ত্রভবন্তো ভবন্তো বিদাকুর্বন্ত শ্রীরামদামোদরয়োঃ সখায়ো বয়মতিথয়-স্তিথয় ইব প্রতিপদাত্মা উভয়পক্ষসমসংখ্যাঃ। তত্র তেন হি সকলগুণাভিরামেণ রামেণ সমানমানস-সারেণ সারেণ রত্নসানুজেন সানুজেন বয়মিহ শুভবৎসু ভবৎসু প্রহিতাঃ। প্রহিতা হি ভবন্তুঃ

সন্মেলনঞ্চ যত্র তৎ; ‘জট ঝট সংঘাতে’; সুসংহিতং শোভনসন্ধিয়ুক্তম্; পক্ষে, শোভনা সংহিতা যত্র তৎ। সময়-সময়ঞ্চ জানন্তীতি তৈঃ; পক্ষে, সময়যু প্রাতর্মধ্যাহ্নাদিষু অসমা যজ্ঞা যেষাং তে। প্রধনে সংগ্রামে জ্যাং গুণং শীলয়ন্তি ধারয়ন্তি তৈঃ; পক্ষে, প্রকৃষ্টধনাশ্চ তে ইজ্যাশীলাশ্চ যাজ্ঞিকাস্চেতি তৈঃ। এতদেব বিশেষ্যপদম্; “ইজ্যাশীলো যাজ্ঞকুঃ” ইত্যমরঃ ॥

১২। তে আভীরদারকা দণ্ডবন্নিপত্য ভূমিদেবানামস্ত্য নিবেদয়ামাসুঃ। উপগম্যমানস্তোপলভ্যমানস্ত হোমধূমস্ত ধূনিঃ কম্পনং যতন্তথাভূতেন সুরভিণা পবনেন তর্পিতা নাসা যেষাং তে। জলযোগো মেঘস্তস্তেব গম্ভীরস্বরো যত্র তদ-যথা স্তাত্তথা মহসারানিবোৎসবমুখ্যানিব, জাতবেদসো বহীন্। বেদস্ত সোদরতয়া বেদবিপ্রয়োস্ত্যাহ্বানোদ্রবত্বাৎ। অদরতয়া অনল্পতয়া। যথার্থানুভবান্ মূর্ত্তিমত ইব, যথার্থানুভবাতিশয়বদিতার্থঃ। মূর্ত্তিমতঃ কঠোরতায়ুক্তান্; মূর্ত্তিঃ কাঠিকায়য়োঃ” ইত্যমরঃ ॥

১৩। সমসংখ্যাস্ত্যাসংখ্যাঃ; পক্ষে, সম্যগসংখ্যা ইতি বহুতরানদিংসাং প্রবর্ত্তয়ন্তি। সকলগুণৈরভিরামেণ বয়ং রামেণ প্রহিতাঃ প্রেষিতাঃ। নহু স এব কিমিতি নাগতঃ? তত্রাহঃ—রত্নসানুঃ সুমেক্ষন্তেজেন তদ্ববেন সারেণ হৈর্ষেণ

সখাগণের যাজ্ঞিকগণের নিকট অনুরোধ ও আশাভঙ্গ :

১২। অতঃপর ঐ যজ্ঞশালা দেখে তাঁরা নির্ভিকভাবে ধীরে ধীরে সম্মুখে এগিয়ে যেতেই উপলব্ধমান হোমধূম-কাঁপানো সুরভিত পবনে নাসা তাঁদের তৃপ্তিতে ভরে গেল। তবে এতে-তো পেটের তৃপ্তি হল না, তাই তখন ইন্দ্রের আদরণীয় হয়েও সেই বালকগণ বলয়নুপূরের ঝঙ্কার তুলে ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণত হওয়াত বন্ধাজ্জলি হয়ে সেই ব্রাহ্মণগণকে, যারা স্বর্গাঙ্গনে সঞ্চারী ঋষির মতো, তপস্রাত্তেজে উৎসবপ্রধানের মতো, মূর্ত্তিমান্ অগ্নির মতো, বেদ ও বিপ্র তুল্যাস্থানজাত হওয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের হেতু মূর্ত্তিমান্ যথার্থ অনুভবের মতো হলেও কঠোরতায়ুক্ত তাঁদিকে জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে নিবেদন করলেন—

১৩। ‘ভো ভো পরমপূজনীয় আৰ্য্যগণ! আমাদের দিকে একটু মন দিন, শ্রীরামদামোদরের সখা আপনাদের অতিথি এই সম্মুখে উপস্থিত—প্রতিপদ তিথি যেমন গুরুকৃষ্ণ ‘উভয়পক্ষসমসংখ্যাঃ’ অর্থাৎ উভয় পক্ষের প্রথম দিন তেমনই আমরা এই সখারা ‘উভয়পক্ষসমসংখ্যাঃ’ অর্থাৎ গণনায় রেশ ভালভাবেই অসংখ্য। ঐ যে ঐখানে উপস্থিত সেই সকলগুণাভিরাম রাম ছোট ভাই-এর সঙ্গে

কৃপাকৃপারাঃ কৃপারামাদিপুণ্যকর্মাণে ভো জনমাত্রপ্রিয়া ভোজনমাত্রপ্রিয়ান্ প্রাণিনঃ শ্রীণয়ন্তি
প্রায়শো যশোহবদাতা দাতারো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। অথ প্রাতরকৃতাহারতয়াহ্নারতয়া নানাবিহারকলয়া চ
ক্ষুধিতো পরিশ্রান্তো চ তৌ শ্রীরামদামোদরৌ ক্ষামোদরৌ ক্ষাস্থা ক্ষণমথান্নকাজিকর্ণৌ ভবতোহবতো
গার্হমেধ্যমেধ্যব্রতং ক্ষুদ্রপশমনার্থমন্নমযাচেতাম্, তয়োঃ সহসহচরগণয়োঃ সমুচিতং চিতং সমাদরেণান্নং
দাতুমর্হন্তি ॥'

১৪। ইতি নিবেদিতবৎসু তেষু সবিতানযজ্ঞানযজ্ঞা অপি তথা বালবাক্তয়া বা লবাক্তয়া বা মূঢ়-
তয়াইগৃঢ়তয়া গূহিতয়া ভগবৎকৃপয়া রহিততয়াহ্নিততয়া বা নিরস্ত-তথাবিধমুকৃততয়া বা তত্র কৃতানাদরা
নাদ-রাহিত্যেন মূকা ইব দারুণতাবধিরা বধিরা ইব ভদ্রমভদ্রমথবা তত্র যদি ন কিঞ্চিদূচিরে চিরেণাপি
তদাভীরদায়াদা দায়াদানবিরহেণ বিরসা রসায়ান্ তানতিজরজরঠ-কাঠিন্যমতীন মত্বাহমত্বাহ্রদমুখা

সমানো মানসস্ত সারো ধৈর্যং যন্ত তেন, ইতি তদন্তুণোদগারেণ দাতুঃ শ্রদ্ধাযুৎপাদয়ন্তি। গ্রহিতাঃ প্রকৃষ্টহিতাঃ কৃপায়া
অকৃপারাঃ সমুদ্রাঃ। ভো ইতি সম্বোধনে, জনমাত্রস্তব প্রিয়াঃ। ভোজনমদনম্। অনারতয়াহ্নবিশ্রাময়া নানাবিহার-
কলয়া ক্ষণং ক্ষান্তেতি রত্নসান্নজেন সারেণেত্যুক্তপ্রকারেণাতিথুভিমতোরপি তয়োঃ ক্ষুধয়া যুতিচ্যুতিং শ্রাবয়িত্বা দয়াং
জনয়ন্তি। ভবতো যুগ্মানযাচেতাম্। কীদৃশান্? গার্হমেধ্যং গার্হস্থ্যামেব মেধ্যং পবিত্রং ব্রতমবতঃ পালয়তঃ পরমাদরেণ
চিতং সমুদ্রম্ ॥

১৪। বিতানং বিস্তারং যাস্তীতি তথাভূতৈজ্ঞানযজ্ঞৈঃ সহিতা অপি; যদা, সবিতানস্ত যজ্ঞস্ত যাচকানাদরেণ
যোহ্নয়ন্তজ্ঞা অপি। বালবাক্তয়া বালবচনত্বেন হেতুনাহপ্রামাণ্যাত্তত্র নিবেদনে কৃতোহ্নাদরো যৈশ্চে। অগৃঢ়তয়া
স্পষ্টত্বৈব য়া মূঢ়তা তয়া বা। কীদৃশা? লবঃ পশুচ্ছেদস্তত্রাক্তয়া সংসক্তয়া বা; শসনবিমুখা ইতি পূর্বোক্ত-ভগবৎকৃষ্ণ

পরামর্শ করে আমাদের মঙ্গলময় আপনাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। (তিনি নিজে কেন এলেন না—
এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে) তিনি যে সুরেকপর্ষতোদ্রব স্ত্রৈর্যের সমান স্ত্রৈর্যবিশিষ্ট - (দাতার মনে
শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য এই গুণোদগার)। আপনারা তো প্রাণীমাত্রেরই প্রকৃষ্ট হিতৈষী, কৃপার সমুদ্র,
কূপ উদ্ভানাদি পুণ্যকর্মকুং, ভো প্রাণীমাত্রের প্রিয়, আপনারা আহারমাত্র-প্রিয় প্রাণীদের সচরাচর
তৃপ্তি দান করে থাকেন, আপনারা যশোজ্জ্বল, দানশীল, ব্রহ্মনিষ্ঠ। আজ প্রাতঃকালে খেয়ে আসা
হয় নি বলে, বিশ্রামও এ পর্যন্ত হয় নি বলে, এবং নানা বিহারে ঘুরে বেড়ানোর দরুণ ক্ষুধিত পরিশ্রান্ত
সেই শ্রীরামদামোদর ক্ষুৎপিপাসায় আর্ত হলেও ক্ষণকাল সহ্য করবার পর এখন অন্নকাজক্ষী হয়ে
গার্হস্থ্যধর্ম পালক আপনাদের নিকট ক্ষুধার উপশমের জন্য অন্ন যাজ্ঞা করে পাঠিয়েছেন। সহচরগণ সহ
বিভ্রমান তাঁদিকে যথাযোগ্য রাশিকৃত অন্ন সমাদরে দেওয়ার জন্য আপনারা প্রস্তুত হয়ে যান।

১৪। তাঁরা এইরূপ নিবেদন করলে সেই ব্রাহ্মণগণ জাঁকজমকপূর্ণ জ্ঞানযজ্ঞ সহ বিভ্রমান
হয়েও তাঁদের কথায় আদর করল না—বালভাষণ হেতু বা পশুবধরূপ কর্মাসক্তি হেতু, বা স্পষ্ট মূঢ়তা
হেতু, গোপন ভাবেও একটু ভগবৎকৃপা না থাকা হেতু, বা শত্রুতা হেতু, বা তথাবিধ মুকৃতির অভাব
হেতু। দারুণতার সীমাপ্রাপ্ত বধিরের মতো তাঁরা যদি বহুক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলল তখন দায়েঠেকা

ইব ছঃখপরাঃ পরাপবুতিরে, পরাগচ্ছতোহপরাগচ্ছতোষঃ শ্রীদামোদরো দরোদিত-স্মিতমালোকয়ন্মাকারত
এব রত এবমেষামকৃতার্থতার্থতাৎপর্যনির্ণয়ে যাজ্ঞিকচ্ছবি-প্রাণাং বিপ্রাণাং দয়ালুভাবো নৈব পুষ্টো
বপুষ্টো নির্গত ইবেতি নিরুণৈষীং ॥

১৫। উপস্থ্যত চ তে সর্বৈবগনশ্চমুচুঃ,—‘ভো রাম ! রামণীয়কশ্চ কস্তচিৎ পরা কোটিরালোকিতা,
কঠিনতা ন তাদৃশী কুত্রাপি বর্ততে তেষাং যাদৃশী দৃশীক্ষিতান্মাভিঃ, তে ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ পুঙ্গবা এব,
যদান্মোদনমোদনমস্মাভির্ভবন্নান্না যাচিতং নান্নায়াচিতং কিমপি তৈরুজ্জম, অস্ত দূরে দানপ্রসঙ্গঃ ।
অপি তু পচত-ভৃজ্জতা খাদত-পিবতা আগচ্ছত-গচ্ছতা গৃহীত-চলতেত্যাদিভূয়শ্চ এব বাচঃ শ্রুতা দৃষ্টাশ্চ ।
তথা তথা ব্যবহরন্তোহভ্যবহরন্তোহভ্যগারমগাধবোশাঃ পরসূহশ্রাঃ সহস্রাবিণঃ পুরুষা রুশা তত্র ন

যাজ্ঞাপ্রবর্তনার্থেবৈতব্যবসেয়ম্ । গৃহিতয়া গুপ্তয়াপি ভগবৎকৃপয়া রহিতয়া বা, অহিতো দুহ্বং তন্তয়া বা, নিরস্ত-
মহুৎপন্নমেব উৎপন্নবিনষ্টং বা তথাবিধং স্কৃতং যেথাং তন্তয়া বা—ইতি হেতুপক্ষকং বিকল্পিতম্ । দারুণতায়্য অবধিং
সাম্যং রাস্তি গৃহুস্তীতি তে । আভীরদায়াদা গোপবালকাঃ ; “দায়াদো স্তবদ্বার্বো” ইত্যমরঃ । অতিথিৎবাদায়তুল্যং
যদাদানং গ্রহণং তস্ত বিরহেনাতিজরা অতিজীর্ণা করষ্ঠশ্চৈব কাঠিন্যং যন্তান্তথাভূতা মতির্ধেবাং তান্ মশা জ্ঞাতা ।
অমদ্বাং মা শোভা তদ্রহিতদ্বাং আশাভঙ্গহেতোর্মালিত্যাদিত্যর্থঃ । পরাবৃত্যাগচ্ছতন্তানালোকয়ন্ পশুমেব বিপ্রাণাং
দয়ালুভাবো দয়ালুৎ বপুষ্টো দেহতো ন নির্গত ইবেতি নিরুণৈষীং নির্ণাতবান্ । কীদৃশঃ ? অপরাড্ ন পরাস্তো-
হচ্ছতোষো যশ্চ সঃ । তান্ সরসীকর্তুং পুনশ্চ যাজ্ঞায়াং প্রবর্তয়িতুং চেতি ভাবঃ । আকারত আকারাদেবৈষাং
গোপানামকৃতার্থতারণো যোহর্থন্তস্ত তাত্পর্যনির্ণয়ে রতঃ । যদেবাহ যাজ্ঞিকেত্যাদি । যাজ্ঞিকানাং হবিং রূপমাজ্জম, ন
তু পরানুগ্রহরূপং স্বভাবং প্রাপ্তি পুরয়স্তীতি তেষাম্ ॥

১৫। রামণীয়কশ্চেতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া কথনম্ । আত্মানং মোদয়তীত্যান্মোদনং যৎ ওদনমস্মাভির্ভবন্নান্না ওন্নামো-
ল্লিখা যাচিতম্, ওন্নান্নায়াচিতং বেদশাস্ত্রসংগৃহীতং তৈঃ কিমপি নোক্তম্ ; “আচিতঃ সংগৃহীতেহপি বৃন্দেহপি শ্রাজ্জিলিককঃ”
ইতি মেদিনী । বেদশাস্ত্রসংগৃহীতাতিথিসম্মাননধর্মাজ্ঞানমেব তেষাং পুঙ্গবত্বপ্রয়োজকমিতি ভাবঃ । পচতভৃজ্জতেত্যাদি

দানও অপ্ৰাপ্তিতে গোপবালকগণ বিষন্ন হয়ে ঐ ব্রাহ্মণগণকে অতিজীর্ণা ও বার্ক্যের কঠোরতার মতো
কঠোর মতি মনে করে আশাভঙ্গ হেতু মলিনতায় যেন কাঁদোকাঁদো মুখে ছঃখের সহিত ফিরে গেলেন ।
তাদের ফিরে আসতে দেখে শ্রীদামোদর মনের নির্মল সন্তোষ না হারিয়ে একটু মুচকি হেসে ঐ
গোপবালকদের মুখ চোখের চেহারা দেখে তাঁদের অকৃতার্থতারূপ বিষয়ের তাৎপর্য নির্ণয়ে রত হলেন ।
যাঁরা যাজ্ঞিকের আকারমাত্রই ফলাও করে বেড়ায় পরানুগ্রহ স্বভাবে কিছুই নয়, সেই ব্রাহ্মণদের দয়ালুতা
দেহ ছেড়ে যেন বাইরে আসবার মতো পুষ্ট হয়নি—এরূপ নির্ণয় করলেন তিনি ।

১৫। নিকটে এসে তাঁরা বিমনাভাবে বললেন—‘ভো রাম ! রামণীয়তার কোনও অনির্বাচনীয়
পরাকর্ষা দেখলাম, তাঁদের নয়নে যেমন কঠিনতা দেখলাম তা ভূভারতে কুত্রাপি নাই, ঐ ব্রাহ্মণগণ
নামমাত্রই যাজ্ঞিক আসলে তো বেদশাস্ত্রে অজ্ঞানতাবশতঃ একটি আস্ত বলদ,—যেহেতু তোমার
নাম করে আত্মার শ্রীতিকারক খাজদ্রব্য আমরা চাইলাম, অথচ তারা বেদশাস্ত্র-সমুচিত কোনও

গতমস্মাভিরেবাং বিপ্রাণামমর্যাদয়া দয়ালুতয়া চ ন স্থিতং ক্ষণমপি, ত্রীড়ৈব পরমর্জিতা, জিতা চ নিজাভিজাতরীতিঃ। অহো বয়স্ত কৃষ্ণ ! কৃষ্ণবস্ত্রনো ধূমা এব যৎ ক্ষণং পীতাস্তদেব নো লাভঃ, কিং বদামো দামোদর ! যত্তাবত্তাবকং বচনং তদেব দেবনিদেশ ইব নঃ শিরঃ-শেখরীভবতি, খরীভবতি ন কদাপি পীযুষযুষ্মন্তেন হি ভবদ্বচসৈব সৈবমাসাদিতা কাচন ত্রীড়া' ইতি ॥

১৬। ভূয়শ্চ ভূয়শ্চতুরতরতামুদারমুদারস্মিতামুবাচ বাচমসৌ ভগবান্ সৌভগবান্ বল্লবেশ্বরতনয়ো রতনয়োদয়মধুরম্,—‘ভো ভো মানবোঢ়ারো মা নবোঢ়ারোষণে বিগ্না ভবিতুমর্হত। ন কিং স্বার্থপর্যঃ স্বার্থপর্যাহত্যা হত্যামিব মশ্বস্তে, তচ্ছচিতমেব বো ভো বোভোতি মনোগ্লানিঃ। তথা পুনরপি নর-পিপ্তনতাদোষদৃষ্টিশ্চেষু ন কার্য্যা, কার্য্যাস্তুরাহুরোধরোধবশা হি তেষাং মনোরতয়স্তেন হি তে ন

‘আপ্যাতমাখ্যাতেন ক্রিয়াসাতত্যে’ ইতি সমাসঃ। তথা ব্যবহরস্তো রসবতীষু পচনভর্জনা দিক-ব্যাপারবন্তঃ, অভাব-হয়স্তো ভুঞ্জানাঃ, অভাগারমগারাভাস্তরে। পরঃসহস্রাঃ সহস্রতোঃপ্যপরিংখ্যাকাঃ। সহমিলিত্বৈব শ্রাবিণো গমনাগমন-পর্যঃ, ‘ক্ষ গতো’ গ্রহাদিঃ। কৃষ্ণবস্ত্রনো যজ্ঞাঘেঃ। নহু নামেব সস্বোধ্য দ্বঃখোক্ষাগারেণ যাজ্ঞাপ্রবর্তক-মদ্বচনস্তৈব দ্বঃখদায়িকমধুনা কিমিতি ধ্বন্যতে, পূর্বমেব তৎ কিমিত্যসম্বৎ নাকৃটদম্? তত্রাহঃ—যত্তাবদিত্যাदि। তেন হি তৎ-প্রামাণ্যেনৈবেত্যর্থঃ ॥

১৬। ভূয়শ্চ পুনরপি বাচমুবাচ। ভূয়শ্চা চতুরতয়া চাতুর্যেণ রতাং সংস্ক্রামুদারাং মুদমিয়র্তি ব্যঞ্জকত্বেন প্রাপ্তো-ভীতি তথাভূতং স্মিতং যন্তাং তাং রতং প্রীতিন্য়ো নীতিস্তয়োৰুদয়েন মধুরং যথা স্তাস্তথা। নবোঢ়ায়া ইব যো রোষঃ কারণাকারণবিবেকশূন্তেন বিগ্না উদ্বিগ্নাঃ। স্বার্থস্ত পরাহত্যা পরকৃত্যাতেন বো যুয়াকম্। ভো ইতি সস্বোধনে,

একটা উত্তরও করল না, দান-প্রসঙ্গ তো দূরের কথা।

ওদিকে কিন্তু পাক কর - ভাজাভাজি কর - খাও পিয় - আস যাও - নেও চলো ইত্যাদি বহু বহু কথা কানে এল, দেখলামও অনেক কিছু বটে। রান্নাঘরে তো এই এই ভাবেই রান্নাবাড়া দি ব্যাপার চলছে, জ্ঞানিশিরোমণিগণ গৃহাভ্যন্তরে ভোজনে ব্যস্ত রয়েছে, আর তথায় বাইরে সহস্রাধিক লোকজন একই সঙ্গে যাতায়াতে ব্যস্ত হয়ে আছে। আমরা ক্রোধবশে তথায় গেলাম না, এই বিপ্রদের হাতে দয়ালুতা গুণের অমন অমর্যাদা দেখে আমরা ক্ষণকালও সেখানে দাঁড়ালাম না, ওখানে গিয়ে লাভের মধ্যে লাভ তো হল লজ্জার একশেষ, আর উজ্জলীকৃত হ'ল নিজেদের কুলমর্যাদারীতি। অহো বয়স্ত কৃষ্ণ ! যজ্ঞধূম যা ক্ষণকাল পীত হ'ল লাভ বলতে লাভ তো তাই হল। অহো, তোমার যা কিছু কথা সবই তো আমরা দেববাক্যের মতো মাথার চূড়ামণি করে নি। ‘অমৃতযুষ্ম কখনও-ই খরে যায় না’—প্রমাণসিদ্ধ তোমার সেই বাক্যেই কি-না আমরা এই এক অনির্বচনীয় লজ্জায় পড়ে গেলাম।

পুনরায় বিপ্রভার্ষাগণের নিকট প্রেরণ :

১৬। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ অতি চতুরতা মাখান মহান্ আমোদ ব্যঞ্জক মুচকি হাসি মুখে প্রীতিনীতির সন্ধারে মধুর মধুর এই কথা বললেন—‘ভো ভো অভিমান ভোরা ! নব বিবাহিতা রমণীর মতো তোমাদের বাগ্যভাব ধারণ করা উচিত নয়। স্বার্থপর ব্যক্তির কি স্বার্থসম্বন্ধে পরকৃত বাধায় জীবন

হিতে বো ভবিতুমশকুন। অতঃ পরং পরং নিরপায়মুপায়মুপদিশামি দিশাহমিত্যৈবান্যৈব ভবন্তি-
ব্যাহ্রিয়তাম ॥

১৭। সন্তি তত্র লক্কোদয়া দয়া ইব শরীরিণ্যঃ, আশু চিতাঃ শুচিতা ইব মূর্তিমত্যঃ, প্রমদা
মদাস্বকতাসম্পদ ইব ধৃতাকৃত্যঃ, মানব্যোহপি ন মানব্যঃ, প্রতীপদর্শিণ্যোহপি ন প্রতীপদর্শিণ্যঃ,
ক্ষিপ্ৰমোদা অপি অক্ষিপ্ৰমোদাঃ, শাতপ্রদা অপি অশাতপ্রদাঃ, সকলা অপি নিষ্কলাঃ, ভূষিতা অপি ন
ভূষিতাঃ, প্রভাষ্যা অপি বিপ্রভাষ্যাঃ পল্লীশালামুদ্दिष्टा मुद्दिष्टमानेन চেতসা তাসামভ্যাসমভ্যাসম্নাঃ
প্রসন্নাঃ প্রকামং মন্মান্না সর্বমোদনমোদনমর্থয়ধ্বম্। তাঃ কিল বোহিলবোৎপন্নামাশং কল্পব্রততিততিকল্পাঃ

বোভোতি, অতিশয়েন ভবতি। মরেষু পিত্তনতয়া যা দোষদৃষ্টিঃ, সা তেষু ন কার্যা। ভেন হেতুনা, হি নিশ্চিতম্,
তে বিপ্রা বো যুয়াকং হিতে বিষয়ে ভবিতুং নাশকুন। অতঃপরমেতদনন্তরং পরমমম্; অমিতয়াহতুলয়াহন্যৈব দিশা
ব্যবহ্রিয়তাম ॥

১৭। নহু ভবন্ত তা দয়াগয়াঃ, কিন্তু স্ত্রীহাদশুচিৎ তাসামাশঙ্কেমহীতি? তত্রাহ—আশু চিতাঃ শীঘ্রং বৃন্দীভূতাঃ,
শুকতা ইব মদাস্বকতা মদপিত্তমনস্কতা। মানব্যোহপি মানুজোহপি ন মানব্যো ন মানস্য যাচক্যবমাননলক্ষণগর্বস্ব
বীঃ প্রজননং যাতু তাঃ। প্রতীপদর্শিণ্যঃ স্ত্রিয়োহপি ন প্রতীপদর্শিণ্যো ময়ি ন প্রতিকূলং পশুন্ত্যঃ। ক্ষিপ্ৰং শীঘ্রং মন্মান-
শ্রবণমাত্রৈব জনিস্থমানো মোদো যাসাং তাঃ। অক্ষিপ্ৰমোদাঃ, অক্ষাং দ্রষ্টৃনেত্র্যাণাং প্রমোদো যভ্যস্ত্যঃ। শাত-
প্রদা যথেষ্টভৈক্ষ্যবিতরণেণ সুখদায়িষ্ঠ্যঃ; অশাতং ক্ষুধাধারূপমমঙ্গলং প্রকর্ষণে জন্তীতি তাঃ। ন তত্র যাচনাপেকা-
পীত্যাহ—সকলাঃ কলা বৈদক্ষীন্তংসহিতাঃ। আকারাদেব যুয়াকমভিপ্রায়ং জ্ঞাত্তীতি ভাবঃ। ন তত্র দারিদ্র্যমপি

চলে যাওয়ার মতো মনে করে না? করে। তাই ওহে তোমাদেরও এ-মনোগ্রানি উচিতই বটে।
তবে এও বলতে হয় খলতা হেতু সাধারণ জনে যে পরদোষদৃষ্টি দেখা যায় তা তোমাদিকেতে থাকা
উচিত নয়। নিশ্চয়ই অল্প কার্যানুরোধে তাদের মনোবৃত্তি অশুভ্র ব্যাপ্ত ছিল, তাই তোমাদের
আকাজ্জিত বিষয়ে মন দিতে পারে নি। অতঃপর অল্প এক অক্ষয়োপায় উপদেশ করছি, সেই
অতুলনীয় নির্দেশানুসারে তোমাদের কাজ করা উচিত।

১৭। সেই যজ্ঞশালায় শরীরিণী লক্কোদয় দয়ার মতো, আশু পুঞ্জীভূতা মূর্তিমতী শুচিতার
মতো, মূর্তিমতী মদপিত্তমনস্কতা-সম্পদের মতো ব্রাহ্মণপত্নীগণ বিদ্যমান রয়েছে—তারা ‘মানব্যোহপি
ন মানব্যঃ’ অর্থাৎ মানবী হয়েও যাচক-অবমাননারূপ গর্বের উৎস নয়, ‘প্রতীপদর্শিণ্যোহপি ন প্রতীপ-
দর্শিণ্যঃ’ অর্থাৎ স্ত্রীজাতি হলেও আগাতে কিছু প্রতিকূল অদর্শিণী, ‘ক্ষিপ্ৰমোদা অপি অক্ষিপ্ৰমোদাঃ’
অর্থাৎ আমার নাম শ্রবণমাত্রই প্রকটিত আনন্দবিশিষ্ট হয়েও দ্রষ্টৃনেত্রের প্রমোদদায়িনী, ‘শাতপ্রদা-
হপি অশাতপ্রদাঃ’ অর্থাৎ যথেষ্ট খাত্তদ্রব্য বিতরণে সুখদায়িনী হয়েও ক্ষুধাধারূপ অমঙ্গল সম্পূর্ণ
দূরকারিণী, ‘সকলা অপি নিষ্কলাঃ’ অর্থাৎ বৈদক্ষ্যবতী হয়েও অষ্টোত্তরশত স্ববর্ণপদক দেয়ানেকারিণী,
‘ভূষিতা অপি ন ভূষিতাঃ’ অর্থাৎ অলঙ্কৃতা হয়েও ভূমিতে অনুপবিষ্ট। কিন্তু রাজার মতো স্বর্ণসিংহাসনে
উপবিষ্টা, তথাপি তারা বিপ্রগণের ভাষা, অতএব প্রভায় শ্রেষ্ঠা। পল্লীশালা খুঁজে বের করে নিয়ে

কল্পয়িস্থিত্তি পরিপূর্ণামেব । তদয়ি দয়িতমিদং শ্রীতিমহুদিতং মহুদিতং সমাশ্রত্য শ্রুত্যর্থমিব মত্বা চ পুনর্গন্তুমর্হস্তু ভবন্তুঃ ॥

১৮ । ইতি তদ্বচন-বলতো নবলতোছানতঃ প্রমোদ-তরঙ্গরঙ্গভাজঃ সমুয় ভূয় এব যজ্ঞবার্টকবার্টক-মধ্যে প্রবিশু পত্নীশালাং বিশালাং বিনীতাঃ সন্তুঃ সমুপসর্পন্তি স্ম ॥

১৯ । উপস্থ্য চ সতত-সম্মাননভোগা নভোগা অপঘনা অপঘনাসক্তচিরক্ষণপ্রভাঃ ক্ষণপ্রভা ইব, অজলাশয়া নালীকিনীর্নালীকিনীরিব, অনারামা অনারামাভাঃ সঞ্চারিণীঃ কার্ত্তস্বরবল্লীরিব, অনিশা

শঙ্কনীয়ম্, যতো নিক্ষেপদকমট্টোত্তরশতসুবর্ণং লাস্তি গৃহুস্তি দদতি চেতি তাঃ ; “সাস্টে শতে সুবর্ণানাং হেম্যুরোভুষণে পলে । দীনারেহপি চ নিক্ষেহস্ত্রী” ইত্যমরঃ । অতএব ন ভূবি উষিতা উপবিষ্টাঃ, কিন্তু রাজ্ঞা ইব হেমপট্টাদিষেবেতি ভাবঃ । তথাপি বিপ্রাণাং ভাষাঃ, অতএব প্রভয়া আর্ষা শ্রেষ্ঠাঃ । মুংপ্রীতিস্ত্যৈব দিশ্মনেন প্রের্যমাণেন ; অভ্যাসং নিকটম্, সর্বমোদনং সর্বসুখদম্ । বো যুয়াকম্ ; অলবোংপন্নামনল্লোংপন্নাম্ । দয়িতং যুয়ংপ্রিয়ং শ্রীতিমং তাসামপি, শ্রীতিদায়ি, উদিতমুদগতং মহুদিতং মদ্যাকাম্ ॥

১৮ । সমুয় মিলিত্বা ॥

১৯ । ক্ষণপ্রভা বিদ্যাত ইব, অপঘনে স্নাজে, অসক্তা ন সংসক্তা ; পক্ষে আশক্তা সমবেতা এব চিরক্ষণং ব্যাপ্য প্রভা কাস্তির্ধামাং তাঃ ;—“অঙ্গং প্রতীকোহবয়বোহপঘনঃ” ইত্যমরঃ । অপঘনা নির্মেষাঃ : পক্ষে, অকঠোরাঃ ;—“ঘনঃ সাস্ত্রে দৃঢ়ে চাপি” ইতি মেদিনী । নভোগাঃ শ্রাবণমাসগামিনীঃ ; “শ্রাবণস্ত আশ্রভাঃ” ইত্যমরঃ । পক্ষে, নঞর্থক-নকারেণ কৃষ্ণবিরহাদ্ভোগহীনা ইত্যর্থঃ । তেনে বিস্তৃতেন সম্মানেন সম্যক্ পরিমাণেন সহিতাশ্চ তা নভোগা আকাশ-

তোমরা শ্রীতিপ্রেরিত চিন্তের ভাবে প্রসন্ন হয়ে ঐ বিপ্রভার্ধাগণের নিকট গিয়ে আমার নাম করে যথেষ্ট সর্বসুখদ খাওয়াদার যাক্ষণ্য কর । কল্পলতাচয়সম ঐ বিপ্রভার্ধাগণ তোমাদের অতিশয়রূপে জাত আশা পরিপূর্ণ করে দিবে—এতে ভুল নেই । তাই বলছি অগ্নি সখাগণ, তোমাদের নিকট প্রিয় এবং তাদের নিকট প্রিয় আমার মুখের এই কথা বেদবাক্যের মতো মনে করে তোমাদের পুনরায় যাওয়া উচিত ।

১৮ । কৃষ্ণের এই বচনবলে নবলতোছান থেকে নির্গত, প্রমোদতরঙ্গরঙ্গের আধারস্বরূপ বালকগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় যজ্ঞশালার দ্বারমধ্যে প্রবেশ করে বিশাল পত্নীশালার নিকট গিয়ে বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন ।

বিপ্রভার্ধাগণের রূপগুণ বর্ণন :

১৯ । সেখানে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণসখাগণ কঠোর চিন্ত ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণকে দেখলেন—
বিদ্যুৎ যেমন ‘সতত-সম্মাননভোগা’ অর্থাৎ সম্যক্ পরিমাণে আকাশ এবং পৃথিবীতে প্রসরণশীল তেমনই এঁরা ‘সতত-সম্মাননভোগা’ অর্থাৎ সতত সম্মানরূপ ধনে ধনী । বিদ্যুৎ যেমন ‘নভোগা’ অর্থাৎ শ্রাবণ মাসগামিনী তেমনই এঁরা ‘নভোগা’ অর্থাৎ কৃষ্ণবিরহে ভোগহীনা । বিদ্যুৎ যেমন ‘অপঘনা’ অর্থাৎ নির্মেষা (নিষ্ঠুরের মতো মেঘ থেকে বেরিয়ে আসে), তেমনই এঁরা ‘অপঘনা’ অর্থাৎ

নিশাতাশ্চন্দ্রমসচ্ছদিকা ইব, অদরকৃষ্ণতীরকৃষ্ণতীপ্রভৃতীনাংমপি যশো মূর্তিমতীঃ কীলাঃ কীলালযোনেরিব
মহসা মহসারেণ সস্নেহা অপি সস্নেহদীপিকাবজ্জলদীর্ঘদ্যোষধীরিব ললিতান্নসভাসভাজনজনকরূপ-
শ্রিয়ন্তৎকালোচিত-ব্যাপারবতীঃ, পারবতীরিব লৌকিকচমৎকারস্ত, রস্তুতমবৎসলতালতা ইব মূর্তিমতী-
র্মতীহিত-ভগবদ্রতীঃ, ক্ষমাঃ ক্ষমাতলমাশ্রিতা ইব, গুণগণশোভা গণশো ভাতীরিব, পবিত্রাঃ পবিত্রাবসথ-

গাশ্চেতি তাঃ ; পক্ষে, সততং সম্মাননমেব ভোগা ধনং যাসাং তাঃ ; “ভোগঃ স্তুখে ধনে চাহেঃ শরীরফণয়োরপি”
ইতি মেদিনী। নালীকিনীঃ কমলিনীরিবাজলাশয়া জলাশয়বিনাভূতাঃ ; পক্ষে, অজড়াশয়াঃ। নালীকিনীর্নাল্যাং ক্ষুদ্র-
মুণালে কং জলং তধতীঃ ; পক্ষে, ন অলীকবতীঃ সত্যচরিত্রা ইত্যর্থঃ। কার্ত্তসরবলীঃ কনকলতাঃ সঞ্চারিণীর্জন্মা
ইতু্যপমানবিশেষণমেব স্বরূপেণাপ্যভূতত্বাঙ্ককম্। যন্তপ্যপঘনা অজলাশয়া অনারামা ইত্যাদীতপ্যভূতত্ব-বাঙ্ককানি,
তথাপি তত্র তত্র স্বস্বযোগাধিকরণেইব বিনাভূতত্বং বিবাক্তম্, ন তু স্বরূপেণেতি স্বেষেণোপমেয়বিশেষণাঙ্গপি
তানি স্মরিত্যানারামা আরামবিনাভূতাঃ ; পক্ষে, ন বিস্তৃতে আ সম্যক্ রমণং কৃষ্ণবিরহাদ্যসাং তাঃ। অনারামাভাঃ
বিরামশূন্য আভাঃ কান্তয়ো যাসাং তাঃ। অনিশা নিশাবিনাভূতাঃ, নিশাভা নিতরাং তেজিতাঃ ; “মিশিত-কৃত-
শাতানি তেজিতঃ” ইত্যমরঃ ; পক্ষে, অনিশমেব ন নিতরাং শাতং স্তুখং কৃষ্ণবিরহাদ্যসাং তাঃ। এবং ক্ষণপ্রাভাশ্রয়মান-
চতুঃপদে তাসাং ক্রমেণ কান্তির্বাদ্যব-সৌরশ্চে দুর্লভত্বক্ বর্ণিতম্। আশ্লাদকত্বক্ বর্ণিতম্, তদধিকরণানাং ঘনাদীনাং
চতুর্গাং শ্রীকৃষ্ণোপমানত্বক্ বাঙ্কিতম্ ॥

এবং স্বরূপমুপবর্ণ্য তাসাং সধ্বীষ্মপি বর্ণয়তি—অদরেতি। অদর অনন্ত কৃষ্ণতীঃ প্রভাবং স্বঘনসা আদ্রতীঃ।
কীলাঃ শিখাঃ, কীলালযোনের্বহেঃ। সাদৃশ্যং বর্ণয়তি—মহৈকরূপসর্বৈঃ সারেণ স্থিরেণ মহসা তেজসাপি। অন্নাদি-

অকঠোরা অর্থাৎ সরসচিত্তা, বিদ্যুৎ ‘অপঘনাসক্তা’ অর্থাৎ মেঘরূপ নিজ অঙ্গে অনাসক্তা অর্থাৎ
ক্ষণস্থায়ী, এঁরা কিন্তু ‘অপঘনাসক্তচিরক্ষণপ্রভা’ অর্থাৎ অঙ্গে পুঞ্জীভূত চিরস্থায়ীত্বাতিতে উজ্জ্বল।
‘অজলাশয়া নালীকিনী’ বিনা সরোবরে জাত কমলিনীর মতো এঁরা অজড়াশয় অর্থাৎ নির্ভয় চিন্তা,
‘নালীকিনীর্নালীকিনীরিব’ অর্থাৎ কমল যেমন ‘নালীকিনী’ অর্থাৎ জলা ডাঁটায়ুক্ত তেমনই এঁরা
‘নালীকিনী’ অর্থাৎ অলিক-ভাষিণী নয়। এঁরা ‘অনারামাভাঃ’ অর্থাৎ উদ্বান নয় এমন যেখানে
সেখানে সঞ্চারণশীলা কান্তিপ্রবাহধারিণী স্বর্ণলতা সদৃশা—তথাপি কৃষ্ণবিরহে ‘অনারামা’ অর্থাৎ বিহার
বিহীন। এঁরা বিনা-নিশা নিরন্তর তেজঃপূর্ণ চন্দ্রের চন্দ্রিকার মতো—একুপ হলেও কৃষ্ণবিরহে নিরন্তর
সুখহীন। (সাদৃশ্যের কথা বলা হচ্ছে—) এঁরা নিরতিশয় সাদৃশ্যের যশে অরুক্ষতি প্রভৃতির যশকে
জ্ঞান করে দিয়ে মূর্তিমতী অগ্নিশিখার মতো বিরাজিতা। (সাদৃশ্যের বর্ণন—) এঁরা উৎসবপরম্পরা-
প্রাপ্ত নিশ্চল তেজে-স্নেহময়ী বলে তৈলযুক্ত দীপিকাবৎ জ্বলনশীল দিব্যোষধির মতো। (খাছাদি
বিতরণে স্বাতন্ত্র্য বলা হচ্ছে—) এঁরা সুন্দর খাছাদি যে সভায় পরিবেশন হচ্ছে সেই সভাজনের শ্রিয়
সম্ভাষণ-জনয়িত্রী রূপসম্পত্তিশালিনী ও তৎকালোচিত কর্মকৃতিণী। এঁরা লৌকিকচমৎকারের সীমান্ত-
বর্তিণী। (বুবুক্ষিত জনমাত্রকে উপেক্ষা করণে অশক্তির কথা বলা হচ্ছে—) অতি আশ্রিত বৎসলতালতা
সদৃশা এঁরা। এঁদের ভগবৎরতি বুদ্ধিদ্বারাই সাধিতা। (কুপিত-পত্যদি-তর্জন সহনে সামর্থ্য বলা হচ্ছে—)

সম্পত্তি-তিরস্কারিণীরমূরমূর্ত্য। যাজ্ঞিক-পত্নীরবলোকয়ামাসুঃ ॥

২০। অবলোক্য ‘নমো বো দ্বিজবৃষভ-দারানামুদারানামুদিত-মুদিত-করণেভ্যোহরণেভ্যোহজিষু-কমলেভ্যঃ, নিবোধত নো বোধতনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সহচরাণাং নিবেদিতম্’ ইত্যুপক্রম-সমকালমেব কৃষ্ণান্নাহান্নাতেনাপি তেনাপি প্রত্যেকং কর্ণাভ্যাগিতেন নিখিলব্যাপারতোহপারতোত্তমাঃ কেনা-প্যমুপমোহনমোহনমস্ত্রেণেব প্রকৃষ্টাকৃষ্টাহরিণ্যো হরিণ্যো বা যুগপদেব তা দেবতা ইব প্রেমরসোপ-নিষদামবনিসদামবদাতমনসঃ ক্ষিতিস্বরমণ্যঃ সসম্ভবং ভ্রমদীক্ষণং ক্ষণং তেষামভিমুখানি মুখানি কৃত্বা

সামগ্রীবিতরণাদিষু স্বাতন্ত্র্যমাহ—ললিতায়েতি। ললিতারসভাস্থজনকর্তৃকং যৎ সভাজনং তস্য জনিকা হেতুভূতা রূপসম্পত্তির্ঘাসাং তাঃ, লৌকিকচমৎকারস্ত পারবতীঃ সীমান্তবর্তিনীরিতার্থঃ। বৃত্তকিতজনমাত্রোপেক্ষণাশক্তিমাহ—রস-তমবৎসলতেতি। মত্যা বুদ্ধোবেহিতা ভগবদ্রতিষাভিস্তাঃ। কুপিত-পত্যা-দি-তর্জনসহনসামর্থ্যমাহ—ক্ষমা ইতি। অতএব গুণগণানাং শোভা গণশঃ প্রতিগণং ভাতীরিব দীপ্যমানা ইব। জ্বীয়াদৌঃপত্তিকাশৌচস্ত প্রাপ্ততাপি রাহিত্যমাহ—পবিত্রা ইতি। স্বত এব মহার্ঘত্বমাহ—পবিত্রা বজ্রেণ ত্রায়ত ইতি পবিত্র ইন্দ্রস্ত্র্যাবসথসম্পত্তেরপি তিরস্কারিণীঃ, যাজ্ঞিক-সম্বন্ধেন প্রসক্তং কাঠিগং বারয়তি। অমূর্ত্য অকঠিনাঃ ॥

২০। উদিতং মুদিতং প্রফুল্লং যেষাং তানি চ করুণানি দয়ালুনি চ তেভ্যো নিবোধত, অবগচ্ছত। নোহস্মাকং নিবেদিতম্, বোধতনোজ্ঞানঘনমূর্ত্তেঃ। অনান্নাতেনাপ্যনভাস্তেনাপি সঙ্কদেবোচ্চরিতেত্যর্থঃ। তথাপি কর্ণস্তাভি অভা-স্তরেহভিমুখে বাহগিতেনাপরিনিতেন সত্যংপাত্তোত্তমা বিরতোত্তমাঃ; অমুপমমূহনং বিস্ময়মূলক-বিতর্কে যতস্তথাভূতেন মোহনমস্ত্রেণেব প্রকৃষ্টং যথা স্তাস্তথাকৃষ্টা হরিণ্যো যুগ্যো বা হেমপ্রতিমা বাঃ “হরিণী স্ত্যামৃগী হেমপ্রতিমা হরিতা চ বা” ইত্যমরঃ। তেন জাভ্যাবোদয়ো ব্যজ্ঞিতঃ। প্রেমরসা এব উপনিষদস্ত্যাসং দেবতা অধিষ্ঠাত্রী ইব। তাসাং কীদৃশীনাং? অবনিষদং ভূমাবপি প্রচরন্তীনামিত্যর্থঃ। উপনিষদো হি সত্যলোকবর্তিত্ত এবপ্রসিদ্ধা ইত্যবদাতমনসঃ শুদ্ধচিত্তাঃ,

এঁরা ভূতল-আশ্রিত মূর্ত্তিমতী ক্ষমাদেবীর মতো। অতএব বিবিধ গুণরাজির শোভা যেন এঁদের প্রতি জনে জনে দীপ্যমান। (জ্বীজাতী শুলভ জন্মার্শৌচপ্রাপ্তিরও রাহিত্য বলা হচ্ছে—) এঁরা সদা পবিত্র। (এঁদের স্বাভাবিক মহার্ঘত্ব বলা হচ্ছে—) এঁরা বজ্রের দ্বারা ত্রাণকর্তা ইন্দ্রের সম্পত্তিরও তিরস্কারিণী।

বিপ্রভার্গ্যগণের নিকট অন্নযাক্ষা :

২০। দেখেই বলতে আরম্ভ করলেন—‘হে উদার দ্বিজশ্রেষ্ঠ-পত্নীগণ! আপনাদের প্রফুল্লতা দয়ালুতার উৎস অরুণ চরণকমলে প্রণাম করছি। আমরা জ্ঞানঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সহচর। আমাদের নিবেদন একটু ধ্যান দিয়ে শুনুন।’ এই উপক্রমের সমকালেই ‘কৃষ্ণ’ নামের এই একবার উচ্চারণই তাদের কর্ণের নিকট বাক্ত হতে থাকলো। লক্ষ কোটি ছাড়িয়ে অপরিমিতরূপে তাঁদের করে দিল নিখিল ব্যাপার থেকে উত্তমহীন। অহো এ কোন্ মোহন মন্ত্র! অনির্বচনীয়, অমুপম, বিস্ময়-বিতর্কের আকর এই মোহন মন্ত্রের তীব্র আকর্ষণে মত্তমুগ্ধ হরিণীর মতো বা স্বর্ণপ্রতিমার মতো সকলে একসাথেই আকৃষ্টা, বা ভূমিতলে সঞ্চরণশীলা উপনিষদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো শুদ্ধচিত্তা সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ

যত্নবতস্থিরে স্থিরেণ মনসা, তদা তেহপি সমাশ্বাসাশ্বাসাশ্বমানাভ্যাগমগমকবদনশ্রিয়ো বাক্যশেষং সমাপয়িতুমারেভিরে ॥

২১ । ‘ভো ভো ভূদেব্যঃ ! তত্রভবতীষু ভবতীষু শ্রীব্রজরাজকুমারঃ কুমারঃ কুমারয়ম্নত প্রাতরকৃত-ভোজনতয়া জনতয়া সহ ক্ষুধিতোহমিতোত্তমযাজ্ঞাগমোদনার্থী মোদনার্থী চান্মাকং সহচরাণাম্ । স কিল প্রমোদবর্ষী বর্ষীয়সা দেবেনবলদেবেন বলদেবেন বলমানো নিকট এব বিরাজমানো বর্ততে ॥

২২ । স তাবদতিবিশ্রুতঃ শ্রুতশ্চ ভবতীভিরপি পরম্পরয়া পরয়া বার্তয়াহবার্তয়া যঃ কিল বাল এব পুতনামাপুতনামানমকার্ষীং, তৃণাবর্তমপি তৃণাবর্তমপি শবকং বকং মহাব্যালাং ব্যালজিহ্বতজীবনং নির্বিষং বিষং চ কালিন্দ্যাঃ । কিং বহুনা পল্লবেন ? লবেন যন্ত গুণগণামৃতজলধিশীকরাণাং চরাচরাস্তরে সুরাসুরাদি-বন্দ্যা অপি ন তুলামহিস্তি ॥’

সসম্মমং যথা শ্রাস্তথা ভ্রমন্তী পাকাদি-স্বস্কৃত্যতঃ পরাবৃত্তমানে ঈক্ষণে যত্র তদযথা শ্রাস্তথা ক্ষণং বাপ্য ; তেষাং গোপ-বালকানাং সমাগাশ্বাসেন কত্রা আশু শীঘ্রমাশ্বমানঃ প্রাপ্যমাণঃ স্বীক্রিয়মাণ অভাগম আভিমুখোনাগমনসামর্থ্যাং তদগমিকা তদ্যজ্ঞিকা বদনশ্রীমুখশোভা যেষাং তে ॥

২১ । কুমারঃ কো পৃথিব্যাং মারঃ কন্দর্পতুলাঃ কুমারয়ন্ ক্রীড়য়ন্, অধিত অধারয়ন্ । বর্ষীয়সা জ্যেষ্ঠেন দেবেন দেবেস্তন্তুল্যেন বলেন দীব্যতীতি ভথা তেন বলদেবেন ॥

২২ । বার্তয়া কথন্তুতয়া ? অবার্তয়া মহতোত্যর্থঃ । যদা, নিরাময়য়া নির্বিঘ্নয়েত্যর্থঃ ; “বার্তং ফল্লতরোগে চ” ইত্যমরঃ । পুতনাং রাক্ষসীমপি আ সম্যক পুতং পবিত্রীকৃতং নামাপি যন্তাস্তথাভূতামকার্ষীং । স্তনমাত্রদানপ্রভাবাদিষ মুতয়া অপি তন্তা দন্ধদেহস্থাাপুরুসোরভোলারাদিতাপ্রতর্ক্যাহাশ্বায়মুক্তম্ । অলৌকিকং শৌর্যমপ্যাহঃ—তৃণাবর্তমসুর-মপি তুর্ণৈরাবৃত্যতেহসাবিতি তথাভূতং শবমিত্যর্থঃ । অকার্ষীদিত্যশ্চ সর্বত্রানুবৃত্তিঃ । বকমপি শবকং কুংসিতং শবম্ ; নির্বিষং

সসম্মমে নিজ নিজ হাতের পাকাদি কর্ম থেকে নয়ন ফিরিয়ে ক্ষণকাল ঐ বালকদের দিকে মুখ করে যদি দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির মনে, তখন ঐ বালকগণও আশ্বাসনের দ্বারা সত্ত্ব প্রাপ্ত তাঁদের দিকে গমন সামর্থ্যানুচক মুখশোভা ধারণ করে আরন্ধ বাক্যের শেষ অংশ সমাপন করতে আরম্ভ করলেন ।

২১ । ‘ভো ভো ব্রাহ্মণীগণ ! প্রাতে খেয়ে না আসার দরুণ নিজজনদের সঙ্গে খেলতে খেলতে পৃথিবীর কন্দর্পতুলা ব্রজরাজকুমার ক্ষুধা-কাতরতায় অন্মার্থী হয়ে, ও সথাগণের প্রসন্নার্থী হয়ে পরমপূজনীয়া আপনাদের নিকট এক উত্তম যাজ্ঞা করেছে । প্রমোদবর্ষী জ্যেষ্ঠভাই ইন্দ্রতুলা বলদীপ্ত বলদেবের দ্বারা বলবান্ সে এই নিকটেই আছে ।

২২ । সে এক সর্বদেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি । আপনারাও তার কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠভক্তলোক পরম্পরা মহতি কথায়—যে বালক অবস্থাতেই রাক্ষসী পুতনাকে করে দিল অতি পবিত্রনামা, মহারাক্ষস তৃণাবর্তকে কবর দিয়ে দিল তৃণে, বকাসুরকে করে দিল কুংসিত শবে পরিণত, অঘাসুরকে করে দিল জীবনহীন, আর কালিন্দীকে নির্বিষ । আর বহু পল্লবিত করবার প্রয়োজন কি ? চরাচরে যীর গুণগণামৃত-জলধিবিন্দুর লেশমাত্রের সহিতও সুরাসুরাদি-বন্দনীয় জনও তুলনার যোগ্য নয় ।

২৩। ইতি তেষামুদিতমুদিতসুখাসুখারায়মাণমানয়ন্তীনাং শ্রবণসীমনি সীমন্তিনীনাংমাংসং মনোরথ-
পথপরতরমভিলষণীয়তমং তমঞ্জসা স্বয়মুপনতমিব মহানিধিমহানিধিযণাধিকৃতাভাবমহানি ভাবমহানি
বহুলানি যদর্থং গমিতানি, তমাসন্নমবগচ্ছন্তীনাং সপদি দ্রুতমিব চেতসা স্নাতমিবাক্ষিয়ুগলেন কণ্টকিত-
মিব তনুলতাভিলুপ্তেব করণরুতিঃ, পরিবর্তিতানীব জননানি, উদ্বর্তিতানীব সৌভাগ্যানি, অস্থানীব
শরীরানি উৎকণ্ঠাময়ঃ সময়ো যথাশ্রুতশ্রীকৃষ্ণরূপময়ো নয়নব্যাপারঃ। এবং যদি পুনস্তাসামবস্থাবস্থানং
ক্ষণমুল্লাস, তদামী ব্রজকুমারাঃ সচমৎকারমিতরেতরমালোকয়ন্তুঃ সমাশঙ্কিরে। যথা—

আকর্ষণং নঃ সরভসোৎকলিকাগ্রমোদং, যাক্ষ্মাগিরং যুগপদেব তদৈব দেব্যঃ।

নৈবালপম্ভি ন চলন্তি ন লোকয়ন্তি, হা হন্ত হা গ্রহগৃহীতদশাং কিমীযুঃ॥

গরলশূত্রম্, বিষং জলম্ “বিষং তু গরলে তোয়ে” ইতি বিধিঃ। পল্লবেন বিস্তরেণ বহনা কিম্? “পল্লবোহস্তী কিসলয়ে
বিটপে বিস্তরে বনে” ইতি মেদিনী। লবেন লেশেন॥

২৩। ইতি তেষামুদিতং বাক্যং শ্রবণসীমন্তানয়ন্তীনাংমাংসং সপদি তৎক্ষণ এব চেতসা দ্রুতমিবেত্যাদিযোজনা।
উদিতসুখায়াঃ প্রকটীভূতামৃতত্ব শোভনধারাতুল্যাং তং কৃষ্ণরূপং মহানিধিমঞ্জসা শীঘ্রং স্বয়মেবোপনতং প্রাপ্তমিবাব-
গচ্ছন্তীনাং। কীদৃশং তম্? ন বিদ্বতে হানির্নশু তথাভূতো ধিযণাধিকৃটো বুদ্ধ্যাকৃটো ভাবঃ সত্তা যন্ত তম্। অহানি
দিনানি বহুলানি যদর্থং গমিতানি যাপিতানি। কথন্তুতানি? ভাবো ভাবনা স্বরণং তেঁনৈব মহ উৎসবো যেম্, ন তু
সাক্ষাৎকারেণ তানি। চেতসা দ্রুতং দ্রবীভূতমিব, ততশ্চ তদ্রবেণেব স্নাতমিবাক্ষিয়ুগলেন তৎস্নানেনৈব হেতুনা কণ্টকিতং
তনুলতাভিলুপ্তকণ্টকাঘাতেনেব লুপ্তেন্নিরবৃত্তিঃ, তল্লোপেনেব পরিবর্তিতানি জন্মানি জন্মপরিবর্তেনেব তৎফলভূতসৌভাগ্যা-
ন্যবর্তিতানি সৌভাগ্যোদবর্তনলাভেনেবাভ্যনীব শরীরানি তাদৃশ শরীরপ্রাপ্ত্যেব যোগ্যতয়া প্রিয়াভিসারার্থমুৎকণ্ঠাময়ঃ

অন্নযাক্ষ্মা শ্রবণে বিপ্রভার্যাগণের অপূর্ব ভাবাবেশ :

২৩। তাঁদের এইরূপ বাক্য শ্রবণসীমায় আনয়নকারিণী সীমন্তিনীগণের মন যেন তৎক্ষণাৎ
ভাবে গলে গেল। তাঁদের মনে হতে লাগল প্রকটীভূত অমৃতের শোভনধারা তুল্য, মনোরথপথের
সর্বশ্রেষ্ঠ অভিলষণীয়তম, অবিদ্বত বুদ্ধি-আকৃষ্ট সত্তাবিশিষ্ট সেই কৃষ্ণরূপ মহানিধি যার জন্ত বহুদিন
অপেক্ষা করে বসে আছি শীঘ্রই যেন স্বয়ং নিকটে এসে গিয়েছে। ভাবভরে তাঁদের নয়নযুগল
যেন অশ্রুজলে নেয়ে উঠল, তনুলতা রোমাঞ্চে যেন কণ্টকিত হয়ে উঠল, ইন্দ্রিয়রুতি সব যেন লুপ্ত
হয়ে গেল, অবস্থান্তরিত নূতন জন্ম যেন লাভ হল ইন্দ্রিয়রুতির লোপে। এই অবস্থান্তর-ফলভূত
সৌভাগ্যরূপ বিলেপন অব্যে শোভনা হলেন এঁরা। এতে তনুলতা তাঁদের অন্তরূপ দেখাতে লাগল।
প্রিয় অভিসারার্থ সময় হয়ে উঠল উৎকণ্ঠাময়, সেই উৎকণ্ঠাপুষ্ট গাঢ় অভিনিবেশে নয়ন-ব্যাপার
হয়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণরূপময়। তাঁদের এইরূপ অবস্থার স্থিতি যদি ক্ষণকাল উল্লসিত হয়ে চলল, তখন
ঐ ব্রজকুমারগণ সচমৎকার পরস্পর তাকাতাকি করতে করতে বিশেষভাবে আশঙ্কাদ্বিত হয়ে
পড়লেন। যথা—

আবেশ - উৎকণ্ঠা - আনন্দের সহিত আমাদের যাক্ষ্মা বাক্য শুনে তখনই যুগপৎ দেবীগণ

২৪। কিঞ্চ, পারম্যাদবহেলয়া চ গণিতং নাস্মাকমভ্যর্থনং
নোক্তং কিঞ্চন নৈব দত্তমপি যদ্বিপ্রৈর্ন তৎ কোতুকম্।
ঋত্বা সম্পৃহমাদরেণ সুদৃশো দাতুং ক্ষমা নাভবন্
দুর্বারোৎকলিকাকুলীকৃতহৃদস্তগ্নাম চিত্রং মহৎ ॥

২৫। যথা বা—যদ্বৈতুতাং ব্রজতি যত্র মনোবিকারে, নাসৌ তদন্তরয়িতুং ক্ষমতে বিকারঃ।
আলম্বনাদিজনিতো হি রসপ্রকর্ষো, নালম্বনাগুনমুভূতিমুরীকরোতি ॥

২৬। ইতি কৃতসমূহে সমূহে কৃষ্ণানুগতানাং গতানাং চাপি তাদৃশীং দশাং তাসাং ব্যাপারান্তরাস্ত-
রায়শূন্তে স্বানুকূলকূলনাভাবেন ভাবেন সরসে মনসি সান্দ্রানন্দনন্দকসংস্কারসংস্কারবশাদমুত্তরৈর্গৈব শাদ-

সময়ঃ, তদুৎকর্ষ্যৈব পোষিতেন গাঢ়ভাবনাভিনিবেশন শ্রীকৃষ্ণরূপময়ো নয়নব্যাপায়ঃ, ইতোবংরূপা অপ্যুৎপ্রেক্ষা
ব্যঞ্জনীয়াঃ। সরভসং সোৎকলিকং সপ্রমোদং চ যথা ভ্রান্তথা আকর্ষণ, বন্দ্যং পরত্র পূর্ণত্র বা ঋতন্ত প্রত্যেকনাভিসম্বন্ধাৎ।
আকর্ষণোতি ভ্রূপ্রত্যয়েনোক্তস্তানন্তর্যন্ত বারণার্থং তদৈবেত্যাকর্ষণসমকালমেবেত্যর্থঃ। বিনাপ্যানন্তর্যং ভ্রূপ্রত্যয়ন্ত
'ঋণংকৃত্য পততি', 'সংমীল্য হসতি' ইত্যাদিষু দৃষ্টভাৎ, পুনশ্চ যুগপদেবেতু্যক্তিরাকর্ষণস্তাপি সর্বসামেব তুল্যকালভাৰ্থাৎ ॥

২৪। দাতুং ক্ষমা: সমর্থী নাভবন্; নৈবালপক্ষীত্যাদিনা ব্যঞ্জিতজাড্যাদেবেতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—
দুর্বারেত্যাদিনা তেনোভয়থাপ্যস্মাকমতপ্রাপ্তিহানিরেবেতি ভাবঃ ॥

২৫। অথবেতি। পুনরপ্যনুমানেনার্থান্তরতাসব্যঞ্জিতেন প্রাপ্ত্যাশাং সাধয়ন্তি। যদবস্ত যত্র মনোবিকারে হেতুতাং
ব্রজতি, স বিকারস্তদন্তরয়িতুমন্তর্ধাপয়িতুং ন ক্ষমতে; যথা আলম্বনাদীত্যাদি। তেন শ্রীকৃষ্ণ-যাক্ষাশ্রবণজমিদমানন্দ-
জাড্যং তৎপ্রতিকূল্যায় ন প্রভবতীতি প্রাপ্তিঃ সম্ভবেদিতি ভাবঃ ॥

২৬। কৃষ্ণানুগতানাং গোপবালকানাং সমূহ ইতি কৃতসমূহে। এবং কৃতসমাগ্ বিতর্কে সতি তাদৃশীং জাড্যোথ-

কেমন যেন হয়ে গেলেন—না-কোন কথা বলছেন, না-নড়ছেন, না-তাকিয়ে দেখছেন—হায় হায়,
কোনও গ্রহাবিষ্ট দশা কি প্রাপ্ত হলেন এঁরা !

২৪। আরও, ব্রাহ্মণগণ-যে কঠোরতা অবহেলায় আমাদের কোনও গণনার মধ্যেই আনলেন
না, কোনও অভ্যর্থনা বাক্যও উচ্চারণ করলেন না, কিছু দিলেন তো না-ই— তা-ও এমন কিছু
আশ্চর্য নয়। কিন্তু দুর্বার উৎকর্ষা-আকুলিত হৃদয়া শুনয়নীগণ এই যে সম্পৃহ-আদরের সহিত
স্তনেও দিতে সমর্থ হলেন না—এ-ই এক বিখ্যাত মহান আশ্চর্য।

২৫। পুনরায় অর্ধাস্তর-ত্ৰাস অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত অনুমানে প্রাপ্তির আশা সিদ্ধ করছেন—
যে বস্তু যেখানে মনোবিকারের কারণতা প্রাপ্ত হয়, সেই কারণরূপ বস্তুকে ঐ বিকার অন্তর্ভুক্ত
করাতে সমর্থ হয় না, যে রূপ না-কি আলম্বনাদি জনিত রসপ্রকর্ষ কখনও-ই আলম্বনাদির অনমুভূতি
অঙ্গীকার করে না—এ কথাতো শাস্ত্র প্রসিদ্ধই আছে।

বহুবিধ খাণ্ডহস্তে ব্রাহ্মণীগণের অভিসারোৎসব :

২৬। কৃষ্ণানুগত গোপবালকগণ এরূপ কথাবার্তা পরস্পর করতে থাকলে তাদৃশ দশাপ্রাপ্তা

হুস্তরেণৈবমুৎকর্থাভরণে কৃষ্ণামোদনমোদনমপি ব্যঞ্জনানি ব্যঞ্জনানি নিজানুরাগসম্পদাং সমবধাতুমেব
 ভব্যাপারো ব্যাপারো যদা সমজনিষ্ঠ, তদা বিশালাং পাকশালাং পাককারিণীভিরভিতঃ পরিশোভিতাং
 প্রবিষ্টা যথাসমীহিতং মিষ্টমিষ্টতমমপিষ্টপিষ্টকমপূপপূপশঙ্কলিকুলকলাকলিতলানিত্যং সৌরভ্যসৌরশ্যো-
 পায়সপায়সপায়সবিকারম্, চতুঃপ্রকারমপ্যানস্তপ্রভেদং যড়রসমপি নবনবরসম্, গোবর্দ্ধনমিব ভগবৎপ-
 যোগিগন্ধবহানন্দকন্দরামঠম্, অলঙ্কারগ্রন্থনির্যমিবাহিভিধালক্ষণোত্তরব্যঞ্জনানেকবিধ-সৌষ্ঠবম্, স্ব-স্ব-
 মনোরথমিব স্পৃচিতং দিব্যাস্ত্রমিব বহুশোভাজীরাজিতং স্বস্বানুরাগপরিমলমিব সুরভিত-নানাশাকং গঙ্গা-
 প্রবাহমিব বিলসৎ-কাশীতলভাবম্, কলধৌতধৌতভাজনেষু স্ফটিকপুটিকাটিকান্তিকন্দলীকন্দলীলেষু

সুস্তময়ীং দশাং গতানামপি তাসামোদনং ব্যঞ্জনানি সমাগবধাতুং যদা ব্যাপারঃ সমজনি, তদা পাকশালাং প্রবিষ্টাদনীয়-
 সামগ্রীসমুদয়ং কলধৌতধৌতভাজনেষু নিধায় জনানাদৃত্য বহির্ভবন্ত্যন্ত্য নয়নাঞ্চলকৃতচলনোপদেশং যথা স্ত্রীতথ্য কৃষ্ণা-
 চরাভিমুখ-মুখকমলা যদি বভূবুতদা তেহপি বস্ত্রপিপ্তনতয়া পুরতঃ পুরতশ্চলন্তো মুমূর্দির ইত্যম্বয়ঃ । ব্যাপারান্তরমেব
 তাদৃশস্বতন্ত্রাস্তরায়ন্তচ্ছত্তে মনসি ভাবেন প্রেম্যা সরসে । তেন কথংভূতেন ? স্বস্ত্যনুকুলো বিষয়ালম্বনরূপঃ কৃষ্ণ এব
 তন্ত কুলনাভাব আবরণাভাবো যত্র তেন ; ‘কুল আবরণে’ । অতএব তত্র সাম্প্রদায়িক নন্দকঃ সমুদ্বিকারকো যঃ সংস্কার-
 স্তস্ত সংস্কারবশাদ্রুদোপপন্নপরিষ্কারবশাদ্রুস্তরেণৈবাবচনেনৈব সমবধাতুম্ । কৃতঃ ? এবমুৎকর্থাভরণেদৃশোৎকর্থাতিশয়েন ।
 কীদৃশেন ? শাদ্রুস্তরেণ বিচ্ছেদদুঃখোপশমকতমেনোৎকর্থাভরণৈশ্চ শীঘ্রপ্রিয়মিলনফলকত্বাৎ । ‘শদে২ শাতনে’, ‘রুদ
 প্রেরণে’ গওস্ত-ক্লিবন্তো । ব্যঞ্জনানি শাক-সুপাদীনি, নিজনিজানুরাগসম্পদাং ব্যঞ্জনানি সূচকানি । ভব্যাপারো ভব্যং
 মঙ্গলং তেনাপারো ব্যাপারঃ । অপিষ্টা অখণ্ডিতাঃ পিষ্টকা যত্র তম্ ; অপূপাশ পূঃ পাবিত্রাং তাং পাত্তীতি তাঃ *কুল্যচ,
 তাসাং কুলস্ত সমুহস্ত কলয়া শিল্পবিচ্ছাসেন কলিতং লালিতাং যত্র তম্ ; সৌরভ্যসৌরশ্যরূপায়ো যত্র তথাভূতঃ

ব্রাহ্মীগগণ তাদৃশ সূত্রে অস্তুরায় শূন্য ও নিজ নিজ অনুকূল বিষয়ালম্বন কৃষ্ণের নির্বাধ প্রেমে সরস
 মনে, পূর্বসংস্কাররূপ পরিষ্কার ধারণা থাকায় বালকদের কথার উত্তর না দিয়ে, বিচ্ছেদ দুঃখোপশমক
 উৎকর্থাভরে, কৃষ্ণের সন্তোষকারক নিজ অনুরাগ-সম্পদসূচক অন্নব্যঞ্জন নিপুণ ভাবে হিসাব করে
 গুছিয়ে নেওয়ারূপ মঙ্গলজনক অপার ব্যাপারের সমাধান চিন্তার উদয়ে পাচিকাগণের দ্বারা চতুর্দিকে
 পরিশোভিতা বিশাল পাকশালায় প্রবেশ করলেন । তথায় থরে থরে সাজানো নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য,
 যথা—কারিগরিতে রচিত ললিত মিষ্ট মিষ্ট হতেও মিষ্ট যুগল পিঠে-রোটিকা-পবিত্র পুলি পিঠে দ্বারা
 সমৃদ্ধ, সৌরভ্য সৌরশ্যের আকর সপরিমাণ দধ্যাদিসমন্বিত, চব্যচুষ্মলেহপেয় চার প্রকার হয়েও
 অনন্তপ্রকার ও মধু লবনাদি যড়রসযুক্ত হয়েও নব নব রসযুক্ত, গোবর্দ্ধন যেমন ‘গন্ধবহানন্দকন্দরামঠম্’
 অর্থাৎ ভগবৎসেবোপযোগী বায়ুর প্রবাহে আনন্দপ্রদ কন্দরারূপ আলয়বিশিষ্ট তেমনই ভগবৎ-
 সেবোপযোগী গন্ধবাহী আনন্দকন্দ হিঙ্গুযুক্ত, অলঙ্কার গ্রন্থ অবধারণ যেমন অভিধা-লক্ষণা-শ্রেষ্ঠ
 ব্যঞ্জন প্রভৃতি বহুপ্রকার সৌষ্ঠবমণ্ডিত তেমনই নামচিহ্নের দ্বারা প্রধান ব্যঞ্জন শাক সুপাদির বহুপ্রকার
 সৌষ্ঠববিশিষ্ট, ব্রাহ্মীদের নিজ নিজ মনোরথ যেমন সচ্ছন্দ-উচ্ছলনবিশিষ্ট তেমনই উত্তম উত্তম ডাল
 ও রসার দ্বারা সমৃদ্ধ, দিব্যাস্ত্র যেমন বহুশোভাযুক্ত-যুদ্ধে প্রেরিত হয়ে অজিত তেমনই বহুস্থানে

সকলমদনীয়মদনীয়সামগ্রীসমুদয়ঃ সমুদয়স্ত্রিতমানসতয়া নিধায় সিতসূক্ষ্মসিচয়াঞ্চলেনাচঞ্চলেনারচিতা-
চ্ছাদনম্, পশ্চাৎশু পরিতোহধ্বরাধ্বরাগকৃতসভাজনেষু সভাজনেষু স্বস্বকরকমলাহিত-তদন্তাজনা জনা-
ননাদৃত্য বহির্ভবন্ত্যে। বিটপোদীর্ণাভীষ্টফলা জজমাঃ কল্পবল্ল্য ইব ধরণিশুরেন্দ্রবাগনয়না নয়নাঞ্চল-
চলনচলনোপদেশং যদি কুষ্মাণ্ডচরাভিমুখমুখকমলা বভূবুঃ, তদা তেহপি পুরতঃ পুরতশ্চলন্তো বস্ম-
পিপ্তনতয়াহহু নতয়া চেতোবৃত্ত্যা চ ইত ইত ইতি কলবিকলবিকস্বরমনোরমধ্বানমধ্বানমভির্দর্শয়ন্তো
মুমুদিরে ॥

সপায়সঃ সপরমায়ঃ পায়সবিকারো দুগ্ধবিকারো দধ্যাদির্যজ্ঞ তম্ ; “পরমায়ং তু পায়সঃ” ইত্যমরঃ। চতুঃপ্রকারং চৰ্য্য-
চোশ্ব-লেছ-পেয়রূপম্। নবনবা রসাঃ স্বাদা যজ্ঞ তম্ ; ভগবত্‌পুণ্যোগিনা গন্ধবহেন পবনেনানন্দো যজ্ঞ তথাভূতাঃ কন্দ্বা
এব মঠা আলয়া যজ্ঞ তম্ ; পক্ষে, তাদৃশগন্ধং বহতীতি তৎ, অতএবানন্দকন্দং রামঠং হিঙ্গু যজ্ঞ তৎ ; “বাহ্লীকং হিঙ্গু-
রামঠঃ” ইত্যমরঃ, অভিধেতি স্পষ্টম্ ; পক্ষে, অভিধালক্ষণাভ্যাং নামচিহ্নাভ্যাং প্রধানানাং ব্যঞ্জনানাং শাকসুপাদীনাম-
নেকবিধং সৌষ্টবং যজ্ঞ তম্। স্তম্ভপুচিতং সূপৈশ্চিতং চ বহুশোভং চ আজ্যে যুদ্ধে ঈরং প্রেথমাণং চাজিতং চ তৎ ;
পক্ষে, বহুশো বহুত্ৰ বহুত্ৰ ভাজীতিঃ পক্ষশাকাদিসামগ্রীভির্দীপ্তম্ ; “জ্ঞানপদকুণ্ড-” ইত্যাদিনা ভীষ্। সুরভিতা
নানাবিধা আশা যজ্ঞ তম্ ; পক্ষে, স্পষ্টম্। বিলসন্ কাশ্মাণ্ডলে ভাবঃ সত্তা যজ্ঞ তম্ ; পক্ষে, বিলসৎ কং স্তম্ভং
যতঃ স চাসাবশীতলভাবশ্চেতি তম্। কলধোতানি স্বৰ্ণময়ানি ধোতানি কালিতানি চ তেষু ভাজনেষু। কীদৃশেষু?
ক্ষটিকপুটিকাসু তদুপরিনিহিতাঋটিতুং প্রতিবিষতয়া গন্ধং শীলং যাসাং তথাভূতানাং কাস্তিকন্দলীনাং কন্দা দ্রষ্ট-
সুখদা লীলা যেষু তেষু। সকলা অপি মদনীয়া হর্ষগীয়া যেন তম্ ; সকলানামপি মদনীয়ো হর্ষো যজ্ঞ তমিতি বা।
সমুৎ সানন্দমযস্ত্রিতমানসতয়া। অধ্বরাধ্বনি যজ্ঞপথে যো রাগঃ শ্রীতিস্তত্রৈব কৃতসভাজনমাদরো যৈশ্চেষু সভাস্থিত-

বহুপ্রকারে পাকানো শাকাদি সামগ্রীদ্বারা দীপ্ত, ব্রাহ্মণীদের অনুরাগ পরিমল যেমন সুরভিত নানা
আশায় বাসিত তেমনই নানাবিধ শাকে সমৃদ্ধ বিবিধ খাদ্যসামগ্রীসমুদয় যা কাশীর তলদেশবাহী
শোভায় বিরাজিত গঙ্গাপ্রবাহের মতো অতিশয় সুখদায়ী ও গরমগরম এবং সকলের আনন্দদায়ী তা হর্ষবেগ
জনিত বিশৃঙ্খল মানসিক অবস্থায় ব্রাহ্মণীগণ স্বর্ণপাত্রে যথাভীষ্ট ধারণ করলেন। পাত্রটি হয়ে উঠল
রমণীয়—তার ক্ষটিক ঢাকনাতে প্রতিবিম্বরূপে চলমান কান্তিমালার দ্রষ্টৃসুখদা বলমলানিতে।
অতঃপর শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চলে ধীরে ধীরে সুন্দর করে আচ্ছাদন দিয়ে, যজ্ঞপথে শ্রীতি থাকায় ঘাঁরা
সেখানে আদরপূর্বক চলাফেরা করছেন সেই সভাসদেরা চতুর্দিকে চেয়ে দেখতে থাকলে, নিজ নিজ
করকমলে খাটুপাত্রগুলি স্থাপন করে চতুর্দিকের লোকজনকে কোনও পরোয়া না করে যজ্ঞভূমির
বাইরে বেড়িয়ে এলেন তাঁরা। শাখাশিতা - অভীষ্টফলা-জজম কল্পলতার মতো এই ধরণীর ইন্দ্রাণীগণ
তাঁদের পরস্পরের নয়নকোণের ইঞ্জিতে চলনোপদেশ যেমন পেলেন সেই অনুসারে কুষ্মাণ্ডচরগণের
অভিমুখে যখন মুখকমল ধারণ করলেন তখন বিনয় চিত্তবৃত্তি বালকগণও আগে আগে পথনিশানারূপে
শীঘ্র গতিতে চলতে চলতে ‘এদিকে এদিকে’ এরূপ অক্ষুট হলেও স্পষ্ট প্রফুল্ল মধুর ধ্বনিতে সম্মুখের
পথ দেখাতে দেখাতে উল্লসিত হয়ে চললেন।

২৭। অথ করকমলগৃহীতান্নস্থালীকাহস্থালীকারিতসাহায্যসৌভাগ্যা সৌভাগ্যাতিরেকারেকা দ্বিজবনিতারাজী রাজীবিনীততিরিব বিলক্ষণলক্ষণবিশালৈকপাত্রা ধঃণিবিহারিণী হারিণী বভূব ॥

২৮। কিংবা, করতলগৃহীতপূরট-পুটকিনী-বিশালতরৈকপত্রপুটী করিণীঘটেব রাজমানা হৃদয়াস্তর-
তরলায়মানপ্রণয়ভার-ভারেণ স্তনজঘনভারেণ পূর্ণভাজনভারেণ চ দরনমদন্ততয়া চ হৃদয়বৃত্ত্যা লঘু লঘু
চলন্তী পুরঃ পুরঃ পরিলোক্যমানমিব হৃদয়াধিনাথং দয়াধিনাথং চ তমেব জানতী ন তীত্রতরং গমনথেদং
চ বিদাঞ্চকার ॥

২৯। কিঞ্চ, স্তম্ভশ্চেচংকলিকা চ পঙ্কজদৃশাং প্রস্থানলীলাক্রমে
মাধুর্য্যং চ যদি ত্বরাং চ যুগপৎ সংস্পর্শয়া চক্রতুঃ।

জনেষু পশুংসু। বিটপেতি করাণাং পল্লবত্বং তজ্জহানাং ভাজনানামভীষ্টফলদত্বং নয়নাঞ্চলস্ত চলনেনৈব চলনে গমনে
উপদেশো যত্র তদ্যথা স্তাস্তথা বভূবুঃ। বত্স্পিশুনতয়া বত্স্পৃচকচ্ছেন পুরতঃ পুরতশ্চলন্ত, আশু শীত্বং নতয়া নতয়া
কলোহক্ষুটস্তেন বিকলঃ স্পষ্ট ইত্যর্থঃ। স চাসৌ বিকস্বরঃ প্রফুল্লো মনোরমো মধুরো ধ্বানো যত্র তদ্যথা স্তাস্তথা।
ইত ইত ইত্যধ্বনাং মার্গমগ্রে চলন্তোহপ্যন্তরা অন্তরাহতি অভিমুখীভূয়াভিনয়ে চ দর্শয়ন্তাঃ ॥

২৭। আত্মাঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়াঃ, অপেক্ষা এব আত্মাঃ সখ্যস্তাভিঃ কারিতং সাহায্যং যন্ত তথাভূতং সৌভাগ্যং যন্তাঃ
সাহা;—“আত্মা স্থালবনানাহানীষত্বাপেক্ষাসু যোষিতি” ইতি মেদিনী। ভাগ্যাতিরেকৈব অরেকা নিঃশঙ্কা;—“রেক
শঙ্কায়াম্”। বিলক্ষণলক্ষণেতি বিবিধবর্ণায়বর্ণনাযুক্ত-স্বর্ণস্থাল্যাস্তাদৃশাকারত্বাৎ। হারিণী রম্যা রাজীবিনীততিরিব
বভূবেতি সৌন্দর্য্য-সৌরভ্য মাদব-পাবিত্র্য-ভগবদুপযোগিত্বাদীহ্যুক্তানি ॥

২৮। আসক্তি-প্রগল্ভ্যে প্রস্তুতাং গমনশোভাং চাহ—কিংবেতি। করতলেণ গৃহীতং পূরটপুটকিত্যাঃ কনক-
কমলিত্যা বিশালতরমেকং পত্রপুটং যয়া সা। হৃদয়াস্তরে মনোমধ্যে বক্ষোমধ্যে চ তরলায়মানস্ত উৎকণ্ঠায়ায়ুগা
চপলায়মানস্ত হারমধ্যরত্নায়মানস্ত চ প্রণয়ভরস্ত ভারেণ; “তরলো হারমধ্যঃ” ইত্যমরঃ। দরনমদন্ততয়েষ্বরত্নগাততয়া।
নহাদিমং ভারদ্বয়ং হৃৎপরিহরমেব, পূর্ণভাজনভারস্ত কিঙ্করীকরে কিমিতি ন নিক্ষিপ্তঃ? তজ্জাহ—ন গদং গতয়া ন গর্বং
প্রাপ্তয়া হৃদয়বৃত্ত্যা তথাকরণং হি গর্বপ্রতিপাদনমেব, ভগবদুপসংস্পর্শে তু (ভা০ ১০।৬১।৬) “দাসীশতা অপি বিভোবিদধুঃ স
দাস্তম্” ইতি-রীত্যা তদনৌচিত্যমেব। দয়য়া আধেৰ্ঘনঃপীড়য়া নাথমুপতপিকং নাশকমিতি যাবৎ;—“নাথু যাজ্ঞো-

২৭। অতঃপর করকমলগৃহীতান্নস্থালীকা, কৃষ্ণের জন্ত প্রতীক্ষারূপা সখীর সাহায্য-প্রাপ্ত জনের
মতো সৌভাগ্যবিশিষ্টা, অতিশয় সৌভাগ্যশালিনী ও নিঃশঙ্কা, বিলক্ষণলক্ষণযুক্তা একপাত্রহারিণী
দ্বিজবনিতারাজি ধরণিবিহারিণী হয়ে কমলিনীর মতো রমণীয়া হলেন।

২৮। কিম্বা, করতলে কনককমলিনীর পত্রনির্মিত এক বিশালতর পত্রসম্পূটহারিণী দ্বিজ-
বনিতারাজি করিণীঘটার মতো দীপ্তা হয়ে, মনোমধ্যে উৎকণ্ঠাতাপে চপলায়মান ও বক্ষোমধ্যে হারমধ্য-
রত্নায়মান প্রণয়ধিক্যের ভারে, ও স্তনজঘন ও পূর্ণপাত্রে ভারে কিঞ্চিং নত্রগাত্রা হয়েও চিস্তবৃত্তিতে
অগর্বিতা হেতু ধীরে ধীরে চললেন। হৃদয়াধিনাথ দয়াধিনাথ কৃষ্ণকেই আগে আগে পরিলোক্যমানের
মতো জ্ঞান করছিলেন বলে চলার হুঃখ তীত্রতর হলেও বোধগম্য হচ্ছিল না তাঁদের।

নিধুঁতপ্রতিভেব হস্ত লপতি স্মাস্তে তদা মেখলা-

নিকাণো ন লঘুব্ভুব ন গুরুমঞ্জীরযুগ্মস্ত চ ॥

৩০ । এবং গচ্ছন্ত্যঃ কতিচিং পদানি চিংপদানি বৃন্দাবনতরুলতানিকুরস্মাণি গোবৃন্দানি চাগ্রে
বিলোক্যাত্ৰৈব নিখিলগুণাভোগবতা ভগবতা ভবিতব্যমিতি মনসি বিদধত্যো দধত্যো মতিমতিপ্রমদমদ-
ললিতানুরাগদলিতাং দলিতাঞ্জনঘনধারাধরকুবলয়বলয়তিরস্কারিমহোমহোজ্জ্বলমতিনেদীয়ো বিলোকয়া-
মানুঃ ॥

৩১ । তদিদমহো মহোহপি তাসাং নয়নেষু কজ্জলায়িতম্, কবরীষু কুবলয়মালায়িতম্, শ্রবণেষু
তাপিহুগুচ্ছায়িতম্, পয়োধরেষু নীলমণিহারায়িতম্, সর্বাঙ্গেষু নীলনিচোলায়িতম্ ॥

৩২ । ততশ্চ, লাবণ্যোর্মীমিব বরভূজাং সখ্যায়ংশে দধানো

ধুম্রজং যুবতিমতিবৎ পাণিনা দক্ষিণেন ।

পতাপৈশ্বর্যশীঃসু' ॥

২৯ । স্তম্ভো হর্ষোথঃ, উৎকলিকা উৎকর্থা চ প্রেষ্ঠাবলোকনস্পৃহোথা, তয়োয়ুগপদুতয়োর্মাস্থ্য-স্বরে
ক্রমেণানুভাবো পরস্পরস্বাভিনো বহুবতুঃ । তত্র মাস্থ্যেণ স্বরায়ং বাধ্যমানায়ং স্বরয়া চ মাস্থ্যে বাধ্যমানে সত্যপি কদাচিং
স্পর্দাবশাদিব মাস্থ্যায়ংশপ্রাধাত্তে মেখলা অস্তে অস্তপ্রদেশে এব নিধুঁতপ্রতিভেব লপতি স্ম, কদাচিং স্বরায়ংশপ্রাধাত্তে
মঞ্জীরযুগ্মস্ত নিকাণো ন লঘুব্ভুব, কিন্তু মাস্থ্যস্তান্ত্যোব সস্তাব ইতি গুরুরপি নৈবেতি ॥

৩০ । চিংপদানি চিন্ময়বস্তু স্ততিপ্রমদোহতিহর্ষঃ, মদন্তদুখ-মস্ততা তাভ্যাং ললিতেনানুরাগেণ দলিতাং জাতদল্যাং
মতিং দধতাঃ । অভিনেদীয়োহতিনিকটবতি ॥

৩১ । তাসাং নয়নাদিশু তম্রহঃ কজ্জলায়িতং সদেবাবিরাসীদিত্তাত্তরেণাহয়ঃ । তথা তথা ভাবস্তাসাং স্পর্শোৎ-
স্রক্যাবেশেন, তত্র তত্র স্নোচকতয়া প্রেমণা তথা তথা ভানাং । তাপিহুস্তমালঃ ॥

২৯ । কমলনয়নাদের অভিসারলীলোৎসবে স্তম্ভ আর উৎকর্থা এ-তুই যদি পরস্পর অতি স্পর্দায়
মাস্থ্য ও স্বরা যুগপৎ আনয়ন করল, তখন কটির ঘন্টি ভিতরে ভিতরেই হায় হায় প্রতিভাহীনের মতো
মুহু মুহু বাজতে লাগল, আর পায়ের নুপুরযুগলের রুণুরুণু ধ্বনি না-লঘু না-গুরু হল ।

৩০ । এভাবে কয়েক পা চলতে চলতে চিন্ময় ধাম বৃন্দাবনের তরুলতানিবহ ও গোবৃন্দ সম্মুখে
দর্শন করে 'এখানেই নিখিলগুণসাগর কৃষ্ণ অবশ্য হবে' এক্রপ মনে মনে বিচার করে ব্রাহ্মণীগণ অতি
হর্ষোথ মত্ততায় ললিত অনুরাগে জাতপত্রা-মতি ধারণ করে দলিতাঞ্জন-ঘনমেঘ-নীলকমলমণ্ডল তিরস্কারী
অতি উজ্জ্বল তেজোমণ্ডল অতি নিকটেই অবলোকন করলেন ।

ব্রাহ্মণীগণের শ্রামধাম দর্শন :

৩১ । অহো কি আশ্চর্য, ঐ তেজ তাঁদের নয়নে এসে লেগে গেল কজ্জল হয়ে, কবরীতে লেগে
গেল নীলকমল মালা হয়ে, কর্ণে লেগে গেল তমালগুচ্ছ হয়ে, স্তনে লেগে গেল নীলমণি হার হয়ে, আর
সর্বাঙ্গে লেগে গেল নীল নীচোল হয়ে ।

শ্রীবৎসাক্ষঃ কনকবসনো বর্হবান্ বৈজয়ন্তী-

গুঞ্জামালাভূষকরচনঃ শ্রামধামাবিরাসীং ॥৫॥

৩৩। ততশ্চ ততশ্চটুলতয়া চন্দ্রিকাসিতহসিত-হঠাকৃষ্ট-নব-সুধা-সারো বসুধাসারো লাবণ্যসার ইব যন্তেবমাসামাসাদিতনয়নাতিথিভাবো ভাবোন্নতমনসাং তদা তাসামপি—

লীলালাশ্রোত্তত ইব নটঃ পঞ্চবাণপ্রপঞ্চঃ

কিংবা মূর্ত্তঃ কিমহহ রসো মূর্ত্তিমানাত্ত এব।

প্রেমানন্দঃ কিমুত তনুমান্ কিং বিলাসঃ শরীরী-

ত্যেবভূতা মনসি কতি নো হস্ত তর্কা জুযুর্গুঃ ॥

৩২। এবং কিকিদ্দূরতো নির্বিশেষশ্রামধামমাত্রমপি পরমরোচকধ্বনামুসন্ধায় নিকটমভিসরন্তীনাং তাসাং সবিশেষ-স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-চমৎকারমাহ—লাবণ্যোতি। সখ্যুঃ সুবলশ্রাংসে বাগভূজানিধানং সন্তোগবিশেষোদ্বীপনং তাসাং মোহনার্থং কমলধুননং তু স্বমাধুর্ঘ্য রসামুধি-বিবর্ত্তনেন প্রত্যায়নম্, তত্র পিপতিযুগাং পুনরুত্তরণাভাব-জ্ঞাপনার্থং বৈজয়ন্তাদি-বস্ত্রবেশোভাভূতাবনং তু স্বস্ত নির্জনবৃন্দাবনবাসাসক্তহৃজ্ঞাপনয়া নির্বিরোধবিলাসবিশেষলসোৎপাদকম্। তদেতচ্চ সর্বং তাসাং সঙ্গমনঙ্গীচিকীর্ষোরপি তন্ত তাসাং মানসসন্তোগাবেশবৈশিষ্ট্যজননার্থম্, তচ্চ শীঘ্রমেব দেহান্তর-প্রাপণয়াহ্নৈব বৃন্দাবনপ্রকাশবিশেষে ব্রজহৃন্দরীণামিব স্বসাক্ষাৎসন্তোগপ্রাপকমেবেত্যবসেয়ম্ ॥

৩৩। চটুলতয়া নাগরিমোচিতচাপল্যেন। ততো বিস্তৃতচন্দ্রিকাতোহপি সিতং যৎ হসিতং তেন হঠাদাকৃষ্টো নবঃ সুধার্য আসারো ধারাসম্পাতো যেন সঃ। বসুধায়াং সারঃ শ্রেষ্ঠঃ। পঞ্চবাণপ্রপঞ্চ ইতি হঠাদেব রস-সমর্পণ-শক্ত্যাহু-

৩২। (এইরূপে কিকিৎ দূর থেকে নির্বিশেষ শ্রামধামমাত্রও পরমরোচকরূপে প্রকাশ পাওয়াতে ওঁর অনুসন্ধান তৎপর হয়ে নিকটে গমনপরা তাঁদের সবিশেষ-স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-চমৎকার বলা হচ্ছে—‘লাবণ্যোতি’।)

অতঃপর, লাবণ্যোর্মীর মতো বাগ হস্ত সখা সুবলের স্বক্কে ধারণ করে, দক্ষিণ হস্তে যুবতীর মতির মতো এক কমল ঘুরাতে ঘুরাতে শ্রীবৎস চিত্তে লক্ষিত, কনকবসন পরিহিত, ময়ূরপুচ্ছ - বৈজয়ন্তী গুঞ্জামালাধারী, গৈরিকাদি ধাতুতে পত্রভঙ্গরচনামণ্ডিত এক শ্রামধাম তাঁদের নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন।

৩৩। নাগরিমোচিত চাপল্যে বিস্তৃত, ও তাঁদের জ্যেৎস্না থেকেও শুভ্র হাসিতে হঠাকৃষ্ট নবসুধার ধারাবর্ষণকারী, জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদস্বরূপ, লাবণ্যসারের মতো সেই শ্রামধাম যদি এইরূপে ভাবময়ীদের নয়নের অতিথিভাব প্রাপ্ত হলেন তখন ভাবোন্নত মনা তাঁরা চমৎকৃত হয়ে বিচার করতে লাগলেন—

এ কি লীলানৃত্যোত্তম কোনও নট, কিম্বা মূর্ত্তিমান্ কামদেব, কিম্বা অহহ এ কি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রস, কিম্বা তনুমান্ প্রেমানন্দ, কিম্বা এ কি শরীরী বিলাস—এইরূপে মনোমধ্যে কত-না তর্ক অহো ঘুর ঘুর করতে লাগল।

৩৪ । এবং বিতর্কয়ন্ত্যোহসাধ্বসসাধ্বসগসাহসহসদমুরাগগ্রহ-গ্রহণনিগৃহীতমানসা মানসারাঃ ॥

৩৫ । ক্রমেণ— চিত্তাদ্বাহুং গত ইব পুনর্বাছতো বা প্রবিষ্ট-
শ্চিত্তং চিত্রং যুগপদুদয়ী কিম্ চিত্তে বহিষ্চ ।
ইথং তর্কাকুলিতমনসো মীলতুমীলদক্ষং
চিত্তে সাক্ষাদপি চ তমথালোকয়ন্ত্যোহভিসম্প্রঃ ॥

৩৬ । কিঞ্চ, অম্নাত্যুপায়নবিরাজি-করাজ্জকোষা-শ্চেতোহভিলাষফলদা ইব কল্পবল্লীঃ ।
দিব্যোষধিব্রততিকাননবজ্জলন্তী-রালোক্য তাঃ সরসমেতদুবাচ কৃষ্ণঃ ॥

ভাবাৎ । আত্মো রস ইতি তৎসমর্মকত্বেহপি তদভিন্নত্বেনৈব প্রতীতেঃ । প্রেমানন্দ ইতি তত্রাপি তৎস্বত্বাৎপর্ষে-
ণৈব তত্র স্বাভাবিক-তাদৃশ-সপ্রবৃত্তি-সুখোদয়-দর্শনাৎ । বিলাস ইতি ততো জনিস্থমাণস্তাপি তাদৃশবিলাসস্ত তদানীমেব
তদ্বাদ্যোদ্যোদ্যনৈব সাক্ষাৎকারাৎ । জুঘূর্নু ইতি তথাভূততর্কানামপি প্রত্যেকং সমস্ত-সাধর্ম্যাগ্রহণাসামর্থ্যাদপর্ষাপ্তত্বমেবেতি
ভাবঃ ॥

৩৪ । অসাধ্বসেন নিঃসঙ্কোচে ন সাধু উত্তমং যদসমসাহসগতিবৃহত্তম-সাহসং তেন হসন্ প্রফুল্লোহমুরাগ এব
গ্রহস্তস্ত গ্রহণেন নিগৃহীতং মানসং যাসাং তাঃ, যতো মানসারা গানো জ্ঞানং রসানুভব ইতি যাবৎ, স এব সারো বলং
যাসাং তাঃ । যদ্বা, মেতি নিষেধে, ন সারা ন, অপি তু সারাঃ শ্রেষ্ঠা এবত্যর্থঃ ॥

৩৫ । কিঞ্চ তাসাং তদানীং তদাবেশোদ্রেকেনৈব স্মিত্যবৃত্তয়ন্তম্য এবং বভূবুরিত্যাহ—বহির্বহিরনুসন্ধানে চিত্তাদি-
ত্যাди: প্রথমঃ, অন্তরনুসন্ধানে বাহুত ইত্যাদি দ্বিতীয়ঃ, ক্রমেণেতাশ্চ উভয়ত্রৈব সম্বন্ধঃ । বিস্ময়েনৈকর্দেবোভয়ত্রানুসন্ধানে
চিত্রমিত্যাদিস্তৃতীয়শ্লোকঃ । মিলন্তী চিত্তে দর্শনার্থং উন্মীলন্তী, বহির্দর্শনার্থমক্ষিপী যত্র তক্ষ্যথা শ্রান্তথা । তৃতীয়শ্লোকশ্চৈব
সত্যনিশ্চয় ইত্যাহ—চিত্ত ইত্যাদি ॥

৩৬ । কল্পবল্লীরেব তাসাং কান্তিসাধর্ম্যস্তাপি প্রাপ্ত্যর্থং বিশিনষ্টি—দিব্যোষধীতি ॥

৩৪ । এইরূপ সঙ্কোচশূন্যতা ও অতিভারী সংসাহসের দ্বারা উজ্জলীকৃত অনুরাগগ্রহের দ্বারা গ্রস্ত
হওয়াতে বশীকৃত মানসা, রসানুভব-বলে বলবতী ব্রাহ্মণীগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির কৃষ্ণ-তন্ময়তায় মনে মনে
বিচার করতে লাগলেন—

৩৫ । ক্রমে যেন কৃষ্ণ চিত্র থেকে বাইরে গত, পুনরায় বাইরে থেকে চিত্তে যেন প্রবিষ্ট, পুনরায়
অহো কি আশ্চর্য যুগপৎ কি চিত্তে ও বাইরে উভয়ত্র একই সঞ্জে প্রকাশিত হয়ে অবস্থিত—এইরূপ
তর্কাকুলিত মনে চিত্তে দর্শনার্থ নয়ন নিমীলন এবং বাইরে দর্শনার্থ নয়ন উন্মীলন করতে করতে চিত্তে
সাক্ষাৎ দর্শন হতে থাকলেও কৃষ্ণের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁরা ।

৩৬ । আরও, অম্নাদি উপায়নে শোভমান করকমলকুঁড়ি বিশিষ্টা, ও চিত্তাভিলাষরূপ ফলদায়ী
কল্পলতাসদৃশা তাঁদেরকে অঙ্গকান্তিতে দিব্যোষধিলতা-কাননবৎ বলমল করতে দেখে কৃষ্ণ সরসভাবে
এরূপ বললেন—

৩৭ । ‘হন্ত স্বাগতমাস্ততাং মৃগদৃশো ধৃত্যঃ স্ব যুয়ং মহান্
সম্ভাবো ময়ি বঃ স্বয়ং যত ইতঃ প্রাপ্তা গৃহীর্হোদনম্ ।
এতং প্রত্যুপকর্তৃতাস্তি ন মম স্বেনৈব ভাবেন বঃ
সন্তোষঃ পরিপুষ্টিমিতু নিতরামানুগ্যমপ্যস্ত মে ॥’

৩৮ । ততশ্চ তাঃ শরদমৃতমযুখ-বিগলদমৃতবিন্দুবিন্দুমধুরকল-বিকস্বর-স্বরপরিমলপরিমলন-কর্ণরম-
ণীয়ং রমণীয়ং তাৎপর্যপার্য্যবসান-বিরহেণ সামান্যতো মায়াতোদারপ্রণয়-প্রণয়নপরিমল প্রমুদিত-মুদিতমস্ত
নিশম্য কৃতার্থম্ভা ইব নয়নকমল-নির্বাথনেন নির্বাথনেন তমস্তুহাদি নিবেশ্য ভুজলতাভ্যাং জলতা-

৩৭ । হন্তেতি আস্ততামিতি ধৃত্যঃ স্ব । সম্ভাবো ময়ীত্যাदि । যতপি ভাগ্যমোৎসুক্যাহুরূপমেব প্রথমতো বচনম্,
তদপ্যেতৎপ্রত্যুপকর্তৃতাস্তি, ন মমতোস্ত একটার্থ এব প্রকটতাৎপর্য্যং প্রকটস্বীকারসূচকমেব, বস্তুতস্ত তাদৃশকামো-
দীপন-স্বরূপচেষ্টাদর্শনপ্রদানেনাস্ততামিতি স্বপার্শ্বে এবোপবেশপ্রদানেন চ সত্যবাক্য তস্তান্তঃস্বীকার এব ব্যঞ্জিতঃ ।
বো যুস্মাকং স্বেনৈব ভাবেনেতি, ন তু তদুচিতেন ময়া করিস্থমাগেন ভাবেনেত্যর্থঃ । বস্তুতস্ত ময়া তাদৃশতা ভাবস্ত
প্রাপ্তুমেষাশক্যত্যাং (ভা০ ১০।৩২।২২) “ন পারয়েহং নিরবন্তসংযুজাম” ইত্যাদ্যন্ত্যা গোপীষিব যুস্মাষ্মপ মম ঋণিত-
মেবেতি ভাবঃ ॥

৩৮ । ততশ্চ তা অস্তোদিতং বচনং নিশম্য নয়নকমলস্ত নির্বাথনেন ছিদ্রেণ তমস্তুহাদি নিবেশ্যাহুরাগসুমনোভরেণ
সমর্চয়াক্রুঃ । উদিতমেব স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণাভ্যাং ক্রমেণ বিশিনষ্টি—শরদমৃতমযুখাং শরদচন্দাদবিগলতোহমৃতস্ত বিন্দু-
বিন্দুতোহপি মধুরং সুস্বাদু চ, তৎ কলঃ কোমলো বিকস্বরঃ স্পষ্টশ্চ বঃ স্বরঃ কলঃ, স এব পরিমলস্তু পরিমলনে
ধারণেন কর্ণরমণীয়ঞ্জেতি ৩৭ । রমণীয়ং রমণীয়তি তদভীষ্টদানে পর্য্যপ্নোতীতি ৩৭ । নহেতৎ প্রত্যুপকর্তৃতাস্তি ন মমে-

কৃষ্ণের স্বাগতপ্রশ্ন ও অঙ্গীকার :

৩৭ । ‘হে মৃগলোচনাগণ ! অহো, তোমাদের সুখে আগমন হয়েছে তো, এসো বসো, তোমরা
ধন্য । আমাতে তোমাদের মহান্ সম্ভাব দেখা যাচ্ছে, যেহেতু অন্ন নিয়ে এখানে স্বয়ং এসেছ । তোমাদের
এ উপকারের প্রত্যুপকার করবার আমার কিছু নাই । তোমাদের নিজেদের ভাবের দ্বারাই তোমাদের
সন্তোষ পরিপুষ্টি প্রাপ্তি হউক । এতেই আমার ঋণ একান্তভাবে শোধ হয়ে যাউক ।’ (‘আমার করবার
কিছু নাই’ এতে বাইরে অস্বীকারের ভাব প্রকাশ হলেও বস্তুতস্ত তাদৃশ কামোদীপন-স্বরূপচেষ্টা দর্শন
প্রদানের সহিত ‘এসো বসো’ এরূপ কথায় স্বপার্শ্বেই উপবেশন প্রদানের ভাব প্রকাশ করায় অন্তঃস্বীকার
ব্যঞ্জিত হ’ল ।)

ব্রাহ্মণীগণের অনুরাগপুষ্পাঞ্জলী প্রদান :

৩৮ । অতঃপর শারদচন্দ্রে থেকে ক্ষরিত বিন্দু বিন্দু অমৃত থেকে মধুর, কোমল, স্পষ্ট, শ্রবণে
কর্ণরমণীয়, যথেষ্ট অভীষ্টদান রহিততায় সামান্যভাবে আদর হেতু যেন সবিস্তৃতভাবে প্রকাশনপর প্রণয়
মাখান, ও পরমানন্দজনক শ্রীকৃষ্ণ-কলকণ্ঠ-পরিমল শ্রবণ করে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন এইভাবে
তাকে নয়নকমলছিন্নপথে হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়ে জীবীভাবে আপ্নত-গতব্যর্থ ও নম্রতায় সান্নিহিত

ভ্যাঙ্কিতেন মনসা নমনসাস্ত্রেণ পরিবৃত্ত্য সৌরভ্যসৌভাগভূতানুরাগসুমনোভরণে সমর্চয়াক্ষত্রেঃ ॥

৩৯ । তদনু দমুজদমনো মনো মোহয়ন্নিব নিবরীযুতমানহৃদয়-সম্পাপতাপবিচিত-সাস্ত্রানন্দা দ্বিজ-
বরবধূরবধূতসকলকলনাঃ পুনরভ্যষত ॥

৪০ । ‘তদযাত দেবযজনং পতিদেবতাভি-যুগ্মাভিরক্ষরমমী পরিপারয়ন্ত ॥

মম্মুর্তিমক্ষরময়ীমপি যে ভজন্তে, মামেব তেহপি কৃতিনঃ পরিতোষয়ন্তি’ ॥

৪১ । ইতি তদমৃতময়ুখবিশ্বতোহবিলম্বলক্ষ্মমানকাল কালকূটকূটমিব মধুরতরমনোহরাং শ্রীবদনা-
দনাস্বাদনীয়ং কটুতরমালপিতমালপীতবাসসস্তম্ভ নিশম্যাশম্যাম্যামাশা মাশান্তিরপ্যজনি ॥

৪২ । যথা—দীর্ঘাতিদীর্ঘতর-সংশ্রবণাশুচিহ্না, সম্ভানপল্লবিতকোরকিত-প্রতানাম্ ॥

আশালতাং বিফলতামুপসাদয়ন্তী, সা তস্মৈ বাগ্ দ্বিজবধূবিধূরীচকার ॥

ভূতঃ কথং রমণ্যভীষ্টদানে পর্যাপ্তিঃ? তত্রাহ—তাৎপর্যেতি । তস্মৈ তাৎপর্য (ভা. ১০.২৩২৮) “তদযাত দেবযজনম্”
ইত্যন্তরবাক্যানুসারেণাভিহিতার্থে এব যৎপর্যবসানং তস্মৈ বিরহেণ তদ্বিনেতব্যঃ । কিন্তু আশ্রয়তামিত্যানুসারেণ শাস্ত্র-
তয়াদরণীয়ত্বেন য উদারঃ প্রশংসন্ত্য প্রশংসনপরং প্রকটনপরম্, অতএব প্রকটং যুদিতং যতন্তং । নির্বাখনেন হিঙ্গ্রণ,
নির্বাখনেন তৎপ্রাপ্ত্যা গন্তব্যত্বেন মনসা পরিবৃত্ত্য । কীদৃশেন? জলতাদ্রবীভাবস্তেনাভ্যাঙ্কিতেন ব্যাপ্তেন, ‘আহি
আযামে’ । নমনং নম্রতা তেন সর্বেণ ॥

৩৯ । নিবরীযুতামানোভ্যন্তং নিবর্তমানেন হৃদয়সম্পাপতাপ মানসজ্বরস্ত্যাপেন হেতুনা বিচিত উপচিতো বিবিধ-
বন্দীভূতো বা সাস্ত্র আনন্দো যাযাং তাঃ, অতএবাবধূতং খণ্ডিতং সকলকলনং সর্বব্যাপারো যাযাং তাঃ ॥

৪০ । ন চ মৎপ্রাতিকূল্যারোপসাত্রেণ পতয়ন্তে হেলনীয়া ইত্যাহ—মম্মুর্তিমিতি ।

৪১ । কালো যমঃ, তজ্জপং কালকূটকূটমিব; কৃতান্তানেনহসোঃ কালঃ” ইত্যমরঃ । আলবৎ পীতবাসসঃ; আলক-
হরিতালকে” ইত্যমরঃ; তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণ কটুতরমালপিতং বচনং নিশম্যা ক্রম্মা আসাং যজ্ঞপত্নীনামাশা অশমি, স্বয়মেব-
উপরতা নষ্টেত্যর্থঃ । কর্মকর্তার চিহ্ন । ততশ্চ মাশান্তঃ শোভানাশোহপ্যজনি, অভূং ॥

ভূজলতায় আলিঙ্গন করে সৌরভ্য-সৌভাগ্যপূর্ণ অনুরাগ-পুষ্পভারে অর্চনা করতে লাগলেন ব্রাহ্মগীগণ ।
কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানপর বাক্যবাণ :

৩৯ । অতঃপর দমুজদমন মানসজ্বরের অতিপ্রশমিত তাপ হেতু পুঞ্জীভূত সাস্ত্রানন্দযুক্তা দ্বিজ-
বধূগণের মন যেন মোহিত করতে করতে বললেন—

৪০ । ‘অতএব তোমরা দেবপূজাস্থানে চলে যাও । তোমাদের সঙ্গে মিলিত পতিদেবতাগণের
দ্বারা এই যজ্ঞ পরিপাট্যরূপে নির্বাহিত হউক । আমার যজ্ঞময়ী মূর্তিকেও যে ভজনা করে সেই ধার্মিক
ব্যক্তি আমাকেই পরিতুষ্ট করে থাকে ।’

বাক্যবাণে অধীরা ব্রাহ্মগীগণের প্রেম নিবেদন :

৪১ । এইরূপে অমৃতকিরণবর্ষী সেই মুখচন্দ্রমণ্ডল থেকে দ্রুত লক্ষ্যমান যমকালকূটরাশির মতো
অনাস্বাদনীয় অতি কটু বাক্য শ্রবণ করে আশাভঞ্জে তাঁদের অঙ্গশোভা বিনষ্ট হয়ে গেল ।

৪৩। অথ বিধুরিতবদনা-বিধুরিতবদনবরতমানন্দসন্দোহঃ মন্থমানাহমানানাদরাদরাহতহৃদয়েব
হৃদয়ে বহন্তী গুরুখেদমধিকসবাস্পগদগদগদনকলস্বরং স্বরঙ্গনাশ্রৈনিরিব বিচ্ছায়া সলিলকণভরমন্দাক্ষং
মন্দাক্ষং চ নির্বাস্ত নির্বাস্তমানদীপশিখেব মন্দপ্রভা প্রভাবৈকনিবদ্ধদৃষ্টিঃ শুশ্রুমাণকাকুদা কাকুদাক্ষিণ্যবতী
নিজগাদ ভূসুরনিতম্ববতীধিততিঃ ॥

৪৪। ‘অলমলমতিমাত্রং কর্কশেনামুনা তে, বচনবিলসিতেন প্রাণিমাত্রপ্রিয়স্তু।

নহি পুরুকরণানামেষ পস্থাঃ সুভব্যা, যদহহ পরমর্মচ্ছেদি-বাথজ্জমোক্ষঃ ॥

৪৫। অবধেহি, বধেহিতং মুঞ্চ মাদৃশাম্, মা দৃশাং নঃ সুখমপাকুরু ॥

৪৬। ঘটতাং বা কথমিদম্—

৪২। দীর্ঘাদপ্যতিদীর্ঘতরৈঃ সম্যক্ অবগৈর্ঘা অহুচিন্তা নিরন্তরভাবনা তস্তাঃ সন্তানেন বাহুল্যেন পূর্বমেব পল্লবিতঃ,
সম্প্রত্যস্ততামিত্যাস্তাংসেন কোরকিতশ্চ প্রতানো বিস্তারো যস্তাস্থতুভূতামপি ॥

৪৩। বিধুরিতো বদনবিধূষ্যস্তাঃ সাহনবরতমানন্দসন্দোহমিতবৎ গততুল্যং মন্থমানা অমানঃ পরিমাণরহিতো-
হনাদরো যস্তাঃ সা, অদর অনল্পমাহতং প্রাপ্তাঘাতং হৃদয়ং যস্তাঃ সা। স্বরঙ্গনা স্বর্গনারী বিচ্ছায়া ছায়ারহিতা কান্তিরহিতা
চ। সলিলানাং কণভরৈর্মন্দে অক্ষিণী যত্র তদ্যথা স্তাস্তথা, প্রকৃষ্টেন ভাবেন একত্রেব নিবদ্ধা দৃষ্টিযন্তাঃ সা, চিন্তাহু-
ভাবোহয়ং শুশ্রুমাণ কাকুদং তালু যস্তাঃ সা; “তালু তু কাকুদম্” ইত্যমরঃ ॥

৪৪। সুভবাঃ সুমঙ্গলঃ ॥

৪৫। মাদৃশাং মধিধানাং বধে মারণে ঈহিতমিচ্ছাং মুঞ্চ। নহু কোহত্র বধোহিবগতঃ? তত্রাহঃ,—নোহিদ্ভাক্ষং
দৃশাং নেত্রাণাং সুখং মা অপাকুরু, হৃদ্যর্শনং বিনা মরিয়াম এবেতি ভাবঃ ॥

৪২। ব্রজজনমুখে দীর্ঘ হতেও দীর্ঘতর কৃষ্ণকথার স্মৃষ্টু অবগাস্তর তার নিরন্তর চিন্তন বাহুল্যে
পল্লবিত, সম্প্রতি ‘এসো বসো’ ইত্যাদি আশ্বাস বাক্যে কোরকিত ও বিস্তারিত আশালতার বিফলতা প্রাপ্তি
করানো এ-কথা সেই দ্বিজবধুগণকে হুঃখে অধীরা করে তুললো।

৪৩। অতঃপর হুঃখে ম্লান বদনা, অনবরত আনন্দসমূহ গততুল্য মন্থমানা, অপরিমিত
অনাদরযুক্তা, হুঃসহ আঘাতে জর্জরিতা, হৃদয়ক্ষেত্রে বিষম হুঃখ বহনকারিণী, অশ্রুজলকণা-ভারে স্তিমিত
নয়না, স্বর্গের দেবীগণ যেরূপ ছায়ারহিতা সেইরূপ কান্তিরহিতা, নিবু নিবু দীপশিখার মতো মন্দপ্রভা,
ভাবাবেগে স্থিরদৃষ্টি, শুশ্রুমান তালুযুক্তা, কাকুদাক্ষিণ্যবতী ভূসুরনিতম্ববতীগণ লজ্জা নির্বাসন দিয়ে অতি
সবাস্প গদগদ কলকণ্ঠে বলতে লাগলেন—

৪৪। ‘প্রাণীমাত্র-প্রিয় তোমার এককর্কশ বচনবিলাসের কোনও প্রয়োজন নেই, লেশমাত্রও
প্রয়োজন নেই। পূর্বকরণাময়ের এ নহে সুমঙ্গল পস্থা—অহহ, যার জন্তু পরমর্মচ্ছেদি এ-বাকুবজ্র
নিক্ষেপ হল।

৪৫। অবধানপূর্বক শোন, মাদৃশ জনের বধের চেষ্টা ছার, আমাদের দর্শনসুখ দূর কর না।

ন শিখরিশিখরেভ্যো নির্গতাঃ শৈবলিঙ্গঃ, পুনরপি বিনিবৃত্তা হস্ত তানাত্ময়ন্তে ।

অপি তু সমুপসীদন্ত্যেব রত্নাকরাস্ত-র্ন ভবতি নিরপেক্ষস্তাস্থ রত্নাকরোহপি ॥

৪৭ । নিক্ষিপ্তনপ্রিয় কিঞ্চন প্রিয়মস্মাকং ন ভবন্তুমন্তরেন, কথমথ মথন মুরস্ত রস্তামেতু নঃ পুনরগারগমনম্ ॥

৪৮ । যতঃ, ন ঘনতরতমোহন্তর্ভ্রাস্তিবিভ্রাস্তমার্গা, জহতি শূকৃতপাকাং প্রাপ্তমালোকমুচ্চৈঃ ।

ন বিধিবিলসিতেনায়ত্তমাসাদিতায়া, বিদধতি জন্মাক্ষা দিব্যদৃষ্টৈরপেক্ষাম্ ॥

৪৯ । হস্ত হস্তরঘনস্ত তব বচনমিদং ন মিদং জনয়তি, নয়তিলক ! তব সংশ্রবঃশ্রবস্ত শ্রবণপুটে জাগরুকমেবাস্তে । তদমুস্মর স্মর-সহস্রসহস্রবর্ণকারিরূপসৌন্দর্য্য নিশাময় যদনু বদামো দর দামোদর মদরন্ধনমপাকৃত্য ॥

৪৬ । শৈবলিঙ্গো নগুস্তান্ শিখরিণঃ ॥

৪৭ । হে মুরস্ত মথন ॥

৪৮ । ন ঘনেত্যপ্রস্তুতপ্রাশংসয়া কৃষ্ণবিরহস্ত তদন্তঃ তদ্ব্যাকুলতয়াশ্চ ভ্রাস্তিৎ সঙ্গপায়স্ত মার্গতঃ কৃষ্ণস্ত হ্যালোক-
স্মারোপিতম্ । যত্র চ কথঞ্চিদধীরতারুপদৃষ্টিবলদালোককৈনরপেক্ষাহপি যৎকিঞ্চিদগমনসামর্থ্যং সম্ভবেদপীত্যন্তথৈব
পুনরাহঃ,—ন বিধীতি । বিধিবিলসিতেন ভাগ্যবৈভবেনৈব কত্রী আসাদিতায়াঃ প্রাপিতায়া দিব্যদৃষ্টৈরপেক্ষাং জন্মাক্ষা
জন্মাক্ষা ন কুর্বন্তীতি স্বেষাস্ত মূলত এব তদবিরহনিধুর্তর্ধৈষণাং জন্মাক্ষয়ম্, ততশ্চ দিব্যদৃষ্টিং কৃষ্ণস্ত । যথা, তদ্রূপ-
গন্ধশব্দাণ্ডনমুভবিৎ স্বেষাগন্ধঃ তৎপার্ষস্থিতেদিব্যদৃষ্টিভ্যম্ ॥

৪৯ । হে অঘস্ত হস্তঃ! মিদং স্নেহম্, সংশ্রবসাং যশসাং শ্রবঃ শ্রবণম্ । স্মরসহস্রস্ত সহসন্তেজসঃ শ্রবণং চ্যোতনং
কর্তুং শীলমস্ত, তাদৃশং রূপসৌন্দর্য্যং যস্ত হে তথাভূত । পূর্বস্ত সহস্র-শব্দস্ত (পা০ ৮।৪।৪৭) “অনচি চ” ইতি সকার-

৪৬ । এ অঘটন ঘটবেই বা কি করে—পর্বতশিখর থেকে নির্গত নদী হায় হায় পুনরায়
উল্টা পথে ফিরে গিয়ে সেই তাকেই আশ্রয় করে কি ? করে না । পরন্তু রত্নাকর-গর্ভে গিয়েই অবসান
প্রাপ্ত হয় । সমুদ্রও তাঁদের প্রতি নিরপেক্ষ হয় না ।

৪৭ । হে নিক্ষিপ্তন-প্রিয় ! তোমা ছাড়া কেউ আমাদের প্রিয় নয়, তাই বলছি হে মুরমথন,
পুনরায় গৃহে গমন কি করে আমাদের রসজনক হতে পারে বলতো ।

৪৮ । যেহেতু, অতি অন্ধতামিশ্র মধ্যে ভুল বশতঃ বিপরীত পথগামি জন শূকৃতিবশে প্রাপ্ত
উজ্জল আলোক কখনও-ই ত্যাগ করে না । ভাগ্যবশে অযত্নে প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টির উপেক্ষা জন্মাক্ষ ব্যক্তি
কখনও-ই করে না ।

৪৯ । হায় হায়, অঘহস্তা ! তোমার এ কথা স্নেহ প্রকাশক হচ্ছে না । হে স্রায়নীতিবিশারদ !
তোমার যশের শ্রবণ আমাদের কর্ণপুটে এখনও জাগরুক রয়েছে । তাই বলছি, হে মদন-সহস্রের
তেজস্রাবী রূপসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, তোমার মাধুর্যের কথা একবার ভেবে দেখ । অতঃপর আমরা যা বলছি
হে দামোদর, বিনা গর্ব ত্যাগেই না হয় কিঞ্চিৎ শোন ।

৫০ । সকুদপি ভজতে যো যন্তবাস্মীতি বক্তি, তাজসি ন তমিতীয়ং পাল্যতাং স্বপ্রতিজ্ঞা ।

প্রকটকটুকঠোরৈঃ কর্মভিঃ কণ্টকাভৈঃ, গৃহগহনমপাশ্রোপাশ্র দাশ্রো ভবামঃ ॥

৫১ । কিঞ্চ, সংগৃহস্থ ন নঃ কদাপি পতয়ো মুঞ্চস্ত বা বান্ধবাঃ

স্বীকুর্ষস্ত ন মাতরো ন পিতরো ন ভ্রাতরো ন প্রজাঃ ।

কামং বোপহসন্ত হস্ত সৃজনা নিদন্ত বা দুর্জনা-

স্বংপাদাশ্রুজসেবয়া বপুর্নিদং নির্বাণয়িষ্যামহে ॥

৫২ । তদেবং দেবং নিবেদয়ামো দয়া মোপেক্ষণীয়াপেক্ষণীয়া নো মনোরথপূর্তিঃ ॥

৫৩ । তথা হি—অঙ্গীকুরুষ কর্ণার্ণব নঃ প্রপন্নাঃ, সম্মোদয়স্ব মদয়স্ব দয়স্ব দেব ।

পাদারবিন্দদলদোলনবিপ্রকীর্ণং, নির্মাল্যমাল্যমুরসা শিরসা বহামঃ ।’

দ্বিভেন, পরন্তু তু “বা শরি” ইতি সভেন দিসকারপ্রবণম্ । দর ঈষদেব যদহু পশ্চাদ্বেদামঃ । কিং কৃত্বা ? মদরন্ধনং স্বগর্ব-
খণ্ডনমপাকৃত্য দুরীকৃত্য গর্বং ধ্বংসেবেত্যর্থঃ ॥

৫০ । সকুদপীত্যৈশ্বৰ্যজ্ঞানমাসাং মাথুরত্বাদশ্রোব, কিন্তু ভগবৎকৃপাসিদ্ধানাং ত্যৈব সমর্থ্যথ্যরত্নাদয়াম্মাশ্বৰ্যজ্ঞানা-
চ্ছন্নমেব । যদা, (ভা০ ১০।২৯।৩৭) “শ্রীশ্রীপদাশ্রুজরজস্কমে” ইত্যাদিবাম্মাশ্বৰ্য্যকুশীলনবিগর্হোৎপাদবিরহাদাবৈশ্বৰ্যজ্ঞানশ্চ
ন মাথুর্যাবরকত্বং শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-বাখ্যান-দৃষ্ট্যংবসেয়মিতি । ‘প্রকটকটু-’ ইতি গৃহগহনমিত্যশ্চ বিশেষণম্ ॥

৫১ । নির্বাণয়িষ্যামহে সমাপয়িষ্যামহে ॥

৫২ । দয়া কৃপা মা উপেক্ষিতুং যোগ্য্য ॥

৫৩ । সম্মোদয়স্ব প্রথমমঙ্গীকারেণৈব সংহৃষ্টাঃ কুরুষ, মদয়স্ব, ততঃ স্ববিলাসসীধুবৃত্ত্যা মন্তাঃ কুরু, এবং দয়প্রেতি ।

৫০ । যে একবার তোমার ভজন করে, যে একবার ‘তোমার হল্যাম’ বলে, তাঁকে তুমি
ত্যাগ কর না—তোমার এই নিজ প্রতিজ্ঞা পালন কর । প্রকটকটুকঠোর ও কর্মকণ্টকাকীর্ণ গৃহগহন
ত্যাগ করে হে আরাধ্য, তোমার দাসী হব আমরা । (মাথুরব্রাহ্মণী বলে এদের ঐশ্বৰ্যজ্ঞান স্বাভাবিক
ভাবে থাকলেও ভগবৎকৃপাসিদ্ধা ব্রজবাসিদের সঙ্গগুণে সমর্থ্যরতির উদয় হেতু মাধুর্যজ্ঞানের দ্বারা এদের
এই ঐশ্বৰ্যজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়েছে ।)

৫১ । পতিগণ আমাদের কখনও-ই গ্রহণ না করুক, বান্ধবগণ ত্যাগই বা করুক, মাতাপিতা-
ভ্রাতা-পুত্র-সৃজনগণ হায় হায় স্বীকার নাই বা করুক, সৃজনগণ হায় হায় যথেষ্ট উপহাস - দুর্জনগণ
নিন্দাই বা করুক—আমরা কিন্তু তোমার পাদাশ্রুজ সেবাতেই এই দেহ সমাপন করব ।

৫২ । তাই নিবেদন করছি—হে দেবতা, তোমার কৃপাদেবী উপেক্ষার যোগ্য নয় । আমাদের
মনোরথপূর্তিও অপেক্ষার যোগ্য নয় ।

৫৩ । তথা হি—হে কর্ণার্ণব দেব, শরণাগত আমাদের অঙ্গীকার কর । অতঃপর নিজ
বিলাসামৃত-বৃষ্টিদ্বারা মত্ত কর, দয়া কর । আমরা তো তোমার পদারবিন্দদলদোলনে চতুর্দিকে ছড়ান
নির্মাল্য বক্ষে-শিরে বহন করব ।’

৫৪ । তদা তদাকর্ণে কৰ্ণনৈয়মাধুরীধুরীগবচনানাং নানাজ্জরজ্জি-পুলকাবলীনাং লীনাস্তরীণ-
ভাববিশেষাণামশেষাণামপি মুখমালোক্য মধুরতরসিতস্মিতস্পতিাধরদলং রদলজ্জিতশিখরোহখরোহস্র-
সহস্রসহজমধুরাননো নিজগাদ শ্রীদামোদরঃ,—‘অয়ি সমাকৰ্ণয়ত কৰ্ণযতমানমোদা মোদারেণ হঠেন বো
ভূয়তাং ন বোভূয়তাং চ খেদঃ । অবধাতুমর্হন্তি শুভবত্যো ভবত্যো মদালপিতম্ ॥

৫৫ । শ্রবণকীর্তনচিন্তন-চাতুরী, কৃতধিয়াং যদি চারুতরায়তে ।
অপি পুরস্চরতো হি তদেক্ষণা-;ন্যম বশীকৃত্যে কৃতিনী ভবেৎ ॥

৫৬ । তদয়ি যাত নিরন্তরমাগ্না, কুরুত মেহনুগতিং গতিকোবিদাঃ ।
মদনুধাবনধূনিতবন্ধনা, ভুবনবান্ধবমেমুখ মাং ধবম্ ॥

নহু সত্যং নচিকীর্ষিতমেবার্থাধেব, অচিকীর্ষিতমপি ক্রতেতি ? তত্রাহঃ—পাদারাবন্দেতি ॥

৫৪ । কৰ্ণয়োৰ্ণেয়ং নেতুং যোগ্যং মাধুরীধুরীগং বচনং যাসাং তাসাং তদাকর্ণে প্রার্থনাশ্রবণে সতি নিজগাদ ।
নানাজ্জেষু রজ্জরজ্জিনা রজ্জে কৃষ্ণত্ৰাপি রজ্জনশীলা পুলকাবলী যাসাং তাসাম্ । আন্তরীণো ভাবঃ শৃঙ্গারময়ো রদৈর্দষ্টে-
র্লজ্জিতানি তিরস্কৃতানি শিখরাণি যেন সঃ ; ‘শিখরং পঙ্কদাড়িমবীজাভমাণিকো শিখরেহপি চ’ ইতি বিখঃ । অথর-
মতীক্ষ্মস্রসহস্রং কিরণসহস্রং যন্ত সঃ ; চন্দ্র ইব সহজমধুরমাননং যন্ত সঃ ; ‘কিরণোশ্রয়ুগাংস্ত-’ ইত্যমরঃ । কৰ্ণয়ো-
ৰ্যতমানঃ স্বাতুং প্রযত্নবান্ মোদো যাসাং তথাভূতাঃ সত্য এবাকৰ্ণয়ত, কৰ্ণয়োৰানন্দং নিবেশ্বেব শৃণুত, ন তু প্রস্তুতং
খেদং ধুত্বৈত্যর্থঃ । উদারেণ মহতা হঠেন বো যুস্মাকং মা ভূয়তাম্, তথা খেদশ্চ ন বোভূয়তাম্, ন পুনঃ পুনর্ভবতু ॥

৫৫ । হি নিশ্চিতম্, পুরস্চরতোহপি মমাগ্রেবতিনি ঈক্ষণাদ্দর্শনাং সকাশাদপি ॥

৫৬ । এমুখ প্রাপ্যথ ॥

কৃষ্ণের ব্রাহ্মণীগণকে তত্বোপদেশ :

৫৪ । কৰ্ণে নেওয়ার যোগ্য মাধুরীতে ভরপূর বাক্চাতুর্যবিশিষ্টা, নানাজ্জ রজ্জরজ্জিত-পুলকাবলী-
যুক্তা, অন্তরে গোপনে রক্ষিত অশেষ-বিশেষ ভাববতী ব্রাহ্মণীদের প্রার্থনা শ্রবণ করত তাঁদের মুখ
অবলোকন করে অতি মধুর শুভ্র মুচকি হাসিতে ধোয়া অধরদলসমন্বিত, পঙ্কদাড়িমবীজাভ - মাণিক্য
তিরস্কারী সুদন্তি, কোমল কিরণসহস্র বিকিরণকারী, ও সহজমধুর চন্দ্রবদন শ্রীদামোদর বললেন—কৰ্ণে
আনন্দপুর গুঁজে নিয়ে অবধানপূর্বক শ্রবণ কর—‘তোমাদের এক্রপ মহান্ হঠ করা ঠিক নয়, এবং বার বার
এক্রপ ছঃখ করাও ঠিক নয় । হে কল্যাণীগণ, তোমরা আমার কথা ধ্যান দিয়ে শোনার যোগ্য ।

৫৫ । শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণে সংযতমনা ব্যক্তির শ্রবণকীর্তনচিন্তন-চাতুরী যদি অতিশয় মনোরম-
ভাবে বিস্তার লাভ করে তবে আমার সম্মুখবর্তী জনের দর্শন থেকেও আমাকে বশ করতে কুশলী
হয়ে থাকে ।

৫৬ । তাই বলছি, অয়ি তত্ত্বনিপুণাগণ, তোমরা ঘরে যাও । নিরন্তর মনের দ্বারা আমাকে
অনুসরণ করে চল । আমার অনুসরণ বন্ধন খণ্ডন করে দেয় । এর দ্বারা ভুবনবান্ধব স্বামী আমাকে
প্রাপ্ত হবে ।

৫৭ । কিঞ্চ, ন ত্বাদৃশাং নৃজলুযাং ভবতীহ দেহে, যোগ্যো মমায়মতিমঙ্গলমঙ্গসঙ্গঃ ।

ভাবাভিধেন বপুষা রময়ধ্বমন্তু-র্ষদ্বো ময়াপি সুদৃঢ়ং মনসোপগৃঢ়ম্ ॥

৫৮ । কিঞ্চ, বিদেক্ষ্যন্তি ভবাদৃশীর্ন পতয়ো ময্যেকতানাঅনো

যেনানেন ময়াঅনা পতি-সুত-ভ্রাতাদয়োহিতিপ্রিয়াঃ ।

তস্মিন্নপিতচিত্তবৃত্তিষু জনঃ কো দ্বেষমীহিষ্যতে

হিৎসেকান্ মছুপেক্ষিতানিতি গতশঙ্কং গৃহে গম্যতাম্ ॥'

৫৯ । ইত্যেবমশেষবিশেষবিবিধবাচোযুক্তিবাচো যুক্তিমন্তু শ্রবণপুটকে নিধায় নিধায় পীযুষযুষমিব বচনং তদলঙ্ঘনং তদলঙ্ঘনং যুক্তমোবতি মত্বা পরমসমুৎকাঃ সমুৎকা মনো দত্ত্বা কামনোদত্বাদিদোষমবি-
গণ্য তদ্রূপলাবণ্যমাদায় দায়লক্কমিব সমুচিতবিনিময়াং, তেনৈব হৃদয়ে পুরিতে বহিরুদিতান্ হৃদয্যানিব

৫৭ । ত্বাদৃশাং ব্রাহ্মণজাতিমাত্রাণাং তত্র দোষভাগিত্তো বয়ং ভবাম ওমিতি চেৎ, তত্রাহ—অতিমঙ্গলং যথা স্তাস্তথা ন ভবতি । গোপজাতের্মম ব্রহ্মণ্যতয়াতিথ্যাতস্ত বিপ্রপত্নীসন্তোগঃ প্রায়ো লোকৈর্বিগীয়েতৈব । ততশ্চ তেষামঙ্গলং দুর্বীরমেব স্তাদিত্যভিপ্রায়ঃ । যদ্বপূর্বো যুগ্মকম্ ॥

৫৮ । নহু বন্ধুপত্যাদিরুক্তমর্ষাদায়ুল্লঙ্ঘ্যাত্রাগতবতীন্ত্যক্তা এবাস্মান্ন পুনন্তে গ্রহীষ্যন্তি তি ? তত্রাহ—বিদেক্ষ্যন্তীতি । যেন ময়া আঅনা কিঞ্চিদংশমাত্রৈণেবাত্মরূপেণ সতা এব পত্যাঃ প্রিয়াস্তস্মিন্ পরিপূর্ণাঅনি ময়ি ॥

৫৯ । তাদৃশবাচোযুক্ত্যেব বাগ্ যস্ত তস্তাশ্চ যুক্তিং ভাবাভিধেনেত্যাদিনা প্রাপ্তুপায়ং (পা০ ব০ ৯৭৯) 'বাগ্ দিক্-
পশুদ্যো যুক্তিদণ্ডহরেষু' ইতি অনুক্ । তদ্বচনং পীযুষমিব নিধায় পীত্বা 'ধেট্ পানে' তস্ত ধর্মস্থালঙ্ঘনং কৃষ্ণকর্ককং তন্মঙ্গলময়মলমতিশয়েন যুক্তমেবতি ঘনং সাক্ষং যথা স্তাস্তথা, মত্বা পরমসমুৎকা অপি সমুৎকা মুৎসহিতাঃ সন্তো মনো দত্ত্বা তস্মৈ স্বচেতঃ প্রদায় দায়লক্কমিব তস্ত রূপলাবণ্যমাদায় গৃহীত্বা । কিঞ্চ, তস্ত কামনোদত্বাদিদোষং কন্দর্প-

৫৭ । আরও, মনুষ্যজন্মের এই ব্রাহ্মণীদেহে গোপজাতি আমার অঙ্গসঙ্গ অতি মঙ্গলজনক হবে না । ভাবদেহে মনে মনে আমার সঙ্গে রমণ কর, যাতে আমিও সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে আছি মনে মনে ।

৫৮ । আমাতে নিবিষ্টমনা ভবাদৃশগণের পতিগণ বিদেহ করবে না । যে আমি অংশমাত্রে অমৃত্যুমীকরূপে আছি বলেই পতিসুতভ্রাতাদি অতি প্রিয় হয় সেই পরিপূর্ণধরূপ আমাতে যারা অর্পিত চিত্ত তাঁদেরকে কে দ্বেষ করতে ইচ্ছা করবে, কেবল আমার উপেক্ষিত জন ছারা । কাজেই শঙ্কা ছেয়ে দিয়ে ঘরে যাও ।'

৫৯ । এইরূপ কথার পর অশেষবিশেষ বিবিধ আলাপে যুক্তিযুক্ত বাক্যপ্রয়োগে পটু শ্রীকৃষ্ণের এই যুক্তি শ্রবণপুটে ধারণ করত পীযুষযুষের মতো পান করে এই বচন অলঙ্ঘনীয় ও অতিশয় সাক্ষ্যযুক্তিযুক্ত বলে মনে করলেন ব্রাহ্মণীগণ । পরমসমুৎসুকা-মানন্দিতা তাঁদের মন কৃষ্ণকে প্রদান করে দয়ালক্ক-সমুচিত বস্তুর মতো তাঁর রূপলাবণ্য হৃদয়ে গ্রহণ করত তাঁর বন্দর্প প্রেরণত্বাদি

কণ্টকান্ কণ্টকান্ সুখপ্রকোপঘনেষপঘনেষবিরতমাদধত্যো নিরর্গলগলদশ্রবঃ শ্রবদখেদশ্বেদসলিলপৃষতাঃ
পৃষতাক্যঃ কৃচ্ছ্রেণৈব পুরং প্রতি নিবরতিরে ॥

৬০ । অথ তত্র পুরা পুরামন্তরেষু নিরনুরোধরোধনপরান্ ধর্মধনপরান্ ধর্মবিপ্লবোহয়মিতি ভ্রমবিভ্রম-
বিহতবিচারানবনির্গীর্ষণান্ বাণানিব বিষদিক্কানবিগণ্য বহিভূতান্ তান্ যা কাচন বিপ্রবধূরবধূতভর্তৃ-
নিরোধা ভবিতুং ন শশাক, সা কিল যথাক্রতি ক্রতিথোপগতব্রজরাজযুবরাজযুবরূপলাবণ্যক্ষুরণরণ-
রণকনিধূতান্তঃকরণা করণান্তরশূণ্ণা তমিব সাক্ষাদদিতং দদিতং বিলোকয়ন্তীব তেনৈব বহিঃ ক্ষুরতেব
কৃতোপদেশাদেশাদ্দেশান্তরমিব যিযাসুঃ কৃতশুভমুহূর্তা মুহূর্তাদেব ব্রজলোকান্তরকান্তরতিরঙ্গে সংজিগমিষুঃ
প্রবলরতিমত্তয়া মত্তয়া তৎক্ষুরণরণসম্মুখীনয়া নয়্যাসাদিতমুচিতমপি তমপিধেয়ং তৎস্বরূপভাবং নিরন্ত

প্রেরণাদিকং বৈগুণ্যম্, আদি-শব্দাধিষ্যাস্তরৈবমুখ্যাধানং চাবিগণ্য। তেনৈব ব্রজপলাবণ্যেন সুখশ্রু প্রকোপেন
প্রাবল্যেন ঘনেষু নিবিড়েষপঘনেষু কণ্টকান্ রোমাঞ্চানাদধত্যঃ। হৃদযান্ হৃদয়ভবান্ কণ্টকান্ ঔৎকর্ষ্যরূপসূচ্যগ্রা-
নিব; “সূচ্যগ্রো ক্ষুদ্রশর্জো চ রোমহর্ষে চ কণ্টকঃ” ইত্যনরঃ। শ্রবন্তোহখেদেনৈব শ্বেদসলিলশ্চ পৃষতা বিন্দবো যাসু তাঃ
পৃষতাক্যো মুগাক্ষাঃ ॥

৬০ । সিংহাবলোকিত্যয়েন পূর্বকথাস্তরারম্ভে অথ-শব্দঃ। অবিনির্গীর্ষণান্ ভূদেবান্। যথাক্রতি গোপবালকবাক্য-
শ্রবণানুসারেণ কর্ণপথোপগতশ্চ ব্রজরাজযুবরাজশ্চ নন্দকুমারশ্চ প্রবলরূপলাবণ্যক্ষুরণরণরণকং প্রেমাত্মককামচিন্তা তেন
নিধূতং বৃত্তিরহিতীকৃতমন্তঃকরণং যন্তাঃ সা, অতএব কারণান্তরশূণ্ণা বহির্বিপ্যাপাররহিতা। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমেব অদ্বিত্যং
প্রাপ্তং তেনৈব দদিতেনৈব কৃত উপদেশঃ ‘সর্বপরিভ্যাগেনৈব বৃন্দাবনে ময়া সহ সখং রমস্ব’ ইত্যাকারকো যশ্চ সা।
ব্রজলোকান্তরে মধ্য এব কাস্তেন সহ রতিরঙ্গে সংজিগমিষুঃ সঙ্গাধিনী প্রবলা যা রতিমত্তা প্রেম তর্যৈব কত্র্যা নয়্য-

গুণৈবপরীত গণনা না করে রূপলাবণ্য আশ্বাদন জনিত সুখপ্রাবল্যে উথিত ঔৎকর্ষ্যরূপ সূচ্যগ্রের মতো
রোমাঞ্চ সুবলিত অঙ্গে অবিরত ধারণ করে নিরর্গল অশ্রুপাত করতে করতে হর্ষজনিত ঘর্মজলবিন্দু-
ধারিণী মুগাক্ষীগণ অতি কষ্টেই পুরীর দিকে ফিরে চললেন।

পূর্বকথারম্ভ :

৬০ । অতঃপর সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণের বিশ্রামাগারে ব্রজবালকগণ যেতেই অনুরোধশূণ্য
জ্বরদস্তি অবরোধে তৎপর, ধর্মধনপর, এ ধর্মবিপ্লব একরূপ ভ্রাস্তিবিলাসে বিচাররহিত ব্রাহ্মণগণের
বাণের মতো বিষদন্ধ বাক্য গ্রাহ্য না করে ঘর থেকে বহিভূত ব্রাহ্মণীগণের মধ্যে কোনও একজন যে
অতিক্ষিপ্ত স্বামী কর্তৃক আবদ্ধ হয়ে বাইরে বেরতে পারলেন না তিনি বালকদের মুখ থেকে যেমন
শুনেছিলেন সেই অনুসারে কর্ণপথোপগত ব্রজরাজযুবরাজের উচ্ছলিত রূপলাবণ্য স্মৃতিতে প্রাপ্ত হয়ে
প্রেমাত্মক কামচিন্তায় ত্রিযাশুণ্য অন্তঃকরণযুক্তা ও বহির্বিপ্যাপার রহিতা হয়ে সেই দয়িতকে যেন সাক্ষাৎ
প্রাপ্ত হয়েছেন এই ভাবে যেন বিলোকন করতে করতে স্মৃতিতে বাইরে আগত তাঁর দ্বারাই যেন
উপদৃষ্ট হলেন—‘অয়ি, তুমি সর্ব ত্যাগ করে বৃন্দাবনে আমার সঙ্গে বাস কর’। এই আদেশানুসারে
দেশান্তরে যাওয়ার ইচ্ছুক জনের মতো শুভক্ষণ দেখে নিয়ে ব্রজলোক মধ্যে কাস্তের সঙ্গে রতিরঙ্গে

রস্তুতমং তদঙ্গসঙ্গসঙ্গমকমানন্দঘনমপঘনমপরিবর্তিনমাপিতাপি তাসামগ্রতোহগ্রতোষণে তদঙ্গসঙ্গরঙ্গিণী সমজনীতি ন তচ্চিত্রম্ ॥

৬১ । ন হি তাদৃগ্নুরাগজনীনাং জনীনাং গুরুপরাধীনং পরাধীনং জীবনম্ । নিখিলসৌভগবতি ভগবতি স্বভাবজা ভাবজাগরুকতা হি ভাবিনীনাং ভাবিনী নাস্তুরায়ৈবিক্রান্তে, যেন খলু নখলুলিতললিত-লতাখণ্ডমিব তৎকালকালতাপত্তি বপুৰেব পুরেহবর্তত ॥

৬২ । জীবনসহিতঃ স হিতঃ স্বভাবো ভাবো ভগবদঙ্গসঙ্গসরসকলে বরে কলেবরেহনুপ্রবিষ্টো ব্রজ-কন্তাব্রজকন্তায়ৈন তৎসাহচর্য্যচর্য্যৈববাগামিনীষু যামিনীষু যাস্ততি ভগবদানন্দহেতুতামেব, কিমশক্যং

সাদিতং নীত্যা প্রাপিতং তৎপ্রাপ্ত্যাশাদানেন কারিতস্বীকারমিত্যর্থঃ । তাদৃশমুচিতং যোগ্যমপি অপিধেয়মনাচ্ছাণ্ডং তিরোধাপয়িতুমযোগ্যমপি তং প্রসিদ্ধং তৎস্বরূপভাবং তৎস্বরূপত্বং বিশ্রপত্বীভূমিত্যর্থঃ । নিরস্ত দুরীকৃত্য । রস্তুতম-পরিবর্তিনং পুনঃ পরিবর্তনশূন্যম্ ; অপঘনমঙ্গং প্রাপিতা ; তাসাং নিক্রান্তবতীনাং মপাগ্রতঃ । প্রবলরতিমস্তয়া কথজুতয়া ? মস্তয়া মমত্বেন তস্ত কৃষ্ণস্ত ক্ষুরণমেবোৎকণ্ঠ্য-দৈত্বনিবেদাদিতীক্ষ্ণাসংসর্গদময়ত্বাদ্রণো যুদ্ধং তত্র সম্মুখীনয়া তন্তদাঘাত-প্রাপ্তাবপি স্থিরয়েত্যর্থঃ । অগ্রতোষণে শ্রেষ্ঠানন্দেন ॥

৬১ । তাদৃশোহনুরাগস্ত জনিরূপপ্তির্ধাতু তাসাং জনীনাং স্বীগাম্যঃ ; “জনী সীমন্তিনী-বধোঃ” ইতি যেদিনী । পরঃ শ্রীকৃষ্ণতদধীনং জীবনং ন হি গুরুগাং পরাধীনং ভবতি । অতো গুরুনুরোধেন তস্ত জীবনং কথং স্থাতুমর্হতীতি ভাবঃ । নহু গুরুনিরোধোহস্তাঃ সাক্ষাদভগবদর্শনে সাক্ষাদস্তুরায়রূপোহভূদেবেতি ? তত্রাহ—নিখিলেতি । স্বভাবজা স্বাভাবিকী ভাবস্ত জাগরুকতা ; ভাবিনী জনিষ্ঠমাণা ভাবিনীনাং বনিতানাম্ । যেনাস্তুরায়বিষাতাভাবেন হেতুনা নখেম লুলিতং মদিতং ললিতং লতাখণ্ডমিবেতি যথা লতায়ঃ খণ্ডমাত্রস্ত ভজে লতানাশো ন সিধ্যতি, সময়ান্তরে চ তাদৃশখণ্ডশ্চোদগমো-হপি ভবতি, তথা তৎকাল এব কালতায়ঃ কালধর্মস্ত পঞ্চত্বাপত্তিঃ প্রাপ্তির্নস্ত তৎ ; “স্তাৎ পঞ্চতা কালধর্মঃ” ইত্যমরঃ ॥

৬২ । স ভাবো হিতঃ স্বাং ভামবতীতি সঃ, বরে শ্রেষ্ঠে ভগবৎস্বীকারোচিত কলেবরেহনুপ্রবিষ্টঃ । কীদৃশে ?

বিলাসার্থিণী হয়ে প্রবল প্রেম হেতু ও কৃষ্ণের ক্ষুরণরণ-সম্মুখীন হেতু নীতি অনুসারে প্রাপ্তি ও তিরোধাপনের অযোগ্য সেই বিশ্রপত্বীভাব দূর করে রস্তুতম কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গপ্রাপক, আনন্দঘন, ও পুনঃ পরিবর্তনশূন্য অঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে অন্ত্যান্ত গোপীদের পূর্বেই এক মুহূর্তে পরমানন্দে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরঙ্গিণী হলেন । এ কিছু আশ্চর্য নয় ।

৬১ । তাদৃশ অনুরাগের উৎপত্তি ষাঁদের ভিতর সেই স্ত্রীদের জীবন কৃষ্ণাধীন, স্বামীর অধীন কোনও ক্রমেই নয় । নিখিল সৌভাগ্যবান্ স্ত্রীকৃষ্ণে বনিতাদের স্বাভাবিকী ভাব-জাগরুকতা অন্তুরায়ের দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় না । যেমন নখমর্দিত কোমল লতার খণ্ডমাত্র ভজে লতা বিনষ্ট হয় না, সময়ান্তরে তাদৃশ খণ্ডের উদগম হয়ে থাকে, তেমনই সেই সময়ে কালধর্মে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত বপুই ঐ পুরীতে পড়ে থাকল ।

৬২ । ঐ ব্রাহ্মণীর নিজের কাস্তি পালনকারী মঙ্গলময় সেই ভাবদেহ তাঁর জীবনের সহিত ভগবদঙ্গসঙ্গ হেতু সরস কলাযুক্ত ভগবৎস্বীকারোচিত কলেবরে প্রবিষ্ট হয়ে—রাসারস্তুে অন্তর্গত হৈ নিরুদ্ধ

ভগবদ্ভ্যন্তরীণবতশ্চ ॥

৬৩ । ততশ্চ নিবিড়যোগধারণাকারণাকালশরীর-পরিত্যজাং পরমযোগিনামপি নাম পিহিতং বিদধানং সক্রদনুশীলিত-কৃষ্ণগুণগণনাজনিতরাগতরাগতদবলুলোকিষাভঙ্গভঙ্গমাত্রসাধনেন সা ধনেন তদনু-
ধাবনধাবনধূনিতবিবিধবন্ধনা ধবং ধনাদিকমপি ত্বীকৃত্য নিমেষমাত্রেন যন্তুত্যাগং বিদধে, তদবলোক্য
সচমৎকারমাকারমালিঙ্গভূতা নিভূতানির্বচনীয়নির্বেদবেদনপটুনা দ্বিজসমুদয়েন সমুদয়েন মুহুরনুতেপে ॥

৬৪ । যথা—
‘ধিগ্দ্দাক্ষ্যং ধিগ্দ্দারতাং ধিগ্ধিকাং বিজ্ঞাং ধিগ্দ্ভজ্ঞতাং
ধিক্ শীলং চ ধিগ্ধরাদিরচনাং ধিক্ পৌরুষং ধিগ্ধিয়ম্।
ধিগ্দ্ধ্যানাসনধারণাদিকমহো ধিগ্দ্ মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞতাং
শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়েন হীনমনসাং ধিগ্জন্ম ধিগ্ জীবিতম্ ॥

ভগবদঙ্গসঙ্গেন সরসাঃ কলা যত্র তস্মিন্ । ভজকন্তানাং বাসারম্ভে অন্তর্গৃহ্নিরুদ্ধানাং ব্রজসু সমুহসু কং তৎপ্রাপ্তিস্থখং
তন্নায়েন তাদৃশরীত্যা ॥

৬৩ । সক্রদেবানুশীলিতানাং কৃষ্ণগুণানাং গুণনা অভ্যাসস্তয়া জনিতো রাগতরো মহানুরাগস্তত্র সমুদ্রায়মাণে
তদবলুলোকিষেব ভঙ্গস্তরঙ্গস্তস্ত ভঙ্গমাত্রং ব্যাঘাতমাত্রমেব সাধনং তেন ধনেন ধনরূপেণ সা বিপ্রবধুস্তুত্যাগং বিদধে ।
কথন্তুতম্ ? তথা শরীর-পরিত্যজাং পরমযোগিনামপি নাম খ্যাতিং পিহিতমাচ্ছন্নং বিদধানং কুর্বাণম্ । ভঙ্গধাবনং
কৃষ্ণানুসন্ধানং তত্র ধাবনমতিশৈথ্যং তেনৈব খণ্ডিতবিবিধবন্ধনা; দ্বিজানাং সমুদয়েন সমুহেন । তস্যা যুক্তির্দর্শনাং যুদা-
মানন্দানাময়ো নাশস্তৎসহিতেন, ‘ই গতো’ ইত্যন্বাং; অন্তঃপে অস্থতপাত ॥

৬৪ । উদারতাং দানশীলত্বম্ ॥

ব্রজকন্তাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সুখের রীতিতে গোপীদের সাহচর্য আচরণের দ্বারা আগামিনী ষাষিনীভে
ভগবদানন্দ-কারণতা প্রাপ্ত হবেন ।

৬৩ । একবার অনুশীলিতা কৃষ্ণগুণের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে প্রাপ্ত মহানুরাগ সমুদ্রের কৃষ্ণ-
দর্শনেচ্ছারূপ তরঙ্গভঙ্গমাত্র (অর্থাৎ ব্যাঘাত মাত্ররূপ) সাধন ধনের বলে যে কৃষ্ণানুসন্ধান ব্যাকুলতায়
তাতেই খণ্ডিত হয়েছে বিবিধ বন্ধন যাঁর সেই ব্রাহ্মণী স্বামী ও ধনাদিকে তৃণবৎ মনে করে নিমেষমাত্র
তনুত্যাগ করলেন—এই অদ্বুত কর্ম পরমযোগী যাঁরা নিবিড় যোগধারণাদ্বারা অকালে শরীর ছেড়ে
দেয় তাঁদের খ্যাতিরও আচ্ছন্নকারী হল । এ দেখে আশ্চর্য্যবিত, চেহারায় মলিনতা প্রাপ্ত, এ একান্ত
অনির্বচনীয় নির্বেদ জ্ঞানার্চ্য দ্বিজসমুদয় নিরানন্দ অবস্থায় মুহুমুহু অন্ততাপ করতে লাগলেন ।

ব্রাহ্মগণের অন্ততাপ :

৬৪ । যথা—‘হায় হায় আমাদের ক্রিয়ানৈপুণ্যে ধিক্, দানশীলতায় ধিক্, বিজ্ঞাগরিমায় ধিক্,
আত্মতত্ত্বজ্ঞতায় ধিক্, ধিক্ আমাদের কোলিণ্ডে, ধিক্ আমাদের যজ্ঞাদি রচনায়, ধিক্ পুরুষাকারে,
ধিক্ বুদ্ধিতে, ধিক্ ধ্যান-আসন-ধারণাদিতে, ধিক্ মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞতায়—শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়ে হীনমনা আমাদের জন্মে
ধিক্, ধিক্ জীবনে ।

৬৫ । ন শৌচং ন বেদাধ্যয়ন-জপহোমাত্মশুকৃতি-
 ন সংস্কারো নাত্মশ্রবণ-মননাদি-ব্যবহৃতিঃ ।
 প্রসঙ্গেন প্রাপ্তে হরিশৃণুগণে কর্ণবিবরং
 তথাপ্যাসামীদৃশ্যবসিতিরহো প্রেমমহিমা ॥

৬৬ । যতোহমন্দা মন্দাক্ষহানিরবধীরিতাঃ সনাভয়ো ভয়োপেক্ষয়া পরাজিতা গুরুগুরুতা চাপলতা-
 ইপলতা গাঢ়োৎকর্ষণে নিরাকৃতা রজবতীরজবতী চেতোরতিশৃণুগণিব পতাপত্যসুহৃদনুরোধঃ কৃষানুগ্রহ-
 গ্রহগ্রস্তমন্তঃকরণং চ তাসামালোকি মালোকিতং কুত্রাপি তথাবিধং বিবিধং বিচিত্রম্ ॥

৬৭ । পুনরিয়ং সবিস্ময়া সা গোষ্ঠী বিপ্রাণাং বিপ্রাণাং তামবলোক্য ‘অহো অস্ত্যাঃ পুনঃ
 কিমাখ্যেয়ম্ । যতঃ,—

ষট্চক্রক্রমভেদখেদপটবো যোগেন যোগীশ্বরঃ
 কৃচ্ছ্রেণৈব বশীকৃতানিলজবা মুঞ্চন্তি জীবাসয়ম্ ।
 এষা তু প্রিয়দর্শনাভিলষিত-প্রস্থানবাধাবশাদ-
 যোগীশ্বেরপি দুর্গমং পদমগাং প্রেম্ণোহিদ্ধুতঃ প্রাক্রমঃ ॥

৬৫ । প্রেমমহিমেতি প্রেম্ণঃ শৌচাশ্রয়নপেক্ষত্বেন স্বতন্ত্রতয়া মাহাত্ম্যাম্, শৌচাদীনাস্ত তং বিনা ধিক্কারদায়িত্বমে-
 বেতি ভাবঃ ॥

৬৬ । প্রেম্ণোহিছুভাবনাহঃ,—অমন্দেতি । মন্দাক্ষহানিঃ কুলবধূত্বাদদুস্ত্যাজয়া অপি লজ্জয়াস্ত্যাগঃ; সনাভয়ো
 জ্ঞাতয়ঃ । পরাজিতা তিরস্কৃতা গুরুগুরুতা গুরুগৌরবম্ । চপলতয়াশ্চ অপলতাহননপ্রমাণতা, রজবতীনাম্ যুবতীনাম্
 স্বদ্রজচাক্ষল্যকৌতুকং তবতী চেতোরতিমিরাকৃতা ॥

৬৭ । বিপ্রাণাং বিগতপ্রাণাং ত্যাং নিরুদ্ধাম্ । জীবাসয়ং শরীরম্ । প্রিয়েতি ভগবতঃ কৃষ্ণসা পরমাত্মনির্ধারঃ,

৬৫ । না-শৌচ, না - বেদাধ্যয়ন-জপহোমাদিতে অধিকার প্রাপ্তি, না - দ্বিজাতি সংস্কার, না-
 আত্মশ্রবণ-মননাদি ব্যবহার—শুধু প্রসঙ্গক্রমে হরিশৃণুগণ কর্ণবিবর প্রাপ্ত হয়েছে, তাতেই এদের ঈদৃশ
 চেষ্ঠা, অহো প্রেমমহিমা ।

৬৬ । ভারী লজ্জার ত্যাগ, জ্ঞাতিগণকে উপেক্ষাকরণ, ভয়ের উপেক্ষাদ্বারা গুরুগৌরব তুচ্ছকরণ,
 গাঢ়োৎকর্ষণ হেতু চপলোচ্ছলতা, যুবতীদের মতো চাক্ষল্যকৌতুকবতী চিত্তবৃত্তির খণ্ডিতা অবস্থা,
 স্বামী-পুত্র-সুহৃদগণের অনুরোধ তৃণের মতো তুচ্ছকরণ, ও কৃষ্ণের অনুগ্রহগ্রহের দ্বারা অন্তঃকরণের
 অভিভূততা—এতসব অনুভাব দর্শন করলাম । তথাবিধ বিবিধ আশ্চর্য ব্যাপার কুত্রাপি দেখিনি ।

৬৭ । পুনরায় বিপ্রদের সেই গোষ্ঠী বিগতপ্রাণা সেই ব্রাহ্মণীকে দেখে বললেন—‘অহো এর
 কথা আর কি বলব ! কারণ, মূলাধারাদি ষট্চক্রের ক্রমভেদ জনিত শ্রমে পটু যোগীশ্বরগণ যোগের
 দ্বারা অতি কষ্টেই বায়ুবেগ বশ করে শরীর ত্যাগ করেন, আর এঁ কিন্তু প্রিয় দর্শনের জন্য
 অভিলষিত-প্রস্থানে বিলম্বশতঃ যোগীশ্বরগণেরও দুর্গম পদ প্রাপ্ত হলেন । প্রেমের গতি অতি অদ্ভুত ।

৬৮ । অস্মাকং বা দৌরাশ্চ্যং কিমাচক্ষ্মহে । যতঃ,—

দৃষ্টাহপি তে ভগবতোহনুচরা ন দৃষ্টাঃ; ঋত্বাপি যাচিতমমুশ্য ন চ ঋতং তং ।

তদিদমত্র মত্লামহে—

আসাং প্রসাদবিধয়ে হপি ধীমতাং ন-স্তেনৈব কিং ব্যরচি নো মনসো বিমোহঃ ।'

৬৯ । ইতি বিলপৎসু নিরালপৎসু নিরাবিলেন নির্বেদেন বেদেন ভূষিতেষু ভূষিতেষু ভূষ্যবরেষু ক্রিয়তা সময়েন সময়েনবরপ্রসাদপূর্ণাঃ পত্ন্যশ্চ সমাজগ্নুঃ ॥

৭০ । ততশ্চ তে ভগবদবলোকনানন্দনন্দদন্তঃকরণতয়া কৃতয়াহকৃতয়া শ্রিয়াহপূর্বমহসোহপরিমিত-
গুণান্ গুণান্ দধতীরিবাত্মাদৃশো দৃশোরুভয়েনাভয়েনাপীতপীতবসনরূপলাবণ্যামৃত-শীকরনিকরনিতাস্তো-
দ্বমনোহা মনোহারিণা হর্ষাশ্রলবলবণিমানমুদিগরন্তীঃ; পূর্বাভ্যাসাহভ্যাসাদিতনিজনিজসদনবেশা নবে-
শানুভববিকস্বরহৃদয়া দয়া ইব মূর্তিমতীর্মতীরিবাবিরতিরতিমতীরতিমতীয়স্তাকশুকৃত্য। বিনিবৃত্তা নিবৃত্তাখিল-

পরমাত্মতায়াক প্রিয়দ্বৌচিত্যাং তদঙ্গসঙ্গেহপি সিদ্ধাস্ততো ন দোষ ইতি ভেষাং পরামর্ষঃ সূচিতঃ ॥

৬৮ । অমুশ্য ভগবতঃ; তেনৈব ভগবতৈব ॥

৬৯ । বিলপৎসু ক্রমৎসু ক্ষণান্তরে চ নিরাবিলেন নির্মলেন নির্বেদেন নিরালপৎস্বালাপরহিতেষু সংস্র বেদেন বেদশাস্ত্রজ্ঞানেন ভূষিতেষলক্ষ্যেষু ভূবি পৃথিব্যামুষিতেষু সময়া নিকট এব ইনবরন্ত প্রভুবরন্ত ভগবতঃ প্রসাদেন পূর্ণাঃ ॥

৭০ । ততশ্চ তে ভূষরপ্রবরাস্তা নিরীক্ষ্য ধনাবাপ্তিতৃপ্তা ইবাভিজগ্নুঃ। তাঃ কথন্তুতাঃ? ভগবদালোকনানন্দেন নন্দন্তি সমুদ্বিমন্তি অন্তঃকরণানি যাসাং তন্তয়া কৃতয়া নিষ্পাদিতয়াহকৃতকয়া অকৃত্রিময়া শ্রিয়া শোভয়াহপূর্বমহসোহদ্বুত-
কাষ্ঠীঃ। হর্ষাশ্রলবাণাং লবণিমানং লাবণ্যমুদিগরন্তীঃ। ভক্তোৎপ্রেক্ষার্থং দৃশোরুভয়েন নেত্রয়োর্ভয়েনাভয়েন নিঃসঙ্কোচেন
আ সম্যক্ পীতানাং পীতবসনন্ত কৃকন্ত রূপলাবণ্যামৃতানামেব শীকরনিকরন্ত নিতাস্তমুদ্বমনমিত্যেবংরূপ উহন্তকৌ যাস্তু তাঃ।

৬৮ । আমাদের দৌরাশ্চ্যের কথা আর কি বলব। যেহেতু, সেই ভগবতানুচরদের দেখেও দেখিনি, তাঁদের মুখে ভগবৎপ্রার্থিত বস্তুর কথা শুনেও শুনিনি। কাজেই মনে হচ্ছে—এঁদের প্রসাদ করবেন বলেই কি সেই ভগবান্ই বুদ্ধিমান্ আমাদের মনে বিশেষ মোহ রচনা করেন নি?

বিপ্রগণের দ্বারা পত্নীগণের সম্মান :

৬৯ । এইরূপ বিলাপ করতে করতে বেদশাস্ত্রজ্ঞানে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণ অকপট বৈরাগ্যে বাক্রহিত হয়ে ভূমিতলে বসে পড়লে কিছুক্ষণ পর নিকটস্থ প্রভুবরের প্রসাদপূর্ণা পত্নীগণ সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন।

৭০ । শ্রীভগবদবলোকন জনিত আনন্দে সমুদ্বিমান্ অন্তঃকরণের দ্বারা সম্পাদিত শোভায় অদ্বুত কান্তিমতী, অসীম গুণ গুণীকৃতরূপে ধারিণী, পূর্ব থেকে ভিন্নরূপে দৃশ্যমানা, নিঃসঙ্কোচে আকর্ষিত পীত পীতাম্বরের রূপলাবণ্যামৃতবিন্দুচয় যেন নয়নদ্বারে নিরর্গল বসিত হচ্ছে এরূপ বিতর্কিতা, মনোহারিণী, অবিচ্ছিন্ন অনুরাগময় বুদ্ধিবিশিষ্টা, জ্ঞানমর্যাদা তুচ্ছকারিণী স্নকৃতিবতী, ঘরে ফেরা, ও অখিলবন্ধন-

বন্ধনা ধনাবাপ্তিতৃপ্তা ইব মহাপ্রমোদং বহন্তো হস্তোদারমতয়ো দারমতয়োহপি তাসু স্কৃতিবরা বরারোহাস্তা
নিরীক্ষ্য সাদরদরপ্রণয়মুখায় পূর্বতোহপি সর্বতোহপি সমুল্লাসিতং সন্মানমানয়ন্তোহভিজগুঃ। নৈতচ্চিত্রম্,
এবমেব শ্রীকৃষ্ণানুরক্তজনসমালোকনপ্রভাবঃ প্রভাবহুলতাং ব্যনক্তি ॥

৭১। তাশ্চ শ্রীকৃষ্ণালোকনকনকনকনিধিলাভায়মানমানসোল্লাসভাজোহপি শ্রীকৃষ্ণানবলোক-
শোকশোশুষ্ণমাণতয়া সমুজ্জ্বিত-জীবনায়া বিলোকেন লোকে ন হস্তাঃ সমানা সমানা সৌভগবতী
কাচিদপীহ, যতোহস্মাকমপি পুরতঃ পুরতো নবগোপুরতোহনবগোচরীকুতেন তেন সহ তদঙ্গসঙ্গসমুচিত-
মঙ্গলাঙ্গলাবণ্যসারসারস্তেন বিহরতীয়ম্, তদ্বয়মধস্তা ধস্তা খণ্ডিয়মিতি ভাষমাণা মুহূর্ত্তনবস্থাস্তরাবস্থান-
মাসেহুঃ ॥

দশোদয়েনেত্যস্ত বিশেষণং মনোহারিণেতি। সদনবেশো গৃহে প্রবেশঃ; মূর্ত্তিনতীরিতাস্ত ‘কাকাঙ্ক্ষিগোলক’-চায়েনোভয়জ
সম্বন্ধঃ। বিরতিশ্রুত্যা যা রতিরহুরাগস্তবৃত্তো যা মতয়ো বুদ্ধয়স্তা এব মূর্ত্তিধারিণীরিবেত্যর্থঃ। অতিক্রান্তা মতীয়স্তা
জ্ঞানমর্যদা যৈস্তথাভূতানি স্কৃত্যানি যাসাং তাঃ। বিনিবৃত্তাঃ পুনরপ্যাগতা ইত্যর্থঃ। হস্তেতি বিশ্বয়ে; উদারমতয়স্তাসাং
দর্শনমাত্রাদেব ভক্তিং প্রাপ্য প্রাপ্তনির্মলমতয় ইত্যর্থঃ। অতএব তাসু দারমতয়োহপি ভাষ্যাবুদ্ধিমন্তোহপি। সাদরদরপ্রণয়ং
শ্রদ্ধাসঙ্কোচভক্তিসহিতং যথা স্তাস্তথোখায়াভ্যুখায় সর্দতো গুরু-বিপ্রাগ্নি-বেদাদিভ্যোহপি সমুল্লাসিতং সমুদ্ভাসিতম্।
প্রভাবহুলতাং প্রেমশোভা-বাহুল্যম্ ॥

৭১। শ্রীকৃষ্ণালোকনমেব কনকনকং দীপ্যমানসুবর্ণং তদেব নিধিস্তু লাভেনায়মানমগচ্ছন্তং মানসোল্লাসং ভক্তস্ত
ইতি তাস্তথাভূতা অপি। সমুজ্জ্বিত-জীবনায়াঃ প্রতিনিরোধবশাৎ সন্ত্যক্তপ্রাণায়া বিলোকেন তাং দৃষ্টেত্যর্থঃ। ইহলোকে
অস্তাঃ সমানা তুল্যা সমানা মাননীয়্য কাচিল্লাস্তি। যতো নবগোপুরতো নবীনপুরদ্বারাং পুরতোহত্র এব তেন
শ্রীকৃষ্ণেন সহৈয়ং রিহরতি। কিন্তু অস্মাকমপি নিরোধমুল্লজ্য সাক্ষাত্তং দৃষ্টবতীনাংপাত্রত এব বয়ং তু বহুকালানন্তরমেব
তং প্রাপ্যাম ইতি ভাবঃ। তেন কীদৃশেন? অনবগোচরীকুতেন নেদানীমপি মিলিতেন, কিন্তু প্রতিজন্মৈবেতি ভাবঃ ॥

মুক্তা সুন্দরীগণকে দেখে ধনপ্রাপ্তির মতো তৃপ্তিতে পরমানন্দে উদ্ভাসিত-উদারমতি ব্রাহ্মগণ হায় হায়
শ্রদ্ধা-সঙ্কোচ-ভক্তির সহিত উঠে পড়ে পূর্ব থেকেও অমিক এবং গুরু-বিপ্রাগ্নি-বেদাদি থেকেও উজ্জল
সন্মান ধারণ করে ওঁদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ কিছু আশ্চর্য নয়। শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত জনের
সমালোকন-প্রভাব এরূপই প্রেমশোভা-বাহুল্যময়ই হয়ে থাকে।

কৃষ্ণদর্শনপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণীদের মুখে ত্যক্তদেহা ব্রাহ্মণীর প্রশংসা :

৭১। এই সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনরূপ দেদীপ্যমান কনকনিধির লাভে আগত মানসোল্লাসে
উজ্জল হয়েও শ্রীকৃষ্ণ-অদর্শন জনিত বিরহশোক-কাতরতার সহিত সেই গৃহে আবদ্ধ হেতু সংত্যক্ত-প্রাণ
ব্রাহ্মণীদেহ দেখে বললেন—‘এ সংসারে এঁর সমান মাননীয়্য সৌভাগ্যবতী আর কেউ নেই।
যেহেতু নবপুরদ্বারের অগ্রবর্তী দেশে কেবল যে সম্প্রতিই তা নয় প্রতি জন্মেই সম্মিলিত কৃষ্ণের সহিত
আমাদেরও পূর্বে তদঙ্গসঙ্গ-সমুচিত মঙ্গল অঙ্গলাবণ্যসারে সমুজ্জল হয়ে বিহার করে। তাই বলছি
এ ধস্তা, নিশ্চয়ই ধস্তা’। এরূপ বলতে বলতে তাঁরা এক মুহূর্ত্ত অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়ে বিরাজমানা হলেন।

৭২। অথ শ্রীকৃষ্ণোহপি স্বভাবস্বভাবজ্ঞো দ্বিজসুতমুতনুত্যাগসমজ্ঞাসমজ্ঞানকোমলহৃদয়ো দয়োত্তর-
তরলতালতাপাশবদ্ধ ইব সর্বপ্রস্তুতপ্রস্তুত-ভোজনেহপ্যলভমানো রুচিমিতি তদনুকূলকূলরহিতরতি-
তরঙ্গিণীরঙ্গিণীমিচ্ছামুরীকৃত্য কৃত্যকোবিদো নিরাবিলবিলসদ্বিলাসিনীজন-সভাসভাজিতামেব তাং কারয়িত্বা
বিলসদ্রাগে দ্রাগেব নিজাঙ্গসঙ্গে সমুপযোগিনীং সংযোগিনীং সম্ভাষ্য ততঃ পরমেব পরমে বলদেবেন
সহ সহচরগণস্ত তদোদনভোজনমোদনে মোদনেতা ভবন্ স্বয়মপি বুভুজে সহজ-স্বরসং যদতিরসং
তদতিশয়ামুরাগরসবন্তয়া কৃষ্ণস্ত পরমাশ্বাস্তমাসীৎ ॥

৭৩। এবং সরসহাসপরিহাস-পরিতোষকলয়া সকলয়া সহ সহচরসভয়া সভয়া সর্বেদক্ষি সন্ধি-
সমাপনানন্তরমনন্তরমণোহুয়ায় পরাহুয়ায় পরামগ্নং দিবমমালোক্য নৈচিকীনিচয়-সমভিহারবিহারবিশেষণ

৭২। স্বস্মিন্ যো ভাবস্তত্ত্ব স্বভাবং নিসর্গং সানাতীতি সঃ, দ্বিজসুতনোবিপ্রত্যাশুতনুত্যাগরূপা যা সমজ্ঞা কীর্তিস্তুত্যাঃ
সমং সাধু যথা শ্রাস্তথা, যজ্ঞজ্ঞানং কাচিস্তত্ত্ব নিকৃদ্ধাপি ভবিষ্যত্যবশ্যমিত্যভ্যাহবশেন বা সার্বজ্ঞাশক্ত্যা বা সহসা
স্মরণং তেন কোমলহৃদয়ঃ। সর্বৈঃ প্রাকর্ষণে স্তবং প্রস্তুতং যদ্ভোজনং তত্রাপীতি হেতোস্তত্ত্বা অনুকূল্যাকৃত্যামুরাগিণী
কূলরহিতাঃ পরমেয়া যা রতিতরঙ্গিণী প্রেমনদী তস্তাং রঙ্গিণীং রঙ্গবতীং তেচ্ছামুরীকৃত্য : ততশ্চ বিলসন্ রাগো যজ্ঞ তাদৃশে
নিজাঙ্গসঙ্গে নিমিত্তে সম্যগুপযোগবতীং তাং সংযোগিনীং সম্ভাষ্য প্রাপ্তসংযোগাং নির্ধার্য, ততঃ পরমেব সুস্থচিত্তঃ স্মরিত্তি
ভাবঃ। পরমে উত্তমে ওদনভোজনস্ত মোদনেহুমোদনে জাতে সতি। মোদনেতা ভবন্ হর্ষগ্রাহী সন্। সহজস্বরসং
স্বভাবতঃ সুস্বাদু তদোদনমতিরসমতিরাগং যথা স্যাস্তথা আশাস্তমভূৎ। তায়াং যজ্ঞপত্নীনাং তিশয়ামুরাগেণ রসবন্তয়া
রসবৈশিষ্ট্যেন; যথা, তাহতিরাগেণ রসিকতয়া কৃষ্ণস্তাব ॥

৭৩। সহচরসভয়া সহ। কীদৃশা? সভয়া ভা কান্তিস্তবসহিতয়া; সন্ধিঃ সহভোজনম্; অহুয়ায় শীঘ্রম্; পরঞ্চ

ভোজন লীলার পর উত্তরগোষ্ঠ পথে কৃষ্ণ :

৭২। অতঃপর তাঁর প্রতি ভক্তের যে ভাব তাঁর স্বভাবজ্ঞাতা, দ্বিজপত্নীর তনুত্যাগ-কীর্তির
সহসা স্মরণে কোমল হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ দয়োত্তর চঞ্চলতা-লতাপাশে যেন বদ্ধ এইভাবে সর্বপ্রশংসিত সুসজ্জিত
ভোজনেও রুচি লাভ করলেন না। তখন কার্যকুশল কৃষ্ণ ঐ ব্রাহ্মণীর রুচি অনুসারিণী অপার প্রেম-
নদীতে রঙ্গবতী ইচ্ছা অঙ্গীকার করে নির্মল বিলাসকারিণী গোপীর সভায় তাঁকে কুশল প্রশ্ন আলিঙ্গনাদি
দ্বারা সম্বর্ধনা করিয়ে তৎপর অতি উজ্জ্বল অনুরাগবিশিষ্ট নিজ অঙ্গসঙ্গের নিমিত্ত দ্রুত সম্যক্ উপযুক্ত
তাঁকে প্রাপ্তসংযোগা নিক্রপণ করে পরম সুস্থচিত্ত হয়ে গেলেন।

অতঃপর বলদেবের সহিত সমস্ত সহচরগণের ঐ উত্তম ভোজনে অনুমোদন হয়ে গেলে হর্ষগ্রাহী
হয়ে তিনি স্বয়ংও ভোজন করতে লাগলেন। স্বভাবতঃ সেই সুস্বাদু অন্ন যজ্ঞপত্নীদের অতিশয়-
অনুরাগ-রসে সিক্ত হয়ে কৃষ্ণের পক্ষে পরমাশ্বাস্ত হল।

৭৩। কান্তিমন্ত সহচর সকলের সহিত সরস পরিহাস-পরিতোষের হাব-ভাবে রসিকতা ও
নিপুণতার সহিত ভোজন সমাপন করলেন অনন্তরমণ শ্রীকৃষ্ণ। অতঃপর গোগণ একত্রীকরণরূপ
বিহার-বিশেষে দিন শীঘ্রই অবসান হয়ে গিয়েছে দেখে মুরলীরবরূপ ছলাধারী সুধা যা উৎকর্ষপ্রাপ্তার্থ

মুরলীরবব্যাজয়া জয়ায় লক্‌বসুধয়া সুধয়া খগমৃগমৃগয়াবাণ্ডরয়েব তরুলতিকাতিকাস্তদিগঙ্গনাঙ্গনানাবিকার-
মিবার্পয়ন্ নির্বাণয়ন্ নির্বাধমেব ব্রজবনিতানিতাস্তদ্বিবসকৃতসস্তাপং ব্রজপুরাভিমুখে ভবতি স্ম ॥

৭৪ । তথা হি— গোধূলীধূম্রকম্মালকলসদলিকস্তিৰ্য্যগুক্ষীষবন্ধ-

প্রোজ্জ্বলংকৈঙ্কিরাতস্তবকনবকলং বর্হিবর্হং দধানঃ ।

আবল্লংকুণ্ডলশ্রীদিনকরকিরণক্লান্তকর্ণোৎপলাহু-

নির্ধ্বং-কিঙ্কলেশচ্ছুরিতলঘুতরস্মিন্নগণ্ডাতুলস্মীঃ ॥

৭৫ । কিঞ্চ, মন্দপ্রস্থানলীলামুহুমধুরগম্ভীৰ্জ্জুমঞ্জীরনাদ-

শ্রেণীসম্মাতমান-শ্রুতিমুহুমুরলীষাননিষাতকর্ণঃ ।

অগ্রে কৃতাগ্রজাতং সহচরনিকরং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বয়োশ্চ

প্রেমানন্দস্তনুমানিব নয়নবতাং স ব্রজং প্রাবিবেশ ॥

তদহচেতি পরাহুস্তৈশ্চ পরাহ্বায় । সমভিহার একীকরণম্ । মুরলীরব এব ব্যাজচ্ছলং বস্তান্তয়া সুধয়া জয়ায়োৎকর্ষ-
প্রাপ্তার্থং লক্‌বসুধয়া পৃথিব্যামপাবতীর্ণয়েত্যর্থঃ । খগানাম্ মুগাণাম্ মুগয়াসম্বন্ধিতা বাণ্ডরয়া জালেনৈব তরুলভিতিকান্তি-
শ্চাতিকাস্তা দিশ এবাঙ্গনাস্তাসামঙ্গেষু নানাবিকারং মকরন্দমুকুলাদি-বাজেনাশ্র-পুলকাদিকমিত্যর্থঃ ॥

৭৪ । তিৰ্য্যগুক্ষীষবন্ধে প্রোজ্জ্বলতা চলতা কৈঙ্কিরাতস্তবকেনাশোকগুচ্ছেন নবা নবীনা কলা শিল্পবিশেষো যন্ত
তাদৃশং বর্হিবর্হং ময়ূরপুচ্ছং দিনকরশ্চ কিরণৈঃ ক্লান্তশ্চ কর্ণোৎপলাস্তান্ধনির্ধ্বগাত্তরতো নির্গচ্ছন্ যঃ কিঙ্কলস্ত লেশেন
ছুরিতঞ্চ তলঘুতরং যথা স্তান্তথা, স্মিন্নগণ্ডাস্তং তেনাপি লস্মীঃ শোভা যন্ত সঃ ॥

৭৫ । তাদৃশ-মঞ্জীর-নাদ-শ্রেণী সহ সংবাগ্গমানাভিঃ সংবাদং কার্যমাণাভিঃ শ্রুতিভিঃ ষড়্ জাতি-সম্বন্ধিনীভিমুহুঃ
কোমলো যো মুরলীষানস্তত্র নিষাতো দোষাস্পৃষ্টগুণতারতম্যজ্ঞান-নিপূর্ণো কর্ণাবেব যন্ত সঃ । এতচ্চ পরমকলাবতীষু
স্বপ্রেয়সীষু চমৎকারাতিশয়াধানার্থম্ ॥

পৃথিবীতে খগমৃগমৃগীর ফাঁদস্বরূপে অবতীর্ণ তার দ্বারা তরুলতার শোভায় অতি মনোরম দিগাঙ্গনার
অঙ্গে নানাবিকার যেন প্রকাশ করতে করতে ব্রজবনিতাগণের দিবসকৃত অতিবিরহ-সস্তাপ স্বচ্ছন্দে
নির্বাণন করতে করতে ব্রজপুর অভিমুখে চললেন শ্রীকৃষ্ণ ।

৭৪, ৭৫ । তথা হি—

গোধূলি ধূসরিত কমণীয় অলকে শোভিত শিরদেশে তেরছা করে বাঁধা উক্ষীষবন্ধে, দোলায়মান-
নবকলায় রচিত অশোকগুচ্ছ আন্তরণে, ময়ূরপুচ্ছের শিরভূষণে, চঞ্চলকুণ্ডলশোভার রমণীয়তায়,
সূর্যকিরণক্লান্ত কর্ণোৎপলের অভ্যন্তর থেকে নির্গত পরাগলেশে ব্যাপ্ত অল্পঅল্প ঘর্মাক্ত কপোলের
শোভায় রমণীয়, তথা মন্দমন্দ চলনলীলায় মুহুমধুর রণিত মঞ্জুমঞ্জীর-নাদপ্রবাহের সহিত এক-
তানতায় মিলিত শ্রুতিসম্বন্ধিনী মুহুমুরলীষান-নিষাত কর্ণযুগলে মনোহর, চক্ষুস্মানগণের মূর্তিমান
প্রেমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বড়ভাই বলরামকে অগ্রে সহচরগণকে পশ্চাতে-পার্শ্বে নিয়ে ব্রজে প্রবেশ
করলেন ।

৭৬। কিঞ্চ, শ্রীকৃষ্ণাগমনোৎসবস্ত কথং সায়াক্ষ এবাশ্রতঃ
সন্ধস্তে তদনন্তরং বহুতরীকুর্বন্তি গোধূলয়ঃ।
সত্যং সত্যমিতিব তদদৃঢ়তরীকুর্বন্তি ধেমুশ্বনা-
স্তত্রৈবাবসরে মনো যুগদৃশাং মুক্ষাতি বেণুশ্বনঃ ॥

৭৭। এবমমুভূয়মানোৎকর্ষারসকলমহো সকলমহো বিদ্বান্না কুমুদতীব মুদ্রতীবর্ষ বিহায় হায়ন-
সহস্রমিব ক্ষণমেকমভিমন্তমানা মানাস্তুরানপেক্ষি-মহারাগা মমুখমালিমালিন্য-সমাগমমাগময়ন্তং সময়-
মপেক্ষ প্রিয়গোকুলচন্দ্রসমালোকনাশয়া নাশয়ামাস হ্রীমুদ্রা মুদ্রামগীয়কভাগাভীরভীররাজী ॥

৭৮। রাজীববর্কো সমভিপত্ত বারুণীভাবমরুণীভাবমপি লক্ষ্য। নিপততি সতি অকৃতগগনাবতারান্
তারান্ তারাস্তরাণীব হর্যাদ্জনগগনে স্য তাঃ সমুজ্জিহতে হ তেন বিগতেতিকর্তব্যতাকাঃ পতাকাঃ

৭৬। তত্রৈবাবসরে মুক্ষাতি স্বলোচনেন্দ্রিয়মেব সন্তর্পয়িত্বং ব্যাঘ্রাণং তাসাং মনোরত্নং প্রতি স্বসাবধানতা-
মালঙ্ক্যতি ভাবঃ ॥

৭৭। মমুখমালিনি সূর্যে মালিন্যসমাগমম্। আগময়ন্তং প্রাপয়ন্তং সময়মপেক্ষাভীরভীররাজী কুমুদতীব প্রিয়ং
গোকুলং কিরণসমূহো যত্র তথাভূতং চন্দ্রস্তঃ পক্ষে, প্রিয়চ্চাসৌ গোকুলচন্দ্রঃ কৃষ্ণস্ত তত্র সমাগ্যালোকনাশয়া হ্রিয়ো
লঙ্কারা এব মুদ্রা মুদ্রণানি তা নাশয়ামাস। যতো মুদ্রাং সম্ভ্রত্যানন্দানাং রামণীয়কং ভজত ইতি সা। পূর্বং কথঙ্কতা ?
অহো আশ্চর্যম্, অমুভূয়মানোৎকর্ষারসস্ত কলা অংশা যত্র তথাভূতং সকলমহঃ সর্বং দিনং ব্যাপ্য বিদ্বান্না মুদ্রতীনা-
মানন্দবতীনাং বস্তুমার্গং বিহায় ত্যক্ত্বা হৃৎখবতীনাং বস্তুপ্রিত্যোতি ভাবঃ। মানাস্তুরমগজানম্ ॥

৭৮। ততশ্চ রাজীবানাং পরমপবিত্রাণামপি বর্কো সূর্যে বারুণ্যাং মদিরায়াং ভাবং প্রাপ্তিং পান্যভিপ্রায়ং বা ;
পক্ষে, বারুণ্যাং পশ্চিমায়াং দিশি ভাবং সন্তামভিপত্ত প্রাপ্য। ন কৃতো গগনেহবতারঃ প্রাকট্যং সূর্যাস্তমনা নির্ধারেণেব

উত্তরগোষ্ঠপথে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের নয়নে নয়নে মিলন :

৭৬। আরও, প্রথমতো গোপীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাগমনোৎসবের আলাপন সন্ধ্যা হলেই হতে
থাকে, তারপর গোধূলি ওকে বহুতরভাবে পল্লবিত করে তোলে, একটু পরে ধেমুগণের ‘সত্য সত্য’
ধ্বনির মতো প্রতীয়মান হাঙ্গারব ঐ আলাপকে করে তোলে অতি জমজমাট। আর সেই অবসরে
দর্শনোৎকর্ষা হেতু অসাবধান যুগলোচনাগণের মনোরত্ন বেণুধ্বনি নিয়ে যায় চুরি করে।

৭৭। এইরূপে দিনভোর অমুভূয়মান উৎকর্ষারসের ছটায় অহো কুমুদিনীর মতো বিদ্বান্না,
আনন্দবতীদের মার্গ ত্যাগ করে একটি ক্ষণ সহস্রবর্ষসম অভিমননকারিণী, ও অশ্রু জ্ঞান-নিরপেক্ষ মহামুদ্রাগে
যত্না গোপরমণীগণ সূর্যের মলিনতা-প্রাপক সন্ধ্যাকাল নিরীক্ষণ করে প্রিয় গোকুলচন্দ্রের সমালোকন
আশায় সম্প্রতি হর্ষবেগে লজ্জার ভাব বিদূরিত করে দিলেন।

৭৮। পরমপবিত্র হলেও গোপীগণ যেমন বন্ধু কৃষ্ণে ‘বারুণীভাবম্’ অর্থাৎ পান্যভিপ্রায়
পোষণ করেন তেমনই সূর্য যখন ‘বারুণীভাবম্’ অর্থাৎ পশ্চিমদিকে স্থিতিপ্রাপ্ত হওয়াতঃ অরুণিত হয়ে

পরমসৌভাগ্যসম্পদ ইব, চপলতরচিল্লীলতাচিল্লীলতাভরঙ্গনিকরৈকলমস্বরমণিহৃদিতুণীচিনিচয়ৈরুপ-
চিতং চিতং বিদধত্য ইব, তদন্তরাস্তরা চ চক্লৈরপাঙ্গৈর্নয়ননিমীলনোন্মীলনোন্মীলিতমবলিমনীলিম-
নীরাজিতৈঃ কুমুদকুলয়বলয়বলনামিব বিরচয়ন্ত্যো বদনমণ্ডলৈশ্চ জন্তারন্তারজিগদশনরুচিরুচিরৈঃ কিঞ্জ-
রাজিরাজিরাজীবনপটিমানং যুক্তন্ত্য ইব, দূরাদেব শ্রীকৃষ্ণাননিস্তম্ভেচন্দ্রচটুলিমানমানয়ন্ত্য ইব
সবিধং বিবিধং বিচিত্রচিক্চমংকারকারণং বর্ণং কুশুমশরাসনস্তেব বস্মনোগতং তদেব হি বহিরিব
প্রকাশয়ন্ত্যাহমূরবতস্তিরে ॥

যাভিস্তথাভূতাস্ত সত্যৈষু তারাস্ত । তা আভীর-ভীরবঃ । বিগতা ইতি-কর্তব্যতা যাগাং তথাভূতাঃ সত্য আভীর-ভীরবঃ
নবুজ্জ্বলন্তে স্ম, সন্ধ্যাশুভিতব্যঃ । হ স্মৃটম্, তেন তাদৃশসমুদয়েন হেতুনা পরমসৌভাগ্যসম্পদঃ পতাকা ইব । ততশ্চা-
নুজ্জ্বলবতস্তিরে । কিং কুর্ষতাঃ ? চপলতরে চিল্ল্যো জ্বাববেব লতে তয়োশ্চিল্লীলতা চিন্ময়লীলত্বং তন্ত্রাস্তরজাগাং
নিকরৈঃ সমুদৈরলম্ভতার্থমস্বরমাকালমস্বরমণিহৃদিতুর্য়মুন্যায় বীচিনিচয়ৈরুচিতং যথা স্তাভা, চিতমাচ্ছন্নং বিদধত্য ইব ;
“চিতং ছন্নে জিষু” ইতি মেদিনী । তদন্তরাস্তরা চ তথাভূতাস্তরাস্ত মধো মধো তু নয়নয়োনিমীলনোন্মীলনাভ্যাং চ
প্রতিবস্বং পৃথক পৃথগ্ন্মীলিতাভ্যামুলগতাভ্যাং শবলিমনীলিমভ্যাং নিঃশেষেণ রাতিতৈরপাঙ্গৈঃ ক্রমেণ কুমুদকুলয়ানাং
শ্বেত-নীলোৎপলানাং বলয়বলনাং মণ্ডলঘটনাং কিঞ্জলানাং রাজিভিঃ শ্রেণীভী রাজিনো রাজমানস্ত রাজীবনস্ত
পটিমানং নৈরুজ্জ্বলম্ ; “পটুর্দক্ষে চ নীরোগে চতুরেইপ্যভিষেবৎ” ইতি মেদিনী । এবং শ্রীকৃষ্ণমুখচন্দ্রোদয়াদুৎপলানাং
প্রফুল্লত্বং যুক্তমেব, কমলানামপি প্রফুল্লত্বেন নীরোগত্বং স্বাক্ষর্যমিতি ভাবঃ । অতদপ্যাস্বর্ঘ্যমাহ—শ্রীকৃষ্ণস্তানন্যেব
নিস্তম্ভচন্দ্রস্তস্য চটুলিমানং সৌন্দর্যং সবিধং শনিকটমানয়ন্ত্য ইব তাদৃশ-চিল্লীতরঙ্গৈশ্চলাপাঙ্গৈঃ সজ্জ্ববদনমণ্ডলৈশ্চ
তৈস্তৈঃ পুনঃ পুনঃ প্রেরিতৈরিবেতি ভাবঃ । কিমর্থম্ ? মনোগতং কুশুমশরাসনস্যেব যদ্রণং যুদ্ধং স্থিতম্, তদেব হি
নিশ্চিতং বহিরপি প্রকাশয়ন্ত্যঃ প্রকাশয়িতুম্ ॥

অস্তমিত হ'ল, এবং গগনে যখন তারার উদয় হয় নি সেই সময়ে গোপীগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভিন্ন এক
প্রকার তারার মতো প্রাসাদের উপরস্থ গগনতলে এসে উজ্জলরূপে উদিত হলেন, এবং এতে শোভা পেতে
লাগলেন সৌভাগ্যসম্পদ পতাকার মতো । তথায়ই তাঁরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন । তাঁদের অতি চকল
ক্রলতার চিন্ময় লীলাতরঙ্গসমূহের দ্বারা প্রাসাদোপরি আকাশতল যেন সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে গেল—
তরঙ্গমালাদ্বারা যমুনার আচ্ছাদিত হওয়ার মতো । ঐ আকাশতলের মধ্যে মধ্যে তাঁদের চকলকটাক্ষে
নয়ননিমীলন-উন্মীলনে উৎপন্ন শবলিমা-নীলিমা দ্বারা অতিশয়রূপে শোভিত অপাঙ্গচ্ছটায় যেন শ্বেত-নীল
পদ্মঝাড়ের দৃশ্য সৃজিত হল । জন্তারন্তে শ্রীতিদায়িনী দন্তকাস্তিতে সুন্দর তাঁদের বদনমণ্ডলের দ্বারা
কেশররাজিতে শোভমান কমলধনের মতো প্রফুল্লতা জনিত নিরোগতাই যেন প্রকাশিত হল । এই অবস্থায়
শ্রীকৃষ্ণামনরূপ তন্ত্রারহিত চন্দ্রের সৌন্দর্য নিজেদের নিকটে আনয়নের জন্তাই যেন তাদৃশ সেই সেই
ক্রতরঙ্গে চকল কটাক্ষ ও সজ্জ্ব বদনমণ্ডল পুনঃপুনঃ প্রেরিত হচ্ছিল আননস্বামী নিকট । মনের মধ্যে
কল্কর্পের যে বিবিধ বিচিত্র চমৎকারকারী যুদ্ধ হচ্ছিল তাঁদের, তাই যেন বাইরে প্রকাশ করবার জন্ত তাঁরা
ছাদে দাঁড়িয়েছিলেন ।

৭৯। স্থিরেণ অমুরাগেণ দত্তাশ্বাসাশ্বাসাত্তম্যক্ষণদক্ষণদক্ষিণাবক্ষাতিমুখচীযমানমানসাক্ষিণাব-
বিশেষা ক্যচন নিজাভিমুখমুখকমলানিব তং যমানা মদালম্ময়মবশ্যমেষ্যতীতি যপ্রমোদগালিজনবদনমীক্ষত
অ ॥

৮০। কাচন ধৃতিমুক্তা মুক্তালতাং করপুটপুটকয়ুগলেনাধৃত্য কাতরতরতরলনয়নঃ সঙ্গীজনমাখ্যু-
নিগদতি অ,—‘হস্ত কুন্দদন্তি ! দন্তিবরমন্দগামী যাবদয়মপরাশ্রা রস্তায়া ভবনং নোপসুরতি, তাবদিহা-
নীয়তাম্, নীয়তাং মমেয়মেকাবলী, বলীয়াংশচ প্রণামোহয়ম্, যদি মে জীবিতমবিতমপি কর্তুমভিলষতি
ভবতী, তদা মা পরং বিলম্বতাম্, লম্বতাং তদিতম্’ ইতি ॥

৮১। কাচন ‘হে সখি কিং করিষ্যসি গুরবো ববোপতাড়নেন, কিময়ি ব্রীড়াপীড়াপীয়াং সম্মতে,
চল তাবং লতাং বেষ্টয়ামো মনোরথকল্পতরুরূপগিমাং গিমজ্জরো বয়মানন্দাশ্বনির্শো নিধোতুসন্তাপাঃ,
সখি ! ব্রজ, ব্রজবাজগৃহমেব যামো-যাসোহয়ং শুভ এব জাতঃ ॥’

৮২। ইত্যেবমাদিকয়া দিশাদি-শাবল্যেন ভাবানামসম্বন্ধালাপকতাস্পরতাস্থদ্ধামঃনিমিলকরণ-

৭৯। অতএব তাস্ম মধ্যে কাচন আশু শীঘ্রমাসাত্তমানায়াঃ ক্ষণদায়া রজত্যাঃ ক্ষণে উৎসবে যদাক্ষিণ্যামাকুল্যাম্,
তদশাং ॥

৮০। ধৃতিমুক্তা ধৈর্যরহিতা। আশ্বতোতি সখ্যে মুক্তালতামৃৎকোচতেন দাতুমিতি ভাবঃ। মে জীবিতং জীবন-
মপি। অবিতং রক্ষিতং কতুং যদিচ্ছতি। লম্বতাং হর্ষাপৃষ্ঠতোহবতরতু ॥

৮১। চল গচ্ছ। গিমংক্ষবো ময়া ভবিতুমিচ্ছন্ত্যো যামো গচ্ছামঃ, কেনচিৎ ছলেনেত্যর্থবশাৎ। যামঃ প্রহরঃ ॥

৭৯। স্থায়ী অমুরাগের দ্বারা দত্ত আশ্বাসা, ব্রজবীর উৎসবে প্রাপ্ত আমুকুলা হেতু অতি
উচ্ছলিত মানসাক্ষিণ্যাব-বিশেষা, ও নিজ অভিমুখে যেন কক্ষের মুখ হস্ত রয়েছে এরূপ মন্যমান
কোনও গোপী আমার ভবনে অবশ্য তিনি আসবেন এই ভেবে আনন্দের সহিত সঙ্গীজনের বদনপানে
চাইলেন।

৮০। কোনও ধৈর্যরহিতা গোপী উৎকোচরূপে মুক্তালতা ছুই হাতের অঞ্জলিতে ধরে অতি
কাতর চঞ্চল নয়নে সঙ্গীজনকে আহ্বান করে বললেন—‘হস্ত কুন্দদন্তি, করিশ্রেষ্ঠ-মন্দগামী কল্প যতক্ষণ-না
অপরের রসময় ভবনে চলে যান তার মধ্যে তাঁকে এখানে নিয়ে এস, আর আমার এই একাবলি হার
পারিতোষিক নিয়ে নেও—এই আমার শ্রদ্ধায় উচ্ছলিত প্রণাম গ্রহণ কর।’

৮১। কেউ বলল—‘হে সখি, গুরুজনেরা বাক্যবাণে পীড়িত করে কি করবে, লজ্জার নিপীড়ন
কেন শুধু শুধু সহ্য করছি। ততক্ষণ চল-না আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হতে ইচ্ছুক আমরা সকল সন্তান
ধুয়ে মুছে ফেলে মনোরথকল্পতরুরূপ ঐ তরুণকে লতার মতো জড়িয়ে ধরিগা। সখি, চল যাই
ব্রজবাজের গৃহেই চলে যাই—এ-প্রহরটি শুভই বটে।’

৮২। ইত্যাদি প্রকারের দিক্‌দর্শনামুসারে বিবিধ সকারীপ্রমুখ ভাবের উৎপত্তি ও সংস্পর্শের

বৃত্তিভ্যঃ কৃষ্ণৈকতানতয়া সমুৎকণ্ঠয়া কণ্ঠযাপিত-জীবিতানু তানু সদনুরাগরসোৎকট্যঃ কটাক্ষ-লক্ষ্মীনিষ্কিপন্ন-
ক্ষিপন্নমোদো মনসা রময়ন্নিব সারময়ন্নিব নিবহীভূতভূতলাবিদিতপ্রণয়ায়ুতন্তু যুতন্তু সঞ্জীবনো বনোদেশত
উপেয়িবান্। গাঢ়োৎকণ্ঠাভরকণ্ঠাভরণতাং প্রাপ্তমধিকমধিকমনীয়তমং মনোরথং সফলয়ন্নিব প্রত্যেক-
মুখসম্মুখ-সংবীক্ষণক্ষণলক্ষণক্ষণনিবৃত্তো বৃত্তোহমুচরগণেন কৃষ্ণোহপি নিজভবনমাসাদ ॥

৮৩। সা দয়িতাবলিরপি চেতসা চেতসাফল্যভূতা ভূতাতিশয়ানন্দং তন্তু সঙ্কেনৈব গতা কেবলং
বিপুলপুলকায়েন কায়েন জগৃহে গৃহেইবস্থানম্ ॥

৮২। এবমাদিকয়া দিশা। ভাবানাং বিবিধ-স্কারিণ্যামাদিকং পশ্চিচ্চ শাবল্যং সম্বদচ্চ ; যথা ‘মদালয়ময়মবশু-
মেস্তুতি’ ইত্যত্র স্বাভিমুখ্যাহেতু-পর্যমর্ষান্নিচ্চয়ান্ন-বিতর্কোদয়ঃ, তথা চ ‘কিং করিস্বস্তি গুরবঃ’ ইতীষ্টলাভাদ্গবর্ণণ গুরু-
হেলনম্, ততশ্চ ‘কিময়ি ব্রীড়াপীড়া সহতে’ ইত্যুক্তোব সূচিতেন ‘হস্তকুলবধূয়হং সায়মুদ্বভেব কথং বহির্গির্গচ্ছামি’ ইতি
বাক্যেন ব্রীড়য়া তন্তু সম্বদনং পুনঃ ‘চল ভাবন্নভাবদবেইয়াম’ ইত্যোৎসুক্যেন তন্তু অপি সম্বদ ইত্যেবং গর্বাদিভাবঃ
শাবল্যং তেনাসংবন্ধো বিশিষ্ট-বৈদগ্ধ্যচাতুর্ধাদিশস্ত্র আলাপস্তত্র রতানু সত্যম্। অতএব করণবৃত্তিভ্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারেভ্য
উপরতানু, যতঃ কৃষ্ণৈকতানতয়া যা সমুৎকণ্ঠা তয়া ; “একতানোহনন্তবৃত্তিঃ” ইত্যমরঃ। অনুরাগরসেনোৎকট্যঃ কটাক্ষ-
সম্পত্তীস্তাঃ স্থানিক্শিপন্নোদো পন্নঃ প্রাপ্তঃ পরিবর্তেনৈব মোদো যেন সঃ, মনসা তাঃ প্রেয়সী রময়ন্নিব, ততশ্চ ভাবির্দক্ষি-
ণাশ্চেন কল্পিতমিব নিবহীভূতন্তু ভূতলেহবিদিতন্তু কাপ্যদৃষ্টশ্রুতন্তু প্রণয়ায়ুতন্তু সারময়ন্নিব প্রাপ্তু বন্নিব, অতএব যুতন্তু সঞ্জীবনঃ।
প্রত্যেকং মুখানাং সম্মুখ এব যং সমাগ্ বীক্ষণং তেন যং ক্ষণলক্ষণমুৎসব-চিহ্নং প্রফুল্লতা-পুলকিহাদি, তেনৈব ক্ষণং
বাণ্য নিবৃত্তো মনোরথং সফলয়ন্নিব। কীদৃশম্ ? গাঢ়োৎকণ্ঠাভরণে কণ্ঠভৈরাভরণতাং প্রাপ্তম্। ‘অন্ত সান্মতানি
সকটাক্ষাণি প্রেয়সীমুখানি কিমালোকিয়ে’ ইত্যাদি-মনোরথবাক্যানু মুহুরাবৃত্তা। কণ্ঠস্থীকৃতত্বাৎ ॥

৮৩। চেতসা মনসা। কীদৃশেন ? চেতন্তু জ্ঞানন্তু যং সাফলাং শ্রীকৃষ্ণমাখুর্ধৈকনিষ্ঠত্বং তদ্বিভর্তীতি তথা তেন ;
“চিভী সংজ্ঞানে” যৎকৃত্ত্বঃ ; তন্তু কৃষ্ণস্ত স্বসঙ্কেনৈব ভূতঃ পৃষ্টচাসাবতিশয়ানন্দশ্চেতি তং গতা প্রাপ্তা কেবলং কায়েনৈব।
কীদৃশেন ? বিপুলপুলকানামায়ো বৃদ্ধির্বিজ্ঞ তেন কজ্জী ; জগৃহে গৃহীতম্ ॥

দ্বারা সম্মিলিত আলাপরতা, কৃষ্ণৈকতানতা হেতু নিখিল উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তি থেকে নিবৃত্তিপ্রাপ্তা,
সমুৎকণ্ঠাগত প্রাণা গোপীগণের উপর যুতসঞ্জীবনস্বরূপ কৃষ্ণ উচ্ছলিত অনুরাগ-রসোখ উৎকট
কটাক্ষসম্পত্তি নিক্ষেপ করতে করতে, এর পরিবর্তে নয়নে আনন্দ লাভ করতে করতে মনে মনে সেই
প্রেয়সীগণকে যেন রমণ করতে করতে, এবং দক্ষিণাস্বরূপে তাঁদের দ্বারা রচিত - পুঞ্জীভূত-ভূতলে
অবিদিত প্রণয়ায়ুতের সার যেন প্রাপ্ত করতে করতে বন্দাবনের নিকট এসে গেলেন। গোপীদের
প্রত্যেকের মুখের সামনের দিক নিরীক্ষণে যে প্রফুল্লতা-পুলকাদি উৎসবচিহ্ন চোখে পড়ল
তাঁর দ্বারা ক্ষণভোর শান্তিপ্রাপ্ত হয়ে অমুচরগণে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণ ‘ঐ হাসি হাসি-সকটাক্ষ প্রেয়সীর
মুখখানি আজ কি আর দেখতে পাবো’ গাঢ়োৎকণ্ঠাভরে বার বার এইরূপ আবৃত্তি দ্বারা যেন কণ্ঠস্থ
করতে করতে অধিক হতেও অধিক কমনীয়তম তাঁর মনোরথ যেন সফল করতে করতে নিজ ভবনে
প্রবেশ করলেন।

৮৪। অথ নিজ নিজ গৃহং গতেষু বয়স্তসঙ্কয়েষু বয়স্তসঙ্কয়েষু নির্জলসজলজলধরসহোদরৌ সহোদরৌ শ্রীরামদামোদরৌ মোদরৌ জনকজননীজননীরজ্জনয়নানন্দসুধাসারেণ সারেণ চ লাবণ্যমধুরিম্ণোঃ ॥

৮৫। অথ পূর্বপূর্বদিবসবদম্বাভ্যাং সমোদকদম্বাভ্যাং সমোদকনির্ধৌতে রেণুনিকরে করেণুকলভাবিব নীরজশ্চৌ মার্জিত-সমার্জিত-সমীচীনশোভাভরৌ পরিগ্রাহিতহিতবসনামুলেপনান্ভরণভূষিতৌ ভূষিতৌ চন্দ্রাবিব যথাসময়ং রসময়ং রম্যমাহারমভ্যবহৃত্য নিজ-নিজগৃহেহধিপরাধীশয়নং শয়নং কুরুতঃ স্ব ॥

ইত্যনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলাবিস্তারে যজ্ঞপত্নীজনানুগ্রহো

নাম ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ ॥১৩॥

—:~:~:~:—

৮৪। বয়স্তসঙ্কয়েষু সগিসমূহেষু; বয়সি ন সম্যক্ চয়োহভিসমুদ্ভিধেযাং তথাভূতেষু কুমারপ্রায়েষিভার্থঃ। সহোদরৌ তুল্যৌ; সহোদরৌ ভ্রাতরৌ। জনকজননীজনেষু নীরঞ্জেণ নিবিড়েন নয়নেষানন্দসুধায়া আসারেণ। লাবণ্যক্ মধুরিমা চ তয়োঃ সারেণ সারভাণেন চ মোদরৌ মোদদায়িনৌ ॥

৮৫। মোদস্ত কদম্বেন বৃন্দেন সহিতাভ্যাম্। সমেন কালোচিতেন; যথা, সুবাসিতত্বাদিনা প্রমাণেন বা সমেন তুলোনোদকেন নির্ধৌতে ক্ষালিতে রেণুনিকরে সতি। আদৌ মার্জিতৌ তৎশ্চ সমাগার্জিত উপার্জিতঃ সমীচীনায়াঃ শোভায়া ভরৌ যাভ্যাং তৌ চ তথা তৌ। পরিগ্রাহিতৈর্হিতৈর্গাজ্রানুরূপৈবসনাদিভির্ভূষিতৌ মণ্ডিতৌ ভূবি পৃথিব্যা-মুষিতৌ কৃতবাসৌ, অধিপরাধীশয়নং পরাধীমুলায়োঃ শয্যায়োঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তন্যাং ত্রয়োদশস্তবক-সঙ্গমনম্ ॥১৩॥

—:~:~:~:—

৮৩। সেই দয়িতাগণও জ্ঞানের যা সিদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণমধুরনিষ্ঠা চিন্তে ধারণ করত অত্যানন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চললেন, কেবল বিপুল পুলকোচ্ছল দেহের দ্বারা গৃহে অবস্থান করলেন।
মাতৃবাৎসল্যে লালিত কৃষ্ণের গৃহে শয়ন :

৮৪। বয়সে নাতিসমৃদ্ধ (অর্থাৎ কুমারপ্রায়) সখাগণ নিজ নিজ গৃহে গেলে নির্জল ও সজল মেঘতুল্য সহোদর শ্রীরামদামোদর জনকজননীজনের নয়নে নিবিড় আনন্দসুধা বর্ষণের দ্বারা এবং লাবণ্যমধুরিমা সারের দ্বারা আনন্দদায়ী হলেন।

৮৫। অতঃপর পূর্বপূর্ব দিবসবৎ আনন্দোচ্ছল ছু মায়ের দ্বারা কালোচিত ঈষৎ উষ্ণ বা শীতল জলে অঙ্গের ধূলি ধৌত হওয়ার পর হস্তিনীর বাচ্চার মতো ধূলি রহিত, মায়েদের মার্জনের দ্বারা সম্যক্ অর্জিত সমীচীন শোভাভরবিশিষ্ট, তাঁদের হাতে পরিধাপিত মঙ্গলময় বসন - অমুলেপন - আভরণে অলঙ্কৃত, পৃথিবীতে বাসকারী চন্দ্রের মতো তাঁরা ছ-ভাই সময়োপযোগী রসময় রম্য খাদ্য আহার করে নিজ নিজ গৃহে অতি বহুমূল্য শয়নে শয়ন করলেন।

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা বিস্তারে যজ্ঞপত্নীজনানুগ্রহ

নামক ত্রয়োদশ স্তবক।

...:~:~:~:—

চতুর্দশঃ স্তবকঃ



১। অঁথ বিভাভায়াং বিভাবৰ্ঘ্যাং বিভাবৰ্ঘ্যাং সহচরমণ্ডলীমাদায়াহুগবীনো নবীনো নট ইব
ললিতাকল্পঃ কল্পদ্রুম ইবাহুগতসঙ্কল্পকল্পকঃ পূর্বপূর্বদিনবহ্ননবিনোদায় নোদায় খগ-মৃগ-তরু-বীৰুধাং বিরহ-
হুঃখস্ত চ যদি স্য ব্রজতি ব্রজতিলকনন্দনঃ, তদা তদাপ্ততমসহচরঃ স তাবদেব ভূদেবভূরতিপীনাবটু-
বটুঃ কুসুমাসবো নাম যদৃচ্ছাচ্ছয়া মনোবৃত্ত্যা সকলসৌভাগ্যলক্ষ্মীসম্পূটভেদনং পুটভেদনং তদ-
গোকুলাখ্যং ভ্রমরৈক এব দৈবতো বতোত্তম-স্ববিরামিরাভিরাভীরীভিরাভিঃ সাদরমহুতশ্চ কুতুকা-
ছপসসাদ ॥

চতুর্দশঃ স্তবকঃ

চতুর্দশে বটুর্ভেজে সার্বজ্যং জয়তীব্রজে। ব্রজেন্দ্রস্বহুঃ কান্তাভিস্তেনে তেন মধুংসবম্ ॥

ঐশ্ব-বৰ্ঘা-শরৎপূর্বহেমন্তা বর্ণিতাঃ ক্রমাৎ। তন্তুলীলাশ্চ শিশিরো নাগ্রসিদ্ধেবিত্তস্ততঃ ॥

বৃন্দাবনে সদা সন্তাং প্রাধাত্যাং কেলিবর্ধনাৎ। মধুসুংকর্ষয়ামাসে তন্মহানন্দবর্ণনৈঃ ॥

১। ললিতাকল্পঃ সমীচীনবেশঃ। খগাদীনাং বিরহহুঃখস্ত নোদায় দূরীকরণায়। ভূদেবভূবিপ্রতনয়ঃ; অতি
পীনাবটুঃ পুষ্টগ্রীবঃ সকলানাং সর্বেষামেব সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যাঃ সম্পূটং ভিনন্তি স্বসৌভাগ্যপ্রিয়ং চূর্ণয়তীতি তৎ; যদা,
সকলমেব সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যাঃ সম্পূটং ভিনন্তি উদ্ঘাট্য প্রদর্শয়তীতি তৎ পুটভেদনং পতনম্। বত হর্ষে। উত্তমস্ববিরামিঃ
শ্রীকৃষ্ণপ্রায়সীনাং স্বাক্তিঃ ॥

চতুর্দশ স্তবক

বসন্তোৎসবঃ

বুদ্ধা গোপী সভায় জ্যোতিষের ছদ্মবেশে বটুর

কুঞ্জদেবতা-পূজন উপদেশঃ

১। অস্তঃপর রাত্রি প্রভাত হলে অতি শোভোজ্জ্বল সহচরমণ্ডলী নিয়ে গোগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
অবীম নটের মতো সমীচীন বেশে কল্পদ্রুমের মতো অহুগত জনের সঙ্কল্প পূরণকারী ব্রজতিলকনন্দন
যদি পূর্ব পূর্ব দিনের মতো বনবিহারের জন্তু, এবং খগ-মৃগ-তরু-লতার বিরহহুঃখ দূরীকরণের জন্তু
বনে চললেন, তখন সকল সহচরগণের মধ্যে আগুতম বিপ্রতনয় অতি পুষ্টগ্রীব কুসুমাসব নামক বটু
যদৃচ্ছাবেশ সরল মনে সকল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সম্পূট উদ্ঘাটন করে প্রদর্শনকারী গোকুল নামক
নগরে একা একা ভ্রমণ করতে করতে অহো দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রায়সীগণের স্বাক্তরী অতিবুদ্ধা অভিজাত
গোপীগণ কর্তৃক লক্ষিত ও সাদরে আহূত হয়ে তাঁদের নিকটে চলে গেলেন।

২। আসন্নঃ সম্ভবিত্যতিপরাং তাভিরথ নিজগদে—‘জগদেকললিতমেধমেধমানপ্রতিভ প্রতিভয়-
রহিতং ভবত্বং জানীমঃ কৃষ্ণশ্চ প্রিয়নর্মসহচরম্।’ তদেবং পৃচ্ছানো ভবতা কিমধীতং ধীতং সন্ধাপম্ ?’

৩। আহ স হসন্নেব,—‘ভো ভো ময়া মহাজ্যোতিষা জ্যোতিষাণ্যমাবেবাধীতো যীর্ষোরবকৃত্য
কিমন্তেন শাস্ত্রেণ ?’ তা নিজগচ্ছঃ,—‘জগচ্ছতম ! কো নয়োহনয়োঃ প্রতিপাত্তভূতঃ প্রভূতঃ প্রায়শ্চ
তমস্মভ্যম্ ॥’

৪। স উবাচ বাচমতिसरसाम,—‘হংহো ব্রজপুরপুরজ্ঞীপ্রধানাঃ ! প্রধানা বি জ্যোতিঃপ্রভাবাঃ
প্রভাবাহিনঃ। তথা হি—ইহ ভূমধ্যে ভূমধ্যোং ভজ্ঞাভজ্ঞভূতং ভূতং শুভাশুভবং ভবং কুশলাকুশলভাবি
ভাবি সর্বং জ্যোতিঃ পাঠেন জ্ঞায়তে। আগমগমকং তু দেবতারাদনতঃ কর্তৃমকর্তৃসমুৎকার্তৃং চ ক্ষমকৃত্বম্’
ইতি ॥

২। নিজগদে উক্তঃ। জগতি মধ্যে একা মুখ্যা ললিতা রম্যা মেধা ধারণাবতী বুদ্ধিযুক্ত তথাভূতম্। অতএব
এধমানা বর্ধমানা প্রতিভা যশ্চ হে তথাভূত। ততশ্চ প্রতিভয়রহিতং নিঃসাপধসম্; ধিয়া বুদ্ধেস্তংসরূপং ভূষণভূতম্;
“তসি অলঙ্কারে” ॥

৩। মহাজ্যোতিষা অতিতেজস্বিনা; জ্যোতিষঞ্চ আগমশ্চ তৌ; “জ্যোতিষং জ্যোতিষক্ষাপি” ইতি বিরূপ-
কোষাৎ। ধিয়া বুদ্ধেস্তৌবরকৃত্য বৈবশ্চকারিণা ইব; “তুবরস্ত কষায়োহস্ত্রী” ইত্যমরঃ; তুবরস্ত ভারস্তুৌবরম্। অনয়োঃ
শাস্ত্রয়োঃ; কো নয়ঃ কা নীতিঃ ॥

৪। তজ্ঞাপি জ্যোতিষো জ্যোতিঃশাস্ত্রশ্চ প্রভাবাঃ প্রধানা মুখ্যাঃ। যজ্ঞপি প্রধান-শব্দশ্চ “ক্লীবৈ প্রধানম্”
ইত্যমরদৃষ্ট্য আবিষ্টলিঙ্গভূতম্, তথাপি তট্টীকাস্থং বোপালিতদৃষ্ট্য পুংস্তুতাপি প্রতিপাদনাৎ “ক্ষরঃ প্রধানো রোগাণাম্”,
“প্রধানা হরিতা মুদ্রা” ইতি বৈজ্ঞানিকদর্শনাৎ, (৪র্থ-শ্লোঃ) “অং সর্বেষাং সম গুণনিধে বাক্ষরানং প্রধানঃ” ইত্যুক্তবস্তুসংশ-
-

২। নিকটে এসে গেলে সেই বৃদ্ধা গোপীগণ অতিশয় সবিনয়ে বললেন—‘জগতের মধ্যে
মুখ্যা রম্যা ধারণাবতী বুদ্ধিতে দীপ্ত, অতএব হে প্রতিভোজ্ঞল ! নির্ভয় নর্মসহচর জ্ঞানীনাং আমরা
জানি। তাই জিজ্ঞাসা করছি বুদ্ধির ভূষণস্বরূপ কি শাস্ত্র আপনি অধ্যয়ন করছেন ?’

৩। বটু হাসতে হাসতে বললেন—‘ভো ভো আমি অতিতেজস্বী জ্যোতিষ ও আগম শাস্ত্র
অধ্যয়ন করছি। বুদ্ধির বিরসকারী অশু শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?’

বৃদ্ধাগণ বললেন—‘হে জগৎশ্রেষ্ঠ ! এর প্রতিপাত্তভূত কোন্ নীতি অসমাস্থ্য—তা আমাদের
নিকট থুলে বলুন।’

৪। বটু অতি সরসভাবে বললেন—‘হংহো ব্রজপুরপুরজ্ঞীপ্রধানাগণ ! জ্যোতিষ শাস্ত্রের
প্রভাব শ্রেষ্ঠই হয়ে থাকে। এ প্রভায় উজ্জ্বলই বটে। এই পৃথিবীতে প্রচুরভাবে ধ্যানযোগ্য ভ্রাম্যন্দ
কন্তু যা অতীত হয়েছে, শুভাশুভ যা কিছু বর্তমান, কুশল-অকুশল যা কিছু ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে
সব কিছু জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠে জানা যায়। আর দেবতা আরাধনের দ্বারা করা-না করা-অনুথা করার
ক্ষমতা অর্জন হল আগমের লক্ষণ।’

৫। তা উচিরেইচিরেণ,—‘ভো! নির্মলং তে যামো, যামোইয়ং সমীচীন এব, তদত্র কিঞ্চিং পৃচ্ছামোহচ্ছামোদকানি মোদকানি তে দাতব্যানি, তদস্মাকমমুযোগো যো গোকুলে প্রষ্টব্যো ন ভবতি, স শুভবতি ভবতি প্রকাশ্যতে। তস্মোত্তরং দীয়তাম্, দীয়তাং চ নো মনঃসন্দেহো দেহো বিদ্যা বা জ্ঞাপৃথিব্যোঃ কেন হি ন হিতায় পরেষাং ক্রিয়তে ॥’

৬। সহাসং স জগাদ,—‘গা দথ চেত্তত্রতরাস্তদাহস্তদারুণভাবোহরুণভাবোঃ খব্বহং সকলমেব বজ্জুমীশেহমী শেরতে হি ময়ি সর্বজ্ঞতাদয়ঃ সর্ব এব প্রভাবা বিপ্রভাবাদবিরুদ্ধাঃ ॥’

৭। রেণুস্তাঃ,—‘রেণুস্তাবদিদং গবাদি, বসু বসুখায়াং কিমদেয়ং তে যদি নঃ সমীহিতং বজ্জু-মহসি?’ স পুনরাহ,—‘ন রা হরণীয়ো মে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠাপনমেব মমোদ্দেশ্যম্, তৎ পৃচ্ছ্যতাং ভোঃ

দর্শনাচ্চ বাচ্যলিঙ্গমপি সাধিতম্। প্রভা কাস্তিস্তদবাহিনস্তদযুক্তা ইত্যর্থঃ। ইহ ভূমধ্যে জগতীত্যর্থঃ ভূমী বাহুল্যেন ধোয়ং ভাবনার্থং ভদ্রাভদ্ররূপং বস্তু; ভূতমতীতম্, এবং ভবং বর্তমানম্। কুশলাকুশলে ভবিতুং শীলমন্ত তৎ। ভাবি ভবিত্বং; আগমগমকমাগমলক্ষণম্ ॥

৫। যামঃ প্রহরন্তুস্তস্মাং। অচ্ছানি নির্মলানি চ তানি আমোদকানি স্মৃদানি চেতি তানি। তস্মাদমুযোগঃ প্রশ্নঃ, “প্রমোহমুযোগঃ পৃচ্ছা চ” ইত্যমরঃ। প্রষ্টব্যঃ প্রষ্টুং শক্যো ন ভবতি, স্বগৃহচ্ছিন্ন-প্রকাশ-শঙ্কয়েতি ভাবঃ। দীয়তাং খণ্ড্যতাম্। জ্ঞাপৃথিব্যোঃ স্বর্গমর্ত্যলোকয়োর্মধ্যে কেন বা জনৈন পরেষাং হিতার্থং দেহো বিদ্যা বা ন ক্রিয়তে? অপি তু ক্রিয়ত এব ॥

৬। ভদ্রতরা গা বহুধ্ববতীর্ধেহুঃ; অস্তদারুণভাবস্তাক্রোধঃ; অরুণস্ত সূর্যস্ত ভা জ্যোতীর্ষি তাভিরেব বুধাতে লগ্নক্রমেণ ভদ্রাভদ্রং জানাতীতি সঃ। তথা বজ্জুমীশে শক্লামি। কুতঃ? অগী সর্বজ্ঞতাদয়ঃ প্রভাবা ময়ি হি নিশ্চিতমেব শেরতে, গুপ্তা বর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥

৭। তা আভীর্ষঃ, রেণুর্জগৎ, রভসাহুচ্চৈরুচরিতার্থঃ; ‘রণ ধ্বন শব্দে’। ইদং গবাদিকং বসু ধনম্, রেণুস্তাবং

৫। একথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধারা বলে উঠলেন—‘অহো আপনার বলিহারি যাই। সময়টাও এখন উপযুক্তই বটে, তাই এখন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। নির্মল সুখদ লড্ডুক দিব দক্ষিণাস্বরূপে। আমাদের প্রশ্ন—নিজেদের সেই গৃহচ্ছিন্ন যা গোকুলে জিজ্ঞাসা করাই চলে না, তা মঙ্গলময় আপনার নিকট প্রকাশ করে বলছি। এর উত্তর আপনি দিন। আমাদের মনের সন্দেহ খণ্ডন করুন। স্বর্গমর্তে এমন লোক কে আছে যে দেহ-বিদ্যা পরের হিতের জন্ত নিয়োগ না করে।’

৬। হাসতে হাসতে বটু বললেন—‘বহু ছন্দবতী গাভী যদি দক্ষিণা দেন তবে ত্যক্তবক্রভাবে সূর্যজ্যোতিদ্বারা অর্থাৎ লগ্নক্রমে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবান্ আমি সব কিছু বলে দিতে পারি। ব্রাহ্মণ বলে সর্বজ্ঞতাদি সব কিছু প্রভাব অনুকূলভাবে আমাতে নিশ্চয়ই গুপ্তভাবে বিরাজমান।’

৭। তাঁরা আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলেন—‘এই গবাদি ধন তো ধূলিকণা সদৃশ, এ-জগতে এমন কি অদেয় বস্তু আছে যা আপনাকে দেওয়া না যেতে পারে যদি আমাদের বাঞ্ছিত মিমাংসা বলতে আপনি সক্ষম হন।’

পৃচ্ছ্যতাম্ ॥'

৮। নিজগৃহস্থাঃ—নিজগৃহস্থাপজননং কিমপি অস্মাকং স্নানকটকব্রজপুরবসতীনাং সতীনাং ন কিমপি কটকতুল্যম্, কিঞ্চৈক এব মানসাময়ো ন সামযোগ্যঃ। যৎ খলু নো বধুরাজী রাজীবিনী-সমাপি মাপি কতমা নঃ সুখায় বভূব। যতোহমূর্বিবাহ-দিনাবধি বধিরা ইব ভর্তৃনামশ্রবণেইপি, অপি তদীয়বন্ধাবন্ধা এব, কিং পুনস্তেষামবলোকে, লোকে ক দৃষ্টমীদৃশং পতিবৈরস্তুম্, যদন্তাপ্যাসাং পতিষ্ণভিমানোইপি নো জাতো নো জাতোংকটমেবমেব হুঃখম্। তদন্ত কঃ প্রতীকার ইতি বিচারয় চারয় নিজং যশো দিক্ষু বিদিক্ষু বিশেষণ' ইতি ॥

৯। এতদধিগত্য কৃত্রিমমোনী মমো নীরতয়া মনসি তন্নিদানমিব কুসুমাসবঃ। চিরং বিচার্যা-চার্যাকারং চাভিনীয় সবিসাদমিব দমিবদতিনিগৃহীতমনা মনাক্ শুক্লং বিহন্ত্য পুনরুবাচ বাচম্পতির্মেশাবী ধাবী কুতুকময়ে বস্মনি—‘অয়ি শুভংযুবরা যুবরাজকৃষ্ণস্ত গোচারোহয়মুদন্তো মুদন্তোচিতো মে ভবিষ্যতি।

রজঃসদৃশমিত্যর্থঃ। দাতুং পুনঃ কিমশকাংমিতি ভাবঃ। রা ইতি ধনম্, ন হরণীয়ো ন মম গ্রাহঃ, কিন্তু প্রতিষ্ঠায়াঃ খ্যাতেরেব প্রতিষ্ঠাপনং লোকবৈবর্গবাদিদানস্ত তস্তা জ্ঞাপকমেব। অতএব প্রথমমহং গাঃ প্রার্থিতবানস্মীতি ভাবঃ ॥

৮। নিজগং নিজগতং হুষ্ঠতাপজননম্। মানসাময়ো মনস্তাপো ন সামযোগ্যঃ, ন সাস্বনাঃ। মাপি কতমা, কতমপি ন। তদীয়বন্ধো স্বদেববাদো অপি অন্ধা এব। নোহস্মাকং হুঃখমেবমেব। কীদৃশম্? জাতঞ্চ তদুংকটক্ষেতি তৎ। যদৈব জাতম্, তদৈব বর্ধিতমিত্যর্থঃ। চারয় প্রচারিতং কুরু ॥

৯। কৃত্রিমং মোনং যস্তাস্তীতি সঃ। নীরতয়া নিতরাম্ ইরা সরস্বতী যন্ত তন্তয়া তন্নিদানং মমো প্রমিতবান্। ইবেতি সর্বত্র তা এব তথা প্রত্যাশয়তি, বস্তস্ত সর্বং কৃত্রিমমেবেতি সূচয়তি। দমিবং দাস্ত ইবাতিনিগৃহীতমনাঃ

বটু পুনরায় বললেন—‘ধন আমার গ্রহণের যোগ্য কিছু নয়, কিন্তু শুধু একটা খ্যাতি প্রচারের উদ্দেশ্যেই গাভী যাজ্ঞা করেছি। অতএব এবার বলুন তো, ভো আপনাদের কি জিজ্ঞাসা।

৮। বৃদ্ধাগণ বললেন—‘অকটক ব্রজপুরবাসিনী সতী আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনও কিছু হুষ্ঠতাপের জন্ম হয় না, যা কটকতুল্য হতে পারে। কিন্তু একটাই মনস্তাপ আমাদের, যার কোনও সাস্বনা নাই। কারণ আমাদের বধুগণ কমলের মতো সুন্দর হয়েও একটুও সুখের হচ্ছে না। যেহেতু বিবাহ দিনাবধি স্বামীর নাম সন্মুখে যেন এরা বধির, তদীয় বন্ধুদের সন্মুখেও তথৈবচ, তাঁদের দিকে ফিরে তাকাবার কথা আর কি। এ-জগতে ঈদৃশ পতিবৈরস্তু আর কোথায় দেখা যায়? যেহেতু অত্মপি এদের পতিতে অভিমানও জন্মাল না। এক্ষেপেই আমাদের হুঃখ জাত হয়েই উৎকট হয়ে উঠেছে। অতএব জিজ্ঞাসা করি এর প্রতিকার কি? এ বিষয়ে বিচার করে দেখুন—এর দ্বারা দেশে বিদেশে নিজের যশ অশেষ-বিশেষে প্রচার করুন।’

৯। বৃদ্ধাদের মনের ভাব বুঝে নিয়ে কুসুমাসব মোনের ভাব অভিনয় করে সরস্বতীদ্বারা যেন গাঢ়ভাবে আবিষ্ট হয়ে পতি বিমুখতার মূল কারণ গণনাদ্বারা নির্ধারণ করতে লেগে গেলেন। বহুক্ষণ বিচার করে আচার্যের ভাব অভিনয় করে জিতেদ্রিয়ার মতো স্থির চিত্ত হয়ে একটু শুকনো হাসি

তেনায়াং সঙ্গোপ্যো গোপ্যোহবশ্যমেব । বক্ষ্যামি সিদ্ধফলমেকং ফলমেকং সমানয়ত' ইতি তথানীতং
কলমাদায় ক্ষণং বিভাব্য বিভাব্য-সুদুর্দর্শঃ পুনর্নিজগাদ ॥

১০ । 'ভো ভো আৰ্য্যা লৌকিকালৌকিকান্তোবাত্র দৃশ্যানি দৃশ্যন্তে, লৌকিকানি কানি চ লগ্না-
লগ্নানি যৈঃ কিল পতিবিপক্ষতাহক্ষতা ক্রিয়তে, অলৌকিকানি তাবদবধারয়ত রয়ত এব । কাচিদত্র
প্রতিযোগিনী যোগিনী যোগি-মীরাজিত-পদারবিন্দা রবিং দারয়িতুমপি সমর্থী যোগমায়া মায়া-বিবাহং
কারয়িত্বা কোতুকবতী কো তু কবতীতরেষু তদভিজ্ঞতো বিবাহমিতি পুনরাসাং নরাসাম্প্রতং পতিবিদ্বেশং
চ জনয়ামাস ॥

দ্বিরচিস্রঃ । শুভংযুযু শুভবতীষু বরঃ শ্রেষ্ঠাঃ সুবরাজশ্চ কৃষ্ণশ্চ মৎপ্রিয়সখশ্চ গোচরঃ সময়মুদন্তো বৃত্তান্তো মে মম
মুদামানন্দানামস্তে নাশে উচিতো যোগ্যো ভবিষ্যতি । যা এব মাং মিথ্যাণরিবাদেন দুষয়ন্তি, তাস্বেব বৃদ্ধাভীরীষু
মৎপ্রিয়সখো ভূত্বাপি সর্বজ্ঞতয়া সর্বং ভূত্বাভদ্রমুক্ৰবা দ্বিত্যুপদিষ্টত্বীতি নয়ি কৃষ্ণো দুর্মনায়িত্ত ইতি । তেন হেতুনাংমুদন্তো
বৃত্তান্তঃ সঙ্গোপাঃ সঙ্গোপয়িতুমর্হঃ । হে গোপাঃ ! সিদ্ধং ফলং পতিবৈমুখ্যরূপং যস্মাৎ তৎ কারণং বক্ষ্যামি । কীদৃশম্ ?
একং যুখাম্ । বিভায়াঃ কাস্তেরব্যয়েন ন্যয়াভাবেন হেতুনা সুদুর্দর্শঃ ॥

১০ । লৌকিকানি স্বভাববৈকল্যোপাৎ সৌকল্য-কৌকল্যভাৱোচকত্বানি লৌকিকানি লোকপ্রসিদ্ধানি তানি
লগ্নেষু জ্যোতিশ্চক্র-শাস্ত্রোক্তেষু ন লগ্নানি, প্রত্যক্ষনিদানরূপাং কিং তদগণনয়েতি ভাবঃ । রয়তো বেগতঃ । প্রতিযোগিনী
যুগ্মপ্রতিকূল্য যোগিনী । নদ্বৈবং চেৎ সা মাত্ত্বিকৈরুত্থিতোঃ সহেলমেব বিনশ্চা ? তত্রাহ—যোগিনী রাজিত্তেতি । ভবতু,

হেমে বাচস্পতিমেধাবী ষটু কোতুকময় পথে পা বাড়িয়ে পুনরায় বললেন—‘অয়ি পরমকল্যানময়ীগণ,
এই বৃত্তান্ত সুবরাজ কৃষ্ণের গোচরীভূত হলে আমার হৃষ নাশের যোগ্য হবে—বন্ধু হয়ে নিন্দাকারিণীদের
সহায়কারী হচ্ছি বলে । তাই বলছি এ সব কথা অতি সাবধানে মনের ভিতরে অবশ্যই গোপন
করে রাখবেন । একটি ফল নিয়ে আসুন পতিবিমুখতার মুখ্য কারণ বলে দিচ্ছি ।’ তার কথামুসারে
একটি ফল নিয়ে এলে ক্ষণকাল গভীর ভাবে চিন্তা করে অক্ষয় কান্তিমান্ বলে দুর্লভ-দর্শন কুমুদাসব
পুনরায় বললেন—

১০ । 'ভো ভো আৰ্যাগণ ! লৌকিক-অলৌকিক ছ-রকম দোষ এখানে দেখা যাচ্ছে ।
কুস্বভাব কুরূপাদি লৌকিক দোষ যা পতিবিমুখতা নিখুত করে দিচ্ছে তা লোকপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষমূলক
বলে আর জ্যোতিশ্চক্র-শাস্ত্রোক্ত লগ্নের সহিত সংলগ্ন করবার কি প্রয়োজন ? অলৌকিক যা কিছু
সেই সমস্ত আবেগের সহিত অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন । এখানে আপনাদের প্রতিকূল কোনও যোগিনী
আছেন যিনি যোগিগণের দ্বারা নিরাজিত চরণকমলা, সূর্যকে যেন বিদারিত করতে সমর্থী, যিনি
যোগবলে মায়া বিস্তার করেন সেই কোতুকবতী যোগমায়া আপনাদের পুত্রের সহিত গোপকন্তাদের
মায়া বিবাহ করিয়ে তাঁর মায়াবিজ্ঞাজালের দ্বারা পৃথিবীর অজ্ঞজনদের ভিতরে এটি বিবাহ এরূপ
প্রচার করিয়ে দিয়েছেন—আর এই হেতু তিনিই মানুষের ভিতরে এঁদের ব্যবহার অযোগ্যতা এবং
পতিবিদ্বেশ জন্মিয়ে দিয়েছেন ।

১১। স্বভাবতঃ পুনরিমা ন মানবাঃ, তেনাশু তস্যা মহতীহ তীব্রতরা শ্রীতিরতএব মানবাহ-
মানবানাং সঙ্কতিরসাম্প্রতং সাম্প্রতং ক্রিতি স্বয়মেব মতিভেদং কারয়িত্বা রয়িত্বাচ তস্মা স্পর্শাদিকঞ্চ ন
কারয়তি রয়তিগ্না সা খলু যোগিনী। তদাশু ভবতীভির্বধুতাহবধুতা ত্রিয়তাম্, কিন্তু নিকামমতা মমতা
তু কর্তব্য, তয়া তু বঃ ক্ষেমং বিধান্তে ॥

১২। অপি চ যদি বঃ পুত্রাশাহত্ৰাশাবিসারিণী ভবিতুমহঁতি, তদাসাং স্পর্শোহপি যথা ন ভবতি,
তথা কার্যম্, নহি কৃষ্ণভুজগাবলা বলাকৃষ্টাঃ সুখং জনয়ন্তি। অস্তি ভাগ্যং বঃ সূতানাং যদাসাং তেষাং
স্পর্শোহপি জাতঃ ॥’

১৩। অথ তাঃ সবিষাদবৈকল্যং বৈ কল্যং পুনরুচুঃ,—‘অগ্নি মূর্তপ্রমাণ মাণবক! ভবতঃ কৃপা
মানবকথা নেয়ম্, কিন্তু সর্বজ্ঞতৈবেয়ং তে। তয়া পরমজ্যোতিষা জ্যোতিষাধ্যয়নপ্রাপ্তাবো দর্শিতঃ।

তথাপি ভবতাতিতেজস্বিনাহসৌ পরাভাব্যোতিঃ। তত্রাহ—কবিমপি দারয়িত্বং সমর্থী যোগেনোপায়েন মায়া যন্তাঃ সা।
কৌ তু পৃথিব্যাস্ত তদভিজ্ঞতন্তমায়াভিজ্ঞাদিতরেখজ্ঞজনেষু বিবাহং কবতি কীর্তয়তি সতি, পুনরিতি হেতোরেব, আসাং
নরেষসাম্প্রতমযোগাম্ ॥

১১। তস্মা যোগিতাঃ; অসাম্প্রতমযোগ্যম্। তস্মা মতিভেদস্য রয়িত্বাং তেজস্বিত্যচ স্পর্শাদিকমপি পতীনাম্।
রয়েন বেগেন তিগ্না তীক্ষ্ণা দুর্বীরেত্যর্থঃ। বধুতা বধুভাবঃ, অবধুতা খণ্ডিতা। নাপালেং তর্হ্যেতাভিরিত্যাদাসিত্বামিত্যাহ
—কিস্তিতি। তয়া তু যোগিতা তু ক্ষেমং পুত্রারোগ্যধনাদিকম্, অথথা তু বিনাশয়িত্ব ইতি ভাবঃ ॥

১২। যদি বো যুগ্মকং পুত্রাণামাশা ধনাদিবাহু অত্র গোপকুলনগরে আশাবিসারিণী সর্বাভিগ্না প্রিতিসমুদ্রিমতীতি
শাবং, অত্রথা ত্রাশা ন ফলয়তীতি ভাবঃ। তেভ্যো যুগ্মংসুতভ্যঃ স্পর্শোহপি সম্প্রদানমপি এবিশাগনং বিতরণং
স্পর্শনং প্রতিপাদনম্” ইত্যমরঃ। আসাং দানাত্মকস্পর্শ এব ক্ষেমু ভাগ্যব্যাঞ্জকঃ। সংযোগাত্মক-স্পর্শস্ত কৃষ্ণভুজজ্ঞানীণাং
সাক্ষাত্মারক এবোক্ত ভাবঃ। অতএব ভীত্যা শ্রীরাধাদিপ্রতিচ্ছায়াস্পর্শোহপি রাসাদিরাতিসু তৎপতিভিন্ন ক্রিয়তে
স্মেত্যবসেয়ম্ ॥

১১। পুনরায় বলবার কথা এই যে স্বভাবতঃই এঁরা মানুষ নয়। এঁদের উপর আবার এই
যোগিনীর মহতী তীব্রতরা শ্রীতি, অতএব মানব-অমানব কারোরই সহবাস এঁদের অযোগ্য। এই জন্য
ইদানীং যোগমায়া নিজেই মতিভেদের তেজস্বিতা জন্মিয়ে পতিদের স্পর্শাদি পরীক্ষণ করাবলেন না।
সেই যোগিনী তেজে চুঁবার। অতএব শীঘ্র তাঁদের প্রতি বধুভাব ছেড়ে দিন। এঁদের প্রতি প্রচুরভাব
মমতা করা কিন্তু কর্তব্য হবে। এতে সেই যোগিনী আপনাদের মঙ্গল বিধান করবেন।

১২। আরও, যদি আপনাদের পুত্রগণের ধনাদি রাষ্ট্র অতি সমৃদ্ধিমতী দেখতে চান তবে
এঁদের স্পর্শও যাতে এঁদের না হয় সেইরূপ করবেন। কৃষ্ণভুজঙ্গরমণী বলাৎকারে আকর্ষিত হলে
সুখদায়ক হয় না—(এঁদের সংযোগাত্মক স্পর্শ সাক্ষাৎ মারক হয়ে থাকে)। আপনাদের পুত্রদের
ভাগ্য খুলে গিয়েছে, যেহেতু তাঁদের প্রতি মহালক্ষ্মীস্বরূপা এঁদের দানাত্মক দৃষ্টি পড়ে গিয়েছে।’

১৩। অতঃপর তাঁরা সবিষাদ ব্যাকুলতায়, কিন্তু নিশ্চিত শুভব্যাঞ্জক ভাবে পুনরায় বললেন—

আগমাধ্যয়নস্ত চ মহীমহীয়ান্ প্রভাবো দর্শ্যতাম্, কস্তা দেবতায়্য বতায়্যাসকুতেনারাধনেন ধনেন যোগিনীকৃত-বিলসিতং বিলসিতং ভবতি, তদপ্যুপদিষ্টতাম্, দিষ্টতাং চ তদারাধনবিধিঃ' ইতি ॥

১৪। স উবাচ,—‘অন্ত্যপায়ো নিরপায়ো নিরবকরঃ কোহপি কোপিত্যন্তস্তাঃ কোপশমনায় দেবতাস্তরোপাসনাসনাথঃ।’ তা অথ সপ্রমোদং প্রমোদন্তমিব তং ব্যাহারং হারং মত্তা নিজগত্বনিজগ-
ত্বঃখহানিকৃতে কৃতেনাভিলাষণ—‘ব্রহ্মবটোহবটোস্তমোহসি গুণরত্নানাম্, রত্নানাং যথার্থভাবেন হ্যাং পৃচ্ছামঃ। কাসৌ দেবতা, বতাস্তা বা কিং নাম নাম, কীদৃশী বা তদুপাসনা, সনানাভাবং কথয়িতু-
মর্হসি।’ স সহর্ষমবদৎ,—‘অবধত্ত ভো মহাভাগা মহাভাগাঃ,—অস্তি কিল কশ্চনাতিকালঃ কালকুমারো
নাম মারো নাম মূর্তিমানিহ বৃন্দাবনে কুঞ্জদেবতা, দেবতাবৃন্দমহনীয়্য যোগিনী চ নীচসাদৃশ্যং যতো
ভজতে, সোপাসিতাহসিতাপাঙ্গীনাং কামং নিকামং নির্বাহয়তি। সা চেৎ প্রসীদতি, সীদতি ন তদা

১৩। বৈ নিশ্চিতম্, কলাং নিরাময়ং যথা শ্রান্তথোচুঃ। মহীমহীয়ান্ মহ্যাং ভূতলে মহন্তমঃ। বত খেদে;
আয়াসো যত্নস্তেন কৃতেন; বিলসিতং চেষ্টিতম্; বিলে গন্তে সিতং বন্ধং ভবতি, বিলুপ্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥

১৪। প্রমোদন্তমিব প্রকৃষ্টা মা সম্প্রস্তুস্তা উদন্তং প্রাপ্তো বৃন্তান্তমিব। অবটোস্তমোহসি শ্রেষ্ঠগর্তোহসি; ‘গর্তা-
বটৌ ভূবি স্বত্রে’ ইত্যমরঃ। সনানাভাবং নানাভিপ্রায়সহিতং যথা শ্রান্তথা কথয়িতুম্। মহান্ ভাগো ভাগাং যাসাং
তাঃ, অতএব মহতীম্। আভাং গচ্ছন্তীতি তাঃ; যদা, মহত্যা আভয়া গায়তি গানবদ্বক্তীতি মহাভাগাঃ, সোমপা-
শবৎ স ইত্যস্ত বিশেষণম্। অতিকালোহতিশ্রামলঃকালাতীতশ্চ, কালস্ত কুমারঃ; পক্ষে, কালঃ শ্রামলশ্চাসৌ

‘হে মূর্তিমান্ প্রমাণস্বরূপ বটু! আপনার এ-কথা বালশুলভ কথা নয়, কিন্তু আপনার সর্বজ্ঞতা
গুণেরই পরিচয়। আপনি তো পরমজ্যোতিষ, জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রভাব দেখিয়ে দিয়েছেন।
এবার আগম অধ্যয়নের মহত্তম প্রভাবও ভূতলে দেখিয়ে দিন। হায় হায় কোন্ দেবতার যত্নকৃত
আরাধন-ধনে যোগিনীকৃত-চেষ্টা গর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়, তা আমাদের উপদেশ করুন, তাঁর
আরাধন-বিধিও আমাদের দিন।’

১৪। মধুমঙ্গল বললেন—‘সেই কোপিনীর কোপ নিরসনের কোনও অক্ষয়-নির্মল-দেবতাস্তর
উপাসনাদ্বারা উজ্জলীকৃত উপায় আছে।’ অতঃপর তাঁরা আনন্দের সহিত প্রকৃষ্ট সম্পত্তিপ্রাপ্তির
মতো সেই কথা গলার হার মাননা করে নিজস্ব দুঃখহানির অভিলাষে বললেন—‘হে ব্রাহ্মণ বটু,
আপনি শ্রেষ্ঠ গুণরত্নরাজির শ্রেষ্ঠ খনিস্বরূপ! যথার্থভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—সেই দেবতা
কে? হায় হায় তাঁর ডাক নামই বা কি? তাঁর উপাসনাই বা কিরূপ তা বিস্তারিত ভাবে বলুন।’
বটু সহর্ষে বললেন—‘ভো মহাভাগা মহতী আভায় গানবৎ বক্তা! অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন—
অতি শ্রামল কালাতীত কালের কুমার (কৃষ্ণপক্ষে-শ্রামল যুবরাজ) কন্দর্প নামক কোনও এক
মূর্তিমান্ কুঞ্জদেবতা এই বৃন্দাবনে প্রকট ভাবে বিরাজমান্ রয়েছেন। দেবতাবৃন্দ মোহিনীয়া ঐ
যোগিনীও তাঁর নিকট অবনতের মতো হয়ে থাকেন। এই দেবতার উপাসনাকারিণী কাজলকালনয়নী

জনঃ কোহপি, কোপিতাং বা যথোতি, তদা ন সপি নাকোহপি কোহপি রক্ষিতুমীষ্টে ॥

১৫ । তথা হি— কুঞ্জে কুঞ্জে বিহরতি ন কেনাপি সংলক্ষ্যতেহসৌ
ধ্যানাদাবির্ভবতি ভজতামেকভাবব্রতানাম্ ।
পূজা তস্মাঃ সময়নিয়মাপেক্ষিণী ছক্ষরৈকা
পুণ্যাশ্রয়ঃ পরমকৃতিনঃ কেবলং কুর্বতে তাম্ ॥

১৬ । ছক্ষরত্বং চাবধত্ত—

পরার্থ্যমগ্নিভূষণোত্তমবিলেপচেলাদ্বিতৈঃ, স্বয়ং কুসুমসঞ্চয়াবচয়নায় গম্যাটবী ।
তদেকহৃদয়ৈরনাকলিতলোকলজ্জৈর্বৃথা, বচোরচনবর্জিতৈর্নিয়তমেব ভাব্যং জনৈঃ ॥

১৭ । এবং চ বধনবিমুক্ততয়াভিমুক্ততয়াভিলাষপুরস্রবং সুসম্পাদিতে পূজোপচারে সদাচারে
সাধীয়সি—

কুঞ্জে কুঞ্জে তমথ মুদিতাঃ পুষ্পধূপপ্রদীপৈ-
নৈবেদ্যৈশ্চ প্রিয়সুরভিভিঃ পূজয়েয়ুস্তিসঙ্কাম্ ।
পূজোপাস্তে নবকিশলয়শ্রুতর-শ্রুতদেহা
বন্ধুত্রাতৈরপি সহ নিশাং জাগরণে ক্ষিপেযুঃ ॥

কুমারো যুবরাজশ্চেতি স তথা । নাম প্রাকান্তে, কামমভীষ্টং কন্দর্পক, নিকামং যথেষ্টম্ । যদি ব কোপিতাং ক্রুদ্ধত্বমেতি
প্রাপ্নোতি, যদি কশ্মৈচিং কুপাতীত্যর্থঃ । সপি নাকোহপি পিনাকসহিতো রুদ্ধোহপি ॥

১৫ । সময়েষু বক্ষ্যমাণেষু নিয়মানেন বক্ষ্যমাণানপেক্ষিতুং শীল যন্তাঃ সা । একা মুখ্যা ॥

১৬ । অটবী স্বয়মেব গম্যা গন্তব্যা, নাত্র প্রতিনিধিকল্পনং যুক্তমিতি ভাবঃ । তত্র নিয়মানাহ—তদেকৈতি ॥

গোপীমুন্দরীদের মনোভীষ্ট এঁ যথেষ্ট নির্বাহ করে থাকেন । এই দেবতা যদি প্রসন্ন থাকেন তবে
কোনও ব্যক্তিই মিয়িয়ে যায় না । যদি কুপিত হন তবে কেউ-ই এমন কি পিনাকপানি মহাদেবও
রক্ষা করতে পারেন না ।

১৫ । তথা হি—এ দেবতা কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করে বেড়ায় । কেউ-ই তাঁকে দেখতে পায় না ।
তিনি ভজনশীল একভাবব্রতীদের ধ্যানের দ্বারা আবির্ভূত হন । তাঁর পূজার সময় ও নিয়মের
অপেক্ষা আছে, যা ছক্ষর ও মুখ্যা । পুণ্যাশ্রয় পরমকৃতিগণই কেবল তা করে থাকেন ।

১৬ । ছক্ষর কি তা ভাল করে শুনুন—যে জন সেই দেবতার পূজা করবে সে পরাক্রমূল্য
মগ্নিখচিত ভূষণে অলঙ্কৃত ও উত্তম বিলেপন দ্রব্য - বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিবে, কুসুম চয়নের জন্ত স্বয়ং
বৃন্দাবনে যাবে, লোকলজ্জা তুচ্ছ করে দিবে, বাকুবিলাসিতা বর্জন করবে এবং তদেকচিত্ত হয়ে নিরন্তর
তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকবে ।

১৭ । এইরূপভাবে নিস্তর্শাঠ্যাহিত্য, ও তাঁতে উন্মুক্ততা বশতঃ অভিলাষ পুরঃসর সদাচারের

১৮। এবং প্রাতঃ প্রাতর্মধ্যাহ্নপূজে ধর্মম্, সাধয়তি সর্বজনং সিদ্ধব্যবসায়ং সায়াংপূজা, নিখিলা-
ভিলাষক্ষণদা ক্ষণদাপূজা চেতি। বর্ণিতোহয়ং ত্রিকালপূজামহিমাঃমুমহি মানুষে লোকে লোকে নাতঃ
পরং ব্রতম্। অস্তাশ্চ দেবতায়াঃ সর্বাতিরেকা মন্ত্রাঃ কামদ্বাগকারিণো বহব এব সন্তি, তেষু
প্রধানতমোহষ্টাদশাক্ষরোহক্ষরোপমঃ কোহপ্যস্তি যদি বো ভো বোভোতি শ্রদ্ধাবিশেষস্তদা তমপি
বর্ণয়িষ্ঠ্যামঃ॥'

১৯। তাভিরভিব্যাহারি হারি বচঃ,—‘হে বালাচার্য্য ! বিনা মন্ত্ৰেণ কথমুপাসনা সনাথা ভবতু ?
তত্ত্বভবতা ভবতা সোহম্ভ্যমুপদিষ্টাতাম্, দিষ্টতাং প্রযাতু তে যশঃ। অস্মাভিরূপদেষ্টব্য এষ্টব্য এব
বধূভ্যঃ, ইতি ॥

১৭। বন্ধনবিমুক্ততয়া বিস্তার্য্য-রাহিত্যেনাভিযুক্ততয়া তৎসামুশ্রোয়ন। তৎ কালকুমারম্; অন্তরং শয্যা ॥

১৮। ধর্মঃ প্রাতঃ পূরয়তঃ, ‘প্রা পূর্তো’ প্রথমপুরুষবিবচনান্তঃ। সায়াংপূজা কর্ত্তা সাধয়তি কেরোতি। ক্ষণদা
উৎসবদায়িনী ক্ষণদাপূজা। রাত্রিপূজা। ত্রিকালেন্দি প্রাতর্মধ্যাহ্নমোরার্ণ ধর্মপূরকত্বেন ফলসাম্যাদৈক্যমাভিপ্রেত্যোক্তম্,
ততশ্চ প্রাতঃরশক্তৌ মধ্যাহ্নে পূজা অবশ্যমেব কার্য্যেতি ভাবঃ। ফলানামুত্তরোত্তর প্রাধাত্যং সর্বাশক্তৌ রাত্রিপূজা
স্বাবশ্যকৈবেত্যপি জ্যোতিতম্। মানুষে জ্যোকেহতঃপরং ব্রতং ন লোকে, ন পশ্চাগি; ‘লোক দর্শনে’ উত্তমপুরুষৈক-
বচনান্তঃ। কীদৃশম্? অমুমহি অমুগত। ভবতি মহী যস্মাৎ তস্মাইপদেয় তদ্রহাঃ সর্বজনাঃ লক্ষিতাঃ। কামং যথেষ্টম্।
অক্ষরোপমো ব্রহ্মোপমঃ, বো যুয়াকম্। ভো ইতি সম্বোধনে; বোভোতি অতিশয়েন ভবতি ॥

১৯। অভিব্যাহারি স্পষ্টমুক্তম্। স মন্ত্রো দিষ্টতাং প্রযাত, সর্বদিক্‌বর্ত্তিৎ প্রাপ্নোতু, দিকু ভবং বিজ্ঞানং দিষ্টং
তত্ত্ব ভাবো দিষ্টতা তাম্, এষ মন্ত্রঃ কথন্তুতঃ সন্ এষ্টব্যঃ? ইচ্ছাবিষয়ীকরিত্তমাণঃ সন্, অর্থাস্তাভির্ধূতিরেব ॥

সহিত পূজোপচার সূক্ষ্মস্পাদিত হয়ে গেলে—সেই জন প্রিয়পুশ-ধূপ-প্রদীপ-নৈবেদ্য-গন্ধদ্বারা কুঞ্জে কুঞ্জে
সেই কালকুমারকে ত্রিসন্ধ্যা প্রসন্ন মনে পূজা করবে। পূজাশেষে নবকিশলয় শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে
বন্ধুগণের সঙ্গে নিশা জাগরণে কাটাবে।

১৮। এইরূপে সম্পাদিত প্রাতর্মধ্যাহ্নপূজা ধর্মপূরয়িতা, সায়াংপূজা সর্বজনের সিদ্ধমনোরথ-
কারিকা, আর রাত্রিপূজা নিখিলাভিলাষোৎসবদায়িনী। বর্ণিত এই ত্রিকালপূজা জগতের সকল
লোককে অমুগত করে দেয়। মানুষ্যলোকে এর থেকে শ্রেষ্ঠ ব্রত আর কিছু দেখি না। এই দেবতার
যথেষ্টভাবে ত্রাণকারী সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বহুই আছে। তার মধ্যে কোনও একটি সর্বশ্রেষ্ঠতম
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অক্ষরতুল্য। ভো যদি আপনাদের শ্রদ্ধাবিশেষ অতিশয়রূপে হয় তা হ’লে তাও
বর্ণনা করবো।’

১৯। তখন ব্রহ্মাগণ স্পষ্টরূপে মনোহারী কথা কিছু বললেন—‘হে বালাচার্য্য, বিনা মন্ত্রে
উপাসনা কি করে হতে পারে? পরমপূজনীয় আপনি সেই মন্ত্র আমাদিকে উপদেশ করুন। আপনার
যশ দিকে দিকে ছরিয়ে পড়ুক। অভিলষণীয় এই মন্ত্র বধুগণকে আমরা উপদেশ করবো।’

২০। 'বাচং তং সাম্প্রতং সাম্প্রতং প্রীয়তাং সৈব ভগবতী কাচন দেবতা' ইতি মঙ্গলমঙ্গলং কৃষা
স চ সচমৎকারমুপদিদেশ দেশকালোচিতং তমেব মন্তরাজম্ ॥

২১। যথা 'অচিন্ত্যমহসে কুঞ্জদেবতায়ৈ রসায়নে স্বাহা' ইত্যুপলিখ্য পুনরায়,—'এবমস্তাঃ সরসস্তাঃ
রহস্তজ্ঞা কথিতমুপাসনাকাণ্ডং প্রকাণ্ডং প্রথমমনেনসানেন সাধুসমারাধিতয়া তয়া দেবতয়া প্রতিকূলা
কূলান্নাবিনী সরিদিব সা হরয়া হরয়া ভবিষ্যতি যোগিনীতি প্রকটিতমগম্যাত্যাসমর্থ্যাদাধ্যা
দাক্ষিণ্যং চ ॥'

২০। বাচমিত্যভ্যুপগমে, তন্তস্যাং সাম্প্রতং যুক্তমেব সাম্প্রতমিদানীম্। মঙ্গলং স্বস্তিবাচনাদিকমঙ্গলমঙ্গলসংগেতং
কৃত্বা সাক্ষমেব মঙ্গলমার্চ্যেত্যর্থঃ। স চ কুন্তমাসবঃ ॥

২১। রহসি বিবিঞ্জে স্থানে অনেনোপাসনাকাণ্ডেন সাধু যথা শ্রাৱণা সমারাধিতয়া তয়া কুঞ্জের্ষা দেবতয়া
হেতুনা সা যোগিনী তু অরয়া বেগরহিতা ভবিষ্যতি, হরয়া শৈল্পোণৈব। কা ইব? কূলান্নাবিনী সরিদিব, কাং জ্ঞোন
নিঃসারয়িতুং তু সা হৃৎশর্কবেত্তি ভাবঃ। বেগরাহিত্যে চ নস্তা ইব স্থিতয়াপি তয়া ন কিঞ্চিদসামঞ্জস্যমিতি তদভ্যয়মপি
নিঃশেষেণ ন নিবর্তিতমিতি সর্বকালমেব তাসাং স্বস্থবধূজনবনপ্রস্থাপনার্থং গৃঢ়চাতুর্ঘমন্ত। নদীদৃষ্টান্তেন চ মদুজৈ-
তৎপ্রতিকারাকরণে তু প্রতিদিনমেব বর্ষমানবেগা সা যুযৎকূলমেব সর্বযুশুলয়িত্বাতি ভয়মুৎপাত্ত তাদৃশপূজনায়ামপি
তাঃ শীঘ্রং প্রবর্তিতা। আগমধ্যস্ত গণনাশাস্ত্রস্ত চোপসনাশাস্ত্রস্ত চাভ্যাসমর্থ্যাদা প্রকটিতা। হে আৰ্য্য দাক্ষিণ্যং চ
যুম্নাস্ব স্বাহুকূলাং চ প্রকটিতমিতি।

অর্থতৎপ্রকরণস্তদং তত্ত্বম্—যত্বেপি শ্রীরাধাদীনং বনান্তিসরণাদৌ তন্তৎপ্রতিচ্ছায়া-নির্মাণেন তন্তৎপতি-দ্বন্দ্বাদি-
সমাধানং যোগমায়ৈব অশ্বকমেবাস্তি, তথাপি তাসাং স্বগুরুজনসমাধানাভাবভাবনায়াং সত্যং কুর্জাদিবিহারদ্বন্দ্ব্যং
ন সম্ভবেৎ; ন চ ত্যৈব তাসাং তদানীং সা ভাবনা নোৎপাদয়িতব্যোতি বাচ্যম্,—তাসাং ক্ষেপূপরকীয়াতদুদ্যৌ
বর্তমানায়াং তদ্বাবনাহুদয়াসম্ভবাৎ। ন চ তদ্বাদৃষ্টিরিপি তদানীং ত্যৈব লোপোতি বাচ্যম্,—তস্যা উচ্ছলনীলমণাবুজযুক্তা
অসৌজ্যেকাবহুদেন লোপানহাৎ। ততশ্চ কদাচিমধুপানোজ্যেকাদিতেতুভী রাতিন্দ্রিমমেব বিলাস-বৃক্ষ্যা গোষ্ঠ-গমনে
বিস্মারিতে সতি কদাচিচ্চ মুরলীনাদোদ্যাদিতানাং তাসাং বনগমনে কৃষ্ণান্ন-সঙ্গ-হেতুকাভিসারতেন গুরুভিত্তিকিতে

২০। 'আপনাদের কথা সমীচীনই বটে, অতএব ইদানীং সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ কোনও অনির্বচনীয়
দেবতা প্রসন্ন হউন।' এই বলে নিজের অঙ্গে অঙ্গসমন্বিত স্বস্তিবাচনাদি মঙ্গল আচরণ করে বটু
সচমৎকার দেশকালোচিত সেই মন্তরাজ উপদেশ করে দিলেন।

২১। যথা 'অচিন্ত্যমহসে কুঞ্জদেবতায়ৈ রসায়নে স্বাহা' এই মন্ত্র উপদেশ করে পুনরায়
বললেন—'এইরূপে উপদিষ্ট হ'ল নিকুঞ্জদেবতার প্রকাণ্ড বিখ্যাত শোভাবিশিষ্ট উপাসনাকাণ্ড।
এর দ্বারা নির্জন স্থানে স্তম্ভভাবে আরাধিত সেই দেবতার প্রভাবে প্রতিকূলা কূলান্নাবিনী নদীর মতো
সেই যোগমায়াদেবী শীঘ্র বেগরহিতা হয়ে যাবেন। এই তো জ্যোতিষশাস্ত্র এবং আগমশাস্ত্র
এ-দুয়েরই অভ্যাস-নিয়ম বলে দিলাম। এতে আপনাদের প্রতি আমার নিজ আহুকূল্যও
প্রকাশিত হল।

২২ । ইতি নিগতানবজ্ঞা নবমুখায়মানা গিরো ঝটিতি নিজ্জাস্তে কুতুকপটৌ কপটৌজ্জল্যকৃতি
বটৌ তাঃ কিল তস্ম বাচো বাচোযুক্তিপটুতাজ্জুষো জুযোপপন্নাঃ কৃতা সমুপগৃহ গৃহকৃত্যভিমুখাঃ ক্ষণ-
মবস্থায় ভবনমধ্যমধ্যবস্থায় চ স্ব-স্ব-বধুঃ স্ববধূতমাংসর্ঘ্যমাহুয় হুয়মানদহনশিখা ইব জ্বলন্তীরথ সমুপ-
দিশস্তি স্ম ॥

২৩ । ‘অয়ি জন্তো জন্তোত্তমা ভবত্যো গুণশীলোদার্যদার্যমাণসুরসুরমণীগর্বতয়া ধন্তা এব । কিন্তু
দুষণমপীদং মহীয়ো মহীযোগে যন্ন দৃশ্যতে কুত্রাপি, যৎ খলু ভর্তৃবৈমুখ্যং মুখ্যং নারীনাং নারীগাং
চৈতন্তবতু কদাপি তদেতদদুষণোপশমনায়াসন্নশমনায়াসন্ন কথমুপায়ং চিস্তয়থ ? জ্ঞায়তাম্—

সৌভাগ্যপ্রতিবন্ধরন্ধনকুতে ভর্তৃমুদে ভর্তরি

শ্রদ্ধাপ্রীতি-বিবুদ্ধয়ে গুরুজনস্তানন্দ-সম্পত্তয়ে ।

শ্রীবন্দাবনমধ্যমধ্যমুপমা কুঞ্জেরচরী দেবতা

কাপ্যাস্তেইখিলকামদা মুহুরিয়ং যুস্মাভিরারাধ্যতাম্ ॥’

সতি চ যোগমায়ায়াস্তত্ত্বত্রিচ্ছায়াভিত্ত্বংসমাধানমাবশ্যকমেব, উপায়ান্তরাসম্ভবাদিত ॥

২২ । জুষা প্রীত্যোপপন্না উপযুক্তাঃ কৃতা । গৃহকৃত্যং গৃহসম্বন্ধি কর্ম, স্ত্রুত্ব অবধূতং খণ্ডিতং মাংসর্ঘ্যং যত্র তদযথা
ভাস্তথা আহুয় । হুয়মানস্ত পাত্যমানম্বতধারস্ত দহনস্ত । ততশ্চ তস্ত দক্ষিণাত্মেন বহু-গো হিরণ্যম্বর-ভক্ষাদীনি তাঃ
প্রেময়ামাহুরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

২৩ । অয়ি জন্তঃ! হে বন্ধঃ! “সমাঃ সুবাজনীবন্ধঃ” ইত্যমরঃ । জন্তা জন্মনা উত্তমা এব যুগ্ম, সদভিজাতা
ইত্যর্থঃ । ইতি স্বনিয়োগগ্রহণে শ্রদ্ধামুৎপাদয়ন্তি । দুষণমপীদং দৃশ্যতে । কিং তৎ ? যন্নারীগাং ভর্তৃবৈমুখ্যং তন্মুখ্যমেব
দুষণম, ন ত্বন্নমিত্যর্থঃ । এতন্ন অরীগাং শত্রুণামপ্যস্ত, তেষ্পদীদৃশদোষাংশংসান যুক্তা কর্তৃমিতি ভাবঃ । তত্তস্মাদেতদ-
দুষণোপশমনায়াপায়ং কথং ন চিস্তয়থ ? কৌদৃশম্ ? আসন্নমেব শং স্মৃথং যতন্তম্ । অনায়াসমায়াসরহিতম্ ।

শ্বাশুড়ীদের বধুগণকে কুঞ্জদেবতা পূজনোপদেশে :

২২ । এইরূপে অনবজ্ঞ নবমুখামাখা কথা বলে কোতুকপটু কপটৌজ্জল-চেষ্টাষিত ব্রহ্মচারী
ঝটিতি বের হয়ে গেলে বৃদ্ধাগণ তাঁর বাক্যপ্রয়োগপটুতাসেবী কথা প্রীতির সহিত সাদরে গ্রহণ করে
গৃহসম্বন্ধি কর্মের দিকে গিয়ে ক্ষণকাল অবস্থান করত গৃহের অন্তরমহলে স্থির হয়ে বসে নিজ নিজ
বধূদিকে মাংসর্ঘ্য ছেঁরে দিয়ে ডেকে নিয়ে এসে স্মৃতাছতিতে জ্বলন্ত শিখার মতো দীপ্ত তাঁদের বিশেষভাবে
উপদেশ দিতে লাগলেন—

২৩ । ‘অয়ি বোমা, কুলিন-ঘরের অতি উত্তম মেয়ে তোমরা, গুণশীলোদারতায় সুন্দরী
দেবরমণীগণের গর্বধ্বংসকারিণী বলে তোমরা ধন্তাই বটে । কিন্তু দোষও এক মহান দেখা যাচ্ছে
তোমাদের মধ্যে, যা ভূতলবাসিনী রমণীদের মধ্যে কুত্রাপি দেখা যায় না । নারীদের যে পতি বিমুখতা
তা অবশ্যই এক মুখ্য দোষ, অল্প কিছু নয় । এ শত্রুদেরও যেন কখনও না হয় । তাই বলছি এ-কারণে

২৪। বহুস্ততো ধ্বস্ততোষা ইব সাশঙ্কমাশ্ৰুগতং বিতর্কয়ামাসুঃ,—‘এতা নঃ কিমু পরীক্ষন্তে, কিমু পরীক্ষন্তে বা কমপ্যর্থম্, তদধুনা ধুনানা ইব হৃদয়ং কিমপি তৃষ্ণীমেব তিষ্ঠাসো যাবদদরামূরামূলমেব কথয়ন্তি ॥’

২৫। ইতি তানু স্থিতানু স্থিত্বিতয়া পুনরপি হিতা নরপিহিতাপহিতাপদেশা দেশাচারলক্ষং তদেব ব্রতমামূলতঃ কথয়ামাসুঃ ॥

২৬। আকর্ণ্য কর্ণ্যমিব তং কমপি রসায়নং প্রয়োগমিব কুসুমাসবস্ত কৃতিরন্তেয়মহো মহোৎসব-করী নঃ সমপাদীতি মনসি কণং বিভাব্য বিভাব্যতিবজ্জসরসবদনা রসবদনায়াসং তাঃ কিমপি নিজ্জগতুঃ,—

সৌভাগ্যেত্যাদি ফলং কুসুমাসবেনাহুক্তমপি স্বমতাহসারেণৈব তাসাং কচ্যৎপাদনার্থমুক্তম্। যোগিনীকৃতোপদ্রব-শাস্তিস্ত তাসাং ভীক্শ্বমালক্ষ্য তস্তা অপি ভয়েন প্রকটং নোদ্বাটিতা। অত্র বাস্তবার্থস্ত ভর্তৃঃ কৃষ্ণশাস্ত্রজ্ঞানস্বভাবতি লোকস্ত ॥

২৪। ধ্বস্ততোষা ইতি কুঞ্জচরী দেবতায়ান্তাভিরকস্মাৎ প্রস্তাবাৎ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-বিলাসব্যক্তিসম্ভাবনয়া। কিংবা অস্মাকমুপরি কমপ্যর্থং কিঞ্চিদন্তপ্রয়োজনং বা ঈক্ষ্যন্তে, পর্যালোচয়ন্তি, যাবদমুঃ অদর সর্বমেব ॥

২৫। তানু বধুযু হিতা হিতরূপাঃ, অতএব নবযু পিহিতমাচ্ছাদিতম্, অপহিতং যোগিনীকৃতভবৈশুণ্যমপদেশেন ছিলেন যাভিষ্ঠাঃ, তটস্থজনে: পৃষ্টান্তা ধনাদিকামনয়া দেবপূজাবন্ধুঃ কারয়ামহে ইতি ক্রবন্তি স্মেতার্থঃ। দেশাচারলক্ষ-মিতি বধুভিরেব তজ্জানোপাদানস্ত প্রশ্নশঙ্কয়া কুসুমাসবেন স্বসঙ্গোপনার্থমুক্তত্বাৎ ॥

২৬। বিভায়াঃ কান্ত্বৈর্যতিষঙ্গেণ পরস্পরমেলনেন সরসবদনাঃ, তাসাং মধ্যে একস্তাঃ স্বাভিপ্রায়ামুদ্রুপতো দীপ্ত্যা

এই দোষ উপশমের ঝটিতি সুখদায়ী আয়াস রহিত উপায় কেন-না চিন্তা করছ? শোন, সৌভাগ্য-অন্তরায় দূরীকরণ, পতির আনন্দ পোষণ, পতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতি বর্ধন, ও গুরুজনের আনন্দ-সম্পত্তি সম্পাদনার্থে এই বৃন্দাবনমধ্যে যে অখিলকামদায়ী কুঞ্জচরী দেবতা আছে তাঁর আরাধনা ভোগাদের মুহুমুহু করাই উচিত।

২৪। এ কথা শুনে বধুগণ অপ্রসন্নের ভাবে শঙ্কার সহিত আশ্রুগত ভাবে মনে মনে বিতর্ক করতে লাগলেন—এরা কি আমাদের পরীক্ষা করছেন, কিন্বা কোনও বিষয়ে আমাদের উপর নজরদারী করছেন? তাই অধুনা দোহুল্যমানের মতো হৃদয়ে চুপচাপ বসে থাকি যতক্ষণ-না এরা সব কিছু আগাগোড়া বলে দেয়।

২৫। এইরূপে তাঁরা চুপচাপ বসে থাকলে ইষ্টসাধিকারূপা বৃদ্ধাগণ লোকের নিকট থেকে যোগিনীকৃত দোষের ব্যাপারটা কোনও ছলে গোপন রেখে (অর্থাৎ তটস্থ জনের দ্বারা জিজ্ঞাসিতা হয়ে তাঁরা বললেন, ধনাদি কামনায় দেবপূজা করাচ্ছি) দেশাচার প্রাপ্ত সেই ব্রত আমূল বলে দিলেন।

২৬। কোনও অপূর্ব রসায়ন প্রয়োগের মতো সেই কর্ণরসায়ণ তুল্য কথা শুনে ‘কুসুমাসবের এই কার্য অহো আমাদের কতই-না মহোৎসবকরী হল’ মনে মনে কিছুকাল এরূপ চিন্তা করে পরস্পর

‘আৰ্ঘ্যঃ ! কা নাং নাৰ্যো নাৰ্যো দিতমধ্বানং ধ্বানং মুসরন্তি; তদমুষ্ঠীয়তাং তীব্রতরং ব্রতরং হোহমুষ্ঠায়
বপুঃ-কাৰ্শ্যং বিদধামো ধার্মোদরে কিং বৃথা সময়ং নষ্টামঃ; ন যামোহপি নঃ সার্ককো যাতি প্রিয়সৌভগায়
গায়মানা প্রযতুং কা ন ভবতি ॥’

২৭। এবং বধুজনেমাজীকৃতে গুরুজনবচনবন্দাবনে বন্দাবনে কুসুমাবচনমায় নাগীদ্যদি বিপ্রতি-
পন্নতা প্রতিপন্নতারল্যা, তদা অনুবাসরমেব রমেব নানাবিগ্রহগ্রহণতৎপরা পন্নানন্দেন সা বধুততি-
রবধুত-তিরস্কারা গুরুপুরস্কারা গুরুপুরতো বহির্ভূয় ভূয়সা পরিজনেন সহ সহগামা মনোরথবেগং
রথবেগং চ জিজ্ঞাস্তব্বরেন সত্ত্বরেন মনসা বন্দাবনমধ্যমধ্যবস্থায় কুসুমাত্মবচিষ্যতী হতীবকৌতুকেন
কৌ তু কেনচিৎকেষবনবনবিহারিণো হারিণো ভগবতঃ কৃষ্ণস্তাবলোকনকনংকামা কামাহ্লাদধুরাং
নাসিসাদি ॥

বদনসারস্তেনাত্মা অপি তথৈব বদনসারস্তং জাতমিতার্থঃ। কিমপি রসবৎ রসযুক্তবচো নিজগতঃ। কা নাৰ্যো বধব
আৰ্ঘ্যভিঃ স্বত্ৰভিক্রমিতং কথিতমধ্বানং ধার্মমধ্বানং নিঃশব্দং যথা স্বাস্থ্যথাহমুসরন্তি? অপি তু সৰ্বা এব। ধামোদরে
গৃহভাস্তরে। নয়ামো যাপয়ামঃ, ন যামোহপি, ন গ্রহহোহপি। প্রিয়ং যৎ সৌভগং সৌভাগ্যং তন্মৈ তদর্থম্;
শ্লেষণে প্রিয়ে জীকৃষ্ণে বিষয়ে তস্মাদা যৎ সৌভগং তন্মৈ প্রযতুং; গায়মানেনি বচসি চানশব্দম্, গানবহুচ্চৈঃ পৃচ্ছন্তী কা
ন ভবতীত্যর্থঃ।

২৭। বচনবন্দাবনে পালনে। রমা ইব নানাবিগ্রহগ্রহণতৎপরা একৈব লক্ষ্মী নানাদেহধারিণীবেত্যাৎপ্রেক্রামাণা
ইত্যর্থঃ। এতচ্চ নরলীলত্বেন তদানীন্তনলোকসন্তাবনয়ৈব বর্ণনম্, ন তু বস্ততঃ সিদ্ধান্তোপযোগিত্বেন রূপগুণাদিভিরপি
রম্যতাহোয়াসায় পরমোৎকর্ষাদিতি। গুরুভিরপি পুরস্কারো বচনঃ সা। সত্ত্বরেন সত্ত্বগুণযুক্তেন ভাবযুক্তেন বা মনসা;
‘সেইং গুণে পিশাচাদৌ বলেহপি ভ্রূবাভাবয়োঃ’ ইতি মেদিনী। তু ইতি বিকল্পে; অত্যা কিঞ্চিৎ কুর্বতীত্যর্থঃ। কৌ তু

অজকাস্তির মেলনে সরসতাপ্রাপ্ত তাঁরা সচ্ছন্দে কিছু বলতে লাগলেন—‘আৰ্ঘ্য, কে এমন বধু আছে,
যে নিঃশব্দে স্বাস্থ্যরী কথিত পথ অমুসরণ করে না-চলে। অতএব অনুষ্ঠানযোগ্য ব্রত অতিতীব্র বেগে
সম্পাদন করে অঙ্গের কুশতা সম্পাদন করবো। গৃহের অন্তরমহলে কেন বৃথা সময় কাটাবো।
একটি গ্রহরও আমাদের সার্কক যায় না। প্রিয় সৌভাগ্যের জন্ত প্রযত্নের কথা কে-না গানবৎ উচ্চকণ্ঠে
জিজ্ঞাসা করে থাকে ?

২৭। এইরূপে বধুগণ গুরুজনদের বাক্যপালনে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে গেলে বন্দাবনে কুসুমচয়নে
যদি আর বিরুদ্ধতা থাকল না তখন চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়ে একই লক্ষ্মী নানাদেহধারিণীর মতো
সেই বধুগণ প্রতিদিনই পরসামান্দে তিরস্কার থেকে মুক্ত হয়ে গুরুজনদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে গুরুজনদের
সম্মুখেই বহু পরিজনের সহিত বেঁধে হয়ে মনোরথবেগ ধারণ করে রথবেগ থেকে অধিক বেগে সম্বর
ভাবযুক্ত মনে বন্দাবনমধ্যে বিরাজমান হয়ে কুসুমচয়ন করতে লাগলেন—কুসুমচয়নচ্ছলে ধুমপালনে
বনবিহারী - হায়ে শোভিত ভগবান্ কৃষ্ণের শোভামা অলোকনকামা তাঁরা পৃথিবীর কোনও অনির্বচনীয়
কৌতুকের আতিশয়ো কোন্-না কামাহ্লাদভার প্রাপ্ত হলেন ?

২৮। অথ সা চ কুমারিকামালা কামালাম্বব-লাব-বধকারিণস্তস্তাশীসবচমপেক্ষমাণাক্ষমাণামতি-
বিলম্বসহনেহক্ষবতীনাযুদ্ধেজনজমকেন কেনচিৎকর্ত্তাভরণে কৰ্ত্তাভরণে কত্বমনা মনাসিবি বিদ্বানবদনা
জ্ঞানবদনাকুলকুলমৰ্যাদাভিজ্ঞাননীতিরজ্যভ্যন্ত—‘অগ্নি হুহিতরো হিতরোপনার্থং যদার্ক্যপরিচরো ভবতীনাং
বভূব ভূবলয়চমৎকারী কা রীতিস্তস্ত সমজনি’ ইতি নীতিমদ্বচনশ্রবণানন্তরং তরঙ্গবতী নাম ভাগ্য কাশি
ধাত্রেয়ী নিজগাদ ॥

২৯। ‘হংহো গৃহেশ্বর্যঃ! এতদবশীয়তাং তদবশীয়তাং দিবসানামন্তরেহন্তরেণ ভবাদৃশীনাং
পৃচ্ছামিচ্ছা মিথঃ কথনায় কথমায়াং ভবতু কুলকণ্ডাকুলকণ্ডায় এষ সম্প্রতি লক্ষ্যমুজ্জ্বল হু জ্ঞানসমং
কথয়িস্যস্তু। যত্নমুগ্ধশ্বে, তদা ময়া সময়াসময়া সময়াদেব কথ্যতে। আরাধিতা হি সা যোগমায়া
অগমায়া সর্বদৈবতৈঃ সর্বদৈব তৈঃ প্রত্যাদিদেশ দেশকালোচিতং কিমপি ॥

পৃথিব্যাং তু কেনচিদতীৰ কোতুকেন কামাঙ্কাদধুরামানন্দাভিশয়ং ন প্রাপ? অপি তু সৰ্বামেব ॥

২৮। কামাঙ্কলাম্ববেন গৌরবেণ হেতুনা লাঘবত্বৈর্ধৈর্যাদিসামর্থ্যন্ত বধকারিণো নাশকর্ত্তৃঃ, ‘রাঘু লাঘু সামর্থ্যে’;
তস্ত কৃষ্ণশোৎকৰ্ত্তাভরণে কণ্ডযুক্তমনাঃ। কৌশলেন? অতিবিলম্বসহনেহক্ষমাণামসমর্থানামক্ষবতীনাং চিন্তবতীনাযুদ্ধেজনজো-
বেগন্ত জনকেন। জ্ঞানবৎ জ্ঞানভিরিবি কত্যানাং মুখম্মানিষ্টা তদুঃখেনৈব হুঃখিনীভিরিবেত্যর্থঃ। তথাপানাকুলেতি
তদ্যতিক্রমং কৰ্ত্তুং সহসাহসক্ৰূবতীভিরিত্যর্থঃ। আৰ্য্যপরিচরো দেবীপ্রত্যাদেশঃ ॥

২৯। তদবধি তৎপ্রত্যাদেশদিনমারভ্য ইয়তাম্, এতাবতাং দিবসানাং গতানামন্তরে মধ্যে ভবাদৃশীনাং পৃচ্ছাং
প্রশ্নমন্তরেণায়াং মিথঃ পরস্পরং যুগ্মান্ আবয়িতুং তৎকথনায় ইচ্ছা কথং ভবতু? নহত্ব কো দোষঃ? তজাহ—কুলকত্যানাং

মার্গেদের সম্মতিতে ধন্যাক্ষি কক্ষাগণের

বনবিহার-বাধা দূর :

২৮। অতঃপর এ দিকে কামভারহেতু ধৈর্যাদি সামর্থ্য নাশক কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্য অপেক্ষমানা
সেই ধন্যাদি কক্ষাগণ অতিবিলম্ব সহনে অসমর্থ চিন্তবত্তির উদ্বেগজনক, ও বাস্পে কৰ্ত্তপূরণকারী
কোনও অনির্ভরনীয় উৎকৰ্ত্তাভরে অতি চঞ্চলমনা ও কিঞ্চিং বিদ্বান-বদনা হলেন। কক্ষাদের
মুখ হুঃখিজনের মতো জ্ঞান দেখে হুঃখিনী, তথাপি ও দূর করতে সহসা অসমর্থ, কুলমৰ্যাদায় শ্রেষ্ঠা
জননীগণ বললেন—‘অগ্নি নন্দিনি, তোমাদের চিন্তে মজল-রোপণের জন্ত দেবীর যে ভূমণ্ডলচমৎকারী
প্রত্যাদেশ হল তার কি গতি হল’ এরূপ নীতিরচন আবণাস্তর তরঙ্গবতী নামক ওদের কোনও এক
ধাইকণ্ঠা বললেন—

২৯। ‘হংহো গৃহেশ্বরীগণ! এই বা বলছি অবশ্যই পূর্বক শ্রবণ করুন—এত দিনের মধ্যে ভবাদৃশ
জনের প্রশ্ন ব্যতিরেকে সেই কথা পরস্পর মিলে আপনাদের নিকট বলবার ইচ্ছা এদের কি করে
হতে পারে। যদি বলেন এতে দোষ কি, তবে বলছি শুধু—এই তো কুলকক্ষাগণের রীতি। এখন
আপনারা যদি আজ্ঞা করলেন তবে যথা জ্ঞান বলে দিবে। যদি আজ্ঞা হয়, তো উপযুক্ত কালে

৩০। কশ্চিৎ প্রভাবী প্রভাবীচীনীচীকৃত-সকলমহা মহামহিমা হি মাদৃশামপি ন গোচরো গোচরো ভবন্নল্লেনৈব দিনেন দিনেন ইব কমলিনীনামলিনীনামিব মহালী মহালীলো ভবতীনাং শবো ভবিতা বোভবিতা যন্ত সজ্জন হে পরমা রমাতোহপি যুস্মাকমুস্মা কমুস্তমং প্রথয়ন্ সৌভাগ্যভাস্করন্ত । কিস্তন্ত পতিকামানুব্রতন্ত ব্রতন্ত কাচিছুত্তরা ক্রিয়া ক্রিয়াজীবনময্যাহপি, ময্যাপিতবিশ্বাসাভিঃ কর্তব্যাহকোভবতীভির্ভবতীভিঃ ॥

৩১। সা চাবধীয়তাং ধীয়তাং বিধায় শ্রদ্ধামদ্বা মল্লিযোগেন 'ভো নিরুপমগুণবৃন্দা বৃন্দাবনদেবতা বৃন্দা নাম দানামন্দা মংস্বরূপা স্বরূপাতিকরণা কাচিদস্তি, সা বোহভিমতসিদ্ধয়ে ভাবিনী' ইতি নীতি-

কুলকন্ত বৃন্দন্ত জায় এবৈবঃ, মাতাপিতৃদাদিগুরুসন্নিধৌ স্বয়মেব স্বাভীষ্টপতিপ্রাপ্তার্থকবন্ত দ্বাটনে মহতোব লঙ্ঘতি । সন্নয়ং সন্নীতিমালম্ব্য ; সর্বদৈব সর্বশ্লিষ্টেব কালে, তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ সর্বদৈবতৈরগমোহগম্য আয়ো গতির্যন্তাঃ সা ॥

৩০। কশ্চিৎ প্রভাবী ভবতীনাং ধবঃ পতিভবিতা ভবিষ্যতি । প্রভাণাং বীচিভিত্তরঙ্গৈর্নীচীকৃতানি সকলানা- মপি মহাংসি তেজাংসি যেন সঃ । হি যতো মহান্ মহিমা মাহাত্ম্যং যন্ত সঃ । কমলিনীনাং দিনেনো দিনপ্রভুঃ সূর্য ইব । তজ্জাসাজাত্যমনিকটবর্তিত্বমপরম্পরসাপেক্ষোন্মাদসং চালোকাতুথোপমিমীথে—অলিনীনাং ভ্রমরীণামিব মহালী মহাব্রমরঃ । যন্ত সজ্জন রমাতোহপি লক্ষ্মীতোহপি যুস্মাকং সৌভাগ্যভাস্করন্ত উস্মা প্রতাপো বোভবিতা, অতিশয়েন ভবিষ্যতি । কিং কুর্বন্ ? কং স্তুত্বমুস্তমং প্রথয়ন্ থ্যাপয়ন্ থ্যাপয়ন্ । উত্তরা ক্রিয়া কথন্তুতা ? ক্রিয়াণাং সর্বাসামেব জীবনময়ী সাফল্যদায়িনী । আপি, স্বয়মেবালভি, প্রাপ্তেত্যাঃ । সা ভবতীভিঃ কর্তব্য । নহু দেবি ! ময্যাপিতঃ প্রাপ্তিতো বিশ্বাসো যাভিন্তাভিঃ । যুস্মান্ন মম বিশ্বাসো জাতঃ, অতঃ শ্রীত্যা স্বয়মেব কথয়ামীতি ভাবঃ অক্কোভো ধৈর্যং ভবতীভিঃ ॥

৩১। যিযো বুদ্ধেতং যমোহস্তাসক্ত্যুপরমো যন্তাং তাং শ্রদ্ধাং বিধায় দানে বাঙ্কিতদানেহমন্দা পরমসমর্থা

নিকটে নিকটে থাকি বলে আমিই সাধু নীতি অবলম্বনে সব কিছু যথাযথ বলে দিতে পারি, শুভ্রন— সর্বদেবতার অগম্যগতি সেই প্রসিদ্ধ যোগমায়া আরাধিতা হয়ে দেশকালোচিত কোনও প্রত্যাদেশ দিতে লাগলেন—

৩০। প্রভাতরঙ্গদ্বারা সকল তেজ তিরস্কারী, মহামহিমা, মাদৃশ জনেরও অগোচর প্রভাবশালী কোনও একজন অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের গোচরীভূত হবেন । কমলিনীর প্রভু সূর্যের মতো, জমরিণীদের সম্বন্ধে মহাব্রমরের মতো সেই মহানীল তোমাদের স্বামী হবে, যার সঙ্গগুণে হে পরমা ! রমা থেকেও তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী হবে—সৌভাগ্যসূর্যের কোনও উত্তম সুখ প্রখ্যাপনের দ্বারা । কিন্তু এই পতিকামব্রতের অনুগামী কোনও সর্বক্রিয়ার সফলতাদায়িনী পরবর্তিক্রিয়া আছে, যা আপনা থেকেই তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত । আমাতে তোমাদের বিশ্বাস আছে, তাই শ্রীতির সহিত নিজের থেকেই বলছি, ধৈর্য ধারণ করে তা তোমাদের করা উচিত ।

৩১। যাতে মনের অস্থাসক্তি উপরম হয়ে যায় সেইরূপ অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার উপদেশ মতো সেই কথা বুঝে নেও । যথা—'ভো নিরুপম গুণশালিনী কণ্ঠাগণ বৃন্দা নামক বোনও

বশাদবৃন্দাবনানুগমনং কতি দিনানি নানিবর্তনীয়ম্ ॥

৩২ । ইদং হি সিদ্ধবনং তপঃ-ফলোপগমস্ত ফলোপগমস্ত সকলাভিলাষসম্পাদকত্বম্, অশ্রোপসত্ত্যাং সত্ত্যাং সমীহিতসিদ্ধিরচিরেণৈব ভাবিনীতি তদনুগম্যধ্বমগম্যধ্বনি-নিরসনপূরঃসরং পূরঃ সরংহসো নিষ্ক্রম্য যথাহরহরহো বনমধ্যমবস্থায় তদুদ্ভিত-কর্মশেষং সমাপয়ন্তি ॥'

৩৩ । ইতি তদস্তাঃ সপ্রমুদিতমুদিতমাকর্ণ্য তথানিদেশজননীভির্জননীভির্হিদি সিদ্ধিয়ে, তদা তদনুগম্য মতান্তরনিরাসেন নিরাবাধস্তায়থস্থা যস্তাদয়ো বৃন্দাবনপারিসর-পারিসরণং তাঃ কুর্বন্তি ॥

৩৪ । তদা দ্বয়ীযামমুঢ়ানামুঢ়ানামুঢ়ানাং চ সম্ভব বৃন্দাবনচারিচারিমাচাতুরীতুরীয়ে কোতুকে সতি বিররাম শিশিরসময়ো রসময়ো বসন্তুচ্চাসাদ ॥

অরূপেণ স্বভাবেনাতিকরণা, না ইত্যাব্যং নিষেধবাচকম্, ন নিবর্তনীয়মিত্যর্থঃ ॥

৩২ । হি নিশ্চিতম্, ইদং সিদ্ধং সিদ্ধস্বরূপং সিদ্ধানাং বা বনম্ । কথং তত্ ? তপঃফলোপগমং তপসাং ফলেনৈব হেতুনোপগচ্ছতি মিলনীতি ৩৩, বহুতপঃফলপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ । অতএবাস্ত সিদ্ধবনস্ত যঃ ফলোপগমঃ ফললাভস্তস্ত সকলা-ভিলাষ-সম্পাদকত্বং নিত্যং বর্তত ইত্যর্থঃ । উপসত্তিরহুভুক্তিত্ত্বমাদনুগম্যধ্বমগম্যধ্বনিং দত্ত, যথাহুধ্বনি ত্যাগপূর্বকং পুরো-হত্রে সরংহসঃ সবেগাঃ সত্ত্যাঃ ॥

৩৩ । অস্তা ধাত্রেয্যাস্তদুদ্ভিতং বাক্যং নির্দেশজননীভিনির্দেশকজ্ঞাভিঃ, 'সিদ্ধিয়ে' ইতি ঈষদ্ব্যস্তং সম্ভতিভ্যোতকম্ । নিরাবাধো নির্বাধো তায় উক্তপ্রকারেণ হেতুনা যজ্ঞাঃ ॥

এক বৃন্দাবন দেবতা আছেন। তিনি বাহ্যিত দানে পরম সমর্থা, মৎস্বরূপা, স্বভাবে অতি করুণাময়ী। তিনি তোমাদের অভিমত সিদ্ধির জন্ত চিন্তাকুলা থাকেন।' এই উপদেশ বশে এঁদের বার বার বৃন্দাবন গমন থেকে কিছুদিন নিবৃত্ত করা সমীচীন হবে না।

৩২ । বহু তপোফল প্রাপক এই বন সিদ্ধস্বরূপ। অতএব এই সিদ্ধ বনে যে ফলোপগম হয় সেই ফলের সকল অভিলাষ সম্পাদকত্ব গুণ নিত্য বর্তমান। এর সেবা হলে অভীষ্ট-সিদ্ধি অচিরেই হয়ে যায়, এই হেতু অস্ত্র কথা ছেয়ে দিয়ে নিশ্চয় বেগের সহিত পুরী থেকে বের হয়ে যাতে এইরকম এই বন মধ্যে উপস্থিত হয়ে দেবীর কথিত কর্মের শেষ সমাপন করতে পারে সেই মতো আপনারা অনুগতি দিন এঁদের।'

৩৩ । এইরূপে ধাত্রীকণ্ঠার আত্মাদের সহিত কথিত বাক্য শুনে তদনুসারে নির্দেশদানের কর্ত্তা জননীগণ যদি সম্মতিসূচক ভাবে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন তখন ওতেই তাঁদের অনুমতি হয়ে গেল। অতঃপর মতান্তর ও পূর্বের বাধা-নিষেধ-নীতি অপসরণে যস্তা যস্তাদি কষ্টাগণ বৃন্দাবনের নিকটবর্তী স্থানে গমনাগমন করতে লাগলেন।

বসন্তের আগমন :

৩৪ । প্রথমে বিবাহিতা গোপীগণের পুষ্পচয়ন-ছন্দময়ী, অতঃপর কুমারী গোপীগণের

৩৫। যথা— গতঃ শিশিরবারণো গলিতকুন্দদন্তো জরাং
সকেসররদোদগমঃ সুরভিসিংহশাবোহভবৎ ।
হিমে ব্রজতি দক্ষিণে মরুতি বাতি কালস্ত্রু-
নসোরািব বিরাজতে শ্বাসিতমারুত-ব্যত্যয়ঃ ॥

৩৬। কিঞ্চ, অপি প্রোঢ়াং গর্ভে প্রস্রবতি লতালো ন কলিকাং
কুহূকর্ঠঃ কর্ঠে কলয়তি কলং ন প্রথয়তে ।
চকার প্রস্থানং ত্যজতি মলয়ং নাপি পবনঃ
প্রাতীক্ষন্তে যাতুং যুগপদিব সর্বে হিমখাতুম্ ॥

৩৭। আসন্নপ্রসবতয়া লতাজনানানং, রোলদ্বীশুহৃদবলাবলিঃ প্রসজ্য ।
উদ্দেশং যুজরিব কুবর্তী সমস্তা-দাপৃচ্ছাং যুহুকলঙ্কৃতৈঃ করোতি ॥

৩৪। অমৃটানাং পরমবুদ্ধিমতীনাং কোতুকে সমে তুল্যে সতি। কথঙ্কুতে? বৃন্দাবনচারিণী বৃন্দাবনপ্রবেশোপায়ী
চারিণী চাক্রতয়া যা চাতুরী তয়া তুরীয়েহতিশ্রেষ্ঠে, কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমাতিশ্রেষ্ঠানাং মধ্যে চতুর্থে ইত্যর্থঃ। যথা, উটানাং
পুষ্পাবচয়ছন্দমযা চাতুর্যা কোতুকং প্রথমম্, ততোঃ নুটানাং কাব্যায়ত্তর্চনপ্রথামযা বস্ত্রহরণাদিময়ং দ্বিতীয়ম্, ততঃ পুন-
রপুটানাং শ্রুণামহুমত্যা কুণ্ডেচরদেবতারাদনমযা তৃতীয়ম্, তদনন্তরমিদানীং নুটানাং বৃন্দা-পূজন-ছন্দমযা চতুর্থমিতি
কোতুকশাস্ত্র তুরীয়ম্ সাধিতম্। সাম্যঞ্চ বয়ীষাগেব যুগপদেককৈবৈব কৃষ্ণসঙ্গলক্ষেপ্তাঙ্ক্যং ॥

৩৫। শিশির এব বারণো হন্তী জরাং গতঃ প্রাপ্তঃ। সুরভির্নসন্তো হিমে ব্রজতি সতি দক্ষিণে মরুতি বাতি
চলতি সতি। কালস্ত্রু কালাত্মকস্ত্রুঃ পুরুষস্ত্রু, নসোর্নাসিকয়োঃ ॥

৩৬। প্রথমং বয়ঃসন্ধিমিব শিশিরবসন্তসন্ধিং বর্ণয়তি—অপীত্যাদিভিঃ। প্রস্থানমুত্তরদেশং প্রতি গমনম্ ॥

কাত্যায়নী-অর্চনপ্রথাময়ী, অতঃপর পুনরায় বিবাহিতা গোপীগণের শাস্তুরীগণের অনুমতি অনুসারে
আরাধনাময়ী, অতঃপর ইদানীম্ কুমারীগণের বৃন্দাপূজনছন্দময়ী অতিশ্রেষ্ঠ কোতুক, যা পরমবুদ্ধিমতি
গোপীগণের ছ-এরই বৃন্দাবনপ্রবেশযোগ্য কমনীয় চাতুরীতে সিদ্ধ, যুগপৎ কৃষ্ণসঙ্গলাভে তুল্য হ'লে
শীতকাল শেষ হল। রসময় বসন্তের আগমন হ'ল।

৩৫। যথা—শীতকালরূপ হন্তী কুন্দপুষ্পরূপ দন্তুহীন হয়ে জরা প্রাপ্ত হল। ফুলের কেশররূপ
দন্তোদগম সহ বসন্তরূপ সিংহশাবক এসে উপস্থিত হল। শীত চলে গেলে দক্ষিণ বাতাস বইতে
লাগল যেন কালাত্মক পুরুষের ছ-নাসার শ্বাসবায়ু বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়ে দেখা দিল।

৩৬। আরও, (প্রথম বয়ঃসন্ধির মতো শিশির বসন্ত সন্ধির বর্ণনা হচ্ছে) লতাবলী তাদের
গর্ভে পরিপুষ্ট কলিকা প্রসব করছে না, কোকিল তাঁদের কর্ঠে যুহুমধুর কাকলী তুলছে বটে কিন্তু
মধুর উচ্চকর্ঠে কুহু কুহু করছে না। উত্তরদেশের দিকে পবন রওনা তো হয়েছে কিন্তু মলয়পর্বতের মায়া
ত্যাগ করে উঠতে পারছে না। এরা সব যেন একই সঙ্গে শীতঋতুর চলে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

৩৮ । কিঞ্চ, রসালে সালম্বো নবমুকুলসন্ধানকলয়া
 পিকো দন্তাস্বাসঃ কিমপি মরুতা তংসুরভিণা ।
 কুহুরিত্যালাপং সপদি গুফিতং কণ্ঠকুহরে
 শ্রুতৌ দর্শত্রাসাদিব লপতি দীর্ঘব্যবহিতম্ ॥

৩৯ । এবমুপনতেন তেন কুসুমসুরভিণা সুরভিণালঙ্কৃতেহহনি হনিষ্যমাণহিমমহিমমর্মণি স্নাতমিষ
 বিপিনেন, উল্লসিতমিব তরুভিঃ, উদ্বর্তিতমিব লতাভিঃ, উৎকণ্ঠিতমিব বিহগৈঃ, হাসিতমিব দিগ্ধুভিঃ,
 অমূলিগুণমিব চন্দ্রিকাচন্দনেন রজনীভিঃ, অকুরিতমিব চন্দনানিলেন, সঞ্চারিতমিব পরিমলেন, গুপ্তিতমিব
 গোপ্তী-মধুত্রৈঃ, পুলকিতমিব মাকন্দৈঃ, জাগরিতমিব মাধবীভিঃ, কিং বহুনা? পরিবর্তিতমিব বপু-
 মনসিভেদন ॥

৪০ । ইত্যেবং যতাপি ক্ষুরদৃশ্যটকষট্‌কলাকমনীয়প্রদেশং বৃন্দাবনং তথাপি ক্রীড়াসময়সময়ানু-

৩৭ । রোলম্বা এব স্নহদবলা মিতস্ত্রিয়স্তাসামাবলিঃ ॥

৩৮ । কণ্ঠকুহরে কুহুরিতি সহদীর্ঘমালাপং গুফিতং গ্রথিতমপি শ্রুতৌ শব্দশ্রুতিক্রমে তু দীর্ঘব্যবহিতং সঙ্কষণং
 যথা স্নাতত্বা লপতি উচ্চারণতি । তত্র হেতুযুক্ত্যেতে—দর্শন্ত অমাবস্তায়াস্ত্রাসাদিব, কুহুরিতি দীর্ঘশ্রুত্যা সহসাহমা-
 বস্তায়াঃ প্রাপ্তৌ প্রতীত্যাযামোষধীশনাশশোকেনেব রসালঙ্করণে স্বমুকুলানি নোৎক্রময়িষ্যন্ত ইতি শঙ্কিত ইবেত্যর্থঃ ।
 চন্দ্রিকাবহলপক্ষ এবাত্রমুকুলোদগম ইতি লোকপ্রসিদ্ধেঃ; “সানষ্টেনুকলা কুহুঃ” ইত্যমরঃ ॥

৩৯ । হনিষ্যমাণমগ্নম্বো বা নাশমানং হিমম্ মহিম্নো মর্ম যত্র তথাভূতেহহনি ॥

৩৭ । লতারূপে অঙ্গনাগণ আসন্ন প্রসবা, তাই ভ্রমরীকূপে বন্ধুপত্নীগণ পরস্পর মিলিত হয়ে
 চতুর্দিকে মুহূর্মুহু খোঁজখবর নিতে গিয়ে প্রাশ্নে প্রাশ্নে যত গুঞ্জারধ্বনির সৃজন করছে ।

৩৮ । আরও, আত্মবক্ষোপরি নবমুকুলের সন্ধানকুশলতার সহিত আলম্বিত কোকিল বায়ুবাহিত
 মুকুলের গন্ধে আশ্বাস প্রাপ্ত হয়ে কণ্ঠকুহরে কুহু কুহু দীর্ঘ আলাপ গুপ্তিত করে তুললেও ডাক শুনে
 পাচ্ছে ‘কুহু’ অর্থাৎ ‘অমাবস্তা তিথি’, যাতে আত্ম মুকুল জন্মায় না তা এসে যায় এই ভয়ে কণ্ঠ নীচু
 করেই আলাপ করছে ।

৩৯ । এইরূপে উপনত সেই কুসুম সুরভি সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত বসন্তকালের দ্বারা দিন অলঙ্কৃত
 হলে, ও শীতের মহিমামর্ম ভেঙ্গে পড়ার মতো হলে বিপিন যেন স্নাত ব্যক্তির মতো প্রকুল্লিত হয়ে
 উঠল, লতাজাল যেন গন্ধ-বিলেপিত হ’ল, বিহগকুল যেন উৎকণ্ঠায় আকুল হ’ল, দিগ্‌বধু যেন হেসে
 উঠল, রজনী চন্দ্রিকারূপ চন্দনে যেন প্রলেপিত হ’ল, মলয়ানিল যেন অকুরিত হয়ে উঠল, পরিমল
 যেন সঞ্চারণশীল হ’ল, ঝাঁকের ভ্রমর ঝাঁকে মিলে যেন গুপ্তিত হয়ে উঠল, আত্মবক্ষ যেন পুলকিত
 হয়ে উঠল, মাধবি যেন জেগে উঠল,—আর বেশী বলবার কি আছে? কামদেব যেন নিজের শরীর
 বদলে নিল ।

রূপরূপতয়া কচিৎ ক্রমেণাক্রমেণাপি কচন নবনবতয়া যত যাচ্যমানৈব তেষামমুভুতিঃ ॥

৪১। অথ ‘প্রথমপ্রথমমুরাগসাবহন্তীনাং গোকুলকুলললনানাং ললনানাং পরিপূর্তয়ে কাপি বসন্তোৎসবলীলাবলী বলীয়সী বিরচনীয়া’ ইতি মমসি বিচারয়তো রয়তো লক্ষপ্রমোদস্ত প্রমোদস্তমান-
প্রণয়িজনহৃদ্যাম্পশু নিখিলসৌভাগবর্তো ভগবন্তো ব্রজরাজযুবরাজস্তাশয়ং বিদিত্বা বনদেবতা এব তা
এবমভিনবমুরগিভিস্থরভিত্তমপি বমং স্ব-কৌশলশলদতিচারিমচারিমহাশিল্পকল্পনাকল্পনানাবিধভূষতং
ভূষিতং সঁকলসৌভাগ্যমেকাভূতমিব বিদধতি স্ম ॥

৪২। তথা চ— লীলুলৈশ্চমরীচয়েন বিপিনকৈশীতলং মার্জিতং
কন্তুরীহরিকীগণেন বিদধে সৈঃ স্মৈদৈবাসিতম্।
পুষ্পাণাং মকরন্দবিন্দুনিকরৈঃ সিক্তং ক্রমাণাং কুলৈঃ
সঙ্গীতানি বিভেদিত্বৈলিনিবহঁলাস্তানি বীরদ্বজৈঃ ॥

৪০। স্মরত স্বতৃষ্ণকস্ত স্বভিরেব কলাভী রঞ্জকত্বশিল্পৈঃ কমনীয়াঃ প্রদেশা যন্ত, তথাভূতমেব বৃন্দাবনং
তথাপি ভগবন্তো মরলীলিতয়া বাধুযবিশেষার্থং ক্রীড়ানাং সময়ানুরূপমেব রূপং যেষাং তন্তয়া তেষামুভূনাং কচিৎ
ক্রমেণাশ্রুতিবিচার্যমানৈব শ্রীঃ; হেমন্তানন্তরমেব শিশিরস্ত, তত এব বসন্তস্ত—ইতোবং কচনাক্রমেণাপি যথা প্রাবৃষ্টপি
বসন্তসমুদিকিবিদগ্ধমাধবে ভগবদ্রীক্যবশাহুকা, কচন নবনবতয়েতি যথা প্রথমপ্রথমানন্তরমেব প্রথমবর্ষাঃ, তত এব
প্রথমশরদিভ্যোবম্ ॥

৪১। অতএব প্রথমা শ্রীয়া ত্রিযন্ত তাদ্রশমুরাগং বহন্তীনাং গোকুলকুলললনানাং কুলান্জনানাং যা ললনা
বাগ্ভাস্তাসাং পরিপূর্তয়ে;—‘লল ল্পায়াম্’ বুজন্তঃ, লুড়ন্তো বা। প্রকৃষ্টা মা শোভা-তয়া উদন্তমান উৎকৃষ্টমাগঃ

৪০। যদিও শ্রীবৃন্দাবন স্মৃতিশ্রীপু স্বতৃষ্ণকস্ত স্বভূ যটকের ছয় কলায় কমনীয় প্রদেশে শোভিত, তথাপি
এরূপ হলে ভগবানের মরলীলার মাধুৰ্য্য পোষণের জন্য ক্রীড়ার সময়ানুরূপ সৌন্দর্যে মাধুৰ্য্য ভরে
উঠবার জন্য কবিরও ক্রমাগতসারে হেমন্তের পর শিশির তৎপর বসন্ত, আবার কখনও ক্রমভঙ্গে বর্ষার
পর বসন্ত; আবার কখনও নবমব রূপে তাঁদের অনুভূতি চেয়ে নেয় ভগবানের নিকট থেকে স্বতৃষ্ণ।

৪১। অতঃপর ‘আদি বলে খ্যাতিসম্পন্ন অমুরাগরস হৃদয়ে বহনকারিণী গোকুলললনাগণের
কাহী প্রিয়শূরণের জন্য কোনও এক অপূর্ব বসন্তোৎসবলীলাবলী খুব ঘট্য করে রচনা করা উচিত’
এরূপ মর্মে মর্মে বিচারপরায়ণ, বেগতঃ লক্ষপ্রমোদ, নিজের শোভারূপ বায়ুবেগে প্রণয়িজনের
হৃদয়ের বাষ্প উদ্ধে চালিনাকারী সেই নিখিলসৌভাগ্যবান ভগবান ব্রজরাজযুবরাজের আশয়
বনদেবতা জানিত্তে পেরে পূর্বোক্ত অভিনব বসন্তে বৃন্দাবন সুরভিত হয়ে বিরাজমান থাকলেও
স্ব-কৌশলের সহি এসে মিলিত অতিচারুত্বে উচ্ছল মহাশিল্পগণের কল্পনায় রচিত নানাবিধ বেশের
জায়া মণ্ডিত করলেন তাঁকে, এবং পৃথিবীতে অবস্থিত সকল সৌভাগ্য যেন স্তূপীকৃত করে তুললেন
সেখানে ॥

৪৩। এবং সতি—অত্ৰ শ্ৰাদ্ধমধুবাসরে মধুমদক্ৰীড়াবিশেষালসঃ

শ্ৰামঃ শ্ৰামলয়ন্ দিশঃ স্বমহসাং পুরেণ দূরেরিণা।

মাধুর্য্যামৃতশীকরোৎকরকিরা তস্মাপি বর্ষাভ্রমং

তস্মানোহপি বিধান্ততীহ পরিতো মূর্ত্তং বসন্তোৎসবম্ ॥

৪৪। ইতি মুক্তরত্নরথ্যং তথ্যমুদঘৃণ্যমাণে, শ্রবণনয়নচিন্তোদ্ধর্ষবর্ষিণ্যদন্তে।

সহজসদনুরাগাবেগবিগ্নান্তরাণাং-মজনি বিধুমুখীনাং চিত্তমুৎকণ্ঠমানম্ ॥

৪৫। এবং সতি—চন্দ্রাবল্যা সহ পরিজনে রাধয়া স্থালিবুন্দৈঃ

শ্ৰামাদেব্য্যা সহ সহচরীমণ্ডলৈরাশ্বনীনৈঃ।

শ্রীবাসন্তোৎসবরসকলাসন্দিদৃক্ষাচিকীর্ষা-

ব্যাগ্রং জাগ্রন্মধুমদহতক্রীড়মুত্থানমীয়ে ॥

প্রণয়িজ্ঞানানাং হৃদ্ব্যাপ্পো যেন তত্ৰ। অভিনবেন সুরভিণা বসন্তেন সুরভিতং স্নগন্ধীকৃতমপি বনং শৈঃ শৈঃ কোশলৈঃ
শলস্তি মিলস্তি, অতিচারিমচারীণ্যতিচারকৃৎসমীনি যানি মহাশিল্পানি তেষাং কল্পনাভরাকল্পন্ত বেষন্ত যগ্নানাবিশদ্বং তেন
ভূষিতং মণ্ডিতং ভূষিতং ভুবি পৃথিব্যামুষিতং স্থিতম্ ॥ (৪২)

৪৩। দূরেরিণা দূরমীরিত্তং ব্যাপ্তুং শীলমশ্রু তেন ॥

৪৪। অম্বরথ্যং রথ্যায়াং রথ্যায়াং প্রতিমার্গমিতার্থঃ। উদন্তে বৃন্তান্তে ॥

৪৫। আশ্বনীনৈরাশ্বহিতৈঃ, সংদিদৃক্ষাচিকীর্ষাভ্যাং ব্যাগ্রং যথা স্তান্তথা ॥

৪২। আরও, বৃন্দাবনের ভূমিতল মার্জিত করে দিল চমরীগণ তাঁদের লাদুলে, সুবাসিত
করে তুলল কস্তুরীহরিগীগণ নিজ নিজ গন্ধে, ভিজিয়ে দিল পুষ্পচয় মকরন্দবিন্দুসমূহে। আরও সেখানে
অলিকুল গুঞ্জারধ্বনি ও লতাবলী বহুপ্রকার নৃত্য বিস্তার করল।

বসন্তের আগমনে শ্রাম অঙ্গের অপূর্ব মাধুর্য :

৪৩। এইরূপ হলে—অত্ৰ বসন্তের প্রথমদিবসে মধুমদক্ৰীড়াবিশেষালস শ্রামসুন্দর দূর দূরান্তে
ছরিয়ে পড়ার স্বভাববিশিষ্ট নিজ তেজের প্রবাহে দিগ্দিগন্ত শ্রামলিমায় ভরিয়ে দিতে দিতে
শ্রীবৃন্দাবনের চতুর্দিকে বসন্তোৎসব মূর্ত করে তুললেন—তাঁর তনুর মাধুর্য্যামৃতবিন্দুর বর্ষণে বর্ষাভ্রম
বিস্তারিত হলেও।

বসন্ত-আনন্দ মত্তা গোপীগণের বনগমন :

৪৪। এইরূপে মুহমুহ প্রতি পথে পথে শ্রবণ-নয়ন-মনের পক্ষে হর্ষবর্ষী এই শবর রটে গেলে
সহজ সদনুরাগবেগে উদ্ভিন্ন হৃদয়া বিধুমুখীদের চিত্ত উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে উঠল।

৪৫। এইরূপ হলে চন্দ্রাবলী পরিজন সহিত, রাধা নিজ সখীগণ সহিত, শ্রামাদেবী সহচরী-
মণ্ডলীর সহিত আশ্বহিতার্থ শ্রীবসন্তোৎসব রসকলা দেখবার এবং করবার ইচ্ছায় ব্যাগ্র হয়ে জাগন্ত বসন্তের

৪৬ । ততশ্চ, বৃন্দাদিভিঃ সরভসং বনদেবতাভিঃ, শ্রীতাদ্যেণ মহতাভ্যুপগম্যমানাঃ ।

কামং বসন্তমহমঙ্গলবেষবাসো, ভূষাদিভির্বিদধিরে পরিভূষিতাস্তাঃ ॥

৪৭ । ‘এবং চাগামিনীষামিনীষাপয়িস্থত্ব হে প্রমদা মদাসঞ্জন’ ইতি কৃষ্ণেন দত্তাশ্বাসাশ্চাসাদিত-
ভূরিসঙ্কল্পাঃ কল্পায়ুতমিব ক্ষণমপি মত্তমানাঃ কুমার্যোহপি সাক্ষস্যা ধ্বসা এব যদি সমুপসেদুস্তদা কাঞ্চন-
কাঞ্চনলতোতানপরম্পরাং পরাং জঙ্ঘমামিব মঘানা বনদেবতা অপি তা অপি বীক্ষ্য দিসিদ্ধিযিরে ।
প্রণয়াদরাধরাঃ পূর্ববদসমুদ্রমহা মহানুরূপবেষাদিভিরভূষয়ন্তপি চ ॥

৪৮ । যথা— কচোঃ পুন্নাগং বকুলমুকুলানি ভ্রমরকে-
ষশোকং সীমন্তে শ্রাবসি সহকারন্ত কলিকাঃ ।
স্তনাগ্রে বাসন্তীকুসুমদলমালেতি কুসুমৈঃ
স্বয়ং বৃন্দা রাধাং সপদি মুমুদেহলঙ্কৃতবতী ॥

৪৬ । রেখাঃ ষোড়শাকল্পাঃ, বাসাংস্তুভিবৈবিধ্যাক্ততঃ পৃথগুস্তানি, ভূষা দ্বাদশাভরণানি, আদি-শব্দাং
সময়োচিতকৌলুম-লঙ্কটিকা-কন্দুকাদি ॥

৪৭ । হে প্রমদাঃ ! মদাসঞ্জন সম সম্যক্ সঞ্জেনতি বস্ত্রাহরণদিনে দত্ত আশ্বাসো যাভাস্তাঃ । কুমার্যোহপীতি
তাবৎকালবিলম্বাসহিষ্ণুতয়া তৎপূর্বমপি বিহারং প্রাপুরেব, কিন্তু রাসবিলাসবতীষু যামিনীষু বিহারাধিক্য-বিবক্ষ্যৈব
তথোক্তিঃ, “ভূষা ব্যাপদেশা ভবন্তি” ইতি ভাষাৎ । কাঞ্চন কাঞ্চিদপূর্বামিত্যর্থঃ । কাঞ্চনময়ীনাং লতানামুত্থানন্ত পরম্পরাং
সম্ভতিং পরামুৎকৃষ্টাম্, তা অপি কুমারীরপি রাধাত্মা ব্যাচাস্ত বীক্ষ্য কিমুতেত্যাঃ । প্রণয়েন অদর অনন্ত আদরো
যন্ত তাঃ ॥

৪৮ । ভ্রমরকেযু ললাটলম্ব্যলকেষু ॥

আনন্দে হতলজ্জা হয়ে বনে চলে গেলেন ।

গোপীগণকে বনদেবীদের ভূষিত করণ :

৪৬ । অতঃপর বৃন্দাদি বনদেবীগণ অতি হরাম্ মহান্ শ্রীতি আদরের সহিত বসন্তোৎসব
উপযোগী মঙ্গল ষোড়শ আকল্প - বিবিধ বস্ত্র - দ্বাদশ আভরণ, এবং সময়োচিত ফুলের যষ্টি - কন্দুকাদি
দ্বারা সম্মুখে আগত তাঁদিকে যথেষ্ট সর্বতোভাবে ভূষিত করে তুললেন ।

৪৭ । আরও, ‘হে প্রমদাগণ আগামিনী যামিনীতে আমার অন্তরঙ্গ সঞ্জে তোমরা যাপন
করবে’ বস্ত্রহরণলীলার দিনে কৃষ্ণের নিকটে এইরূপ আশ্বাস পেয়ে নানাবিধ সঙ্কল্পকারিণী, ক্ষণকালকে
অযুত কল্পের মতো মাননাকারিণী, সম্ভ্রম-বুদ্ধি ধ্বসে পড়া কছাগণ যদি নিকটে এসে পৌঁছে গেলেন,
তখন বনদেবীগণ তাদেরকে উৎকৃষ্ট কাঞ্চন-লতোতান পরম্পরা মনে করে বিস্মিত হলেন । এবং পূর্ববৎ
বহুপ্রণয়াদর পাত্রী তাঁদিকে বসন্ত মহোৎসবের উচিত বেশাদির দ্বারা ভূষিত করতে লেগে গেলেন ।

৪৮ । যথা— শ্রীরাধার কেশকলাপে পুন্নাগ, ললাটচুশি চূর্ণকুন্তলে বকুলমালা, সীমন্তে অশোক,

৪৯ । তথ্যাত্মাশ্চাত্মাসাং মধুমদমহোৎসাহমহিম-প্রমুহাচ্ছিত্তানামহমহমিকাসম্বহুদঃ ।
প্রসূনালঙ্কারৈরুচিতরচনৈঃ প্রত্যবয়বং, বিলেপৈঃ সৌরভ্যপ্রণয়িরলধতুরভিতঃ ॥

৫০ । কিঞ্চ, রত্নালঙ্কারগানি কাঞ্চনময়ীঃ শাটীশচ কুর্পাসক-
শ্রেণীশ্চাতিবিচিত্রিতাঃ সুমুতলাশ্চীনোত্তরাসজ্জিনীঃ ।
তাম্বুলান্নমূলেপনানি বিবিধাঃ পোষ্পীঃ অজো গন্ধিনীঃ
স্বচ্ছন্দং সুষুবুঃ সকল্ললতিকাঃ কল্লদ্রমাঃ সর্বতঃ ॥

৫১ । কিঞ্চ, বাষ্পচ্ছেদসদচ্ছজাতুবপুটীগর্ভেষু সম্পূরিতাং
নানাবর্ণবিলাসচূর্ণপটলীং পঙ্কজ কাস্তুরিকম্ ।
পোষ্পং কামুকমায়ুধং চ বিবিধং নানাবিধান কন্মুকান্
রত্নানাং জলমস্ত্রকাণি সুষুবুঃ কল্লদ্রমাণাং গণাঃ ॥

৪৯ । অত্যা বৃন্দাভূবতিত্যা বনদেবতা অত্মাসাং চম্পাবল্যাদীনাম্ প্রত্যবয়বমলঙ্কৃত্যিত্যহঃ । কীদৃশঃ ? অহম-
হমিকয়া ইয়মহমেনামলঙ্করোমোষা অহমবৈনামলঙ্করোমি, ন স্বমিত্যেবংরূপয়া সম্বরণ ভূষয়িত্বং ত্বরায়ুক্তং হৃদ্যনো যাসাং
তাঃ ; “অহমহমিকা তু সা ত্মাং পরস্পরং যো ভবত্যতঙ্কারঃ” ইত্যমরঃ ॥

৫০ । কুর্পাসকশ্রেণীঃ কঙ্কলিকাতভীঃ । কীদৃশীঃ ? চীনোত্তরাসজ্জিনীশ্চীনোত্তরাসজ্জাঃ সুস্মোত্তরীয়াণি তদ্বতীঃ ।
গন্ধিনীঃ প্রশস্তগন্ধবতীরিতি অজো বিশেষণম্ ॥

৫১ । জাতুবপুট্যা জতুবিকারসম্পুটাঃ ;—(পা০ ৪৩।১৩৮) “ত্রিপুজ্জতুনোঃ যুক্ চ” ইতি যুগণৌ ॥

কর্ণে সহকারকলিকা, স্তন্যাগ্রে বাসন্তিকুসুমদলমালা—এইরূপে পুষ্পের আভরণে স্বয়ং বৃন্দা রাধাকৈ
তৎক্ষণাৎ অলঙ্কৃত্য করে আনন্দিতা হলেন ।

৪৯ । তথা ‘এঁর শৃঙ্গার তো আমিই করব ওঁর শৃঙ্গার তো আমিই করব’ এইরূপ অহঙ্কারের
সহিত সাজাতে ত্বরায়ুক্ত মন্য অত্যা বনদেবীগণ চতুর্দিকে বসন্তের আনন্দোৎসবে উৎসাহ-গৌরব হেতু
বিমুগ্ধ চম্পাবল্যাদি অত্যা গোপীগণের প্রতি অবয়ব অতি চাক্রতায় রচিত পুষ্পালঙ্কারের দ্বারা এবং
সুগন্ধ চন্দনাদি বিলেপনের দ্বারা শ্রীতির সহিত চতুর্দিকে অলঙ্কৃত্য করলেন ।

কল্লদ্রমের সেবা :

৫০ । আরও, রত্নালঙ্কার, কাঞ্চনময়ী সাড়ী, অতি বিচিত্রিতা কঙ্কলিকা, সুমুতলা সূক্ষ্ম উত্তরীয়,
তাম্বুল, চন্দনাদি অমূলেপন, বিবিধ সুগন্ধী পুষ্পমালিকা—এরূপ যত কিছু সেবা-সরঞ্জাম সচ্ছন্দে উৎপন্ন
করতে লাগল কল্ললতিকার সহ কল্লদ্রমশ্রেণী চতুর্দিকে ।

৫১ । আরও, বাষ্পের চাপেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে এমন হাল্কা সুন্দর নির্মল লাক্ষাসম্পুটগর্ভে
পাদান নানাবর্ণবিলাসবিশিষ্ট আবির্চূর্ণ, কাস্তুরিকা পঙ্ক, পুষ্প নির্মিত ধনু, বিবিধ আয়ুধ, নানাবিধ
খেলার বল, রত্নের পিচকারি উৎপন্ন করতে লাগল কল্লদ্রমগণ ।

৫২ । কিঞ্চ, মাতঙ্গী নাম সঙ্গীতকনিগমকলা-কৌশলাচার্যবর্ষা
নানাবীণাপ্রবীণাঃ প্রণয়িসহচরীঃ সঙ্গিনীঃ সন্ধিযায় ।
মূর্তং রাগং বসন্তং সরিগমপধনীন্ মূর্তিভাজঃ স্বরাংশ্চ
স্ত্রীবেশেন ঋতীশ্চ প্রকটমুপচিতাঃ কুব্ধতী প্রাহুরাসীং ॥

৫৩ । প্রাহুভূয় সা ভূয়সাদরেণ দরেণ চ বরাজীণাং প্রবরাং বরানুজমুখীং বার্ষভানবীমভিতোহভি-
তোষবংশবদা বদাগ্রীর্ঘত্ববতস্থে, তদা বৃন্দাভ্যভাষত,—‘ঋয়তাময়ি গুণময়ি গুণকৃতাবধানা বধানাশু
বিস্রস্তম্ । ইয়ং মাতঙ্গী নাম সঙ্গীতনিগমগমকচাতুরীতুরীয়াচার্যা চার্যায়ান্ত্রভবত্যা ভবত্যানন্দদায়িনি
বসন্তোংসবকৌতুকে কো তু কে ন রজ্যন্তীতি কৃষা সঙ্গীত-সামগ্রীমগ্রীয়ামাদায় ভবতীমুপবঞ্জয়িতুমাগতা ।
ইমাশ্চাস্তাঃ সহচর্যো বিবিধবীণাপ্রবীণাঃ প্রবরগুণভাজাঃ । অয়ন্তু—

কেকৌষে বিরচিতশেখরঃ শিখণ্ডে, পুষ্পানঃ পরভূতমাত্রাকোরকেণ ।

আমন্তঃ প্রকৃতিত এব মেঘনীলঃ, স্ত্রীবেশস্তব নিকটে বসন্তুরাগঃ ॥

৫২ । সরীতি ষড়্জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদান্ স্বরান্ সপ্ত ঋতীর্ষাবিংশতিম্ ; সঙ্গীতাদিষ্টাঙ্গী
দেবতৈব মাতঙ্গীনামী সতী প্রাহুরাসীদতি । কিমরলোকত ইব গানপ্রসিক্তিমবকল্যিহিতুনিব সা মাতঙ্গী হৃদেচ্ছয়া বহুতৃষ্ণ-
ষারৈবেতি তদানীন্তনী প্রতীতিস্তাসাম্ ॥

৫৩ । সা মাতঙ্গী ভূয়সা আদরেণ দরেণ সঙ্কেচেন চ যন্তবতস্থে । বদাগ্রীর্ঘদানীং বাগ্মিনীনাং শ্রেষ্ঠাপি । গুণে
গানশিল্পময়ে কৃতমবধানং যদা তথাভূতা সতী আশু বিশ্রান্তং বিশ্বাসং বধান কুৰ্বিতার্থঃ । সঙ্গীতশুভ্র নিগমস্ত গমকানাঞ্চ ;
যথা, সঙ্গীতশুভ্র নিগমনং যতন্তেষাং গমকানাং যা চাতুরী তয়া তুরীয়া চতুর্থী মুখ্যা মুখ্যাতরা-মুখ্যাতমাতোহপ্যতিশ্রেষ্ঠা

সহচরগণ সঙ্গে সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রীদেবী মাতঙ্গীর আবির্ভাব :

৫২ । আরও, মাতঙ্গী নামক সঙ্গীতশাস্ত্র-কলাকৌশলাচার্যবর্ষ (সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবী) নানাবিধ
বীণা বাজানোতে প্রবীণা সহচরীগণকে সঙ্গিনী করে বসন্তুরাগ ‘সারোগামাপাধানি’ সপ্তস্বর ও দ্বাবিংশতি
ঋতিকে মূর্ত করে তুলে স্ত্রীঃবশে সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে আবির্ভূত হলেন ।

৫৩ । সেই মাতঙ্গী আবির্ভূতা হয়ে ভূয়সী আদর ও সঙ্কেচের সহিত বরাজীদের শ্রেষ্ঠা
ফুল্লকমলমুখী বার্ষভানবীর সম্মুখে বাগ্মীশ্রেষ্ঠা হয়েও অতি প্রসন্নতার বশে অভিভূত হয়ে যাদ চুপ করে
দাঁড়িয়ে রইলেন, তখন বৃন্দা বললেন—‘অয়ি গুণময়ি রাধে ! শোন, সঙ্গীতশিল্পপ্রাচুর্যে কৃতাবধানা
রমণীদের মতো হয়ে আমার কথায় শীঘ্র বিশ্বাস স্থাপন করে নেও—এঁর নাম মাতঙ্গী, সঙ্গীত শাস্ত্রের
ও গমকের চাতুরীতে মুখ্যতম হতেও শ্রেষ্ঠা ইনি, এবং কিমরীগণের অধ্যাপিকা । পরমপূজনীয়া আর্ষা
তোমার এই জায়গান আনন্দের উৎস বসন্তোংসব-কৌতুকে কার না মন রঞ্জিত হয়ে উঠে এই জগতে ?
তাই রঞ্জিতমনা হয়ে ইনিও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন তোমার শ্রীতি
সম্পাদনের জন্ত । আর এই ষাঁদের সঙ্গে দেখছ, এঁরা সব সহচরী, বিবিধবীণাপ্রবীণা, অতিশয় গুণী ।’

৫৪। অথ তং প্রতি প্রতিপন্নকৌতুকা কৃষ্ণাকারতয়ারতয়া দিদ্‌ক্ষয়ানন্দা সরসমুজ্জ্বলাপাঞ্জনৈব
কিক্রিদীক্ষয়ামাস যদি বার্ষভানবী, নবীনপরিগৃহীতনারীবেষঃ স চ বসন্তরাগোহস্তরাগোচরং কমপি
কৃতার্থভাবমান্বনো মন্যতে অ ॥

৫৫। সা চ মাতঙ্গী মাতঙ্গীব ললিতগতিরাহ,—‘অবধেহি বধেহিভোগস্ত কুতুকিনঃ কৃষ্ণস্ত
দয়িতেহয়ি তে চরণপরিচরণপরিচরায় সমুপসসাদ—

সরিগমপথনীনাং মণ্ডলীয়ং স্বরাণাং, তব চরণসমীপে যোষিদাকারচাৰুঃ।

শ্রুতিপরিষদপীয়ং বিংশতির্ধা দ্বিযুক্তা, নহি দধতি বিভক্তিং কিমরীণাং চ কণ্ঠে ॥’

৫৬। তদা তদাকলয়্য রসবশতো বিশতো বিচিত্রভাবে মনসো মুদর্ধমুদর্ধচমৎকারং কিমপি ললিতা

ইত্যর্থঃ। আচার্যা চ কিমরীণামধ্যাপিকা চেত্যর্থঃ। আৰ্য্যাঃ পুজ্যায়ান্তত্বেত্যা বসন্তোৎসবকৌতুকে ভবত্যুৎপত্তমানে,
অগ্রীয়াং শ্রেষ্ঠাম্। পরভূতং কোকিলম্ ॥

৫৪। আরতযেতি দিদ্‌ক্ষয়েত্যন্ত বিশেষণম্। অন্তরাগোচরমন্তঃকরণানামপ্যবিষয়ম্ ॥

৫৫। ললিতা গতিঃ পাদবিন্যাসঃ সঙ্গীতবিন্যাসভেদক যন্তাঃ সা। হে কৃষ্ণস্ত দয়িতে প্রিয়ে রাধে! তন্ত কীদৃশস্ত?
অহিভোগস্ত কাযিনাগফণস্ত বধে নাট্যমিষেণ হিংসনে কুতুকিনঃ; “ভোগঃ স্তখে জ্বাদিভূতাবহেচ্চ ফণকায়য়োঃ”
ইত্যমরঃ। তেন তদ্ব্যিতস্তাং তবাপি নাট্যজ্ঞতা মহতীতি ভাবঃ। ‘অয়ি’ ইতি সম্বোধনে। তে তবেষং স্বরাণাং মণ্ডলী
সমুপসসাদ; তথেষং শ্রুতিপরিষদপি যা দ্বিযুক্তা বিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ কিমরীণাঞ্চ কিমরীণামপি কণ্ঠে বিভক্তিং বিভাগং
ন দধতি, ন প্রাপু বস্তীত্যর্থঃ ॥

কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছে বিরচিত চূড়া ধারণে রমণীয়, ও নব কোমল আত্ম কোরক ধারণে
কোকিলপালক, স্বভাবতই অতিমত্ত ও মেঘনীল, স্ত্রীবেশে সজ্জিত এই যে তোমার নিকট দাঁড়িয়ে, ইনি
বসন্তরাগ।

৫৪। অতঃপর কৃষ্ণাকৃতি হওয়াতে বসন্তরাগের প্রতি প্রাপ্তকৌতুকা বার্ষভানবী অনুরাগময়ী
দর্শনেচ্ছায় অক্ষয়ানন্দযুক্তা বসন্তরাগকে যদি সরসভাবে বক্র কটাক্ষে কিক্রিৎ দেখে নিলেন তখন
নবীনপরিগৃহীত নারীবেশবিশিষ্ট সেও অন্তঃকরণের অগোচরে নিজেকে কোনও কৃতার্থতাপ্রাপ্ত জন
বলে মনে করলেন।

মাতঙ্গী কতৃক স্বর ও শ্রুতির পরিচয় দান :

৫৫। হস্তিনীর মতো ললিতগতি ও সঙ্গীতবিন্যাসভেদবিশিষ্ট। সেই মাতঙ্গী বললেন—‘অয়ি
নাট্যচ্ছলে কালিয়নাগ-ফণের হিংসনে কৌতুকা কৃষ্ণদয়িতে! আপনার চরণসেবা-সংযোগ করার
জন্তু স্বরের এই ‘সারেগামাপাধানি’ মণ্ডলী, এবং কিমরীর কণ্ঠেও যারা বিভাগপ্রাপ্ত হয় না সেই
দ্বাবিংশ শ্রুতিপরিষদ সুন্দরী নারী আকারে আপনার চরণসমীপে উপস্থিত।

৫৬। এই কথা শুনে ললিতা রসের অধীন হয়ে বিচিত্র ভাবে প্রবিষ্ট চমৎকারজনক মনে

ললিতাক্ষরমভায়ত,—‘অয়ি সঙ্গীতদেবি ! কিং ন ররাজ্জ কিল্লররাজবধুগণঃ কঠেন শ্রুতীর্বিভাজয়িতুম্ ?’

তাং প্রতি প্রতিজ্ঞাদ মাতঙ্গী—‘অয়ি,

কফাদিদৃষিতে কঠে তাসাং ব্যক্তির্ন জায়তে ।

অতো বীণাদ্বয়ং বক্ষ্যে চলং চাচলমেব চ ॥’

৫৭ । হে পরমে ! পরমেষ্ঠিনৈব চলাচলবীণে কৃতে ; চলবীণায়াং দ্বাবিংশতিরৈব শ্রুতয়ো নিবদাঃ, অচলবীণায়াং সপ্তৈর স্বরাঃ । কিং বজ্রনা ? পশুস্ত্ব শূন্ত চ সন্দেহং সর্বোপরীক্ষয়া পরীক্ষয়া, এতা এতাকারশচতস্রঃ শব্দস্ত যড়জস্ত শ্রুতয়ঃ শ্রুতয়ঃ শ্রুতযিভাব্যাঃ কণ্ঠস্ত ॥’

৫৮ । ইতি চতুঃশ্রুতিভাস্বরং স্বরং যড়জমালপন্ত্যঃ তত্র তদধ্বনি ধ্বনিতা সা যড়জস্ত বনিতাকারা তুমুরতুমুরমা। স্বয়মেব । তস্ত চতস্রণাং শ্রুতীনাং স্বস্বভাগঃ কঠেন বিধাতুং ধাতুং চ সমাধ্ববত্যাং সত্যাং সবিশেষং নৈকাপি তাসাং তনুঃ সম্বাদবতী বভূব ॥

৫৬ । মনসো মুদর্শগানন্দার্থম । কীদৃশ্য ? বিচিত্রভাবে বিশতঃ প্রবিশত উদর্ঘঃ উৎকৃষ্টপ্রয়োজনকক্ষমংকারো যত্র তদ্ব্যথা শাস্ত্রাণাং ; কিল্লররাজস্ত বধুগণঃ কঠেন শ্রুতীর্বিভাজয়িতুং কিং কথং ন ররাজ, ন রাজতে স্ব, ন সমর্থ ইত্যর্থঃ । তেন স্বেরাং তৎসামর্থ্যং জ্যোতিতম্ । তাসাং শ্রুতীনাং ॥

৫৭ । পশুস্ত্ব তত্রভবত্যাঃ সর্বাণাং শ্রুতীনাংপরি অগ্রে ঈক্ষয়া দৃষ্টা এতাস্চতস্রঃ যড়জস্ত শ্রুতয়ঃ সন্দেহং শূন্ত কিংস্ত্ব । কীদৃশ্যঃ ? একভাষাঃ শব্দবর্ণাঃ ; “শব্দলৈতাশ্চ কবুরে” ইত্যমরঃ । শ্রুতয়ঃ শ্রুতবাঃ ॥

৫৮ । অস্ত ‘এতাঃ’ ইত্যঙ্গুল্যা এব তং তাস্চ দর্শয়িতা আলপন্ত্যাং সত্যাং তত্রালাপে তদধ্বনি কণ্ঠবস্ত্র নি যড়জস্ত তনুঃ স্বরপং স্বয়মেব ধ্বনিতা, নিজলক্ষণোগলক্ষে: সাপি ধ্বনতি স্মেত্যর্থঃ । বনিতাকারা জ্বরীণা, ঘোষিদাকার-

আনন্দার্থ ললিতাক্ষরে এইরূপ বললেন—‘অয়ি সঙ্গীতদেবি ! কিল্লররাজ বধুগণ কঠের দ্বারা রাগিণী-ভাজনে কেন-না উৎকর্ষের সহিত দীপ্তা হচ্ছেন । ললিতাকে লক্ষ্য করে মাতঙ্গী প্রত্যুত্তর করলেন—‘অয়ি, কফাদি দৃষিত কঠে শ্রুতিগণের অভিব্যক্তি হয় না, অতএব বীণাদ্বয়ের কথা বলছি—এক তো চল, অত্র অচল ।’

৫৭ । হে সর্বমুখ্যে ! ব্রহ্মাই চল-অচল এই দু-বীণা করে দিলেন । চল বীণায় দ্বাবিংশ শ্রুতি, আর অচল বীণায় সপ্তস্বর বেঁধে দিলেন । আর বেশী বলবার কি আছে ? পরমপূজনীয়া আপনি একটু পরেই সকল শ্রুতির উপরে পরীক্ষামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন—এই যড়জ নামক স্বরের বিচিত্র চারটি শ্রুতি সন্দেহ ক্ষীণ করে দিবে । এগুলি শুনতে অতি সুন্দর হলেও কঠের পক্ষে একেবারেই ভাবনার অতীত ॥’

৫৮ । এইরূপ বলে মাতঙ্গী শ্রুতি চতুষ্ঠয়ে দীপ্ত স্বরকে যড়জে আলাপ করতে আরম্ভ করলেন—সেই কণ্ঠবর্তী যড়জের মদন সম রমা বহিস্থ জ্রীমূর্তি নিজে নিজেই ধ্বনিত হয়ে উঠল । কিন্তু সেই স্বরের শ্রুতি-চতুষ্ঠয় নিজ নিজ ভাগকে যত্নের সহিত কঠে ভাগ করতে ও ধারণ করতে

৫৯ । যদা তু সা সঙ্গীতপ্রবীণা বীণায়াং চলায়ামেব ষড়্‌জস্ত চতস্রঃ ঋতীর্থার্থবিক্রমেণ ক্রমেণ তদ্বীষু বাদয়ামাস, তদা দয়ামাসত দাক্ষিণ্যেনৈব তাঃ ঋতয়ঃ ঋতয় ইব যতো যথার্থবাদিস্ত এবামন ॥

৬০ । এবং সতি চমৎকারকারণে তস্মিন্ সঙ্গীতবিজ্ঞাবিনোদে সঙ্গীতবিজ্ঞা বিনোদেন কাপি রাধায়াঃ সহচরী চরীকরীতি স্য পরিহাসমিব—‘অগ্নি সঙ্গীতদেবতে ! তদেব তে পরমকৌশলম্, যদয়মেকঃ স্বরো বিকস্বরোহবিকলশ্চতুর্দ্ধা বিভজ্য তদ্বীষু বিশকলিতঃ কলিতঃ, নৈকাপি ঋতির্নিষাদস্পর্শিনী, ন কাপি ঋষভস্পর্শিনী । কিন্তু স্বরপরিচয়ঃ স্বরপরিচয়বতাং দুর্লভ এব । অপি হ্রিয়মন্ত্যা বার্ষভানব্যা নব্যা কাপি সখী সুললিতা ললিতা নাম কণ্ঠেনৈব বিভাজয়িতুং সমর্থ্য ভবতি । ভবতি চেৎ কুতুকং তদাদিশ দিশমসৌ দর্শয়তু স্বকৌশলস্ত লস্তমানতায়্যাঃ ॥

চাকুরিতাপক্রান্তত্যাং । ততশ্চ তস্ত ষড়্‌জস্ত চতস্রাং ঋতীনাং স্বং স্বং ভাগং কণ্ঠেনৈব ভাগং ভাগযুক্তং বিভাজ্য কৰ্ত্তুং ধাতুং ধতুং সমাগারকবত্যাং সত্যং তাসাং ঋতীনামেকাপি তদ্বরেকমপি স্বরূপং সবিশেষং যথা স্তাজ্জা ন সংবাদবতী বদুব, নিজলক্ষণানুপলব্ধেনানুধ্বনতি স্মেতার্থঃ । তেন কণ্ঠে স্বরা এবোৎপত্ত্বস্তে, ন ঋতয় ইতি দর্শিতম্ ॥

৫৯ । দয়ামাসত স্বরূপোপলব্ধাদনুধ্বননেন দয়ামকূর্ণয়িতার্থঃ । “স্বয়ঃ সঙ্গমাসত” ইতিবৎ । যদা, দয়াং প্রতি আসত কতুং স্থিত্য ইত্যর্থঃ । ঋতয় ইব বেদা ইব, যতো যাং বীণাং প্রাপ্য ॥

৬০ । সঙ্গীতবিজ্ঞেতি কৰ্ত্তৃপদম্, বিনোদেন বিশিষ্টেনোদেন প্রেরণয়েত্যর্থঃ । সঙ্কল্পমুক্তিঃ প্রেরণশক্তালঙ্কিতত্ব-বোধিকা । পরিহাসমিতি সৌহার্দ্যসূচনার্থম্, ইবেতি পরাভবদানে তাৎপর্য্যং । এক স্বরঃ ষড়্‌জাখ্যাঃ, চতুর্ধেতি চতস্রাং

আরম্ভ করলে তাদের বহিস্থ একটি মূর্তিও সবিশেষ ভাবে অনুধ্বনিত (আলাপাচারী) হল না— নিজ নিজ লক্ষণ বুঝতে না পেরে ।

৫৯ । কিন্তু যখন সঙ্গীতপ্রবীণা মাতঙ্গী চল বীণার তদ্বীতে ষড়্‌জের ঋতিচতুষ্টয় যথার্থ বিক্রমে ক্রমানুসারে বাজাতে লাগলেন, তখন স্বরূপ উপলব্ধি হেতু সেই মূর্তিমতী ঋতিসকল অনুকূলভাবে ঐ বীণার প্রতিধ্বনিদ্বারা দয়া করতে লাগলেন । কারণ বীণা তদ্বীতে সেই ঋতিসকল তো বেদের মতো যথার্থ বাদিনী হয়ে উঠল ।

সখী কতুক অবহেলিতা মাতঙ্গীকে রাধার সম্মান :

৬০ । এইরূপে সঙ্গীতবিজ্ঞার এই বিহার চমৎকারের কারণ হয়ে উঠলে সঙ্গীতবিজ্ঞা নামক রাধার কোনও এক সখী বিশেষ প্রেরণাবশতঃ উপহাসের ভঙ্গীতে কথা উঠালেন—‘অগ্নি সঙ্গীতদেবী এ আপনার পরমকৌশলই বটে যে আপনি এক স্পষ্ট স্বরকে অবিকল চার ভাগে ভাগ করে বীণার তারে উঠালেন । কোনও একটি ঋতিও না-নিষাদ স্বরকে স্পর্শ করল, না-কোনও একটি ঋষভ স্বরকে স্পর্শ করল । কিন্তু স্বরপরিচয় মানুষের পক্ষে দুর্লভই বটে । তা হলেও ললিতা নামক ঐ বার্ষভানবীর কোনও এক নবীনা সখী আছে, সে কণ্ঠেই স্বরকে বিভাগ করে আলাপ করতে সমর্থ ।

৬১ । কস্মৈ স্বরস্মৈ কাঃ ক্রান্তয় ইত্যপরিচিতানামপি চিত্তানামপি চৈকত্র সর্বাসামাসামাসাধারণ্যৈ ব
 দ্বাবিংশতিক এব গণঃ পরিচায়িতুং শক্যঃ কঠোন্নীতক্রতিপ্রতিক্রতিপ্রতিপত্ত্যা' ইতি । এবং সতি
 বনদেবতাস্তামুচুঃ—‘অয়ি সঙ্গীতবিদে ! সঙ্গীতবিদ্যেয়মনয়া দেব্যা চতুর্মুখমুখনির্গতৈব ব্যাখ্যাতা,
 খ্যাতা চেয়ং বো বিরিকপ্রপঞ্চত এব হি বহিরিতি তদুভয়মেব নিরবচ্ছম ॥’

৬২ । অথ মাতঙ্গীস্তোভজনিতবাধা রাধাহরালীকৃতচিল্লীলতা চিল্লীলতাপরমা পরমাপ যদি খেদম্,
 তদা স্বয়মুবাচ বাচম্,—‘অযথামতিকে সঙ্গীতবিদ্যে ভবতী নিজগাদ যদশক্যং দেবতানাং তানাং শকরণং
 ক্রতীনাং ক্রতীনাং ভিন্নার্থকরণমিতি তৎ কিং মানবানাং নবানাং প্রযত্নসাধ্যম্ ? তদলীকবাদিনি !
 বিরম, রময়্যাপি নৈতৎ কৰ্ত্ত্বং শক্যতে, কিং পুনর্ললিতয়া, তদয়ি দয়িতসঙ্গীতে ! সঙ্গীতেন তোষয়িতু-
 মর্হতি তত্রভবতী ভবতী স্বাধীনবনদেবতাবৃন্দাং বৃন্দাম্ ॥’

ক্রতীনাং প্রত্যেকং যোগাদবিশকলিতোৎখণ্ডিতঃ কলিতো নিদিষ্ট উদ্গীতো বা । স্বরাণাং পরিচয়ঃ । স্বঃ স্বর্গেহপরিচয়-
 বতাং মর্ত্যানামিত্যর্থঃ । অত্র যষ্টী স্বরসম্বন্ধাপেক্ষয়া । তদা আদিশ আজ্ঞাপয়, স্বকোশলস্ত যা লগ্নমানতা তস্তা দিশ-
 মসৌ ললিতা দর্শয়তু । আদিশেতি গৌরবপ্রদানং স্বেয়াং শালীনতা-বাজ্ঞনায় ॥

৬১ । সৈব কীদৃশী দিগিত্যপেক্ষায়ামাহ—একত্র স্বরে চিত্তানাং ছন্নানাসপ্যাসাং ক্রতীনাং সাধারণ্যেনৈব,
 অসাধারণানাং ভাব অসাধারণাং তেনৈব ॥

৬২ । মাতঙ্গ্যাঃ স্তোভেন মানন্দ-স্বাভাব্যাং কারুণ্যেন জনিতা বাধা পীড়া যন্তাঃ সা, স্বস্থীং সঙ্গীতবিদ্যাং
 প্রত্যয়ালীকৃত্য কুটিলীকৃত্য চিল্লীলতা যয়া সা, চিল্লীলতা চিম্ময়লীলত্বং তেন পরমা সর্বসুখদেতার্থঃ । হে অযথামতিকে !
 মিথ্যাবুদ্ধিকে ! দেবতানামপি যদশক্যং ক্রতীনাং তানৈঃ কঠালাপিরেবাঃ শকরণং ভাগকরণম্ । দয়িতং সঙ্গীতং যন্তা
 হে তথাভূতে মাতঙ্গি ! তব সঙ্গীতং সমাতিরোচকমিতি সম্মানপ্রয়োজনকো ভাবঃ ॥

আপনার যদি কোঁতুহল হয় তবে আশ্রয় করুন নিজ কোঁশল-বিলাসের দিগ্‌দর্শন করাক ললিতা ।

৬১ । কোন স্বরের কি ক্রতি তা অপরিচিত হলেও, ও স্বরে উহা একত্র ছন্নভাবে থাকলে ও
 এই সকল ক্রতির ‘তীব্রাদি’ দ্বাবিংশতি গণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে সমর্থ
 ললিতা—কণ্ঠে উন্নীত ক্রতির প্রতিধ্বনি জ্ঞানের দ্বারা । এইরূপ কথাবার্তা চলতে থাকলে বনদেবী
 তাঁকে বললেন—‘অয়ি সঙ্গীতবিদে, এই মাতঙ্গীদেবী যে গানবিদ্যা ব্যাখ্যা করলেন তা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত,
 আর এই তুমি যা বললে এ ব্রহ্মার প্রপঞ্চের বাইরে প্রসিদ্ধ, তাই এ-উভয়ই নিরবচ্ছম ।

৬২ । মাতঙ্গীর অবজ্ঞা জনিত আঘাতে চিম্ময় লীলায় সুখদা রাধা যদি পরম খেদ প্রাপ্ত হলেন,
 তখন ক্রলতা কুটিল করে স্বয়ং এরূপ বলতে লাগলেন—হে মিথ্যা বুদ্ধিকে সঙ্গীতবিদে ! ভাল
 বললে তো, দেবতাগণেরও যা অশক্য সেই ক্রতিকে ভাগকরণ, ও বৈদিক ক্রতির ভিন্ন ভিন্ন অর্থকরণ
 কার্য অর্বাচীন মানুষের চেষ্টাসাধ্য হয়ে যাবে ? অহো, তাই বলছি হে মিথ্যাবাদিনি ! থাম, স্বয়ং
 লক্ষ্মীও এ করতে পারে না, ললিতার কা-কথা । অতএব অয়ি প্রিয়সঙ্গীতালপি মাতঙ্গীদেবি !

৬৩। বৃন্দাহ,—‘ন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণো নবসন্তং বসন্তং গায়ম্নিহ বিহরতি রতিমান্, ন তাবদ্বসন্তো গেয়স্তদপরোহপরোক্ষাক্রিয়তাং রাগো রাগোদয়েন’ ইতি রসাক্ষিবেলাবলীবেলাবলীরাগো গাতুমারভ্যত তয়া ততয়া কোঁতুকেন কেনচিদেব দেবতয়া মাতঙ্গ্যা ॥

৬৪। তদনু তদনুগানকারিণীনাং গণো বিপক্ষীপক্ষীভূতাসু মহতীমহতীত্রকবিলাসিকালাসিকান্ত-কচ্ছপীকচ্ছপীবরস্বরমগুলিকাসু বীণাসু শ্রবীণাসু প্রপঞ্চয়ামাস রঞ্জিতশ্রুতি শ্রুতিজাতং পঞ্চবিধমপ্যেকমিব। তাসাং তথাবিধস্বরসমুৎকর্ষকর্ষতন্ত্রীসমুদগতো মুদগতোৎকর্ষকারী কা রীতীঃ প্রমোদন্ত ন জনয়ামাস স কিল নিনাদঃ ॥

৬৫। এবং চ তত্রাবহিতাসু হি তাসু রাধাপ্রভৃতিষু বৃন্দাদিষু বনদেবতাসু তাসু চ দূরাদেব দেব-

৬৩। নবশ্যাসৌ সংশ্চেতি স তথা তম্, রসাক্ষিবেলাবলী জলরাশিতুল্যঃ “বেলা স্ত্রীতীরনীরয়োঃ” ইত্যমরঃ; বেলাবলীরাগো ‘বিলাবল’ ইতি পাশ্চাত্যোষু খ্যাতঃ; তয়া মাতঙ্গ্যা গাতুমারভ্যত। কীদৃশা? কেনচিদেব কোঁতুকেনা-ততয়া পরিপূর্ণয়া ॥

৬৪। তদনু তদনুস্বরং তন্তা মাতঙ্গ্যা অনুগানকারিণীনাং গণো বিপক্ষ্যা পক্ষীভূতাসু বিস্তৃতিভূতাসু মহত্যাदिषু বীণাসু বীণাপাঞ্চবিধ্যাং পঞ্চবিধমপি শ্রুতিজাতমেকমিব প্রপঞ্চয়ামাস। রঞ্জিতে শ্রুতী কর্ণে যেন তদ্যথা স্ত্রীতথা, মহতী মহে চ উৎসবে তীত্রা কবিলাসিকা চ লাসিনী কান্তা কচ্ছপী চ, কচ্ছঃ শিবরো যন্তাঃ সা স্বরমগুলিকা চ তান্তথা তাসু। স নিনাদঃ প্রমোদন্তানন্দন্ত কা রীতীর জনয়ামাস? অপি তু সর্বা এব। কীদৃশঃ? তথাবিধে স্বরে সম্যকুৎকর্ষা যন্ত সঃ, কর্ষন্ত তন্ত্রী চ তাভ্যাং সমুদগতঃ সমুথিতো মুদগতমানন্দনিষ্টমুৎকর্ষং কর্ষুং শীলমন্তসঃ ॥

হে পরমপূজনীয়ে! স্বচ্ছন্দাচারিণী বনদেবতাবৃন্দের এবং বৃন্দাদেবীর আনন্দ বিধান করতে আজ্ঞা হউক।

মাতঙ্গী প্রমুখার নানারাগালাপ :

৬৩। বৃন্দা বললেন—‘যতক্ষণ না রতিমান্ শ্রীকৃষ্ণ এক নব ধারায় মানাজ্ঞভাবে বসন্তরাগ গাইতে গাইতে এখানে বিহার করছেন, ততক্ষণ বসন্তরাগ গাওয়া উচিত হবে না। তাই বলছি রাগালাপে অপর কোনও রাগকে মূর্তিমন্ত করে তুলতে আজ্ঞা হউক। এক্রূপ অনুরোধে রসমাগরের জলরাশিতুল্য ‘বেলাবেলী’ রাগ গাইতে আরম্ভ করলেন সেই দেবী মাতঙ্গী কোনও কোঁতুকে পরিপূর্ণ হয়ে।

৬৪। অতঃপর বিস্তৃতিভূতা ও উৎসবে তীত্রা ‘মহতী’, বিলাসশোভন ‘কবিলাসিকা’, ‘কচ্ছপী’, সজ্জল পুষ্ট ‘স্বরমগুলিকা’ এই চার বীণায় পঞ্চশ্রুতি জাত হলেও এক তানতায় কর্ণরসায়ণ একই শ্রুতি যেন বিস্তারিত করলেন সহকারীগায়িকাগণ বিপক্ষীকাদ্বারা। তথাবিধ স্বরে সম্যক্ উৎকর্ষায়ুক্ত, কর্ষ ও বীণা তারে সমুথিত, আনন্দনিষ্ঠ উৎকর্ষ সম্পাদনের স্বভাববিশিষ্ট সেই নিনাদ আনন্দের কোন্ গতি-না জগ্মাল।

লোকস্র চমৎকারকারী কশ্চন—

বীণা-বেণু মৃদঙ্গ-কাংস্ত-পণবৈঃ প্রত্যেকসন্দর্শনা-

দেব ব্যক্ততমৈঃ সমানমুখরৈরুদ্বাস্ত একঃ স্বনঃ ।

আমোদী সমভাগপিষ্ট ইব নো ভেদক্ষমঃ কর্ণয়োঃ

সর্বাঙ্গীণকযক্ষকর্দম ইবানন্দৈককন্দোহভবং ॥

৬৬ । তন্নিশমনেন শমনেন কর্ণয়োঃ কলয়তা লয়-তালাদিযুতেহপি মাতঙ্গীসঙ্গীতরসেহপি তাঃ সাবহেলা হেলালোলমানসা যুগ্য ইব সমৃৎকর্ণাঃ কর্ণায়তলোচনা লোচনাঞ্চলচঞ্চলচটুলতয়া পরিতঃ পরিপশ্যন্তি স্ম ॥

৬৭ । ততস্তত্রৈবাক্ষনি ধ্বনিতেন বসন্তরাগেণাতুরাগেণায়মপি মূর্ত্তো যোষিদাকারতো রতো বসন্ত-রাগো ধ্বনতি স্ম ॥

৬৮ । ততশ্চ তেনানুমিতামিতানন্দনন্দকিশোরবসন্তোৎসবগমনমনহুভূতভূতলপ্রমোদং নির্ণীয়

৬৫ । তত্র নিনাদেহবহিতাস্ত কৃতাবধানাস্ত । বীণাদিভিমিলিতা এক এব স্বন আনন্দৈককন্দঃ স্তুতৈকমূলোহভবং । কীদৃশৈঃ ? প্রত্যেকম্ ‘ইয়ং বীণা, অয়ং বেণুরয়ং মৃদঙ্গঃ’ ইত্যেবং দর্শনাদেব ব্যক্ততমৈঃ, শ্রবণাস্তু বিভক্তমশক্যৈরিতিার্থঃ । আমোদী ব্যাপকঃ সর্বাঙ্গীণং সর্বাঙ্গব্যাপি কং স্তুতং যতস্তাদৃশো যক্ষকর্দম ইব, (পাং ৫২৭) “তৎসবাদেঃ” ইত্যাদিনা ধঃ । “কুঙ্কমাগুরু-কন্তুরী-কর্পূরং চন্দনং তথা । মহাসুগন্ধিরিত্যুক্তো নামতো যক্ষকর্দমঃ ॥” ইতি ধন্বন্তরিঃ ॥

৬৬ । তন্নিশমনেন তচ্ছবণেন তেতুনা । কীদৃশেন ? কর্ণয়োঃ শং স্তুতমনেন স্বনেন কলয়তা কুর্গতা সাবহেলাঃ সাবজ্ঞাঃ, হেলা ভাববিশেষস্তয়া লোলমানসাঃ । লোচনাঞ্চলানাং চঞ্চল-চটুলতয়া চঞ্চলতয়া চটুলতয়া চেত্যর্থঃ ; “চটুলঃ স্তম্ভরে চলে” ইতি ধরণিঃ ॥

৬৭ । অন্তরাগেণ তন্মধ্যগেন ॥

৬৫ । এইরূপে শ্রীরাধাদি কৃষ্ণপ্রিয়াগণ বৃন্দাদিদেবীগণ এবং বনদেবীগণ যখন মাতঙ্গীর সেই গান মন দিয়ে শুনছিলেন তখন—সমান মুখর বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কাংস্ত-পণব মার প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শনে অতি স্পষ্ট হলেও শ্রবণে অস্পষ্ট তার দ্বারা বসিত, দেবলোকেরও চমৎকারকারী, পৃথকীকরণে কর্ণের অভেদ এক অনির্বচনীয় শব্দবাক্সার দূর থেকে ভেসে এল যা সর্বাঙ্গব্যাপি সুখদায়ী যক্ষকর্দমের মতো স্তুতৈকমূল হল একতানতায় ।

৬৬ । কর্ণের সুখদায়ক সেই শব্দবাক্সার শ্রবণ হেতু মাতঙ্গীর সঙ্গীতরস লয়-তালাদিযুক্ত হলেও অবহেলা করে আকর্ণবিস্তৃত-নয়না তাঁরা শৃঙ্গারমূচক ভাবে লোলমানা হয়ে যুগীর মতো কান খাড়া করে চঞ্চল চটুল নয়ন কোণে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন ।

সখাগণ সঙ্গে হোলীরঙ্গে কৃষ্ণের আগমন :

৬৭ । অতঃপর সেইখানে পথের মাঝখানে বসন্তরাগ ধ্বনিত হতে থাকলে রাধার দলের এই মূর্ত্ত শ্রীবেশিনী বসন্তরাগ শ্রীত হয়ে ধ্বনি করতে লাগল ।

বনদেবতা নিভাল্য ভালাবগাঢ়গাঢ়মাধুর্য্যধূযাতনবো নবোল্লাসেনারাদালোক্য কৃষ্ণং নির্বর্ণয়ন্তি স্ম,—‘অয়ি বার্ষভানবি! ন বিনা কৃষ্ণোৎসবনৈতাদৃশো দৃশোরানন্দঃ সম্পাদ্যতেহহ্যতে তে। স এষ হৃদয়াধীশো ধীশোভিনাহিভিনায়কেন কেনচিদানন্দগুরুণা গুরুণা সুরভিকালাগমেন সম্পাদিত-সমুল্লাসো মুল্লাসোচিত-বেশভূষঃ সমধুমদমদনঃ সহ সহচরগণেন ভগণেন ভগবানিন্দুরিব সম্পাদ্যমান-বসন্তোৎসবঃ। সবহুতর-খেলনগামগ্রীকমগ্রীকরণায়েব পরমপ্রমোদস্তা সুসজ্জাহসুসজ্জাযায় যোষণাময়ময়মুজ্জিহীতে হী তে সৌভাগ্যসম্পদো মহিমা হি মাদৃশা কিং বর্ণনীয়ঃ ॥

৬৯। পশ্য পশ্য,—

একেনৈব শিখণ্ডকেন চলতা রোলম্বসস্তাষিণী
পুন্নাগস্তবকেন চারুণরজঃপূরেণ চালঙ্কৃতম্।
তির্য্যাক্তাসবিশেষশোভমলিক প্রাত্যাবলম্ব্যলম্বং
শুভ্রাফীবমণীষদুজ্জলমতিল্লঙ্ঘ্য শিরস্তাদধং ॥

৬৮। নানুভূতো ভূতলে প্রমোদো যশ্চ তৎ। বনদেবতাভিরেব নিভাল্যা নিভালয়িতুং শক্যা যা ভালী শোভা-শ্রেণী তয়াইবগাঢ়ং কৃতাবগাহং গাঢ়ং নিবিড়ং যন্মাধুর্য্যং তস্মাধূযাতনবো যাসাং তাঃ। অত্ তে তব স এব হৃদয়াধীশঃ। কীদৃশঃ? সুরভিকালাগমেন সম্পাদিত-সম্যগুল্লাসঃ। তেন কীদৃশেন? ধিয়ং শোভয়িতুং শীলং যশ্চ তেনাভিনায়কে-নাভিনয়কত্রা বিদগ্ধনটেনেতাৰ্থঃ। আনন্দ এব গুরুরূপাধ্যায়ন্তেন সহ বর্তমানেনেতাৰ্থঃ। স্বয়মপি গুরুণা শ্রেষ্ঠেন মুল্লাস আনন্দপ্রকাশশুদ্ধচিতবেষভূষঃ। মধুনা বসন্তেন মদো যশ্চ স চার্সো মদনশ্চেতি তেন সহ বর্তমানো ভগবান্ শ্রীযুক্তঃ; “ভগং শ্রীকামগাহাত্ম্য-” ইত্যমরঃ। সবহুতরেতি ক্রিয়াবিশেষণম্। পরম-প্রমোদস্তাশ্রীকরণায় প্রধানীকরণার্থম্, তেনাপি কিং ফলমত আহ—যোষণাং স্বীণামস্তভিঃ প্রাণৈঃ সজ্জায়া যা উত্তমা সেবা তদর্থং যোষা স্বপ্রাণানহি প্রদায় মাং সেবস্তামিতোবমর্থমিত্যর্থঃ। অয়ময়মিতি হর্ষণে দ্বিত্বম্। হী বিন্ময়ে, তে তব ॥

৬৮। অতঃপর সেই ধ্বনি দ্বারা অনুমিত হল অমিতানন্দস্বরূপ নন্দকিশোরের ভূতলে অননুভূত-প্রমোদজনক বসন্তোৎসবের আগমন হয়েছে—এরূপ নির্ণয় করে বনদেবতাদেরও চেয়ে দেখবার মতো শোভায় নিমজ্জিত, নিবিড় মাধুর্য্যশ্রেষ্ঠ তন্মু গোপীগণ নবোল্লাসের সহিত দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখে অভিনিবেশের সহিত বলতে লাগলেন—‘অয়ি বার্ষভানবী, কৃষ্ণোৎসব বিনা তোমার নয়নে এতাদৃশ আনন্দের বিকাশ আজ হতে পারে না। হাঁ, সেই হৃদয়াধীশ কৃষ্ণই বটে। আনন্দরূপ গুরু সহ বর্তমান বিদগ্ধনটস্বরূপ ভাবী বসন্তকালের দ্বারা সম্পাদিত উল্লাসে ভরপুর, আনন্দ প্রকাশোচিত বেশভূষায় সজ্জিত, মূর্ত বসন্তোৎসব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুতর খেলনসামগ্রীতে সুসজ্জিত হয়ে বসন্তের আগমনে গর্বিত মদন ও সখাগণ সহ ঐ যে ঐ যে তারকা-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো অতি উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাচ্ছেন—পরমানন্দ ছল্লোড়কে প্রধানরূপে তুলে ধরতে এবং প্রিয়াগণের প্রাণের সেবা গ্রহণ করতে। অহো রাধে, তোমার সৌভাগ্যসম্পদ-মহিমার কথা মাদৃশ জন কতটুকু বলতে পারে।

৬৯। দেখ দেখ,—ভ্রমরবন্ধুত-কম্পমান একটি মাত্র ময়ূর পুচ্ছে, স্তবকে, অরুণ আবির্বে

- ৭০ । কিঞ্চ, বল্লদন্তমণীন্দ্রকুণ্ডলধুরা দীর্ঘীকৃতচ্ছিত্রয়ো-
বিন্ধতৎক্ষণভূগুচুতমুকুলং শ্রীকর্ণযোরেকতঃ ।
গণ্ডে তৎপ্রতিবিস্তভাজি মধুরাং কাঞ্চিস্বিষো মঞ্জরীং
গ্রীবাসীম্নি বিলাসবদ্ধচিকুরস্তোমেহতিমুক্তভ্রজম্ ॥
- ৭১ । কিঞ্চ, লীলাঙ্গীকৃতপীতকঞ্চকপরিপ্রোদকিতালঙ্কৃতি-
শ্চঞ্চৎকাঞ্চিতটীনটীং মণিময়ীং কর্পূরধানীং দধৎ ।
দোলৎসারসনাগ্রচুষ্মন-লসজ্জজ্বাতলঃ কিঙ্কিণী-
রত্নোদ্যদঘটিকঃ পদাম্বুজলসচ্ছিজ্ঞানমঞ্জীরকঃ ॥
- ৭২ । অপি চ— বেণুং বামকরেণ দক্ষিণকরেণান্দোলয়ন্ কন্দুকং
সৈন্দুরং ন বিদূরয়ন্ বদনতো রাগং বসন্তাভিধম্ ।
উদগীতে সুবলাদিভিঃ প্রিয়সখৈঃ শ্রীমূর্দ্ধনিধুননে-
নাম্বাদং প্রথয়ন্মদালসলসদঘূর্ণায়মানেক্ষণঃ ॥

৬৯ । বোলম্বসস্তাষিণা ভ্রমরবন্ধারবতা অনীষদ্বজ্জলমিত্যগ্রভাগেহরুণচূর্ণধূঁসরিতত্বাং ॥

৭০ । ‘চুতমুকুলম্’ ইত্যঙ্গীলঙ্গমক্ষরপরিবৃত্তা পাঠাৎ সোঢ়বাম্ । “মুকুলিতপ্লকিতচুতে”, “মুকুলপ্রসূতিশ্চুতানাং
সখি শিখরিণীম্” ইত্যাদি মহাকবি-প্রয়োগাৎ । অতিমুক্তভ্রজং মাধবীপুষ্পমালাম্ ॥

৭১ । চঞ্চস্তাং কাঞ্চীতট্যাং নটীং চঞ্চলাং দোলতা সারসনস্তাগ্রেণ লম্বমানপটুম্ব্রস্তবকেন চুষ্মনাল্লসদ্বিরাজমানং
জজ্বাতলং যন্ত সঃ ॥

৭২ । সৈন্দুরমরুণচূর্ণকল্লিতম্ ; “সিন্দুরং রক্তচূর্ণকে” ইতি মেদিনী ॥

অলঙ্কৃত হয়ে আছে, আর তেরছা করে স্থাপনে বিশেষ শোভন - ললাটপ্রাস্ত অবলম্বনে আলস - অরুণ
আবিরে কিঞ্চিং উজ্জল-স্বল্প-শুভ্র উষ্ণীষ শীরে ধারণ করে আছে ।

৭০ । চঞ্চল মনোহর মণীন্দ্রকুণ্ডলভারে দীর্ঘীকৃত ছিত্রবিশিষ্ট কু-কর্ণের একটিতে ধারণ করা
রয়েছে সত্ত ভাজা আশ্রমুকুল, গণ্ডে তৎপ্রতিবিস্তভাজি-কাহিতে মধুর - কোনও অনির্বচনীয় মঞ্জরী,
আর গ্রীবাসীমায় বিলাসে বদ্ধ চিকুরনিকরে মাধবীপুষ্প মালা ধারণ করা রয়েছে ।

৭১ । আরও, লীলায় অঙ্গীকৃত হয়েছে পীতপরিচ্ছদ, সজ্জিত দেখা যাচ্ছে অতি উজ্জল
অলঙ্কারে, চঞ্চল ঘটিমেখলা তটে নটনশীল মণিময়ী কর্পূরপাত্র ধরা রয়েছে, ঘটিমেখলার পটুম্ব্রস্তবকের
দ্বারা চুষ্মন হেতু বিলসিত জজ্বাতলযুক্ত কটিতটে শোভা পাচ্ছে উজ্জল রত্নে খচিত ঘটিমেখলা, আর
পাদাম্বুজে লীলায় রুণবুণু রুণবুণু বাচছে হুপূর ।

৭২ । বাম করে বেণু ধরে দক্ষিণ করে অরুণ আবিব বল আন্দোলিত করতে করতে, বদন থেকে
বসন্তরাগ ছেরে না দিয়ে, সুবলাদি প্রিয়সখাগণের দ্বারা উদগীত ঐ রাগের তালে তালে শ্রীমন্তক
তুলিয়ে আশ্বাদন করতে করতে মদালসে বিলসিত ঘূর্ণায়মান নয়ন শ্রীকৃষ্ণ ঐ তো শোভা পাচ্ছে ।

- ৭৩ । অপরঞ্চ— পার্শ্বরয়ে প্রিয়সখদয়দীয়মানং, তাষুলিকাদলপুটং পুরট-প্রকাশি ।
স্মিঞ্চে ন শোণরদনচ্ছদনদ্বয়েন, লীলাক্রমাত্তুভয়তঃ কুতুকেন গৃহ্নন্ ॥
- ৭৪ । অপরঞ্চ— উদ্ধৃনিতৈস্তত ইতঃ পটবাসপূরৈ-বালাকুণাকৃতিভিরুদ্ধটগন্ধবদ্বিঃ ।
অত্যন্তলাষবতয়া নভসি ভ্রমন্তি-রপ্রাপ্তমৌলিতিলকালকপক্ষ্মসম্মাঃ ॥
- ৭৫ । অপি চ— গায়ন্তো যুচ্চরৌ দ্বিপদিকং ত্র্যামৈশ্চিভিঃ সপ্তভি-
নির্মিশ্রশ্রুতিভিঃ স্বরৈরুপচিতৈ রাগে বসন্তাভিধে ।
অত্রোত্রং কুতুকেন কেনচিদমী ব্রন্তো মুহঃ কন্দুকৈঃ
সিন্দুরৈরভিতোহভিতঃ সহচরাঃ খেলন্তি নৃত্যন্তি চ ॥
- ৭৬ । তদা তদাকলিতং ললিতং লসন্তরমেতদতিরুচিরং রুচিকরং জাতমচেতনানামপি যদিমং বিলাস-
লালসং লসন্তমালোক্য বনলতা অপ্যনেকবিধং ভাবমাবিকুব্ধিস্তি ॥
- ৭৭ । পশ্যত পশ্যত,—

৭৩ । পুরটপ্রকাশি কনকবৎ প্রকাশধারি ॥

৭৪ । পটবাসপূরৈর্বসন্তাষেলাচূর্ণপটলৈর্বালাকুণাকৃতিভিরুদ্ধটগন্ধবদ্বৈর্ণেরত্যন্তং লাঘবং ঘেবাং তেবাং ভাবস্তত্তা
তয়া ।

৭৫ । ত্রিভির্ত্র্যামৈঃ ষড়্জ মধ্যম-গান্ধার্যৈর্বাণির্মিশ্রাঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যেকমেব ঘেবাং তৈঃ স্বরৈঃ সরিগমপধনিভিঃ ।

৭৬ । তদগানমাকলিতং শ্রুতং সদচেতনানামপি রুচিকরং জাতম্ ॥

৭৩ । আরও, পার্শ্বরয়ে প্রিয়সখাদয়ের দ্বারা দীয়মান স্বর্ণোজ্জ্বল পানের খিলি স্নিগ্ধ অরুণ ওষ্ঠদ্বয়ে
লীলাক্রমে উভয় দিকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করতে করতে শোভা পাচ্ছে ।

৭৪ । এদিক-ওদিক উর্ধ্ব নির্মিশ্র-বালাকুণ উদ্ধটগন্ধা হোলির আবিররাশি অত্যন্ত হালকা হওয়াতে
আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, চূড়া-তিলক-অলক-পক্ষ্মশোভা স্পর্শ করতে পারছে না ।

৭৫ । আরও ত্রীকুণ্ডলের সখাগণ বসন্তের গান যুচ্চরী ও দ্বিপাদিকা (দুচরণের গান) গাইতে থাকলে
আকাশ ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধার্য ত্রিগ্রামের দ্বারা ও অমিশ্রা শ্রুতি সম্পন্ন সারেগামাদি সপ্ত স্বরের দ্বারা
বসন্তাখ্য রাগ যদি সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, তখন তাঁরা কোনও অনির্বচনীয় কৌতুকে পরস্পরে অরুণ আবির-বলের
দ্বারা মুহুমুহ আঘাত করতে করতে চতুর্দিকে খেলছিল ও নৃত্য করছিল ।

হোলীখেলা দর্শনে বনলতাগণের আনন্দ মত্ততা :

৭৬ । তখন ললিত অতি বিলসিত অতি রুচির সেই গান শ্রবণে যদি অচেতনদেরও রুচি জাত হল,
তখন সেই বিলাস লালস বিহার দেখে বনলতাগণও নামাবিধ ভাব প্রকাশ করতে লাগল ।

৭৭ । দেখ দেখ,—

- ৭৭। আমন্দচন্দনসমীরগুরুপদেশাৎ, প্রাত্যগ্রপল্লবকরাভিনয়ং দধত্যঃ ।
গীতেন ভৃঙ্গমিথুনপ্রকরস্ত বলাঃ, কৃষ্ণাবলোকনমুদা সরসং নটন্তি ॥
- ৭৮। তত্রৈব কাচিং— সন্ত্রাসং নবদলপাণিকম্পনেন, প্রোৎসাহং কুসুমময়েন স্তম্বিতেন ।
রোষং চ ভ্রমরঘটাকটাক্ষপাতৈঃ, রাসম্নে মধুমথনে করোতি বল্লী ॥
- ৭৯। অত্যা চেয়ম্— একেনানিলচপলেন পত্রহস্তে-নারৌৎসাহীং স্তবকপয়োধরং পরেণ ।
এহীত্যাহবয়ত ইবাংপরেণ কাঞ্চিং, সত্রীড়া কুসুমময়ং স্মিতং প্যথন্ত ॥
- ৮০। তদত্র সচেতনানাং ক্ৰ নাম ধীরতা ধীরতাস্ত ॥
- ৮১। তদা তদাকলয়া মন্দমধুরমধুরম্যাস্মিতমুবাচ বৃষভানুন্দিনীঙ্গিতজ্ঞা শ্রামা,—‘শ্রামামৃতকরাদেব
তে বনদেবতেহবনমানন্দস্ত, তদেতশ্চৈব খেলনং সুখেহলনং স্তুৰ্ধু ক্রিয়তাম্, কিমস্মাকমুত্তত্তনেন
যাচ্ছেত্থমাথ মানুথা তন্তুবিভুমহীতি ॥

- ৭৭। কৃষ্ণাবলোকনমুদা কৃষ্ণকর্তৃকাবলোকনেন মুং হর্ষস্তয়েতি কৃষ্ণস্ত সভ্যত্বম্ ।
- ৭৮। মধুমথনে শ্রীকৃষ্ণে স্তবকগ্রহণার্থমাস্মে সন্তি কাচিদ্ধলী কুটুমিতভাববতীতি ভাবঃ
- ৭৯। স্তবকমেব পয়োধরং স্তনমেকেন বামেণ পত্ররূপহস্তেনারৌৎসাহীদাবৃতবতী । এহীত্যাংপরেণ দক্ষিণেন পত্র-
হস্তেন কৃষ্ণচাক্ষলদৃষ্ট্যা স্বসাহায্যার্থং কাচিং সখীমহবয়ত ইব প্যথন্ত তিরোৎসাহত । বিকৃতনামারং ভাবঃ ।
তল্লক্ষণং যথা—‘হ্রীমানেষাদিভির্ভিন্ন নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্ । বাজাতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদবিহ-
বুধাঃ । ইতি ।
- ৮০। ধীরতা ধৈর্যম্, ধিয়া বুদ্ধ্যা, ব্রতা সংসক্তা, কাঙ্ক্ষ ন কাপীত্যর্থঃ ।
- ৮১। হে বনদেবতে । বনাধিপাত্রী বৃন্দে । শ্রামামৃতকরং শ্রামচন্দ্রাৎ, প্লেষভঙ্গ্যা শ্রামস্ত কৃষ্ণশ্রামতুল্যহস্তাৎ

কৃষ্ণ কর্তৃক অবলোকন জনিত হর্ষে, মুহুমন্দ মলয়ানিলরূপ গুরুর উপদেশানুসারে ভ্রমর ভ্রমরীর
গীতের সহিত নবীন পল্লবরূপ করাভিনয় সহ লতাবলী সরসে নাচতে লাগল ।

৭৮। সেইখানেই মধুমথন স্তবক গ্রহণার্থ নিকটে গেলে কোনও লতা যেন কুটুমিত ভাবে নবপত্র-
রূপ পাণিকম্পনে অতিশয় ভয়, কুসুমময়ী সুন্দর মন্দ মন্দ হাসিতে প্রবল উৎসাহ, আর ভ্রমরনিকররূপ কটাক্ষ-
পাতে রোষ প্রকাশ করছে ।

৭৯। আর অত্যা এক লতা এখানে—কৃষ্ণের চাক্ষল্য দেখে বায়ু-চালিত কোনও এক পত্ররূপ বাম
হস্তে পুষ্প-স্তবকরূপ পয়োধর আবৃত করছে, অপর কোনও এক পত্ররূপ দক্ষিণ হস্তে নিজ সাহায্যার্থ সখীকে
যেন আহ্বান করছে, লজ্জায় কুসুমময় মুচকি হাসিতে মনের ভাব প্রকাশ করছে ।

৮০। তাই বলছি, এই বৃন্দাবনে সচেতনগণের ধৈর্য ও বুদ্ধি-সংলগ্নতা কি করে হতে পারে ?

হোলীরগারস্তে রাধাচন্দ্রাবলীর নিজ নিজ ভাবানুসারে স্থিতি :

৮১। তখন এইসব কথা শুনে বৃষভানুন্দিনীর ইঙ্গিত অভিজ্ঞা শ্রামা বললেন—‘হে বনদেবী বৃন্দে,

৮২ । কিন্তু কৌতুকলোভবতি ভবতি হীদৃশং কুলজাকুলজাতিকৃত-হ্রীবাটিকা-কবাটিকা-কঠোরং যদেবা
খরতরতথাবিশোৎকণ্ঠাকুঠারেণাপি ছেত্তুং ন শক্যতে ॥

৮৩ । যা সমীহিতমপি হিতমপিধন্তে ধন্তে চ হ্রদাথাং কামপি, তেনাধুনা সাধুনাহসাধারণেন ধৈর্য্যেণেব
যদ্ভূয়তে, তদেব নিরবন্তমন্ত মহোৎসববাসরে বিশিষ্ট শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্তা রচিতদৌর্ভগ্যাপচি-
তিরপচিত্তিরনঙ্গস্ত বিধাতব্যোতি ব্যোতি ন মনোরথোহস্মাকম্ । তেন তৎসম্পাদনায়ানায়ামলভ্য-
মানকুতুমচয়্যাবসরেণ বর্তমানা নিরীক্ষামহে মহেন মহিতং হিতং সকলকলাকলাপে হে
শুভংযুবরা যুবরাজং ব্রজরাজস্ত ॥'

৮৪ । সরসমতো রসমতোচিত্তমস্তা বচনমাকলয্য পুনরপি বৃন্দা বৃন্দাবনদেবীঃ শ্রীরাধামুবাচ, — 'ভবতু

তে তবানন্দভাবনং পালনং তং তস্মাদেতৎশ্রবণেন স্তম্ভু ক্রিয়তাম্ ! কীদৃশম্ ? স্তম্ভলনং পরিপূরকম্—'অল
ভূষণপরিপূর্ণাদিবু' নন্দ্যাদিঃ ! যদিখম্, অগ্ৰথা কন্যা ভবিতুমর্হতি !

৮২ । কুলজানাং কুলজাতিকৃতা স্বভাবসিদ্ধা যা হ্রীবাটিকায়াঃ কবাটিকা, তস্তাঃ কঠোরং হি হীদৃশং ভবতি,
যদ্যস্মাদেবা কবাটিকা

৮৩ । যা হ্রদো মনসো বাথাং কামপানিবাচ্যাং ধন্তে ধাবয়তি, তথাপি হিতমপি সমীহিতং বাঞ্ছিতমপিধন্তে
আরণোতোব, ন তু প্রকাশয়তীত্যর্থঃ অন্ত তদেব নিরবন্তং নিদ্বিষণম্ কিঞ্চ, অত্যানঙ্গস্ত কন্দর্পসাপচিতিঃ পূজা বিধাত-
ব্যোতি মনোরথোহস্মাকং ন ব্যোতি, ন বিগতো ভবতি; "পূজা নমস্তাপচিতি" ইত্যমর কীদৃশী ? রচিতা দৌর্ভগ্যাপ-
চিতিঃ ক্ষয়ো বয়া সেতি প্রয়োজনমুক্তম তেন তস্যা অপচিন্তে: সম্পাদনায়ানায়ামেনৈব লভ্যমানানাং কুতুমচয়ানাম-
বচয়্যাবসরেণ বর্তমানাঃ সত্যো বয়ং ব্রজরাজস্ত যুবরাজং নিরীক্ষামহে হে শুভংযুবরা: । পরমশুভবত্যা: ।

৮৪ । অত এতদনন্তরং রসমতং সম্ভূতমুচিতং বোগাম্ । অস্তা বচনং সরসং যথা শ্রাদ্ধেবমাকলয্য শ্রদ্ধা ।
শ্যামচন্দ্র থেকেই তোমার আনন্দের পালন, সেইহেতু যা সুখরাশিতে পরিপূর্ণ করে দেয় এঁর সেই হোলীখেলা
সুসম্পন্ন করে তোলে । আমাদের আর উত্তেজিত করে হোলার কি আছে, এই তুমি যা বললে তা অগ্ৰথা
হবার নয় ।

৮২ । কিন্তু হে কৌতুকলোভবতি ! কুলবতীগণের কুলের স্বভাবসিদ্ধা লজ্জারূপ গৃহ-কপাটের কঠোরতা
দীদৃশই হয়ে থাকে,—যেহেতু এই কপাট অতি তীক্ষ্ণ তথাবিশিষ্ট উৎকণ্ঠা কুঠারের দ্বারাও ছেদিত হয় না ।

৮৩ । যা মনের ব্যাধিকে কোনই অনিবার্চনীয় দশা ধারণ করছে, তথাপি বাঞ্ছিত হিতকেও গোপন
করে রাখছে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধৈর্য্যে এখন যা ঘটছে তা অবশ্য নিরবন্ত । আজ এই উৎসবদিনে দুর্ভাগ্যের
ক্ষয়-রচনাকারিণী, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণা, শিষ্টাচার প্রাপ্তা পূজা অবশ্য করা চাই । এই মনোরথ আমাদের
সবসময় আছে—যাচ্ছে না । এতএব আমরা সবাই সেই পূজা সম্পাদন করবার জন্য অনায়াম-লভ্যমান কুতুম-
চয় চয়নের অবসরে এখান থেকে হে শ্রেষ্ঠমঙ্গলম্বরূপ সকলকলা-কলাপা সখীগণ ! উৎসবে সম্মানিত প্রিয়
ব্রজরাজ কুমারকে নিরীক্ষণ করতে থাকি ।

৮৪ । এরপর শ্যামার শৃঙ্গাররস-সম্ভূত সমুচিত কথা শুনে বৃন্দা পুনরায় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারানীকে

নাম নামরূপাকৃতিকৃতিনীনং ভবতীনামিদমেব সৌশীলাম, তথাপি মাতঙ্গীগীতসঙ্গীতসহকারী সহকারীচবীমধ্য-
মধ্যবস্থায় চন্দ্রাবলী বলীয়স। মহোৎসবানুকারেণ কুতূহলহলহলাপুসসরং পুরসঙ্গীতী তদীয়া চ সখী চারুচন্দ্রা
রুচং দ্রাঘয়তু মাদৃশাং দৃশাম্, সফলয়তু চ বসন্তরাগস্ত স্বরশ্রুতীনাং মূর্ত্তিমন্তাং মন্তাঞ্চ প্রমোদরভসাদরভসা
মাতঙ্গীম্ ॥'

৮৫। ইতি বনদেবতাবচসা চ সা সচারুচন্দ্রা চন্দ্রাবলী বিবিধবীণাপ্রবীণা প্রকটিতবসন্তসম্ভূত-সম্ভূত-
মানশ্রুতিশ্রুতিসুখদং গায়ন্ত্যা সঙ্গীতদেবতয়া আদ্রিয়মাণা বল্লভতো ঙ্গতোদীর্ণমহোৎসব-ক্ৰীড়নকনককমনীয়-
বালাকুণারুণামোদমোদনবিলাসধূলীধূলীলয়া মণিখচিত-সুখচিত-সুমঞ্জুল-জলযন্ত্রভরনিভৃত-জগুড়জগুড়কতুরিকা-
ঘনসার-গঙ্গসারগঙ্গসারদ্রবদ্রবগখেলয়া চ সঙ্গীততালসমং গমনমেব নটনয়ন্তীভিনয়ন্তীভিঃ প্রমোদস্ত পরাং কোটিং
কোটিং চ স্বর্ণাণিনীনাং তিরস্কুবতীভিঃ সহচরীভিঃ সহ সহর্ষমারেভে মারেভেন প্রেরিতা যদি বসন্তক্ৰীড়াম্,
তদা সরসমধুমধুরস্মিতং বিন্মিতং বিরচয়া মনো মনোজ্ঞচরিতা শ্রীরাধা চ কিয়তীভিঃ সখীভিরুভয়তোহভয়তো-
ষতো বিলোকয়ন্তী কৃতকুসুমাবচয়ব্যাপদেশে দেশে তস্মিন্নেব বিললাস ॥

নামাদিভিঃ কৃতিনীনং যোগ্যানাম্; “কৃতি স্থাং পণ্ডিতে যোগো” ইতি মেদিনী। তথাপি চন্দ্রাবলী তদীয়া চ সখী চারুচন্দ্রা
সহকারীচবী আত্মবনং তন্মধ্যমধ্যবস্থায় মাদৃশাং দৃশাং দৃশীনাং রুচং দ্রাঘয়তু। কথন্তু তা ? মাতঙ্গ্যা গীতং যং সঙ্গীতং তেন
সহকারঃ সহবাপারো যত্রাঃ সা পুরঃসরস্তী অগ্রগামিনী প্রমোদস্ত গানানন্দসা রভসাদ্বেগান্নভাং মাতঙ্গীঃ সফলয়তু সার্থ-
কয়তু, স্বয়ং অরভসা সাবধানেন্ত্যর্থঃ।

৮৫। চারুচন্দ্রা সহ চন্দ্রাবলী সহকারীচবীং গত্বা যদি বসন্তক্ৰীড়ামারেভে, তদা রাধা তস্মিন্নেব দেশে তিমুক্ত
বাটিকায়াং বিললাসেত্যায়ঃ। প্রকটিতভির্বসন্তে সম্ভূতং সংভগ্গমানাভিঃ শ্রুতিভিঃ শ্রুতিসুখদং কর্ণস্থদায়ী যথা স্যান্তথা
গায়ন্ত্যা সঙ্গীতদেবতয়া মাতঙ্গ্যা আদ্রিয়মাণা। কর্ণদ্রুতঃ কর্ণস্থদায়ীভূতমেবাদীর্ণা উদগতা চাসৌ মহোৎসবে ক্ৰীড়নং যতঃ
সা চ কনককমনীয়া চ কনকোত্তমবর্ণা চ বালাকুণবহুদিতস্বর্ষবদকুণা চ, আমোদেন সৌগন্ধোদ মোদনী হর্ষকরী চ য
বিলাসধূলী তস্য ধুঃ কপ্পনং প্রচলনং তদ্রূপয়া লীলয়া, মণিভিঃ খচিতঞ্চ তৎসুখানাং চিতং সমূহো যত্র তচ্চ সুমঞ্জুলঃ চ
বললেন — “স্বীকার করি, নাম-রূপ-আকৃতিতে যোগ্যা আপনাদের এ-ই সৌন্দর্য্য বটে, তথাপি মাতঙ্গীর গাওয়া
গান সহ বসন্তোৎসব অমুষ্ঠানরতা চন্দ্রাবলী তাঁর সখী চারুচন্দ্রার সহিত অগ্রগামিনী হয়ে ভারি মহোৎসবানু-
রূপ কুতূহল-হলহলা শব্দ করতে করতে এই আত্মবন মধ্যে ঐ তো দিক্ আলো করে মাদৃশ জনের দৃষ্টির অতি-
শয় রুচিকর হয়ে বিরাজমানা হয়েছেন, আর অহো বসন্তরাগের স্বর ও শ্রুতি সকলের মূর্ত্তিরূপ ও গানানন্দ
বেগে মন্তা মাতঙ্গীকে সার্থক করে দিচ্ছেন— নিজে কিন্তু আনন্দবেগে অসামাল হচ্ছেন না।’

৮৫। এইরূপে বৃন্দাদেবীর বাক্যে যদি শ্রীরাধা সমীহিতা হয়ে গেলেন, আর বসন্তে নিরন্তর ব্যক্ত
ও বিস্তারিত শ্রুতির সহিত কর্ণসায়ণরূপে গান করতে করতে বিরাজিত সঙ্গীতদেবতা মাতঙ্গীর দ্বারা সেবিতা,
কল্লরুথ থেকে চোখের নিমেষে উদগত মহোৎসবোপযোগী কনক-কমনীয় বালস্বর্ষ সম অরুণ ও সৌগন্ধে আনন্দ-
দায়ী বিলাসধূলির নিক্ষেপণ-লীলার সহিত এবং মণিখচিত-সুখাধার-সুমঞ্জুল পিচকারীতে গাদানো কুসুম
গোলক ও যুগমদ-কপূর-চন্দনগন্ধী অতিশ্রেষ্ঠ কর্দ্দম সজোর-চালনে ছোড়নরূপ হোলীখেলার সহিত নৃত্য-

৮৬। এবং সতি তং দেশমেব খেলনানুক্রমেণ ক্রমেণ সমুসরৎসু সরৎসুখসন্দোহদোহনপরেষু ব্রজ-
রাজ্যুবরাজ্যুবসহচরেষু পুংসসরেণ বটুনাহবটুনাটিত-রমাহারেণ কৌতুকারোহসমানেন হসমানেন দিশি বিদিশি
বিতীর্ণনয়নেন দূরত এব মহোৎসবপ্রবৃত্ত চারুচন্দ্রা চন্দ্রাবলী-প্রভৃতিকলসঙ্গীতসঙ্গী তরলতরললিত-বলয়লয়প্রিয়ঙ্কর
করতালিকালিকাস্তঃ সকলকলাকলাপবিদগ্ধমুগ্ধমুরজ-মৃদঙ্গ-বীণা সম্বাদিবাচিত্রবিলাসিকা-লাসিকা-চরণসঞ্চরণ-
সঞ্চলমুণি-মঞ্জীর-নিকণ সনাথঃ কোহপি নাদ শুশ্রবে ॥

যং জলযন্ত তত্র ভরেণাতিশয়েন নির্ভৃত্য জগুডজগুড্য কুসুমগোলক্য কস্তুরিকা-ঘনসার গন্ধসারাণাং মৃগমদকপূর
চন্দনানাং চ যে গন্ধেন সারা দ্রবান্তেষাং দ্রবণং ক্ষেপণবশাং প্রচলনং তদ্রূপয়া খেলয়া চ।—“গুড়ঃ শ্রাদ্গোলকে হস্তি
সন্নাহেকুবিকারয়োঃ” ইতি মেদীনী। গমনমেব খেলোপযোগী দ্রুত মধ্য মন্দ ভেদৈঃ স্বাভাবিকং নটনয়ন্তীভিনটনং কুব-
তীভিঃ, সঙ্গীত-তালসমং যথা শ্রাদ্গিত তাদৃশ-গমনানুসারেণৈবোচিত তাল প্রয়োগং তদনুকূলমেব সঙ্গীতং চ কুবতীভিরি-
তার্থঃ। অতএবাতিবৈষম্যোহ্যতিকৌশলাং স্বর্ণাণিনীনীং স্বর্ণ-নর্তকীনীং কোটিমপি তিরস্কৃতীভিঃ, “বাণিশ্চো নর্তকীমভে”
ইত্যমরঃ। মনো বিম্বিতং বিস্ময়যুক্তং বিরচয়া কৃষোভয়তঃ শ্রীকৃষ্ণা গানাদিকমেকতশ্চন্দ্রাবল্যাশ্চাত্তো বিলোকয়ন্তী।
অভয়ং বিজাতীয়হুপ্রবেশবনমধ্যস্থতামিঃশঙ্কঃ তচ্চ তোষ আনন্দশ্চ তাভ্যাম্ ॥

৮৬। ক্রমেণ চরণবিজ্ঞাসেন; “ক্রমঃ শব্দো পরিপাট্যাং ক্রমং চলন কম্পয়োঃ” ইতি বিখ্যঃ। সরতাং প্রসরতাং
সুখসমুহানাং দোহনপরেষু প্রপূরকেষু সংস্র পুংসসরেণ সতা কুসুমাসবেন বটুনা কোহপি নাদঃ শুশ্রবে। কথন্তু তেন ?
অবটৌ ঘাটায়াং নাটিতো ভগ্নুতাভঙ্গ্যা স্বকগ্রীবোচ্চালনেন নতিতো রমাহারো যেন তেন। কৌতুকস্যারোহেণ হেতুনা

ভঙ্গীতে গামিণী, গমনানুসারে তাল প্রয়োগ ও তদনুকূল সঙ্গীতকারিণী, কোটি আনন্দের পরাবশিদায়িনী,
কোটি স্বর্ণনর্তকীদের তুচ্ছীকৃতকারিণী সখীগণকে সঙ্গে নিয়ে সহর্ষে মদন হস্তীর দ্বারা প্রেরিতা হয়ে যদি বসন্ত
ক্রৌড়া আরম্ভ করলেন চারুচন্দ্রা সহ বিবিধ বীণাপ্রবীণা চন্দ্রাবলী, তখন মনোহর চরিতা শ্রীরাধা সরস মধু
হতেও মধুর মুচকি হাসি হেসে মনকে বিস্ময়যুক্ত করে উভয় দিকে অর্থাৎ একবার কৃষ্ণের দিকে একবার চন্দ্রা-
বলীর দিকে তাকাতে তাকাতে কুসুমচয়নচ্ছলে মাধবীগতা বনে বিহার করতে লাগলেন।

কৃষ্ণদেশে বটুর গোপীসমাজে আগমন ও হোলীযুদ্ধের সূচনা করণ :

৮৬। এদিকে যখন এইরূপ অবস্থা তখন ওদিকে প্রসরণশীল সুখরাশির প্রপূরক, ব্রজরাজ্যুবরাজ্যের
যুবসংহচরণ হোলী খেলতে খেলতে এই বনের দিকে লীলানুসারে নাচতে নাচতে আগমনরত হলে সকলের
পুরগামী, ভাঁড়নৃত্য-ভঙ্গীতে স্বকগ্রীবা উচ্চালনে রমা-হার নাচানী, কৌতুকের উচ্ছলতা হেতু গর্বিত এবং
চতুর্দিকে সঞ্চালিত-নয়ন বটু কুসুমাসব দূর থেকে ভেসে আসা কোনও একটি অনির্বচনীয় শব্দ-ঝঙ্কার শুনতে
পেলেন—এ হ’ল হোলী মহোৎসবে প্রবৃত্ত চারুচন্দ্রা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতির মৃদু মধুর গানের সঙ্গে মিলিত অতি
চঞ্চল ললিত বলয়ের পরস্পর আলিঙ্গনবাৎসল্য যুক্ত, প্রিয়কারিণী করতালিকা শ্রেণীতে রমা, সকল কলা-
কলাপে বিদগ্ধ-মুগ্ধ মুরজ-মৃদঙ্গ-বীণার সম্মিলিত বাত্মকনি বিশিষ্ট এবং বন বিহারিণীদের ও নর্তকীদের চরণ-
সঞ্চারণ-তালে চঞ্চল মণিমঞ্জরীর নিকনযুক্ত কোনও অনির্বচনীয় শব্দ-ঝঙ্কার।

৮৭। ঐহা চ আচমুর্দ্ধমভিনীয় সমুংকঃ সমুংকঃ প্রিয়বয়স্য ঐকৃষ্ণমুবাচ,—‘প্রিয়বয়স্য ! কিময়-
ময়তেহস্মাকমেব সম্প্রতি প্রতিশ্রুতি শ্রুতিনিকরোহতিনিকরোতি বা কোহপ্যপরোহপরোক্ষ এব কেষাঞ্চন
মহোৎসবসঙ্গী সঙ্গীতক-কলকলাঃ, তদবগন্তুমহীমহীমৈরতৎ’ ইতি নিগদিতেন তেন কিশোরবরমুকুটমণি-
নানালঙ্কারধারণা স পুনরয়মবাদী, —‘বাদিত্রধ্বনিরয়মতদীয় এব, তল্লিভালয় ভালয় কুতোহতাতোতান্তরধ্বনি-
রয়ং রয়ং গতঃ ॥’

৮৮। ইতি নিগদিতেন বটুনাতিপটুনাতিপরমোল্লাসেন সত্বরমুপগম্যাহতিরমণীয়া রমণীমণীসভা-
সভাজিতা জিতাক্রিতনয়া নয়ার্জবজ্জবা জ্বারুণকরচরণপল্লবা পল্লবাগ্রমবধুতা মাধবীকুসুমমবচিষতী স্বতীন্দ্রিয়া
ভুবনমবতীর্ণা বসন্তলক্ষ্মীরিব প্রথমতো বার্ষভানবী দদৃশে। তদবাবহিতা হিতাচরণশালিনী ললিতা ললিতাকারা
শ্যামা চ তদদূরে মহামহানন্দপরবশাশ্চাক্রচন্দ্রাচন্দ্রাবলীপ্রভৃতয়শ্চ ॥

সমানেন সগর্বেণ। নাদঃ কথন্তুত ? তরলতরাণাং ললিতবলারানং লয়েন পরস্পরং সংশ্লেষণে প্রিয়ঙ্করাভিঃ করতালিকা-
শ্রেণিভিঃ কান্তো রমাঃ। সকলানাং সমস্তানাং কলানাং কলাপে সমূহে বিদগ্ধাশ্চ তাঃ, মুগ্ধানাং মনোহরাণাং মুরজাদীনং
সংবাদি সমেলকং যদাদিত্রং বাতং তত্র বিলাসিকাশ্চেতি তাস্চ লাসিকা নর্তক্যশ্চ তাসাং দ্বয়ীযাং চরণসঙ্করণৈঃ সম্যাক্
তালানুসারেণ চলতাং মণিমঞ্জীরীণাং নিকর্ণেন সনাথঃ ॥

৮৭। আচং ভগ্ভবঃ রোমাঞ্চরূপমিতার্থঃ, সমুংকো দ্রষ্টুং সমুংকঠঃ, সমুংকঃ সহর্ষঃ। প্রতিশ্রুতি প্রতিকর্মস্মাক-
মেব সঙ্গীতশ্রুতিনিকরঃ শ্রুতি সমূহোহয়তে প্রত্যাগচ্ছতি কোহপ্যপরো বা অপরোক্ষঃ প্রত্যক্ষ এব সন্ অতিনিকরোতি,
অস্মন্নহোৎসব-কলমতিক্রমঃ তিরঙ্করোত্তীত্যর্থঃ—‘নিকারঃ শ্রাং পরিভবঃ’ ইতি ধরণিঃ। তত্সাদেতদদ্যদতিক্রমকং গীত-
মবগন্তং জ্ঞাতমহীমহীমৈরস্মাভিরহীমুচিতম্। হে ভালয় ! কান্তাালয় ! কুতঃ স্থানাদত্মায়মাতোতান্তরধ্বনির্বাতান্তরশব্দো রয়ং রয়ং
গতঃ বেগযুক্তং লয়ং সাম্যং প্রাপ্তঃ।—‘লয়স্ত্ব ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দ্রুতো মধ্যো বিলম্বিতঃ’ ইতি গীতপ্রকাশঃ ॥

৮৮। ইতি নিগদিতেন বটুনা সত্বরমুপগম্য বার্ষভানবী দদৃশে। সভাজিতা স্তুতা জিতাক্রিতনয়া সৌন্দর্যেণ
বিজিতলক্ষ্মীকায়নয় নীতেরার্জবসা ঋজুতয়া জবো বেগো যস্যঃ সা; অতীন্দ্রিয়া অমূর্ত্তাপি বসন্তলক্ষ্মীভূবনমবতীর্ণা-
মুর্মতিমতীবেত র্থঃ। তদদূরে সহকার-বাটিকারং চন্দ্রাবলীপ্রভৃতয়শ্চ দদৃশিরে ইতি বচনবিপরিণামেনাহুযঙ্গঃ ॥

৮৭। ঐ শব্দ-বাক্যার শুনেই রোমাঞ্চরূপ মহান্ হর্ষের ভাব ধারণ করে দর্শনের উৎকণ্ঠায় সহর্ষে
প্রিয়বয়স্য ঐকৃষ্ণকে বললেন—‘প্রিয় বয়স্য ! সম্প্রতি কি প্রত্যেক সখার কর্ণে আমাদের সঙ্গীতেরই ‘শ্রুতি’
সকল আনছে কিম্বা কোনও অপর কারও মহোৎসব-সঙ্গী সঙ্গীত-কলকল প্রত্যক্ষ হয়ে আমাদের মহোৎসব-
কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠছে ? যদি আমাদের সঙ্গীতকে ছাপিয়ে উঠা কোনও গীতই হয় তবে সম্মানীয় আমাদের
খোঁজ নেওয়া উচিত।’ এ কথা শুনে সেই নানামণি-অলঙ্কার-ধারী কিশোরবরমুকুটমণি কৃষ্ণ বটুকে পুনরায়
এইরূপ বললেন—‘হে কান্তির আগার ! এই বাতান্তরধ্বনি অত্র কারুরই হবে, অতএব খোঁজ কর, কোথেকে
আজ এই বাতান্তর-শব্দ বেগযুক্ত হয়ে সাম্য প্রাপ্ত হচ্ছে।

৮৮। এইরূপ বললে অতিপটু বটু অতি পরমোল্লাসে সত্বর শব্দ-বাক্যারের নিকটে গিয়ে অতি রমণীয়,
রমণীমণীসভা-স্তুতা, বিশিষ্ট সৌন্দর্যে লক্ষ্মী-বিজেত্রী, নীতি ও সরলতাবেগ বিশিষ্টা, এবং জ্বারুণ করচরণপল্লবা

৮৯। দৃষ্ট্বা চ স তরসাহ,—‘সাহসিকে ললিতে। কিমিতিমিতিমদেনোন্নতিমদেনোন্নতিবিধীয়তে, যদগ্নববসন্তমহে মহেচ্ছস্ম মম বয়স্যস্ম বয়স্যস্ম নবাতিমুক্তস্য কুসুমং ন কেনাপি গৃহীতং হী তং তস্মাতিপ্রিয়-মতিমুক্তং মুক্তং পল্লবৈঃ কুসুমৈরপি কুর্বন্তি ভবত্যো দর্পবত্যো দর্পকন্দর্পকলাহারিণে ন জানীথ মদয়স্যস্ম ভুজভুজ-গভোগদর্পং তদিদানীমেব জ্ঞাস্থথ। তদহমিতো গতা নিবেদয়ামি’ ইতি সত্বরং শ্রীকৃষ্ণমুপশ্রুত্যা ‘বয়স্য। সম্প্রতি প্রতিপন্নঃ কিল বসন্তমহো মহোদয়স্য ভবতঃ। যতঃ,—

বসন্তলক্ষ্মীঃ স্বয়মেব মূর্তী, বিভূতিভিঃ স্বাভিরিবাঙ্গভাগ্ভিঃ।

ইতো ন দূরে বিবিধৈর্বিধানৈঃ-মূর্ত্তং বসন্তোৎসবমাতনোতি ॥

৯০। তথা হি— আতোঃ কান্নমোঃ ভবতু ভুবি তথা সা চ সঙ্গীতভঙ্গী
সংসঙ্গীতোদ্ধৃণামপি নহি বিষয়ঃ কোহপরস্তাং তনোতু ॥

৮৯। স কুসুমাসব আহ—হে ললিতে! কিং কিমর্থমিতিমিতিনা এতৎপরিমাণকেন মদেন গর্বেণোন্নতিমদাধিকা-
বৃদ্ধমেনোন্নপরাধোহনু সহ্যাকিবিধীয়তে, অতিশয়েন ক্রিয়তে।—“অনু হীনে সহার্থে চ” ইতি বিখ্যঃ অত্র মিতিমদেনোন্ন-
তিমদেনো ইতি চতুর্ভির্ভেদৈরেকবর্ণ-ব্যবধানেন যমকং জ্ঞেয়ম্। মম বয়স্যস্ম তস্য তং প্রসিদ্ধমতিমুক্তং পল্লবৈঃ কুসুমৈরপি
মুক্তং রহিতং ভবত্যঃ কুর্বন্তি, হী বিস্ময়ে। অস্ম নবাতিমুক্তস্য বয়সি কেনাপি মুক্তং কুসুমং ন গৃহীতম্। নবাতিমুক্তস্যেতি
নবত্বাদতিশয়েনৈব পুষ্পানবচরাদস্মাভিরপি ত্যক্তশ্চেতি শ্লেষার্থঃ। দর্পকস্য কন্দর্পস্তাপি দর্পকলাহারিণঃ ॥

৯০। তাং সঙ্গীতভঙ্গীম্; অনন্তে প্রচুরেহপি ব্রহ্মশিল্পে বিধিশিল্পে সা সামগ্রী নাস্তি। অতন্তত্র লোকৈঃ কথং
কল্লোত, তাং সম্পাদয়িতুং কথং সমর্থঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥

বার্ষভানবীকে দেখলেন—অমূর্ত্ত হলেও ভুবনতলে অবতাণী মূর্ত্তিমতী বসন্তশোভার মতো পল্লবগ্র ধরে মাধবী-
কুসুম চয়ন করছেন।

৮৯। এ দেখে তিনি ধমকের সুরে বললেন—‘হে সাহসিকে ললিতে! কি জ্ঞাত্য একপ গব’গিরি-
চূড়ায় চড়ে অত্যন্ত অপরাধ জনক অত্যাচার আরম্ভ করলে, কি আশ্চর্য, যেহেতু আজ নববসন্তোৎসবে আমার
বয়স্য অনেক কিছু করবে বলে অভিলাষ পোষণ করে রেখেছে তাই নবমাধবীর এই কুসুম এককাল পর্যন্ত
কেউ চয়ন করেনি। দর্পবতী তোমরা সেই অতিপ্রিয় মাধবী পল্লব ও কুসুম শূন্য করে দিলে যে। তোমরা
যে বড় দর্প দেখাচ্ছ, কন্দর্পের দর্পবলহারী আমার বয়স্যের ভুজভুজঙ্গফণার দর্প কি জান না, আচ্ছা এখনই
দেখতে পাবে। এই দাঁড়াও আমি এখান থেকে গিয়ে সব কিছু বলে দিচ্ছি—এইবলে দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের নিকট
গিয়ে বললেন—

পরপক্ষের স্তবে কৃষকে যুদ্ধে উত্তেজিত করণঃ

‘বয়স্য, সম্প্রতি অতিসমৃদ্ধ তোমার বসন্তোৎসব সম্পাদিত হয়ে গেল বলে। য়েহেতু,—

বসন্তশোভা নিজেই নিজের অঙ্গভাক্ত বিভূতি সহ মূর্ত্ত হয়ে এখান থেকে অদূরে বিবিধ বিধানে
বসন্তোৎসব মূর্ত্ত করে তুলছেন।

সামগ্রী যা চ যা চোৎসবরভসবিধেনাস্তি সা ব্রহ্মশিল্পেহ-
নগ্নে কল্লত লোকঃ কথমহং মহৎ কৌতুকং দৃষ্টমাসৌৎ ॥

৯১। তব তু বজ্ররাজকুমারস্ত মা রস্ততমা তাদৃশী মহতী মহতীব্রতা ॥’

৯২। সখায় উচুঃ,—‘অয়ি কুসুমাসব! মা সবহমানং পরপক্ষং স্তুহি, বস্তু হি বহুমতং স্বমতমেব,
তৎ স্বমধুনা মন্তোহসি ॥’

৯৩। স উচে,—‘ন হি কুসুমাসবঃ স্বয়মেব মাত্ততি, মাদয়তোব সর্বান্, তত্রাপি নাহং স কুসুমাসবো
যং পীত্বৈব মাত্তস্তি, মম তু শক্টেনৈব সর্বে মন্তা ভবন্তি ॥’

৯৪। শ্রীকৃষ্ণ আহ,—‘সাধু বয়স্য সাধু, সাধুনা সাধুনা মহোৎসবস্থলী পুনরপি চাক্ষোভবতা ভবতা
জ্যেষ্ঠমর্হী পশ্চাদম্মাভিচ্চ ॥’

৯১। তব তু মহস্য উৎসবস্য তীব্রতা মা তাদৃশী রসাতমা ॥

৯২। সবহমানং যথা স্যাত্তথা পরপক্ষং মা স্তুহি। মধুনা মাধ্বীকেন, প্লেবাৎ বসন্তেন, নর্মভঙ্গ্যা মন্তেন চ ॥

৯৩। কুসুমস্যাসবো মধুঃ মম শক্টেনৈব তি বাঙমাত্রেণৈব যুগ্মাদৃশান্ ভ্রামরিতুং শক্লোমীতি ভাবঃ ॥

৯৪। সাধুনা ভবতা ॥

৯০। বীণা-শৃঙ্গ-মৃদঙ্গ-করতালাদি চারপ্রকার বাজ য়া দেখে এলাম তা এ-পৃথিবীতে কোথায়-না
পরমাদরে স্বীকৃতি লাভ করবে, তথা সেই সঙ্গীতভঙ্গী স্বর্গীয় সঙ্গীতশ্রেষ্ঠগণেরও বোধগম্য নয়, অন্য অপর
কে আর তা কণ্ঠে তুলতে পারবে? উৎসবের উপাচার এবং আমোদ-অনুষ্ঠান যা দেখে এলাম তা প্রাচুর্যময়
ব্রহ্মশিল্পেও নেই। এই জগতের লোক আর তার কল্পনা কি করে করতে পারে—হায় হায় এক মহাকৌতুক
দেখে এলাম।

৯১। তুমি যে ব্রজরাজের কুমার তোমার উৎসব-উচ্ছগতাও তাদৃশী অতি মহতী আশ্বাদনীয়
হবে না।’

৯২। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—‘অয়ি কুসুমাসব, বহুমান্ততা যাতে হয় সেই ভাবে পরপক্ষকে স্তুব করো
না। নিজের মনোগত ভাবই সার, তাই সমাদৃত হয়। তাই মনে হচ্ছে, তুমি অধুনা মত্তপানে মাতাল হয়েছো।’

৯৩। কুসুমাসব বললেন—‘কুসুমাসব অর্থাৎ কুসুমের মধু নিজে কখনও-ই মত্ত হর না, মত্ত করে
সকলকে। তত্রাপি আমি তেমন ‘কুসুমাসব’ অর্থাৎ কুসুমের মধু নই যা পানে লোকে মত্ত হয়। আমার
তো কথাতেই সকলে মত্ত হয়ে পড়ে।’

কৃষ্ণের দ্বারা পুনঃ প্রেরিত বটুর গোপী সমাজে বাক্যুদ্ধ :

৯৪। শ্রীকৃষ্ণ বললেন —‘সাধু বয়স্য সাধু, সেই মহোৎসব-স্থলী পুনরায় অধুনা অভ্যোগ্যসাহ তোমার
দ্বারা দেখারই যোগ্য, পশ্চাৎ আমাদের দ্বারাও।’

১৫। ইতি তেন সরসমুদিতো মুদিতো বটুঃ পুনরসকৌ রসকৌতুকৌ তং দেশমাশ্রিত্য সাটোপং ‘ভুল’-
লিতে ললিতেহপসর সরসীরহাঙ্কমিদেহতো দেশতো হি তাবদস্মাদস্মকমতিমুক্তকুসুমং মা পহর,হরসি চেৎ প্রতিফলং
লপ্তাসে।’সাহ—‘সাহসিক বটো। কপটপটো। জল্পমিদমবত্তমবত্তসি কিমিতি নিজসৌজন্মং ? শিষ্টপরম্পরাপরা-
গতা রাগতারতমোনাহতানবত্যা নববসন্তোৎসববাসরে বাসরেশতনয়াকুলেহনুকুলেহনুরক্তা রক্তাশোকমূলে মদন-
মর্চয়তি বধূতিরিতি রীতিরিতিরোগধুরীগতয়া স্বয়মেব কুসুমাবচয়নায় নায়কমণীসদৃক্ষয়াক্ষয়াভিজনয়ানয়া নয়াসন্ন-
সকলগুণয়া প্রিয়সখ্যা স খ্যাতিকয়া কয়াচন রাধাভিখ্যায়া সহ সমাগতা বয়ম্, কথমুন্মত্ত ইবাত্র প্রলপসি।’

১৬। স আহ,—‘রে হরেরপরঃ কোহন্তো মদনো মদনোদনো যঃ সকলানামুন্মাদকো মুন্মাদকোমলশ্চ।
তস্মিন্ সাক্ষাদ্বর্তিত্যসাক্ষাদ্বর্তিত্যহে মদনে বঃ পূজারতিঃ কিমিতি ভবত্য এবোন্মত্তা মণ্ডাবচ্ছূত। অয়মহং মহং
বঃ কারয়িষ্যামি, স্বস্তিবাচনপূর্বকমপূর্বকমনীয়ং পুরোহিততয়া পুরো হিততয়া তদিত ইত ইত তন্ত্বেব সমীপম্॥’

১৫। হে বটো কপটপটো ! ইতি কপটপাটবেইনব ত্রয়া বটুং সাধিতমিতি ভাবঃ। তেন তুভ্যং গালিপ্রদানমপি
নানুচিতমিতি ত্রোতিতম্। ইদমবত্তং নিন্দ্যং জল্পন নিজসৌজন্মং কিমিতি অবত্তসি খণ্ডয়সি, স্বদৌর্জন্মেবান্মুখত আখ্যা-
পয়সীতি ভাবঃ। রাগভ্যাসন্তোস্তারতমোনাহ অনবত্যা অনিন্দ্যা বধূতির্মদনমর্চয়তীতি রীতিঃ। শিষ্টপরম্পরাগতেভ্যঘরঃ।
ইতি হেতো রীণা ক্ষরিতা যা ধুরীগতা প্রভুতা তয়া রাগোৎকর্ষ্যামিজ-প্রভুতামপ্যানাদুতোত্যর্থঃ। নায়কমণী হারমধ,রত্নং
ততুল্যা অক্ষয়োহভিজনঃ কুলং যশাস্তয়া, মহাকুলবত্যা ইত্যর্থঃ॥

১৬। মদনোদনো গর্ব্বখণ্ডনঃ, সকলানঃ সর্ব্বেবাস্, কিন্তু উন্মাদয়তীতি স ইতি মদনশব্দবাচ্যঃ স এবোত্যর্থঃ।
স্বয়ম্ মুং হর্ষো মাদো মত্ততা, তাভ্যামপি কোমলঃ। তস্মিন্ হরৌ ভগবতীতি সাক্ষাদ্বর্তিনি সত্যসাক্ষাদ্বর্তিনি পরোক্ষে
মদনে মত্তাবৎ মত্তত্তাবৎ মহং পূজামুৎসবং বা পুরোহিততয়া পৌরহিত্যেন পুরো হিততয়া পুরোহিত্রে হিতরূপত্বেন; যদা,
হীতি পৃথক্ পদম্, ততয়া বিতৃতয়া ইত ইত ইতি তদ্ব্যর্থোপদেশঃ; ইত গচ্ছত ॥

১৫। এইরূপে কৃষ্ণ সরসতার সহিত কথাগুলি বললে হর্ষোৎফুল্ল হোলীক্ৰীড়ারসকৌতুকী বটু
সেই স্থানে গিয়ে সাটোপে বললেন—‘ওহে ভুল’লিতে ! কমল-নয়ন আমার সখার আদেশ শোন—এই বনদেশ
থেকে চলে যাও, এখান থেকে আমাদের মাণবীকুসুম চুরি করা এখনই বন্ধ কর। যদি চুরি কর তবে প্রতিফল
পাবে।’

ললিতা বললেন—‘সাহসিকে বটো। কপটপটো। এইরূপ কুৎসাকারী বাচালতায় নিজের সৌজন্য-
তাকে কেন দূর করে দিচ্ছ ? নববসন্তোৎসব-বাসরে সূর্যতনয়ার অনুকূল কূলে রক্তাশোকমূলে অনুরক্ত অনবত্যা
বধূগণ আসক্তির তারতম্যানুসারে অল্প মদনের অর্চনা করে। এই রীতি শিষ্টপরম্পরায় এসেছে। এই রীতি-
নিঃসৃত প্রভুতার বলে নিজ স্বাধীনতাকে পর্যন্ত অনাদর করে অত্র আগতা, হারমধ্যমণি তুল্যা, অক্ষয় কুলবতী,
নীতি বলে আগত সকলগুণবিশিষ্টা এবং যশস্বিনী রাধা নামক কোনও প্রিয় সখীর সঙ্গে আমরা এখানে সমা-
গতা হয়েছি। তুমি কেন উন্মত্তের মতো এখানে এসে প্রলাপ বকছো।’

১৬। বটু বললেন—‘আরে, হরি বিনা কে আবার অল্প মদন এল ! যে সকলের গর্ব্ব খণ্ডন করে,

৯৭। শ্রীরাধাহ,—‘পূজার্হোহয়ং বটুঃ পটুঃ পরম্ ললিতে । তদাশি চারুচন্দ্রাচন্দ্রাবলৌ ভ্রুণায়ং
পুরোহিতঃ পুরোহিততয়া পূজ্যতাম্’ ইতি তদুক্তাভ্যাং তাভ্যাং মহামহাশ্রাব্যং প্রসভমাকৃশ্য বিবিধবর্ণচূর্ণনগন্ধো-
দকোক্ষণগণপরাভূতো ভূতোত্তম ইব যদা বিদধে, তদাসৌ চুক্রোশ ক্রোশগামিনা স্বরেণ ॥

৯৮। ‘উন্মত্তাভিব’সন্তোৎসবরভসমদৈর্গোত্ৰহং কণ্ঠকাভিঃ

ক্ষৌদৈঃ সিন্দূরকাস্মীরকমলয়রুহাং হা ধিগন্ধীকৃতোহস্মি ।

জাডাং গন্ধাস্থসৈকৈরজনি তত ইতো ধাবিতুং নাশ্মি শক্তো

ব্যাপতেহং বয়স্ত প্রিয়সখমব মাং মাশ্বিহ ব্রহ্মহত্যা ॥’

৯৯। তদা তদারাদাকর্ণ্য তদাক্রন্দিতং দিতং চ প্রতিভা প্রতিভানং বিদিত্বা কুহুমাসবস্ত কুতুকসরলা-
ভিরবলাভিরহো কৌতুকমিতি স্বরয়া রয়ারুঢ়রটৈঃ সহ সহচরৈঃ কুতুহলহলহলাপুরঃসরং পুরঃ সরংহা সমুপসদাদ ॥

৯৭। বিবিধবর্ণৈশ্চূর্ণৈশ্চূর্ণং সর্বাঙ্গপেষণং তচ্চ গন্ধোদকৈরক্ষণং সেচনং চ তাভ্যাং ক্ষণং ব্যাপ্য পরাভূতঃ ॥

৯৮। ধাবিতুং পলায়িতুং ব্যাপ্যে ত্রিয়ে ॥

৯৯। তদাক্রন্দিতং তন্ত্যতিক্রন্দনমবলাভিরেব দিতং ঋণ্ডিতং বিদিত্বা অহো কৌতুকমিতি ব্রবন্মিত্যর্থঃ । সরংহাঃ
সবেগঃ ॥

উন্মত্ততা এনে দেয় আর নিজে থাকে হর্ব মত্ততায় কোমল, সেই তো মদন । সাক্ষাৎ ইনি বর্তমান থাকতে
অহো, পরোক্ষ মদনে তোমাদের পূজা-রতি কি করে হ’ল । এতে মনে হচ্ছে তোমরা উন্মত্তা হয়েছ । আমার থেকে
এ বিষয়ে সব কিছু শুনে নেও । এই আমি স্বস্তিবাচন পূর্বক কমনীয় পূজা তোমাদের করিয়ে দিব পোরহিত্য
করে । তারই নিকট চল । আগে আগে চলে, এদিকে এদিকে বলে রিস্তারিত ভাবে সেই পথ দেখিয়ে দিচ্ছি ।’

গোপীগণ কতৃক বটুকে রঙ-এ রঙ-এ ভূত বানান :

৯৭। শ্রীরাধা বললেন --‘পরম-পটু এ-বটু পূজাযোগ্য । ললিতে, তাই বলছি চারুচন্দ্রা ও চন্দ্রা-
বলীকে আদেশ কর পুরের মঙ্গলের জন্য তাঁরা এই পুরোহিতকে ভদ্রভাবে পূজা করুক’—তিনি একরূপ বললে
উৎসবানন্দে মহা অন্ধ তাঁরা দুজনে বটুকে জোর করে টেনে এনে নানাবর্ণের আবীর সর্বাঙ্গে মর্দন ও গন্ধজল
সেচনদ্বারা ক্ষণকাল পরাভূত রেখে যখন একটি আস্ত ভূতের মতো করে দিলেন, তখন সে ক্রোশগামী স্বরে
চিৎকার করে বলতে লাগল—

৯৮। ‘বসন্তোৎসবের আনন্দমদে উন্মত্তা গোপকন্যাগণ রক্তবর্ণ আবীর-কুঙ্কুম-চন্দনচূর্ণদ্বারা হা
ধিক আমাকে অন্ধ করে দিল । গন্ধজল সেকের দ্বারা জাডা এস গিয়েছে, তাই এখান থেকে পালাতেও
পারছি না । আমি মরে যাচ্ছি, বয়স্ত হে প্রিয়সখ । আমাকে রক্ষা কর । এই উৎসবদিনে ব্রহ্মহত্যা না-হয় ।’

বটুর চিল্লাচিল্লি শুনে কৃষ্ণের রণাঙ্গণে প্রবেশ :

৯৯। তখন সেই দূর থেকেই বটুর অতিশয় চিল্লাচিল্লি শুনে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন আনন্দ উচ্ছসনে

১০০। স সাদরদরব্রীড়মালোকামানো মানোন্নতাভিরপি তাভিঃ সুভগতমো গতমোদমিবািবলোক্য
বটুমপটুমপরিভুটুমনা ইব কৃতকৃতক-সংরন্তং ব্যাজহার বিহারবিশেষণ,—‘হংহো কথময়ং নিরাগা রাগাঙ্কাভি-
ভবতীভিকপালঙ্কো লঙ্কোক্রতরপমানো মম মমতাপাত্রং বটুঃ, তদপরাধপরাধমতামতানি প্রতিফলানি সহস্ৰাম্’
ইতি সহচরানবলোকয়তি স্ম ॥

১০১। ততশ্চ, সহচরকরদন্তৈঃ কন্দুকৈঃ কৈঙ্কিরাতৈঃ সকলকূলবধূনামেব বিক্ষোভি বক্ষঃ ।

যদকৃত কৃতহস্তো যৌগপত্নেং সন্তঃ, স্তনমরবরনার্থ্যঃ সাধুবাদৈঃ পুপুজুঃ ॥

১০২। তথা সতি দ্বয়োরেব সেনয়োরনয়োরনয়োপরমেণৈব—

শোণশ্লক্ষারূপস্বরভিভূলিভিধূলিভিচ্চ, ক্রীড়াযুদ্ধং সমজনি মহৎ কন্দুকৈঃ কন্দুকৈশ্চ

শৃঙ্গোন্মুক্তৈঃ কুসুমধনুযো বারুণাশ্চৈরিবারাং, কাশ্মীরীয়েরতিস্বরভিভবীরিভিচ্চ ॥

১০০। ততশ্চ স শ্রীকৃষ্ণো মানোরতাভিরপি গর্বাধিকভিরপি সাদরদরব্রীড়ং যথা স্তান্তথা, আলোক্যমানঃ ।
স্তত্র মহারাজনন্দনন্দনব্রাদারঃ, তৎপ্রিয়সখাবমাননাদভয়ম্, কন্দর্পোদ্বোধকবেশেভেন লজ্জতি । অতএব শুভগতমঃ । বটুম-
পটুং চেষ্টনাসমর্থমালোক্য । নিরাগা নিরপরাধঃ, অপরাধ এব পরো মুখ্যো বস্ত্রাং সা, অধমতা তস্তাঃ মতানি সমস্তাহ্য-
চিত্তানীত্যর্থঃ ॥

১০১। কৈঙ্কিরাতৈরশোকপুষ্পোদ্ভবৈঃ; বক্ষঃ কুচয়োর্মধ্যপ্রদেশং বিক্ষোভি বিশিষ্টক্ষোভযুক্তং যদকৃত অকাষীং;
কৃতহস্তো যুদ্ধকুশলঃ, “কৃতহস্ত সূত্রযোগবিশিষ্টঃ” ইত্যমরঃ ॥

১০২। অনয়োর্দ্বয়োরেব সেনয়োঃ । অনয়োপরমেণ অনীতি রাহিত্যেন । শোণারূপয়োঃ কিঞ্চিং শ্রামলিম-

সরলা অবলাগণের দ্বারা বটুর প্রতিভা-প্রকাশ ঋণিত হয়েছে । ‘অহো কৌতুক’ এই বলে শীঘ্র বেগবান্,
হয়ে অমুরাগী সখাগণসহ কুতুহল-হলহলা পূর্বক সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন সবেগে ।

১০০। গর্বগিরিচূড়া অধিকটা সেই গোপীগণের দ্বারা আদর-ভয়-লজ্জা মিশ্রিতভাবে আলোক্যমান্
(জীনন্দমহারাজের পুত্র বলে আদর, প্রিয়সখা বটুকে অবমাননা করা হেতু ভয়, এবং কন্দর্প-উদ্বোধক বেশ হেতু
লজ্জা), অতএব পরমমোভাগ্যবান্ কৃষ্ণ বটুকে আনন্দ রহিতের মতো, নিশ্চেষ্ট ও অপরিভুট মনার মতো
দেখে কৃত্রিম ক্রোধের ভাব টেনে এনে বললেন—‘হংহো বলতে পার, কেন আমার মমতা প্রাপ্ত এই নিরপরাধ বটু
অমুরাগী তোমাদের হাতে অত্যন্ত গর্হিত এ-অপমান পেল ? অপরাধ মুখ্যরূপে যাতে আছে সেই অধমতার
উচিত প্রতিফল এবার সহ কর ।’ এই বলে সহচর বালকদের দিকে তাকালেন ।

কৃষ্ণসনে গোপীকুলের হোলীরণ আরম্ভ :

২০১। অতঃপর সহচর-করদন্ত অশোক-পুষ্পোদ্ভব কন্দুকের আঘাতে যুদ্ধকুশল কৃষ্ণ যুগপৎ সকল
কূলবধূগণের কুচযুগলের মধ্যপ্রদেশ যেরূপ বিশেষ ক্ষোভাধিত করে দিলেন তদনুরূপ পূজা তাঁর করতে লাগ-
লেন দেবাজ্ঞাগণ সাধুবাদে ।

১০২। একুপ হলে এঁদের ছুই সেনার মধ্যে প্রবল খেলা-রণ আরম্ভ হয়ে গেল—শ্লিদ্ধ-অরুণ-সুগন্ধী

১০৩। ততস্ত ততস্ততিভিঃ সুরবধুভিরুভয়বলসাম্যামালোকয়ন্তীভিঃ ক্রিয়মাণে সাধুবাদে সতি—

অভয়মুভয়সেনাচারিভির্ধূম্যনৈঃ, সমজনি পটবাসৈরন্ধকারোহতিগাঢ়ঃ ।

ব্যতনুত হরিরস্মিন্ সাহসং তীক্ষ্ণমেকো, অবিশত পরচক্রে যন্মনোজেন ভুঙ্গঃ ॥

১০৪। ততশ্চ, ন পততি লঘুভাবাদ্ঘৃতি বোয়সি তস্মিন্, রজসি তমসি গাঢ়ং জায়মানে মুহূর্তম্ ।

ন পরিচয়ম্বাপং কাপি কস্তাপি কশ্চিৎ, তদনু স পরচক্রে কৃষ্ণবেণুব্যরণাং ॥

১০৫। অথ যদি পরচক্রে বিক্রমী কৃষ্ণবেণুঃ, সুরতসমরভেরীভাবমাবিশ্চকার ।

দিশি বিদিশি তদাসীদঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গী-সশিখবিশিখপাতো যোগপত্নেন জাতঃ ॥

১০৬। অথৈবং মুহুরজনি রজনিরণবদ্ যদি স লীলারণে রণোদ্ধুর একস্তদা হি তদাহিতদাক্ষিণ্যঃ ॥

মিশ্রণামিশ্রণেভেদঃ। ধূলিভির্ধূলিভিরিত্যাদি বীপা, শৃঙ্গোদ্যুতৈর্জলযন্তোদ্যুতৈঃ; “শৃঙ্গং প্রভূষে শিখরে চিহ্নে ক্রীড়াঙ্ক-
যন্তকে” ইতি মেদিনী ॥

১০৩। তথা বিস্তৃতা স্ততির্ধাসাং তাভিঃ। অভয়ং নিঃশঙ্কং যথা স্তাভিঃ, ধূম্যনৈঃ ক্রিয়মাণৈঃ পটবাসৈর্গন্ধ-
চূর্ণৈর্গন্ধরসেনাব্যাপিভিঃ ॥

১০৪। কস্তাপি জনস্ত পরিচয়ং কশ্চিদপি জনো নাবাং, ন প্রাপ্তবান্, তদনু তদনন্তরমেব ॥

১০৫। তদা চ অঙ্গনানামপাঙ্গভঙ্গ এব সশিখবিশিখাঃ সাগ্রশবাস্তেবাং পাতো জাত আসীৎ, কৃষ্ণোপরীত্যার্থাং ॥

১০৬। রণোদ্ধুরো যুদ্ধচণ্ডঃ। তত্র যুদ্ধে আহিতমর্পিতং দাক্ষিণ্যং স্বাতন্ত্র্যং যেন সঃ।—“দক্ষিণো দক্ষিণোভূত-
সরলচ্ছন্দবর্তিযু” ইতি মেদিনী ॥

আবিরে আবিরে, কন্দুকে কন্দুকে এবং কামদেবের বরণাঙ্কের মতো পৌচকারিতে দূর থেকে ছুরিত অতি সুরভিত
কুঙ্কমগোলা জলে জলে ।

১০৩। অতঃপর অতিশয় স্ততিতে মুখর সুরবধুগণ উভয়ের সমবল দেখতে দেখতে সাধুবাদ করতে
থাকলে—

উভয় দলভুক্ত সৈন্যগণের দ্বারা নির্ভয়ে ছোড়া সুরঙ্গী আবিরের দ্বারা চতুর্দিক অতি গাঢ় অন্ধকারে
ঢেকে গেল। এই সুযোগে হরি এক অতিসাহসের কাজ করে ফেললেন—মদনের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তিনি
গোপীবাহুর মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন ।

১০৪। অতঃপর সেই আবির-ধূলিজাল হাক্কা বলে নোচে না পড়ে গিয়ে আকাশেই পাক খেতে
থাকলে মুহূর্তকাল গাঢ় তমসার সৃজন হ’ল। কেউ কোথাও কারোও পরিচয় বুঝতে পারলেন না। এরপর
কৃষ্ণবেণু গোপীবাহুর মধ্যে মধুর মধুর বাজতে লাগল ।

১০৫। অতঃপর বিক্রমী কৃষ্ণবেণু যদি গোপীবাহুর মধ্যে সুরত সমরভেরীর ভাব আবিষ্কার করে
মিল, তখন যুগপৎ দিক্-বিদিক্ থেকে কৃষ্ণের উপর অঙ্গনাগণের অপাঙ্গরূপ সফলা-শর বর্ষিত হতে থাকল ।

১০৬। অতঃপর এইরূপে সেই লীলারণ যদি পুনঃ পুনঃ রজনীর যুদ্ধবৎ হয়ে উঠল, তখন সেই
অদ্বিতীয় যুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য অর্পণকারী যুদ্ধচণ্ড কৃষ্ণ—

১০৭। সংপ্রস্থাপনসংজ্ঞমাযুধমিব ক্রোচাপমারোপয়ন্
লীলালোলকটাক্ষমক্ষি বিষয়ং কুব্জন্ সমস্তাঙ্গনাঃ ।
অস্তাঙ্গং বিনির্মীলিতাক্ষমলসেনোজ্জ্বলমাণাননং
কৃজ্ঞংকণ্ঠতটং চলাধরপুটং চক্রে প্রসুপ্তা ইব ॥

১০৮। এবং সতি তথাবিধা বিধাতব্যশূন্যাঃ স্বসেনা নিরীক্ষ্য —
তথাবিধপরাক্রমং ক্রমত এত্যা চন্দ্রাবলী, নিপাত্য পুরুবীচিকাং নয়নকোণনারাটিকাম্ ।
নিবধ্য নিবিড়ং ভূজাভুজগপাশবন্ধেন তং, চম্বুনয়নাচম্পতিরমুমুহম্মোহনম্ ॥

১০৯। ততশ্চ ক্ষণত এব প্রতিবৃধ্য —
তিমিরমিদমনন্য নৈব যাবদ্বারংসী, দতিলঘু লঘুহস্তস্তাবদৈবকবীরঃ ।
ব্যতনুত তনুমধ্যাবূহমালোভ্যমানং, মদকলকলভেদ্রঃ পদ্বিনীনািমিবৌষম্ ॥

১১০। তথা সতি বিরতে চ পরাগজাঙ্ককারে রাগজাঙ্ককারে তু বলমানে —
ছিমানাং মৃগলোচনাচয়চম্বুনদ্বিপানামিব
ক্ষৌণী সা ক্ষতজৈরভূদরুণিতা স্নিগ্ধারুণৈঃ পাংস্তভিঃ ।

১০৭। লীলয়া লোলং কটাক্ষমেব সংপ্রস্থাপনসংজ্ঞম্ । আযুধং শরং ক্রয়েব চাপস্তমারোপয়মারোহয়ন্ । অস্তাঙ্গ-
মিভাদীনি ক্রিয়াবিশেষণাত্মনঙ্গ-বিক্রিয়া-ভরজন্তু মদস্তনুভাবাঃ ॥

১০৮। পুরুবীচিকাং বহু-ভয়ঙ্গমুক্তাম্, নারাটিকাং ক্ষুদ্রশরম্, অমুমুহম্মোহয়ামাস ॥ (১০৯)

১০৭। লীলালোল কটাক্ষরূপ 'সংপ্রস্থাপন' নামক নিদ্রাকর্ষক বাণ ক্রুরূপ ধনুকে যোজনা করে
অঙ্গনা সকলকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের নিদ্রামগ্নের মতো করে দিলেন। তাদের অবস্থা হ'ল — ঢল ঢল
অঙ্গ, ঢুলু ঢুলু আঁখি, আলস্বে অতিজ্জ্বলমান আনন, কৃজিত কণ্ঠতট, কম্পমান অধরপুট ।

১০৮। এইরূপ হলে নিজ সেনাদিকে তথাবিধ নিয়ন্ত্রণ শূন্য দেখে মৃগনয়নাদের সেনাপতি চন্দ্রাবলী
অবস্থানুসারে ক্রমশঃ পরাক্রম প্রকাশ করে বহু তরঙ্গযুক্ত কটাক্ষরূপ ক্ষুদ্র শর ছুঁড়ে ভূজরূপ নাগপাশে নিবিড়
ভাবে বন্ধন করে মোহিত করে দিলেন সেই মোহনকে ।

১০৯। অতঃপর একটু পরেই মোহভাবের থেকে জেগে উঠে —

এই মহান্, অন্ধকার যতক্ষণ-না অতি হাল্কা হয়ে এল সেই সময়ের মধ্যেই ক্ষিপ্ৰহস্ত মুখ্যবীর কৃষ্ণ
সুন্দরীদের বৃহৎ আলোড়িত করে তুললেন, যেমন আলোড়িত করে তোলে আনন্দধ্বনিমুখরশ্রেষ্ঠ করিশাবক
কমলিনী বনকে ।

১১০। একরূপ হলে পরাগজ অন্ধকার চলে গেলে ও অনুরাগজ অন্ধকার বলবান্ হয়ে উঠলে দেখা গেল—

সিংহের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হস্তিনীদের ক্ষতজ শোনিতে বনভূমি যেমন অরুণিত হয়ে উঠে তেমনই যেন
কৃষ্ণহস্তে ছিন্নভিন্ন মৃগনয়না চন্দ্রাবল্যাঙ্গাদি গোপীগণের ক্ষতজ শোনিতে স্নিগ্ধারুণ ধূলিদ্বারা ক্রীড়াভূমি অরুণিত

ভৃঙ্গাভ্যাতমদৈরিবাস মলিনা কস্তুরিকা-কর্দমৈ-

রাকীর্ণাজনি কৌকশৈরিব পরিভ্রষ্টেমণীশৃঙ্গকৈঃ ॥

১১১। অথ তথাবিধবিধবিকারবিকলাং তাং বধুসেনামবেক্ষ্য সুখজলধিজলমিয়া বটুনা হী হীতি ভৃঙ্গাবৃত্তম্য নটতা অটতা চ কৃষ্ণসমীপং কিঞ্চিদবাতি ॥

১১২। 'সাধু বয়স্য। সাধু, বয়স্যস্মদীয়ে নৈতাদৃশং সুখমনুভূতমনুভূতলম্। যদমুভিনিবংশিকাভি-
বংশিকাভিরতপাণেন্তব সহচরোহং রোহং প্রাপিতোহস্মি দুরবস্থায়ঃ সম্প্রতি তথৈব দুরবস্থিতিস্থিতিভাজঃ
পশ্যামি ॥

১১৩। তথা হি—ছিন্নাঃ কঞ্চুলিকাঃ প্রযত্নগুফিতা ক্ষুণ্ণা চ হারাবলী

সামগ্র্যোহপি মধুংসবস্ত পরিতো ভ্রষ্টা লুষ্ঠিত্তি ক্ষিতৌ।

ধম্মিল্লালক-ভাল-গণ্ডুগদৃগ্ধক্ষাংসি শোণাত্তহো

চূর্ণৈঃ কিংশুকপাটলৈর্নিজকৃতৈঃ সম্প্রাপ্তমাভিঃ ফলম্ ॥

১১০। ক্ষতজৈঃ শোণিতৈঃ; আস বভূব, লাবণ্যমুৎপাত্ত ইবাস। যত্নে ইত্যাদির্দর্শনাদনুপ্রয়োগাদগত্ৰাপ্যন্তে-
ভূতাবং কেচিন্নেচ্ছতীতি ধাতুপ্রদীপঃ। বদ্য, 'অস গতিদীপ্ত্যাদানেষু' ইত্যন্ত রূপম্;—অনেকার্থত্বং সত্যায় বৃত্তেঃ। কৌক-
শৈরস্থিতিঃ। অত্র ক্ষতজাদীনামল্লীলত্বং নাশক্যম্, তেষাং প্রাণি-নিষ্ঠত্বৈব তথাত্ত ব্যবহারায়, ন তুপমোৎপ্রেক্ষাদৌ 'সমুদ্রান্ত-
সুধাংগুঃ, ইত্যাদি ভূরিপ্রয়োগাৎ ॥

১১১। অটতা চ গচ্ছতা চ ॥

১১২। অনুভূতলং ভূতলং লক্ষীকৃত্য, অস্মদীয়ে বয়সি বাল্যাদৌ এতাদৃশং সুখং নাহুভূতম্। নির্বংশিকাভি-
রिति বিদূষকত্বাৎ স্বাবমানমনুভূত্যাভিশাপাঙ্গকগালিপ্রদানম্, প্লেষণ বংশীরহিতাভিঃ; রোহমূল্যম্ ॥

১১৩। কিংশুকপাটলৈঃ কিংশুকবর্ণৈঃ শ্বেতরক্তবর্ণৈঃ; তথাপি শোণানীতি শোণিমা পীতিমশ্বেতিমোগ্রাংস-
হয়ে উঠেছে, ভৃঙ্গাভ্যাত হস্তিনীদের মদবারিতে যেমন বনভূমি মলিনতা প্রাপ্ত হয় তেমনই গোপীদের অঙ্গনিঃসৃত
কস্তুরিকা কর্দমের দ্বারা ক্রৌড়াভূমি যেন মলিন হয়ে উঠেছে, হস্তিনীদের অস্থিতে বনভূমি যেমন ছেয়ে যায়
তেমনই গোপীদের হস্তস্থলিত পিচকারীতে যেন ক্রৌড়াভূমি ছেয়ে গিয়েছে। (এখানে ক্ষতজাদি কথাতে
অল্লীলত্ব দোষের আশঙ্কা নেই। কারণ এসব কথা প্রাণিনিষ্ঠ ভাবে ব্যবহার হয়েছে—উপমাতে কিন্তু নয়।
উৎপ্রেক্ষাদিতে এরূপ ভূরি প্রয়োগ শাস্ত্রে দেখা যায়।)

১১১। অতঃপর বধুসেনামগুলীকে তথাবিধ বিকার-বিকল দেখে সুখ-সমুদ্রে নিমজ্জন হেতু ঠাণ্ডা-
মাথা বটু হীহী শব্দ করতে করতে ছুই বাছ উঠিয়ে নাচতে নাচতে কৃষ্ণের নিকট গিয়ে এইরূপ বললেন—

১১২। 'সাধু বয়স্য। সাধু, আমাদের এতখানি বয়সের মধ্যে এতাদৃশ সুখ এই ভূতলে অনুভব
করিনি। এই নির্বংশিকারা সদা বংশীধারী তোমার সখা আমাকে যেরূপ দুরবস্থার চরমে পৌঁছে দিয়েছে,
সম্প্রতি সেইরূপ দুরবস্থায় পতিত দেখতে পাচ্ছি তাঁদের।

১১৩। তথাহি—ছিন্না কাঁচুলি, চূর্ণা প্রযত্ন-গুফিতা হারাবলী, চহুর্দিকে ভুলুষ্ঠিত বসন্তোৎসব-উপায়ন,

১১৩। কিন্তু বয়স্তু ইমাঃ খলু মহাচতুরা হা চতুরানন-সৃষ্টিবহিরেব হি রেজিরে, তদ্যাবৎ পুনরপি সমুদ্র ভূয়সীভিরপরাভিঃ পরাভিবৃষভানুতনুজাদিভির্ভবন্তু বিজেতুং নোৎসহন্তে । হস্তেদানীমেব তাবদপসরামঃ, বন্ধবৈরা বৈ রাগেণ কিং ন কুর্বন্তি ॥’

১১৫। সখায়ঃ সৰ্বে মহাসং নিজগতঃ—‘নিজগতমুখতাদোষণায় ভীত এবাধিকোহধিকোপতয়া ক্ষণং তীব্রশচ ভবতি, তদয়মান্বাস্তাং সখে সখেদোহয়ং যথা ন ভবতি ॥’

১১৬। স আহ,—‘কুসুমাসব । যতন্তে ভয়ং তামধুনা সাধুনাহসাধ্বসেন মাং দর্শয়, ময়ি সতি কিং তে ভয়ম্’ ইতি নিগদিতো দিতোরুভয়ো ভয়োৎকটঃ সাটোপমগ্রেসরো ভবন্নিত ইত্ব ইত ইত্যালপন্নতিমুক্ত-বাটিকাপরিসরং পরিসরন্তীং ললিতাদিভিরালিমালাভিঃ কুসুমবচিষতীং স্বতীন্দ্রিয়রূপাং তাং দর্শয়ামাস ॥

সম্ভবাৎ ॥

১১৪। ‘রেজিরে’ ইতি বর্তমানতায়ামপি ভূতত্বং পরোক্ষস্বারোপো ন কেবলমত্বতন এবাসাং পরাক্রম ইতি বিবোধয়িষয়া, সা চ স্মৃতিভয়মূলক। সমুদ্র মিলিতা, অপসরামঃ পলয়ামহে, রাগেণ কোপেণ কিং ন কুর্বন্তি, অপি তু মৰ্যাদামপতিক্রমন্তু এবোত্যর্থঃ । স্বামেব লীলয়ৈব জিত্বা মৎপৈশুন্তমহুস্বতা । ন জানে মম কঞ্চন দণ্ডং ব্রহ্মহত্যামেব বা করিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥

১১৫। নিজগা নিজগতা যা হুমুখতা স্বাভাবিকমেব নিরূপযি মোখধ্বং তদোষণে ভীত এবায়ম্, অধিকোপতয়া কোপাধিক্যেন তীক্ষ্ণশচ ভবতীত্যভিতারল্যাং ক্ষণেইব ভয়ং ক্ষণেইব সাহসং কিং নিদানং বা দৈন্ত ত্রাসাদি, কিং নিদানকং বা গর্বকোপাদি ন বিদ্য ইতি ভাবঃ ॥

১১৬। দিতোরুভয়ঃ ষণ্ডিতবছত্বয়ন্তশচ ভয়া কাস্ত্যা উৎকটঃ ॥

পীত-শ্বেত-রক্ত আবিরে লালে লাল কবরী-কেশপাশ-ললাট-কপোল-নয়ন-বক্ষস্থল । স্বকর্মের ফল ভালভাবেই পেল ।’

১১৪। কিন্তু বয়স্তু এরা মহাচতুর, বিধির সৃষ্টির বাইরেই এঁরা শোভা পায়। তাই যতক্ষণ-না ছত্র-ভঙ্গ এঁরা পুনরায় বহু সংখ্যক অপর বৃষভানুন্দিনী প্রমুখা গোপীগণ সহ মিলিত হয়ে তোমাকে জয় করতে উৎসাহিনী হয় হায় হায় তার মধ্যেই চল পলায়ন করি। বন্ধবৈরিণী এঁরা রাগে কি-না করে ফেলে ।

১১৫। সখাসকল হাশ্ব সহকারে বললেন—‘নিজস্ব স্বাভাবিক বাচালতা দোষ হেতু এ ভীত হচ্ছে । অতি অব্যবস্থিত চিন্ত হেতু ক্ষণেই ভয় ক্ষণেই সাহস, তাই বলছি সখে, যাতে এ স্বাবরে না যায় সেইভাবে একে সাহস দিয়ে দেও ।’

১১৬। কুষ্ম বললেন—‘কুসুমাসব ! যাঁদের তোমার ভয় সেই গোপীদের অধুনা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে আমাকে দেখিয়ে দেও দেখিনি, আমি থাকতে তোমার ভয় কি ।’—এ কথায় ভয়ের ভাব কেটে গেলে জ্বিল জ্বিলিয়ে উঠে দম্ভভরে এগিয়ে গিয়ে ‘এদিকে এদিকে’ বলতে বলতে মাধবীলতাবনের প্রাঙ্গণে এগিয়ে গিয়ে ললিতাদি সখীগণের সহিত কুসুমচয়নরতা অতীন্দ্রিয় রূপা জীরাধাকে দেখিয়ে দিলেন কুসুমাসব ।

১১৭। তস্মিন্নেব রসময়ে সময়ে —

আলীনাং কুটিলকটাক্ষবাণলক্ষ্মৈ, রাবিদ্ধো হরিরহৃদয়ং কটাক্ষবাণম্ ।

রাধায়া উরসি নিপত্য হৌ কথঞ্চিং, স ব্রীড়াকবচবিভেদমেব তেনে ॥

১১৮। তদনু— ব্যতনুত বৃষভানুন্দিনীয়াং, তনুতরকজ্জলকালকূটদিক্শম্ ।

স-হসিতনিশিতঃ কটাক্ষবাণো, হরিশ্রুদয়ং বিদয়ং বিনির্বিভেদ ॥

১১৯। তদা তদাঘাতেন বিমুচ্যুতরভসতয়া তমালোক্য সরসতরং সতরঙ্গ ইব বটুরাবভাষে,—‘বয়স্য !

এষ তে সহায়তমোহহম্, মোহং মা গাঃ’ ইতি কেলিকন্দুকান্ গ্রাহয়িত্বা ‘বিজীবয় বয়স্তুতা যস্তুতাদৃশঃ পার্শ্বি
গ্রাহকোহহম্ হন্ত তন্তু কিমশক্যম্’ ইতি নিগদতি ॥

১২০। লীলালসং মুকুলিতাক্ষমরালিতক্র, বাক্ষারিকঙ্কণমুদন্ত্য করাজ্জকোষম্ ।

কেনাপালক্ষিতমণো বৃষভানুপুত্রী, সিন্দুরকন্দুকমুরশ্চকিরমুরারেঃ ॥

১১৭, ১১৮। তদাঘতি ক্রকটাক্ষানন্তরমপি রাধাকটাক্ষোদগমো ব্রীড়াকবচভেদাদবসন্তোৎসবেহত্রোপযোগাৎ
তনুতরেণাভ্যন্তরেন কজ্জলরূপকালকূটেন দিক্শমুপচিতং যং ব্যতনুত, স কটাক্ষবাণো হসিতেন নিশিতস্তীক্ষ্ণঃ ॥

১১৯। বিমুচ্যং তং সখায়মালোক্য উচ্যতরভসতয়া বেগযুক্তঃ সন্নিভার্থঃ। সরসতরং সাত্তিবিক্রমম্; সতরঙ্গ ইতি
ভুজাগ্রীবাদিং মুহুশ্যালয়নিত্যর্থঃ। ইতি নিগদতি সতি বটৌ ॥

১২০। তংকন্দুকনিক্ষেপে মাহুর্ধমবধার্য তত্র নিজাতিলাঘবং দর্শয়ন্তী শ্রীরাবিকৈব প্রথমং কন্দুকং বাহুদদিত্যাহ
—লীলেতি। ক্রিয়াবিশেষবর্ণনম্। কেনাপালক্ষিতমিত্যন্তালক্ষিতত্বেহপি তন্তা মোহং প্রাপ্তবতাপি শ্রীকৃষ্ণেন লক্ষিতং
নিভৃতমেবাবশ্যং মন্তব্যম্, লীলালসমিত্যাदीনামন্তথা তদনাস্থাভ্যন্তরেন তন্নাতিসার্থকত্বেমেবেতি ॥

১১৭। সেই রসময় সময়ে —

সখীগণের লক্ষ কুটিল কটাক্ষবাণে আবিদ্ধ হরি কটাক্ষবাণ ছুঁড়িলেন। সেই বাণ রাধার বক্ষে পড়ে
তার লজ্জাকবজ ভেদ করে দীপ্তি পেতে লাগল।

১১৮। অতঃপর এই বৃষভানুন্দিনীর অতিসুন্দর কজ্জলরেখারূপ কালকূটে সমুদ্র কটাক্ষবাণ যা
হাসিতে তাঁক্ষ হয়ে অতি উজ্জলভাবে দীপ্তি পেতে লাগল তা হরির হৃদয় নির্দয়ভাবে ভেদ করে দিল।

১১৯। তখন সেই আঘাতে সখাকে একেবারে মোহিত দেখে বটু উচ্ছলিত হয়ে উঠে অতি বিক্রমের
সহিত বাহুগ্রীবাদি বার বার ঝাঁকতে ঝাঁকতে বললেন—‘বয়স্য, তোমার সহায়শ্রেষ্ঠ এই আমি উপস্থিত,
মোহপ্রাপ্ত হইয়া না’ এই বলে কেলিকন্দুক হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—‘বয়স্য এর দ্বারা এঁদের একেবারে
ভিজিয়ে জবজবে করে দেও, যার আমার মতো এমন শত্রুর পশ্চাৎ ধাবনকারী সখা আছে, হায় হায়, তার
কি অশক্য।’ এরূপ বলতে বলতেই

১২০। লীলায় আলস দেহা, মুকুলিত আঁখি, মরালিত ক্র বৃষভানুপুত্রী করকমলকোষোপরি সিন্দুর
কন্দুক ধরে কহনে বাক্ষার উঠিয়ে অশ্রুর অলক্ষে মুরারির বক্ষে ছুঁড়ে দিলেন।

১২১। তেন চ তদাসৌ প্রবোধিতোহধিতোষসুপ্তঃ কেশরিকিশোর ইবাতিকুপিতোহপি তোষকরঃ
সখীনাং করকমলগৃহীতকন্দুকো রাধামনুধাবন্নথ ললিতয়োচে,—‘অয়ে তবোরসি রসিকয়া কয়া কৃতঃ সিন্দূরশ্চ,
কন্দুকনিষ্ফেপো নিষ্ফেপো নিজানুরাগশ্চেব, কা জানাতি, নাতিমুগ্ধেন ভূয়তামনুভূয়তামনুপারোধিনীং, বৃথাস্ম্যং-
সখীমুপধাবসী।’ তথাপি ধাবন্নৈব সাকৌতুকম্—

আলীনাং বলয়ে নিলীয় বসতিং শ্রামাং কলাকৌতুকাং

স্মেরাপাঙ্গতরঙ্গিতঙ্গিতরুচিা সন্দশতাং রাধয়া।

তস্মা এব মধুংসবস্তা বিভবৈর্গন্ধোদধূলীমুখৈ-

স্তামুচৈঃ স লিলেপ ভালকবরোগণ্ডেযু বক্ষস্তপি ॥

১২২। তমস্ত্রায়মবলোক্য তদা তদালী বকুলমালাকুলমালাপমাশ্চকার—‘অহো তে বৈদক্ষী বৈ
দক্ষীকরোতীব নো হৃদয়ম্, যতঃ কন্দুকমুক্তাবৎ মুক্তাবৎ কিরতি হসিতসিতদীধিতিং সিতদীধিতিং বিড়ম্বয়ন্তীব

১২১। তেনাসৌ প্রবোধিত ইবেতাগ্রেতনকৌতুকার্থং স্বস্ত তথাভূততেন জ্ঞাপনমেব। অধিতোষণাধিকসুপ্তেন
সুপ্তঃ কেশরিকিশোর ইবেতি স্বপ্রহারিকাভিমুখধাবন-স্বভাবত্বধর্মেণাপি। সখীনাং কুসুমাসবাদীনাং ললিতাদীনাং চ।
অং চেজ্জানাসি, তাং দর্শয়েত্যত উচে—কা জানাতীতি। মুগ্ধস্বং বিচারাজ্ঞঃ সদা ভবশ্চেব, কিন্তবতিমুগ্ধেন মা ভূয়তাম্,
তদপ-ঈর্ষমালোক্য পুনরুচে—অনুভূয়তামনুভবোহপি ক্রিয়তামবধীয়তামিত্যর্থঃ। নিলীয় শ্রীরাধায়ৈব সহ তস্মা দ্বন্দ্বযুদ্ধরীত্যা
কৌতুকদর্শনার্থং নিহুতা বসতিশ্চ যত্নাস্তাম্। সন্দশিতাং রাধয়েতি স্বরমণেন তেন সহ প্রথমং তামেব খেলয়িত্বা তত এব
স্বয়ং খেলিতুমিচ্ছন্ত্যেতি ভাবঃ। ততশ্চ নিলীয় বসতিমিতি লীনত্বমেবাংপরাধলক্ষণমিতি জ্ঞাপিতঞ্চ। স্মেরশ্রাপাঙ্গস্ত তরঙ্গিণী
তরঙ্গযুক্তা তঙ্গিতা শ্রামাশঙ্কয়া স্বলনবতী চ ষা রুক্ কাস্তিতয়া; ‘তগি স্বলন-কম্প-গতিষু’ ॥

১২২। আকুলং যথা স্তান্তথা, বৈ নিশ্চিতম্, দক্ষীকরোতীতি পরমবিদগ্ধস্ত চতুরসিংহস্তাপি ‘তবেদৃশং মোক্ষামভু-

১২১। তখন ঐ কন্দুকাধাতে মোহ থেকে জাগরিত হয়ে অতিমুখে সুপ্ত কেশরিকিশোরের মতো
অতি কুপিত ও কুসুমাসব-ললিতাদি সখাগণের আনন্দকর শ্রীকৃষ্ণ করকমলে কন্দুক নিয়ে রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবিত হলেন। এ দেখে ললিতা বললেন,—‘অয়ে তোমার বক্ষে কোন্ রসিকা সিন্দূর কন্দুক নিষ্ফেপ করেছে,
এতো কন্দুক-নিষ্ফেপ নয় যেন নিজ অনুরাগেরই নিষ্ফেপ। (কৃষ্ণ—জান যদি নামটি তার বলে দাও-না, এর উত্তরেই
যেন ললিতা বললেন) কে জানে তার নাম? মুগ্ধ তো তুমি সদাই, কিন্তু তাই বলে এ-মুগ্ধতায় বিহ্বল
হয়ে পড়ো না। (তথাপি বিহ্বলতা লক্ষ্য করে পুনরায় ললিতা বললেন) বিষয়টি ভাল করে বিচার করে দেখ।
নিরপরাধিনী আমার সখীর পশ্চাৎ বৃথাই ধাবিত হচ্ছে। এত কথার পরও সাকৌতুকে রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবিত হতে থাকলে রাধা সখীমণ্ডলীতে লুকিয়ে বসে থাকা শ্রামাকে কলাকৌতুক হেতু (শ্রামার সঙ্গে খেলিয়ে
পরে নিজ খেলব এই আশয়ে) অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে দিলেন—মৃহাসিভরা কটাক্ষের তরঙ্গ খেলিয়ে ও
শ্রামার ভয়ে কম্পমান ইচ্ছাবশে।

১২২। সেই অন্ত্রায় দেখে শ্রামার সখী বকুলমালা আকুলা হয়ে বলতে লাগলেন—‘অহো, তোমার
বৈদক্ষী, দক্ষ করে দিচ্ছে আমাদের হৃদয়, কারণ তোমার বক্ষে কন্দুক যে ছুঁড়ে দিয়েছে সে তো শুভ্রহাসির ঝলকে

মুখমণ্ডলেন, তামপহায় নিরাগসং রাগসম্বাধবাধয়া পিঞ্জাপীড় পীড়য়সি মে সখীম্ ॥’

১২৩। ইতি বচন-তাৎপর্যার্থাবসানেন সানেন সারাধিকাং রাধিকাম্ যদি স্মরয়তি স্ম, তদা তদালাপেন জাতকৌতুহলো রাধাভিযুখীভূয় ভূয়সা রাগেণ—

প্রকটয় বলং গর্বিণ্যেহি ক্ষিপ ক্ষিপ কন্দুকা-
নিতি সরভসং শ্রিষ্টা বীক্ষ্যোপসর্পতি মাধবে ।
পরিবৃণুত ভো নিম্প্রাত্‌হং স্নত স্নত চৈকদে-
ত্যাথ কলকলঃ পদ্মাক্ষীগাং পিকেশচ গুরুকৃতঃ ॥

১২৪। তথা সতি স তিলকায়মানো রসিকসভানাং সভানাং নববধুনাং বৃন্দেন বন্দীকৃত ইব যদা সমজনিষ্ট, তদা—

আকীর্ণঃ কতিভির্বিলাসরজসাং পুরৈঃ পরাভিহৃতঃ
পৌষ্টৈঃ কন্দুকসঞ্চয়ৈশ্চ কতিভির্মাণিক্যশৃঙ্গশ্রুতৈঃ ।
সিক্তঃ কুঙ্কুম-চন্দনাদি-সলিলৈরপ্যেক এব স্বয়ং
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ সলীলমসকৃদ্বিদ্ভাবয়ামাস তাঃ ॥

দিতি হৃদয়ানুতাপায়ৈবাত্মাকমিতি ভাবঃ। কন্দুকং মুঞ্চতীতি কন্দুকমুক্, সিতদীপ্তিঃ চন্দ্রম্, রাগেণ মাৎসর্ঘ্যেণ, সংবাধা ব্যাগ্ধা বা বাধা ব্যাধা তয়া বিশিষ্টঃ সন্। শ্লেষভঙ্গ্যা রাগেণানুরাগেণ। ততশ্চ কর্তৃকর্মণোর্ব্যোরপি বৈশিষ্ট্যং যুক্তম্ ॥

১২৩। সা বকুলমালা, সারাধিকাং বলাধিকাম্, বচনতাৎপর্যম্ স্বং পর্যবসানং তেনৈব, তচ্চ ললিতাদিষুপি হসিত-দীপ্তিঃ কিরন্তীযু। তামপহায়েতি ত্যাগস্ত প্রাপ্তিসাপেক্ষত্বাৎ প্রাপ্তেচ্চ রাধায়ামেব পূর্বপ্রসক্তত্বাৎ তস্যামেব সংভাবিতম্। এতচ্চ স্ব-যুগ্মেষ্ণরীং শ্রামামেবাভিযুখয়িতুং তৎসৌহার্দানুরূপমেব সখ্যা ভাষিতম্ ॥

মুক্তা ঝরাচ্ছে, মুখমণ্ডলের শোভায় চন্দ্রকে বিভূষিত করছে। তাকে ত্যাগ করে আমার নিরপরাধ সখীকে পীড়া দিচ্ছ, মাৎসর্ঘ্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে।

১২৩। এইরূপে এই বচন-তাৎপর্যের শেষফলের দ্বারাই যদি বকুলমালা বলাধিকা রাধিকাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, তখন তাঁর কথায় জাত কৌতুহল কৃষ্ণ রাধার দিকে তাকিয়ে প্রচুর অনুরাগের সহিত বললেন—

‘হে গরবিণি! আসতো দেখি, ছোঁড়-না ছোঁড়, কন্দুক ছোঁড়’—এরূপ বলে আবেশের সহিত মুচকি হেসে কটাক্ষ হানতে হানতে মাধব নিকটে যেতে থাকলে রাধা বললেন—‘ভো সখীবৃন্দ! সবাই একসঙ্গে মিলে এঁকে ঘিরে ফেল, নিবিষ্টে কন্দুকের আঘাতে আঘাতে ভরিয়ে দেও এঁকে।’ এরূপ বলে পদ্মাক্ষিগণ কল কল শব্দে পিককণ্ঠকে হার মানালেন।

১২৪। এরূপ হলে রসিকসভার তিলকস্বরূপ কৃষ্ণ যখন কান্তিতে উজ্জ্বল নববধূবাহে বন্দীকৃতের মতো হয়ে পড়লেন তখন—সলীল শ্রীগোপেন্দ্রসুত স্বয়ং একাই কতজনকে বিলাসধূলিপ্রবাহে ছেয়ে দিলেন, অপর কতজনকে পুষ্পকন্দুক সমূহের দ্বারা প্রতিহত করলেন, আবার কতজনকে মাণিক্য পিচকারী নিঃসৃত

১২৫ । ততশ্চ, মধুমহমহসৈব জাবিতায়াং ত্রপায়াং, সহজসদনুরাগাবেগকণ্ডুলচিত্তাঃ ।
পুনরপি যুগপত্তাঃ সাহসেনাতিভূয়া, প্রিয়মথ পরিবক্রশ্চন্দ্রিকাং পয়োদম্ ॥

১২৬ । ততশ্চ, মাতঙ্গীপ্রমুখো গণঃ সরভসং বীণাদি-নানাবিধ-
ধ্বানধ্যাতহরিম্মুখো ব্যরচয়দগানং বসন্তোচিতম্ ।
রোলম্বাশ্চ পিকাশ্চ চিত্রবিহগাশ্চাত্তো কলং তুষ্ঠু-
নৃত্যদ্বাতগুরুপদেশবশতো লাস্ত্যং ব্যধুবীরুধঃ ॥

১২৭ । পরতশ্চ, নানায়ন্ত্রমবাদয়ন্ত কতিচিং কেচিদসন্তং জগুঃ
কেচিদগন্ধরজাংসি কন্দুকচয়ানছোম্মাচিক্শিপুঃ ।
শ্রীকৃষ্ণানুচরোংকরেষু স্তবলশ্রেষ্ঠেষু হৃষ্টান্তরো
হাসৈকপ্রণয়ী বটুঃ পট্টরটনুশ্লাসনৃত্যং ব্যধাৎ ॥

১২৮ । এবং সতি, মদকলকলবিক্কাঁকুলকলকমণীঃ ঝঙ্কারি-কঙ্কণমুখরকরকমলমুদ্রীয় ভূজমৃগালদণ্ডমুদ্ধস্ত-
মুদ্ধগুিত-হৃদয়াভিরবলাভিরভিরম্যমভিতোহভিতোহভিহচ্চমানঃ প্রণয়িতমাবলা-বলাংকার-সুখ-চমৎকারকারণ-

১২৯ । সতানং সকান্তীনাং । অসকুদিতি বিদ্রুত্যাপি মুহমুহসার্বতীঃ ॥ ১২৫ । অতিভূমেতি সাহসে হেতুঃ ॥

১২৬ । ধ্বানৈর্ধ্বাতানি প্রতিধ্বনিষুজীকৃতানি হরিতাং মুখানি যেন সঃ ॥

১২৭ । শ্রীকৃষ্ণানুচরোংকরেষু মধ্যে কেচিন্নানায়ন্ত্রম বাদয়ন্ত ইত্যাদি ॥

১২৮ । মদকলানাং মত্তানাং কলবিক্কাঁনাং চটকস্ত্রীণাং কুলশ্চ কলামুখাঙ্কুটধ্বনিতোহপি কমনীয়ঝঙ্কারবতা
কঙ্কণেন মুখরং করকমলমুদ্রীয়োথাপ্য । কথংভূতম্ ? ভূজ এব মৃগালদণ্ডো যন্ত তদভিরম্যং যথা শ্রান্তত্বা হচ্চমানঃ সন্
কুঙ্কুম-চন্দনাদি জলে ভিজিয়ে দিলেন । গোপীগণ বার বার পালিয়ে গেলেও পুনঃ ফিরে এসে বার বার ছেয়ে
ধরলেন তাঁকে ।

১২৫ । অতঃপর বসন্তোৎসবের তেজে লজ্জা গলে জল হয়ে গেলে সহজ সদনুরাগবেগ জনিত চিন্ত-
চুলবুলানিতে অস্থির গোপীগণ পুনরায় সকলে একসঙ্গে মিলে সংখ্যার অধিক্যে সাহসে ভর করে প্রিয়কে ঘিরে
ধরলেন—জ্যোৎস্না যেমন মেঘকে ঘিরে ধরে ।

১২৬ । অতঃপর মাতঙ্গীপ্রমুখ সম্প্রদায় সবেগে বীণাদি নানাবিধ বাজ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে দিক্‌বিদিক্
প্রতিধ্বনিত করে বসন্তোচিত সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠালেন, ভ্রমর-পিক-অম্ম চিত্রবিচিত্র পক্ষিকুল কলকাকলিতে
স্তব করতে লাগল, নৃত্যরত বায়ুর উপদেশবশতঃ লতাবলী নৃত্য রচনা করল ।

১২৭ । এরপর স্তবলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণানুচরগণের মধ্যে কতিপয় অম্মের নানা যন্ত্র বাজাতে লাগলেন,
কেউ কেউ বসন্তুরাগ গাইতে লাগলেন, কেউ কেউ স্নগন্ধা আখির ও কন্দুকচয় পরস্পরে ছোঁড়া ছুঁড়ি করতে
লাগলেন, আর হাসৈকপ্রণয়ী-গমনভঙ্গীতে পট্ট বটু আনন্দিত মনে উল্লাসনৃত্য রচনা করলেন ।

১২৮ । এইরূপ হলে মত্ত চটককুলের মধুর অক্ষুট ধ্বনি হতেও কমনীয় ঝঙ্কারী কঙ্কণের দ্বারা মুখর
মৃগালদণ্ডসম বাহুলতায়ুক্ত করকমল উর্দ্ধে উঠিয়ে কৃষ্ণকে দূরন্ত কঠোর দণ্ড দিতে লাগলেন অবলাগণ । এই

করণকলহে পরাজয়ং জয়ং মন্তমানো মানোচিতং চরিতং নাচরন্নিব সাবহিথমিথমিন্দুমুখো বিগ্নানিমিবাভিনয়ন্
যদি ক্ষণমূপরতপরতরপ্রভাবো বভুব, তদা—

কাচিৎশীমপঙ্কতবতী কাপি পানীয়যন্তঃ

কাচিৎ পৌষ্পং ধনুন্নুপমং বাণজালং চ কাচিৎ ।

অপ্যন্তস্তাং কুতুককলয়া মণ্ডনাত্মাহরন্ত্যাং

ক্রভঙ্গেন স্মিতসুকচিনা রাধিকা বাধিকাসৌং ॥

১২৯ । ততস্ত,

স্বাঞ্চলেন ঘৃষ্ণাদিকপঙ্কান্, শ্বেদবারি চ শনৈঃ ক্ষপয়ন্ত্যা ।

যং পপে মধুরিমান্ত দৃশা, তদ্বীরপানমিব জাতমমুখাঃ ॥

১৩০ । পুনশ্চ

আকৃষ্য সখ্যাঃ করপদ্মকোষা-, স্তাস্থূলবীটীঃ স্বয়মশয়ন্তী ।

ক্রভঙ্গিসঙ্গীতবিজয়া তং, সা শ্যাময়ানীবিজদাশ্বনাথম্ ॥

প্রণয়িতমা যা অবলা তৎকর্তৃকো বলাৎকার এব সুখচমৎকারস্ত কারণং যত্র তথাভূতে রণকলহে পরাজয়মেব জয়ং মন্তমান ইতি স্বপরাজয়ে সত্যেব তদবলাৎকারসৌলভ্যাং, অতএব মানোচিতমহঙ্কারযোগাং চরিতং পূর্ববদবলাৎকারং ন কুর্বন্ । সাবহিথমিতি নিজাসামর্থ্যজ্ঞাপনম্, বিগ্নানিমিতি বিশিষ্টা স্বপ্নানিরেব বহুখেলনশ্রমোদ্ধৃতা তত্র হেতুরিতি জ্ঞাপয়ন্তীত্যর্থঃ । সর্বেষামেব কৃত্রিমত্যাং ইবকারঃ । ক্রভঙ্গেনেতি মণ্ডনোত্তরগণনিষেধকং স্বক্রভঙ্গং শ্রীকৃষ্ণং দর্শয়িত্বা তন্মৈ মহাপরাজয়দুঃখ-
দানার্থমিব স্বকারুণ্যং ব্যঞ্জয়তি স্ম ॥

১২৯ । স্বাঞ্চলেনেত্যাদি শ্বেন পরাজিতে প্রতিযোদ্ধরি স্বয়মেব কৃপয়া তৎসঙ্কক্ষণময়পরিচরণাদিকং তন্মৈবাতি লজ্জাবিভ্রমকরমিতি প্রকটার্থো ব্যঞ্জিতঃ, বসুর্থশ্চ তন্নিষেধ নিঃশঙ্কতয়া স্বমনোরথসাফল্যাসম্পাদনমেব । ভূতে ভবিষ্যতি বা রণে যোধানাং মধ্বাদিপানং বীরপানম্ ॥ ১৩০ । অবীবিজদবীজনাং কারয়ামাস ॥

নির্মম চিণ্ডাদের হাতে সর্বভোভাবে যাতে রমণীয় হয় সেইভাবে নিষ্পৌড়িত হয়েও প্রণয়িতম অবলাগণের হাতে বলাৎকাররূপ সুখচমৎকারের জনক রণকলহে পরাজয়কেই জয় মনে করে চন্দ্রমুখ কৃষ্ণ অহঙ্কার-যোগ্য চেষ্টা করলেন না অর্থাৎ পূর্ববৎ বলাৎকার করলেন না । নিজ কৃত্রিম অসামর্থ্য প্রকাশ করলেন । বহু খেলনের পরিশ্রমে যেন অঙ্গে গ্লানি এসেছে এরূপ ভাব অভিনয় করে ক্ষণকাল খেলা হতে যদি উপরত হলেন নিরতিশয় প্রভাবশালী কৃষ্ণ, তখন কেউ বংশী চুরি করে নিল, কেউ পিচকারী, কেউ অল্পপম পুষ্পধনু, কেউ বাণ সমূহ, অগ্নি কেউ আবার কৌতুক কলায় ভূষণাদি খুলে নিতে লাগলে রাধারাগী মুচকি হেসে নিষেধ সূচক সূকচি-
সম্পন্ন ক্রভঙ্গী করে স্বকারুণ্য প্রকাশ করলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণকে মহাপরাজয় দুঃখ দানের জন্য ।

আদরের সহিত রাধার কৃষ্ণসেবা :

১২৯ । অতঃপর নিজ অঞ্চলের দ্বারা কুঙ্কমপঙ্ক ঘর্মজল ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণের মধু-
রিমা যা পান করলেন রাধা, তা তো তার বীরপানই হ'ল । (যুদ্ধের আগে বা পরে যোদ্ধা যে মদপান করে
~~করত~~ বীরপান বলে) ।

১৩০ । আরও, নিজ সখীর করপদ্মকোষ থেকে তাম্বুল-বিটিকা টান দিয়ে নিয়ে নিজেই খাইয়ে

১৩১। এতস্মিন্নেবাবসরে স রেণুকবিত্তিরশ্চানীকৃতাবটুঃ বটুরবলোকা বিরচিতোৎসাহ-সাহসিক্য-মুচ্চৈঃ-স্বরং ভগর্জ গর্জদম্বুহ ইব —‘হী হী জিতমস্মাভিধিদিয়ং সর্বোত্তমানন্তমাহায়া ভো বয়স্যবৃষভা বৃষভানু-সুতা সুতানিতগর্বাপি পরাজিতা রাজিতারং বিজয়মহসা মহসালসং প্রিয়বয়স্যমস্মাকং স্মাকম্পিতানুগৃহীতদাস্তর-সেব সেবতে। কিমতঃ পরং পরং কৌতুকম্ উচিতমেবৈতৎ যস্য ময়া ধীসচিবতা বতাক্ষীক্রিয়তে, তস্য কথং পরা-জয়ো রাজয়ো হি জয়সম্পদামেব’ ইতি পরমতৃপ্তঃ সুখভুজা ভুজাবৃত্তম্য নরীনুত্যাতে স্ম। তস্য তয়া প্রতিভয়ো-ভয়োরেব পক্ষয়োরক্ষয়ো রভসঃ সমজনি। সমজনিতসন্তোষয়া দেব্যোপি বার্ষভানব্যা নব্যা হারযষ্টিঃ প্রসাদীচক্রে ॥

১৩২। ইত্যেবং চিরবিহরণরণপরিশ্রমালস লসদবসাদসাদরসেব্যমানবপুষাং তেষাং তাসাং চ মাধুরী ধুরীণ-তাৎকালিকরুচিররুচিরসতরঙ্গমালোকা বনদেবতা দেবতা চ সা মাতঙ্গী সঙ্গীতস্য সাঅশ্লাঘমুশ্লাঘমুশ্লাঘবা-ভাবতো ভাবতোহপি সহজাতুৎসববিরামমেবাভিরামমেবাভিরুচিতং মন্যন্তে স্ম ॥

১৩১। স বটুঃ। রেখিতিক্রিয়াবিশেষণম্। বিরচিত উৎসাহো যত্র তথাভূতং সাহসিক্যং সহসা প্রবর্তনং যত্র তদ্বস্থা স্মাত্তথা। ভো বয়স্যবৃষভা হে সর্ষিশ্রেষ্ঠাঃ। সুবলাদয়ো বিজয়তেজসা রাজিতারং দীপ্তিমন্তম্। মহামিজোৎসবাং সালসম্; লাব্‌লোপে পঞ্চমী; তং প্রাপ্যোত্যর্থঃ। স্নেতাবধারণে। অকম্পিতা নিশ্চলা এব সতীত্যর্থঃ। ধীসচিবতা মন্ত্রিত্বম্। বত হর্ষে, রাজয়ঃ শ্রেণয়ঃ, সুখভুজা সুখসা ভুক ভোগস্তয়া, সুখানুভবেন হেতুনেত্যর্থঃ। তয়া প্রতিভয়া ভণ্ডবদল্গন-নটনাদিময়া; উভয়োরেব পক্ষয়োঃ, রভসো হর্ষঃ। সমমন্যনং যথা স্মাত্তথা, জনিতহর্ষয়া ॥

১৩২। মাধুরীধুরীণশ্চ তাৎকালিকসুতংকালভবশ্চ রুচিরা রুচিঃ প্রীতিবৃত্তঃ স চ যো রসতরঙ্গন্তং তেষাং তাসাঞ্চ-লোকাৎস্কৃষ্টো যো লাঘবভাবঃ পরমশ্রেষ্ঠ্যম্, ততো হেতোস্তস্মামেব শোভানাং পর্ঘবসানাকাজ্জয়েত্যর্থঃ। সহজাতুৎসবতঃ দিলেন, ভ্রুভঙ্গিসঙ্গী-ইঙ্গিতবিজ্ঞা শ্যামার দ্বারা নিজ নাথকে বীজন করালেন।

হোলীখেলার সমাপ্তিঃ

১৩১। এই অবসরে সেই আবির্ভূলি-ধূসরিত বটু অভিনয়-ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকিয়ে উৎসাহ সঞ্চয় করে ছট্ করে লাফিয়ে উঠে গর্জনশীল মেঘের মতো উচ্চস্বরে গর্জন করে বলতে লাগলেন—‘হী হী হে সখা-শ্রেষ্ঠ সুবলাদি, আমরা জিতে গেলাম, কারণ অনন্ত মাংসখিকী বৃষভানুসুতা সুবিখ্যাত গর্ববতী হয়েও পরাজিতা হয়ে বিজয়-তেজে দীপ্তিমান ও নিজ উৎসবশ্রমে আলসদেহ আমাদের প্রিয় বয়সকে একেবারে সচ্ছন্দে অনুগৃহীত দাসীর মতো সেবা করছে। এর বেশী আর কৌতুক কি হতে পারে, এ উচিতই হয়েছে। হায় হায়, আমি যার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করেছি তার কি করে হার হবে, জয় সম্পদের ভাণ্ডার তাঁর হাতে’—এরূপ বলে সুখাস্বাদনে পরমতৃপ্ত হয়ে দুই বাহু তুলে নাচতে লাগলেন। তাঁর এই প্রতিভা দেখে উভয় পক্ষের অক্ষয় আমোদ হ’ল। উচ্ছলিত প্রমোদা বার্ষভানবী দেবীও নবীন হারলতা-প্রসাদ দান করলেন।

১৩২। এইরূপে বহুকাল ধরে হোলীবিহার-রণের পরিশ্রমে আলস, লীলাপরায়ণ, অবসাদগ্রস্ত, আদরের সহিত সেব্যমান কৃষ্ণাদি গোপগালক ও রাধাদি প্রেয়সীগণের দেহের মাধুরী-পরাবধি ও তৎকালিক মধুর প্রীতির আকর রসতরঙ্গের পরম শ্রেষ্ঠতা অবলোকন করে বৃন্দাদি বনদেবীগণ ও সেই সঙ্গীতদেবতা মাতঙ্গী আত্মপ্রশংসার সহিত এবং নির্বিঘ্নের সহিত উৎসবের বিরামই অভিরাম ও অতিরুচিকর মনে করলেন—সহজ

১৩৩। বিশ্রান্তে চ তস্মিন্ বসন্তোৎসবে স বেণুপাণিঃ সহ সহচরৈর্মিলিতোহলিতোষবন্ধারমুখরবন-
মালো বনমালোত্তমচ্ছায়ামবলম্বা নবমধুমহামহানন্দভরোদগারপরিমলেন বিরচয়ন্তিতরেতরতরলিমানমানন্দ ॥

১৩৪। সা চ সকলা সকলাভীরকিশোরীশোরীকৃতখেলনবিরামা রামানুজসঙ্গসঙ্গত-পরমানন্দনন্দধু-
মালিমালিকাভিঃ সহ সহর্ষমমুভবন্তী স্বরমণরমণমাকন্দমাকন্দকন্দলিতবাসন্তীমণ্ডপকৃতবিশ্রামা মাতঙ্গীবর্গমাহুয়
সবহুমানমানম্য পারিতোষিকতোষিকমনীয়মানসং কারয়িত্বা বিসর্জয়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে বসন্তোৎসবে

নাম চতুর্দশ স্তবক ॥১৪॥

প্রেমতশ্চ পরিশ্রমদর্শনাচ্ছেতার্থঃ। বনদেবতা বৃন্দাচ্চাঃ সঙ্গীতস্ত দেবতা মাতঙ্গী চোৎসবস্ত বিরামমেবাভিরামমেব রম্য-
মেবাভিরুচিতং মত্তন্তে স্ম। উল্লাঘং নিরাময়ং নির্বিঘ্নমিতার্থঃ। রসতরঙ্গস্ত বিরামস্ত বা বিশেষণম্ ॥

১৩৩। অলীনাং তোষকাকারেণ হর্বশব্দেন মুখরা বনমালা যন্ত সং। বনমালেয়ং নব্যা তদাকল্পনির্মাণসময়ে
শ্রীরাধৈব স্ব-হস্তেনাৰ্পিতা জ্যেষ্ঠা,—পূর্বভাঃ। খেলনবেগ-ছিন্নভিন্নত্বাৎ। নবমধোনিবাস-বসন্তস্ত মহামহো মহানুৎসবস্তত্রানন্দ-
ভরস্ত খেলা-পরিপাটীজনিতশ্চোদগারস্তত্তদনুকথনং স এব পরিমলশব্দেনেতরেতরস্য তরলিমানং গান্ধীধরক্ষণাসামর্থ্যাৎ
বিরচয়ন্ সন্মানন্দ, আনন্দং প্রাপ ॥

১৩৪। সকলানামাভীরকিশোরীণামীশা শ্রীরাধাপি সা রামানুজস্য সঙ্গেন সঙ্গতস্য পরমানন্দস্য নন্দধুং সমৃদ্ধি-
মমুভবন্তী তত্ত্বংখেলাকৌতুকোদগারেণাশ্বাদয়ন্তী স্বরমণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রমণমাবিহার সম্পত্তিঃ সৈব কং সুখং তদদদাতীতি
স চাসৌম্যাকন্দেন কন্দলিতশ্চ যো বাসন্তীমণ্ডপস্তত্রৈব কৃতো বিশ্রামো যস্য সা। তেন বনদেবতোপনীত-বিবিধমধুরফল-
ভোজনানন্তরং সুপ্তেযু নিজসহচরগণেষু তত আগতস্য কৃষ্ণস্য তয়া সহ নিয়তবিহারোহপি ব্যক্তিভঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্ত্তাং চতুর্দশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১৪॥

—০ঃ★০—

প্রেমের গতিতে ।

১৩৩। সেই বসন্তোৎসব সমাপ্ত হয়ে গেলে প্রেমের হর্ববন্ধারে মুখরিত বনমালাধারী বেণুপাণি বন-
মালী সহচরগণের সঙ্গে মিলে বনের উত্তম ছায়া অবলম্বন করে নববসন্তের মহান উৎসবানন্দভরের উদগার
পরিমলের দ্বারা পরস্পরের গান্ধীর্ঘ্য-রক্ষণ-অসামর্থ্যতা জন্মিয়ে আনন্দোচ্চল হয়ে উঠলেন ।

১৩৪। সকল আভার কিশোরীর স্বামিনী, খেলন-বিরাম অঙ্গীকারকারিনী এবং রামানুজের সঙ্গে
প্রাপ্ত পরমানন্দসমৃদ্ধি সখীগণসহ হর্ষে আশ্বাদনকারিনী কলাবতী রাধা অঙ্কুরিত আত্মরঞ্জে শোভিত ও কৃষ্ণের
সচ্ছন্দবিহার সম্পত্তিরূপ সুখদায়ী বাসন্তীমণ্ডপে বিশ্রাম-অবসরে মাতঙ্গীবর্গকে আহ্বান করে বহুমান্য দান
করে পারিতোষিকের দ্বারা তুষ্ট করে তাঁদের মনে কমনীয় ভাব আনিয়ে বিদায় করলেন ।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা লতাবিস্তারে

বসন্তোৎসব নামক চতুর্দশ স্তবক ।

পঞ্চদশঃ স্তবকঃ



১। ইত্যেবংবিধেন বিবিধেন বিলাসেনানাবিলাসেনানাবিকৃতেষুখ্যেন মুখ্যেন বৃন্দাবনাস্তুরঙ্গিণা রঙ্গিণা-
মগ্রণী রসবান্‌টান্‌টাদিভিরাভীরজাজাভীররাজাঅজোহয়ং তিথীঃ কতিথীঃ কলানিধিরিব তারাভিরাভিরাম্যেণ।
বাসরেতু সহ সহচরসমুদয়েন রসমুদয়েন গোচা গোচারণকৌতুকেন কুমারয়ামাস, মারয়ামাস চ কদাচিদমর-
বিদ্বিষো বিদ্বিষোপমান্ ॥

২। ততঃ পরমনির্বৃত্তানেকদানেকদাক্ষিণ্যদয়াবতো যাবতো বল্লবান্ বল্লবরাজমুখানভিমুখানভি শত-
মখমঞ্চমখগুসমারস্তানরংভানবতো নবতোষাননেকপ্রকারাং সামগ্রীমগ্রীয়ামাহরতো বিলোকা বয়োবৃদ্ধাবুদ্ধানাদায়

পঞ্চদশঃ স্তবকঃ

দেবেন্দ্র-পর্ব মদ-ধ্বনিকুঙ্গিরীন্দ্র পর্বাতিগর্ব-ভরতঃ কৃতগোষ্ঠরক্ষঃ।

সিদ্ধৈরুতঃ স্বজ্ঞমবিস্ময়ভূৎ সুরেশৈঃ স্তব্ধহৃতাঘিচ্যত স পঞ্চদশে গবেন্দ্রঃ ॥

১। আভীররাজাঅজঃ কতিথীঃ কিস্তীনাং বসন্তোৎসব সম্বন্ধিনীনাং পূবণীস্তিথীর্বাণ্য তারাভিঃ সহ কলানিধি-
রিবাভিরটান্‌টাদিভিঃ সুন্দরীভীঃ স্বরাজ রাজতে স্ব। আদিশকাং তত্তৎপরিবারাণাং স্বনর্মসণানামপি গ্রহণম্। অনা
বিলাসেন অনাবিলো নির্মল আসঃ শ্রীঃ শোভা বতন্তেম। ‘অস দীপ্তো’। অতএব নাবিকৃতং বৈমুখ্যমলংবুদ্ধিযত্র তেন।
বৃন্দাবনাস্তুরন্দাবনমধ্যেহুদ্দিনা উপযুক্ত-বহুদঙ্গসহিতেন, অভিরামস্তা চাব অভিরাম্যম্। গোচারণমেব কৌতুকেন গোচা
গাং পৃথিবীমঞ্চতা রসেনানুষ্ठाগেণ মুদামানন্দানাময়ঃ প্রাপ্তিযত্র তেন। বিবিষোপমান্ বিদ্যাং বিজ্ঞাং বিষোপমান্ ॥

পঞ্চদশ স্তবক

গোবর্ধনধারণ লীলাঃ

ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণঃ

১। আভীর রাজার আঅজ রঙ্গিয়া কৃষ্ণ এবংবিধ বিবিধ মুখ্য বিলাসে কীটকা ও বিবাহিতা গোপীগণ
সহ কতিপয় তিথি ধরে রমণীয় ভাবে শোভা পেতে লাগলেন, তারকামণ্ডলী পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো—যে
বিলাস ছিল ক্রীবৃন্দাবন বনোপযুক্ত বহু অঙ্গবিশিষ্ট, পরম মনোহর এবং অরুচি অভ্যঙ্গানো। আরও দিনের
বেলায় গোচারণরূপ কৌতুকে পৃথিবীকে সম্মানকারী ও অনুরাগময় আনন্দ প্রাপ্তির আকরস্বরূপ সখাগণের
সঙ্গে ক্রীড়া করে বেড়াতে লাগলেন। এরই মধ্যে বিদ্বৎজন্মের নিকট বিধের মতো দেবদেবী অনুরগণকে
কদাচিত্ বধ করতে থাকলেন।

২। অতি হৃষ্ট, বহুতর সরলতাগ্ন কুপালু, উৎসব আগমন হেতু জ্বলজ্বলে ও ইদানীন্তন হর্ষে প্রফুল্ল
গোপরাজ প্রমুখ যাবতীয় গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের উদ্দেশে পূর্ণ সমারোহে অনেক প্রকার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী

কৃতসভং সভঙ্গি পিতরমুবাচ শ্রীকৃষ্ণঃ,—‘আর্যাপাদাঃ। কিং নামায়ং মহো মহোদারঃ, কাস্ত বা দেবতা বতাস্ত, কো বাচার্য্যো বাচার্য্যোহস্তু, কং বা বিধিমধি মত্থধেব, কিং প্রয়োজনোহয়ং জনো যন্তিত ইব সর্বতো ধাবতি, মেধাবতি মে হৃদয়ে কিমপি ন প্রতিভাতি, প্রতিভাতিরেকো হি বর্ষীয়সামেব, যদি বালতয়া ময়ীদমপ্রকাশনা-ইম, নারীন্ত তদা প্রকাশয়িতুম্, উত চৈত্বেতি, কথাতাং কথাতাং তদা তদাকরঃ; গুপ্তা হি বার্তা সূহৃদি হৃদি চ ছরপনোদা নোদাসীনে বিপক্ষেহপক্ষেপণীয়া ভবতি।’

৩। ইতি বিরতবচনরচনে নেদীয়সি চ সিচয়াসনমধ্যাসীনে চ তনয়ে নয়েন সাদরদরহসি তসিতদশন-মহোমহোন্তাসেন পেয়ুষপীযুষপীনর্ধোতমিব শ্মশ্রুভরং জনয়ন নয়ন্নপি তমঙ্গমনঙ্কমিণ সুধাকরং বসুধাকরাস্বতমথা-

২। একদা একস্মিন সময়ে বল্লবরাজমুখান্ বাবতো বল্লবান্ অভিষতমধমং শতমধশ্চেন্দ্রশ্র মধং বজ্রং লক্ষী-কৃত্যধগুসমারন্তানভিমুখান্ স্বসম্মুখানবলোকা শ্রীকৃষ্ণঃ সভঙ্গি বথা শ্রাতৃথা পিতরমুবাচ। কথন্তুতান্? পরমনির্বৃত্তানতি-হুটান্, ন তু ব্রতাদাবিব তত্র যন্তিতানিত্যর্থঃ। অনেকদাক্ষিণাদয়াবতো বহুতরসারল্যেন কৃপালুন্, সর্বজনসুখবাসার্থমিতি ভাবঃ। অরমতিশয়েন ভানং দীপ্তিস্তত্বতঃ, যতো নবতোবাহুৎসবগমন-হেতুকেন নবীন হর্ষণপি যুক্তান্। অগ্নীরাং শ্রেষ্ঠাম্। পিতরং কথন্তুতম্? বয়োবৃদ্ধৌ ঋদ্ধান্ সমৃদ্ধান্, জনানাদার কৃত্য সভা যেন তম্। মহোদারো মহামহিমবান্, বাচা আর্থঃ প্রমাণবচনকঃ। মে মম মেধাবতি মেধাযুক্তে হৃদয়ে। নহু পরেদিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয় ইত্যুক্তদ্ব্যমিচ্ছ-বুদ্ধিপ্রতিভৈব জায়তাম্, তদবুদ্ধেঃ কিং হুত্বেশমিত্যত আহ—প্রতিভায়া অতিরেক উদ্রেকঃ। বর্ষীয়সাং বয়োহধিকানাম্। কথাতাং কথানারীং চেষ্টেতি, তদা কথাতামুচ্যতাং তত্বাকরঃ কারণম্। নহু বালত্বেহপি মহাবুদ্ধিমত্ত্বান্নিতি তে বালত্ব-দোষঃ, কিন্তুতিরহসৈবসেয়ং বর্তেতি চেৎ, সত্যম্, গুপ্তাপি বার্তা হৃদি মনসি সূহৃদি চ ছরপনোদাহপল্লোতুমশকাহনৌচিত্যা দেবঃ স্নেহেণ সূহৃদো হৃদয়াদপ্যন্তরঙ্গমানীতঃ; কিন্তু উদাসীনে বিপক্ষে চ নাপক্ষেপণীয়া প্রক্ষেপ্তুমযোগ্যা, ময়ি তু সূহৃদেণ যুগ্মকং হৃদয়তুল্যাত্ত্বং প্রকাশনং যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥

নিজেদের সম্মুখে এনে যোগাড় করছেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ বয়োবৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ জনগণকে নিয়ে সভা করে বিরাজমান পিতাকে ভঙ্গীসহকারে বললেন—হে আর্যপাদ। এই মহামহিম মহোৎসবের কি নাম, হায়, এর দেবতাই বা কে, আর প্রামাণিক বাক্যে সিদ্ধ এর আচার্যই বা কে, আর কোন্ বিধিই বা তোমরা মানছো এবং কি প্রয়োজনে লোকসকল যন্ত্রিতের মতো চতুর্দিকে ধাবিত হচ্ছে—আমার মেধাযুক্ত হৃদয়ে এর কিছুই প্রকাশিত হচ্ছে না। (আরে নিজের বুদ্ধিতেই বুঝে নেও-না, তোমার বুদ্ধির অগম্য কি আছে—এর উত্তরেই যেন বলছেন—) বয়োবৃদ্ধদেরই উপস্থিত-বুদ্ধির উদ্রেক হয়। যদি বালক বলে আমার কাছে এ কথা প্রকাশের অযোগ্য মনে করেন তা হলে প্রকাশ করবেন না, যদি কখন যোগ্য মনে করেন, তবে আমূল সব কিছু খুলে বলে দিন। (তোমার বালত্ব দোষ নেই, তবে অতি গোপন সে কথা—এরূপ যদি বলেন তার উত্তরে বলছি শুধু—) কথা যদি গোপনীয়ও হয় তথাপি নিজের মনের কাছে ও সূহৃদের কাছে গোপন করে রাখা যায় না—কারণ তা অসুচিত, আবার বিপক্ষের নিকট ফলাও করে বলাও উচিত হয় না।

৩। এই বচন পরিপাটি থেমে যাওয়ার পর পুত্র নিকটবর্তী হয়ে বস্ত্রাসনে বসে গেলে গোপরাজ ভূমিতলে মিলিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মতো সেই পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন—পুত্রের নীতিবাচক প্রশ্ন মাধুর্যে

ভীররাজো ররাজোপক্রম্য বচনরচনাম্ ॥

৪। ‘তাৎ ! সাততাত্ত্বমানমান এষ নঃ কুলে নিরাকুলে নিরাবিলঃ পরম্পরাপরায়ণ আচার আচার-
গাদি-পরিগীতঃ সমুন্মীলতি, যদস্মাকং হি গোধনং ধনম্ তচ্চ স্বাসঘাসমাত্রজীবনম্, স চ ঘাসোহনঘাসো ন ভবতি
বিনা রুষ্টিম্, সা চ দুর্বলা বলাহকানন্তরেণ, তে চ নান্নবশাঃ পুরুন্দরদরতঃ । অতস্তদীয়ং মহমহমুপপাদয়ন্নস্মি,
অনেনসানেন সাধুনাধুনা বিধীয়মানেন মহেন শ্রীতি-সুমনসা সুমনসামধিপেন তেন প্রতিবর্ষং বর্ষং সুরীত্য।
সম্পাত্ততে ॥

৫। তথা সম্প্রতি সম্প্রতিপত্তিকারিণা ভবিতবাম্ । রীতিরীদৃশ্চেব তেষাং মানবতাং মানবতাং গতস্ত

৩। তনয়ে শ্রীকৃষ্ণে ইতি বিরতবচনরচনে সত্যারীভীররাজো বচনরচনামুপক্রম্যারভ্য ররাজ । কথন্তু তনয়ে ?
প্রথমং নদীয়সি নিকটবর্তিনি, ততঃ সিচরাসনং বস্ত্রাসনমধ্যাসীনে চ । স্বয়ং কথন্তুতঃ ? সাদরমহো প্রশ্নমাদুর্ধমিতি
কৃতাদরং বদসিতং তৎপ্রকাশিতঃ সিতদশনশ্চ তরোর্মহসাং জ্যোতিষাং মহোল্লাসেন পেয়ুযো নবদুগ্ধং স এব পীযুষমমৃতং
তেন পীনং পুষ্টং যথা ত্রাতথা, ধৌতং ক্ষালিতমিব শ্মশ্রুভরং জনয়ন্ স্বভাবতন্তিলতগুলিতমপি শ্মশ্রুভরং হসনদশনকাত্তা
সর্বশুক্লমিব কুর্বমিত্যর্থঃ ।—“পেয়ুযোহভিনবঃ পয়ঃ” ইত্যমরঃ । তং তনয়মপ্যং স্বেৎসদং প্রতি নয়ন্ অনঙ্কং নিকলঙ্কং
বসুধাকরস্থিতং ভূমৌ মিলিতং সুধাকরং চক্ষমিব ॥

৪। সাতত্যেন তত্ত্বমানো মান আদরো যন্ত সঃ । ঘাসস্ত তৃণস্ত ঘাসো ভক্ষণং তন্মাত্রমেব জীবনং যন্ত তৎ ।
অনঘো নির্বাসনো নির্বিঘ্ন আসঃ স্থিতির্যন্ত তথাভূতো ন ভবতি । অংহো দুঃখবাসনেবঘম । ‘আস উপবেশনে’, ‘অস
দীপ্তো’ বা ঘঞন্তুঃ । সা চ রুষ্টিঃ, বলাহকান্ মেঘান্, পুরুন্দরদরত ইন্দ্রভয়াং; অনেনসা এনোহপরাধন্তদ্রহিতেন । অনেন
মহেন যাগোৎসবেন; সুমনসাং দেবানামধিপেনেন্দ্রেণ ॥

৫। সম্প্রত্যধুনাপি সম্প্রতিপত্তিকারিণাহস্মদ্যোগক্ষেমসম্পাদকেনেন্দ্রেণ । নযন্তভুজাং দেবানাং যুগ্মদীয়মানে হবিষি

আদর হেতু মহারাজের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল আর তাতে প্রকাশিত হয়ে পড়ল তাঁর শুভ্র দন্তরাজি ।
এ দু-এর জ্যোতির মহোল্লাস ক্ষরিত নবদুগ্ধরূপ অমৃতে তাঁর স্বভাবশুন্দর শ্বেতকৃষ্ণ শ্মশ্রুভার যেন তৎকালে
পুষ্ট হয়ে উঠছিল ও ধৌত হয়ে যাচ্ছিল । এরূপ খুসীতে দীপ্ত মহারাজ তখন কথার জাল বুনতে আরম্ভ
করলেন—

৪। ‘হে বাপধন, অখণ্ড বিস্তারিত আদরনীয় এই আমাদের নিরাকুল কুলে কুলপরম্পরা-আগত
সদাচারাদি—প্রশংসিত নির্মল আচার উজ্জলরূপে প্রকাশিত হয়ে আছে । যেহেতু আমাদের গোধনই ধন,
আর সেই গোধন ঘাসভক্ষণমাত্রজীবি, আর সেই স্বাসেরও বিনা-রুষ্টি নির্বিঘ্ন-স্থিতি হয় না, সেই রুষ্টিও বিনা-
মেঘে বল প্রকাশ করে না, আর ইন্দ্রের ভয়ে সেই মেঘেরও স্বতন্ত্রতা নেই । এই সব কারণে সেই ইন্দ্রের মহা
মহোৎসব সম্পাদনে তৈরী হচ্ছি । প্রতি বছর এই সময়ে সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়মাণ অপরাধ রহিত এই যাগোৎসবের
দ্বারা শ্রীতি-সুমনা সেই দেবরাজ সুরীতিতে বর্ষণকার্য সম্পাদন করে থাকেন ।

৫। পূর্বের মতোই সম্প্রতিও যোগক্ষেম সম্পাদক হবেন দেবতাগণ । (অমৃতভোগী দেবতাদের

সমারাদনপ্রিয়া ন প্রিয়ায় মনুস্তে স্বর্গীয়গীয়মানমপি সুখাদিকং তে । স্বসম্পদাপদারোহণপরাপি সমারাধিতাহ-
ধিতানবং নবং নবমৌহতে হি দেবতা, অনারাধিতাধিতাদবস্থামেব ॥’

৬। অথ তদাকর্ণনকর্ণনবকষায়তায়তাপি ন কেনাপি যথা যথার্থভাবে লক্ষ্যতে, তথা কৃতাবহিথ-
মিথমিদমতিমধুমধুরতরতরজিতস্মিতবিস্মিতবিবিধজনমনোমনোজ্ঞতমং কিমপি সম্মোহজনকং জনকং যদবাদীদ-
বাদীব মীমাংসাবাদং সবিবাদং স বিধায় তদতিচিত্রম্ ॥

৭। তথা হি—‘অহো অহোনাথসদৃশাদৃশামৌশতুল্যানাং বঃ খলু সুখলু সুবজ্জলমবিচারি চারিত্র্যাম্,
যতঃ কম’গৈব জন্তব উৎপত্তস্তে, বিপত্তস্তে, বিজ্ঞস্তে চ । যো হি যদা যদাচরিত কম’, তদেব দেবতা, দেবতাস্তুরং

কা প্রীতিঃ স্তাৎ ? তত্রাহ—মানবতাং সম্মানদায়িনাং তেষামীদৃশেব রীতির্ধ্যানবতাং গতস্য মনুষ্যঃ প্রাপ্তস্য সমাগারাদনং
প্রিয়ং যেষাং তে । স্বর্গীয়ৈঃ স্বর্গসম্বন্ধিভির্জনৈর্গীয়মানঃ স্তুর্যমানমপি । নহু দেবা অপাস্থরাহ্যপদ্রবশাদ্ভুঃ স্বধময়া মনুষ্যব-
দেব লক্ষিতাঃ ? সত্যম, স্বস্যাঃ সম্পদ আপদশ্চ কদাচিদ্দিষ্টবশাদারোহণপরাপি সমারাধিতা সত্যী আধেয়নঃ পীড়াস্তানবং
ক্ষীণত্মারাদকজনসোহতে চেষ্টতে, কুরুতে ইত্যর্থঃ । তচ্চ নবং নবং যথা স্যান্তথেষু তত্র কদাচিদপি নোদ্বিজত ইত্যর্থঃ ।
অনারাধিতা তু সত্যী আধেষ্টাদবস্থামেবেহত ইত্যসৌবানুবঙ্গঃ ॥

৬। অথ তদ্বচনাকর্ণনেন কর্ণয়োর্নবা কষায়তা গর্ববত ইন্দ্রসাদরশ্রবণাসহিষ্ণুতয়া কালুযাং সা আয়তাপি প্রচু-
রাপি যথা কেনাপি ন লক্ষ্যতে, তথা জনকং প্রত্যবাদীব যদবাদীহুক্তবান্, তদতিচিত্রম্, তথা কৃতাবহিথমিতি গান্ধীর্থে-
ণাহুয়ালক্ষণাচ্ছাদনাং । তদেবাহ—অতিশয়েন মধুতোহপি মধুরতরঞ্চ তত্তরজিতমাবৃতি-প্রত্যাবৃতিভ্যাং তরঙ্গসদৃশঞ্চ যৎ
স্মিতং তেন বিস্মিতানাং বিবিধজনানাং মনসো মনোজ্ঞতমতিরোচকম্ । সবিবাদং বিবাদ-সহিতং কৃত্বা বাহুস্তর-পরা
ভবার্থং স শ্রীকৃষ্ণঃ ‘ঐশ্বর্যশক্ত্যা সহসা নিবেদিতো, নিজপ্রভুঃ স্বাবসরপ্রবীণয়া । চিকিৎসিতং দুর্ভতি শত্রুহর্ষদং, পরামম-
র্শাং স গোপশর্মদঃ । জনকো নু মমাপি দেবতাং ভজতে যন্নরলীলতাবশাং । তদিহাপ্যভিমুগতে মদা-ন্যববা তং বতদিহাস্মি
শাসিতুম্ ॥’ ইতি ॥

৭। অহো নাথসদৃশাং সুখতুল্যানামিতি স্বত এবাতিপ্রতাপবস্তুম্, ঈষতুল্যানামিত, গুরুবোধকঞ্চ সূচিতম্ । তথাপি

তোমাদের দেওয়া হবিত্তে কি প্রীতি হতে পারে ? এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—)সম্মানদায়ী তাদের রীতি
এরূপই । মনুষ্যদেহধারীকৃত আরাধন বাদের প্রিয় সেই দেবতার সুখাদিকে প্রিয় বলে মনে করে না যদিও
স্বর্গে গমনেচ্ছু মনুষ্যের দ্বারা উহা প্রশংসিত । অদৃষ্টবশে আগত সম্পদ-আপদের সময় দেবতাগণ হুঁচুভাবে
আরাধিত হলে আরাধক জনের মনোপীড়ার ক্ষীণতা সম্পাদন করে থাকেন দেবতার নবনবভাবে । আরাধনা
না করলে অবস্থার হেরফের করেন না ।

৬। এই কথা শুনে, কর্ণের অতিশয় তিক্তরসায়নস্বরূপ হলেও কেউ যাতে ধরতে না পারে সেই
ভাবে ভাব গোপন করে কৃষ্ণ অতি মধুমধুরতর ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তরঙ্গায়িত মুহু হাসির সহিত বিস্মিত
বিবিধজনমনের অতি রোচক কোনও অপূর্ব সম্মোহজনক মীমাংসাবাদ বিচারের সহিত প্রতিবাদীর মতো
যা বললেন তা অতি আশ্চর্য ।

৭। অহো, সুখতুল্য ঈদৃশ ঈশ্বর তুল্য আপনাদের সুখের ছেঁদনকারী সুবজ্জল অবিচারযুক্ত এ-

নাম নামনস্তি সন্তঃ ॥

৮। ঐহিতহিতাহিতাতিরিক্ত ফলদানাসমর্থমর্থয়ন্তাং কে নাম দেবতাস্তরম্ ? তাস্তরংহসো হি কর্মাতি-
রিক্তাং দেবতাং মন্যন্তে ॥

৯। নাপ্যন্তর্ধামী যামীরয়তি ক্রিয়াং তামেব করোতি জন্তঃ, বস্ত্তস্ত যথাবিধি এব কশ্চিৎ স্বভাবো
হি স্বভাবো হিতাহিতাচরপ্রবর্তকঃ, কিং তদ্র্যাস্তর্ধামিযামিকতয়া ॥

১০। ন হীশ্বর এব জগদুৎপাদয়তি, বিপাদয়তি, বিশিষ্য পালয়তি, অপি তু তস্মোৎপাদক-বিপাদক-
বিপালকানি রজন্তুগঃসজ্জানি, তেন রজ্জোঘনা ঘনাঃ স্বভাবত এব ত এবমভিবর্ষন্তি ॥

১১। ন চ তত্র ঘনাগমে ভুবনমুচি নমুচিস্থনো নাম দেবতা প্রেরিকা যা খল্বারাদিতাধিতানবং
করোতি ॥

জুশস্য লুচ্ছেদনং যন্তন্তদবিচারি, ন বিচারবৃত্তম্। ‘উৎপত্তন্তে’ ইত্যাদিনোৎপত্তি-পলয়-স্থিতিরঃ সর্বেষাং কর্মাবীনা এবোতি ॥

৮। ঐহিতাভ্যাং কৃত্যভ্যাং হিতাহিতাভ্যাং শ্রুততত্ত্বভাষ্যমতিরিক্তস্য ফলস্য দানেঃ সমর্থদেবতাস্তরং কে জনা
অর্থয়ন্তাঃ স্বাভীষ্টং যাচস্তাম্, ন কেহপীতার্থঃ। তান্ত্রমশক্ত রংহো বুদ্ধি-ব্যাপারাদিনাং বেগো যেষাং ত এব ॥

৯। কর্মোণোন্তর্ধামি-পারবশ্রুতি মত নিরসন্যাহ—নাস্তর্ধামীতি। যাং ক্রিয়ামীরয়তি প্রেরয়তি। কশ্চিদতি
তথাবিধকর্মভিরেবাভিব্যঞ্জিতঃ স্বভাবো নিসর্গঃ স্বসৈব ভাং কাস্তিমবর্তীতি সঃ, অতএবাস্তর্ধামিণো ষামিকতয়া নিয়ামক-
তেন কিম্ ॥

১০। তন্ত জগতো রজ্জোঘনা রজস্য নিবিড়াঃ। জন্তুনামুৎপত্তাদৃষ্টবশাদেব বর্ষন্তি ॥

১১। ন চ তত্তদেশাধ্যক্ষকৃত্যাবনসন্তুঃশ্রেষ্ঠস্ত প্রাণবশাদেব মেঘাঃ প্রাবৃষি বর্ষন্তীত্যাহ—ন চেতি। ঘনাগমে
বর্ষাসময়ে, ভুবনস্ত জলস্ত মুক্ মোচন যত্র তস্মিন্। নমুচিস্থন ইজ্রঃ ॥

আচরণ। যেহেতু, কর্মের দ্বারাই জীবসকলের উৎপত্তি-বিনাশ-স্থিতি হয়ে থাকে, অতএব যে যখন যে প্রকার
কর্ম আচরণ করে সেই কর্মই হয়ে থাকে তার দেবতা, অতএব সাধুগণ দেবতাস্তর মান্য করে না।

৮। নিজের কৃত সক্রুতি তুষ্কৃতির অতিরিক্ত ফলদানে অসমর্থ দেবতাস্তরের কাছে কোন্ জন স্বাভীষ্ট
যাঞ্চা করে ? কেউ করে না। বুদ্ধি-ব্যাপারাদির বেগ ধারণে অসমর্থ জনই কর্মাতিরিক্ত দেবতা মানে।

৯। (কর্মের অন্তর্ধামী-পারবশ্রুত মত নিরসন করে বলা হচ্ছে—)এ কথাও বলতে পারেনা,
অন্তর্ধামী যে ক্রিয়ায় প্রেরণ করে জীব তাই করে থাকে। বস্ত্ততঃ নিজ নিজ কামনার পালক স্বভাব নামক
কোনও এক বস্ত্ত ভালমন্দ আচরণের প্রবর্তক। এখানে অন্তর্ধামীর নিয়ামকত্বের কথা কি করে উঠছে।

১০। ঈশ্বরও জগতের উৎপত্তি-বিনাশ-পালন খুঁটিনাটি করে করেন না। কিন্তু এই জগতের উৎপত্তি-
বিনাশ-পালন খুঁটিনাটি করে হয় রজঃ তমঃ সত্ত্ব গুণের দ্বারাই।

১১। যেখানে যেখানে বৃষ্টি হয় সেই সেই দেশের অধিপতিকৃত আরাধনে তুষ্ট ইজ্রের দ্বারা প্রেরিত
হয়েই মেঘ যে বর্ষণ করে তা নয়। তাই বলা হচ্ছে -)

এবং বর্ষাকালে যে অঝোরে বর্ষণ তা ইজ্র নামক দেবতা প্রেরিত বলা যায় না, কারণ এই বর্ষণ

১২। কিমপি ধরাধরা বা কিমেতে বা নদীনা ন দীনাস্তদারাদনং চক্রুঃ, কথমেতেষেতেষেতে বর্ষন্তি, তদলমপ্রস্তুতেন শতমখমথকরণেন ॥

১৩। কিঞ্চ, ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণা ব্রতিনঃ, রাজ্ঞা রাজ্ঞায়েন শোভিনঃ, বিশো বিশোভন্তে কৃষাদিভি-
বরবর্ণা বরবর্ণানাং সেবয়া রাজন্ত ইতি চতুর্বার্ণাবস্থাবস্থানব্যবস্থায়ঃ কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্য-কুসীদবিশাং বিশাং
চতুষ্ঠয়ী বৃত্তিবৃত্তিঃ

১৪। তত্রাস্মাকং গোরক্ষপক্ষপরতা, নেদানীং ন চ পুরা পুণ্যবনিসর্গা, নিসর্গাবগাহিনী গিরিবন-
চরতা চরতামিহ নো হস্ত কিমনয়া শতক্রতুক্রতুকল্পনয়ানয়ারকয়া বিস্রকয়া বিস্রস্তবিপদা মম গিরা গিরাবস্মিন্

১২। নদীনামিনা ঈশ্বরঃ সমুদ্রা এতে কিং তস্তারাদনং চক্রুঃ? অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। যতো ন দীনঃ, ন
জলদারিদ্র্যবন্তঃ ॥

১৩। তর্হি কিং প্রস্তুতমিত্যপেক্ষয়াং নিজবিহিতধর্মানুষ্ঠানমেব দীপক-রীত্যাহপ্রস্তুতোপত্নাসেনাহ—ব্রাহ্মণা ইতি।
ব্রাহ্মণা বেদেনাবরবর্ণাঃ শূদ্রাঃ, চতুর্ণাং বর্ণানামবস্থা স্বভাবস্তত্ত্বা অবস্থানেন হিত্যা যা ব্যবস্থা তস্তাং কৃষাদিষু বিশস্তীতি কিং,
তেষাং তত্র কুসীদং বৃদ্ধিজীবিকা। বৃত্তীনাং কৃষাদিজীবিকানাং বৃত্তিঃ সত্তা ॥

১৪। অস্মাকং নেদানীং নাপি পুরা পুরাতনবনে: শালিক্ষেত্রাদেবী সর্গা নিশ্চয়া: সৃষ্টয়ো বা তর্হি কিম্? তত্রাহ—
নিসর্গাবগাহিনী স্বাভাবিকী গিরৌ গিরৌ বনে বনে চরন্তীতি তেষাং ভাবস্তত্ত্বা, সৈবাস্মাকং সদেত্যর্থঃ। অতএবেহ ব্রজ-
ভুবি চরতাং নৈকত্র সদা স্থায়িনাং নোহস্মাকমনয়া কিম্? ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। কীদৃশা? অনয়েনানীতৌ-
বারকয়া। তর্হি কিং? যাগার্থকস্নোপকল্পিতানাং তত্তদ্রব্যাণাং পুনরাদানং যুক্তম্? নহি নহি, তৈরেব যুক্তানুরূপা যোগান্তর
ক্রিয়তামিত্যাহ—বিস্রকয়া বিস্রস্তয়া বিস্রস্তা ধ্বস্তা বিপদয়য়া তয়া মম গিরাবস্মিন্ গিরৌ নিপুণ সম্মানমানয়ন্তিভবন্তিরন্ত

আরম্ভ তো মনোপীড়া ও শরীরের ক্লেশতাই এনে দেয়—এ তো সন্তুষ্ট জনের দয়ার লক্ষণ হতে পারে না।

১২। এই যে পর্বত সমুদ্র সকল, এরা কি ইন্দ্রের আরাধনা করে? করে না। কারণ এদের তো
জলের অভাব নেই, তবে কেন এদের উপর এত বর্ষণ দেয় ইন্দ্র—অতএব ইন্দ্রযজ্ঞের প্রস্তুতি না নিলে হবেটা
কি? কিছুই হবে না।

১৩। আরও, ব্রাহ্মণগণ শোভা পায় বেদপাঠরূপ যাজ্ঞন কর্মে, রাজ্যবর্গ শোভা পায় রাজ-
নীতিতে, বৈশ্য শোভা পায় কৃষাদি কর্মে বিশেষ ভাবে, আর শূদ্রগণ শোভা পায় শ্রেষ্ঠবর্ণের সেবায়। এইরূপে
চতুর্বর্ণের স্বভাবের স্থিতিতে যা ব্যবস্থা তার মধ্যে কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্য-সুদজীবী বৈশ্যদের এই বৃত্তিচতুষ্ঠয়
হ'ল জীবন ধারণের পথ।

গোবর্ধনপূজা প্রবর্তনঃ

১৪। এই সব বৃত্তির মধ্যে গোরক্ষা-বৃত্তিপরি আমরা। না-ইদানীং না-পুরাকালে নগরের নিকটে
আমাদের শালিক্ষেত্রে শয্যার একটা নিশ্চয়তা দেখা যায়। তবে কি আসে যায় তাতে। আমরা স্বভাবতঃই
পাহাড়ে পর্বতে বনে বনে চরে বেড়ানো লোক। অতএব ব্রজে সর্বত্র চরে বেড়ানো, সদা একই স্থানে না-
থাকা লোক আমাদের অনীতিতে আরও এই ইন্দ্রযজ্ঞ কল্পনায় কি প্রয়োজন? কোনই প্রয়োজন নেই। বিপদ

ন কেবলং নান্নৈব গোবর্ধনে গোবর্ধনেহর্থতোহপি সম্মানমানয়ন্তিরনেনৈব শতমন্যুমান্যাসস্তারেণ নিপুণমহো মহোহস্ম
গিরিবরস্ত বিধীয়তামক্ষোভবন্তিভবন্তি ॥

১৫। সকলা এব গাবো দুহস্তামুহস্তামুদারাঃ পয়োভারাঃ পরমান্নাদীনি পচ্যস্তাম্, চ্যস্তাং রম্যাণি
শঙ্খল্যাঙ্গাদীনি, কুল্যাঙ্গাদীনি বিধীয়স্তাং ঘৃতমধুপানকাদীনাম্ ॥

১৬। মথিতোদধিদধিমহোদধি-নবনবনীতসিতসিতাশিখরিশিখরিণী-রসালারসালাস্ববন্তঃ সন্তু দিগন্তাঃ।
গন্তারশ্চ সৰ্বে নিমন্ত্ৰয়ন্তু বসুধাসরান্ সুধাসুরান্ সুরানুপহসন্তু তে চাদস্তো দস্তোথকিরণকন্দলীভিঃ স্নিগ্ধাননা
ন নাকপৃষ্ঠমপি গরিষ্ঠং জানন্তু ॥

১৭। ঋত্বিজ্জশ্চাহুয়স্তাম্, হুয়স্তাং চানলা ন লাষবেন দীয়স্তাং তেভ্যো ধেনুদক্ষিণাঃ, দক্ষিণাশয়া ব্রাহ্মণ-
ভোজনায় ভো জনা যতস্তাম্, মুদগা মুদগাদি সূপ-সূপচিত-নানাবিধ-সৌরভ-রভস-ব্যঞ্জন-ব্যঞ্জনিকরকরস্থিত

গিরিবরস্য মহো বিধীয়তাম্, শতমন্তোরিক্রস্যা মন্যুসস্তারেণ যোগোপকরণব্রহ্মেনঃ, “মন্যুর্দৈন্ত্রে ক্রতো ক্রুধি” ইত্যমরঃ ॥

১৫। কুল্যাঙ্গাদীনি কুল্যা-বাপী-সরাংসি ; “কুল্যান্না কুত্রিমা সরিৎ” ইত্যমরঃ ॥

১৬। মথিতানামুদধিশ্চ দয়াং মহোদধিশ্চ নবানি নবনীতানি চ সিতসিতানাং শ্বেতশর্করাণাঃ শিখরী চ শিখরি-
ণীনাং রসালানাং রসালাস্ববন্ত, অপর্ধাপ্তহৃদধাদিবৎ কথয়িতুমশক্তেঃ, তদন্তো দিগন্তাঃ সন্তু। গন্তারো ধাবকা যতন্তত
এব বসুধাসুরান্ বিপ্রান্ নিমন্ত্ৰয়ন্তু। তে চ বিপ্রা অদন্তো ভুঞ্জানাঃ সন্তুঃ সূর্যু রাস্তীতি তাদৃশানপি সুরানুপহসন্তু ॥

১৭। দক্ষিণাশয়াঃ সরলাভঃকরণা জনা ব্রাহ্মণভোজনায় ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িতুং যতস্তাম্। ভো ইত্যবধানার্থম্।
দক্ষিণাভোজনাত্ম্যালেখনে ব্রাহ্মণান্ স্বপক্ষীকৃত্য সর্বজনপ্রসাদনগর্ভাৎ পর্বতপূজাং বিদধান আহ—মুদগাঃ প্রাপ্তহর্ষাঃ বিপ্রা
ওদনকূটং বিরচযা গিরীক্রেত পূজনমুপকরয়ন্তু। ওদনকূটং কৌদৃশম্? মুদগাদিহুইপৈঃ সূর্যু উপচিতাশ্চ নানাবিধস্ত সৌরভস্ত

বিধিস্বাকারী আমার-এ-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এই গিরিরাজের নিপুণতার সহিত সম্মানদায়ী অক্ষোভ
তোমরা গোবর্ধনোৎসব সম্পাদন কর—ইন্দ্রযজ্ঞের জন্তু সংগৃহীত এই যোগোপকরণ সমূহের দ্বারা। কেবল
নামেই যে এ গোবর্ধন তা নয়, কিন্তু অর্থের দ্বারাও অর্থাৎ গোগণের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন বলেও এ গোবর্ধন।

পূজোপকরণ বিষয়ে ক্রমের নির্দেশ :

১৫। গাভী সবগুলিই ছুই-য়ে নিন, উত্তম উত্তম দুগ্ধভার বয়ে নিয়ে চলুন, পরমান্নাদি পাক করে
নিয়ে চলুন নানা প্রকার রমণীয় পিষ্টক বানিয়ে নিন, ঘৃতমধুপানকাদির দোনা সাজিয়ে নিয়ে চলুন।

১৬। ষোলের সমুদ্র, দধির মহাসমুদ্র, নবনবনীত, শুভ্রমিছরির পাহাড় এবং শিখরিণী-রসাল
দিগ্দিগন্ত ভরে যাওয়ার মতো অপর্ধাপ্ত হউক। পাইকরা সকলে বিপ্রগণকে নিমন্ত্ৰণ করুক, তাঁদের এমন
খাইয়ে দিন যাতে দন্তের কিরণমালায় স্নিগ্ধানন তাঁরা সুধাভাণ্ডারী দেবতাদেরও উপহাস করতে পারেন এবং
স্বর্গের প্রাতি গরিষ্ঠভাব তাঁদের মনে না আসতে পারে।

১৭। ঋত্বিক ডেকে নিয়ে আসুন, অগ্নির হবন করুন, ধেনুদক্ষিণা দিন ব্রাহ্মণদিগকে, সরল অন্তঃ-
করণ জনেরা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্তু যজ্ঞপারায়ণ হউন। মুদগাদি ডালের দ্বারা সমুদ্র, নানাবিধ সৌরভবেগ

মিষ্টমিষ্ট-পিষ্টকরস-নিরপায়-পায়স-কুণ্ড-কুণ্ডলিতমামোদনমোদনকুটং বিরচ্যা পাণ্ডাদিভির্ষাচাচারৈরুপচারৈরুপ-
কল্পয়ন্ত গিরীন্দ্রস্ত পূজনম্, জনং জনমাশ্বপাকমাশ্বপাকমাপতিতং চ পূর্ণভোজনং প্রদীয়তামিত্যেবং ভূতেজ্যাবিধৌ
সতি—

ভেরীভাংকুতিভির্শৃঙ্খলতমৈঃ প্রেঙ্খোলশঙ্খবনৈ-
নন্দদুন্দুভিভুংকুতৈস্তত ইতো নিষ্পকটকারবৈঃ ।
বিদ্বদ্বেদবিদামুদারমধুরৈর্বেদপ্রগানোৎসবৈ-
নান্দীভিঃ সহ বন্দিনাং কলকলো দিক্চক্রমাত্রামাত্ ॥

১৮ । ততশ্চ দিব্যালঙ্কৃতিবঙ্কৃতিশ্ৰুতিমুখৈর্দ্যবাস্ত্রাডম্বরৈঃ
পুঙ্খিঃ স্তম্ভিতদৈবতৈশ্চরবধূরদৈশ্চ মন্দম্মিতৈঃ ।
বাণা-বেণু-মৃদঙ্গ-মঙ্গলরব-ব্যাসঙ্গি সঙ্গীতকৈ-
নৃত্যমর্তক-নর্তকী-গণযুতেষানপ্রয়াণোৎসবৈঃ ॥

১৯ । পূজাং বিধায় বিশ্ববদ্বিভুষো দ্বিজাগ্রাঃ, নগ্রে বিধায় চ নিধীনধিমঙ্গলানাম্ ।
সর্বৈ সুপব'মদমোদপরাঃ পরার্থ-, স্পর্ধাঃ পরিত্রমত পর্বণি পর্বতেন্দ্রম্ ॥

রতসং বেগং ব্যঞ্জয়ন্তীতি তে চ যে ব্যঞ্জননিকরাত্তঃ করষিতম্ । ইষ্টাঃ পরিণামেহপি সুখদা মিষ্টাঃ পিষ্টকাশ্চ রসৈর্নির-
পায়ানি পায়সকুণ্ডানি চ তৈঃ কুণ্ডলিতং বলয়িতম্ । আশ্বপাকং স্বপচ-পর্যন্তম্, আশ্বপাকং শুভং কুকুরস্ত পাকো বালকস্ত-
পর্যন্তম্; “পোতঃ পাকোহর্ভকো ডিষ্টঃ” ইত্যমরঃ । আপতিতং সর্বতঃ স্তলভবেন সম্যক্লীর্ণমিব যথা স্তাদ্ভবেত্যর্থঃ । সহ
মিলিতীভূয় ॥ (১৮)

১৯ । অধিমঙ্গলানাং নিধীন নিধিরূপান্ দ্বিজাগ্রান্ পরার্থৈঃ পরার্থপ্রমাণজীবিতৈর্দেবেশৈরপি সহ স্পর্ধন্ত ইতি
প্রকাশকারী ব্যঞ্জন সমূহের দ্বারা খচিত, পরিণামে সুখদ মিষ্টপিষ্টকযুক্ত, রসে অক্ষয় পায়সকুণ্ডে পরিবেষ্টিত,
এবং সকলের প্রসন্নতাদায়ী অল্পকুট রচনা করে পাণ্ডাদি যথাচার উপাচারের দ্বারা গিরীন্দ্রের পূজা প্রবর্তন
করুন । প্রাপ্তহর্ষ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বপচ পর্যন্ত সকল জনকে এবং কুকুর-বাচ্চা পর্যন্ত সব জীৱকে ভূরিভোজন
করান । ভূতপূজাবিধিতে এইরূপ সব কিছু সুসম্পন্ন হয়ে গেলে—

ভেরীর অতি বিশৃঙ্খল ভাঙ্কার শব্দ কম্পমান শঙ্খবনি, দুন্দুভির তুং তুং শব্দ, এখানে ওখানে ঢাকের
অতি পরিণত রব, বিদগ্ধ বেদবিদের কণ্ঠে উদার মধুর নিপুন গানোৎসব, বন্দিগণের কণ্ঠে নান্দীপাঠ—এই
সবের মিলিত কলকল শব্দ ঝঙ্কারে দিক্চক্রকে ছেয়ে ফেলুন ।

১৮, ১৯ । দিব্যালঙ্কারবঙ্কারে কর্ণসুখদায়ী ও দিব্যবজ্রাডম্বরে দেবতাস্তম্ভিতকারী পুরুষগণ-ঈষৎ মিষ্টি
হাসিভরা শ্রেষ্ঠ বধুবৃন্দ-নৃত্যরত নর্তক নর্তকীগণ-এদের সকলের উপস্থিতি, বাণা-বেণু-মৃদঙ্গের-মঙ্গলরব সঙ্গতে গান
ও রথযাত্রা উৎসব—এত সবের সহিত সমারোহে বিধিপূর্বক পূজা করে অধিমঙ্গলের নিধিস্বরূপ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ
ব্রাহ্মণগণকে সম্মুখে করে শ্রেষ্ঠপর্বের অহঙ্কারে আনন্দোচ্ছল পরার্থকাল জীবিত শিবেরসহিত স্পর্ধাকারী
স্বপনারা সকলে এই উৎসবে গিরিরাজের পরিক্রমা করুন ।

২০। ন চৈবং মনসি বিচার্যামভিলষিতপ্রদাবস্থা-বরঃ স্থাবরঃ কথময়মাংসাকরো ভবিষ্যতি দ্বিতীয় ইব গিরীশো গিরীশোহয়মাশু মাশুন্ধঃ সর্বার্থসিদ্ধিসমর্থনসমর্থনয়ো ভবিষ্যতি। কিং বহুনা? কথিতোহয়ং মম সমীহিতো হিতোহতিপস্থাঃ, যদি বো রোচতে তাত তদানেনৈব গম্যতাম ॥'

২১। ইতি বিরতে তদ্বচনোপক্রমে ক্রমেণ সর্ব এষ তচ্ছুদ্ধধিরে, দধিরে চ মনোরথসিদ্ধেরাবশ্যকত্বম্ ॥

২২। আচার্য্যাত্মপগতেন তদধ্বরশ্চ, কৃষ্ণেন সঙ্জনয়তা শতমল্ল্যামল্যম্।

উৎকণ্ঠয়া পরমর্ষেব তদানুপূর্ব্যা, সর্বং তদোপনতমেব চকার সর্বঃ ॥

২৩। শঙ্কাস্তরং হরতি মঙ্গলতুর্ঘ্যঘোষে, বেদধ্বনিধ্বনিপরেষু চ দিঙ্ মুখেষু!

তেষামহো গিরিমহোল্লসিতাস্তরাণা-, মানন্দকন্দলিত এব বভূব কালঃ ॥

২৪। উৎকণ্ঠ্যমানকলকণ্ঠগগঃ পুরদ্বী-, নীরন্ধ্রমঙ্গল-তরঙ্গিত-গানঘোষঃ।

কর্ণান্তিকোপনত এব হি কর্ণভাজাং, কর্ণেদ্রিয়শ্চ ফলমুল্ললয়াঞ্চকার ॥

তথাভূতাঃ ॥

২০। অভিলষিতপ্রদত্ত বাহিত্যাত্মববস্থায়ঃ বরঃ পর্বতশ্রেষ্ঠঃ স্থাবরঃ পর্বত আস্থায়ী আকরঃ কথং ভবিষ্যতি? মাশুন্ধঃ শোভয়া নির্মলঃ সর্বার্থসিদ্ধিঃ সমাগর্থনং প্রার্থনং প্রতি সমর্থো দানশক্তো নয়ো নীতিবিস্ময়ঃ; অতিপস্থাঃ লংপথঃ ॥ (২১) ॥

২২। কৃষ্ণেননি হেতৌ তৃতীয়া, সহার্থে বা ॥ (২৩)

২৪। উৎকণ্ঠ্যমানস্তাদৃশস্বয়শিক্ষার্থং সোৎকণ্ঠঃ কলকণ্ঠানাং কোকিলানামপি গণো যত্র সং ॥

২০। মনে একরূপ বিচার করবেন না যে অভিলষিত বস্তু দানের সঙ্গতি বিষয়ে এই গিরিরাজ কি করে আস্থার আকার হতে পারে। সর্বার্থসিদ্ধির বিষয়ে আকুল আবেদনের প্রতি দানোপযুক্ত নীতিকুশল দ্বিতীয় মহান্দের মতো এই গিরিরাজ শীঘ্র শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠবেন।

আম্র অধিক বলবার কি আছে? এই যা বলা হ'ল এ ই আমার অভীষ্ট মঙ্গলময় সংপথ। হে ভাত, আপনাদের রুচি হয় তবে এই পথে চলুন।'

২১। এই ভাবে কৃষ্ণের বচনোপক্রম বিরতি লাভ করলে ক্রমে ক্রমে সকলেই এতে আকৃষ্ট হয়ে গেলেন এবং নিজেদের মনোরথ সিদ্ধির জন্ত এ অবস্থা কর্তব্য, একরূপ স্থির করে মিলেন।

২২। এই যজ্ঞের আচার্য্যতা অঙ্গকারকারী কৃষ্ণের সঙ্গে বৃজবাসী সকলে মিলে ইজ্ঞের ক্রোধ জন্মাতে জন্মাতে পরমোৎকণ্ঠায় অগ্রপশ্চাৎ ক্রমে যজ্ঞের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু নিকটে এনে জড় করলেন।

২৩। বিবিধ মঙ্গলবাস্তব-রবে শঙ্কাস্তর ঢেকে গেল, বেদধ্বনি-শব্দময় হয়ে গেল দিঙ্ মণ্ডল, আর অহো গিরিরাজের উৎসবে উল্লসিত অন্তর ব্রজবাসীদের সময় হয়ে উঠল আনন্দোজ্জ্বল।

২৪। পুরদ্বীপের কণ্ঠে মঙ্গলময় তরঙ্গিত জমাট গানের মধুর ধ্বনি শুনে কোকিলকূল তাদৃশ গান শিক্ষার্থে উৎকণ্ঠায় আকুল হ'ল, আর কর্ণবান্দের কর্ণপ্রান্তে উপনীত হয়ে উঠা কর্ণেদ্রিয়ের ফল

২৫। ততশ্চ, গাবশ্চ রত্নময়কিঙ্কিণিজালমালা, চীনাঞ্চলপ্রচলমৌক্তিকমালিকাভিঃ ।

ভূষাং দধুঃ কিমপি কাঞ্চনশৃঙ্গকোষৈঃ, স্বশ্বপ্রসূপরিচয়ে মুমুহুশ্চ বৎসাঃ ॥

২৬। এবং প্রবৃত্তে গিরিমহে মহেচ্ছেন ব্রজপুরপুরন্দরেণ গিরিপুরতঃ পুরতঃ সমানীতং পূজোপহারং
প্রতিপাত্ত পাণ্ডপ্রভৃতিভিরচনং কারয়তা রয়তানিতং তুলিতগিরিসম্প্রতিপন্নকূটমন্নকূটমতিকুতুকেন কেনচন সম্পা-
দয়াশ্চভূবে ভূ-বেপথুজনকমিব ॥

২৭। মধ্যে কপূরগৌরং শিখরমিব গিরেঃ শুদ্ধমল্লস্থ কূটং
তদ্গাত্রে গণ্ডশৈলা ইব বিবিধরুচঃ পিষ্টকানাং সমূহাঃ ।
মূলে প্রত্যন্তশৈলা ইব দধিপয়সাং পায়সানাং চ কুস্তা-
স্তম্বমূলে ব্যঞ্জনাল্যাঃ সুরভিতররসাঃ সূপমুখ্যাঃ সরস্যাঃ ॥

২৮। কপূরৈলালবঙ্গাদিভিরতি-সুরভি ভ্রাণসম্পূর্ণেন
প্রাজ্যোনাঞ্জন সিক্তং দ্রুতকনকপয়ঃ-সিক্তকৈলাসকল্পম্ ।
নানাপুষ্পৈঃ ফলৈশ্চ প্রচিতমিত ইতস্তন্নিরীক্ষ্যাম্নকূটং
গোপেন্দ্রো ভূধবেল্লাচিতমিদমিতি স প্রায়মাণস্তনাসীৎ ॥

২৫। মুমুহুশ্চেতি চকারস্বার্থেইপ্যার্থে বা। বৎসাস্ত বৎসা অপীতি বা। 'তে লালনার্থং মুহুরাগতানাং, স্বশ্ব-
প্রস্থনাং মহভূষিতানাম্। বৎসাঃ সশঙ্কা গলশৃঙ্গপৃষ্ঠ-, হস্তেষ্ণুগা হৃদ্রবুরেব মুখ্যাঃ ॥

২৬। পুরতঃ পুরাং, রয়-তানিতং বেগেনৈব বিস্তারিতম্, তুলিত উপমিতো গিরিধেন তৎ, গিরিসদৃশমিত্যর্থঃ ।
সম্যক্ প্রতিপন্নানি কূটানি শৃঙ্গাণি যস্য তৎ ॥

প্রকাশ করল।

২৫। ধেনুগণ রত্নময় কিঙ্কিণি জালমালা, রেশমীবস্ত্র, ছলছলে মুক্তামালা এবং কাঞ্চনের শৃঙ্গাব-
রণদ্বারা কোনও অপূর্বসাজে সাজলো, যা দেখে নিজ বসংগুলি পর্যন্ত নিজ নিজ জননীদের চিনে নিতে
মুগ্ধ হয়ে গেল।

২৬। এইরূপে গোবর্ধনপূজা-উৎসব আরম্ভ হয়ে গেলে ব্রজপুরপুরন্দর মহাশয় নিজের পুরী থেকে
পূজোপহার নিয়ে এসে গিরিরাজের সম্মুখে উপস্থিত করে পাণ্ডপ্রভৃতির দ্বারা গিরিরাজেয় অর্চন করালেন।
অতঃপর পর্বতপ্রমাণ, স্থঠামে গঠিত শিখরবিশিষ্ট যেন পৃথিবীর পুলক-বেপথুজনক অন্নকূট কোনও অতি
কৌতুকে আনন্দবেগে ফলাও করে সম্পাদিত করিয়ে দিলেন —

২৭। মধ্যদেশে পর্বতের কপূরধবল চূড়ার মতো অন্নকূট শোভা পাচ্ছে। তার গায়ে লাগান রয়েছে
সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের মতো বিবিধ বর্ণের পিষ্টক সমূহ, আর তার মূলে উপশৈলের মতো দধি ছফের ও পায়সের
গামলা, আবার তার মূলে রয়েছে ব্যঞ্জনসমূহ-অতি সুরভিত রসা-মুখ্য মুখ্য ডালের সরসী।

২৮। কপূর-এলাচ-লবঙ্গাদি সুগন্ধের সহযোগে অতি সুরভিত, কৈলাশ পর্বত যেমন স্বর্ণ জলবর্ষণে
ধৌত তেমনই প্রচুর ঘৃত সংযোগে সিক্ত, নানাপুষ্প ফলে সংকলিত অন্নকূট চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করে গোপেন্দ্র

২৯। অথ তথাবিধ-বিবিধবিচিত্রমল্লকুটং কুটং স্তমেরোরিব নিরীক্ষ্য স বিস্মিতঃ স্মিতবদনো হরিরয়ং
রয়ং প্রমোদস্ত্য প্রাপ্তঃ। সপরিজনজনকপ্রাত্যং প্রত্যয়জ্বিতকৌতুকঃ পর্বতোপরি পরিকল্পা বপূরপরং পরস্তপ-
স্তপনসহস্রসংস্রস্তমহঃপূরমিব রমিবর্গশেখরঃ প্রথরঃ প্রমুদিতমনা মনাগবলোকা নিজগাদ ॥

৩০। 'হংহো পূজাপাদা বিলোকয়ত যতমানানাং শুভবতাং ভবতাং শুচিতরাঃ শ্রদ্ধাবদ্ধা বহুবিধা
নিরপচিভীরপচিভীরাদাতুমনুগ্রহগ্রহগৃহীত ইব মূর্ত্তোহয়মুজ্জ্বলন্তে ধরাধরাণাং ধুরন্ধরো গোবর্ধনঃ ॥

৩১। পশ্যত পশ্যত —

স্ফারক্ষীত-গভীরকন্দরমুখো ধ্বজে মুখং চন্দ্রবদ-

বক্ষপ্রায়ভূজোহপায়ং ভুজযুগপ্রত্যোতি-রত্নাঙ্গদঃ।

গ্রাবাঙ্গোহপি সুকোমলানি মধুরাণ্যঙ্গীকরোত্যঙ্গকা-

হস্ত্য স্থাবরবিগ্রহোপরি পরিস্পন্দী চরো বিগ্রহঃ ॥

২৭। বিবিধরূচ ইতি বুদ্ধমাদিরসাক্তত্বাং ॥

২৮। অতিস্বরভি অতিসুগন্ধঃ স্রাবসস্তর্পণেন সুগন্ধিনা ॥

২৯। পরং প্রতিপক্ষরূপমিত্রং তাপয়তীতি সঃ তপনসহস্রদ্যাপি সহসাং তেজসাং স্রস্তং স্রংসনং যতস্তথাভূতো
মহঃপূরো যস্য তম্। পূর্বত্র স্র-শব্দে (পাং৮।৪।৪৭) “অনচি চ” ইতি বিত্বম্, উত্তরত্র (পাং৮।৩।৩৬) “বা শরি” ইতি সত্বম্।
রমিবর্গশেখরো রঞ্জক-বৃন্দমুখাঃ ॥

৩০। যতমানানাং যত্নবতাম্, অপচিভীঃ পূজাঃ। কৌতুকীঃ? নিরপচিভীরপচয়শ্রুতাঃ শুচিতরা অতিশুদ্ধাঃ, শ্রদ্ধা
বদ্ধা আবৃত্তাঃ ॥

মনে করলেন এ-আয়োজন ভূধরেন্দ্রের পক্ষে সমুচিতই হয়েছে, অতএব সন্তুষ্ট হলেন।

কৃষ্ণ নিজেই পর্বতোপরি দেবতারূপে প্রতক্ষীভূতঃ

২৯। অতঃপর স্তমেরু পর্বতচূড়ার মতো তথাবিধ বিবিধ বিচিত্র অল্লকুট নিরীক্ষণ করে বিস্মিত স্মিত-
বদন সেই হরি পরমানন্দবেগ প্রাপ্ত হলেন। প্রতিপক্ষ ইন্দ্রের তাপ জনয়িতা, অদম্য, কৌতুকী ও রঙ্গিয়ামুখ্য
সেই কৃষ্ণ সপরিজন জনকের প্রত্যয়ের জন্য সহস্র সূর্যের তেজ বিকিরণকারী তেজমণ্ডলের মতো প্রথর অপর
এক বপু পর্বতোপরি পরিকল্পনা করে প্রশম্ন মনে সকলকে একটু অবলোকন করে বললেন—

৩০। 'হংহো পূজাপাদা। দেখুন দেখুন, পূজোপকরণ সংগ্রহে যত্নবান মঙ্গলস্বরূপ আপনাদের অতি
শুদ্ধা শ্রদ্ধা মাখানো বহুবিধ অক্ষয় পূজা গ্রহণ করবার জন্য অনুগ্রহ-গ্রহের দ্বারা যেন গ্রস্ত হয়েছেন এইভাবে
পর্বতধুরন্ধর গোবর্ধন এই মূর্ত হয়ে উজ্জলরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।

৩১। (বিরোধ অলঙ্কারে মূর্ত্তিছয়ের বর্ণন) দেখুন দেখুন—গিরিরাজ বিস্তৃতিতে বিশাল গভীর গুহা-
মুখো হয়েও এখন এই চন্দ্রের মতো সুন্দর মুখ ধারণ করেছেন, প্রধানতঃ বৃক্ষই এর বাহু হলেও এখন ঐ উজ্জল
রত্নাঙ্গদ পরিহিত বাহুযুগলে শোভা পাচ্ছেন, অঙ্গ এর পাষাণময় হলেও এখন স্বীকার করেছেন সুকোমল মধুর
ভাব। এর অচল বিগ্রহোপরি ঐ নড়াচড়া করছেন এক চলবিগ্রহ।

৩২। কিঞ্চ, মরকতশিলাপট্টপ্লাঘাং প্রকাণ্ডমুগংস্থলং, শিখরসুখমাকান্তা দন্তাবলী বিলসত্যাসৌ ;

দশনবসনস্তাভা ধাতুপ্ররোহবিভূষিনী, ক্ষিতধরপতেমূর্ত্তিদম্বং পরম্পরসোপমম্ ॥

৩৩। কিঞ্চ, কলয়ত ভবন্তকুদ্বেকাদবুভুক্ষুরিব স্বয়ং

সমপিবলয়ং দোদীপ্তাং প্রসারয়তি ক্রমতম্ ।

অয়ময়মহো কামঃ সিন্ধো বভূব ভবাদৃশং

নমত নমতেত্যুক্ত্য কৃষ্ণঃ স্বয়ং চ ননাম তম্ ॥

৩৪। অথ সবে' মূর্ত্তিনি বন্ধাজলয়ো জলযোনিমিব জলন্তং তমবলোকা নমো নমো নম ইতি বিপুল-
পুলকাকুলাঃ কুলাবলাবলয়শ্চ কুলবৃদ্ধাশ্চ ভক্তিশ্রদ্ধাবন্তো ধাবন্তো মেধাবন্তো নিজভাগ্যমহুবর্ণয়ন্তো যং তোষবন্তো
মূর্ত্তিমন্তমিব মেনিরে ॥

৩৫। দেবানামধ্বজধ্বজাতিশয়ো ধ্বনিরাসীদতিবাঢ়ানং বাঢ়ানং স্থানে। স্থানে স্থানে চ বাণিত্যো বাণিত্যো

৩৬। বিরোধালঙ্কারং যুজ্ঞানো রূপদ্বয়ং বর্ণয়তি। ক্ষারৈবিত্তারৈঃ ক্ষীতাঃ পুষ্ঠা গভীরা কন্দরা এব মুখানি বস্যা
সোহপি ॥

৩৭। শিখরং মাণিক্যমিব ; পক্ষে, শৃঙ্গমিব ; সুখময়া কান্ত্যা পরম্পরসোপমমিত্যরংস্থলমিব মরকতশিলেত্যোবম্ ॥

(৩৩।) ৩৪। জলযোনিঃ বহ্নিম্ ; অয়ং শুভাবহবিধিঃ মূর্ত্তিমন্তমিব মেনিরে। 'ধন-জন-মৃত-গোত্বসৌভাগ্যং যুগ্মং, মতিলঘু
নিজগেহানীত নৈবেদ্য হস্তাঃ। যদখিল-কুলবৃদ্ধান্তং রূপাপাদভদ্রা, ব্যতরদখ বধূভ্যাঃ স্বপ্রসাদামৃতং সঃ। স্বনয়নকরশাখা-
সংজ্ঞায়বাহ রাধাং, অমিহ মহাপকর্থে বাস্ত্বিতার্থং লভেথাঃ। প্রতিদিনমিতি তজ্জাং তৎপ্রসাদাতিরেকং, দদৃশুরখ জরত্যা-
ন্তষ্টবুস্তাং জনাশ্চ ॥

৩৫। অধ্বজধ্বজাতিবাঢ়ানং নমস্কারার্থাৎ দেবানাং দেবপ্রতিমা-স্থানে বাঢ়ানামিতি শয়ো ধ্বনিরাসীদিত্যি সম্বন্ধঃ

৩৬। আরও, এ-অচলের মরকত শীলাসনের মতো ঐ চলের প্রশংসনীয় প্রকাণ্ড বক্ষস্থল, ঐর
চুড়ার মতো ওঁর মাণিক্যময় দন্তাবলী, ঐর গৈরিকাদি ধাতুর অক্ষরের আভার অক্ষরূপ ওঁর গুণাধরের আভা—
সুখমাকান্তিতে তুলনাত্মক ক্ষিতধরপতির মূর্ত্তিদ্বয় ঐ দীপ্তি পাচ্ছে।

৩৭। আরও, আপনাদের ভগবৎভক্তি উজ্জলিত হয়ে উঠাতে মণিবলয়ে অলঙ্কৃত ভুজদণ্ডের অগ্র-
ভাগ নিজেই ক্রমত প্রসারিত করেছেন বৃক্ষের মতো। এই যে এই যে অহো ভবাদৃশ জনের অভিলাষ সিদ্ধ
হয়েছে। 'প্রণাম করুন প্রণাম করুন', এইবলে কৃষ্ণ নিজেই তাঁকে প্রণাম করলেন।

৩৪। অতঃপর কুলললনা ও জ্ঞানবান্ কুলবৃদ্ধগণ সকলে তাঁরা মন্তকে বন্ধাজলি ধরে অগ্নিসম জলন্ত
সেই মূর্ত্তিকে অবলোকন করে 'নমো নমো নমো' বলে প্রণাম করে বিপুল পুলকে আকুল ও ভক্তি শ্রদ্ধায়
বিগলিত হয়ে দোড়াদোড়ি করতে লাগলেন, নিজেদের ভাগ্যের কথা বার বার বলতে লাগলেন—এইরূপে
এই শ্রীমূর্ত্তির সম্ভাষণ বিধান করলেন, আর এই গোবর্ধনপূজারূপ শুভাবহ বিধিকে যেন মূর্ত্তিমন্তের মতো মনে
করতে লাগলেন।

৩৫। পথে পথে নমস্যা দেবপ্রতিমা-স্থানে বাজের ধ্বনি উজ্জলিত হয়ে উঠল। প্রতি স্থানেই নর্ত্তকগণ

ননুতুস্তরামধিকমধিকমণীয়তমং জগুশ্চ কিংপুরুষাঃ, কিংপুরুষাস্তু এবতি ন নিশ্চেতুং শক্যাঃ কতিচন সঙ্গীতচণাশ্চ
নানাবিধে তত্র কৌতুকে কৌতুকেনাআনং বিসম্মকঃ ॥

৩৬। অভিভোহিভিতোষণে চ সর্বেষামহো মহোৎসবস্ত মহিমায়ং গিরিবরস্ত রশ্মতমঃ যদয়ং স্বানু-
রূপং রূপং সমাস্থায় সমাস্থায়তং ব্রজপুরপুরন্দরস্ত সমর্হণং সমগ্রহীৎ । ইতি জনরবো নরবোধদুর্গমো দুর্গমোচ-
নায়ৈব বভূব ভুবলয়স্ত ॥

৩৭। তদনু দনুজদমনজনকেন নির্বাহিতে হিতে মহীধরমহে কৃতভোজনেষু জনেষু চ সন্তুপ্তিষু তেষু
গীত-বাদিত্রাদিজীবেষু জীবেষু চাশ্বপাকপাকপতিতাদিষু দিব্যাস্বরবরমণিময়ালঙ্কারকারণমৌখ্যাপর্য্যাকুলিত-দিধ-
লয়ং সলয়ং সরসমমী পর্বতপর্বতরলাঃ সর্বত এব প্রদক্ষিণং কর্জুমায়েভিরে ॥

৩৮। তদুখা— অগ্রেণাবাগ্রজাগ্রংসুপটিমপটহপ্রৌঢ়ভাষ্কারিভেরী-

ঢকারিহিকায়ুখরিতককুভো বাদকাঃ সম্প্রতীযুঃ ।

হানে হানে প্রতিস্থলমেধ বাণিশ্চো নর্তকো ননুতুস্তরাম্ । বাণিশ্চো মত্তাঃ সত্য ইত্যর্থঃ; “বাণিশ্চো নর্তকীমত্তে” ইত্যম্বঃ ॥

৩৬। গিরিবরস্ত বো মহোৎসবস্তত্যং মহিমা রশ্মতমঃ প্রশস্তানুমোদনাদত্যাশ্বাতঃ । সমাগাহয়া বিশ্বাসেনাশ্বতং
সমর্হণম্ । জনরবঃ পরম্পরয়া সর্বদেশগতঃ সন্ দুর্গমোচনায়ৈব শ্রুতঃ কীর্তিতশ্চ সংসারাদি-দুঃখত্রাণার্থমেবাভুৎ ॥

৩৭। পাকা বালকঃ ॥

৩৮। অবাগ্রং বখা স্রাতবা, আগ্রং প্রকাশমানঃ শোভনঃ পটিমা বাদনচাতুর্ধং বত্র তথাভূতঃ পটহশ্চ প্রৌঢ়ভাষ্কা-

আনন্দমত্ত হয়ে নাচতে লাগলেন—বৃত্তাশিল্পের পার পাইয়ে, কিম্বদন্তি গাহিতে লাগলেন—কমণীয়তার পার
পাইয়ে—এঁরা যে পুরুষই তা নিশ্চয় করা যাচ্ছিল না । সেখানে নানাবিধ কৌতুক মহোৎসবে কতিপয় সঙ্গীত-
রসচর্চণকারী ব্যক্তি কৌতুকরসচর্চণে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন ।

৩৬। চতুর্দিকে সকলেরই সর্বতোভাবে আনন্দের উচ্ছাস দেখেই বোঝা যাচ্ছে—অহো গিরিবরের
এই যে মহোৎসব তার মহিমা কতই না আশ্বাত । যেহেতু এঁর আত্মসদৃশ মূর্তি ধারণ করে ব্রজপুরপুরন্দরের
পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বিস্তারিত পূজা আদরের সহিত গ্রহণ করলেন । সাধারণ লোকের অবোধা এই কথা
লোকপরম্পরা সর্বদেশগত হয়ে ভূমণ্ডলের বিপদমোচনকারী হ'ল—শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা ।

৩৭। অতঃপর দনুজদমনের জনকের দ্বারা মঙ্গলময় গিরিরাজের উৎসব নির্বাহিত হয়ে গেলে, লোক-
জনের ভোজন হয়ে গেলে, গান-বাজনা জীবী জনেরা সন্তুপ্তি হয়ে গেলে ও আকুকুর মুখ্যবালক পতিতজন
খেয়ে দেয়ে প্রফুল্লিত হয়ে উঠলে দিব্যাস্বর মণিময় অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়ার দরুন আনন্দোচ্ছল জনদের
বাক্যলাপের মুখরতায় দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে উঠল । গোবর্ধনপূজা-উৎসব-আনন্দে চঞ্চল এঁরা সকলে সবিলাস
ও সরসভাবে চতুর্দিকে গিরিরাজকে পরিক্রমা করতে আরম্ভ করে দিলেন ।

গোবর্ধন পরিক্রমা :

৩৮। বাদকগণ আগে আগে চলছিল ব্যস্ততারহিত-প্রকাশমান-শোভন বাদন-চাতুরীতে ভরা পটহ,
গভীর ভাষ্কার-শব্দমুখর ভেরী, ঢকার ঢকাশব্দরূপ হিকা প্রভৃতির দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল যেন মুখরিত করে তুলতে

পশ্চাদ্গাশ্চালয়ন্তো মণিকনকচিতাঃ কুঙ্কুমৈরঙ্কিতাঙ্গী-
রাভীরা বীতভীকাঃ করকুতলগুড়া জাগুড়াক্তপ্রতীকাঃ ॥

৩৯। কিঞ্চ,

বীণাবেণুপ্রবীণা মৃদুমধুরকলোত্তানগানাবধানাঃ
পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রনৃত্যং প্রমুদিতমনসো বাদকা নর্তকাস্চ ।
তৎপশ্চাৎ স্বর্ণকণীরথসমশকটীগর্ভনির্ভাতবাসা
গোপো গোপ্যানি গোপেশ্বরসুতচরিতানুদিগরা প্রোদ্‌গিরন্ত্যঃ ॥

৪০। কিঞ্চ,

প্রত্নাহবাহারী হরিরিহ বিহরন্ সুপ্রশস্তৈবয়ন্তৈঃ
সাক্ষং শ্রদ্ধানুবন্ধাভিরভি রভসারথবহাসোপহাসৈঃ ।
পশ্চাদাভীররাজপ্রভৃতিরতিমুদামোদিমন্দারদামো-
দামান্নাতোরুবক্ষাঃ স্মিতসুরসমুখো মুখ্য আভীরবর্গঃ ॥

৪১। ইত্যেবং যথাবিধি-বিহিতবিপ্রদক্ষিণং প্রদক্ষিণং গিরেরথ তথা বিধায় তথাবিধায় প্রমোদায়
প্রমোদায়স্থলমনাকলয়ন্তো লয়ং তোষ এব তে জগ্মুঃ ॥

স্বিনী ভেরী চ ঢকানাং ঢকারশ্চ ত এব হিকাত্তাভিমুখরিতা ইব ককুভো দিশো বৈশ্বে ॥

৩৯। স্বর্ণশ্র কনকশ্র কণীরথো বিমানং তৎসমাস্ততুল্যাঃ শকটাস্তাসাং গর্ভে নির্ভাতঃ প্রদীপ্তৌ বাসো যাঙ্গাং তা
গোপাঃ সংপ্রতীযুরিতি পূর্বশ্রানুবধঃ ॥

৪০। প্রত্নাহো বিয়ঃ, অভি নিঃশঙ্কমেব, অতিমুদা অত্যনন্দেন, প্রতীয়ায়েতি বচন বিপরিণামেনাত্ত্রানুবধঃ ।
আমোদিনীভর্মন্দারদামভিক্রদামং স্বচ্ছন্দং যথা স্ম্যতথা আয়াতাত্যাচ্ছন্নান্যরূপি বৃহস্তি বক্ষাংসি যন্ত তথাভূতঃ সন্ ॥

৪১। বিধিমনতিক্রম্য বিহিতা বিপ্রোভো দক্ষিণা যত্র তৎ প্রদক্ষিণং বিধায় কৃত্বা তথাবিধায় প্রমোদায় তাদৃশ-
মানন্দং নিবাসয়িতুং প্রমায়াঃ প্রমাণস্তোৎকর্ষণায়ো বৃদ্ধির্গত্র তথাবিধং স্থলমনাকলন্তোঃপশন্তঃ,—আত্মনামগ্নপ্রমাণত্বং, তন্ত
তুলতে । পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলছিল হাতে লগুড় নিয়ে কুঙ্কুমের দ্বারা অঙ্কিতাঙ্গী নির্ভয় গোপগণ মণি-কনকে
অলঙ্কৃত বিচিত্র শরীরবিশিষ্ট গরুরপাল চালনা করতে করতে ।

৩৯। আরও, বীণাবেণু-প্রবীনগণ, মৃদুমধুর-কল-উত্তান গানে অবধানপর গায়কগণ ও তৎপশ্চাৎ
পশ্চাৎ মধুর নৃত্যশীল পরমানন্দিত বাদক-নর্তকগণ পর পর চলছিলেন । এঁদের পিছনে চলছিল সোনার
দেবরথের মতো শকটের গর্ভে অতি আনন্দোজ্জলভাবে বিরাজমানা গোপীগণ—গোপরাজতনয়ের গুঢ় লীলা-
কথা উল্লাসের সহিত উচ্চস্বরে গাইতে গাইতে ।

৪০। বিঘ্নবাহারী হরি তাঁতে শ্রদ্ধায় নিত্যবন্ধ-অতি প্রশংসনীয় বয়স্যগণের সহিত নিঃশঙ্কভাবে
গিরিরাজ-তটে হাসা-পরিহাস বেগে উচ্ছলিত হয়ে বিহার করতে করতে চলছিলেন, আর এঁদের পশ্চাৎ
চলছিলেন সুগন্ধী সুবাসিত স্বর্ণীয় দেবতরু-পুষ্পমালিকা স্বচ্ছন্দে ধারণে ঢাকা বিশাল বন্ধদেশা-অতি আনন্দো-
জ্জল-স্মিত সরস মুখো মুখ্য মুখ্য-গোপরাজ প্রভৃতি গোপবর্গ ।

৪১। এই প্রকারে চলতে চলতে যেখানে যা বিধি সেই ভাবে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দেওয়া হ'ল ।

৪২। তত্শ্চ পরেত্বি ত্বি ভুবি প্রথমানমানমহত্যা মহত্যা মুদৈবানকাদিশব্দমনিবৰ্য্যেব তেনৈব ক্রমেণ ভাবিত্যাং ভাবিত্যাং যমযমভগিনীপ্রিয়ামদ্বিতীয়ায়াং দ্বিতীয়ায়াং যমুনাস্নানার্থং তত্ত্বটমেব সৰ্বে সমাজগ্মুঃ॥

৪৩। বিভাতায়াং চ তস্তাং ক্ষণদায়াং ক্ষণদায়াং বিশিষ্টশিষ্টসমাচরলক্কে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নিমন্ত্রণে মন্ত্রণেন চতুরয়া রয়াদেবোপনন্দাঅজয়াঅজয়ায় সদামোদরস্ত দামোদরস্ত ভ্রাতৃনিমন্ত্রণং যত্কারি, তদা স চ সচরাচরজগন্ম-
নোরঞ্জনো রঞ্জনোচিত-ভগিনীবাৎসল্যানুরোধেন বিরোধেন বিরহিতং হিতং সমুপচিতচিত্তব্রতবোধয়া দয়য়া শরীরি-
ণ্যেব তয়া পরিবেষ্টমাণমিষ্যমাণমিষ্টপিষ্টকাদিকমতিস্বরসবহুরসবহুবিধমামোদনমোদনপানাদিকং সহচরৈর্হাসরস-
পটুনা বটুনা বলিতৈঃ সহ কুতূহলিনা হলিনা চ সরসং ভুঞ্জানো হসতা সতা তেনৈব মাণবকেন নবকেন নদনবিনো-
দেন জগদে জগদেকমোহনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

তু প্রমোদশ্রুতিবৃৎত্বাং । তোষে তস্মিন্ প্রমোদ এব লয় শ্লেষণং জগ্মুঃ প্রাপুঃ । তমানন্দমাত্মহু বাসয়িতুমশক্তা আনন্দ এব তস্মিন্মাত্মনো বাসয়ামাস্বরিতার্থঃ । অত্রোদ্দেশ্য-প্রতিনির্দেশ্যতয়া প্রমোদে ইতি বক্তব্যে তোষ ইত্যুক্তিৰ্ব্যমকানুরোধাৎ ॥

৪২। ততঃ পরেত্বি ভাবিত্যাং তৎপরদিনে ভবিষ্যন্ত্যাং ভাবিত্যাং কান্তিরক্ষিণ্যাং যমশ্চ যমভগিনী যমুনা চ তয়োঃ প্রিয়ায়াং দ্বিতীয়ায়াং প্রার্থয়মুনাস্নানার্থং প্রতিপত্তেব সারং সমাজগ্মুঃ । ত্বি ভুবি স্বর্গে মর্ত্যালোকে চ প্রথমানো মান আদরো যস্য তং শব্দমহত্যা প্রতিঘাতাভাবেনবানিবার্ধ ॥

৪৩। উপনন্দাঅজয়া যদি ভ্রাতৃনিমন্ত্রণমকারি, তদা তয়া পরিবেষ্টমাণ-মোদন-পানাদিকং ভুঞ্জানঃ শ্রীকৃষ্ণো হসতা মাণবকেন জগদ ইত্যাদয়ঃ । নিমন্ত্রণে বিষয়ে যন্মন্ত্রণঃ যোগ্যবিবেচনশক্তিস্তেন হেতুনা চতুরয়োপনন্দাঅজয়া সুনন্দয়া । ভ্রাতুঃ কথন্তুস্ত ? আঅজয়াার্থং সदैব মোদরস্ত হর্ষবৃন্তস্ত হর্ষনায়িনো বা । অরং ক্ষিপ্ৰমেব সম্যগুপচিত্তচিত্তব্রবন্তোদয়ো

বজ্রজনেরা সেই প্রদক্ষিণের ফলে প্রাপ্ত তাদৃশ আনন্দ ধরাবার মতো প্রশাশনমায়িক উচ্ছল পাত্র দেখতে পেলেন না—তাদের আত্মার অল্পতা, আর আনন্দের অতি বিশালতা হেতু। কাজেই সেই আনন্দেই তাঁদের আত্মা লয় প্রাপ্ত হয়ে গেল ।

৪২। অতঃপর পরিক্রমার প্রতিপদ দিনের পর কালক্রমে আগত, আপন উজ্জল্য পালনকর্ত্রী ও যম-যমুনাপ্রিয় অদ্বিতীয়া দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা স্নানার্থ তত্ত্বটে সকল ব্রজবাসিগণ গিয়ে উপস্থিত হলেন—
স্বর্গে মর্তে বিখ্যাত আদরে মহান্ ঢাকপটহ-নাগ্ৰাদি বাতোর অখণ্ডিত ধ্বনির সহিত পরমানন্দে ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব :

৪৩। সেই মহোৎসবদায়ী প্রতিপদ তিথির রাত্রি প্রভাত হলে বিশিষ্ট সদাচার-লব্ধ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নিমন্ত্রণ বিষয়ে যোগ্য বিবেচনাশক্তি থাকায় চতুর উপানন্দ-কন্যা সুনন্দা নিজের জয়ের জন্য সদাই হর্ষোৎফুল্ল ভ্রাতা দামোদরের নিমন্ত্রণ যদি করলেন তখন চরাচরের সহিত সমস্ত জগতের মনোরঞ্জন দামোদর রঞ্জনোচিত-
ভগিনীবাৎসল্যানুরোধে উচ্ছলিত চিত্তব্রবতার উদয়ে স্নিগ্ধা-মৃতিমতী দয়ার মতো ঐ ভগিনীদ্বারা পরিবেষ্টমান অবি-
রুদ্ধ-প্রিয়-অভিলষিত-অনপকারী-অতিস্বরস বহুরসযোগে বহুবিধ পিষ্টকাদি ও অল্পপানাদি হান্তরসপটু ত্রিবি-
লি-বৃক্ক বটুর সহিত মিলিত সখাগণ ও কুতূহলী হলধর সহ একসঙ্গে হান্তপরিহাস করতে করতে ভোজন করতে লাগলেন । সেই ভোজন অবসরে বচন-বিলাসি বটু হাসতে হাসতে জগদেকমোহন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

৪৪। 'হস্ত হস্তরথস্ত বয়স্ত ছুর্মেধসা বোধসা বেহ সকলা এব তিথয়োহতিথয়ো ভ্রাতৃদ্বিতীয়াভেন ন কৃতাঃ, কথং বা হে শ্রীবৎসর বৎসরদিনসংখ্যাসংখ্যাভাঃ স্বসারোদয়াঃ স্বসারো দয়াঃ শরীরিণ্য ইব নাভবন্ ভবতঃ ॥

৪৫। যত্নাভয়োঃ কতরদেকতরদেব সমভবিষ্যদভবিষ্যদতিকৌতুকং তদৈব নঃ । ন হীদৃশং পর্বতপর্বত-
রলে গতেহহনি চ নিচরীভূতেহ্লপানে ময়া ভো জনপ্রিয় ভোজনপ্রিয়তমেন ভুক্তং যথাচ্ছ' ইতি তত্পহাসহাস-
সরসবচসা চ সানন্দমভাবজহার, জহার চ সকলজনমনো মনোজ্ঞচরিতঃ স ষোষরাজযুবরাজঃ ।

৪৬। অথ পরস্পরাদরপরা পরার্থমণিকনকালঙ্কার সিচয়চয়ব্যাবদায়ী সমজনি জনিতকৌতুকা জনি-
মতামতানবেনৈব ॥

৪৭। এবং সনাপ্তে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ামহে যা মহেন্দ্রস্য মখভঙ্গাপীড়া পীড়াজনি, তত্পশমকৃতে কৃতেয়ং
তস্য যা কুরীতিরীতিকরী সাধুনা সাধুনা মতেন বর্ণ্যতে ॥

যস্যান্তরা; ইন্দ্ৰমাণমণ্ডিলম্ভমাণমিষ্টাভ্রনপকারীনি পিষ্টকাদীনি যত্র তদতিশ্রুতসং চ তদবহতী রসৈবহবিধং চেতি ভ্রমদনবি-
নোদেন বচবিলাসেন ॥

৪৪। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াভেনাতিথয়ো নিত্যমাগমনপরাঃ । শ্রীবৎসর! হে শ্রীবৎসাখ্যসল্লক্ষণযুক্ত! ইদমপ্যেকং মদ্রোচক-
মুত্তমলক্ষণং কণং তব নাভূদিতি ভাবঃ । যদা, শ্রীঃ সম্প্রতিস্তদযুক্তঃ বৎসং বক্ষো রাতীত্যেযাপি সম্প্রতিস্তবোচিতৈবেতি
ভাবঃ । স্বেবাং সারঃ শ্রেষ্ঠ উদয়ঃ সুখভোজনাত্মকো যাভ্যন্তাঃ স্বসারো ভগিন্তঃ ॥

৪৫। ভো হে জনপ্রিয়! জনসংঘট্ট এব শ্রীরসে, ন পুনরেকান্তে মিষ্টব্যাভক্ষণ সুখপরিপাটী জ্ঞানাসীতি ভাবঃ ।
তত্পহাসস্ত হাসঃ প্রকাশন্তেন সরসবচসা ॥

৪৬। ব্যাবদায়ী পরস্পরদানম্; জনিমতাং জন্মবতামতানবেনৈব বাহুল্যেনৈব জনিতং কৌতুকং যয়া সা ॥

৪৭। মখভঙ্গ এবাপীড়ঃ শেখরো যস্যঃ সা পীড়া । দ্বিতিরতিবৃষ্টিলক্ষণ উপদ্রবঃ ॥

৪৪। 'হায় হায়, হে অঘহস্তা বয়স্ত! দুর্বৃদ্ধি বিধাতা এই সংসারে কেন-না সকল তিথিকেই ভ্রাতৃ-
দ্বিতীয়া রূপে নিত্য আগমনপর করলেন, আর কেনই বা হে শ্রীবৎসাখ্য সুন্দর লক্ষণযুক্ত ভাই! বৎসর দিনের
সংখ্যায় গণনীয় আমাদের নিজেদের সুখভোজনাঙ্ক শ্রেষ্ঠ ফলোদয় যার থেকে হতে পারে এমন মূর্তিমতী
দয়াকরুণিনীর মতো ভগিনী তোমার হ'ল না ।

৪৫। যদি এ উভয় কিস্বা দুই-এর মধ্যে কোন একটি হয়ে যেত তবে উহা আমাদের অতি কৌতুকের
বিষয় হ'তো । গিরিরাজের উৎসবদিন কাল চক্ষুসত্য চলে গেল, তাই সেখানে রাশিকৃত অন্নপান থাকলেও
ভোজনপ্রিয় আমি আজকের মতো ঐদৃশ ভোজন করতে পারিনি'—এরূপে হাস্তপরিহাসের সহিত সরসবাক্যে-
সানন্দে ভোজন ও সকলজনের মন হরণ করলেন মনোজ্ঞচরিত সেই ষোষরাজযুবরাজ ।

৪৬। অতঃপর ভাইবোন পরস্পর আদরের সহিত বহুমূল্য বস্ত্র-মণি-কনক অলঙ্কার পরস্পর এত
আদান-প্রদান করলেন যার বাহুল্যে জন্মধারী মাত্রেরই কৌতুক হ'ল ।

৪৭। এইরূপে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব সমাপ্ত হলে মহেন্দ্রের মখভঙ্গজনিত মাথাধরা পীড়া জন্মালো ।
এর উপশমের জন্ম অতিবৃষ্টি লক্ষণ যা কিছু তাঁর করণীয় তা অধুনা স্তূৰ্ণভাবে বর্ণিত হচ্ছে ।

৪৮। তথা হি—স্থিতোহধিহুরসভং রসভঙ্গবিমনা বিহতে নিজমখে সখেদং খে দন্দহুমান ইব পুরন্দ-
রোহদরো দরোদিতমনস্তাপকৃষা পরুষাক্ষরমজ্জলং ॥

৪৯। ‘অহো চিত্রমহো মহো মে পাতিতঃ পাল্যমানপশুভিঃ পশুভিঃ শিশুবাচাশু বাচামধীশাপি
যস্য মে বাস্তবং স্তবং কুরুতে, তত্র মধুপাসনাহিপাসনাকারমাগো মা গোপা গণয়ন্তি স্ম, যন্তি স্ম কেবলং বলং
মদাক্ষতায়াঃ। ভদ্রং বো ভদ্রমাতীরা ভীরাহিতোন কথং সন্তি সন্তিগ্নমতয়ো ভবন্তঃ ? কথং বালো বা লোল-
মতিরয়ং তিরয়ংস্ভাদৃশামখং শতমনু্যমন্যাতো যুগ্মানায়ুগ্মানাসাদয়তু প্রিয়ম্, প্রিয়স্তাবুকো ভাবুকোদয়েন কথং বা
ভবতু বঃ পশ্যামি ॥’

৪৮। অক্ষরো নির্ভয়ঃ, অতএবাদরোদিতেনানলোদ্গমন মনস্তাপেন বা কষ্ট ক্রোধস্তয়া ॥

৪৯। পাল্যমানপশুভিঃগোপৈঃ পশুভিঃ পশুতুল্যৈঃ, আশু শীঘ্রং শিশুবাচা মে মহঃ পাতিতঃ। বস্তৃতস্ত পশুভিরপি
পাল্যমানমপেক্ষ্যমাণং পশু দর্শনং বেষাং তৈঃ, “অবারং পশু দর্শনে ইতি মেদিনী। বাচামধীশাপি সরস্বতাপি। তত্র মধ্য-
গোহিপর্যায়ং গোপা মা গণয়ন্তি স্ম। আগঃ কথন্তম ? মধুপাসনায়া অপাসনা ত্যাগস্তলাকারমঃ মদাক্ষতায়া মদাক্ষত্বসৌব
বলং যন্তি স্ম, প্রাপ্তবন্তঃ। বস্তৃতস্ত মে বাচামধীশাপি মম দুর্মতেরপি সরস্বতী যস্য শিশোবাশ্তবং স্তবং কুরুতে, তত্র তস্মিন্
শ্রীকৃষ্ণে সতি। কিঞ্চ, মম আস্যাক্ প্রকারেণাক্রতা এব যাতা বলং যন্তি স্ম প্রাপ্তঃ, তত্র শ্রীকৃষ্ণে মম যজ্ঞত্যাগেব বধন্ত
ইত্যর্থঃ।

এবং পরুষবর্ণনৈরপাশান্তো বৃক্যাহভিমুখীকৃত্য সতর্জনমাহ—ভদ্রমিতি। ভীরাহিতোন নির্ভয়েন সন্তিগ্নমতয়ঃ
সম্যক্ কটুব্ধয়ঃ। বস্তৃতস্ত ভীরাহিতো সতি ভবন্তঃ স্তবীকৃতমতয়ঃ কথং ন সন্তি ? অপি তু সন্তোব। অত্র পক্ষে, ভদ্রং ভো
ভদ্রমিত্যন্ত্যাসে। লোলমতিরয়ং বালঃ কৃষ্ণঃ শতমনু্যমন্যাতো হেতোস্তাদৃশামখমপরাধং তিরয়ন্ দুরীকৃর্বন্ স্বয়ং বা আয়ুগ্মান
সন্ কথং যুগ্মান প্রিয়মাসাদয়তু প্রাপয়তু ? কথং বা বো যুগ্মকং ভাবুকোদয়েন মঙ্গলোদয়েন হেতুনা প্রিয়স্তাবুকো ভবতু,
তদহং পশ্যামি। বস্তৃতস্তলোলমতিরতিবীরস্বাদৃশাঃ স্ববিধানামস্তেবামপাঘং বাসনং তিরয়ন্ সন্ ভাবুকোদয়ে সতি কথং

যজ্ঞভঙ্গে ইন্দ্রের ক্রোধ ও প্রলয়বারি বর্ষণ :

৪৮। দেবসভায় অধিষ্ঠিত ইন্দ্র নিজের যজ্ঞ ভঙ্গ হতে দেখে রসভঙ্গে বিমনা হয়ে গেলেন। তিনি
নির্ভয় কি না তাই চুখে জলে যাওয়ার মতো হয়ে অত্যন্ত মনস্তাপ জনিত ক্রোধে উদ্ধত ভাবায় বললেন—

৪৯ ‘অহো কি আশ্চর্য! অহো পশুপালন করতে করতে দেখছি পশুতুল্য বুদ্ধি হয়ে গিয়েছে এই
গোপগণের। শিশুর কথায় টক করে আমার যজ্ঞ ছুরে ফেলে দিল। যে-আমার সারি সারি স্তব সরস্বতীদেবী
পর্যন্ত করে থাকে সেই আমার বিষয়ে মধুপাসনা-ত্যাগরূপ অপরাধ গোপগণ কি গণনার মধ্যে আনল না—
মদাক্ষত্বের বলই কি এদের পেয়ে এসলো। (এইরূপ উদ্ধতভাবে বাকা বাকা কথায় শাস্তি যদি না হলো
তখন গোপেদের সম্বোধন করে সতর্জনে বলতে লাগলেন—) ভাল ভাল গোপগণ, থাক দেখছি—নির্ভয়তা-
হেতু কি করে অতি কটুবুদ্ধি হয়ে উঠ্লে। ইন্দ্রের ক্রোধহেতু যে অপরাধ হয়েছে তা দূর করে চঞ্চল এই বালক
নিজেই বা আয়ুগ্মান হয়ে কি করে প্রিয়বস্ত্র প্রাপ্তি করায়, আর কি করেই বা তোমাদের মঙ্গলোদয় হেতু প্রিয়-
ভাবুনে হয় তা একবার দেখে নিচ্ছি।’

৫০। ইতি প্রতিষা প্রতিষাতভগ্নমনা মনাস্বিচিন্ত্য মহাকল্পকল্পনকারিণো মহাপঞ্চনান্ স্বনান্ ক্রোধ-
নিবন্ধতো বন্ধতো মোচয়িত্বা রচয়িত্বারমতিশ্লাঘয়া বলমানমাননাভাজনান্ কৃতসভাজনান্ কৃতসদয়াবলোকান্
সম্বর্তকাদীহুবাত্ ॥

৫১। 'হংহো রংহোরঞ্জিতা জিতাখিলাসারকৃতঃ সারকৃতঃ খলু ভবতাং মদো মদোজসাং বর্দ্ধকঃ ।
যদ্যয়া নিগজতেহত তেন ভবন্তো ভবন্তো মৎপ্রিয়ায় কৃতার্থয়ন্তু মাম্ । মাস্তু বিলম্বো নিরাবিলং বো নিরাসকত্ব-
মন্তি জগতঃ কিমেকস্ত প্রদেশস্ত; তদধুনা ধুনান্ ইব ভুবনকোষং ব্রজনগরনাশায় বর্ষন্তু ॥

৫২। ইত্যেবমুক্তো মুক্তো বন্ধনতো নতোহতিতরাং সম্বর্তকো নাম গণঃ প্রচক্রেমে ক্রেমেণ স্বদর্প-
মুপপাদয়িতুন্ম । প্রথমতঃ কাপি কাদম্বিনী গগনসরসঃ শৈবালাবলী বলীয়সীব কিরণমালিমালিন্তমাসাদয়ামাস ।
ক্ষণমাত্রতো রসাতলতলত উথিতা বলমানমাননাগনাগরীনিঃস্বাসধূমধোরণীব দিগ্বলয়মক্ষকারিতং চকার কাপি
ন প্রিয়মাসাদয়ত, কথং বা ন প্রিয়ন্তাবকো ভববিত্তি নেত্যন্তোভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ ॥

৫০। প্রতিষায়াঃ ক্রোধস্ত প্রতিষাতেন ভগ্ন মনো যন্ত সঃ; "প্রতিষা রুটক্রোধো স্ত্রিয়ো" ইত্যমরঃ । মহাকল্পস্ত
মহাপ্রলয়স্ত কল্পনকারিণো নির্মাণসমর্থায়মহাপঞ্চনান্ বৃহচ্ছরীরানতিশ্লাঘয়া 'যুগং মহাবলিন এব মম পরমসহায়াঃ' ইত্যেবং
প্রোৎসাহনেন বলমানমাননায়া অত্যাদরস্ত ভাজনান্ অরং শীঘ্রমেব রচয়িত্বোবাচ । কৃতং সভাজনং 'ভবৎকিঙ্করা এব বয়-
মাজ্ঞাহুবর্তিনঃ' ইত্যেবমিত্তস্ততির্ধেয়ান্ ॥

৫১। জিতমখিলং যৈন্তথাভুতানাসারান্ ধারাসম্পাতান্ কুব্ধীতি তে । সারকৃতো মদো বলজনিতো গর্বঃ ।
ভবন্তো যুগং মৎপ্রিয়ায় মৎপ্রীত্যর্থং ভবন্তো বর্তমানাঃ । বো যুগ্মকং নিরাবিলং যথা শ্রাদ্ধা জগতো বিশ্বস্যাপি নিরাসকত্বং
সংহারকত্বমন্তি, তাদৃশী যোগাতা বর্তত ইত্যর্থঃ ।

৫২। অতিতরাং নতঃ কৃতপ্রণামঃ । কাদম্বিনী মেঘমালা । মানঃ পরিমাণঃ গর্বো বা ॥

৫০। এইরূপ ক্রোধের প্রতিষাতে ভগ্নমনা ইন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে মহাপ্রলয় ঘটানোতে সমর্থ
বিরাট আকারবান্ মেঘদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে অতি প্রশংসায় উত্তেজিত করত প্রথমে তাদেরকে
অত্যাদর-পাত্র বানিয়ে তুললেন । অতঃপর 'তোমার কিঙ্কর আমরা তোমার আজ্ঞাহুবর্তী' এরূপ ইন্দ্রস্ততিপর
সম্বর্তকাদি মেঘসমূহকে সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপে কৃতার্থ করে বললেন—

৫১। 'হংহো বেগরঞ্জি, অখিলবিশ্বজয়ি, ধারাসম্পাতকারি মেঘগণ ! তোমাদের বলজনিত গর্ব আমার
তেজবর্দ্ধক । এইক্ষণে আমি যা বলছি সেই কাজ নির্বাহ করে মৎপ্রিয়ার্থে বর্তমান তোমরা আমাকে কৃতার্থ
করে দেও । বিলম্ব করো না, সমস্ত বিশ্বেরও সংহারক ভাব তোমাদের ভেতর আছে অনাবিল ভাবে । একটি
প্রদেশের কথা আর কি । অতএব অধুনা ব্রজনগর নাশার্থে ভূমণ্ডলকে প্রেক্ষিপিতের মতো করতে করতে
বর্ষণ কর ।'

৫২। এইরূপে আদিষ্ট বন্ধনমুক্ত সম্বর্তক নামক অনুচরবর্গ সদর্প পদক্ষেপে চলল কার্যনির্বাহে ।
প্রথমতঃ কোনও এক মেঘমালা সরসীর মালিনাবিধানকারী স্বন শৈবালাবলীর মতো আকাশে সূর্যের মালিন্য
বিধান করল, আবার ক্ষণমাত্রে কোনও মেঘশ্রেণী রসাতল থেকে উথিতা পুঞ্জ পুঞ্জ নাগনাগরী-নিঃস্বাসধূম-

৫৬। পৃথিবী-জল-তেজাদি নবদ্রব্যের অতিরিক্ত অঙ্কতমসা নামক দশমদ্রব্য যেন দশদিগকে জড়ী-

মুহূর্ত্তং যদি সমবর্ত্তত, তদা তদাকস্মিকমিব ঘুর্ণবিদ্ধাদিবোপরিভন-জগদণ্ডকটাহাদ্গলতামাবরণবারাং বারান্তরানুৎ-
পন্নং বিন্দুজালং মহীমহীনকর্দমাং চক্রে । সমনস্তরমনস্তরয়াস্ত এব বিন্দবো বিন্দুতামাপহায় গগনমহাত্তগ্রোধস্ত
ত্বেগ্রোধস্তনা মহাবরোহাকারা ধারাভাবমাপেদিরে ॥

৫৭ । এবং সতি — বৎসানাচ্ছাত্ত সান্নাবলয়বলনয়া জ্রাঘয়ন্তাঃ শিরোধীন
বুদ্ধানং নত্রয়ন্ত্যঃ কুটিলিতনয়না নিশ্চলা লম্বিলুমাঃ ।
ধারাপাতাবঘাতক্ষুভিত-পৃথুতরোংকম্পভূয়িষ্ঠপৃষ্ঠাঃ
কাতর্যোগেক্ষমাণাঃ শরণমুপযযুর্ধনবঃ কৃষ্ণমেব ॥

৫৮ । কিঞ্চ, আবিক্ধঃ শৃঙ্গকোটাবতিপৃথুনি ককুশ্চুগ্লে গগুশৈলে
সংশীর্ঘন্ জর্জরন্ত্ প্রগত ইত ইতঃ শীকরাকারমাপ্তাঃ ।
ভগ্নঃ পৃষ্ঠে গরিষ্ঠে ক্ষটিকমণিশিলাপেশলে হস্ত বারাং
ধারাপাতঃ প্রকোপং রুদ্রমপি বিদধে ধাবতাং পুংগবানাম্ ॥

দ্রব্যং দশ দিশো মন্দীকৃত্যাক্রম্যঃ সকলা এব জনা যত্র তথাভূতং জগৎ কুর্বাণমিব । তৎ প্রসিক্তং, আবরণবারামণ্ডকটাহ
বহিঃস্থিত জলানামিব বিন্দুজালং কর্তৃ আকস্মিকমকস্মাদ্ভূতমিব; কিঞ্চ বারান্তরেহনুৎপন্নম্; অহীনকর্দমাং সম্পূর্ণকর্দমযুক্তা
মহীং চক্রে । অনস্তরয়া অনস্তবেগা, গগনমেব মহান্ ত্বেগ্রোধো বটন্তস্ত মহাত্তোহবরোহাঃ শাখাশিকাগুদাকারা ত্বেগে ত্রগ-
ভূতা রোধস্যাদা আবরণবেগা যেষাং তে ॥

৫৭ । সান্নাভির্গলকস্থলৈর্বলয়বলনয়া মণ্ডলীকরণেন বৎসানাচ্ছাত্ত, শিরোধীন গ্রীবাঃ; কুটিলিতনয়না ইত্যাসাং-
সম্মদভীত্যা নেত্রয়োর্মুদ্রণাদবহির্দর্শনার্থঞ্চ কিঞ্চিৎস্থলীলনাচ্চ । লম্বিলুমাঃ লম্বমানপুচ্ছাঃ ॥

৫৮ । পুঙ্গবানাং শৃঙ্গ-ককুৎ-পৃষ্ঠপতিতানাসারান্ যথা-স্বরূপোদয়ং বর্ণয়তি—আবিক্ধ ইতি । প্রকোপং ঘৃৎসাভি-
ভূত করত সারা হুনিয়া শুধু অন্ধতমজনে ভরিয়ে তুলল । এক মুহূর্ত্ত যদি এই ভাবে সবত্র সমভাবে বিরাজমান
হয়ে গেল তখন যেন সেই ঘূর্নধরা উপরিভন জগদণ্ডকটাহ থেকে গলিত আবরণ-বারির মতো জলবিন্দু সমূহ
পৃথিবী একেবারে কর্দমাক্ত করে দিল—এ যেন অকস্মাৎই উৎপন্ন, আর একবার যে উৎপন্ন হবে এমনও নয় ।
অতঃপর অনস্ত বেগবান্ সেই সকল বিন্দু বিন্দুতা ছেড়ে দিয়ে গগনরূপ বটবৃক্ষের মহান জটার আকারে বাঁধ-
ভাঙ্গা নদীর মতো বেগবান্ ধারায় ঝরতে লাগল ।

৫৭ । এরূপ হলে গলকম্বলের কুণ্ডলী পাকিয়ে বৎসদের আচ্ছাদিত করে, গ্রীবা দীর্ঘতর করে, মাথা
নীচু করে, পুচ্ছ নিশ্চল লম্বিত করে, চক্ষু বৃষ্টির ঝপটার ভয়ে কিঞ্চিৎ মুদ্রিত ও বাইরটা দেখার জন্য কিঞ্চিৎ
খোলা করে এবং ধারাপাতের দারুণ আঘাতে ক্ষুভিত হওয়ার দরুণ অতিশয় কাঁপুনিতে পিঠের ফুলো ফুলো
অবস্থায় দাঁড়িয়ে খেয়গণ কাতরে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তাঁর শরণ নিল ।

৫৮ । বৃষ্টির এই ধারাপাত ধাবমান্ বাঁড়ীদের শৃঙ্গরূপ বাধায় যা খেয়ে খেয়ে ছিট্কে গিয়ে ওদের
অতিশূল কুঁটিমণ্ডলে লেগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে চতুর্দিকে বিন্দুর আকার প্রাপ্ত হল, আর ক্ষটিকমণিশিলায়
মতো সুন্দর ওদের বৃহৎ পিঠে লেগে ভেঙ্গে কুটি কুটি হয়ে ছিটিয়ে পড়ল । হায় হায় এই ধারপাত বাঁড়ীদের

৫৯ । অথ ক্ষণক্ষণতো বিলক্ষণলক্ষণতো-রস্তাস্তাস্তাস্তরুণতরা ইব স্থূলভাবলভা বর্ষীয়সীর্ধারাঃ সূত্বারা
বারামবলোক্য সর্ব এব সাতক্ষ্য তক্ষণনাহকালকল্পকল্পমাস্তু মত্থমানা বলমানাবলভাবা ব্রজপুরজনা জনানন্দকরং
জীকৃষ্মুপসঙ্গম্য গম্যমানখেদাতিশয়ং নিবেদয়াক্ষত্ৰুঃ,—‘ভো ভোঃ কৃষ্ণ মহাবাহো মহাবাহো নঃ খলু বিশঙ্কটং
সঙ্কটং সঞ্চচার । তদিদং গোকুলমাশ্রনাথমাশ্রনাথ মা বিলম্বেন প্রতিপালয়িতুমর্হসি ॥

৬০ । পশু পশু— ইয়ং বিদ্যাদ্বীথী কুপিতফণিজিহ্বেব বলতে
শিলাসারঃ সারং হরতি পুরবাটীক্ষিতিরুহাম্ ॥
অয়ং মেঘজ্যোতির্ব্যতিকর উদীর্ণোহধিসলিলং
জলতুচ্চৈরৌবানল ইব সমুদ্রোদরচরঃ ॥

৬১ ॥ কিঞ্চ, যথোধবং ক্ষায়ন্তে পুরুপরুষগর্জং জলমুচঃ
ক্রমস্থূণাহৌল্য তিরয়তি চ ধারাততিরিয়ম্ ।
অয়ং ক্ষৌণীনতুল্যতি-পরিচয়চ্ছিন্ন পরমপা-
মপারো বাপারঃ প্রলয়জলধিষ্ণুং প্রথয়তে ॥

প্রায়ের ক্রোধম্ । রুজমত্যাঘাতবশাৎ পীড়াম্ ॥

৫৯ । তরুণতরা অতিপুষ্টা রস্তাণাং স্তভা ইব স্থূলভাবং হৌল্যাং লভন্ত ইতি তা বারাং ধারাঃ; তমকালেহসময়ে-
ইপি কল্পঃ কল্পনং যন্ত তাদৃশং কল্পং প্রলয়ম্ । বলমানোহবলভাব আবল্যং । য়েবাং তে । হে মহাব ! হে উৎসবরক্ষক ! সদা
সুখদারিনি ত্রি তিষ্ঠতি কথমেতদুৎখমিতি ভাবঃ । অহো আশ্চর্যম, নোহস্ম্যকং বিশঙ্কটং মহৎ । আশ্রনাথং স্নাতকমাশ্রনা
স্বয়মেব; যদা, আশ্রনা সহ, অথ অনন্তরমেব, মা বিলম্বেনাবিলম্বেন ॥

৬০ । শিলানামাসারঃ সম্পাতো মেঘজ্যোতিবাং বজ্রাঘ্নীনাং ব্যতিকরো ব্যতিষদঃ ॥

৬১ । যথা ক্ষায়ন্তে বর্ষন্তে, তথৈবেয়ং ধারাততিঃ স্থূণাহৌল্যঃ স্তম্ভস্ত স্থূলতামপি তিরয়তি তিরঙ্করোতি । অপার্ধে

ক্রোধ ও পীড়া উভয়ই জন্মাল ।

৫৯ । অতঃপর ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারার বিলক্ষণ লক্ষণ থেকে অতিপুষ্ট কদলীস্তুস্তের মতো স্থূলতায়
গত-পরিণত-সূত্বারা জলধারা অবলোকন করে ব্রজপুর জনেরা সকলেই সেই কোনও অকালে কল্পিত প্রলয়
যেন এই এখনই এসে গেল এরূপ মনে করে অতিশয় বলহীনতার উদয়ে সাতক্ষ্যভাবে জনানন্দকর কৃষ্ণের নিকট
গিয়ে তৎকালে প্রতীয়মান অতিশয় খেদ নিবেদন করলেন ‘ভো ভো কৃষ্ণ মহাবাহো, হে আমাদের আনন্দ
পালয়িতা, অহো, আমাদের এক মহান সঙ্কট এসে উপস্থিত । অতএব এই গোকুলের স্বামী তোমার নিজেরই
অবিলম্বে এখন আমাদের প্রতিপালন করা উচিত ।

৬০ । দেখ দেখ—এ-বিদ্যামালা কুপিত ফণিজিহ্বার মতো লকলক করছে, এ-শিলাবর্ষণ পুরবাটি-
কার বৃক্ষের মজ্জা বিনষ্ট করে দিচ্ছে । এ-বজ্রাঘ্নিচয় জলের মধ্যে উদয় প্রাপ্ত হয়ে সমুদ্রের উদরে বিচরণশীল
বাড়বানলের মতো অতি তেজে জ্বলছে ।

৬১ । উর্ধ্বং যেন মেঘমালা গম্ভীর কর্কশ গর্জন করতে করতে বেড়ে উঠছে তেমনি এ ধারাগ্রণী

৬২। পরিতশ্চ পশ্য পশ্য—

নিষগ্নানুৎসঙ্গে খরতরশিলাপাতবিকলান্
স্বতয়া সংচ্ছাত্ত ব্যথিতবপুষো বংসনিচয়ান্ ।
দবাগ্নেঃ সন্ত্রাতা সপদি সলিলাং পাহি ন ইতি
প্রতীক্ষন্তে বাম্পাকুলচলদৃশ্যং সুরভয়ঃ ॥

৬৩। অতশ্চ পশ্য পশ্য—

চূর্ণয়িত্বা মহতি ককুদি ক্ষৌণিপৃষ্ঠং গতে দ্রা-
গোষে মুক্তাব্যতিকর ইব স্থূলবর্ষোপলানাম্ ।
মেঘান্ ক্রোধোল্লমিতশিরসো ভীমমুদীক্ষমানা
ধারাপাতপ্লুতমুখদৃশো যাস্তি কষ্টং মহোক্ষাঃ ॥

৬৪। কিঞ্চ, অনগ্নঃ কল্লাস্তক্ষমতম-মহাবর্ষণতনু-
রনর্থানাং সার্থো দুরূপশম এষ ব্যজনি নঃ ।

চকারঃ। ততশ্চ ক্ষৌণ্যাঃ পৃথিব্যা নত্যান্ত্যোনিঃস্বোচ্চত্বয়োঃ পরিচয়ং ছিনতীতি তথাভূতোহপাং জলানাং ব্যাপারো-
হপারঃ ॥

৬২। কুপাং জনয়িতুং ধেনুনাং হরবস্থাং তর্জতা দর্শয়ন্ত আহঃ,—নিষগ্নানিতি ॥

৬৩। প্রিয়াণাং পুঙ্গবানামোজঃ-পরিভবং তচ্চারিত্রেণ দর্শয়ন্তস্ত্রাণে সত্ত্বরমেব সমুৎসাহয়ন্ত আহঃ—চূর্ণয়িত্বা চূর্ণানী-
বাচর্ধ চূর্ণিতীভূয়েতি বাবং, স্থূলবর্ষোপলানামোঘে সমূহে ক্ষৌণিপৃষ্ঠং গতে সতি, মহোক্ষা মহাবৃষাঃ ॥

৬৪। কল্লাস্তে মহাপ্রলয়ে ক্ষমতমমতিসমর্থং যমহাবর্ষণং উক্ত তনুর্মূর্তিরূপোহনর্থানাং সার্থঃ সমূহো নোহস্মান্
ক্রমে স্তম্ভের স্থূলতাকে তিরস্কার করতে করতে বেড়ে উঠছে। পৃথিবীর উচুনীচু ভাবের পরিচয় লোপকারী
এ-জলরাশির অপার ব্যাপার প্রলয় জলধির আকার প্রকাশ করতে লাগল।

৬২। (কুপা জন্মাবার জন্য অঙ্গুলী নির্দেশে ধেনুগণের চূর্ণনা দেখিয়ে বলছেন) চতুর্দিকে তাকিয়ে
একবার দেখ-না --

সুরভীগণ তাদের ব্যথিত বপুর কোলে অবস্থিত ও খরতর শিলাপাতে বিকল বংসনিচয়কে নিজ তনু-
দ্বারা ভালভাবে আচ্ছাদিত করে বাম্পাকুল চঞ্চল নয়নে তোমার দিকে চেয়ে প্রতীক্ষা করছে—‘হে দাবাগ্নি
সন্ত্রাতা কৃষ্ণ, আমাদের এ-ধারাবর্ষণ থেকে সত্ত্বর রক্ষা কর’ এই ভাবে।

৬৩। আবার অতুদিকে ঐ চেয়ে দেখ—

বড় বড় শিল সমূহ মহাবর্ষণের বৃহৎঝুটিতে লেগে সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হয়ে মুক্তাবলীর মতো ভূমিতে
ছরিয়ে পড়ছে, আর ওরা ক্রোধে মাথা উচু করে ভয়ঙ্কর আরক্ত নয়নে মেঘকে চেয়ে দেখছে—অহো ধারাপাতে
ওদের মুখচোখ আগ্নুত হয়ে যাচ্ছে—অহো কি কষ্টই না পাচ্ছে ওরা।

৬৪। আরও, মহাপ্রলয় সৃজনে অতি সমর্থ মহাবর্ষণের বৃত্তিরূপ অনর্থের এই রাশি তো দুরূপশম

পরিব্রাতা নাগজদপর ইতি হামিহ বয়ং

প্রপন্ন ব্যাপন্নানহ নিজলোকায় কুরু নঃ ॥

৬৫। ইত্যাকর্ণয়ন্নাকর্ণয়ন্নপ্রাপ্তৌ বিলোকয়ন্নপি ধেনুনামুনামপগ্নানি শতমহ্যমহ্যজ্ঞানমিদমিতি
বিচারয়ন্নধুমধুরমকম্পান্নকম্পান্নচর্যা গিরা ‘মা ভৈষ্ট, ভো মা ভৈষ্ট ক্ষুদ্রো হি ক্ষুদ্রোহিবাধোদয় ইবায়মুপদ্রবঃ’
ইত্যাস্থাশ্চ সঙ্কল্পকল্পনমাত্রাদেব তমনর্থমনর্থকত্বমাপাদয়িতুং সমর্থোহপি ভজতামাকল্পমাকল্পমিব বাঙ্মনসয়োঃ
সুরকিল্লরনর-নিকরেণ গাস্ত্রয়ানমমরপরিবৃত্ত মদালীলাবিশেষং লীলাবিশেষং কুসুমসুধুরয়া তথা তদ্বানোইকৃত-
পরিকরবাক্তোহবহেলাবহে লাবণ্যসরসি স রসিকশেখরঃ স্তম্নাত ইব ॥

ব্যাপন্নান্ ন কুরু। অত্র প্রতাপদ্রবসময়মেব সর্বব্রজবাসিনাং (ভাঃ ১০।৮।১৯) “নারায়ণসমো গুণৈঃ” ইতি, (ভাঃ ১০।৮।১৮)
“য এতন্নিম্নমহাভাগঃ” ইতি, (ভাঃ ১০।৮।১৭) “অরাজকে রক্ষমাণাঃ” ইত্যাদি সর্বব্রজ গর্গব্যাক্যানাং সহস্রাশ্চরণাভ্য-
প্রপত্তিনীসদ্বতেতি ॥

৬৫। ইত্যাকর্ণয়ন্ ‘মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট’ ইত্যাস্থাশ্চ লীলাবিশেষং তদ্বানো যদা গোবর্ধনমুদ্ভীধীর্ভবৎ, তদৈবাস্থ
কৃষ্ণস্ত করোদরে স গোবর্ধনো লোকেন ব্যালোকীত্যয়ঃ। আকর্ণঃ কর্ণপর্ষন্তং যন্ গচ্ছন্নয়নপ্রাপ্তো যশ্চ সঃ। গ্নানি কথন্তু-
তাম্? ন উনামন্থাং সম্পূর্ণমেবেত্যর্থঃ। ইদমতিবর্ষণম্, অকম্পা নিশ্চলা যাত্নকম্পা সৈবান্নচরী যশ্চাপ্তা গিরা তদ্বাগধী-
নৈব কৃপাশক্তিহ্যামপ্রিতা প্রবর্তত ইত্যর্থঃ। যদা, প্রথমমনুকম্পা, তদনুচরী তদনুগামিনী চ যা গীতয়া। হি নিশ্চিতম্,
ক্ষুদ্রোহয়মুপদ্রবো ক্ষুদ্রো বৃদ্ধক্ষায়া দ্রোহী দ্রোহকরো বাধোদয়ঃ পীড়োদগম ইবান্নপ্রয়োগ-মাত্রেনৈব সূচিকিংস্ত ইতি ভাবঃ।
লীলাবিশেষং তদ্বানো বিস্তারয়িতুম্। কথন্তুম্? ভজতাং জনানামাকল্পং কল্পপর্ষন্তং বাস্মনসয়োরাকল্পং ভূষণমিব কীর্তনীয়ত্ব
চিন্তনীয়ত্বাভ্যাম্। কিঞ্চ, অমরপরিবৃত্তশ্চেন্দ্রশ্চ মদালীনাম্ মদশ্রেণীনাম্ লাবী ছেদী শেষো যশ্চ তম্। অবহেলা ইন্দ্রং প্রত্যা-
বজ্ঞা তাং বহতি ব্যানন্তীতি তথাভূতে লাবণ্যসরসি ॥

হয়ে উঠল। তুমি বিনা পরিব্রাতা আর কেউ নেই, তাই এখানে আমরা সকলে তোমাতে শরণাগত হলাম।
অহহ, নিজজন আমাদের বিপন্ন করো না।

গোবর্ধন ধারণ :

৬৫। এইরূপ শুনতে শুনতে আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন শ্রীকৃষ্ণ ধেনুদের অপরিসীম গ্লানি দেখতে দেখতে,
‘এ ইন্দ্রের ক্রোধজনিত ব্যাপার’ এরূপ বিচার করতে করতে মধু হতেও মধুর দৃঢ়-অনুকম্পারূপ অনুচরীর
আশ্রয়দায়ী বাক্যে বললেন—ওহে, ভয় করো না, ভয় করো না। এ উপদ্রব সত্য সত্যই ক্ষুধা অজন্মানো পীড়া
উদগমের মতো তুচ্ছ (ঔষধের অল্প প্রয়োগ মাত্রই সূচিকিংস্ত)। এরূপ আশ্বাস প্রদান করতে সঙ্কল্প গ্রহণমাত্রই
এই অনর্থ অর্থহীন করে দিতে সমর্থ হয়েছে ভজনীয়া জনের কল্পপর্ষন্ত বাক্যমনের ভূষণের মতো, দেবতা কিল্লর-
গণের দ্বারা কীর্তিত এবং ইন্দ্রের গর্বপর্বত ধ্বংশ-পরিণামী লীলাবিশেষ কুসুম-সুধুর তনুদ্বারা বিস্তার করতে
করতে ইন্দ্রের প্রতি অবহেলা-প্রকাশী লাবণ্যসরসীতে যেন স্তম্নাত এরূপ স্নিগ্ধ সেই রসিকশেখর কোমরে
পীতাম্বর না বেঁধেই—

৬৬।

ছত্রাকং কুতুর্কেন বালক ইব স্তম্ভেরমঃ স্তম্ভবৎ

শ্রীগোবর্দ্ধনমুদ্দিধীষু'রভবচ্চিত্তেন কৃষ্ণো যদা।

তহে'বাস্ত করোদরে চটচটাদ্বানধ্বনৎকন্দরা-

সুপ্তোদুন্ধকিশোরকেশরিসভো ব্যালোকি লোকেন সঃ ॥

৬৭। ততশ্চ,

ধ্যাতুর্ধানপ্রতানক্ষণপণপটুঃ প্রৌঢ়নাগেজ্জনারী-

ক্রৌড়ামাধ্বীকপানোৎসবনবরভাস্বাদবাধপ্রগল্ভঃ ;

দিগ্‌মাতঙ্গেন্দ্রদানদ্রবণবিষটনস্তৎসমুল্লাসনোথো

ত্রাম্যন্ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরমধি ন মমো কোহপি কোপী প্রণাদঃ ॥

৬৮। কিঞ্চ,

ওজঃকণ্ডুললীলালসকরকমলেনালগুণ্মাস্তমান-

স্মাদ্রেহীসপ্রকাশপ্রসর ইব সমান্নাত-হর্ষপ্রকর্ষঃ ।

৬৬। স্তম্ভেরমো হস্তী, স্তম্ভবদগুচ্ছমিবেত্যর্থঃ। বালকস্ত ছত্রাকোদ্ধরণ এব বলং পর্ষাপ্তমিত্যপর্ষাপ্তবলেন স্তম্ভরমেণ সহ পুনরুপমানং বর্ধেব চিত্তেনোদ্দিধীষু'রভবত্বেদেব তস্য করোদরে লোকেন স ব্যালোকীতি সঙ্কল্প-সমকালমেব তাদৃশ-ব্যাপারোদয়াত্তজ্ঞানায়াসঃ হুচিতঃ। চিত্তেনেতি কেবলেন মনসৈব, ন তু স্বকরেণাপীতি দিধীষীয়া অপি সামান্ততঃ প্রথম-বর্ধেবোক্তা, মনসা পাটলীপুত্রং প্রথমং জিগমিষতীতিবৎ। কৌদৃশঃ সন্ ব্যালোকি? চটচটাদ্বানেন ধ্বনস্তীষু কন্দরাসু স্তপ্তা এবোদুন্ধা স্বাপাবহৃত্যৈব সহসোচ্ছলনাং প্রাপ্তজাগরা কিশোরকেশরিণাং সভা বলিষ্ঠসিংহশ্রেণী যত্র সঃ ॥

৬৭। চটচটাদ্বানমেব সর্বিশেষঃ বর্ণয়তি—ধ্যাতুরিতি। ক্রমেণোপধ্বীকপানোৎসবনবরভাস্বাদবাধপ্রগল্ভঃ দানস্য দ্রবণং শ্রবণং তদ্বিষটয়তি দ্রীকরোতীতি সঃ, তৎসমুল্লাসনোথ-পর্বতোৎক্ষেপণজনিতঃ। ত্রয়াণামপ্যেবামগ্ধাবধানাসত্তবেহপি সহসা ত্রাসোদয়-হুচনাং প্রণাদস্য জাতি-প্রমাণাভ্যামতিশয়ঃ হুচিতঃ ॥

৬৮। বর্ষণং বর্ষণম্; “বৃষ্টিবর্ষম্” ইত্যমরঃ। তদেবোৎক্ষেপতে—ওজসো বলস্য কণ্ডুলা স্বাত্মরূপপাত্রদৃষ্ট্যা কণ্ডুয়া-বতী যা লীলা তয়া লসতি শোভত ইতি তেন করকমলেনোথাপ্যমানস্যাদ্রেঃ স্বপ্রভুপরাক্রমদৃষ্টৌব হাসপ্রকাশস্য প্রসরঃ

৬৬। বালক যেমন কৌতুকে ছত্র, বা হস্তী যেমন তৃণগুচ্ছ ধারণ করে সেইরূপ মনে মনে শ্রীগোবর্ধন উর্ধ্ব ধারণ করতে যেই ইচ্ছা করলেন অমনই গুহাসুপ্ত কিশোর-কিশোরী জাগান চটচট ধ্বনি-প্রতিধ্বনি মুখর এই পর্বত লোকে দেখতে পেল তাঁর করতলে।

৬৭। (চট চট ধ্বনির উর্ধ্ব-অধো ও মধ্যলোক ব্যাপ্তি দেখান হচ্ছে)। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার ধ্যানের বিস্তার দূরকরণরূপ পণ জিতনে চতুর,পাতালে বাসুকির প্রৌঢ়া নারীর ক্রৌড়াময় মাধ্বীক-পানোৎসবে নবোচ্ছাস-ময় আশ্বাদনে বাধা দানে সাহসী এবং দিগ্‌হস্তীশ্রেষ্ঠের মদজল দূরকারী পর্বতোৎক্ষেপণ জনিত কোনও অনির্ব-চনীয় কোপী উচ্চধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের উদর মধ্যে ঘুরতে লাগল, কোথাও স্থান সঙ্কুলান হল না।

৬৮। আরও, উত্থাপনবেগ-ক্ষুব্ধ বৃক্ষরাজির বৃন্তচূত পুষ্পের ভূমিতলে বর্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল এ

৬৯ । কিক্,

উল্লাসাবেগবিগ্নক্ষিতিকুহবিততেরু'ন্ততো বিচ্যুতানাং
পুষ্পাণাং বর্ষমাসীদধিধরণি যশঃপাতবদ্রুপাণেঃ ॥
উর্ধ্বো'র্ধ্বঃ বর্ধমানৈঃ স্বরতরশিখরৈশ্চিরভিন্নাভ্রপঙ্ক্তে-
স্তস্ত ক্ষৌণীকহৌষৈঃ পরিভবিতুমিব প্রোদ্যযে নন্দনজন্ ।
সিংহৈর্দন্তাবলেন্দ্র ভ্রমকুপিততমৈর্দারুণং দারয়ন্তি-
স্তীক্ষ্ণাভূগ্নৈন'থাগ্রৈর্জলধরপটলীং সর্বতঃ সম্প্রসশ্রে ॥

৭০ ।

উদন্তে কৃষ্ণোবরকরতলেনাচলপতা-
নহো কোহয়ং বোম স্বগয়তি কিমেতৎ কথমিতি ।
চকম্প কৈলাসঃ সমজনি স্রুমেরুঃ পুরুতয়ো
মমজ্জৈচ্চৈর্গঙ্গাপয়সি চকিতো দিগ্গজগগণঃ ॥

৭১ । কিক্,

জলানারৈ'ধ্বক্ ক্ষতিভিরথ মুক্তাধারচয়ৈ-
মুরারীতে: স্ত্রীদোর্মরকতমণিদগুরুচিরম্ ।
অভেদ্যং দন্তোলেরপি পবনবেগৈশ্চ ন ধুতং
মহারত্নছত্রং সমজনি গিরিগোকুলজুষাম্ ॥

প্রসরণম, স ইব সম্যগান্নাতোহিতান্তত্তৎকারণভূতো হর্ষপ্রকর্ষো যত্র সং, বহুহর্ষজনিত ত্রব্যায়ং হাস ইত্যর্থঃ । কিক্, হাসোহয়ং স্বগোত্রশক্রমিজ্জং প্রত্যবজ্ঞার্থং প্রযুক্ত ইত্যুৎপ্রেক্ষান্তরং স্বচয়ন পুষ্পাণাং ধরবো পতনলিঙ্গবশাৎ পুনরপুংপ্রেক্ষতে-
যশঃ-পাতবদিতি

৬৯ । তস্ত গোবর্ধনস্ত ক্ষৌণীকহৌষৈঃ প্রোদ্যযে প্রোদগম্যত । নন্দনজন্ নন্দনবনবৃক্ষান্, দন্তাবলো হন্তী । জল-
ধরপটলীং দারয়ন্তি: সন্তি: সিংহঃ সর্বতঃ সমস্তাৎ সংপ্রসশ্রে প্রোদগম্যতে অ ॥

৭০ । অবরকবস্ত্র বামহস্তস্ত তলেনোদন্তে উৎক্ষিপ্তে সতি ॥

যেন শক্তির চুলবুলুনি লীলায় শোভন করকমলে অনায়াসে উত্থাপ্যমান গিরিরাজের বার বার উজ্জেক বশত অতি
উচ্ছলিত হাস্য-প্রকাশের বিস্তার, অথবা এ যেন ইন্দ্রের যশঃপাত ।

৬৯ । উর্ধ্ব উর্ধ্ব বর্ধমান তীক্ষ্ণ পর্বতচূড়া দ্বারা মেঘমালা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে-। চূড়ার বৃক্ষশ্রেণী
যেন নন্দনবন বৃক্ষশ্রেণীকে পরাজিত করতে চলেছে । এই চূড়াবাসী সিংহ মেঘ দেখে হস্তীভ্রমে ভীষণ কুপিত
হয়ে তীক্ষ্ণ বক্র নখাগ্রে বিদারিত করে দিচ্ছে —মেঘমালা ভয়ে এদিক্ ওদিক্ সরে যাচ্ছে ।

৭০ । কৃষ্ণ বামহস্তে গিরিরাজ উঠিয়ে ধরলে'অহো এ কে আকাশ ঢেকে দিল, ব্যাপার কি, কি করেই
বা এ অঘটন ঘটল' এরূপ চিন্তায় কৈলাশ কেঁপে উঠল, স্রুমেরু অতিভয়ে ভীত হ'ল আর দিগ্গজগগণ ভয়ে
অতি চমকিত হয়ে মানসগঙ্গায় ডুব দিল ।

৭১ । আরও চতুর্দিকে চুয়ানো মুক্তাধারার মতো প্রতিভাত জলধারায় ও মরকতমণিদণ্ড সম মুরারির
ভুজদণ্ডত্বাতিতে রম্য, বজ্রের অভেদ্য এবং পবনবেগে অকম্পিত মহারত্ন-ছত্ররূপে গোকুলের সেবা করতে লাগ-

৭২। এবং নাম বামকরকমলেনোল্লাস্তু নিজগিরিবরং নিজগিরি বরং বিশ্বাসমাসাদয়ন্তু বাচ বাচম্পতিভি-
রপ্যয়মনির্বচনীয়চাকচরিতঃ ॥

৭৩। 'মাতর্মা তরলং মনঃ কুরু পিতর্মা চিন্তনীয়ং ভয়া
সন্দেহং সুহৃদো ন ধত্ত পতিতা নাহয়ং গিরিধংকরাং ।
সাক্ষাদেব বিলোকিতং তন্মমতা যেনার্চনং স্বীকৃতং
তস্য ব্যোমি কৃতাবলম্বনতয়া কিং দুষ্করাবস্থিতিঃ ॥

৭৪। কিঞ্চ,
আকারেণ মহানয়ং গিরিতয়া যত্নপায়ং স্থাবরো
দেবত্যাং সহজাদলৌকিকতয়া তর্কস্তু নো গোচরঃ ।
পশ্চাৎ লব্ধিমাশু যেন হি ময়াপুল্লাসিতো লীলয়া
তত্রাহং তু নিমিত্তমাত্রমহং স্বেচ্ছাময়োহয়ং গিরিঃ ॥

৭৫। ততঃ,
অস্বাধঃ প্রবিশন্ত সন্ত সুখিনঃ স্বং স্বং গৃহীত্বা ব্রজং
স্বচ্ছন্দং নিবসন্ত গোপনগরান্নেদং বিলং ভিত্ততে ।
কল্পান্তে জগতাং জনা হি বপুষা নারায়ণস্তোদরে
সুশ্লেনৈব বসন্তি তত্র নতরামেতাৎদৃশং কৌতুকম্ ॥

৭১। বিশ্বক্ সমস্ততঃ স্রুতিঃ ক্ররণং যেষাং তৈঃ । দন্তোল্বের্বজস্যাপি ॥

৭২। নিজগিরি নিজবাক্যে বরং বিশ্বাসমাসাদয়ন্তু প্রাপয়িতুম্ ॥

৭৩। তরলং শঙ্কাচপলম্; ন পতিতা ন পতিষ্যতি ॥

৭৪। যেন লব্ধিমা হেতুনা; ময়াপি শিশুনাপি ॥

৭৫। গোপনগরায় ভিত্ততে, ততো ন ভিন্নং তত্তু ল্যামেবেত্যর্থঃ

লেন গিরিরাজ ।

৭২। এইরূপে নিজ গিরিরাজকে বাম করকমলে উঠিয়ে নিজ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানোর জন্য বাক-
পটুগণেরও অনির্বচনীয় চাক চরিত কৃষ্ণ বললেন—

৭৩। 'মাগো, তুমি মনকে শঙ্কাচপল করো না, বাবা তুমি চিন্তা করো না, বন্ধুগণ তোমরা সন্দেহ-
প্রবণ হয়ে না। এ-গিরিরাজ আমার হাত থেকে পড়ে যাবে না। সাক্ষাৎই তোমরা দেখেছ—যিনি মূর্তিমান
হয়ে পূজা স্বীকার করলেন, তার পক্ষে আকাশ অবলম্বনে অবস্থান করা এমন কি দুষ্কর কাজ ।

৭৪। আকারে বিশাল এ-গিরিরাজ যদিও পর্বত বলে স্থাবর, তবুও সহজদেবত্ব হেতু অলৌকিক-
তায় তর্কের অগোচর। এর লঘুত্ব একবার দেখ-না, যেহেতু আমার মতো শিশুও লীলায় উঠিয়ে নিল। এ-
ব্যাপারে আমি তো নিমিত্তমাত্র অহং স্বেচ্ছাময় এ গিরিরাজ ।

৭৫। তাই বলছি, তোমরা সকলে নিজ নিজ সব কিছু বস্তু নিয়ে এঁর নিচে ঢুকে যাও সুখভাগী
হও, স্বচ্ছন্দে বাস কর, গোপনগরের সঙ্গে এই গর্তের কোন ভেদ নাই। কল্পান্তে নিখিল জগতের লোক সুশ্ল

৭৬। কিঞ্চ,

উল্লাসক্রমবেগতঃ সমুদিতৈঃ সারৈর্মৃদাং সঞ্চয়ৈঃ

প্রাকারাভতয়া স্থিতৈস্তত ইতো নাস্মিন্নপামাগমঃ ।

ষেচ্ছাকাননচারতোহপি সখিভির্দৈর্গবাং ভূয়তাং

স্ব-স্বাবাসবিলাসবাসরভসো বিস্ময়ধাতাং বন্ধুভিঃ ॥

৭৭। ইতি ধরাধরাধিপভূতা ভূতোহমৃতরসেনেব বাহারো হারোপমো যদি সপদি স পরিশশাম, তদা তদাশ্বস্তহৃদঃ স্তহৃদঃ স্ততকলত্রধনগোধনগোষ্ঠসহিতাঃ সপুরোধসোহরোধসোষ্যমাণসুখা নিঃষমপরম্পর-ভাগর্তং গর্তং ভূধরবরস্ত রবরস্তমাবিবিশুঃ ॥

৭৮। প্রবিশু চ নিরাবিলবিলস্বর্গমিব তং বতঃসরূপমখিলভুবনানাং পরিসরসরদনুপমযসমানযবস-মাননীয়শাশ্বলং বিমল-সরসীসরসীকৃতমপর্যাপ্ত-পর্যাপ্তবিবিধাভোগভোগসামগ্রীসহিত-গোগোপগোপনভাজন-ভাজনকমবলোক্য সর্ব'এব বিস্মিয়িরে সিম্মিয়িরে চ ॥

৭৬। সারৈর্মৃদৈরাসারৈর্ভেত্তুমশক্যৈরিতার্থঃ ॥

৭৭। ধরাধরাণাং পর্বতানামধিপাং প্রভুঃ শ্রীগোবর্ধনং বিভর্তীতি তেন ভূতঃ পুষ্টঃ । হারোপম ইতি হৃদয়ে সাদর-ধারণাং, পরিশশাম পরিশান্তো বিরত ইত্যর্থঃ । অরোধমবারিতং যথা শ্রান্তথা সোষ্যমাণানি সুখানি যেষাং তে । নিঃষমেণ নিস্তুলেন পরমপরভাগনাতিশোভয়া স্বাতং দীপ্তম্ ; “স্বতমুগ্ধশিলে জলে । ক্লীবাং সত্যো চ দীপ্তে শ্রাৎ” ইতি মেদিনী । রবেণ কোলাহলেন রস্তং রসনীয়ং যথা স্যাভুখা বিবিশুঃ ॥

৭৮। তং প্রসিদ্ধং স্ততলাদিকং বিলস্বর্গমেব পরিসরে পর্যন্তভুবি সরস্তিমিলিত্তিবসমানৈর্ধবতুল্যৈর্ধবসৈস্তনৈর্হেতু-ভির্মাননীয়ঃ শাশ্বলঃ শাশ্বরহিতপ্রদেশো যত্র তম্ । অপরাপ্তা চ আপ্তাঃ প্রাপ্তো বিবিধো রূপরসাদিময় আভোগঃ পরিপূর্ণতা যয়া সা চ যা ভোগসামগ্রী তয়া সহিতানাং গবাং গোপানাঞ্চ গোপনভাজনঞ্চ রক্ষণসমর্থঞ্চ তং ভা কান্তিগুজ্ঞনকক্ষেতি দেহেই নারায়ণের উদরে বাস করে, স্থূল দেহে নয় । সেখানে এতাদৃশ কৌতুক নেই ।

৭৬। আরও বলছি শোন—উত্তোলনকালে আক্রমনবেগে যে রাশি রাশি শক্ত্যুষ্ণি উঠে এল তা বাঁধের মতো ঐ গর্তের চতুর্দিকে খাড়া হয়ে অবস্থিত হল, যাতে ঐ গর্তের মধ্যে বর্ষার জল ঢুকতে না পারে । এখন বন্ধু-বান্ধবী এবং খেজুরগণের এখানে ষেচ্ছাকাননবিহার থেকেও সুখে নিজ নিজ বাস-বিলাস হোক, পূর্ব বাসের আবেশ ভুল হয়ে যাক ।

৭৭। গোবর্ধনধারি দ্বারা অমৃতরসে যেন পুষ্ট কণ্ঠহারসম একরূপ কথা যদি শেষ হল অমনই ঐ কথায় আশ্বস্ত-হৃদয় স্তহৃদং গণ স্তত-কলত্র-ধন-গোধনকুল এবং পুরোহিতগণের সহিত অপরিসীম উচ্ছল সুখে অতুলনীয় পরমশোভাতিশয়ে দীপ্ত গোবর্ধনের গর্তে আনন্দ-কোলাহলে রসপূর্ণ হয়ে ঢুকে গেলেন ।

ব্রজজনের গোবর্ধনধারণ-লীলা আশ্বাদন ও প্রিয়-আলাপন :

৭৮। ঐ গুহায় ঢুকে সকলেই বিস্মিত হলেন এবং মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন—স্ততলাদি নির্মল বিলস্বর্গের মতো ভুবনের ভূষণস্বরূপ, যবতুল্য তৃণের আচ্ছাদনে মাননীয় সবুজ মাঠময় প্রান্তদেশযুক্ত, বিমল সরোবরে সরসীকৃত, বিবিধ রূপরসাদি ভোগসামগ্রীতে ভরপুর, গো-গোপগণকে রক্ষণ সমর্থ এবং আলোয়

৭৯। ততশ্চ, গাথঃ স্বচ্ছন্দমুখুঃ পরিসরিণি বহির্মণ্ডলে শাদ্ভাটো
গোপালস্তুংপুরস্তাং সহধরিশুরাস্তুংপুরস্তাং পুরস্তাং ।
তত্রৈব কাপি রাধাপ্রভৃতিকুলবধুমণ্ডলা কাপি কত্যাঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বৈ সখায়া বটুরপি পিতরাবগ্রতো লাজলী চ ॥

৮০। এবং ব্রজনগরীগরীয়সা কৌতুকেন কেনচিদনাত্ত্ব তং কখন নিবৃতি-প্রদেশং প্রদেশং সমাসাত্ত্ব
মহাকল্পকল্পধনঘটাবলিবলিত-নিমুক্তাসারসারপরাভবভবদবসাদং বিজহতি স্ম; সর্ব এব স্বচ্ছাসমং সমস্ততঃ
স্থিতা অপি গোবর্ধনধরস্ত রসাত্তমমাত্মনয়নাভিমুখং মুখং মন্বতে স্ম ॥

৮১। অথ বেদবিদামবনির্জরাণাং নির্জরাণাং মঙ্গলাশীরাশী রামানুজং মানুজং লোকমালাত্ব বিহ-
রন্তুং হরন্তুং চ নিখিলসুরাসুরাণামভিমানমানন্দয়ামাস ॥

৮২। তদনু চ মাতাপিতৃবৈবিস্ময়স্ময়জয়া জয়াশংসয়া শং স যাপিতো ভ্রাতশ্চ শিরসি রসিতো
তম্। বিস্ময়িরিষে বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ, সিংয়িরিষে দ্বৈবজ্জহন্তুশ্চ ॥

৭৯। পরিসরিণি প্রসরণশীলে; লাজলী বলদেবঃ ॥

৮০। নিবৃতিরানন্দসা প্রদায়াং প্রদানে জশঃ সমর্থং মহাকল্পং মহাপ্রলয়ং কল্পয়দ্বীতি তেষাং ঘনানাং মেঘানাং
ঘটাভিঃ শ্রেণীভির্ঘটাবলিবলিত ইব কলসশ্রেণিসমুদগলিত ইব নিমুক্তো য আসারস্ত্রাস্তাং সারো বলবান্ যঃ পরাভব-
স্তস্মাদ্ভবন্ বোৎসাদস্তম্ ॥

৮১। অবনির্জরাণাং বিপ্রাণাং নির্জরাণাং তেজস্বিনাং মঙ্গলাশিবাং রাশী রামানুজং কৃষ্ণমানন্দয়াশাস ।
মানুজং মনুষ্যস্বন্ধিনম্ ॥

বলমল সেই গুহা অবলোকন করে ।

৭৯। অতঃপর সকলে স্বচ্ছন্দে এই ক্রমানুসারে দাঁড়িয়ে গেলেন—বিস্তৃত সবুজ তৃণময় বহির্মণ্ডলে
ধেনুসকল, তার সম্মুখভাগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলেমিশে গোপালগণ, তার আগে পুত্রবতী পুরস্ত্রীগণ, সেখানেই
কোনও একদিকে রাধাপ্রমুখা কুলবধুমণ্ডলা ও কোনও একদিকে কত্যাগণ, কৃষ্ণের দুই পার্শ্বে সখাগণ ও বটু,
এবং একটু আগে পিতামাতা ও বলদেব ।

৮০। এইরূপে মাননীয় ব্রজবাসিগণ কোনও অনিবচনীয় কৌতুকে নির্ভয়ে সেই অনিবচনীয় আনন্দ
প্রদানে সমর্থ সেই প্রদেশ প্রাপ্ত হয়ে কলসশ্রেণী থেকে গলগল করে নির্গত জলধারার মতো মহাপ্রলয় সৃজন-
কারী মেঘমালা থেকে গলিত জলধারাজনিত অতিপরাভব হেতু আগত অবসাদ তাগ করলেন । সকলেই
নিজ নিজ ইচ্ছা মতো চতুর্দিকে অবস্থিত থাকলেও গোবর্ধনধারীর রসাত্তম মুখ নিজ নিজ নয়ন অভিমুখে স্থিত
বলে মনে করতে লাগলেন ।

৮১। যিনি নরলোক প্রাপ্ত হয়ে লীলায় বিহার করছেন, নিখিল সুরাসুরগণের গর্বখণ্ডন করছেন
সেই রামানুজকে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলল—বেদবিদ তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের ভুরি ভুরি মঙ্গলাশীর্বাদ ।

৮২। অতঃপর পিতামাতার বিস্ময় ও মুখ-প্রফুল্লতায় প্রকাশিত বিজয়-প্রার্থনায় কল্যাণপ্রাপ্ত ও

রোহিণ্যা বাৎসল্যরসোক্ষণেন নিক্ষেপেন নিতরামপি প্রথমজনিজনিভবলেন চোপগৃহিতো হি তোষসমুদ্রাসেন মুদ্রা-
সেন স্রয়মান মাননকমলমলসদর-বিকসলয়নমীষহরময়স্ত্রীভী রময়স্ত্রীভী রতিকলাকলাপমাভীরীভীরীয়মাণপ্রণয়া-
মৃতক্লিষ্টাভী রাশাদিভিরভিনবানুরাগপরভাগসুকুমারিকাভিঃ কুমারিকাভিঃ নয়নচকোর-কোরকিত-চকিত-চপল-
প্রান্ত-লক্ষ্মীভিরক্ষীলমালিঙ্গিতঃ প্রমদভর-নিঃসহসহচরচয়প্রণয়নিরীক্ষণক্ষণনির্বতো বতো বন্ধুজনেন লকলেন ল
কলেন বচসা চ সানন্দং নর্মপটুনা বটুনা বদনমুদ্রীয় নিজগদে ॥

৮৩। 'জগদেকবল্লভ বয়স্য যস্য ব্রহ্মবর্চসমোষমোষবত্তরমনুভবন্তো ভবন্তো মোদন্তো, সোহং সোহং
কথয়ামি। কিময়ি ময়ি তস্মিন্ সতি সখে সখেদোহসি গিরিবরধারণে, ন কথমাজ্ঞাপয়সি, পয়সিজেক্ষণ ক্ষণমহং
গিরিবরয়েনং বিভর্মি ভর্মিণা দণ্ডকাষ্ঠশিখরেণ, খরেণ শ্রমেণ জ্ঞান্তো ভবান্ ক্ষণং বিজ্ঞাম্যতু ॥'

৮৪। ততুপাকর্ষ্য নিজগদে গোষ্ঠেশ্বরী, —'অহো এভিরেব পুনরুদ্বৈতরুদ্ধতৈক্ষ্ণেন চেতসা মুহুরুদ্ধতী-
কৃতোহসি, ভো বৎস! বৎসরুদ্ধত্যাং শতমখমখমখণ্ডিতং খণ্ডিতং যৎ কৃতবানসি, ন সিধ্যতি হি শর্মণে দেবতাহেলনম।

৮২। বিষয়স্রজয়া বিষয়ো লোকোত্তরক্রিয়াদর্শনোথঃ স্রয়ো হর্ষোথ মুখপ্রকল্পঃ তাত্যাং জনিতয়া জয়াশং-
সয়া 'বৎস! বিজয়ী ভব, সর্বাপত্তো বন্ধুঃ স্রায়ব' ইত্যাদিকয়া শঃ কলাপঃ ষাপিতঃ প্রাপিতঃ। বাৎসল্যরসসোক্ষণেন
সেকেন নিতরং ক্ষণ উৎসবে যস্মাতেন। আননকমলমীষহরময়স্ত্রীভী রাশাদিভিঃ কক্ষীভিনয়নচকোরস্য কোরকিতশ্চ
চকিতশ্চ চঞ্চলশ্চ যঃ প্রোচ্যে ব্রীড়া-শকৌঃসুকা সূচকস্তসা লক্ষ্মীভিঃ সম্পত্তিভিরক্ষীলং নির্নিমেষমেবালিঙ্গিতঃ। তৎপ্রকার-
মাহ—মুদ্রাসেন তৎপ্রকাশেনাননকমলমীষহরময়স্ত্রীভিঃ। কীদৃশম্? স্রো বামাসূচকো গর্ভঃ, মানো দাক্ষিণ্যসূচক আদর-
স্তাভ্যাং স্রয়মানং প্রকল্পম। রতিকলানাং কলাপঃ সংঘো যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কলেন মধুরেণ ॥

৮৩। আজ্ঞাপয়সীতি তাদৃশো ব্রহ্মবর্চসাপাহং সখোন গোপজাতেরপি তত্রাজ্ঞাকারীতি কিং তব ভাগ্যং বর্ণনীয়-
মিতি ভাষঃ। ভর্মিণা ভর্ম কনকং তরতা ॥

তঁাদের দ্বারা শিরে আঘাত, মাতা রোহিণীর অতি উৎসবদায়ী বাৎসল্যরস-সেকে রসিত, প্রথমাবির্ভাবজনিত
বলে বলীয়ান বলদেব কর্তৃক অতিদৃঢ় ভাবে আলিঙ্গিত,—হর্ষ-সমুৎফুল্লতা ও আনন্দ-উজ্জলতার সহিত বাম্য-
সূচক গর্বে ও দাক্ষিণ্যসূচক আদরে মুখকমল ও অলস-ঈষদ্বিকলিত নয়ন ঈষভুলোলনকারিনী, রতিকলাসমূহে
বিহারিণী, ও প্রবাহমানা প্রণয়ামৃতলিক্তা রাধিকাদি এবং সুকুমারী কুমারিকা গোপীগণের দ্বারা নয়নচকোরের
কোরকিত-চকিত-চঞ্চল-প্রান্ত সম্পত্তিতে নির্নিমেষ ভাবে আলিঙ্গিত—এবং দুর্বীর আনন্দভারে নিরীক্ষণ উৎসবে
প্রক্লিষ্ট সকল স্বভবের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে মধুর বাক্যে আনন্দের সহিত নর্মপটু বটু মুখ উচিয়ে
বললেন—

৮৩। 'হে জগদেকবল্লভ বয়স্য! যার অতিশয় প্রবাহমান ব্রহ্মতৈজ অমুভব করে তুমি আনন্দ পাও
সেই আমি সেই আমি বলছি শোন—আমি তোমার সখা থাকতে কেন হে সখা তুমি গিরিধারণে ক্লেশ পাচ্ছ।
আমাকে কেন-না আজ্ঞা করছ, হে কমলনয়ন। ক্ষণকাল এ-গিরিবর আমি ধারণ করছি, স্বর্ণময় কাষ্ঠদণ্ডের
ডগায়। কঠিন পরিজ্ঞমে তুমি জ্ঞান্ত হয়েছ, ক্ষণকাল বিজ্ঞান কর।'

৮৪। এ-কথা শুনে গোষ্ঠেশ্বরী বললেন—'অহো খাপে ঢাকা ইন্দ্রিয়বেগে পুনরায় উদ্ধত এরই দ্বারা

কথং নাম সুরাণামসুরাণামপি দ্বেষো নরশ্চ রশ্মতামেতু, উভয়ভয়ং যদি জাতং তদা কথং বসতিরতিরশ্মা স্ম্যং,
ইতি সবাৎসল্যং সরসসুখাকরকরকমলপলাশেন শ্রীকৃষ্ণানন্দধনমপঘনমপরিশ্রমমতিশ্রমমতিতয়া পরামুশস্ত্রী
গিরিবরভরভুজং ভুজং পরিস্পৃশ্য পুনরুচে ॥

৮৫। ‘অহো কথমভিনবনবনীতশীতলতরোহমলতরো ভুজবলয়োঃবলযোগেন মহীধরভরং সহতে ?
হংহো ধরাধরাধিনাথ নাথতি জনোহয়ং বরমেকম্ যদি সত্যমেব তত্রভবান্ ভবান্ দেবতাত্মকো বতাত্মকোমল-
তালঘুতাভ্যাং সমুচিতচিত এব তদাস্তু, মাস্তু মাস্তুতম মম তনয়শ্চ মতনয়শ্চ খেদঃ’

৮৬। বটুক্রবাচ,—‘মাতর্মৈবং বাদীঃ, ক নামাস্তু খেদঃ, অবধীয়তাম্—

কল্লাস্তপ্রতিমং মহাঘনঘটাসজ্জট্টমুদ্ঘাটয়ন্,
কিংবা নোপচকার নঃ প্রকুপিতো দেবঃ স বজ্রায়ুধঃ ।
পশ্যাদ্রৌন্দ্রবিধারণেহশ্চ যদিদং মাধুর্যমুজ্জ্বলতে
মাতস্তুং কথমগ্নাথাক্ষিপুটকৈরস্মাভিরাপাস্তত ॥’

৮৪। এতৈঃ কর্ত্তভিক্রান্তীকৃতোহসি । ক্রন্দমাবৃতমন্তঃসংবৃতং তৈস্কাং তীক্ষ্ণম্, ন তু দেবতাসম্মানময়মর্দিবং যত্র,
তাদৃশেন চেতসা করণেন । উভয়ভয়ং দেবাসুরাভ্যাং ভয়ম্ । সুখাকরেতি (পাং৫।৪।৬৩) “সুখপ্রিয়াদানুলোমো ডাচ”;
অপঘনমঙ্গম্, অপরিশ্রমং পরিশ্রমরহিতমপি, অতিশ্রমমতিতয়াহতিশ্রমযুক্তং ভাবনয়া । গিরিবরভরং ভুজংভেদহুভবতীতি
তম্ ॥

৮৫। ভুজবলয়োঃ বাহমণ্ডলঃ । অবলযোগেন বলযোগাভাবেন । নাথতি যাচতে । তদাত্মকোমলতা লঘুতাভ্যাং
সমুচিতং যথা স্তব্ধা চিত্ত আচ্ছন্ন এব ভবানস্ত । হে মাস্তুতম অতিমাননয়ী ! মম তনয়শ্চ খেদো মাস্তু । মতঃ সম্মতো নয়ো
নীতিবিরে তস্ত কোমলাঙ্গে ধারকেঃস্বিন্তব তথাভূতত্বমেব নীতিঃ সম্মতেত্যর্থঃ ॥

৮৬। সংঘট্টঃ সম্মদঃ । অগ্ধেতি—যদি দেবো প্রকুপিতো নাভবিষ্যত্তদা কথমস্মাভিরক্ষিপুটকৈরস্ত মাধুর্যমাপাস্তত,
হে বৎস, বার বার তুমি উদ্ধত হয়ে যাও । যেহেতু, তুমি বাৎসরিক ইন্দ্রযজ্ঞে যা এতকাল অখণ্ডিত রূপে চলছিল,
তা ভঙ্গ করে দিলে । দেবতা-হেলন কখনও-ই মঙ্গলকর হয় না । সুরাসুরের দ্বেষ মানুষের কি করে সৌভাগ্যের
বিষয় হতে পারে ? উভয় ভয়ই যদি এসে গেল তবে কি করে এখানে বাস অতি আশ্বস্ত হতে পারে ।’ এ-কথা
বলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দধন সতত পরিশ্রমহীন দেহে অতিশ্রম হয়েছে, বিচার করে মা যশোদা বাৎসল্যের সহিত
সরস-সুখকর করকমলদলে তাঁর গিরিভারভোগী বাহু আদরের সহিত স্পর্শ করে পুনরায় বললেন—

৮৫। ‘অহো, কি করে অতিনব নবনীতের মতো অতিশয় শীতল-অতিশয় নির্মল-বলাধানহীন বাহুমণ্ডলে
গিরিভার সহ্য হচ্ছে । হংহো পর্বতরাজ । এ-জন একটি বর মাগছে, যদি সত্যই পরমপূজণীয় আপনি দেবতাত্মক
হয়ে থাকেন তবে হায় হায়, নিজে কোমলতা-লঘুতায় যথাসমুচিত আবৃত হয়ে যান আপনি । হে মান্যতম !
আমার তনয় সাধুশাস্ত্র-সম্মত নীতিতে স্থিত, তার কোমলাঙ্গে অযথা দুঃখ উপস্থিত না হয় ।’

৮৬। বটু বললেন—‘মা, এরূপ বলবেন না । এর দুঃখ কোথায় দেখছেন, শুনুন—কল্লাস্ত প্রতিম
মহাঘনঘটাসজ্জট্ট প্রকাশ করে এই প্রকুপিত বজ্রায়ুধ ইন্দ্রদেব আমাদের কোন্ উপকার-না করেছেন মা ।

৮৭। সাহ,—‘সাহসিক মাধুৰ্য্যং মা ধূৰ্য্যং খন্দিদমপিতু খেদবৈধূৰ্য্যং বৈ ধূৰ্য্যংসলং গিরিবরবহনস্ত ॥

৮৮। পশ্য পশ্য — ললাটস্থ প্রান্তে শ্রমজলকণক্লিষ্টমানালকালি-
মূৰ্খং শুশ্রুৎপ্রায়ং সরসিজমিব স্নায়মানং হিমাগ্না ।
ভরেণ জাগদ্রেব’মদিব পুরঃ পাণিপাদং সুরাগং
কথং মাতুঃ প্রাণাঃ শিব শিব পরং কষ্টমেতৎ সহস্তাম্ ॥’

৮৯। শ্রীকৃষ্ণ আহ,—‘মাতঃ ! পরং মাতঃ পরং কৌতুকমস্তি বৃথা কিমাশঙ্ক্যতে মম খেদঃ, খেদঃ
পশ্য গিরিবরস্ত স্বয়মবস্থানম, নিগদিতমেব পুরা বপুরাশ্রীয়াং মে নিমিত্তমাত্রমেবাত্র ॥’

৯০। সাহ,—‘বৎস ! ভবতু, তথাপি—

এতাবস্তং কালমালস্য বালো, মন্দস্পন্দং বাহুমুদ্রম্য তিষ্ঠন্ ।
অগ্নেঃ সজ্জাৎ খেদবৎপাণিপদ্যঃ, খিল্লো ন স্ত্যাঃ কস্ত হেতোন’ বিদ্যঃ ॥’

নাপাত্তভবেত্যর্থঃ ।—‘ভূতে ক্রিয়াতিপত্তৌ লৃঙ্ ॥’

৮৭। মাধুৰ্য্যং মা ধ্বনিং যতো ধূৰ্য্যং ধুরি ভবন্ । দিগাদিত্যদ্যং । ন হি ভারান্নাধুৰ্য্যমুদভবতীত্যর্থঃ, অপি তু বৈ
নিশ্চিতং ধুরি ভারে অংসলং বলবৎ খেদবৈধূৰ্য্যং খেদেন বৈকল্যমেব —“বলবান্ মাংসলোহংসলঃ” ইত্যমরঃ । গিরিবর-
বহনস্ত ক্লৃষ্টস্ত ॥

৮৮। হিমাগ্না হিমসংহত্যা, সুরাগমিত্যতিসৌকুমার্যাদ্রাগ-বমনস্ত সার্বকালিকত্বেহপি তদাধিক্যং রাগস্ত
সুশব্দেন বোধিতম্ ॥

৮৯। হে মাতঃ ! অতঃপরমিতোহস্তং পরমোৎকৃষ্টং কৌতুকং মাস্তি । খে শূন্য এবাদোহবস্থানং নিভালয় ॥

৯০। খেদবৎ খেদযুক্তং পাণিপদ্যঃ যস্ত সঃ, পাণিপদ্যস্ত খেদে প্রকটং দৃশ্যমানেহপীত্যর্থঃ ॥

দেখুন-না গিরিরাজ ধারণে এর মাধুৰ্য্য কত-না উজ্জলরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। যদি ইন্দ্র প্রকুপিত না হত
তবে আমরা অক্ষিপুটে এ মাধুৰ্য্য পান করতে পারতাম কি ?’

৮৭। মা বললেন—‘ওরে সাহসিক ! এ কখনও মাধুৰ্য্য হয় ? বোঝা মাথায় কখনও-ই মাধুৰ্য্যের
প্রকাশ হয় না । বরঞ্চ গিরিধারির এ বোঝা চুংখ-বিকলতাই দান করছে ।

৮৮। দেখ দেখ—ললাটপ্রান্তে অলকাবলী স্বম’বিন্দুতে ভিজ়ে উঠেছে, হিমের আঘাতে মলিন কম-
লের মতো শুষ্কপ্রায় হয়ে উঠেছে মুখ, হস্তপদ যেন লালিমা বমন করছে—কি করে মায়ের প্রাণ শিব শিব
এ বিধম কষ্ট সহ্য করছে ।’

৮৯। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—‘মা, অতঃপর এর থেকে পরম উৎকৃষ্ট কৌতুক আর হয় না । বৃথা কেন
আমার কষ্ট আশঙ্কা করছ । ঐ শূন্য আকাশে গিরিবরের স্বয়ং অবস্থান একবার দেখে নেও । এ-তো আমি
পূর্বেই বলেছি—আমার নিজের এ-শরীর তো এখানে নিমিত্ত মাত্র ।’

৯০। মা বললেন—‘বৎস ! তা হোক, তথাপি ত্রতকাল ধরে বাজ উঠিয়ে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে
থেকে পর্বতভারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে পাণিপদ্য যার, সেই বালক খিল্ল হল না, এর হেতু কি, তা বুঝতে

৯১। বচনমিদং পট্টস্থত্ব তে মন্ত্রতে যদি তব করসঙ্গরসং গময়িত্বা স্বয়মেব খেহবখেলান্নিবায়মব তিষ্ঠতে ॥

৯২। বটুরাহ,—‘গোষ্ঠেশ্বর! মন্ত্রপ্রভাবতো বিপ্রভাবতো বিশিষ্টশিষ্টস্থ মম মমতৈকভাজনং বয়স্যমমুমুমুধ্বল্পপি গিরিবরোহয়ং করকমলে স্থিতঃ স্নুখে ন খেদয়তে, দয়তে হি সর্বাঅনাথং প্রতি সর্ব এব ॥’

৯৩। সাহ,—‘ধুষ্ট! কিং প্রলপসি, মম প্রাণা দন্দহস্তে, নহস্তে ন তাবদাশ্বাসপাশেন, কৃতমিহ হাস-পরিহাস-পরিকল্পনয়ানয়া ॥’

৯৪ ॥ ব্রজেশ্বর আহ,—‘অয়ি কথময়মাক্রুশ্বতে বটুঃ, প্রায়শো যশোহবতামীদৃশি হৃক্ষরে কম’নি নম’নি নয়ন্তেরুংসাহসাহসবর্ধনং ক্রিয়তে, তেন নাসময়জ্ঞোহয়ম্, অস্ত্য বচসি চ সিদ্ধানুরাগোহয়ং বৎসঃ ॥’

৯৫। ইত্যেবমবসরে পরিতঃ পরিতস্থুবাং গিরিবরধরস্ত্য রসামূর্তেম’ধুরীধুরীগতামবলোকয়তাং লোক-য়তাং ধিয়মতীত্য রতিমুদ্রহতাং হতাংহসামন্তোত্তরসালাপঃ সমজনিষ্ট ॥

৯১। গময়িত্বা বিরহস্য ॥

৯২। অমুঞ্চনিতি মৎসম্মাননসিদ্ধার্থমেবেতি ভাবঃ। স্নুখে করকমলে স্থিতোহিপ্যমুং ন খেদয়তে ন বম্পর্শসহ-সৌকুমার্যং স্বীয়ং প্রকটয়্য স্থিত ইতি ভাবঃ ॥

৯৩। আশ্বাসপাশেন ন নহস্তে, ন বধ্যস্তে, কিন্তু দাহপীড়য়া নিঃসর্ভু মেবেচ্ছন্তীতি ভাবঃ ॥

৯৪। সিদ্ধানুরাগ ইত্যন্তথা নিরুৎসাহহেতুস্য ভ্রমানুভবঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥

৯৫। লোকয়তাং লোকব্যাপারবতীং ধিয়মতীত্যাতিক্রম্য ‘বতী প্রায়ত্রে’ পচাদিঃ ॥

পারহি না।

৯১। ওরে চতুরশ্মন্য! তোমার এ-কথা মানবো, এ নিজেই যদি তোমার করকমলসঙ্গ-রস ত্যাগ করে আকাশে যেন অবলীলায় খেলতে খেলতে অবস্থিত, এরূপ হয়ে যায়।’

৯২। বটু বললেন—‘হে গোষ্ঠেশ্বর, স্নুখবিশিষ্ট করকমলে অবস্থিত এই গিরিবর মন্ত্রপ্রভাব ও বিপ্রভাব হেতু বিশিষ্ট-শিষ্ট আমার মমতার একমাত্র পাত্র এ-বয়সকে ত্যাগ না করেও ব্যথা দিচ্ছে না। সর্বাঅনাথের প্রতি সকলেই আনুকূল্য করে থাকে।’

৯৩। মা বললেন—‘হে ধুষ্ট, কি প্রলাপ বকছো। আমার প্রাণ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আশ্বাস-পাশ এ-কে বেঁধে রাখতে পারছে না। বেরিয়ে যেতে চাইছে। আর এ-সময়ে এ এসে হাস-পরিহাস রচনা করছে।’

৯৪। ব্রজেশ্বর বললেন—‘অয়ি, এ বটুকে কেন তৎসনা করছো। দেখো, এ-সংসারে প্রায় যশস্বি-জনের সিদ্ধ হৃক্ষর কম’নোতিজ্ঞজন নম’বাক্যে উৎসাহ বর্ধন করে থাকে। তাই এ সময় বুকেই কাজ করছে। আমার এ বৎসও এর বাক্যে প্রসিক্ত অনুরাগ বহন করে থাকে।’

৯৫। অতঃপর এই অবসরে গিরিবরধারির চতুর্দিকে জটলাকারী এবং তাঁর রসামূর্তির মাধুর্যধূর্ষ দর্শনকারী, লৌকিক ব্যবহার-বুদ্ধি লঙ্ঘন করত তাঁতে রতিবহনকারী ও নিষ্পাপ ব্রজবাসিগণ পরস্পর রসালাপ রচনা করলেন যথা—

৯৬। তথা হি—‘অহো অহোভিরেতাষষ্টিরপীদং নানুভূতং ভূতংসভূতং লাবণ্যমশ্রু ॥

৯৭। পশু পশু,—

উত্তংপার্কিপদাগ্রস্থিতমহীপৃষ্ঠং কিয়ৎকুক্ষিত-
শ্রীমজ্জানু বিভুগ্নবঙ্ক্ষণতটব্যালোলমালাঞ্চলম্ ।

হেলোকুনিতবামবাহমহীমা ব্যালক্ষ্যকক্ষস্থলং
শামং পার্শ্বমমুখ্য পশু বিবলীবল্লীকমুজ্জায়তম্ ॥

৯৮। কিঞ্চ, লীলাভুগ্নকোণি কোমলকরপ্রাদেশপার্শ্বোল্লস-
চ্ছ্রাণীসীম বলদ্বলীকমনুজুবালস্থিমালাঞ্চলম্ ।
সমাঙ্খ্যাসবিলাসিনা পদতলেনালস্থিতশ্চাত্তলং
পার্শ্বং দক্ষিণমশ্রু পশু যদহো নিষ্যাংজমুদ্রাজতে ॥

৯৯। কিঞ্চ, শ্বেদক্লিন্নকপোলমণ্ডল-লসৎকর্ণাবতাংসীকৃত-
শ্চামাভ্যোহকেশরামদভরব্যাবর্ণমানেক্ষণা ।
অচান্নৈব নিরীক্ষাতে ক্ষিতিধরোদ্ধারশ্রমেহপি শ্রমা-
ভাববাজ্রকরজ্ঞকস্থিতস্থধা বস্ত্রদ্রুতিদৌততে ॥

৯৬। ভুবঃ পৃথিবীঃসত্বতমলকারূপম্ ॥

৯৭। বিভুগ্নাং কিঞ্চিদবক্রীকৃতাদবক্ষণসৌরুসক্লেস্তাদ্য্যালোলং দক্ষিণপার্শ্বং প্রভুচ্চলং মালাঞ্চলং যত্র তৎ ।
বিগতা বলীকৃপা বল্লীযত্র তৎ ॥

৯৮। কোমলা চ সা কয়স্য প্রাদেশতর্জন্তুষ্ঠবিস্তারো যত্র সা চ পার্শ্বে উল্লসন্তী চ শ্রোণীসীমা যত্র তৎ । বলন্তী
পৃষ্ঠীভবন্তী বলী যত্র তৎ ॥

৯৬। ‘অহো পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ এই লাবণ্য এতদিনের মধ্যেও এমনভাবে আমরা কোনদিন
অনুভব করিনি ।

৯৭। দেখ হে দেখ,—ত্রিবলীরেখারূপ লতাহীন সৌজা প্রশস্ত ওর বামপার্শ্ব দেখ—গোড়ালি
উঠে গিয়েছে, পায়ের ডগা ভূমিতল চুম্বন করে আছে, স্থঠাম জাহ্নু একটু কুক্ষিত হয়েছে, কটিদেশ কিঞ্চিং
বঁকে যাওয়ায় মালা ও উত্তরীয় বস্ত্র-প্রান্ত অপরি দিকে উঠে গিয়ে চুলছে, হেলায় উর্ধ্বে চালিত বামবাহুর
কান্তিতে কক্ষস্থল হয়ে উঠেছে চেয়ে দেখবার মতো রমনীয় !

৯৮। আরও, লীলাভুগ্ন কনুই-সংলগ্ন কোমল করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী বিস্তারে ধৃত, নিতম্বদেশ-
দীপার উজ্জল্যে উজ্জ্বলিত, পরিপুষ্ট ত্রিবলীরেখায় কমনীয়, প্রলম্বিত দোলায়িত মালিকা ও উত্তরীয়াঞ্চলে
মণ্ডিত, সম্যক স্থাপনবিলাসী পদতলের দ্বারা আলম্বিত ভূমিতলে অলঙ্কৃত দক্ষিণ পার্শ্ব দেখ হে দেখ—
অহো এ তো অবিকল প্রকাশ পাচ্ছে উজ্জলরূপে

৯৯। আরও, কর্ণে ভূষণরূপে পরিহিত ঘর্মসিক্ত নীলকমলের কেশর গণ্ডযুগলে প্রতিবিম্বিত হয়ে

১০০। অত্ৰতশ্চ কেচিদাহঃ,—‘অহো রহোহস্তরমিদমতিমতি মর্দনমর্দনমপি সকলাপদাং পদাশুজয়োঃ সঞ্চরণাভাবেন মুকমিব কলহংসকযুগলং হংসকযুগলং যথাসরোজাগ্রজাগ্রদপি নিদ্রিতম্। কাদাচিৎকচিৎকমনীয়বি-
ত্য়াসবিশেষেণ যথাস্থিতবিত্যাসবিপর্যাসপর্যাসসম্পাদ্যে তস্মিন্বেব পদতামরসেহমরসেবাভিনন্দিতে কুতনাদমাক-
স্মিকীং চলনশঙ্কাং সমাসাদয়তি ॥’

১০১। পুনরত্ৰতঃ কেচিদূচঃ,—‘অহো পশ্যত পশ্যত,

একেন পাণিকমলেন বিলাসবংশীং বিশ্বাধরেহুগময়ন্ মুহু বাদয়ংশ্চ।

অজীন্দ্রধারণবিধৌ বিগতশ্রমত্ব-মাবেদয়ন্ রসয়তি প্রিয়বর্গচেতঃ ॥’

১০২। তস্মিন্বেব সময়ে বটুরাহ,—‘ভো ভো অতিসাহসমিতম্—

মা বাদয় স্বমুরলীং নিনদৈরমুগ্ধাঃ,শৈলৌ যদি স্থলতি বা দ্রুত এব বা স্ত্যাত্।

তর্হি ত্বমত্ৰ বিধিনা কতমেন বন্ধুন্, রক্ষিস্থাসি প্রিয়বয়স্য ন দৃশ্যতে সঃ ॥

৯৯। শ্বেদক্লিরেতি কেশরবিশেষণম্। অত্ৰ বক্তৃত্বাতিরশ্চৈব ত্ৰোততে ॥

১০০। রহোহস্তরমিদম, এতদপি রহস্তমেকমিত্যর্থঃ। কিং তৎ? পদাশুজয়োঃ সঞ্চরণাভাবেন কলহংসক-যুগলং মধুরপাদকটক-দ্বয়ং মুকমিব। দৃষ্টান্তেহুগম্পার্থে কঃ। কাদাচিৎকঃ কদাচিদ্বিবশ্যাসৌ চিহ্নপলকিত্বয়া কমনীয়শ্চ যৌ বিত্য়াসবিশেষস্তেন যথাস্থিতবিত্যাসস্ত্র বিপর্যাসে বিপর্যয়ে সতি পর্যাসসম্পাদ্যে কিস্কিচ্চলং যত্র তথাভূতে পদতামরসে কুতো নাদঃ বনংকারো যেন তৎ হংসকযুগলং চলনশঙ্কাং ধারয়তি ॥ (১০১, ১০২)

শোভা পাচ্ছে, আমোদভারে লীলায় আঘূর্ণমান নয়নে এদিক-ওদিক চাইছে, গিরিরাজ উদ্ধার শ্রমেও শ্রমভাব ব্যঞ্জক মুহূর্তসি র সুধামাধুর্যে সকলের মন রঞ্জিত করে তুলছে। এর বক্তৃত্বাতি আজ জ্বল জ্বল করছে যেন অত্ৰ এক।

১০০। অত্ৰদিক্ থেকে কেউ আবার বললেন—অহো দেখ দেখ, এ এক রহস্ত, অভিমানের মর্দন-কারী ও সকল আপদের খণ্ডনকারী পদকমল-যুগলের মধুর নূপুরযুগল সঞ্চরণাভাবে মুকের মতো হয়ে আছে, যেমন না-কি হংসযুগল কমলের সম্মুখে জাগন্ত হয়েও নিদ্রিতের মতো হয়ে থাকে। আবার ঐ দেখ-না ঐ নূপুরযুগলে একান্ত চিৎ উপলকি হেতু কমনীয় বিত্য়াস-বিশেষের আগমনে গিরিধারণ-কালীন বিত্য়াসের বিপর্যয় হয়ে গেলো, এতে ওলটপালট হেতু কিঞ্চিৎ নড়াচড়ায় দেবসেবাস্ত্রত পদকমলদ্বয়ে বণংকার শব্দ করে নূপুর-যুগল আকস্মিক চলনের শঙ্কা ধারণ করে নিল।’

১০১। পুনরায় অত্ৰ কেউ বললেন—‘অহো দেখ দেখ, এক করকমলে বিলাসবংশী বিশ্বাধরে ধারণ করে মুহূর্ত্ত বাজাতে বাজাতে গিরিধারণ-ব্যাপারে তার যে পরিশ্রম হয় নি, তা জানাতে জানাতে প্রিয়বর্গের মন হর্ষাৎফুল্ল করে তুলছে।’

১০২। বটু অমনই বলে উঠলেন ‘ভো ভো এ অতি সাহস—নিজের ঐ মুরলিটি বাজিও না সখা। এর মধুর নাদে গিরিরাজ যদি স্থলিত হয়ে পড়ে যায় কিম্বা গলেই যদি বা যায়, তবে আজ তুমি কোন্ উপায়ে বন্ধুবর্গকে রক্ষা করবে বলতো। হে প্রিয় বয়স্য, তেমন কিছু উপায় আমার চোখে তো পড়ছে না।

১০৩। যদন্তা নিবংশিকায় বংশিকায়ান্তথৈব প্রভাবঃ প্রভাবঃ, যং খলু নিনদেন শৈলমপি বিদ্রাবয়তি, বিদ্রাবয়তি স্রোতঃস্রোতঃ, স্রোতীবানর্থকারিনীম্ ॥’

১০৪। সহচরা উচুঃ,—‘কুসুমাসব। গিরিরয়ং নো রক্ষন্ মহাসারো মহাসারেপাদ্রবতো দ্রবতো নিজ-বপুষঃ কিমাঘাতেন নাশয়িষ্যতি, নৈতৎ, মহাসারাঃ খলু পৃথুনানন্দথনা নন্দতোহপি দ্রুতং দ্রুতং চান্মানং স্তম্ভ-য়ন্তি, ভয়ং তিলমাত্রমপ্যত্র নাস্তি, জয়তাং মুরলীনাদো নাদোধূয়তাং চিত্তবৃত্তিঃ’ ইতি ॥

১০৫। পরতশ্চাপরে নিজগত্বঃ,—‘অহো মূঢ়তামূঢ়তাদৃশকোপশ্চ পশ্চত শতমথশ্চ অশ্মিন্নপি সর্বসুহৃদি হৃদি নৈরায়তে ॥

১০৬। অয়ং গোত্রোন্মোতা ভবতি স হি গোত্রক্ষয়করঃ
স গৃহ্যতোবাযং জগতি শতকোটিং বিতরতি ।
স একাশাপালো দিশতি সকলাশাফলময়ং
কথং ধত্তেহলজ্জো হরিরিতি স নাম্নঃ প্রতিকৃতিম্ ॥’

১০৩। বিদ্রাবয়তি বিদ্রুতং গলিতং করোতি, স্রোতঃস্রোতা নত্যাঃ স্রোতো বিদ্রাবয়তি, দ্রব এব দ্রবো গলিতং বিগতদ্রাবং কঠিনং করোতীত্যর্থঃ। অভএব স্তম্ভ অস্তীবানর্থকারিণী ॥

১০৪। মহাসারো মহায়তিঃ, মহতামাসারাণাং ধারাপাতানামুদ্রবতো নোহস্মান্ রক্ষন্। দ্রবতো দ্রবীভাবা-দ্রোতাঃ। দ্রুতঃ শীঘ্রং দ্রুতং ক্রিয়ং ন চিত্তবৃত্তিরাদোধূয়তাং নাতিচপলীক্রিয়তাম্ ॥

১০৫। শতমথশ্চ মূঢ়তাং পশ্চত, অশ্মিন্নপ্যুঢ়তাদৃশঃ কোপো যেন তত্ত্ব ॥

১০৬। গোত্রঃ পর্বতঃ, গোত্রং কুলঞ্চ। স ইন্দ্রঃ শতকোটিং বজ্রং গৃহ্যতোব, অয়ন্ত শতানাং কোটিং-বিতরতি দদাতি। একাশাপালঃ পূর্বদিকপালঃ সকলানামপ্যাশাফলমভীষ্টং দিশতি। স ইন্দ্রঃ; প্রতিকৃতিং প্রতিচ্ছায়াম্ ॥

১০৩। যেহেতু, এই নিবংশিকা বংশীকার সেইরূপই তেজপালয়িতা প্রভাব। যেহেতু, এ নিনাদের দ্বারা পর্বত গালিয়ে জল করে দেয়, নদী জমিয়ে কঠিন করে দেয়। অহো, বহু বহু অস্তীব অনর্থকারিণী এ।’

১০৪। সখাগণ বললেন—‘ওহে কুসুমাসব। মহাধৈর্যশালী এ-পর্বত আমাদের রক্ষা করছেন, প্রলয়ঙ্কর ধারাপাতরূপ উপদ্রব থেকে। পুনরায় তিনিই কি স্বকীয় বপুর্ দ্রবীভাব জনিত আঘাতে বিনাশ করবেন? না তা হয় না। মহাধৈর্যশালী জন বিপুল আমন্দে পুলকিত হয়ে গেলে গেলেও শীঘ্র নিজেই নিজেকে স্তম্ভিত করে নেন। তিলমাত্র ভয়ও এখানে নেই। মুরলীনাদ শুনতে থাক, চিত্তবৃত্তিকে অতিচপল করে তুলে না।’

১০৫। অপর দিক থেকে অপর একজন বললেন—‘অহো ইন্দ্রের মূঢ়তা দেখ—এমন যে সর্বসুহৃদ, তাঁর উপরও এতাদৃশ কোপ প্রকাশ করছে, অন্তরে বৈরীতা ধারণ করে আছে।

১০৬। কৃষ্ণ গিরিবরধারী, ইন্দ্র কুলক্ষয়কারী। কৃষ্ণ জগতে শতকোটি কলাপ বিতরণকারী, ইন্দ্র বজ্রধারী। কৃষ্ণ নিখিলজনের অর্ভাষ্টদায়ক, ইন্দ্র পূর্বদিক-পালক। অলজ্জ ইন্দ্র কেন আর ‘হরি’নামের প্রতিচ্ছায়া ধারণ করে আছে? (ইন্দ্রের এক নাম হরি)।’

১০৭। অত্ৰতশ্চাত্তো জগতুঃ,—‘অহো কিমেতৎ —

অমী প্রলয়মাক্রুতাঃ প্রলয়বারিদা অপ্যামী

ইদং প্রলয়তুর্দিনং প্রলয়বারিবারোহপায়ম্।

ভ্রমঃ কিময়মেব নঃ কিমিয়মিদ্ভজালক্রিয়া

কুতোহপি ন পরাভবঃ কচন কোহপি কস্তাপ্যভূত ॥’

১০৮। অত্ৰতশ্চ—নধুরগোষ্ঠীনিষ্ঠ্যাতঃ কশ্চন বসুধা-নবসুধাপ্রবাহ ইব পরস্পরপরমরমণীয়সৌন্দ-
হৃদয়ালুতয়া কোমল-পরিমল-পরিহাস-হাসপেশলঃ সমজনি, সমজনি-কৌতুকঃ কৌতুক-কথারম্ভঃ ॥

১০৯। তথা হি— গোবর্ধনং স্তুমুখি যাবদয়ং বিভর্তি, রাধে ন তাবদিহ লোলয় লোচনান্তম্।

মান্তামমুখ্য পৃথুবেপথুভঙ্গভাজঃ, পানিস্থলস্থলিতশৈলকুতো বিপাকঃ ॥

১১০। ইতি মধুমধুরধ্বনিভূতনিভূতপরিহাসপেশলয়া শ্যামলয়া পরিহাসিতাসিতাপাদী কুপাদী কৃত-
ত্ৰপা তামাহ,—‘মা হরিণলোচনে নিজমদং মদন্তরে সঞ্চারয় স্বয়মুপদিষ্টতামাত্মা ॥’

১১১। অত্ৰাহ,—‘মহাসারোহয়ং যেন ধরাধরাধীশোহয়ং কন্দুকোকুতস্তস্ত সমুপচিত-বৈদগ্ধ্যবিপাক-

১০৭। বারিবারো জলসমূহঃ ॥

১০৮। সমা জনিরুৎপত্তির্ধ্বস্ত তথাভূতং কৌতুকং যত্র সঃ, কথারম্ভঃ কৌতুকঞ্চ যুগপদেবোভূদিতার্থঃ ॥

১০৯। লোচনান্তমপাঙ্গং ন লোলয়, ন চপলীকুরু ॥

১১০। কুপরাদীকৃতাত্ৰপা যয়া সা, ত্রপাং প্রতি কুপাং কুত্বেব কাং স্বীকৃতবতীত্যর্থঃ। তেন তদানীং ত্রপায়া
দৌর্বল্যাকাপল্যমেব ধ্বনিতম্। ‘হরিণলোচনে’ ইতি তদৈব লোচনচাঞ্চল্যং স্পষ্টীভবতীতি ভাবঃ ॥

১১১। মহাসারা মহাধৃতিমান্। সমাঙ্গুপচিতো বিরুদ্ধো বৈদগ্ধ্যস্ত বিপাকঃ পরিপাকো যত্নাঙ্কাদৃশ্যপি করা বা

১০৭। অত্ৰাদিক থেকে অত্ৰ একজন বললেন—‘অহো কি আশ্চর্য! এই যে সম্মুখে দেখছি—এই-না
প্রলয়পাবন, প্রলয়মেঘ, প্রলয়তুর্দিন, প্রলয়পয়োধি! তবে এ-কি আমাদের ভ্রম, কি এ ইদ্ভজালপ্রভাব—এই
প্রলয়ঙ্কর অবস্থাতেও কোনই পরাভব উপস্থিত হয়নি কোথাও কোন প্রকারে কারও।’

১০৮। অত্ৰাদিকে মধুর গোষ্ঠী থেকে বইতে লাগল বসুধার কোনও অনির্বচনীয় পরিমলে ভরা
কোমল মনোরম হাস-পরিহাসের প্রবাহ—শোভা জনয়িতা কৌতুক-কথারম্ভ।

১০৯। তথা হি—‘হে স্তুমুখি রাধে! যাবৎ এ গোবর্ধন ধরে আছে ততক্ষণ তুমি এখানে চোখ
নাচিও না, এতে এর হাতে বিপুল কম্পতরঙ্গ উঠে যাবে, আর অমনই হাত থেকে পর্বত খসে পড়ে বিপদ
ঘটাবে—এ বিপদ ডেকে এনো না।’

১১০। এইরূপে মধু মধুর ধ্বনিযুক্ত নিভূত পরিহাস-চতুরা শ্যামলাদ্বারা পরিহাসিতা অপাদী রাধা
কুপায় লজ্জা অঙ্গীকার করে তাঁকে বললেন—‘হে হরিণাঙ্ক শ্যামে! নিজের আনন্দ আমার অন্তরে সঞ্চারিত
করো না। নিজের মনকে আগে নিজে উপদেশ দানে সামাল কর।’

১১১। অত্ৰ একজন বললেন—‘পর্বতরাজকে যিনি কন্দুক বানিয়ে রেখেছেন আরে তিনি তো

যাপি কয়া পিধীয়তাং সারঃ ॥’

১১২। তামত্ৰাহ,—

‘সারোহস্ত শৈলধরণেহত নিরীক্ষাতে যো, মন্ত্রে তদৈব গরিমাণমমন্দমন্ত্ৰ ।

মুঞ্চে ঘনস্তনি তব স্তনকুস্তলক্ষ্মী,-সন্দর্শনেহপি যদি বীক্ষ্যত ইদৃগেব ॥’

১১৩। অপরাহ,—‘পরহতপরিহাসা হাংসাবলোকলোকরমণীয়ং রমণীযন্ত্রণাকারি নাগরিমগরিম-
গন্তীরমালোকয়ত যতমানা মধুরিমাণমন্ত্ৰ ॥

১১৪। বামেন পাণিকমলেন বিভর্ত্তি শৈলং, বংশীং পরেণ মুহু বাদয়তে সলীলম্ ।

আলোকতে প্রতিজনং নয়নাঞ্চলেন, শৃণু স্তম্ভজ্জনগিরং চ শিরো ধুনীতে ॥’

১১৫। অথ রাধিকামত্ৰাতমাহ,—‘মাহমনাথা নিগদামি পশ্য পশ্য ॥

অন্ত সারো বৈধেং পিধীয়তাং ছরীকিরতাং লুপাতামিতি যাবৎ ॥

১১২। তামত্ৰেতি । হস্ত হস্ত সা ত্বং সা ত্বমেব ভবসি, মধুধেন স্বগুণং বাচয়িত্বমেব ত্বমেবমুপক্রামসীত্যাহ—সরো-
হস্তেতি । তদৈবাস্ত সারস্ত গরিমাণমমন্দং মন্ত্রেহং যদি তব স্তনকুস্তস্যাপি লক্ষ্মীঃ শোভায়া অপি সন্দর্শনেহপিদৃগেব সারো
বৈধেং বীক্ষাতে, তেন কর্কণ্ড্যুনাতি-ব্যাঞ্জন কঙ্কলিকান্তবাক্যং স্তনপ্রান্তমস্মৈ দর্শয়িত্বা সন্দেহোহং নিরস্যতামিতি নর্ম
চোত্তিতম্ ॥

১১৩। পরহতপরিহাসাঃ পরিহাসং পরিত্যজ্য যতমানা যত্নবত্যাঃ সত্যোহস্য মধুরিমাণমালোকয়ত । কীদৃশম্ ?
রমণীনাং যন্ত্রণাকারিণো নাগরিম্ণো নাগরত্বস্য গরিম্ণা গৌরবেণ গন্তীরম্ ॥

১১৪। শিরো ধুনীতে ইত্যমুমোদনার্থম্ ॥ (১১৫)

‘মহাসার’ অর্থাৎ মহাবৈধেয়শালীই হবেন । সমুচ্ছলিত বৈদক্ষী-পরিপাক কার এমন আছে যে এর ‘সার’
অর্থাৎ বৈধেয় লোপ করে দিতে পারে ?’

১১২। (অন্য একজন উত্তরে তাকে বললেন—‘হায় হায় সে তো তুমিই । আমার মুখে নিজগুণ
বলাবার জন্যই তুমি এ-কথার উটুকন করছ, তবে নিজগুণ শোন—

‘তখনই এর বৈধেয়গৌরবের অতি উচ্চতা মেনে নেব হে মুঞ্চে কঠিনস্তনি, যদি আজ গিরিধরণে এর
ষাটশ বৈধেয় দেখা যাচ্ছে তাদৃশ বৈধেয় দেখা যায় তোমার স্তনকুস্ত-শোভা সন্দর্শনেও ।

১১৩। অপর একজন বললেন—‘পরিহাস পরিত্যাগ করে হাংসাবলোকনে লোকরমণীয়-রমণীযন্ত্রণা-
কারী-নাগরত্বের গৌরবে গন্তীর এর মাধুর্য যত্নবতী হয়ে দেখ হে সখি—

১১৪। বামপাণিকমলে কেমন গিরি ধারণ করে আছে, দক্ষিণপানিতে লীলায় মুহুমুহু বংশী
বাজাচ্ছে, নয়নাঞ্চলে প্রতি জনকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, আর স্তম্ভজ্জনের কথা শুনে শুনে মাথা ঝাঁকছে ।’

১১৫। অতঃপর কোনও এক প্রিয়সখী রাধাকে বললেন—‘আমি বাজে কথা বলছি না, ঐ দেখ-না
সখি—

১১৬। ইহ সকলজনাবলোকলীলা-ক্রমঘটিতে ভবাদানাবলোকে ।

ক্রতমুদিতমমী বপুর্বিহারং, গিরিধরণোথিতমেব তর্কয়ন্তি ॥

১১৭। অথ কাচিদবাদীৎ,—‘অবাদৌ তে ব্যাহারো হারো যথা কণ্ঠে কর্তুমহঃ ॥

১১৮। তথা হি— রাধালোকনজাতসম্মদভরাৎ প্রাশ্বেদকম্পাদিকং

শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণোহস্ত্র বপুষো দৃষ্ট্বা বিকারোৎকরম্ ।

শ্রাস্তোহয়ং গিরিধারণেহভবদিতি স্নেহাদমা গোহুঃ

পর্যস্তাশ্রয়িণো গৃহীতলগুড়ান্তং ধর্তুমারেভিরে ॥

১১৯। ইত্যুক্তে সতি মন্দাক্ষমন্দাক্ষমাবুধ্যত্যা স্বমপ্যতি মুখ্যা বিধুমুখ্যা/ বিধুরিতমনসন্তে গিরিধরণো-
দ্রুতা নতেনৈব তেনৈব নয়নাঞ্চলেন যদি তথৈব সক্রুদ্ধদৃশিরে, তদা দরোদক্ষদঞ্চলেন মুখমাবৃত্য নিজসখীভিরপ্যা-
লঙ্কিতং স্মিতং চকার । ইত্যেবমবসরে বটুরাহ তান্—

‘মা ভৈষ্ট ভো ব্রজভুবো লগুড়ৈর্ঘতধ্বং, কণ্ডুয়নে ন বপুষো ধরণীধরস্ত্র ।

শশ্রাম নাইমলবলঃ স বলালুজোহয়ং, সারাধিকা ন ন রুচোহপহতো প্রধাতে ॥’

১১৬। সকলজনকর্মকো যোহবলোকন্তলীলাক্রমেণেব ঘটিতে ভবতাননাবলোকে সতি, অমী সকলজনাঃ ॥

১১৭। অবাদী নির্বিবাদঃ । পর্যস্তাশ্রয়িণ উপাস্তহায়িনঃ সন্তঃ ॥ (১১৮)

১১৯। মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া মন্দাক্ষঃ যথা সান্ত্বা আবুধ্যত্যা বিধুমুখ্যা রাধয়া তে গিরিধরণোদ্রুতা অতিমুখ্যাস্তেনৈব
নয়নাঞ্চলেন নতেনৈব লজ্জয়া নম্রেনৈব যদি সক্রুদ্ধদৃশিরে দৃষ্টান্তদা লগুড়ৈর্ঘরণীধরস্য গোবর্ধনস্য বপুষঃ কণ্ডুয়নে নিমিতে

১১৬। এই সকলজন-অবলোকন-লীলা ক্রমানুসারে চলতে চলতে যেই নয়ন-তার তোমার মুখে
পড়ছে, অমনই কেমন অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অঙ্গবিকারের উদয় হচ্ছে, যা দেখে সকল দর্শকজন বিচার করছে—
এ গিরিধারণোথ বিকার ।’

১১৭। অতঃপর অপর কোনও এক সখী বললেন ‘হ্যাঁ, তোমার কথার সত্যতায় কোনও বিরোধ
উঠতে পারে না । এ হার করে কণ্ঠে পড়ে রাখবার যোগ্য ।

১১৮। তথা হি—রাধাদর্শনজাত হর্ষপ্রাচুর্ঘ্যভারে এ গোবর্ধনধারির দেহে বিপুল স্বর্ম-কম্পাদি বিকার-
রাশি দেখে—অহো এ গিরিধারণে শ্রাস্ত্র হয়ে পড়েছে, একরূপ মনে করে ঐ যে গোপগণ স্নেহে লগুড় হাতে
কৃষ্ণের নিকট দাঁড়িয়ে গিরিকে লগুড় দিয়ে ঠেকান দিতে আরম্ভ করলেন ।’

১১৯। এইরূপ বলা হলে লজ্জায় নয়নকোনকুঞ্জনরূপ আবরণে আবৃত বিধুমুখি রাধা ঐ গিরি-
ধারণোদ্রুত অতি মুখ্য মুখ্য গোপগণকে সেই লজ্জা নম্রভাবে দেখা মাত্র বস্ত্রাঞ্চল একটু উঠিয়ে মুখ আবৃত করে
নিজ সখীরও অলঙ্কিত ভাবে একটু মুচকি হাসির সূখাবুষ্টি করলেন । এই অবসরে বটু ঐ গোপদের দিকে
তাকিয়ে বললেন—

‘হে ব্রজবাসিগণ ভয় করবেন না, লগুড়ের দ্বারা গিরিরাজের গা চুলকাবার জন্য যত্ন করবেন না—
লগুড়ে চুলকোনই মাত্র হতে পারে, ধারণ নয় । এই প্রসিদ্ধ অমল বলশালী রামানুজ শ্রাস্ত্র হয় নি । (সকল-

১২০। তদা তদাকর্ণ্য গন্তীর-স্বয়মানঃ স্বয়মানঃ কুবলয়বলয়সুকুমারঃ কুমারঃ জীৱজপূরপূরন্দরশ্চ
দরশন্দমান-মানস-রসমানন-চন্দ্র-মধুরিমাভিষিক্তদশনোশ্র-সহশ্র-সহকার-চারুণারুণাধরপরিষ্পন্দেন মন্দেন মধুরেণ
বাজহার হারহাসবিকসদৃক্ষাস্তমেব বটুম—‘বটো স্বভাবো হি ভাবোহিততরোহয়মমীষাং ময়ি, কিমূপহস্মতে,
সারাদিকাপি কাপি মম মূর্তিস্তথাহেনামীভিন্ জায়তে, ময়ি নিরন্তরায়-নিরন্তরায়মানবালভাবেন তেনেদমতি-
শোভনমেব বহুলমতঃ পরং কৌতুকং কিম্’ ইতি ॥

ন যতধ্বম, ন হি যুগ্মলগুড়বলৈরস্য ধারণং সম্ভবতি, কিন্তু কণ্ঠস্বনমেবেতুপহাসঃ। নহু তর্হিক্তাবতুপায়ঃ? তত্রাহ—স
প্রসিক্তো রামাহুজোহয়ং ন শশ্রাম, ন শ্রান্তোহভূৎ। যতোহমলবলস্তত্র লিঙ্গং সারোণ বলেনাধিকা রুচয়ঃ কান্তয়োঃপহতো
অপঘাতে সতি ন ন প্রগাতে, ন ন গচ্ছন্তি, অপি তু গচ্ছন্ত্যেবোত্থঃ। অশ্রু তু তাঃ কান্তয়ো বর্তন্ত এবোতি সর্বান জ্ঞাপয়ি-
তুমিষ্টোত্থঃ। সা প্রসিক্তা রাধিকা আনন্দরূচা স্বমুখকান্ত্যোপহতো কম্পাদিভিরূপঘাতে নিমিত্তে প্রগাতে প্রযাতীত্যয়মর্থস্ত
কৃষ্ণম্ ॥

১২০। গন্তীরশ্চ স্বয়শ্চ বিস্ময়শ্চ মান আশ্রয়ঃ; “মানশ্চিন্তোন্নতো গৃহ” ইতি বিখ্যঃ। দর দ্বিষৎ স্পন্দমানঃ ক্ষরন্
বহির্নিঃসরন্ মানসো রসো যত্র তদ্যথা স্নাতথা বাজহার, অরুণাধরশ্চ পরিষ্পন্দেন সঞ্চলনেন। কথন্তুতেন? আননচন্দ্রশ্চ
মধুরিমণাভিভিত্তানং দশনানামুশ্রসহশ্রস্য কিরণসহশ্রস্য সহকারেণ মেলনেন চারুণা মনোহরেণ, তারেন হাসেন চ হার-
বক্সাসেন বা বিকসৎ প্রকাশমানং বক্ষো যস্য সং। অনেন কিঞ্চিলজ্ঞানব্রহ্ম ধ্বনিতম্। সারেণাধিকা প্যতিবলিষ্ঠাপি কাপা-
নির্বচনীয়া মম মূর্তিঃ শরীরমিতি সর্বান জ্ঞাপয়িতুমিষ্টোত্থঃ। সা প্রসিক্তা রাধিকা কাপানির্বাচা মম মূর্তিরপি পরমপ্রেয়সী-
আমুচ্ছরীরাভিরাপীতোষোত্থঃ বটুং ‘রাধিকা-বর্গঞ্চ। নিরন্তরায়ো নির্বিঘ্নশাসো নিরন্তরমবিরতমেবায়মানঃ প্রসরণশ্চ
জনের জ্ঞাপনার্থে—‘সার+অধিকা+ন ন এইভাবে অর্থ হবে শেষাংশের) যেহেতু ইনি অমল বলশালী
তাই এর অঙ্গকান্তি অতি উজ্জল, যা একমাত্র আকস্মিক শারীরিক দুর্ঘটনাতেই স্তান হতে পারে। (কৃষ্ণকে
জ্ঞাপনার্থে—‘সা+রাধিকা+আনন’ এইভাবে অর্থ হবে) সেই প্রসিক্তা রাধিকাকে হে সখা, নিজ মুখ-কান্তিতে
তোমার অঙ্গে কম্পাদিহারা পীড়া জন্মাতে প্রযত্নশীলা দেখা যাচ্ছে।’

১২০। তখন এ কথা শুনে অগাধ বিস্ময়ের আশ্রয়স্বরূপ, হাসি হাসি মুখে, নীল কমলমণ্ডল সম
সুকুমার এবং হার ও হাসিতে উদ্ভাসিত বক্ষদেশা জীৱজরাজপূরপূরন্দরকুমার আনন চন্দ্রের মধুরিমায় অভিষিক্ত
দশনের কিরণসহশ্রের মিলনের দ্বারা চাক্রতা প্রাপ্ত অরুণাধর নাড়িয়ে নাড়িয়ে অন্তরের ভাব প্রকাশ করতে
করতে মন্দ মধুরভাবে বললেন—

‘এই গোপেদের আমাতে যে ভাব তা অত্যন্ত মঙ্গলকারী এবং তাদের নিজেদের কামনা পালনকারী,
তুমি উপহাস করছ কেন। আমার শরীর (‘সারাদিকাপি’ সকল জনের জ্ঞাপনার্থে সার+অধিকাপি) অতি
বলিষ্ঠ ও অনির্বচনীয় হলেও এরা তা জানে না। (বটু ও রাধিকাবর্গের জ্ঞাপনার্থে—সা+রাধিকাপি) সেই
প্রসিক্ত রাধিকা আমার কোনও অনির্বচনীয় মূর্তি হলেও অর্থাৎ পরমপ্রেয়সী বলে আমার শরীর থেকে অভিন্ন
হলেও এরা কিন্তু তা জানে না। স্বচ্ছন্দ নিয়ত প্রসরণশীল বাৎসল্যভাবে সিক্ত গোপেদের লগুড়-ঠেকানো-
রূপ এই কার্য অতি শোভনই বটে। এর থেকে বেশী কৌতুক আর কি হতে পারে?’

১২১। অতঃ পরং তানৈবাহ,—‘ভো ভো মদেকবৎসলাঃ । অলমলম্বো লম্বোদরজনকবন্মাচ্ছানাং সামাচ্ছানাং সাধারণেন, তদুপরমত পরমতমাং পরিশ্রমাং, অয়মহমশ্রাস্তমশ্রাস্ত এব ॥’

১২২। অথ কুতোহপি পুনঃ পুরত এব তনয়বৎসলা বৎসলালসা যথা মাতা মাতা সা ব্রজেশ্বরী নিজগাদ,—‘বৎস !

অভূৎ কালো ভূয়ান্ নিরশনতয়া খিগ্গসে তাত কামং

বপুঃ ক্ষামং জাতং পতিতমুদরং বিল্লথশ্চেলবন্ধঃ ।

অপি স্বেচ্ছাচারী সবিধস্থলভে শাদ্ধলে নান্তি শস্যং

গবাং স্তোমঃ পশুগ্ননশিতবতঃ শুবাদাশং তবৈতৎ ॥

১২৩। তদিদমাবেদয়ামি দয়ামিন্নমনা মনাগধুনা মুঞ্চ বেণুবিজ্ঞাবিনোদম্, বিনোদঞ্জনেন পাণের্ময়ৈ-
বাপবর্জ্যমানমাননকমলে কিয়দশান, দশা নমু যদা যাদৃগুৎপত্ততে, তদুচিতমাচারমাচারবিদো বদন্তি । তেন স্ত্যান-
মস্ত্যানমমুচ্ছভাবমপূমপূপহতি সরসরসং দধি দধিরস্মি । সমুচিতসৌত্রাত্রো ত্রাত্রোক্তমকুতুহলিনা হলিনা সহ
যো বালভাবো বাৎসলাং তেন ॥

১২১। লম্বোদরজনকো মহেশস্তদ্বন্মাচ্ছানাং বো যুখ্যকং সামাচ্ছানামিতর-জনানাং সাধারণেন সাধর্মোণালং তত্ত-
ন্বাদয়মহমিত্যাচ্ছানাং তর্জ্ঞতা দর্শয়তি । অশ্রাস্তং নিরস্তুরমোশ্রাস্তঃ শ্রমরহিতঃ ॥

১২২। মাতা গোঃ ; ‘মাতা গোষাদিজননী গোত্রাক্ষণাদিযোষিতি’ ইতি মেদিনী । অনশিতবতোহভুক্তবতস্তব,
আস্যং মুঞ্চ শুশ্রূষ পশুন্ সন্ গবাং স্তোমোহপি শস্যং নান্তি, ন বাদতি ॥

১২৩। দয়ামিন্নমনাঃ কৃপাক্লিন্নচিত্তা পাণের্বিনোদঞ্জনেন হস্তস্যোদগমনং বিট্টৈব অশান মুঙক্ষ্ব, ময়ৈবাপবর্জ্যমানং
দীয়মানম্ । দানপথ্যে “অপবর্জনমংহতিঃ” ইত্যমরঃ । স্ত্যানং স্নিগ্ধমপূমপ্তি ; “স্ত্যানং স্নিগ্ধে প্রতীঘাতে,” ইতি বিষ্ণুঃ ।
আনন্দরীষদৃষ্টমান উচ্ছভাবো যত্র তৎ । পুঃ পাবিত্র্যং ন বিদ্বতে তস্য উপহতির্যত্র তৎ । দধি কীদৃশম্ ? সরেণ সরসং

১২১। অতঃপর ঐ গোপগণকে বললেন—‘ভো ভো মদেকবৎসল গোপগণ । কি প্রয়োজন গণেশ-
জনক মহাদেবের মতো মাননীয় আপনাদের ইতরজনের মতো একইরূপ আচরণের, কাজেই বিরমিত হোন এই
অতিশয় পরিশ্রম থেকে । এই যে আমাকে দেখছেন, এই আমি নিরস্তুরই শ্রমরহিত ।’

১২২। অতঃপর কোনও স্থান থেকে পুনরায় সম্মুখে আগত বৎস-লালসাবতী গোমাতার মতো
তনয়বৎসলা সেই মা যশোদা বললেন—‘বৎস ! অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, আরে বাছা ! না খেয়ে-যে একবারে
কাতর হয়ে গিয়েছ, শরীর শুকিয়ে গিয়েছে, পেট পড়ে গিয়েছে, কোমরের বস্ত্রবন্ধন চিলে হয়ে গিয়েছে । অভুক্ত
তোমার শুকনো মুখ দেখে ধৈর্যগণ স্বেচ্ছাচারী হয়েও শস্যে মুখ দিচ্ছে না—নিকটেই সবুজ শস্যভরা মাঠ স্থলভ
হলেও, আর তাতে রাশি রাশি শস্য থাকলেও ।

১২৩। তাই আমি আবেদন করছি—দয়াসিক্ত চিত্ত হয়ে এখন একটু বেণুবিজ্ঞাবিনোদ রাখ । হাত
না উঠিয়েই আমার দ্বারা মুখে তুলে দেওয়া কিছু খেয়ে নেও । (এ অবস্থায় কি করে খাবো এর উত্তরেই
যেন বলা হচ্ছে—) যখন যেক্রপ অবস্থায় লোকে পড়ে, সেক্রপ আচরণ করার কথাই আচারবিদগণ বলে থাকেন ।

সহচরৈশ্চ সমং সমঞ্জসতয়া ভোক্তুমহঁসি ।’

১২৪ । বটুরাহ, —‘বয়স্তু সমুচিতমেবাহ মাতা, মা তাবদম্মথা কর্তব্যমিদম্, ময়াপি বুভুক্ষয়াহক্ষয়া-
পরিতোষণে ভূয়তে ॥’

১২৫ । স রসবানাহ, —‘নাহমম্ম মুহূর্তমপি গতং মম্মে, তমম্মে তর্কয়ন্তি কথং বহুকালম্, কা লজ্জয়িতুং
যুজ্যতে গৌণ্ডক্ৰণাম্, কিয়তায়তা ক্ষণেন ক্ষণেন তৎ করণীয়ম্ ॥’

১২৬ । ইতি স্থিতে শতমন্তুরথ মন্তুরথমিষাকটোহপি লোকরাবণৈরাবণৈধমানগতিজবঃ পবিপবিত্রকরো
ঘনাঘনানুপযুপযুপোঢ়গাঢ়রাগতয়াহগতয়া কিমিয়তায়তায়তেন কালেন তত্র বৃত্তমিতি দিদৃক্ষয়া ক্ষয়ায় ব্রজভুবাং
কৃতারন্তোহরন্তোগীব কুপিতঃ সমেত্য সমালোকয়ামাস ॥

স্বাহবৎ । দধিরস্মি দারয়ন্তাস্মি ; ‘ধাঞ্ কন্সজনিমিত্তাঃ’ ইতি কিঃ । সমুচিতং সৌভ্রাতৃং যস্য সং, অতএব ভ্রাতৃা হলিনা
সহেতি তৎপ্রবর্তনার্থমন্তুরোধো দর্শিতঃ ॥

১২৪ । অক্ষয়োহপরিতোষো যস্য তেন ॥

১২৫ । ‘রসবান্’ ইতি তৎখেদোপশাস্তার্থং স্বসারস্যা ব্যঞ্জনা । কা গীর্জয়িতুং যুজ্যতে ইতি ভ্রাতৃা বুভুক্ষা তু
ন মে সম্ভবতীত্যর্থঃ । ততস্তাৎ কিয়তা ক্ষণেন অয়তা গচ্ছতা সতা, ভোজনম্ ॥

১২৬ । মন্ত্য কোপএব রথন্তমাকটস্থথাপি লোকান্ রাবয়তি ক্রন্দয়তীতি তাদৃশেনৈরাবণেন ঐরাবতেন হেতুর্নৈ-
ধমানো গতিবেগো যস্য সং পবিনা বজ্রেন সৌম্যঃ করো যস্য সং, পবিত্র ইতি হিংস্রব্রহ্মোত্তমায় বিরুদ্ধলক্ষণয়া ঘনাঘনান্
বৃষ্টিশীলমেঘান্ উপযুপরি উপোঢ়া ধৃতা যা গাঢ়রাগতা নিবিড়প্রণয়িতা তয়াহগতয়া নিশ্চলয়া মেঘগণোপরি নিবন্ধনিশ্চল-
প্রেমতরয়ত্যাঃ ; ‘বস্কালা ঘনাঘনাঃ’ ইত্যমরঃ । “উভসর্বতসোঃ কার্ধা যিগুপর্ধাদিষ্ ঐষ্” ইত্যাदिনা বিতীয়া ; ব্রজভুবাং
ক্ষয়ায় কৃতারন্তঃ, ইয়তৈতাবতা আয়তেন দীর্ঘেন কালেনায়তা যচ্ছতা সতা তত্র গোষ্ঠে কিঃ বৃত্তমিতি দিদৃক্ষয়া সমেত অয়ং
শীঘ্রং ভোগীব সপ্ ইব ॥

স্নিগ্ধ ঈষৎ উষ্ণ নিয়ত পবিত্র পূয়াপিঠে ও সরপড়া সরসদাঘ এনোছ । তোমার সমুচিত সুভ্রাতৃ গুণ আছে ।
অতএব সহচরগণ সহ বিরাজমান উত্তম ভাই কুতূহলী হলীর সঙ্গে মিলেমিশে তোমার ভোজন করাই উচিত ।’

১২৪ । বটু বললেন —‘বয়স্তু । মা ঠিকই বলেছেন । কিছুতেই অম্মথা করা উচিত হবে না, আমিও
ক্ষুধার জ্বালায় অক্ষয় অসন্তোষে আছি ।’

১২৫ । রসিক কৃষ্ণ বললেন —‘মা, আমি তো এক মুহূর্তও গেছে বলে মনে করি না । এইটুকু
সময়কে অম্মে কি করে বহুকাল বলে বিচার করছে ? গুরুবাক্য কে লঙ্ঘন করতে পারে ? এই ক্ষণকাল পরে
আনন্দের সহিত তোমার হাতে খেয়ে নেওয়াই সমুচিত হবে ।

১২৬ । ব্যাপার যখন এরূপ চলছে তখন বেগোচ্ছল বজ্রে সুদৃশ্য-কর ইন্দ্র বর্ষগরত মেঘদের উপর
দৃঢ়নিবন্ধ অচল প্রেম হেতু গম্ভীর রবে লোক-কাঁদানো ঐরাবতে চড়ে, যদিও রোষরথে চড়েই ছিলেন তখন,
সর্পের মতো ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ব্রজে এসে শীঘ্র উপস্থিত হলেন । এই মনে করে, দেখে
আসি সেখানকার খবর কি ? বহুকাল তো হয়ে গেল, ব্রজনাশের কাজ আরম্ভ হয়েছিল । এসে দেখলেন—

১২৭।

ভিত্তা গাঢ়পটীয়সীং ঘনঘটামৃদং গঠৈঃ সানুভি-

বর্ষাভাবসুখস্থিতদ্বিজমৃগব্রাতস্য ভূমিভূতঃ ।

তস্ত্রামেখলমাস্ত্রিতৈর্জলধরৈঃ কল্লাস্তবাস্ত্রাস্ত্রুভি-

ধৌতপ্রাস্ত্রভুবো ব্যাধায়ী সুষমা মূক্তাতপত্রাকৃতিঃ ॥

১২৮। তথা নিরীক্ষ্যাপীশ্বরম্যত্রো মন্যোরস্তং জিগমিষুমহাপ্রলয়তুর্দিনাকৃতিকৃতিনি জলমুচাং কুলে

নির্ধাতধ্বানমুচি নমুচিসুদনোহমুতাপরুধা পরুধায়িত-সুদয়ো দয়োপরোধরহিতোহহিতোত্তমায় পুনরপি সমুত্তে-
জনাং জনয়ামাস, তত্পরোধোং পুনস্তেহপি সমুয় ভূয়সা সামর্থ্যেন বরষুঃ ॥

১২৯। অথ পুরন্দরদরতস্ত্রুপদিষ্টা দিষ্টাস্ত্রকারিণো মহাপ্রলয়সমীরণা রণার্থমিব সন্নদ্ধা গিরিবরোদ্ধু-

তয়ে কৃতাভিযোগা ভিযো গাঢ়তরাং পদবীং বিরচয়ন্তি স্ম ॥

১৩০। তথা সতি—

বাহ্লে কষ্টাতিরুষ্টিঃ খরতরমরুতঃ সঙ্গ্রপাতঃ শিলানাং

জ্যোতিঃপাতোহমুদানামপি যদজ্জনয়ন্ ক্লেশমুবীধরস্ত ॥

১২৭। গাঢ়া নিবিড়া চ সা পটীয়স্ত্রুভিদক্ষা চেতি তাং ঘনঘটাং ভিত্তোদ্ধ্বং গঠৈঃ সানুভিহেতুভিস্ত্রু পর্বতস্ত্রা-

মেখলং মেখলামভিযাপ্যাস্ত্রিতৈঃ; তথা চ হরিবংশে—(বিষ্ণু পং ১৮।৩১) “স ধৃতঃ সঙ্গতো মৈঘগিরিঃ সর্বোদ পানিবা ।
গৃহভাবং গতস্তত্র গৃহাকারেণ বর্চসা ॥” ইতি । কল্লাস্তে প্রলয়ে ইব বাস্ত্রাস্ত্রুনি বৈস্তাদৃশৈরপি তৈর্ধৌতা ফালিতা প্রাস্ত্র-
ভূর্যস্ত তস্ত্র গোবর্ধনস্ত্র সুষমাহতিশোভা এব ব্যাধায়ী । মূক্তাময়স্ত্রাতপত্রসোবাকৃতির্বস্যাং সা ॥১২৮। নমুচিসুদন ইন্দ্রঃ, অতিতাপেন ষা কৃৎ তয়া দয়া গোমু, উপরোধো ভগবতি তাভ্যাং রহিতঃ; অহিত-
মপকারস্ত্রুতমায় ॥

১২৯। দিষ্টাস্ত্রো নাশঃ; “দিষ্টাস্ত্রঃ প্রলয়োহত্যঃ” ইত্যমরঃ গিরিবরোদ্ধুতয়ে গোবর্ধনমুচ্চালয়িতুং ভিযো ভগবৎ-

১২৭। যার শৃঙ্গ নিবিড় অতিদক্ষ মেঘাভ্রম্বর ভেদ করে উর্ধ্বে উঠে থাকার দরুণ তাঁতে পক্ষী মৃগাদি

প্রাণীসকল বর্ষাভাবে সুখে বিচরণ করছে সেই গিরির নিতম্বদেশ একেবারে ছেয়ে অবস্থিত শুভ্র মেঘমালা
প্রলয়কালের মতো জলরাশিতে ধৌত তটভূমি সমন্বিত গিরিরাজকে অতি সুষমায় ভরিয়ে তুলছে—তাকে
দেখাচ্ছে মুক্তার ঝালর দেওয়া ছাতার মতো ।

১২৮। এইরূপ দর্শন করেও নিজেকে ঈশ্বর-মাননাকারী ইন্দ্র ক্রোধের পার দেখবার ইচ্ছায় অতি-

তাপ জনিত ক্রোধে নিষ্ঠুর হৃদয় হয়ে গোগণে দয়া ও জীভগবানে মানরক্ষা ছেয়ে দিয়ে পুনরায় ব্রজের অনিষ্ট
সাধনের আয়োজন করবার জন্য প্রলয়-তুর্দিন সৃজনে নিপুন ও বজ্রপাতে ভীষণ শব্দকারী মেঘমালার ভিতর চরম
ঔষ্মেজনা জন্মালেন ।

১২৯। অনন্তর পুরন্দরের ডরে তাঁর নির্দেশ মতো সর্বধ্বংশী মহাপ্রলয় বাড় যেন যুদ্ধ করবার জন্য

সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে গিরিরাজকে উড়িয়ে ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ করলো ।

১৩০। এইরূপ হলে বাইরে কষ্টপ্রদ অতিরুষ্টি-খরতরবায়ু-প্রবল শিলাপ্রপাত-মেঘের বজ্রাঘাত

লীলাপীযুষবর্ষৈর্মুখকমলমধুদগারিভিঃ শ্বাসবাতৈ-

হাসজ্যোৎস্নাপ্রপাতৈস্তনুমণিকিরণৈস্তং হরিঃ সংজহার ॥

১৩১। কিঞ্চ,

বহির্মেষা বিদ্বাদ্ভরততিততয়ঃ শক্রচাপোহতিবৃষ্টি-

মুকুন্দোহস্তর্মেষঃ কুবলয়দৃশো নিম্প্রকম্পাশ্চ শম্পাঃ ।

ধনুশ্চৈল্লং বর্হাভরগমতুলা কাপি লাবণ্যবৃষ্টিঃ

স বাহ্যাস্তস্তল্যোহধিকমিদমসৌ কৌস্তভোহস্তবিবস্বান ॥

১৩২। অথ ভূয়োহপি ভূয়োহপিধীয়মাননিজশ্রমাশঙ্কং মধুমধুরং ধুরকরো মাধুর্যধুর্যাসদসঃ সরসতরং
তরঙ্গিত-নয়নাঞ্চলো মুরলীকলং কলঙ্করহিতসিতময়ুখমুখো বাদয়ামাস ॥

১৩৩। তদাকর্ণঃ কেচিদাছঃ ‘অহো পশ্যত পশ্যত—

শ্রুৎত্বামশ্রবণকুবলয়ং তস্মতো বেণুনাদং

লীলোদকজ্জয়তি গিরিভূতো দক্ষিণং দ্রলতাগ্রম্ ।

মদন্ত্যাপি প্রভবতি ভগবান্ কিং পুনর্বামদোষণ

ধর্তুং ক্ষৌণীধরমিতি কথয়ন্তং প্রকারং চ বিভ্রং ॥’

কোপোথস্ত স্বভয়স্ত গাঢ়তরাং পদবীম্ ॥

১৩০। যদ্যথা বাহ্যেহতিবৃষ্ট্যাচ্চাঃ ক্লেশমজনয়ন্নকুবল্, তথৈব লীলাপীযুষবর্ষাদিভিঃ স্তবৈস্তবৈব যথাক্রমেব তত্ত্বং
তং ক্লেশং সংজহার ॥

১৩১। অধিকমিদমিতি বিবস্বতো বহির্বত মানসেহপি মেঘাস্তরানুপলক্কে ॥

১৩২। ভূয়োহপি পুনরপি ভূয়ো বহুতরং যথা স্মৃত্য, অপিধীয়মানা আশ্রয়মাণা নিজশ্রমাশঙ্কা যেন তদ্যথা
স্যাভ্যর্থ! মাধুর্যধুর্যাসদসো মাধুর্যধারিণ্যাঃ সভায়া ধুরকরো মুখ্যঃ ॥

১৩৩। কেচিৎ পৌর। লীলারোদকজ্জদগচ্ছদ্রলতাগ্রং কভু, ইতি কথয়ন্তং সৎ জয়তি । কিং ভং ? মদন্ত্যাপি মম
গিরির যা যা ক্লেশ জন্মাল তা তা যথাক্রমে শ্রীহরি হরণ করে নিলেন—লীলামৃত বর্ষণ-মুখকমলমধু উদগীরণ-
কারী শ্বাসবায়ু-হাস্যজ্যোৎস্নাপ্রপাত-তনুমণিকিরণের দ্বারা ।

১৩১। আরও, বাইরে মেঘ-বিদ্বাৎলতা পরম্পরা-ইন্দ্রধনু-অতিবৃষ্টি; আর ভিতরে মুকুন্দই মেঘ-
কমলনয়নী গোপীগণ স্থির বিজলী-ময়ূরপুচ্ছ মুকুটই ইন্দ্রধনু-অতুল কোনও অনির্বচনীয় লাবণ্যধারাই অতিবৃষ্টি ।
এ-গিরির বাহ্যাস্তর তুলা হলেও এঁর ভিতরে অধিক হল কৌস্তভ সূর্য, যা বাইরে নেই ।

১৩২। অতঃপর মাধুর্যশালী সভার মুখ্য-কলঙ্করহিত চন্দ্রমুখো-তরঙ্গিত নয়নাঞ্চল কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের
মনে তাঁর সম্বন্ধে যে শ্রমশঙ্কা, তা বহুতর হলেও সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দেওয়ার জন্য অতি রসের সহিত মুরলীতে
কলঙ্কনি করতে লাগলেন পুনরায় ।

১৩৩। ঐ ধ্বনি শুনে কোনও ব্রজবাসী বললেন—‘অহো দেখ দেখ—বাম কর্ণের উৎপল নীচের
দিকে ঝুলে পড়েছে, বেণুনাদ দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছে, লীলায় দক্ষিণ দ্রলতাগ্র উর্ধ্বগত হয়ে আছে—যেন

১৩৪। এবং তত্র । গিরিগর্তোদরেহদরে দামোদরাদরাগ্নুগ্রহতো হতোপদ্রবা দ্রবাতিরেক্ষণ রসময়ং
সময়ং জানন্তুঃ কেহপি কিমপি নাপরং পরং তদেকমনসো মনসো বিষয়ীচক্ৰুঃ ॥

১৩৫। তেহু চ— একে বিস্ময়িনঃ পরে রতিভূতঃ কেচিৎ প্রহাসপ্রিয়াঃ
প্রোৎসাহাশ্রয়িণঃ পরে সখিতয়া প্রীত্যেকনিষ্ঠাঃ পরে ।
সৰ্বে কৌতুকিনঃ স্ময়েন রভসেনাপি প্রসীদন্ধিয়ো
বাৎসল্যাদনবস্থিতা তু জননী ন স্বাস্থ্যামালম্বতে ॥

১৩৬। এবং সতি সা সাদরমেলালবঙ্গখণ্ডাখণ্ডামোদ-বনঘনসারসারসুরসুতমং বিদলিতমুদ্বগমুদ্বগহারি
হারিতরতাস্মূলিকাদলপুটঘটিতবীটপরিপাকললিতং করকমলে নিধায় নিজগাদ,—‘ংস ! মুরলীবাদনং পরিহর,
ক্রবোর্ডদ্যপি ক্ষৌণীধরং ধৰ্ত্তুং প্রভবতি, কিং পুনরৌক্ষেতি । ভগবান্ পরাক্রমী কীর্তিমান্ বা ; “ভগং শ্রীকামমাহাঅ্যা-
বীৰ্য-স্বত্বাক কীর্তিষু” ইত্যমরঃ ॥

১৩৪। দ্রবাতিরেক্ষণ সারস্যাধিকোন । অপরং শ্রীকৃষ্ণাদগম্য, পরমুৎকৃষ্টম্ ॥

১৩৫। অথ তত্র বিবিধবাসনানাং সর্বোন্মাদকত্র স্থিতানাং নিখিলরসপোষকস্বরূপে তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে স্বস্বভাবোদ-
য়মাহ—বিস্ময়িনো বিপ্রাপোরাগাঃ । রতিভূতঃ শ্রীরাধায়া গোপীজনঃ । প্রহাসপ্রিয়া বিদ্রুযকাঃ সখিভেদাঃ, প্রোৎসাহা-
শ্রয়িণঃ প্রিয়সখাঃ স্তবলাদয়ঃ, প্রীত্যেকনিষ্ঠা দাসা রক্তক-পত্রকাণ্ডাঃ । জননী ন স্বাস্থ্যমিতি তত্রাপি বাৎসল্যস্যোদ্রেক
ইতি শাস্তাভাঃ পঞ্চ মুখ্যরসা দর্শিতাঃ ॥

১৩৬। বিদলিতং কীর্তিমুদ্বগং গুবাকফলম্ ; “গুবাকঃ খপুরোংস্য তু ফলমুদ্বগম্” ইত্যমরঃ । কথন্তু তম্ ?
বলছে, ‘ঈষং ক্রভঙ্গী আমার গিরিধারণে সমর্থ এই বামবাহুর কথা আর কি বলবার আছে’—এইভাবে দীপ্ত
পরাক্রমী গিরিধারী সর্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পাচ্ছেন ।

১৩৪। এইরূপে সেখানে গিরির নির্ভয় গর্তের ভিতরে দামোদরের মহান্, অল্পগ্রহে উপদ্রবহীন
বজ্রবাসিগণ উৎকর্ষের প্রাবল্যে ঐ সময়কে রসময় বলে অনুভব করতে করতে কৃষ্ণকমনা হয়ে কৃষ্ণভিন্ন অন্য
কোনও ব্যক্তি কোনও বস্তু মনের বিষয় করছিলেন না ।

১৩৫। (অতঃপর সেখানে বিবিধ বাসনাবৃত্ত একত্রস্থিত বজ্রবাসিদের নিখিল রসপোষক সেই
কৃষ্ণে নিজ নিজ ভাবের উদয় বলা হচ্ছে—) আরও, এদের মধ্যে শাস্তভক্ত বিপ্রাদি বজ্রবাসিজন বিস্মিত হচ্ছি-
লেন, মধুর রসের শ্রীরাধাদি গোপীগণ গুঢ় প্রীতি প্রকাশ করছিলেন, সখ্যারসের বিদ্রুযক মধুমঙ্গলাদি কেহ
হাস্তারসের সৃজন করছিলেন, প্রিয়সখা স্তবলাদি অপর কেহ অতিশয় উৎসাহ দান করছিলেন, দাস্তারসের
প্রীত্যেকনিষ্ঠ রক্তকপত্রকাদি কেহ সেবা করছিলেন—এইরূপে সকল কৌতুকীগণ ঈষৎস্বাস্য ও হর্ষবেগে প্রসন্নমতি
হলেন; কিন্তু বাৎসল্যবশীভূতা জননী কোন সুখ পাচ্ছিলেন না ।

১৩৬। এইরূপ হলে মা ধশোদা এলাচ-লবঙ্গখণ্ড-অখণ্ডগন্ধযুক্ত জমাট কপূঁরাদির সরসতায় আশ্রাণ,
কাটা সুপারি-জায়ফল-চূর্ণক্ষয়েরদ্বারা সাজান, পরিপাকে ললিত এবং উদ্বগহারী অতিসবুজ পানের খিল সাদরে

নাদেনাস্তা দামোদর মোদরপূরণং ভবতি । ভব তিরোধাপয়িতুং খেদমধুনা, ধুনাসি কিমপরং মে মনো মনোহর-
মিদং প্ৰাহীক্ষ্মা হীয়তে যত্র । গতৌ হি বহুতিথোহনেহা নেহাপরং বিলম্বম্ । যদি বিলম্বসে দিবি লম্বসেষিচ্যামান-
জলবিরামাপেক্ষয়া রামাপেক্ষয়া তদা কৃতং তে, যদয়ং বৃত্তিক্ষিতং ষিদ্ধতি । অথবেদং তাম্বুলমন্ধি মন্ধিতকৃতে'
ইতি স্তবলমামন্ত্য 'স্তবল । বলমানস্তে মহানত্র প্রণয়ঃ, তদিদমাশয় সমাশয় সরসতাম্বুলম্' ইতি তন্তু করে
দদাতি ॥

১৩৭ । স চ সচমংকারমাদায় সমাকুষ্য বংশিকাং বংশিকাক্ষরাগস্ত তন্তু মুখকমলমঞ্চলেন বিমৃজ্য
তাম্বুলমাদয়ামাস, মাদয়ামাস চ মাতৃহৃদয়ং হৃদয়ঙ্গমো ধরাধরধরাধরপুটং চ রঞ্জয়ামাস ॥

এলা চ লবঙ্গধণিনি চ অঞ্চ আমোদো যত্র তথাভূতো ঘনো নিবিড়ো ঘনসারঃ কপূরশ্চ তৈর্থং সারস্যং সরসতা তেন
রসাতমমত্যাগাণ্ডম্ । অস্যা মুরল্যা নাদেনোদরপূরণং মা ভবতি, ন স্যাৎ, খেদং তিরোধাপয়িতুং দূরীকর্তৃমধুনা ভব
বর্তস্ব, ইদং মনোহরং বস্তু প্ৰাহি ভুক্ত্ব, যত্রেস্মা হি নিশ্চিতমীয়তে প্রাপ্নোতি, তচ্চ প্ৰাহিঃ 'প্ৰা ভক্ষণে' । বহুতিথো
বহুনাং পূরণং, অনেহাঃ কালঃ । দিবি লম্বানি লম্বমানানি সেষিচ্যামানান্তিক্রান্তি জনানি, তেষাং বিরামাপেক্ষয়া যদি
বিলম্বসে, তদা রামাপেক্ষয়া । তব কৃতমলমিতার্থঃ । রামাপেক্ষা ত্রয়াতঃ পরং ত্যক্তেতি হেপং ভোজনপ্রতীকলকমিতি
ভাবঃ । 'অধুনৈব ত্রয়া ভোজিতোহস্মীতি নেনানীং মে বৃত্তুক্ষা' ইত্যনন্তমাহ—অথবেদমিতি । অন্ধি ভুক্ত্ব, মন্ধিতকৃতে
মদহুরোধার্থমিতার্থঃ । আশয় ভোজয়, সমঃ সখ্যা তুল্যা আশরোহন্তঃকরণং যস্য হে তাদৃশ ॥

১৩৭ । বংশিকায় অগুরুসস্যাঙ্গরাগো যস্য তস্য; "বংশিকাগুরুরাজাই"-ইত্যমরঃ । ধরাধরধরস্য কৃষ্ণস্যা-
ধরপুটম্ ॥

করকমলে ধরে বললেন—'বৎস, মুরলী বাজানো থামাও । এর ধ্বনিতে হে দামোদর, তোমার উদর-পূরণ হবে
না । আমার দুঃখ দূর করতে তৎপর হয়ে যাও । আমার মন আর কল্পিত করে তুলছ কেন, এই মনোহর
ঐশ্য খেয়ে নেও । অথবা যাতে তোমার অবশ্বই লোভ আছে তা খাও ।

বহুদিন পূরণকারী লময় চলে গিয়েছে, এখন আর বিলম্ব কর না । যদি আকাশে জমা অতি
বর্ধমান জল বিরমিত হওয়ার অপেক্ষায় থাক, তবে বৃষ্টিতে হবে রামের ষাতিরে কিছু করার প্রয়োজন-বোধ
তোমার চিন্তে আর নেই— কারণ সে যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ । অথবা আমার
অহুরোধেই না-হয় এ-তাম্বুল খেয়ে নিলে ।' এই বলে স্তবলকে ডেকে বললেন—'স্তবল, কৃষ্ণে তোমার মহান
প্রণয় উচ্ছলিত হয়ে হয়ে উঠছে, তাই বলছি হে তুল্য-আশয় স্তবল, এ সরল তাম্বুল তুমি খাইয়ে দেও ।'
এই বলে তার হাতে উহা দিলেন ।

১৩৭ । কৃষ্ণের প্রিয় স্তবলও অনির্বচনীয় আনন্দে তাম্বুল হাতে ধরে বংশী টেনে নামিয়ে দিয়ে
অগুরুসের অঙ্গরাগে রঞ্জিত তাঁর মুখকমল অঞ্চলের দ্বারা যত্নে গুছে দিয়ে তাম্বুল দান করলেন—মাতৃহৃদয়
হর্ষোৎফুল্ল ও গিরিধারীলালের অধর রঞ্জিত করে তুললেন ।

১৩৮। অথ বহিঃ—

পৃষ্ঠস্থেন বিড়োজসা দৃঢ়কৃষা লুম্বো ঘনানাং গণো
যাবচ্ছক্তি ববর্ষ শক্তিসদৃশং বাতি স্ম ঝঙ্কানিলঃ ।
অদ্রীন্দ্রস্য তু মেখলাপরিসরান্নির্ধাবিতা ধূলয়ো
নৈবাক্রেদি খগৈর্মৃগৈশ্চ ন দলৈঃ শীর্ণং তরুণামপি ॥

১৩৯। আরাং পারাবারবারাদপারান্, বারাং ভারান্, বারিদা যানহাষুঃ ।

তে তং জগ্মুঃ স্মাং গতাঃ কিস্তুমীষাং, গারোদগারকোভ এবাবশিষ্টঃ ॥

১৪০। কিঞ্চ, শ্রাস্তং ভূরি মহানিলৈব হতরং বাস্তং পয়োদৈঃ পয়ঃ

শ্রাস্তং তৈরপি তৈশ্চ হস্ত পতিতঃ তস্মৈব পাদোপরি ।

ন শ্রাস্তং পতিতং চ নৈব তদপি ক্রোধেন বাস্তোপ্পতেঃ

ক্রোধাক্ষঃ পরমাক্ষ এব হতধীর্নাক্ষো দৃশাক্ষো জনঃ ॥

১৪১। এবং বৃষ্টৌ নিরন্তরায়নিরন্তরায়মানাঃ প্রলয়কাল-তদ্বিধজগৎপ্রভঞ্জনপ্রভঞ্জন-সহিতাঃ প্রবলা
বলাহকা অহো অহোরাত্রান্ সপ্ত তং তু সপ্ততন্তুভঙ্গজনিতমন্নাং শতমন্নাং শতকোটিকোটিকুটিলং শ্রীণয়িতুমশক্য-
বস্তোহিবস্তোহনিশং তন্নিদেশমপি বিনাশনাশয়া ব্রজভূবাং স্বস্থপুটেভেদনস্য স্ব-স্থপুটেভেদনস্য দশমাাত্রং গতা গতা-

১৩৮। বিড়োজসা ইন্দ্রেনঃ “বিড়োজাঃ পাকশাসনঃ” ইত্যমরঃ । স্লেষভঙ্গ্যা গালিগ্রদানঞ্চ; হুম্বঃ প্রেরিতঃ ॥

১৩৯। পারাবারবারাং সমুদ্রসমুহাং তে বারাং ভারাস্তং সমুদ্রমেব স্মাং গতাঃ সন্তো জগ্মুঃ । অমীষাং বারিদা-
নাং গারোদগারভ্যাং নিগিলনোদগিলনাভ্যাং ক্ষোভঃ ॥ ১৪০। তস্যৈবেন্দ্রস্যৈব ॥

১৪১। অহোরাত্রান্ সপ্ত ব্যাপ্য বৃষ্টার্থং নিরন্তরায়ং নির্বিঘ্নে যথা শ্রান্তা, নিরন্তরময়মানাশ্চলন্তো বলাহকা

মেঘমালার প্রতাপের পর্যবসান ইন্দ্রের দুঃখমাত্রে ও গর্বনাশে :

১৩৮। অতঃপর ওদিকে বাইরের অবস্থা,—ঐরাবত পৃষ্ঠাকৃঢ় ইন্দ্রের প্রচণ্ড ক্রোধে প্রেরিত মেঘ-
মালা যথাসাধ্য বর্ষণ করল, ঝড় নিজশক্তি অনুরূপ বইতে লাগল, কিন্তু এতেও গিরিরাজের নিতম্বপ্রাস্তদশ
থেকে ধূলি পর্যন্ত প্রক্ষালিত হল না, খগ-মৃগ-বৃক্ষের পত্রচয় জ্বীন’ হল না ।

১৩৯। মেঘমালা দূর দূর সমুদ্র থেকে অপার জলভার যা যা আহরণ করে নিয়ে আসছে তা পৃথিবীর
উপর পড়ে ঐ সমুদ্রেই চলে যাচ্ছে—মেঘের শুধু গিলন আর বমনের দুঃখমাত্র সার হচ্ছে ।

১৪০। আরও, ঝড় বহুত দাপাদাপি করল । মেঘ বমন করল বহুতর জল । তারা পরিশ্রান্ত হয়ে
পড়ল । হায় হায়, অতঃপর তারা ইন্দ্রের পাদোপরি গিয়ে পড়ে গেল । ইন্দ্র কিন্তু না-পরিশ্রান্ত হল, না গিয়ে
পড়ল কোথাও—ঐ ক্রোধেই চুর হয়ে রইল সে । ক্রোধাক্ষ জনই পরম অক্ষ ও হতবুদ্ধি, চক্ষুতে অক্ষ অক্ষ
নয় ।

১৪১। এইরূপে অহোরাত্র সাতদিন ব্যাপি বর্ষণার্থে নির্বিঘ্নে চলমান্ মেঘমালা যত্তন্তুভঙ্গজনিত
ক্রোধাবিষ্ট- শতকোট বজ্র থেকেই কুটিল মতি ইন্দ্রকে কিন্তু প্রসন্ন করতে সমর্থ হল না—ব্রজভূমির নিরাঙ্কুল

সবো ইব যদা বভূবুস্তদা ত্রপয়াপযাতমদো নিজপুরুং পুরন্দরো ন গন্তুমিষে ॥

১৪২। তস্ম তু সপ্তভিরহোভিরহো সপ্তযুগায়িতুং ধরর্নিধরধরপরিজনানাং তু সপ্তঋটিকাভিরঘটি কাভিরমণীয়তেয়ং ভগবতো বিভবস্ত ভবস্য কমলভবস্য চ যো ন গোচরো যো নগোহচরোহস্ত করকমলগতঃ, স চ তাবতা বতায়ামবতাপি তাপিভুবনেন তাপিভুবনেন ধারানিকরকরকাপাতবাতবাস্যসহস্রেনাপি নিরুপক্রতো ত্রোতোদ্বর্জিতশরীর ইব বহুশো বহুশোভাভরনির্ভর ইব ভাতি স্ম ॥

১৪৩। ব্রজে পুরগোপুরগোপানসীপ্রভৃতিকমপি কমপি শোভাভরমায়াতি প্রভাবতোহভাবতো বিপদাং কৃতমঙ্গলস্নানমিব ॥

মেঘাস্তং তু শতমহ্যমিঙ্গং তু গ্রীণয়িতুমশকু বস্তঃ শ্রান্ত্য। গতাসব ইব যদা বভূবুস্তদা পুরন্দরোহপি নিজপুরুং গন্তুং ত্রপয়া ন ইষেব নৈচ্ছৎ। তং তু কীদৃশম্ ? সপ্ততন্তোর্মধস্ত ভঙ্গেন জনিতমহ্যং শতকোটিকোটৈর্বজ্রাগ্রাদপি কুটিলম্। ব্রজভুবাং স্বস্থং স্বং পুটভেদনং পতনং তস্ত বিনাশনস্তশয়া তরিতদেশমিদ্ভাজামনিশমবস্তঃ পালয়ন্তোহপি। কিঞ্চ, স্বেষাং যানি স্থপুটানি শিরোহস্থানি তেষাং ভেদনৈস্তব স্কোটনসৈস্যব দশাং গতঃ ॥

১৪২। সপ্তভিরহোভিঃ সপ্তভির্ঘটিকাভিরিবাঘটি চেষ্টিতং সমভাবীতি বা। ইন্দ্রস্ত মহৎ কষ্টমেঘাং তু মহৎ সুখং মেবেতি ধ্বনিস্তম্। বর্ণিতমর্থমুপসংহরন্ সশীৎকারমাহ—ভগবতো বিভবস্ত কেষমভিরমণীয়তা, যো বিভবো ভবস্ত শস্তোঃ, যোহচরো নিশ্চলো নগো গোবর্ধনপর্বতঃ। স চ তাবতাপি ধারানিকরাদিসহস্রেনাপি নিরুপক্রতো ভগবচ্ছক্তি-সঞ্চারাদিতি ভাবঃ। বতেতি বিস্ময়ে। আয়ামবতাপি যতস্তাপীহুতাপযুক্তানি ভুবনানি লোকা যতন্তেন যদ্যতস্তাপকানি জলানি যত্র তেন ॥

১৪৩। কিঞ্চ, ব্রজে পুরেতি। তত্রাপি ভগবচ্ছক্তিनिধানমেব হেতুরিত্যাহ—অতিপ্রভাবত ইতি ॥

নগরের বিনাশের আশয়ে নিরন্তর তাঁর আজ্ঞা পালন করতে থাকলেও। এইরূপে মাথার হড্ডীকাটা দশা প্রাপ্ত হয়ে পরিশ্রমে প্রাণ যাওয়ার মতো অবস্থা হল যখন তাদের, তখন লজ্জায় ইন্দ্রের গর্ব পালিয়ে গেলেও নিজে কিন্তু সে যেতে ইচ্ছা করল না।

১৪২। সপ্তদিবস অহো অতিকষ্টে ইন্দ্রের সপ্তযুগের মতো, আর কৃষ্ণ পরিজনদের অতিস্থখে সপ্ত-ঘটিকার মতো মনে হতে লাগল। অহো, ভগবৎবৈভবের এ কি অপূর্ব রমণীয়তা—এ ব্রহ্মা-শিবেরও অগোচর, এ-গোবর্ধন পর্বত নিশ্চল হয়েও আজ এঁর করতলগত। সপ্তদিবস ব্যাপি বিস্তারিত ও পৃথিবীর জনমাত্রকে অহুতাপদায়ী-জ্বালাময় জলযুক্ত সমস্ত ধারানিকর-করকাপাত-বজ্রাদি বিঘ্ন সহস্র সহস্র হলেও সেই গিরিরাজ তাঁর ভিতরে উপদ্রবহীন অবস্থায় থেকে অনর্গল স্নাত ও গন্ধ জব্যাদিতে বিলেপিত ও বহু শোভাভারে পরিপূর্ণের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন।

১৪৩। ব্রজে পুরদ্বার চন্দ্রশালিকা প্রভৃতি অভিষেক স্নান হলে যেমন হয় তেমনই এক অপূর্ব শোভাতিশয্য প্রাপ্ত হল—শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রভাবে বিপদের অভাববশতঃ।

১৪৪। তথা সতি জন্মান্তরমাপন্নমিব গগনম্, অঙ্কুরিতা ইব হরিতঃ, নশ্বদশায়ামন্ধতমসৈরুদগীর্ণ ইব প্রকাশনামা পদার্থঃ, তৎকালমদিতিগভাস্নিক্রান্ত ইব কিরণমালী, তৎক্ষণমাদিবরাহেণোন্নীতমিবাবনিতলম্, সতঃ প্ররুহ বর্দ্ধিতা ইব তরুণুল্লাতাদয়ঃ, উন্মাদব্যাদিবিনিমুক্ত ইব অপস্মারতো নির্গত ইব প্রকৃতিং গতঃ পবনঃ, পতিব্রততাব্রত-তাদবস্থ্যন জলনিধিপতিকৃতাত্মসমর্পণতয়া তদগতজীবনঞ্জন নামমাত্ৰৈকশরীরা গিরি দুহিতরঃ, ভগবত্ত্বাববোধসম্পত্তৌ কামাদয় ইব কূতোহপি ক্রান্তবিক্রান্তাঃ পয়োবাহাঃ, ক্রমপতিতেষু সপ্তস্বহো-
রাত্ররূপগর্ভেষু কালভার্যায়্যা অষ্টমমিবাপত্যমহঃ সমুৎপন্নং যদি, তদা শ্রীগোবর্দ্ধনধরঃ সরসমুবাচ,—‘ভো ভো
আৰ্ষপাদাঃ।

নষ্টা কষ্টাতিবৃষ্টিঃ ক্ষয়সময়ধনাঃ সংক্ষয়ং প্রাপ্তবন্তুঃ
শান্তং ধান্তং সমস্তাং ক্ষিতিরপি রহিতা দুর্দমৈঃ কৰ্দমৌষৈঃ।
সপ্তাহং প্রাপ্তমুচ্ছেঁ নয়নমিব সমুন্মীলয়ামাস সূর্য্যঃ
পূৰ্বেয়া বঃ পূবর্কপাঃ সপদি সমুচিতঃ প্রক্রমো নিক্ষমস্ত ॥’

১৪৫। এবমুক্তে ভগবতাগবতা সর্ব এব সমুদিতা মুদিতাঃ সন্তো মহোৎসাহে তথাবিধেহনূনা ধেনু-
নামাবলিমগ্রতো নিষ্কাময়িতুং প্রচক্রমিরে ॥

১৪৪। উন্মাদাপস্মারাভ্যাং পরনিজোরেজকহুতোতনম্। পতিব্রততা পাতিব্রতাং তদেব ব্রতং তন্ত তাদবস্থ্যন
স্বস্থঞ্জন জলনিধিরেব পতিকৃত কৃতমাত্মসমর্পণং যাভিত্ততয়া। জীবনং জীবিতং জলং চ গিরিদুহিতরো নন্তঃ, পয়োবাহা
মেবাঃ; কাল এব ভার্য্য তন্তাঃ। ক্ষয়সময়ো মহাপ্রলয়ঃ। সপ্তাহমিতি বিংশত্যাধিকচতুঃশতঘটিকাতিক্রমজ্ঞানাং ॥

১৪৫। অগবতা গিরিধারিণা, সমুদিতাঃ প্রাপ্তসমুদয়া মহোৎসাহে অনূনা অনূনাঃ ॥

ঝঞ্ঝার শান্তি ও ব্রজজনের শৈলছত্রতল থেকে বহিনিগমনঃ

১৪৪। এইরূপ হলে আকাশ যেন জন্মান্তর প্রাপ্ত হল, দিক্ সকল যেন অঙ্কুরিত হয়ে উঠল, নষ্টদশাগত
আলোক নামক পদার্থ যেন অন্ধতামিস্র-বর্মিত হয়ে বেড়িয়ে এল, অবনিতল যেন সেই ক্ষণেই আদিবরাহের দন্তাগ্রে
উন্নীত হল, তরুণুল্লাতাদি যেন সতঃ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠল, উন্মাদব্যাদি বিনিমুক্ত-মুগীরোগনির্গত বায়ুর
মতো ঝঞ্ঝা শান্ত হয়ে এল, পাতিব্রত-ব্রতে অধিষ্ঠিত থাকায়-পতি সমুদ্রে আত্মসমর্পণ হেতু তদগত জীবন হওয়ায়
নদী নামমাত্ৰৈক শরীরিণী হয়ে উঠল, ভগবত্ত্বজ্ঞানসম্পত্তির উদয়ে কামাদির মতো মেঘমালা ক্রান্ত কোথাও
পালিয়ে গেল, কালরূপ ভার্য্যার সপ্তদিনরাত্ররূপ গর্ভ ক্রমে ক্রমে পতিত হলে অষ্টম পুত্র জন্মানোর মতো শুভ
দিন যদি এসে গেল তখন শ্রীভগবান্ গোবর্ধনধারিলাল সরসভাবে বললেন—

‘কষ্টপ্রদ অতিবৃষ্টি থেমে গিয়েছে, মহাপ্রলয় মেঘ একেবারেই চলে গিয়েছে, ভূমিতলও দুর্দম কৰ্দমমুক্ত
হয়েছে, সপ্তাহব্যাপি প্রাপ্তমুচ্ছেঁ নয়নের মতো সূর্য সম্পূর্ণ উন্মীলিত হয়েছে। আপনাদের হে পুরবাসিগণ পূর্বের
অবস্থা ফিরে এসেছে, এই অবসরে শীঘ্র পর্বততল থেকে বেড়িয়ে আসা সমুচিত।’

১৪৫। ভগবান্ গিরিধারী একরূপ বললে সকলেই একত্রিত হয়ে আনন্দ সহকারে তথাবিধ মহোৎ-
সবে পরিপূর্ণ হয়ে প্রথমত ধেনুগণক বের করতে আরম্ভ করলেন।

১৪৬। তাঙ্গাং চ যথাক্রমং তমেব বহির্জিগমিষুণামিষুণামিব বেগো যন্তপি সমজনি, তথাপি তথা পিবন্তীনাং ভগবদাননমাধুৰ্য্যমাধুৰ্য্যমিবাঙ্গানাং মন্থমানানামন্থমানানাদরতয়াদরতয়া চ তদ্বাধুঃখং ক্ষণবিলম্বে বিলম্বেয়তি সতি স তিলমাত্রতো নিকম্পানুকম্পানুগতয়া তয়াহপাঙ্গভঙ্গৌব নিজ্জাময়াম্যসঃ ॥

১৪৭। ততশ্চ, পাতালোদরতঃ কণাশিতুরিব ক্ষীতাঃ সহস্রং কণা
জ্যোৎস্নাজালমিবালামকৃতমসত্ত্বং তুবো গৰ্ভতঃ ।
অদ্রোন্দ্রস্ত শিফাবলিঃ ক্ষটিকজা সঞ্চারিণীবোদ্ধতা
নিশ্চক্রাম সমস্ততো বিলভুবঃ স্নিগ্ধা গবাং সন্ততিঃ ॥

১৪৮। এবং শ্রীকৃষ্ণোক্তবিক্রমতঃ ক্রমতঃ সৰ্ব্বে এবাজীরা ভা-রাহিত্যেন বিকসদন্তরা দন্তরাজিরাজি-
কিপে মঞ্জরীজরাজ্জুমাণবদনা গিরিতলবিষরতো বরতোষণে নিশ্চক্রমুশ্চক্রমুংসাহস্র সাহস্রদমাসন্নং চ সমাসেদুঃ ॥

১৪৬। ইষুণামিবেতি বহুক্ষণনিরোধোত্তরনিজ্জমে পশুনাং তথা স্বাভাব্যাং, তথাপি তথা নির্বিঘ্নং পিবন্তীনামিত্যর্থঃ ।
আধুৰ্য্যমতিশ্রেষ্ঠম্, অতএবাঙ্গমানে সূৰ্য্যহেতুকসম্মানান্তরেহনাদরতয়া তদ্বাধুঃখং তন্ত মাধুৰ্য্যপানস্ত বাধে প্রাপ্তে বদুঃখং
তন্তাদরতয়াহন্নতয়া চ হেতুন। ক্ষণবিলম্বে সতি শ্রীকৃষ্ণনিজ্জমাদর্শনাং পুনঃ স্বলাদেব পরাবৃত্ত্য বিলং গর্তং বেষ্টয়তি সতি
স শ্রীকৃষ্ণোৎপাদস্য ভৈরব্যায়মহমুদৈব ধ্যানমুসর্গমীতি ব্যঞ্জয়ন্ত্যা ইত্যর্থঃ । তয়া প্রসিদ্ধয়া তাভিঃ শিক্ষিতপ্রকারক-
য়েত্যর্থঃ ॥

১৪৭। কণাশিতুঃ শেষমাগদ্য কণা ইত্যত্র ধোয়প্রসক্তিমাশঙ্ক্যাহ—জ্যোৎস্নাজালং চন্দ্রিকাসমুহঃ, তস্যাপি
দিনে সূর্য্যতঃ পরাভবমাশঙ্ক্য পুনরাহ—শিফাবলিঃ ক্ষটিকজৈতি ॥

১৪৮। দন্তরাজীনাং দন্তশ্রেণীনাং রাজিনীভির্বিরাজমানাভিঃ কিরণমঞ্জরীভিরতিপ্রকাশবদনাঃ, হাসো হাসন্তেন
সহ বর্তমানং সহস্রং, সহস্রস্য ভাবঃ সাহস্যম্, তেন সমাসন্নং সংস্কৃতমুংসাহস্য চক্রম্, হাসোৎসাহরোরেকজ-সাহিত্যৌ-
চিত্তাং ॥

১৪৬। এতে বাইরে বাওয়ার ইচ্ছুক ধেনুগণের যেমন ডাকাডাকি তেমনই তীরের মতো বেগ
যদিও হল, তথাপি নির্বিঘ্নে কৃষ্ণানন-মাধুৰ্য্যপানরত তাদের নিজেদের অতিশ্রেষ্ঠ বলে বোধ থাকায় অন্য সূখকর
সেবায় অনাদর ও অঙ্গবুদ্ধি হল। মাধুৰ্য্য-পানের বিহ্বলজনিত দুঃখ অসহনীয় হওয়ায় ক্ষণকাল বিলম্ব করে যখন তারা
চেয়ে দেখলো কৃষ্ণ বের হচ্ছেন না তখন তারা পুনরায় লম্বলে ফিরে এসে ঐ পর্ব্বতের নীচের গর্ত ঘিরেই
দাঁড়ালো। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অনুকম্পানুগত সেই পরিচিত কটাক্ষে তাদের বাইরে বের করে দিলেন।

১৪৭। অতঃপর স্নিগ্ধ গরুর পাশ গর্তভূমি থেকে চতুর্দিকে উদ্ধৃত হয়ে বেড়িয়ে এল—পাতাল-
পুরি থেকে নিজ্জান্ত শেষনাগের সহস্র ক্ষীত ফণার মতো, মাটির গহ্বরপ্রাণিত অন্ধতামিস্র-সত্ত্বন্ত জ্যোৎস্না-
জালের মতো, গিরিরাজের ক্ষটিকোৎপন্ন সঞ্চারিণী জটাজালের মতো।

১৪৮। এইরূপে কৃষ্ণের কথার প্রভাবে গোপেরা ক্রমে ক্রমে সকলেই ভয়রাহিত্য হেতু প্রফুল্লিত
অন্তঃকরণে দন্তরাজির দ্যোতমান কিরণমঞ্জরীতে অত্যাঞ্জল মুখো হয়ে গিরিরাজের গর্ত থেকে বেড়িয়ে এলেন—
হাসি হাসি ভাবের সহিত সম্মিলিত উৎসাহচক্র প্রাপ্ত হলেন।

১৪৯। ততশ্চ,

ভুবো গৰ্ভাং সিদ্ধৌষধিততয় ইব প্রজ্বলন্ত্যো দিবাপি

ক্ষরন্তীনাং শৈলাদ্যুণয় ইব মহাদিব্যরত্নাবলীনাং ।

ভুজঙ্গানাং লোকাদিব ভুজগফণাবৃন্দমাণিকাভাসঃ

সমুত্তমুঃ কৃষ্ণে বিনিহিতনয়নপ্রাস্তমভীরনার্যঃ ॥

১৫০। এবং নিঃশ্বতেষু তেষু চ সহচরাদিষু, স্বয়মপি চ—

করতলকৃতশৈলঃ শৈলসীমামতীত্য, ব্রজভূবি, কৃতপাদান্তোজলীলাবিলাসঃ ।

কুসুমময়মিবৈকং কন্দুকং বামপাণেঃ, শিথিলিতমিব কুহ্ম তং যথাস্থানমান্থং ॥

১৫১। এবং যথাস্থলস্থলক্ষণে ক্ষণেন কৃতে সতি গিরীন্দ্রে স্নেহানুতাপিতরৌ পিতরৌ গাঢ়মালিঙ্গ্য

শিরো জজ্ঞতুঃ, কুতুহলৌ হলী চালিলিঙ্গ স্নেহাশ্রম, হা অঃসমানবলমিবাখিলমঙ্গং গিরিভরেণ নির্ভরেণ নির্ভাত-
মন্তীতি প্রসুঃ প্রসুতবাংসল্যাতিশয়া শয়াভ্যাং বামবাহুমস্তা মৃদুতী বামকরতলং চুচুস্ব ॥১৪৯। আভীরনার্যঃ শ্রীগোপযুবতয়ঃ, শৈলাং ক্ষরন্তীনাং দিব্যরত্নাবলীনাং রণয়ঃ কিরণ ইব । অত্র সিদ্ধৌষধি-
তাদীনাং তিস্ণামুপমানাং কন্ত্যা মহার্যতরা চোত্তরোত্তরপ্রাশস্ত্যাদ্যুপতিষুথানামপ্যুত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠানাং কনিষ্ঠক্রমেণ নিজ্জ-
মো জ্ঞেয়ঃ ॥১৫০। সহচরাদিষিত্যত্রায়ঃ ক্রমঃ—‘নির্জগ্মুঃ কালয়ন্তো গা গোপান্তান্তংসৰা অপি । পৌরা গোপান্ততো বৃদ্ধা
নন্দঃ সর্বাঙ্গতঃ প্রসুঃ ॥, বামপাণেঃ সকাশাৎ শিথিলিতমিব কুহ্মেতি দক্ষিণহস্তাস্পর্শঃ স্বস্যানায়াসত্ত্বং সর্বান্ প্রতি জ্ঞাপয়ি-
তুম্ । যথাস্থানং তস্যা স্থানমনতিক্রম্য, আস্থং নিক্ষিপুবান্ ॥

১৫১। স্নেহানুতাপিতরৌ অতিশয়েনানুতাপিনৌ । প্রসুঃ শ্রীযশোদা, শয়াভ্যাং মৃদুতী সংবাহয়ন্তী ॥

১৪৯। অতঃপর গোপযুবতীগণ ভাবভরে কৃষ্ণের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে ভূমিগর্ভ থেকে
বেড়িয়ে এসে দাঁড়ালেন - দিনের বেলায়ও অতি দীপ্তিমতী সিদ্ধৌষধিশ্রেণীর মতো, গিরি থেকে ক্ষরিত মহা-
দিব্যরত্নাবলী-কিরণের মতো, পাতালোখ ভুজঙ্গের ফণীফণাবৃন্দস্থ মাণিক্য-জ্যোতির মতো ।১৫০। এইরূপে ক্রমানুসারে তাঁরা সকলে বেড়িয়ে এলে সহচর বালকগণ বেড়িয়ে আসবার পর
কৃষ্ণ নিজেও বেরিয়ে এলেন—হাতে গিরিরাজ ধরা, গিরিরাজের সীমা অতিক্রম করে ব্রজভূমিতে পদবিচ্ছাস লীলায় বিলাসবান্
শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজকে যেন বামহস্ত থেকে আলুগা করে নিয়ে এক কুসুমকন্দুকের মতো ছুঁড়ে যথাস্থানে
বসিয়ে দিলেন ।১৫১। এইরূপে গিরিরাজকে যথাস্থানে নিমেষমাত্রে দৃঢ় করে বসিয়ে দিলে অতিশয় অনুতপ্ত মাতা
পিতা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে শিরজ্ঞান নিলেন, স্নেহাশ্র পূর্ণ নয়নে হলধর আলিঙ্গন করলেন । ‘হায় হায়,
প্রতীতি হচ্ছে যেন পর্বতের অতিভারে সমস্ত শরীর এর শিথিলের মতো হয়ে এসেছে’ এরূপ বলে মা যশোদা
অতিশয় যাতৃবাৎসল্যে করকমলে কৃষ্ণের বামবাহু মর্দন করে দিলেন ও বামকরতল চুষ্মন করলেন ।

১৫২। বাৎসল্যাকাষ্ঠাধিরোহিনী রোহিনী চ মণিদোপাবলিবলিতকরতলা সাশ্রুযৌর্য নীরাজয়ামাস, ব্রজপুরপুরজ্ঞয়োহরজ্ঞযোজিগুভাশিষো নিবিড়তরস্নেহোদধাক্ষতা দধ্যক্ষতাকুরিতদূর্বাতিভিঃ পূজয়ামাস্, বিপ্রা বিপ্রাগল্ভ্যা বিপ্রভাৰ্য্যা বিপ্রভাৰ্য্যাশ্চ স্নেহমাল্লব্যা সপ্রশংসাভিরাংগসাভিরানচূঃ, সন্নন্দাদয়শ্চ পিতৃব্যঃ পিতৃব্যাকুলতানূনা বৎসলতালতাপাশবদ্ধা ইব নির্ভরমালিন্যা শিরো জজ্জুঃ, কেবলবলমানানুরাগ-রাগবত্তর-তরলমন্দাক্ষমন্দাক্ষত-বিলোচনাঞ্চল-চলদনুপম-নিরীক্ষণক্ষণবিসৃষ্টশোভাসহচরীকেন কেনচিন্মনোবিলাসবিশেষণ সমর্হয়ামাস্তরনুরাগিণ্যঃ ॥

১৫৩। অথ তস্মিন্নেবান্নেহসি হসিতসুখাসুখাবিতমধুরাধরং মধুরাধরজ্জিনং বসন্তমিব সকলসুমনঃপরি-মলং তমেমনেনসোপহারিণং হারিণং ব্রজরাজ-যুবরাজং নভসি ভসিতকুসুমসমূহা বৃষ্টিকিরাং প্রসিক্কসিক্কসরসবিছা-ধরবিছাধরসুসাধ্যাশাশুভগন্ধগন্ধব-কিং পুরুষপুরুষযোষিতামাবলিরতিতৃষ্টা তৃষ্টাব ॥

১৫২। বাৎসল্যাকাষ্ঠা উৎকর্ষতামধিরোচুঃ শীলমস্যাঃ সা। অরজ্জং নিশ্চিদ্রমেব যোজিতাঃ শুভা আশিষো যাভিত্তাঃ, যতো নিবিড়তরে স্নেহোদধাবক্ষতাঃ ক্ষতাঃ ছিদ্রং তদ্রহিতাঃ, অব্যভিচারিতা ইত্যর্থঃ। বিপ্রাগল্ভ্যা বিশিষ্টপ্রাগ-ল্ভাবন্তঃ, বিশিষ্টয়া প্রভয়া আৰ্থাঃ। পিতৃব্য বাাকুলতা তস্যামনূনা ন নানা। কেবলং বলমানেনানুরাগেণ রাগো রঞ্জনং তরত্তরঞ্চ তৎ তরলেন বিশ্রুতেন মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া মন্দং যথা স্যাত্তথাক্ষতঞ্চ যদবিলোচনাঞ্চলং তন্মাজলং প্রসরচ্চানুপমঞ্চ যন্নীরীক্ষণমবলোকনং তৎক্ষণে তদবসরে এব বিসৃষ্টং দত্তং শোভাসহচরী শোভৈব সহচরী তদ্বারা কং সুখং যতন্তেন। ‘মাধুর্যোদধিসংমগ্ন-প্রিয়বর্গেণ সংকৃতম্। ঐশ্বর্যোদধি-সংমগ্নাঃ সিক্কাস্তান্তষ্টুবুর্হিরিম্ ॥’

১৫৩। অথানন্তরং তস্মিন্নেবান্নেহসি সময়ে; “অনেহাপি সময়েঃ” ইত্যমরঃ। তং প্রসিক্কসিক্কাদীনাংাবলিস্তষ্টাব। মধুরাধৌ চৈত্রবৈশাখৌ রঞ্জয়িতুং শীলমস্য তৎ বসন্তমিব সকলানাং সুমনসাং পুষ্পাণাম্; পক্ষে, দেবানাং সাধুনাং বা পরি-

১৫২। বাৎসল্যের শিখরে আরোহনশীলা রোহিনী বলি-অঙ্কিত করতলে মণিদোপাখলী ধরে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে আরতি করলেন। ব্রজপুরপুরজ্ঞীগণ নিশ্চিন্দ্র শুভাশিষ দিলেন, যেহেতু তাঁদের চিত্তে, অথগু নিবিড় স্নেহ সর্বক্ষণই নিহমান। অতঃপর তাঁরা দধিধান্য ও অঙ্কুরিত দূর্বাদিদ্বারা পূজা করলেন। অতি তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ ও অতিপ্রভায় শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণীগণ স্নেহে আলিঙ্গন করে প্রশংসার সহিত আশীর্বাদের দ্বারা পূজা করলেন। সন্নন্দাদি পিতৃবাগণ পিতার থেকে অনূন বাাকুলতায় বাৎসল্যাতরজ্জুবন্ধের মতো দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে মস্তকের আঘ্রাণ নিলেন। বলমান্ শুক অনুরাগের দ্বারা রঞ্জিতা ও প্রবল লজ্জা দ্বারা মন্দ-অক্ষত-লোল নয়নকোনে প্রসরণশীল তথা অনুপম কটাক্ষ কারিণী অনুরাগিণীগণ সেই সুযোগে উদগত শোভারূপ সহচরী দ্বারা রচিত সুখকর মনোবিলাস-বিশেষরূপ কোনও উপচারে পূজা করলেন।

১৫৩। অতঃপর সেই সময়ে হাস্তসুখায় সুখাবিত মধুর অধরে শোভন, চৈত্র বৈশাখ-রঞ্জী বসন্ত যেমন সকল পুষ্পের পরিমলে ভরপুর তেমনই দেবতা ও সাধুগণের সকল সাদৃশ্যের উৎসরূপ, পাপহারী, হারে বিভূষিত ব্রজরাজযুবরাজকে আকাশে থেকে নক্ষত্রসম কুসুমরাজি বৃষ্টিকারিণী প্রসিক্ক সিক্ক-সরসবিছায় পারঙ্গত বিছাধর-সুসাধ্য রুদ্রানুচর গণদেবতা-উৎকৃষ্ট গন্ধী গন্ধব-কিংপুরুষ প্রদেশের পুরুষ ও রমণীগণ সকলে মিলে অতি আত্মদে স্তুতি করতে লাগলেন—

১৫৪।

জয় জয় নন্দাঅজ জয় বৃন্দাবনরসকন্দাতুলগুণবৃন্দা-

ধিকতরনন্দচ্চিস্মকরন্দ-স্বপদরবিন্দদয়কুরুবিন্দ-

প্রভনখচন্দ্রাবলিভিরতদ্রামলরুচিসাম্রাভূতিভিরলং দ্রা-

বিতনিজলোকব্যতিকরশোক-ক্ষুরদস্তোকপ্রথিতশ্লোক

জীধর ধীর বজ্রবরবীর প্রকটাতীর-শ্রামশরীর ॥

১৫৫। বারমেকমাত্রমেব তেহমিত্যদীরয়ন্তি যে তু তানপি স্বমত্র নাথ পাসি, জন্মমৃত্যুখেদভেদকারি-

হারিপাদপদ্মেব তে ভজন্তি যে তু তান্, কিস্ত । নিত্যসত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তরূপপার্বদৌষসেব্যমানমাননীয়গীয়মান-

গোকুলেন্দ্রপুত্রচিত্রসচ্চরিত্র দেবদেব তুভ্যমেব মে নমো নমো নমোহস্ত ॥

১৫৬।

প্রকৃপিতবক্রোদ্ধতমদশক্রোদ্ধতটকৃতবিক্রোশনধনচক্রো-

দ্বিতগুরুবৃষ্টিস্কৃতপুরুষষ্টিব্রজজনতৃষ্টিপ্রথনপরীষ্টি-

প্রকটিতহেলালসভুজখেলাতোলিতশৈলাধিপ হে জয় জয় ॥

মলো গন্ধঃ ; পক্ষে, সাদৃশ্যগুণ্যং যতন্তনু, এনসোহবস্যাপহারিণম্ । ভানি নক্ষত্রাণীব সিতানি কুসুমানি তেবাং সমূহার্ষ্টিং
কিরন্তীতি তাসাম্ ॥

১৫৮। বৃন্দাবনে ঈসানাং সর্বেষাং বিষয়ভেনাশ্রয়ত্বেন চ কন্দমূলভূত, বৃন্দাবনে বসো রাগভেন কং সুখং দদাতীতি

বা, অতুলৈশুর্গবৃন্দৈরধিকতরঞ্চ তন্নন্দন্তী সমৃদ্ধিমতী চিং উপলব্ধিরেব মকরন্দে । যত্র তচ্চ যৎ স্বপদারবিন্দদয়ং তন্তু কুরু-
বিন্দপ্রভাভিনর্ষচন্দ্রাবলিভিঃ । কীদৃশীভিঃ ? অতদ্রা চাসাবমলা নিষ্কলঙ্কা চ রুচিভিঃ সাম্রা চাকৃতির্ধাসাং তাভিরিতি
কমলে চন্দ্রেণী স্য চাতন্দ্রাদিলক্ষণেত্য ভূতত্বম্ । অলমস্তিশয়েন দ্রাবিতো নিজলোকানাং ব্যতিকরেণ ব্যতিসঙ্গে
শোকো যেনেতি শোকস্ত তমস্বং সন্তাপস্ব বা ব্যঞ্জিতম্ । ক্ষুরদস্তোকঃ প্রচুরঃ শ্লোকো যশো যন্ত হে তথাভূত ॥

১৫৫। তেহমিতি তবাস্মীতি । নিত্যমেব সত্য্যশ্চ তে শুদ্ধবুদ্ধাঃ শুদ্ধজ্ঞানবন্তশ্চ মুক্তরূপা যে পার্বদৌঘাঋঃ সেব্য-
মানশ্চাসৌ মাননীয়শ্চ গীয়মানশ্চেতি স তথা ॥

১৫৪। গন্ধর্ব-বিজ্যাধরাদির স্তুতি :

জয় জয় হে নন্দাঅজ ! জয় বৃন্দাবন-নিখিল রসমূল ! অতুল গুণবৃন্দার দ্বারা সমৃদ্ধিমতী চিত্তপলঙ্করূপ

মকরন্দের উৎসস্বরূপ আপনার পদকমলদ্বয়ের অনলস নিষ্কলঙ্ক রুচিদ্বারা সাম্রাজ্যকৃতিবিশিষ্ট ও পদ্মরাগমণিপ্রভা-
বান্ নখচন্দ্রাবলীর জ্যোৎস্নাপাতে দ্রবীকৃত হচ্ছে আপনার নিজলোকের শোক । হে নিজজন শোকহারী ! দিকে
দিকে প্রসারিত হচ্ছে অতি প্রসিদ্ধ আপনার যশোরশি । হে প্রথিত শ্লোক ! হে জীধর ! হে ধীর ! হে বজ্রের
শ্রেষ্ঠ বীর ! হে প্রকট গোপ-শ্রামশরীর ! আপনার জয় হোক জয় হোক ।

১৫৫। একবার মাত্র যে বলে, 'আমি তোমার হলাম' তাকেই আপনি এ-সংসারে রক্ষা করেন ।

জন্মমৃত্যু দুঃখহারী আপনার মনোহর পাদপদ্ম যে ভজন করে অহো, তাঁকে যে কি করেন সে আর কি বলা
যাবে ? নিত্য-সত্য-শুদ্ধ-জ্ঞানবন্ত মুক্তরূপ পার্বদগণের দ্বারা সেব্যমান-মাননীয়-গীয়মান হে গোকুলেন্দ্র পুত্র !

হে আশ্চর্যচরিত্র দেবদেব ! আপনাতে প্রণাম প্রণাম থাকুক ।

১৫৭।

লালাকন্দুককল্লীকৃতগিরিতল্লীকৃতকরমল্লীভবদবিকল্লী-

ভূতসুরেশশ্রয়মশিলেশ-ব্যতিকরকেশ-প্রণয়িমণীশ

ব্রজজনবন্ধো করুণাসিন্ধো দৃঢ়তরবন্ধো ন খলু মদাক্ষো

ভজতি ভবন্তং ভুবি বিহরন্তং ত্রিভুবনকাণ্ডং স্বমহসি সন্তম্ ॥

১৫৮।

জয় জয় গোপীরতিরসরোপী সকলকলাপীবরসুখবাপী-

চর তব দেহো ঘনরসদেহোহনিশসুখদোহো গতসন্নেহো

মহদহমাদিশ্রুতিপুমাধিনিয়তমনাদিধুততরবাদি-

১৫৬। প্রকৃপিতশাসী বক্রশোভিতমদশ যঃ শক্রস্তেনোদ্ভটং যথা স্যাভূত কৃতং বিক্রোশনং যত্র তাদৃশং বদ্বনচক্রং মেঘসমূহস্তেনোজ্জিতা গুর্বা বৃষ্টিস্তয়া ক্ষতা পুরুষষ্টিভ্রুপশমোপায়নির্মাণং যেষাং তথাভূতানাং ব্রজজনানাং তুষ্টিপ্রথনং সন্তোষবিস্তার এব পরীষ্টিঃ পরিচর্চা তয়া প্রকটিতা হেলালসয়া ভুজসা যা খেলা তথৈব তোলিত উন্নীতঃ শৈলাধিপো যেন সঃ ॥

১৫৭। মদাক্ষো জনো ভবন্তং ন ভজতি। কীদৃশমপি ? লীলয়া কন্দুককল্লীকৃতো যো গিরিসু্য তল্লীকৃতঃ করো যেন তম্। অল্লীভবন্তিতুচ্ছীভবনবিকল্লীভূতোহপি সুরেশস্য শক্রস্য শ্রয়ো গর্বো বতন্তম্; শ্লেষণ—অবিকল্লীভূতো মেঘসদৃশীভূতো যঃ সুরেশ ইত্যাক্ষেপঃ। অশ্বিলানামৌষ্যব্যতিকরাণাং কেশপ্রণয়ী শিরোবর্তী যো মণীশো বহুমুখ্যভ্রুপদৃঢ়তরো বন্ধঃ সংসারো যস্য সঃ ॥

১৫৮। গোপীনাং রতিরসং রোপয়িতুং লীলময়া তথাভূতঃ সন্ জয় জয়। হে সকলকলাপীবর! তব দেহো জয়তি। কথন্তুতঃ ? ঘনং সান্নং রসং দিক্ষে উপচিনোতীতি সঃ। অতোহনিশমেব সুখং দোষি প্ররয়তীতি সঃ। অতো! মাত্র

১৫৬। প্রকৃপিত-কুটিল-মদোক্ত ইন্দ্রের দ্বারা উদ্ভটভাবে কৃত অক্রোশন-পরিপূরিত মেঘমালা-মোচিত প্রবল বৃষ্টিতে মহতিস্থিতির সম্ভাব্য বিনাশরোধে প্রার্থনাকারী ব্রজজনদের সন্তোষবিস্তাররূপ পরিচর্যার জন্য প্রকটিত লীলায় দৃষ্ট বাহুদণ্ডের হেলাখেলায় গিরিরাজ উত্তোলনকারী হে কৃষ্ণ! আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৫৭। যে গিরি আপনার লীলাখেলার কন্দুকে পরিণত হয়েছিল তার শয্যা করেছিলেন আপনার করকমল। আপনা থেকে ইন্দ্রের গর্ব অতি তুচ্ছীভূত হয়ে বিকল্পরহিত হয়ে রইল। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিদের শিরোবর্তী বহুমুখের মতো অতি কঠিন সংসারকারা-বন্ধনে যারা আবদ্ধ সেই মদাক্ষ জনেরা হায় হায়, হে ব্রজজন বন্ধু! করুণাসিন্ধু। ভুবনবিহারী-ত্রিভূনপতি-স্বতেজে শরণাগতজনপালক আপনাকে ভজন করে না। এ এক আশ্চর্যই বটে।

১৫৮। গোপীদের হৃদয়ে রতিরস রোপনকারী আপনার জয় হোক জয় হোক। হে সকলকলাপীবর! সান্নরসচয়নশ্রেষ্ঠ-নিরন্তর সুখপূরয়িতা আপনার দেহের জয় হোক—এ দেহ সকল সন্নেহের উপেক্ষ। এ দেহ মহৎ ও অহঙ্কার তত্ত্বের আদি যে প্রকৃতি পুরুষ, তাঁরও আদি। এ নিয়ত অনাদি। এ বাদিজনের বিরুদ্ধ

ব্যতিকরজল্লঃ করুণাকল্লঃ স্বমহিমতল্লশ্চিদ্রসকল্লঃ
 সপরমহংসৈর্যোগিবতংসৈঃ প্রথিতাশংসৈশ্চিৎসুখশংসৈ-
 রপি হ্রদি ভাব্যো নিজজনসেব্যো জগদতিনব্যো জয়তি সূতব্যো
 বৃজজনরঞ্জী নবঘনগঞ্জী নিরবধিপুঞ্জীকৃতসুখসঞ্জী
 বনরসমূর্ত্তে কুতরসপূর্ত্তে ক্ষতজগদার্ত্তে সুবিশদকৌর্ত্তে ॥

১৫৯। জয় জয় কৃষ্ণ প্রণয়সতৃষ্ণ দ্বিষতি মহোক্ষ প্রধনিষু ধুষক্ ।

জয় জয় ধীর ব্রজবরবীর প্রকটাতীর শ্যামশরীর ॥

১৬০। তব পাদসরোজমধুবৃ ততাং গতবানপবর্গমপি হুতিকাজ্জতি ন

ক নু ধর্মধনে সুখভোগকথাসুতদারসুহৃৎপ্রভৃতিগ্রহিলত্বমপি ।

ভবনং ত্রিবিণং সুহৃদং সুজনং গুরবো গরিমা মহিমা বর্ষসাং চ ততি-

র্ভগবন্ ভজতামখিলং স ভবান্ নিরুপাধিকুপাজলধিগুণরত্নময়ঃ ॥

প্রাকৃতআশঙ্কেত্যাছঃ—গতসন্দেহ ইতি । কিঞ্চ, মহদহমোরাদী যৌ প্রকৃতিপুমাংসৌ তথোরপ্যাদিঃ । স্বমহিমৈব তল্লং
 শ্যামা যস্য সং । করুণা কৃপৈবাকল্লো ভূষণং যস্য সং, তস্যা আকল্ল ইতি বা । চিদ্রসানাং কল্লনং কল্লো যন্মাং সং । সূতব্যঃ
 সুমঙ্গলঃ ॥

১৫৯। দ্বিষতি শত্রৌ মহোক্ষ ! প্রধনিষু যোদ্ধু ধুষক্ হে প্রগল্ভ ॥

১৬০। অপবর্গং মোক্ষমপি নাভিকাজ্জতি, ক নু ধর্মধনে কিং পুনর্ধর্মাথাবিত্যর্থঃ । অতএব ভজতাং জনানাং
 সুখাদিগ্রহিলত্বং ন স্যাৎ । কিঞ্চ, ভবনাদিকমখিলং ভবানেব ॥

জল্পনা বিলোপকারী । করুণাই এ দেহের ভূষণ । সুমহিমাই এর শয্যা । এ চিত্রসের কল্লনার আশ্রয় । সপরম-
 হংসযোগিকুলশ্রেষ্ঠ-বিবিধ কামনা তাড়িত এবং চিৎসুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের দ্বারা চিত্তে ভাব্য, নিজজনের
 সেবা, জগতের অতি নব্য, মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ, বৃজজনরঞ্জী, নবমেঘগঞ্জী আপনার দেহের জয় হোক জয়
 হোক । হে নিরবধিপুঞ্জীকৃত-সুখসঞ্জীবন রসমূর্ত্তে ! হে কুতরসপূর্ত্তে ! হে বিদারিত-জগদার্ত্তে ! হে সুনির্মল কৌর্ত্তে
 আপনার জয় হোক জয় হোক ।

১৫৯। জয় জয় কৃষ্ণ-প্রণয়-সতৃষ্ণ, শত্রুজনে মহা উষ, প্রতিযোদ্ধা জনে হে প্রগল্ভ, জয় জয় ধীর
 বৃজশ্রেষ্ঠ বীর, প্রকটাতীর-শ্যামশরীর ।

১৬০। আপনার পদসরোজে মধুকরভাব প্রাপ্ত জনেরা মুক্তিও কামনা করে না, ধর্ম অর্থের
 আর কথা কি । অতএব ভজনশীল জনের সুখভোগ-সুতদারসুহৃৎ প্রভৃতি গ্রহাবিষ্ঠতা থাকে না । হে ভগবন্,
 আপনিই তাঁহাদের গৃহ-বিত্ত-সুহৃদ-সুজন-গুরু-গরিম-মহিমা-বিশোরাদি অখিল বস্তু । কারণ আপনি যে নিরু-
 পাধি কৃপাসাগর-গুণরত্নময় ।

১৬১।

ঐং স্তমহে স্তুতিদূয় বিদু রতিরাগপরা গহনার্তিভূদার্ভিহ
 বিভ্রতমভ্রকদম্ববিড়ম্বকমঙ্গমনঙ্গতরঙ্গসুঙ্গত-
 মিন্দুদমং ছরবাপমিবাপরমানয়দাননবিস্মমলং
 বনশোভন লোভহমুদহ মুদহুৎকসমুৎকর ॥

১৬২।

পদ্যরুগদ্বরনেত্রমতিত্রসমক্ষিতকুক্ষিসদৈর্ঘ্য-মহার্ঘ্য-
 কচপ্রচয়প্রকটীকৃত-ভা-কৃতকামকলামতচামর ।
 তামরসাক্ষ সমক্ষরতুমধুসমধুরাধরসেধধুরাধুত-
 সাধুসুবিম্বফলং বসুধামহধামন ॥

১৬১। রতিরাগপরাঃ প্রেমাসক্তিপরা জনাত্মাং বিহর্জানন্তি, বয়ং স্তমহে, ন তু বিদু ইতি ভাবঃ । কিঞ্চ, হে স্তুতি-
 দূয় ! স্তুতিভিরপি দুর্গম ! তথাপি তে দীনবাৎসল্যস্বভাব এবম্মানু প্রবর্তয়তীত্যাহঃ—গহনার্তিভূতো জনশ্রু আর্তিং পীড়াং
 হস্তীতি হে তথাভূত ! ঐং কথভূতম্ ? অভ্রকদম্ববিড়ম্বকং মেঘসমুহতিরঙ্কারকমঙ্গং বিভ্রতম্ ; ন বিহতে পরঃ শত্রুস্তিরঙ্কার-
 কো यस্যা তদপরমাননবিস্মকং বিভ্রতম্ । কথভূতম্ ? ইন্দোচ্ছ্রস্যা মদং গর্বাং ছরবাপমিব ছল্ ভমিবানয়ং কুর্বাৎ । অলমতিশ-
 য়েন বনং বৃন্দাবনং শোভয়তীতি হে তাদৃশ ! অতএব লোভহামন্তস্পৃহাহারিণীং মুদং বহতি প্রাপয়তীতি তথা । উক্তপো-
 যত্নায়ৈনাহঃ—মুদহস্তো হর্ষধারিণ উৎকসমুৎকরা উৎসুকসমুহা যস্য তথা ॥

১৬২। পদ্যরুচ্যাং কমলাকান্তীনামদ্বরে কবলকারিণী নেত্র যস্য তম্ । ত্রসমতিক্রান্তমতিত্রসং ধীরমিত্যর্থঃ ; “ত্রস-
 মিদং চরাচরম্” ইত্যমরঃ । অধিতচ্চার্সৌ কুক্ষী কুটিলশ্চ সদৈর্ঘ্যশ্চ মহার্ঘ্যোঃ অভিনন্দনীয়শ্চ যঃ কচপ্রচয়স্তেন প্রকটীকৃতো
 যা ভা তয়া কৃতং কল্পিতং কামকলাসু মন্তং চামরং যন্ত হে তথাভূত ! হে তামরসাক্ষ ! সম্যগক্ষরং নিশ্চলমুৎকৃষ্টং মধু তত্র
 স চার্সৌ সংশ্চ মধুরশ্চ বোৎসর্গস্তত্ত্ব সেধধুরা মাদ্রল্যাতিশয়গুরা ধুতং ষণ্ডিতং সাধু সুবিম্বফলং যেন তম্ । বসুধায়া ভূমে-
 র্মহাধামনী উৎসবকাস্তী দদাতীতি হে তাদৃশ ॥

১৬১। প্রেমভক্তিপর ভক্তেরা আপনাকে জানে । আমরা তো স্তবমাত্র করে থাকি আপনাকে,
 জানি না । আরও, হে স্তুতি-অগম্য ! হে তীব্র সন্তোষিত জনের তাপহারী ! হে মেঘহ্রাতি তিরঙ্কারী দেহধারী !
 হে অনঙ্গতরঙ্গসহ সুস্থ মিলিত মনোহর শরীরধারী ! হে শত্রু তুচ্ছকারী ও চন্দ্রের গর্বাং ছল্ভের পর্ঘ্যে এনে
 ফেলবার মতো অপূর্ব চন্দ্রাননধারী ! হে বৃন্দাবনের শোভাদায়ী ! হে অন্য স্পৃহাহারী ! হে আনন্দদায়ী !
 হে হর্ষমিশ্র উৎসুকতা সন্মুখে চঞ্চল ! আপনার জয় হোক জয় হোক ।

১৬২। হে পদ্যকান্তি কবলকারী ধীর নয়ন ! ভূষিত-কুটিল-সুদীর্ঘ-অভিনন্দনীয় কেশকলাপের
 দ্বারা প্রকাশিত শোভায় রচিত কামকলাসম্মত চামরে হে নয়ন-লোভন ! হে কমলনয়ন ! হে উৎকৃষ্ট গাঢ় মধু
 মাখানো মধুর অধরের মাদ্রল্যাতিশয্যদ্বারা বিম্বফলবিড়ম্বনকারী ! হে জগতের আনন্দ-কমনীয়তাদায়ী ! আপনার
 জয় হোক জয় হোক ।

১৬৩। মৌক্তিকপঙ্ক্তি-কুন্দকসুন্দরদন্ত নিরন্তরভাসুরভাসুরসামলধামরহাস ॥

১৬৪। বিলাসকবংশিকমংশিকনুত্বসরত্বককাঞ্চনপঞ্চক
কুণ্ডলতাণ্ডব-লোলকপোলবতংসকমংস-সগুঞ্জিতমঞ্জু-
সরসধুপোমধুরাগপরাগধুরামল-কোমলমাল্যসুপাল্য-
লসদ্বরপীবরবক্ষসমক্ষরদোভগশোভমপারকুপারম ॥

১৬৫। বক্ষসিন্দুসুতাক্ষসশঙ্কসুদামনি ধামনিকামসুধামনি বক্ষসি
লক্ষণলক্ষিত-দক্ষিণকৌস্তভবাস্তুনি নিস্তলবস্তুনি হারবিহারতরঙ্গিণি
রিঙ্গিতবল্লভতল্লজতীববধূব্রজহস্তবমুস্তবদুস্তমিল্লদর্পকদর্পণদর্পসমর্পণ
মুংকটমুংকরভেল্লসুসান্দ্রসাকরসংকরদোভরনিভর ॥

১৬৩। মৌক্তিকপংক্তিঃ দ্রুতি ষণ্ডয়তীতি তে চ তে কুন্দকসুন্দরাস দন্তা যত্র হে তথাভূত। নিরন্তরমেব ভাসুরঃ
কান্তিমাংশাসৌ ভ্রাতৃ নক্ষত্রশ্রেণ আ সম্যক সুরসমমলং ধাম রাতীতি তাদৃশশচ-হাসৌ যত্র তথা ॥

১৬৪। বিলাসং কায়তি গায়তীতি বিলাসকা বংশিকা যত্র তম্। অংশি পরিপূর্ণং কং সুখং দর্শনে যথ্যং, তচ্চ নৃত্যং
চ সরত্বকং চ যৎ কাঞ্চনং তত্র পঞ্চো বিস্তারো যয়োস্তয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ তাণ্ডবেন লোলৌ চপলৌ কপোলচারিবতংসৌ যস্য
তম্, অংসে স্বন্ধে তদগতক্ষেত্ৰার্থঃ। সগুঞ্জিতং মঞ্জু যথা স্যাৎতথা সরসৌ মধুপা যত্র তচ্চ তদ্বদু উৎকৃষ্টো মকরন্দো রাগো
বক্তিমো পরাগঃ পুষ্পরজস্তেযাং ধুরাহতিশয়েনামলং কোমলঞ্চ যথ্যং তেন সুপাল্যং লসদ্বরং পীবরং বক্ষো যস্য তম্,
অক্ষরমচলং সীভগং যস্যং সা শোভা যত্র তম্। অপারয়া কুপয়া রময়তীতি হে তথাভূতঃ ॥

১৬৫। বক্ষসি লক্ষণলক্ষিতম্। কথন্তুতে? বন্ধুরো মনোহরো যঃ সিদ্ধুস্তাকৌ লক্ষ্মীরেখা তত্র সশরং তছোভা-
চ্ছাদনসভয়ং সুদাম সুমাল্যং যত্র তস্মিন্, ধাম্যং কান্তীনাং নিকামসুন্দরগৃহে দক্ষিণসা সরলস্যা কৌস্তভস্য বাস্তুনি বাস-
স্কুমৌ নিস্তলবস্তুনি নিরুপমপদার্থরূপে হারাণাং বিহারো এব তরঙ্গাভ্রুতি। রিঙ্গিতঃ সঞ্চারিতো বল্লভতল্লজে প্রিয়মুখ্যে তীত্রে
দ্রুস্তবেশে বধূব্রজে হৃদভবঃ কামো যেন তম্, ততশ্চোভবরৈবোন্নতিমান্ যো নবো দর্পকঃ কন্দর্পঃ, স এব দর্পণঃ স্বপ্রতি-

১৬৩। মৌক্তিকশ্রেণী তিরস্কারী ও কুন্দকসুন্দর থেকে সুন্দর দন্তে হে রমণীয়। সদা উজ্জ্বল নক্ষত্রের
মতো সম্যক সুরস অমল কান্তিমান্ হাসিতে উজ্জ্বল হে দীপ্তিমান্। আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬৪। লীলা-গীতায়ন বংশীধারী, দর্শনে পরিপূর্ণ সুখদায়ী, নৃত্যন, রত্নখচিত উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলের
নটনচঞ্চলতায় গণ্ডযুগলে রচিত সঞ্চরণশীল প্রতিচ্ছায়া-ভূষণে রমণীয়, মধুর মধুর গুঞ্জারকারী ভ্রমণশীল ভ্রমর
সমন্বিত উৎকৃষ্ট মকরন্দ ও রক্তবর্ণ পরাগের আতিশয্যে অমল কোমল গলার মালিকার দ্বারা সুপাল্য অতি উজ্জ্বল
প্রসস্ত বক্ষদেশা, অচল দোভাগ্যবিশিষ্ট শোভায় উজ্জ্বল এবং অপার কুপায় ভক্তচিত্তের সুখদায়ী হে করুণা-
সাগর! আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬৫। কান্তির বাহুবীজ সুন্দর গৃহস্বরূপ সরল কস্তুরের বাসভূমিস্বরূপ-নিরুপম পদার্থস্বরূপ আপনার
বক্ষে মনোহর লক্ষ্মীরেখাস্থানে, তংশোভা পাছে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, এই ভয়ের সহিত সুন্দর মালিকা তুলছে
এবং হারাবলীর লহরী খেলা করে বেড়াচ্ছে। এই বক্ষ প্রিয়মুখ্যা দ্রুস্তবেশ্যা বধূসমূহের অন্তরে কাম সঞ্চারিত

৬৬। গোষ্ঠগরিষ্ঠমহিষ্ঠবরিষ্ঠ মহেন্দ্রসুসান্দ্রমদক্ষয়সুক্ষম নন্দয় নন্দজ

নো নয়য়োদজজন্মভূতোদদানবহানদ নির্জরতুর্জয় ভোজয় ভো জয় ॥

১৬৭। ত্রিলোকশোকভঞ্জনঃ স্তবজ্জিত্তরঞ্জনঃ, ভবপ্রবাহখণ্ডনঃ শিখণ্ডখণ্ডমণ্ডনম্ ।

ক্ষুৎকলিন্দনন্দিনীতটাস্তকাস্তকাননে, তমস্তমালগঞ্জনং ভজামহে মহম্মহঃ ॥

—প্রথম শাখা ॥

১৬৮।

জয়, রঞ্জয় মো জয়, যোজয় সাদর পাদরতৌ,

ভবভীভরমর্দয় মর্দয় তুর্মদনির্দয় কামমদাময়মাশয়মাশয় শং জনয়াজনপুঞ্জনিগঞ্জন ॥

বিশ্বাস্পদং তত্র দর্পস্য-সমর্পণং সঙ্কারণং বস্যা তম্, উৎকটী মূং হর্ষো বস্যা তথাভূতস্য করভেদ্রস্য সুসাহ্য়ো রসাকরশ্চ বঃ
সংকরঃ স ইব দোষীভূতস্য ভরেণ ভারেণ নির্ভর্য নিরতিশয় ॥

১৬৬। গোষ্ঠস্য হিতোপদেশু আশ্রয়তান্মুখ্যাত্মক ক্রমেণ গরিষ্ঠাদিকং মহেন্দ্রস্য সুসান্দ্রমদক্ষয়ে সুক্ষম হে
নন্দজ ! মোহম্যান্ দয়য়া নন্দয় । উদজজন্মা ব্রহ্মা, তেন হুত স্তুত ! উদাদানাং দানবানাং হানদ ! নাশক ! নির্জরেণ দেবে-
মাপি হুজয় ! ভোজয় স্বয়ং প্রয়োজকো ভূতাহম্যান্ পালয় । ভুজের্গ্যস্তাল্লোষ্ট ॥

১৬৭। তমস্তমালগঞ্জনমিতি তমোগুণস্ত সাক্ষাদ্বিনাশ এব, তমালস্ত তু সাক্ষ্যেণ তিরস্কারএবাত্র ব্যাখ্যায়ঃ ॥

১৬৮। মোহম্যান্ রঞ্জয় । কেন প্রকারেণ ? সাদরং যথা আত্মনা পাদরতৌ চরণসেবাপ্রীতৌ যোজয় । এবং যোহ-
ম্যান্ জয়, কামবশতাং বিধুয় স্ববশীকৃষিতার্থং । নহু সংসারিণাং যুগ্মকং কথমেবং ভবেৎ ? তত্রাহঃ—ভবভীভরমর্দয় । তত্র
প্রথমং কামমদ এব আময়ো ব্যাবিস্তং মর্দয় । যতো তুর্মদেষু তুষ্টেষু নির্দয় হে নিকরুণ, ততশ্চ শং কল্যাণং জনয়, জনয়িত্বা চ

করছে, অতঃপর অক্ষুরিত হতে হতেই নব উদীয়মান ঐ নবকামদেব স্বপ্রতিবিশ্বাস্পদ দর্পণে দর্পের সঙ্কার
করছে । উৎকট হর্ষযুক্ত হস্তীশাবকের সুসাহ্য়ো রসাকর সুন্দর শুঁড়ের মতো ছুই বাছুর ভারে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে
উঠেছে আপনার বক্ষ । আপনার জয় হোক জয় হোক ।

১৬৬। গোষ্ঠের হিত উপদেশটা আশ্রয় ও মুখ্য বলে আপনি গোষ্ঠের গরিষ্ঠ-মহিষ্ঠ-বরিষ্ঠ । ইন্দ্রের
অতিসান্দ্র গর্বক্ষয়ে সুক্ষম হে নন্দনন্দন ! কৃপাদানে আমাদের আনন্দিত করুন । হে ব্রহ্মা-স্তুত, হে প্রমত্ত
দানবনাশী, হে দেবতাতুর্জয় । নিজ স্বতন্ত্রায় আমাদের পালন করুন । আপনার জয় হোক জয় হোক ।

১৬৭। ত্রিলোক-শোক-ভঞ্জন সতজ্জিত্তরঞ্জন, ভবপ্রবাহখণ্ডন, শিখিপিচ্ছমৌলী, কলিন্দনন্দিনীর
তটাস্তবর্তী কমনীয় কাননে ক্ষুতিপ্রাপ্ত, তমোগুণের সাক্ষাৎ বিনাশী ও তমাল-তিরস্কারী মহান্ তেজকে
ভজনা করছি আমরা ।

—প্রথম শাখা ।

১৬৮। হে অঞ্জনপুঞ্জ-নিগঞ্জন ! আপনার জয় হোক । আমাদের অচুরাগ দান করুন । সাদরে
চরণসেবা-প্রীতিতে নিয়োজিত করুন । এবস্থিধ আমাদের কামবশতা দূর করে স্ববশীভূত করে নিন । (সংসারী
জীব তোমাদের এমন কি করে হবে, এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—) সংসার তয়তায় মর্দিত করে দিন । তাঁর
মধ্যে প্রথমে কামমদরূপ ব্যাধি মর্দন করুন । যেহেতু আপনি ছুটের প্রতি নির্দয়, তাই হে নিকরুণ ! অতঃপর

১৬৯।

রঞ্জনকুঞ্জবিহারবিকার বিশারদ

শারদচন্দ্রবিতন্দরস্মিত বিস্মিত-কুদ্বন্দাদত

বিষ্করদক্ষরনর্মদ মর্মরসগ্রহণগ্রহ জল্পবিকল্পহ

সুশ্রুতবিশ্রুত জল্পিতকল্পিতকর্ণরসার্ণবশুদ্ধরসোদ্ধব ॥

১৭০। মন্থথসম্মদঘূর্ণনপূর্ণদলংকমলোৎকরহ্রীকরভাকরলোলবিলোচন লোচনরোচন ॥

১৭১। তাপকুদাপদপায়কুপায়দ তক্ত্যনুরক্ত্যনুরূপসুরূপ-নুবজ্জনহৃজ্জলজাসনবাসল ॥

আশ্রয়মন্তুঃকরণমাশ্রয় ব্যাপয়; ‘অশু ব্যাপ্তৌ, । হে অঞ্জনপুঞ্জ নিগঞ্জন ! নিজবর্ণকান্ত্যা তিরস্কারক ॥ ।

১৬৯। ‘রঞ্জনো’ রঞ্জকো যঃ কুঞ্জবিহারন্তত এব বিকারো হর্ষাদিভাবোদগমো যন্ত তথা হে বিশারদ ! শারদচন্দ্র-বদবিতন্দ্রং দরস্মিতং মন্দহাসো যন্ত তথা । বিস্মিতকৃতো বিস্ময়কারিণো বদনাং সকাশাদ্বিষ্করস্তিরস্করৈরনর্ম দদাসি ! বতেতি হর্ষে। মর্মণ্যপি যৌ রসস্তস্য গ্রহণে গ্রহ আগ্রহো যস্য তথা । জল্পবিকল্পৌ বিবাদসংশয়ৌ হস্তীতি তথাভূতং যৎ সুশ্রুতং বেদশাস্ত্রং তত্র বিশ্রুত বিখ্যাত ! “শ্রুতমাকর্ণিতে বেদে” ইতি মেদিনী । জল্পিতেন বচনেন কল্পিতঃ কর্ণয়ো রসার্ণবো যেন তথা শুদ্ধরসেনৈবোদ্ধব উৎসবো যস্য তথা ॥

১৭০। মন্থথেন কামেন হেতুনা সন্যদে বিজ্ঞমানমদে ঘূর্ণনপূর্ণে দলংকমলোৎকরাণাং ক্ষুটংপদ্মসমূহানাং হ্রীকরে তিরস্কারিণী ভানাং কাস্তীনামাকরো ধনি তজ্জপে লোলে চপলে বিলোচনে নেত্রে যস্য তথা, লোচনানি সর্বজননেত্রাণি রোচয়তীতি তথা ॥

১৭১। তাপকুদ্যা আপদ্বিপত্তিস্তস্যাপ্যায়ো যতস্তথাভূতা কুপা যস্য তথা; অয়ঃ শুভাবহো বিধিভূঃ দদাতীতি তথা, ভক্তিভঞ্জনমুরক্তিঃ প্রেম তদনুরূপেণ সুরূপং শোভনং সৌন্দর্যং নুবতাং স্তবতাং জনানাং হৃদেব জলজাসনং কমল-রূপমাসনং তত্র বাসং লাতীতি তথা ॥

কল্যাণের উদয় করান, উদয় করিয়ে অন্তঃকরণ ভরে প্রকাশিত থাকুন ।

১৬৯। মনোরঞ্জনক কুঞ্জবিহার থেকে উদিত হর্ষাদি ভাবে অভিভূত হে বিশারদ ! আপনি শারদচন্দ্রের মতো জড়তাহীন মন্দহাসিতে উজ্জ্বল । অহো, আপনি বিস্ময়জনক নিজবদন থেকে চ্যুত অক্ষরের দ্বারা নর্ম-রসের উদয় করান—মর্মেও আপনার যে রসপ্রবাহ আগ্রহও তারই গ্রহণে । বিবাদ-সংশয় মোচক বেদশাস্ত্রে আপনি বিখ্যাত । আপনার কথায় রচিত হয় কর্ণরসার্ণব, আপনার নিজের আনন্দ উপজয় শুদ্ধরসে ।

১৭০ হে কামহেতু মদযুক্ত-ঘন ঘন ঘূর্ণ্যমান-প্রক্ষুটিত পদ্মসমূহের তিরস্কারী-কাস্তিধনি চপল নয়ন ! আপনার নয়ন সর্বজনের নেত্রকে তৃপ্তি দান করে ।

১৭১। হে তাপদায়ী বিপত্তি নিরাময়কারী কুপাধার ! হে শুভাবহ বিধিদায়ি ! ভঞ্জন ও প্রেমানু-রূপ শোভন সৌন্দর্য বিশিষ্ট স্তুতিপর জনের হে হৃদকমলাসনবাসি !

- ১৭২। কোপযমোপমশক্রপরাক্রমমণ্ডলখণ্ডনচণ্ডিমমণ্ডন
হেলনখেলনশৈলবিতোলননির্ভরদোঁর্ভরতাণ্ডবপাণ্ডর
পঙ্কজশঙ্কন-হংসবতংসন রূপনিরূপকপুন্ডিদকৌন্তিক ॥
- ১৭৩। বামকরামলপদ্মসুসদ্বলগোত্র বিচিত্রচরিত্রপবিত্র
চরাচরগোচরখেচরভূচরবিস্ময়নস্ময়কার মহারয় ॥
- ১৭৪। বল্লববল্লভ সুপ্রভ সুপ্রভ দুর্মদদুর্মরদুর্ধরবার্ধরবার্গনিসর্গ-
সুকষ্টসুরিষ্টসুপীবরসম্বরসঞ্চয়সঞ্চরণাকুলগোকুলরক্ষণদক্ষ
লসত্তমবৃত্তজবাভূতসদ্বৃজবিক্রমচক্রমহত্তর সত্তম ॥

১৭২। কোপেন যমোপমস্যাপি শক্রস্য পরাক্রমমণ্ডলং খণ্ডয়তি যশচণ্ডিমা তেনৈব মণ্ডনং ভূষণং যস্য তথা। হেলনেন হেলনৈব খেলনশৈলস্য ক্রীড়াপর্বতস্য বিতোলনমুরনং তত্র নির্ভরস্য দোষো ভূজস্য ভরেণ ভারেণ তাণ্ডবং নাট্যাং যয়োস্তে পাণ্ডরপঙ্কজশঙ্কনে শ্বেতকমলশঙ্কাধারিণী হংসবতংসনে সূর্যোপমকুণ্ডলে যস্য তথা; রূপনিরূপকস্য পুন্ডিদা কীর্তির্ধন্য তথা ॥

১৭৩। বামকর এবামলপদ্মং তদেব সুসদ্বলং তং লাতি গোত্রঃ পর্বতো যস্য তথা। বিচিত্রেণ চরিত্রেণ পবিত্র। হে চরাচরাণাং গোচরখেচরাণাং দেবাদীনাম্ ভূচরাণাং মনুষ্যাণাঞ্চ বিস্ময়নেন স্ময়কার ঈষকাস্যাকারক! হে মহারয় মহাবেগ উৎসবালয়েতি বা ॥

১৭৪। বল্লবা এব বল্লভা যন্ত তথা; শোভনা প্রথা যস্য তথা। হে সুপ্রভ! দুর্মদশ্যাসৌ দুর্মরো মরণশূন্যশ্চ দুর্ধরো ধর্তুশ্চ মশকশ্চ যো বার্ধরবার্গঃ প্রলয়মেঘসমূহস্য নিসর্গাদতিবৃষ্টরূপস্বভাবাং সুকষ্টোৎকৃষ্টদশ্চ সুরিষ্টোৎকৃষ্টশ্চ সুপীবরোহতিপুষ্টিশ্চ যঃ সংবরসঞ্চয়ো জলসঞ্চয়স্তস্য সঞ্চরণাকুলস্য গোকুলস্য রক্ষণে দক্ষ; “রিষ্টং ক্ষেমাশুভাভাবেষু” ইতি, “নীরক্ষীরাম্ভুসংবরম্” ইতি চামরঃ! লসত্তমশ্যাসৌ বৃত্তো দৃঢ়শ্চ জবেনাভূতশ্চ সংশ্চ যো ভূজবিক্রমস্তস্য চক্রেণ মহত্তর! হে সত্তম ॥

১৭২। হে ক্রোধে যমতুলা ইন্দ্রের পরাক্রমমণ্ডল-খণ্ডনকারী ও প্রচণ্ডতাকপ ভূষণধারী! হে হেলায় খেলায় পর্বতোদ্ধোলনে নির্ভয় বাহুভারে নটনকারী, শ্বেতকমল শঙ্কাধারী ও সূর্যদম উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী! হে রূপ অবগতির জন্য আবিষ্ট ভক্তের বাজাপূর্তিদায়ীরূপ কীর্তিমান্।

১৭৩। হে চরাচর-গোচর দেবমন্মুখাদি সকলের বিস্ময়-স্মিতকারক! হে মহাবেগ! আপনার বাম করতলরূপ গৃহ গিরিধারণ করে থাকে। আপনি বিচিত্র চরিত্রে পবিত্র।

১৭৪। হে সুপ্রভ! গোপীগণই আপনার বল্লভা। শোভন নিয়মের পালয়িতা আপনি। দুর্ধ্ব-মরণশূন্য-বিরামে অশক্য প্রলয় মেঘের অতিবৃষ্টরূপ স্বভাব হেতু অতি কষ্টদ-অতি অশুভ-অতি পুষ্টি জলসঞ্চয়ের সঞ্চরণ হেতু আকুল গোকুলের রক্ষণে দক্ষ আপনি।

১৭৫। নিস্তুলশস্ত্র দয়াময় কামদ চিৎখনসদখনবৃন্দবিনিন্দনবিগ্রহবিগ্রহ-
জাগ্রদুগ্রহ দক্ষ বিপক্ষবিনিগ্রহগোত্র বিশিষ্টসদিষ্টদ ছষ্টস্কষ্টদ ॥

১৭৬। দলৎকদম্বকেশরপ্রভাবিড়ম্বিডম্বর-
ছবিচ্ছটাব্রাস্বরো মহামনস্বিনাং বরঃ ।
মদাক্ষতাপুরক্ষরং জিগায় যঃ পুরন্দরং
জুগোপ গোপগোকুলং স বস্ততঃ স্তুতোহস্ত নঃ ॥

—দ্বিতীয়া শাখা ॥

১৭৭। দেব বকীবকসংসকবৎসকলাসুরভাসুরগব'হদোর্বর
ধুক্ষণসুক্ষম তুঙ্গভুজঙ্গমদৈত্যমহাত্যাদক্ষ রিপুক্ষয়-
শৌণ্ডিমপণ্ডিত চণ্ডিমখণ্ডিত-পদ্মজপদ্মজতামদ
ধামজবাহিতবাহিতকালিয় পালিত-সুরসুতারস
মোহদসাহস দাবদবাবর বক্ষুযু বক্ষুর ॥

১৭৫। নিস্তুলং শস্ত্রং ক্ষেপং যতন্তথা। হে দয়াময়! হে কামদ! চিৎখনশাসৌ সংশ্চ খনবৃন্দস্য বিনিন্দনঃ
কান্ত্যা তিরস্কারকচ্চ যো বিগ্রহো দেহন্তস্য বিশিষ্টো গ্রহো গ্রহণং প্রপঞ্চলোকে প্রকটীকরণং তেন জাগ্রদুগ্রহো যত্র তথা।
হে দক্ষ! বিপক্ষাণাং বিনিগ্রহে উগ্র! হে বিশিষ্টসদিষ্টদারক! ছষ্টানাং স্কষ্টদ ॥

১৭৬। ডম্বর আটোপঃ; বস্ততো যথার্থতঃ ॥

১৭৭। হে দেব! বকী পুতনা চ বকচ্চ বৎসকচ্চ তদ্বভেবামিব সৰ্কলাসুরাণাং ভাসুরং গবং হন্তীতি তাদৃশো
দোর্বরো ভুজবরো বস্য তথা। ধুক্ষণং বক্ষুসস্তপ্ণং তত্র সুক্ষম। তুঙ্গভুজঙ্গমোহদ্যাসুরো দৈত্যন্তস্য মহাত্যয়ে মারণে দক্ষ
রিপুক্ষয়ে যঃ শৌণ্ডিমা মত্ততা তত্র পণ্ডিত। চণ্ডিমা খণ্ডিতঃ পদ্মজস্য ব্রহ্মণঃ পদ্মজতামদো যেন তথা। ধামজবস্য তেজো-
বেগস্যাহিতেনাধানেন বাহিতো নির্ধাপিতঃ কালিয়ো যেন তথা, পালিতঃ সুরসুতার্য যমুনায় রসো জলং যেন তথা,

১৭৫। অতুল কল্যাণদায়ী হে দয়াময়। হে কামদ! চিৎখন-পূর্ণ-কান্তিতে মেঘমালা তিরস্কারী
দেহের প্রপঞ্চলোকে বিশেষভাবে প্রকটীকরণের দ্বারা জাগ্রত অুগ্রহকারী হে দক্ষ! বিপক্ষ দলনে উগ্র! হে
বিশিষ্ট শোভন ইষ্টদায়ী! হে ছষ্টগণের স্কষ্টদ!

১৭৬। হে প্রস্ফুটিত কদম্বকেশরপ্রভা তিরস্কারী আটোপকাস্তির ছটায় শ্রেষ্ঠ পীতাম্বরধারী! হে
মহামনীষীগণশ্রেষ্ঠ! মদাক্ষতায় ধুরক্ষর ইন্দ্রে যিনি জয় করেছেন, গোপ-গোকুলকে যিনি পালন করেছেন সেই
গিরিধারিলালই যথার্থতঃ আমাদের স্তুতির বস্ত্র হোক।

—দ্বিতীয় শাখা।

১৭৭। হে দেব! আপনি তো পুতনা-বকাসুর-বৎসাসুরাদি সমস্ত অসুরের চমকদার গর্বের নাশকারী
বাস্তবময়িত, বহু জনের দস্তপূর্ণে সুসমর্থ, বিক্রমো সৰ্প অঘাসুরের মারণদক্ষ, রিপুক্ষয়ের মাতামাতিতে নিপুণ,
ক্রোধে ব্রহ্মার ব্রহ্মাইপনা গর্ব খণ্ডনকারী, তেজবেগের ধারণে কালিয়ের নির্বাসনকারী, যমুনার জল রক্ষণকারী,

- ১৮১। সুব্যক্ত সাংঘাতিক লাহমে পবিত্রত্ব দ্বারা ইষ্টের নন্দনবনের মূলোৎপাটনকারী হে স্বজনা-
নন্দ-বর্জন ।

১৮২। কিং পুরু কিংপুরুষাস্তব শস্তুরুচঃ শুভমাশু ভগন্ত, বিদন্ত ভগো গুণম। গুরু কে পুনরাপুরু-
দারতমা বত কাস্ততদন্ত তথা স্বাস্ততুর্গম দুর্গতহীনসুদীননতাতিকৃতাবন ॥

১৮৩। ধুক্ষয় নোহক্ষতয়া কুপয়া কৃতমোদমহোদধিমজ্জনসজ্জধিয়ো হতমোহতমস্তুরসন্ততভক্তিবিরক্তি-
মতন্তব নিস্তমসঃ স্তবশস্তমতীন্ কুরু নঃ কুমতিং তু মুমোহতু ভবন্তমনন্তভমীশ বয়ং শরণং করুণং করবাম নমাম
চ নাম ভগাম চ ভো জয় ভো জগদুত্তম চিত্তগ ॥

১৮৪। বিপক্ষলক্ষতক্ষং স্বপক্ষপক্ষরক্ষণং, ক্ষণেক্ষণে ক্ষণপ্রদং সগবগবখব'গম্ ।

কুপাবিপাকপালিতে ত্রজে বজ্রবৃজেশ্বর-বৃজেশ্বরীমহামহং ভজামহে মহম্মহঃ ॥

মূলোৎখাতো যমাত্তথা। কিঞ্চ, হে উৎসববৎসল! স্বজনানন্দবর্ধক ইত্যর্থঃ ॥

১৮২ কিম্পুরুষাস্তব পুরু শুভং কিমাশু শীঘ্রং ভগন্তস্তবন্ত, ন কিমপীতার্থঃ। কথংভূতস্য তব? শস্তুরুচঃ প্রশস্ত? সৌন্দর্যস্য, হে ভগো ভগবন্ কে গুণম্ আ সম্যক্ গুরু যথা স্যাতিতথা বিদন্ত। বত খেদে, কে উদারতমা গুণমাপুঃ প্রাপুঃ। হে কাস্ততদন্ত, কাস্তো রম্যন্তেবাং গুণানামন্তঃ স্বরুপং যত্র তথা; “অস্তো নাশে স্বরুপে না” ইতি মেদিনী। যথা তেন প্রকা-
রেণ চ নোহস্মান্ ধুক্ষয় জীবয়েত্যধ্বয়ঃ। অসাবৃতৈরভক্তৈর্হ'গম দুজ্জয়। দুর্গতাশ্চ হীন্যাশ্চ সুদীন্যাশ্চাপি যেন তাত্তেযামতি-
শয়েন কৃতমবনং যেন তথা ॥

১৮৩। অক্ষতয়া কুপয়া কৃতং মোদমহোদধৌ মজ্জনং যয়া তথাভূতা সজ্জাধীর্থেবাং তথাভূতান্নোহস্মান্ কুরু। এবং
দ্বিতীয়াস্তানাং কুর্বিত্যনেনৈবাবধ্বয়ঃ। হতং মোহতমসন্তরো বেগো যেষাং তান্। তব ততা বিদ্বতা ভক্তিচ বিরক্তিচ
তবতঃ। নিস্তমসন্তমোরহিতান্ স্তবৈঃ স্তুতিভিঃ শস্তা মতির্থেবাং তথাভূতান্। কুমতিং তু ঋণ্ডয়; ‘দো অবখণ্ডনে’
লোটে। অতু ভবন্তু হুমঃ স্তমঃ। অনন্তভমপরিমেয়কাস্তিম, হে ঈশ ॥

১৮২। নীচজন আমরা প্রশংসনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী আপনার প্রচুর মঙ্গল-প্রশস্তি কি শীঘ্র
গাইতে সমর্থ হব? হে ভগবন্! আপনার গুণ সম্পূর্ণরূপে কে জানবে? হায় হায় কেই-বা এমন উদারজন
আছে যে এমন গুণের অধিকারী হতে পারে? কেউ পারে না। হে রম্যগুণস্বরূপ! আপনি যেমন একদিকে
অভক্তের দুজ্জয় আবার অন্যদিকে তেমনই দুর্গত-হীন-সুদিন জনও যদি আপনার শরণাগত হয় তবে অতিশয়-
রূপে তাঁর পালনকর্তা।

১৮৩। তাই বলছি, এই প্রকারেই অবিনশ্বর কুপায় আমাদের রক্ষা করুন। আপনার এইরূপ কুপায়
যাতে আনন্দ-মহাসাগরে উন্মজ্জিত হওয়া যায় সেইরূপ সুসজ্জিত বুদ্ধিতে দীপ্ত করে দিন আমাদের। মোহ-
তমসাধেগে মৃতপ্রায় আমাদের আপনার প্রসরণশীল ভক্তি বিরক্তি দান করুন। তমোরহিত স্তুতিতে মতিমান
করে দিন। আমাদের কুমতি খণ্ডন করে দিন। আজ এই এখন আপনাকে প্রণাম করছি। অপরিমেয় কাস্তি-
মান্ হে ভগবন্! হে করুণ! আমাদের করুণা করুন, যাতে আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করতে পারি, আপ-
নাকে প্রণাম করতে পারি এবং আপনার নামকীর্তন করতে পারি। জয় জয় হে জগতের উত্তমজন
বক্ষাবিলাসী।

১৮৪। লক্ষবিপক্ষ বিনাশী, স্বপক্ষ সম্প্রদায় রক্ষক, প্রতিক্ষণে আনন্দদায়ী, অহঙ্কার জনিত আত্মশ্লাঘা খর্ব-

—তৃতীয়া শাখা ॥

১৮১।

শ্রীবলদেবকনিষ্ঠ মহিষ্ঠকনিষ্ঠ গরিষ্ঠপটিষ্ঠ দরিষ্ঠ-

পবিত্রবিচিত্রচরিত্র ন কুত্র চমৎকৃতিমৎকৃতিমানতি-

মানতিরস্কৃতদুষ্কৃতিকল্পমবস্ত্তিরন্ধন বন্ধনমোচন

শোচনরোচন কোচনকাশননাশনরক্ষণসক্ষণ সদগুণ সদগণ ॥

১৮৬। বল্লবতল্লজকন্ডকয়াহ্নজনাধিক-সাধিত-সৌভগশোভিত সন্তময়াত্তকলাধিকরাধিকয়া স্ময়বিস্ময়-
হাসবিলাসযথার্থসমর্থনদর্পকদর্প নমদ্যুদয়োক্ততপর্বরপর্বত ॥

১৮৪। ক্ষণে ক্ষণে প্রতিক্ষণমেব ক্ষণপ্রদমানন্দদং মহো ভজামহে। কথন্তুতম্? ব্রজে ব্রজং জদমম্। কুপার্য
বিপাকঃ পরিপাকস্তেন পালিতে ॥

১৮৫। মহিষ্ঠে কে সূত্রে নিষ্ঠা যন্ত তথা: গরিষ্ঠাদিকং চরিত্রং যন্ত তথা; চমৎকৃতিমতী কৃতি: ক্রিয়া তদান্ তং
কুত্র ন, অপি তু সর্বত্রৈবেত্যর্থ:। অতিমানেনাতিসেবয়া তিরস্কৃতানি দুষ্কৃতানি যত: স ত্রম্। অবস্ত্তন: সংসারস্থাতিরন্ধন
বিনাশক, অতএব হে বন্ধনমোচন! ততশ্চ শোচনেভ্যো ন সেবিতবস্ত্তো বয়মেতাবস্ত্ত্য কালমিত্যাহুশোচন্ত্যো রোচন
রোচক। ততশ্চ তেষাং কোচনকাশনয়ো: সঙ্কোচপ্রকাশনয়োর্থাসংখ্যোন নাশন রক্ষণাভ্যাং সক্ষণ সোৎসব! সত্যম্
কৃষ্টানাং গুণানাং সন্ বর্ত্তমানো গণো যত্র তথা ॥

১৮৬। বল্লবতল্লজকন্ডকয়া শ্রেষ্ঠগোপকন্ডয়াহ্নজনাধিকং যথা স্থাত্থা সাধিতং যৎ সৌভগং তেন শোভিত।
সন্তময়া আন্তকলা চাসৌ অধিকা চ যা রাধিকা তয়া সহ স্ময়াদীনাং যথার্থমেব সমর্থনং যত্র তথাভূতো যো দর্পক: কামস্তে-
নৈব দর্পো যন্ত তথা। নমতাং প্রণমতাং জদয়ং মনো যত্র তথা। উক্ত: ত: পর্বদায়িপর্বতো যেন তথা ॥

কারী, কুপার পরিপাক দশাধারা পালিত ব্রজে পর্যটনশীল এবং ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী মহামহোৎসবস্বরূপ
মহাতেজকে আমরা ভজনা করছি।

—তৃতীয়া শাখা।

১৮৫। হে শ্রীবলদেব-কনিষ্ঠ! নিষ্ঠা আপনার মহান্ সূত্রে। হে পূজ্যতম অতি নিপুন-দূরতম-
পবিত্র বিচিত্র চরিত্রবান্! চিত্তচমৎকারকারী লীলাবিলাসী আপনি কোথায় বিদ্যমান্ নন্? সর্বত্রই বিদ্যমান্।
যাঁর তাঁর সেবায় দুষ্কৃতি নাশ হয়ে যায়, আপনি সেই শ্রীহরি। আপনি সংসারের সম্পূর্ণ বিনাশ কারক, অতএব
হে বন্ধনমোচক! এতকাল আমরা সেবা করিনি, এরূপ অনুশোচনাকারী জনের রোচক আপনি। হে অনুশোচনা-
কারী ও সেবাকারীদের জড়সড়ভাব ও বিকাশ যথাক্রমে নাশ ও রক্ষায় আনন্দোচ্ছল! হে উৎকৃষ্ট গুণসাগর!

১৮৬। হে গোপকন্ডাশ্রেষ্ঠা রাধাধারা অহ্নজনা থেকে অধিকরূপে সাধিত সৌভাগ্যে শোভন।
পূজ্যতমা-প্রাপ্তকলা-সর্বশ্রেষ্ঠা রাধিকা সহ স্ময়-বিস্ময়-হাসবিলাসের দ্বারা যথার্থভাবে সমর্থিত কন্দর্পবেগে গর্বিত
হে মদনদর্পহর! হে উৎসবদায়ী গিরি উত্তোলনকারী! প্রণত জনের মন আপনাতেই পড়ে থাকে।

১৮৭। সর্বদা শব্দ-বিরিঞ্চিমুখা-বিচক্ষণলক্ষবিলক্ষণকক্ষবিশিষ্টসদৃষ্টদ মিষ্টসুদৃষ্টদ তুষ্টিসুপুষ্টিদদৃষ্টি-
সুহৃষ্টিদমূর্ত্তিক কীর্ত্তিকথার্থিসুপূর্ত্তিক ॥

১৮৮। গোপবধূপদসঞ্চলনাঞ্চদলঙ্কৃতবাক্তকিকিঞ্চিশক্তিত্তিগুণচণ্ডিমমগ্নথল্লম্কারবিকারবিলাসবিকাশ-
বিশেষণ শেষমুখে: কিল তৈ: কিমু গম্যমগম্য তবেহিতমাহিততর্ককুতর্কপরৈরপরৈরপবারণ তারণকারণবারণখেল
সহেলগতেহদরমোদগ ॥

১৮৯। ভোক্তব কস্তবনেহস্ত, ন বস্ত বরং তদন্তমলস্তব শস্তম তত্ত্বমতত্ত্ববিদো বিষয়ো বিবিধা হি বিধা
হিতকর্ত্তবর্ত্তত যস্ত রহস্ততমস্ত রহস্তত এব ন দেব তবেহিতমুহিতমোশ মহেশমুখৈরপি তৈরমূনা কিমু নাকিজনেন

১৮৭। হে সর্বদা! শব্দ-বিরিঞ্চিমুখা অক্ষিন: পূজকা যে বিচক্ষণান্তেবাং লক্ষ্যায় বিলক্ষণকক্ষক বিশিষ্টক সৎ
শোভনক যদিষ্টং তদদাতীতি তথা। মিষ্টং মধুরং সুদৃষ্টমতিভাগ্যং দদাতীতি তথা তুষ্টিসুপুষ্টিদা চ দৃষ্টে: সুদৃষ্টিদা চ মূর্ত্তি-
বস্ত, তথা কীর্ত্তিকথয়া আর্তৈ: পীড়াত: সুপূর্ত্তি: সুষ্ঠু পালনং বস্মাতথা; বধা, কীর্ত্তিকথায়ামার্তিবৎকর্ত্তা তস্তা: পূর্ত্তিবস্মাতথা।

১৮৮। গোপবধবা: পদয়ো: সঞ্চলনেনাঞ্চদলঙ্কৃতং চপলনুগুণশ্চ বাক্ততা বাক্তারযুক্তা কিঞ্চিশ্চ তাভ্যাং শক্তিতো
ডিগুণচণ্ডিমা যস্ত তথাভুতেন মম্মথেন কামেন হদি মমকাররূপো যো বিকারপ্তস্তাচ যো বিলাসপ্তস্ত বিকাশং প্রকাশং
বিশেষয়তীতি তথা, শেষমুখে: সঙ্কর্ণাদিভিত্তৈ: প্রসিদ্ধৈস্তবেহিতং কিমু গম্যাম্, ন গম্যামেবেত্যর্থ:। হে অগম্য! জ্ঞাতু-
মশক্য! অপরৈরপরৈরাহিততর্ককুতর্কপরৈরপবারণমাচ্ছাদন' যস্ত তথা, হে তারণস্য কারণবারণস্য গজসেব বেলা যস্য
তথা; সহে লা গতির্হস্য তথা; হে অদরমোদগ! অনন্তহর্ষযুক্ত ॥

১৮৯। তব স্তবনে স্তবতো কোহস্ত, ন কোহপীত্যর্থ:। তব তত্ত্বমতত্ত্ববিদো ন বিষয় ইত্যর্থ:। কীদৃশং তত্ত্বম্?
বরং শ্রেষ্ঠং বস্ত তদনির্বচনীয়মন্তমপরিচ্ছিন্নম্। অলমতিশয়েন, হে শস্তম! বিবিধা বিধা বহুবিধং বিধানং হে হিতকর্ত্ত:
হিতকারিন, যস্য রহস্যাতমস্য তব রহস্যাবর্ত্তত, অতএব হে দেব! হে দৈশ! মহেশমুখৈস্তৈরপি তবেহিতং নোহিতং

১৮৭। হে সর্বদাতা! আপনি শিবব্রহ্মা প্রমুখ বিচক্ষণ পূজ্যগণের মধ্যে লক্ষ লক্ষকে বিলক্ষণ
কক্ষার বিশিষ্ট সুশোভন মঙ্গল দানকারী, মধুর অতিভাগ্যদায়ী, হর্ষে উচ্ছলনকারী, নয়নে সুন্দর জ্ঞানদায়ী তথা
কীর্ত্তিকথাতে অতি উৎকণ্ঠার পূর্ত্তিদায়ী।

১৮৮। গোপবধুর পদসঞ্চালনে চপল নুপুর ও বাক্তারিণী কিঞ্চিনীর বাক্তারে যার ডিগুণচণ্ডিমা
ভয়ে শক্তিত হয়ে উঠে সেই কামের দ্বারা 'মমকার'রূপ যে বিকার উপস্থিত হয়, আবার সেই বিকার হেতু যে
বিলাসের উদয় হয়, তাকে আপনি বিশিষ্টতা দান করে থাকেন। হে অগম্য! আপনার লীলা সেই প্রসিদ্ধ
সঙ্কর্ণাদি দ্বারাও কি অগম্য? হ্যাঁ অগম্যই তো বটে। তা হলেও অধার্মিক জনেরা তর্ক আরোপ করে নিলে
ঐ কুতর্কপরদের দ্বারাও তো আপনার উপর আরও আবরণই শুধু নিক্ষেপ করা হয়। হে সংসারোদ্ধার-কারণ!
আপনার লীলা মন্তগজের খেলার মতো, হে অতিহর্ষোচ্ছল।

১৮৯। ভো, আপনার স্তব কে করতে পারে? আপনার তত্ত্ব অতত্ত্ব-জ্ঞানীদের জ্ঞানের বিষয় হয়
না। কারণ আপনার তত্ত্ব-তো অতি শ্রেষ্ঠ বস্ত, অনির্বচনীয় ও অপরিচ্ছিন্ন। হে শস্তম! এতে আর বেশী
বলবার স্তি আছে। হে হিতকারী! শাস্ত্রের বিধান বহুপ্রকার। রহস্ততম আপনার রহস্ত নিত্য বর্তমান। তাই

ধনেন-জলেন-মুখেন বসন্ ভগবন্ ভব নো হৃদ সৌহৃদধামনি কামদহাস রসাসুরজর্জরনির্জরবৃন্দমন্দরুচং কুশলং
কুরু ॥

১৯০ । বিদম্ভমুগ্ধসুন্দরীকদম্বচুস্ৰুডম্বরং, সুমঞ্জুকুঞ্জকুঞ্জরং নবাজ্ঞানৌষগগ্জনম্ ।

অনঙ্গরঙ্গমঙ্গলপ্রসঙ্গভুঙ্গসঙ্গরং, রহো মহো মহোদয়ঃ হুমো হুমো হুমো হুমঃ ॥

১৯১ । ইতোং স্তব স্তবকিত-ভারতীভারতীব-সিন্ধ-বিজ্ঞাধর-প্রমুখমুখরিতেষু দিশাং মুখেষু গুরুতর-
চমৎকারকারণসমুৎকসমুৎকমানসা মানসারাঃ সর্ব এব গোপা। গোপায়িতরং বৃজপুরস্ত রস্ফটরিতমুপগম্য প্রপ্রায়
প্রায়স্তঃ কিমপি নিবেদয়াম্ভূবঃ—‘হংহো ব্রজাধীশা বীশাবলাহেতোরিনং বঃ পৃচ্ছামোহচ্ছামোদাঃ । যদিহ
ন বিতর্কিতম্ । ততশ্চামুনা নাকি-জনেন সর্গবাসিদেবেন কিমু, ন কিমপীত্যর্থঃ । ধনেনঃ কুবেরশ্চ, জলেনো বরুণশ্চ,
তমুখেন তদাদিনা হে ভগবন্ ! নোহস্মাকং হৃদি বসন্ ভব । কথন্তু হৃদি ? সৌহৃদস্য ধামগ্ভাশ্রয়ে । হে কামদহাস !
রসায়ঃ পৃথিব্যা যেষ অসুরাঃ কংসাত্মাঈর্জর্জরং নির্জরবৃন্দং দেবসমূহমমন্দরুচং কুরু, কুশলং যথা শ্রাত্বা, কুশলযুক্তমিতি
বা ॥

১৯০ । মহাহৃদয়ো বস্যা তম্বহঃ কিমপি তেজো হুমঃ স্তমঃ, চুষে চুষনে ডম্বর আটোপো বস্যা তং । অত্র ত্বং
স্তমহে; স্তবীত্যাদিভিচ্চতস্রভিরশীতিভিঃ কলাভিচ্চতশো মহাকলিকা দ্বিগাদিগণবৃত্তে কোরকাধ্যা জেয়াঃ । তত্ৰতং বিরুদা
বলীলক্ষণে—“দ্বিগাদিকলিকাং ধীরাঃ কোরকাধ্যাং প্রচক্ষতে । দ্বিগভস্তলসম্ভৈরনগ্গণপাতিভিঃ । স্বেচ্ছাবসানৈঃ
সংকল্পস্তাং দ্বিগাদিকলিকাং বিদুঃ ॥” ইতি । অত্র তু তদ্বয়েন কলানির্মাণম্, শ্লোকছন্দাংসি তু পঞ্চচামরাধ্যানি ॥

১৯১ । এবং স্তবেন স্তবকিতা স্তবকিনী কৃত্য যা ভারতী বাণী তস্যা ভারেণ ভীরা একান্তা যেষে সিদ্ধাদয়ন্তৈর্মুখরি-
তেষু শব্দিতেষু সংস্র গুরুতরচমৎকার এব কারণং হেতুগুণেন সমুৎকং কিঞ্চিজ্জ জিজ্ঞাসয়া সম্যগুৎকং সমুৎকং সহর্ষঞ্চ
মানসং যেষাং তে, মান এব সারো যেষাং তে সম্মাননীয় ইত্যর্থঃ । ব্রজাধীশা ইতি গৌরবেণ বহুতম্, ধিয়াং বুদ্ধিবৃত্তীনাং

হে দেব । হে ঐশ । প্রসিদ্ধ মহেশাদিও আপনার লীলা বিচারের বিষয় করে উঠতে পারে না । এরপরে সেই
স্বর্গবাসী দেবতা কুবের-বরুণাদির কথা আর কি বলা যেতে পারে । হে ভগবন্ ! সৌহার্দের আশ্রয় আমাদের
হৃদয়ে আপনি নিবাস করুন । হে সুখপ্রদ প্রকাশ ! পৃথিবীর কংসাদি অসুরগণের দ্বারা জর্জরিত দেবসমূহকে
অতিশয় উজ্জ্বল করে তুলুন, কুশল দান করুন ।

১৯০ । বিদম্ভ-মুগ্ধ-সুন্দরীনিবহ-চুষনে আটোপকারী, সমঞ্জুকুঞ্জহস্তীশরূপ, নব অঙ্গনস্তপ সম, অনঙ্গ-
রঙ্গ-শুভপ্রসঙ্গে প্রচণ্ড বুদ্ধকারী ও মহান্ উদয়শীল কোনও অনিবচনীয় তেজকে স্তব করছি স্তব করছি স্তব
করছি স্তব করছি ।

লজ্জজনের মনে ঐশ্বর্যভাবের উদয়ে সংশয় ও নন্দমহারাজকে প্রাণ :

১৯১ । এইরূপে স্তবে গুপ্তিত বাণীর ভারে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ বিজ্ঞাধরগণের দ্বারা চতুর্দিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত
হতে থাকলে গুরুতর চিত্তচমৎকাররূপ কারণের উদ্ভবে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসার জন্ম অতি উৎকণ্ঠিত হয়ে সহর্ষমনা
অতি সম্মানীয় গোপসকল বৃজপুরপালক সরস চরিত অজরাজের নিকট গিয়ে প্রপ্রায়-অবনত ভাবে এরূপ নিবেদন
করলেন—‘অহো ব্রজাধীশ ! সংশয়-নিশ্চয়-শঙ্কা-স্মৃত্যাদির সম্মর্দন হেতু নির্মল হর্ষযুক্ত হয়েও আমরা জিজ্ঞাসা

স্বয়াগক্রমাতিক্রমাতিয়ায়মানমানবসুনা সুনাসীরেণ য়েণব ইবাসংখ্যাঃ সম্বর্তকগগণেন প্রলয়সম-সময়মান-মহাবৃষ্টি-
কারিণো বৃজনগরগরণায় জলধরা ধরাপ্লবনায় প্রহিতা হিতানলমোধান্ কুবর্ন তবায়ং বালকো লম্বালকোহলং
লঘুতরং তরঙ্গিতকৌতুকঃ সৌকুমার্য্যাকরেণ করেণ বামেন মেনকাহুহিতৃ-নাথস্ত্যাপি দুর্করমুপরি পরিতঃ স্তান্দমান-
পুঙ্করং পুঙ্করং মদকলকলভেদ্র ইব দিবসানি সপ্ত সপ্তহারনঃ সলীলং সমুদ্ভূত্যা নগরাজং নগরাজং চকার শতমন্ত্যুং
শতমন্ত্যুং ॥

১৯২। তদয়ং ক ইতি ন বিদ্যো, বিদ্যোহ এব নো জায়তে, যেনানেন জাতমাত্রৈর্গেব সকলবন্ধু
জীবেন বন্ধুজীবেন সদৃশাভ্যাঃ সদৃশাভ্যাং মধুমধুরোষ্ঠাধরাভ্যাং বিষবিষমং স্তনরসং পিবতাবতাশুতরামেব পুতনা
পুতনামাহকারি ॥

১৯৩। তদন্তু মঞ্জুল-বঞ্জুল-বনসলয়কিসলয়কিশোরললিতেন পদতলেন বিশঙ্কটশকটশকলীকারোহপি
শাবল্যাং সংশয়-নিশ্চয়-শকা-স্বত্যাদি সম্বদন্তক্বেতোঃ। যদিহ তবায়ং বালকঃ সপ্তহারনঃ সপ্ত দিবসানি ব্যাপ্য নগরাজং
পর্বতরাজং সমুদ্ভূত্যা শতমন্ত্যুমিত্রং নগরাজং নগরস্যাং গ্রাম্যচ্ছাগমিব চকার, তদয়ং ক ইতি ন বিদ্য ইত্যধঃ।
বালকঃ কথন্তুতঃ? সুনাসীরেণেজ্রেণ যে জলধরাঃ প্রহিতাঃ, হি নিশ্চিতম্, তানলমোধানলমত্যাথমোঘো বেগো যেবাং
তানপি মেঘান্ ব্যর্থান্ কুবর্ন। সুনাসীরেণ কীদৃশেন? স্বয়াগস্য ক্রমঃ পরিপাটী তস্যাতিক্রমেণাতিয়ায়মানো মান আদর
এব বসু ধনং যস্য তেন। সংখ্যাঃ সম্যক্ খ্যাতিমন্তঃ। গরবায় গলনায় নাশায়েত্যর্থঃ। লঘুতরমতিশীঘ্রং স্তান্দমানানি
স্ববন্তি পুঙ্করাণি মকরন্দজালানি যত্র তৎ পুঙ্করং কমলমিব ॥

১৯২। বিদ্যো জ্ঞানস্ত মোহঃ সকলানাং বন্ধনাং জীবেন সদৃশা সদৃশেনেত্যর্থঃ। আভ্যাং মধুতোহপি মধুরোষ্ঠা-
ধরাভ্যাম্, ব্যবধানাঘয়ো যমকানুরোধাৎ সৌচব্যাঃ। আশুতরামতিশীঘ্রমেব পুতনামা পবিত্রনাম্নী, মৃতদেহসাপ্যগুরুসৌর-
ভোদগারাং ॥

১৯৩। বঞ্জুলস্যামশোকস্য বনে কদাচিৎ সলয়ঃ সংশ্লেষসহিতঃ কিশলয়ঃ কিশোরঃ স্যাৎ, ততোহপি ললিতেন
করছি—আচ্ছা দেখুন স্বয়াগের ক্রমপরিপাটি অতিক্রমে মর্যাদা ধন অতি মলিনতা প্রাপ্ত হওয়াতে ইন্দ্র পাঠিয়ে
দিল ধূলিকনার মতো অসংখ্য, সম্বর্তকশ্রেণীর হওয়াতে খ্যাতিমন্ত ও প্রলয়কালের উপযুক্ত মহাবৃষ্টিকারী
মেঘমালা—বৃজনগর গলাবার ও পৃথিবী ডুবিয়ে দেওয়ার জন্ত। কিন্তু লম্বা গলকে শোভন তরঙ্গিত কৌতুক
আপনার এই সাত বৎসরের বালক অতি ক্ষিপ্ততায় সৌকুমার্যের আকরভূমিস্বরূপ বামহস্তে মেনকাহুহিতানাথ
শিবেরও তুর্ধর গিরিরাজকে সপ্ত দিবস ব্যাপি সলীলায় উঠিয়ে ধরল উর্ধ্ব, যেমন নাকি হস্তীশাবক চতুর্দিকে
প্রবাহমান মকরন্দধারাযুক্ত কমল উঠিয়ে ধরে। উঠিয়ে ধরে শত শত ক্রোধে মন্ত ইন্দ্রকে করে দিল গ্রামা
ছাগের মতো তুচ্ছ।

১৯২। তাই বুঝতে পারছি না, এ কে জ্ঞানের মোহ জন্মিয়ে দিচ্ছে আমাদের। জাতমাত্রই সকল
বন্ধুবর্গের জীবন সদৃশ এ তো তাঁর বাধুলী পুষ্পের মতো মধুমধুর ওষ্ঠাধরে বিষবিষম স্তনরস পান করতে করতে
অতি শীঘ্রই পুতনাকে করে দিল পবিত্র নামা।

১৯৩। অতঃপর মঞ্জুল অশোকবনে কদাচিৎ যে বন্ধদল নব পল্লব কিশোর দেখা যায়, তার থেকেও

রোপিতঃ । তদনু চ যমুনানৈবলবলয়-সদৃশেন ভূজবলয়েন জবলয়েন সৌৎকণ্ঠং কণ্ঠং বিধৃত্য ধৃত্যবরোধক-বিলোকো লোকোপপ্লবকরোহবকরোদয়বৎ প্রাণৈর্বিধোজিতোহজিতোহখিলসুরাসুরাদিভিরপি মহাবাত্যাঈদ্যতঃ । তদনু চ বৎসবৎ সবকস্তাষব্যালস্তাষব্যালস্তাপি ব্যরচি মারণং রণং বিনৈব নৈব কুত্রাপি পরিশ্রমঃ ॥

১৯৪ । অস্মাকং স্মাকম্পিত এবাত্ত তথৈবাস্তাপ্যস্মাসু নিরন্তরায়ো নিরন্তরায়ো রতিরাসোহহরহরতি তরামৌৎপত্তিক এব সম্পনীপত্মানো বিত্মানো বিশিষ্যানিক্কচ্যমানো রুচ্যমানোহনুভূত এব ভবন্তিরপি, তৎ কিমত্র তত্ত্বং তত্ত্বং কথয়িতুমর্হসি ॥

১৯৫ । তদা তদাকর্ণ্য ব্রজপুরপুরন্দরোহরোদিতহসিতিসিতিসিতিন্নাতিস্নাতমধুরিমগরিমগদশনবসনং কিঞ্চি-
ছুবাচ,—“ভো ভো বল্লবতল্লজা অবধীয়তাম্, নিরবধীয়তাং নিরবত্থানাং মে বচসাং তত্ত্বম্, যদেনং নাম নামকরণ-
সময়ে স্কুমারং কুমারং সমুদ্दिष्टं স মুদ্दिष्टমানমানসো নিরবত্থসাবজ্জাদিগুণবর্গো গর্গো গতমোহং তমোহস্তা
বিশকটন্ত বৃহতঃ শকটন্ত শকলীকারঃ ষণ্ডনং রোপিতো জনিতঃ কৃত ইতি বাবৎ, ‘রুহ জন্মনি প্রাহুর্ভাবে, ইতি ধাতোঃ ।
তদনু মহাবাত্যাঈদ্যতঃ প্রাণৈর্বিয়োজিতঃ, ধৃত্যবরোধকো ধৈর্যনাশকো বিলোকোহবলোকনমপি যন্ত সঃ । বৎসবৎস-
সুরস্তোষব্যালস্যপি । কীদৃশস্য ? অধমপরাধং বিশেষণে আ সম্যক্ লাতি গুহ্যতীতি ভস্য ॥

১৯৬ । নিরন্তরমেবায়ো বুদ্ধির্দ্যস্য স রতিরাসঃ প্রেমোল্লাসোহনিক্কচ্যমানোহশক্যানিক্কজিকো কুচিতিঃ প্রভাভি-
রমানো নিক্কপমঃ । কিমত্র তত্ত্বমিত্যস্য মানুষ্যে তত্ত্বং কর্ম দুর্ঘটম্, ঈশ্বর্যে এতৎকর্কটকমস্মাসু প্রীতিগৌরবভাবাদিতি
সন্দেহঃ ॥

১৯৭ । অহো মৎপুত্র এবাসাবমীভিত্ত্বমশ্রবন্তিঃ পরমেশ্বরয়েন কল্পত ইত্যদরোদিতা হসিতিঃ । নিরবধি

ললিত ঐর পদতলের দ্বারা ভেঙ্গে ফেলে দিল বৃহৎ শকট ! অতঃপর যমুনার শৈবালবলয়ের মতো স্নিগ্ধশ্যাম
বেগবান্ ভূজবলয়ের দ্বারা উৎকণ্ঠার সহিত-দর্শনেও ধৈর্যনাশক ও সুরাসুরের অজিত মহাবাত্যাঈদ্যতাকে গলে
চেপে ধরে প্রাণ বের করে ছেঁরে দিল । অতঃপর বৎসাকার বৎসাসুরের সহিত বর্কাসুর এবং বিশেষভাবে সম্যক্
অপরাধী অসুরের মারণ রচনা করল বিনা যুদ্ধেই । এতে কোথাও কিছু পরিশ্রম হয় নি ।

১৯৮ । এই আপনার বালকে আমাদের তথা আমদিগেতে ঐর নিত্যকাল সদাবুদ্ধিশীল এমন
এক প্রেমোল্লাস অহরহ অতি স্বাভাবিক ভাবে পুনঃ পুনঃ সুগুপ্তিত রূপে বিত্মান রয়েছে—যা বিশেষভাবে
বলা যায় না, যা কাস্তিতে নিক্কপম । এ-তো আপনিও অনুভব করে থাকেন । তাই বলছি এখানে প্রকৃত
ব্যাপার কি তা আপনিই বলতে সমর্থ । (মানুষ হলে এ দুর্ঘট, আর ঈশ্বর হলে আমাদের প্রতি এর এত প্রীতি
গৌরব কি করে হতে পারে ? তাই সংশয় ।)

ব্রজজনের সংশয় মোচন :

১৯৯ । এ-কথা শুনে ব্রজপুরপুরন্দর হো হো করে হেসে উঠলেন । সেই হাসির শুভ্রতার সান্নিধ্যে
মাধুর্য-গৌরবোজ্জ্বল ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট তিনি তখন একপ বললেন—“ভো ভো গোপশ্চেষ্টগণ মন দিয়ে শুনুন,
আমার নিরবত্থ বাক্যের তত্ত্ব বিশ্বাস সহকারে হৃদয়ে ধারণ করুন, যা নামকরণ সময়ে আমার এ স্কুমার
কুমারকে লক্ষ্য করে হায় হায় আনন্দে বশীক্ৰিয়মান্ মনা-নিরবত্থ-সাবজ্জাদি গুণগণে ভূষিত-সংশয়হেতা গর্গমুনি

হস্তাহ,—‘অস্ত তব কুমারস্ত মা রস্তায়াঃ পারমাস্তে, পারমহংস্তাং পারমহং স্তাং গতৌ বিভায়ামিত্যভিমান-
বানপি ন রহস্যমস্ত মন্তুমর্হতি । অস্ত হুবিকৃতা কৃতাদিষু চতুষুগেষু চতুষুগেষু বর্ণভিদ্ভা কৃতেহবলক্ষ্যে বলক্ষ্যে
বর্ণস্ত্রেতায়াং জিতারুণোহরুণো দ্বাপরে শ্রামশ্রামঃ, কলৌ কৃষ্ণঃ, কৃষ্ণঃ খিদিদানীময়ম্ । কদাচিদেষ চিদেষ এব
বস্তুদেবাদেবাসীজেনায়মভিধানু স্তুস্তবানু বাস্তুদেবাভিধোহপি । এতেনাপি ত্বমস্ত মহিমনি মনো নারা নারায়ণসম
এবায়ম্ । এতন্মিন্ যে পুনরতিরতিমন্তো মন্তোরণুমাত্রমপি ন তেভাম্, তেভামঙ্গ মঙ্গলমেব পরিতোহপরিতোষো
ন কুত্রাপি প্রেমাম্পাদময়ং সকলনরনারীণাং নারীণাং চ পরাক্রমক্রমণিকাত্র’ ইতি ॥

১৯৬ । তৎ কৃতমত্র শঙ্কয়া, শং কয়ামৌহয়া নেহতেহস্মাকম্, তত্চিৎ চিতং বঃ প্রেমাত্র, মাত্র
বন্ধুতা ধুতা করণীয়া, বয়মপি পুত্রভাবমেব কুবৌমহি । মহিমশ্রবণেনাপি স্বভাবো হি ভাবো নাহায্যাতামালম্ব-
ঈয়তাং প্রতীয়তাম্ । স গর্গো মুদা দিশমানং বশীক্রিয়মাণং মানসং যস্য সঃ । তমৌহস্তা সংশয়ছেতা । রসাতায়াঃ সৌভা-
গ্যস্য পারং মা আস্তে । ‘পারমহংস্তাং বিভায়াং পারং গতৌহং স্যাম্’ ইত্যভিমানবানপি । অস্যাবিকৃতা নির্বিকারিব
বর্ণভিদ্ভা চতুষু চতুঃসংখ্যাবতী, এষু কৃতাদিষু । বলক্ষ্যঃ গুরুো বর্ণঃ, অবলক্ষ্যো ন বলস্য ক্ষা ক্ষয়ো যস্যং সঃ । শ্রামো
মেঘ ইব শ্রামঃ, “শ্রামঃ শ্রামেচকে ব্রহ্মদারকে হরিতে ঘনে” ইতি বিশ্বঃ । কলৌ কলিযুগে কৃষ্ণ ইতি বৈবস্বতমঘস্তরগতাষ্টা-
বিংশচতুষুগীরকলৌ তু পীত এবতি । ‘মূর্ত্তিব কলৌ কলৌ পীতঃ’ ইতি পঞ্চত্বকোজ্যো (২৪শ-অনু০) ন বিরূপাতে ।
ইদানীং দ্বাপরাবসানে ঋষয়ঃ কৃষ্ণঃ । চিং চিন্নয় এব এষ ইচ্ছা যস্য তথাভূতঃ সন্নেবেতি তাদৃশেচ্ছাবশাদেব’ন তু কর্মবশা-
দিত্যর্থঃ । অহো কশ্চিদসৌ মহাসিক্তো বা মদগৃহেহবতীর্ণ ইতি বিতর্কয়ন্ত মাং পুনরপ্যবধাপন্নম্—এতেনেতি । ত্বমস্য
মহিমনি মাহাত্ম্যে মনো ন অরাঃ, ন দত্তবানসি, অবধেহি নারায়ণসম এবয়মিতি’ তেন দেবেজাদিনির্জয়োহপ্যস্য সম্ভব-
ত্যেবেতি ভাবঃ । ন চাত্র মহিমদৃষ্টো বন্ধুভাব প্রথনেন সঙ্গমঃ কার্য ইত্যপ্যাহ—এতন্নিম্নিতি । মন্তোরপরাদশা নারীণাং
ন শক্রণাম্ ॥

১৯৬ । তত্সাদাত্র শঙ্কয়া কৃতম্, নারায়ণোহয়মিতি ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ । কয়া ? ঈহয়া চেষ্টয়া, অয়মস্মাকং শং

গতমৌহ হয়ে বলেছিলেন যথা—‘আপনার এ-কুমারের সৌভাগ্যের পার নেই । আমি বিভাতে পারমহংস
অবস্থার সীমায় পৌছে গিয়েছি—এরূপ অভিমানী জনেরাও এঁর রহস্য জানবার যোগ্য হতে পারে না । সত্যাদি
চতুষুগে এ-বালকের যে চার প্রকার বর্ণভেদ তা নির্বিকার বলেই জানতে হবে—নতাবুগে এমন গুরুবর্ণ যার
থেকে বলক্ষয় হয় না, ত্রেতাযুগে অরুণবর্ণ বিজয়ী অরুণবর্ণ, সাধারণ দ্বাপরে মেঘশ্রাম এবং সাধারণ কলিতে
কৃষ্ণবর্ণ, আর ইদানীং অর্ধাং বৈবস্বত মঘস্তরগত অষ্টাবিংশ চতুষুগীয় বিশেষ দ্বাপর অবসানে বর্ণে কৃষ্ণ নামেও
কৃষ্ণ এবং তৎপরবর্তী কলিতে পীতবর্ণ । এঁ চিন্নয় ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, তাই তাদৃশ ইচ্ছাতেই (কর্মবশে নয়)
বস্তুদেব হতে অনতীর্ণ হয়ে থাকেন, আর এই কারণে এঁকে স্তুস্তবা বাস্তুদেব নামেও ডাকা হয় । এভাবেও
আপনারা এঁর মাহাত্ম্যে মন দিচ্ছেন না । মন দিয়ে শুনুন—এ নারায়ণ সমই । আবার এঁতে যাঁরা অতি রতি-
মন্তু তাদের অনুমাত্র অপরাধ থাকে না, তাঁদের সর্বত্রই মঙ্গল, অসন্তোষ কোথাও নেই । এঁ সকল নরনারীর
অতিপ্রেমাম্পদ এবং এঁর ভয়ে শক্রদের পরাক্রমের সহিত পাদচারণ এখানে হয় না ।’

১৯৬ । তাই বলছি, হে গোপশ্রেষ্ঠগণ ! এ ব্যাপারে শঙ্কা করবার কোনও প্রয়োজন নেই । কোন

তেহলম্বতেহ বো মান্ততয়া, মান্ততয়া চাত্মা খেদয়িতব্যো, দয়িতব্যোহয়ং মে কুমারঃ” ইতি নিগদিতে সর্ব এব
যথামনীষমনীষদেব নিবৃত্তা ব্রতাস্ত বন্ধুজ্ঞৈর্ধৰ্মাপূৰ্বমতয়ো যথাস্থানমবতস্থিরে ॥

১৯৭। স্থিরে সতি সকলজনমনসি নিজলোকতোহজলোকতোষিতাং তদনুমোদিতাং মোদিতাং চ
অদন্তানরক্ষণক্ষণতঃ সকলসৌভাগ্যপরিমলস্বরভিঃ সুরভিঃ সমুপব্রজন্তীমুপব্রজং তীব্রতাপত্রপাপত্রপালিচ্ছম-
সয়নসহস্রসহস্রবজ্রোষরজা নির্বেদসম্পদেব পুরুহুতঃ পুরু হুতঃ পথি সঙ্গম্য স্বাপরাধং ক্ষমাপয়িতুমাণয়িতুমপি
অবিনয়ং নয়ং চ তৎসৌভাগ্যলক্ষ্য। সমাকৃষ্টমিব নগোপরি পরিতোষণে বিহরন্ত্য হরন্ত্য চ তন্তু বাত-রুষ্টিজগুরুম-
মিব কষ্টৈচিৎ কার্যাস্তরায়ান্তরায়াপর-ক্ষণ-সঙ্গস্থৈরনুচরৈ রহিততয়াততয়া চ কুপরাহিতীয়ং কৃষ্ণং রহসি
সমুপসাদ ॥

মঙ্গলং নেহতে, অপি তু সর্বদৈব। ভাবঃ স্বপুত্রভ্রমর আহার্যতাং নালম্বতে আশ্রয়তি, যতঃ স্বভাবঃ স্বপ্রভারক্ষী, অতএব ইহ
শ্রীকৃষ্ণে বো যুগ্মকং মান্ততয়াদরগীয়তয়ালং যুগ্মকমেতদগুরুত্বাদিতি ভাবঃ। বতেতি খেদে, অমুকম্পায়াং বা। কৃষ্ণসম্বন্ধা-
দন্তয়া চাত্মা মা খেদয়িতব্যঃ, অয়মীষরো নু স্যাদবয়ং তর্হস্ত্য এব গোপাঃ কথমেতংসম্বন্ধবস্তো ভবিতুমর্হাম ইতি ভাবনা-
কষ্টং ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ, কিন্তু দয়িতব্যোহনুকম্প্যোহয়মনীষদেবানল্পমেব নিবৃত্তা আনন্দিতাঃ ॥

১৯৭। ততশ্চ পুরুহুত ইজ উপব্রজং নিজলোকতঃ সমুপব্রজন্তীং সুরভিঃ পথি সঙ্গম্য স্বাপরাধং ক্ষমাপয়িতুং
নগোপরি বিহরন্ত্য শ্রীকৃষ্ণং রহসি সমুপসাদেত্যর্থঃ। সুরভিঃ কণ্ঠভূতাম্? অজলোকৈকরজেন ব্রহ্মণা তল্লোকৈশ্চ তোষি-
তাম্। সকলসৌভাগ্যমেব পরিমলন্তেন সুরভিঃ সুগন্ধিতামিবেত্যর্থঃ। স চ কীদৃশঃ? তীব্রতয়া বাহুপত্রপালজা তল্যাঃ
পত্রপালিভির্দলশ্রেণীভিঃ চহং যয়নসহস্রং তেন সহ স্রবন্তি গলন্তি রোষরজাংসি ক্রোধগর্বাদীনি বসন্ত্য সং। নির্বেদস্য
স্বাবমাননস্য সম্পদা কত্র্যা পুরু অধিকং যথা স্যাত্তথা হতঃ স্ববরণাথমিব কৃতান্তান ইত্যর্থঃ। আপয়িতুং প্রাপয়িতুং আপ-

কর্মে-না এঁ আমাদের মঙ্গলবিধানের ইচ্ছা করছে? সর্বভগবৈ করছে। তাই এঁর উপর আপনাদের প্রেম যে
সঞ্চিত হয়ে উঠেছে তা সমুচিতই বটে। এতে যে বন্ধুতা আছে তা ঐশ্বর্যভাবে শিথিল করে দিবেন না।
আমরাও এতে পুত্রভাবই পোষণ করতে থাকব। ঐশ্বর্য প্রাপ্তিও ভাব কৃত্রিম-ভাবে আশ্রয় করে না, কারণ
ভাব নিজেই নিজের গুঞ্জল্য রক্ষা করে চলে। অতএব হায় হায় কৃষ্ণে আপনাদের মান্যতাজ্ঞাত আদরের কি
প্রয়োজন। আগন্তুক ভাবের দ্বারা নিজের আত্মাকে খেদায়িত করবেন না। আমার এ কুমার আপনাদের অমু-
কম্পার পাত্র।”

নন্দমহারাজ এরূপ বললে—যথাপূর্বমতি ব্রজবাসিগণ পূর্বের মতো নিজ নিজ ভাবে স্থিত হয়ে
প্রচুর আনন্দিত মনে বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন।

সুরভির সুপারিশের পর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন ও স্তব :

১৯৭। অতঃপর সকল ব্রজবাসিজনেন মন নিজ নিজ ভাবে স্থিত হয়ে গেল—তীব্রতর লজ্জার
পত্রশ্রেণী দ্বারা ঘাঁর নয়নসহস্র ও তৎসহ বিগলিত ক্রোধগর্বাদি আচ্ছন্নের মতো হয়ে আছে, যিনি নিজ
অবমাননা-সম্পদ কর্তৃক সাড়ম্বরে যেন বরণার্থে আহুত, সেই ইন্দ্র নিজ লোক থেকে আসতে আসতে পথে
বুদ্ধা ও তাঁর লোকজনের দ্বারা ঘোষিতা ও সকল সৌভাগ্যপরিমলে সুগন্ধিতা কামধেনুর সহিত মিলিত হয়ে

১৯৮। সাদরমথ সা গবাং জননী গবাং দেবীব দেবী বক্তৃমুপচক্রমে ক্রমেণ,—“ভো দেব ! ব্রজ-রাজরাজধানীমৃগমদবিশেষক ! বিশেষকথামবধেহি । বধে হি গবাং গোতুহাং চ কতোত্তমস্তাতিশতমন্তোঃ শতমন্তোঃ প্রবলতরতরসং কষ্টমতিবৃষ্টিমতিবাহু মতিবাহুতায়্য অপ্যবিষয়মতিমহিমানং মহিমানং প্রকটয়ন্ যদখিলসৌভগ-বান্ ভগবান্ তত্ত্রভবান্ ভবান্ গোকদম্বরক্ষীং, তেন স্বয়ং স্বয়ং-যোনিনা পরমমুদিতায়াং মুদি মুদিতমনসাহ-মুক্তা মুক্তাতিথৈর্যোণ—‘যাহি সুরভে দেবি ! সুরভেনে বিগতস্পৃহং দৈবোপনতেন শতমন্ত্যমন্ত্যানা বিপত্তমানানাং মহাকবিপত্তমানানাং মহাকরণং গবাং রক্ষণক্ষণপয়ং সানন্দা নন্দাশ্রজং স্বমধুনা গবামিল্লভেনাভিষেক্তুমর্হসি, এষ চাহং স হংসমারুহ ব্রহ্মর্ষি-সুরর্ষি-সুরকিন্নর-চারণ-সিন্ধ-সিন্ধসাহিত্যাস্তমহমহতমহানন্দমালোকয়িতুমনুসরামি’ ইতি । অয়ং চ মুক্তরাগোরাগোপহতো মন্দাক্ষমন্দাক্ষ এব নিজাভব্যতাভব্যতাপঃ স্বমবমন্তমনা মন্তমনাকলিতমপ-য়িতুমিত্যর্থঃ । নগস্য গোবর্দ্ধনস্যোপরি । তস্য নগস্য সৌভাগ্যসম্পত্তা সমাকৃষ্টমিবেতি বিহরণে হেতুরং প্রেক্ষিতঃ । হরস্ত-ক্ষেতি তত্র প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতম্ ! কষ্টৈচিদ্ভ্রাদিপ্রসাদনরূপায় । অনুচরৈ রহিততরয়েতি তত্র তৈঃ সাহিত্যে রসভঙ্গা-পত্তেঃ । অতএবাস্তুরায়েণ বিঘ্নেনাপন্নং বিপন্নং ক্ষণং ব্যাপ্য সঙ্গসুখং যেষং তৈঃ ॥

১৯৮। গবাং বাচাং দেবীব । দেবী সুরভিঃ । বিশেষক তিলকরূপ । কষ্টমতিবৃষ্টিমতিবাহু পরাভূত ভবান্ যদগো-কদম্বরক্ষীং, তেন স্বয়ংযোনিনা ব্রহ্মা মুদিতমনসা অহমুক্তোদয়ঃ । প্রবলতরং তরো বেগো বস্যাস্তামতিবৃষ্টিম্ । মতি ভিবৃদ্ধিভিবাহুতায়্য বোচ্চং শক্যতায়্য অপ্যবিষয়ম্, অতিশয়ো মহিমা বৃহৎ বস্যা তং মহিমানং প্রকটয়ন্ লোকে প্রদর্শয়ন্ মুদি আনন্দে পরমং যথা স্যাদেবম্, উদিতায়াং সর্বত্রোদিতবত্যাং সত্যাম্ । সুরাণাং ভেদে বিগতা স্পৃহা যেন তদ্ব্যথা স্যাত্তথা যাহি, মহাকবীনাং পট্টমর্মানঃ স্তবো বাসাং তাসাম্ । এষ চ স তদ্ভূতাত্মেন প্রসিক্তো বালবৎসহরণাগসি দৃষ্টচর-

নিজ অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য ও নিজ বিনয় সৌজন্য জানাবার জন্য অপার কৃপায় অদ্বিতীয় জীকৃষ্ণের সহিত একান্তে গিয়ে মিলিত হলেন—যখন তিনি (কৃষ্ণ) গিরিরাজের সৌভাগ্যসম্পদের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে অতি হর্ষে অনুচরগণের সঙ্গ বিহীন হয়ে তছুপরি বিহার করছিলেন ঝড়বৃষ্টিজনিত নিজ ক্লান্তি দূর করার জন্য এবং ইন্দ্রাদি-প্রসাদনরূপ কোনও কার্যাস্তরের জন্য । এইসব কার্যাস্তররূপ বিষের দরুন অনুচরদের কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ ক্ষণকাল বিপন্ন হল ।

১৯৮। অতঃপর সেই গোমাতা সুরভি বাগ্ দেবীর মতো আদরপূর্বক ক্রমপরিপাটিতে বলতে আরম্ভ করলেন—‘ভো দেব ! হে ব্রজরাজ-রাজধানীর মৃগমদতিলক ! বিশেষ একটি কথা মন দিয়ে শুনুন—গো-গোপ-দের বধার্থে যত্নপরায়ণ শত শত ক্রোধপরায়ণ ইন্দ্র অতিপ্রবল বেগবান্-কষ্টজনক অতিবৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করলে বুদ্ধির বহন সামর্থ্যেরও অতীত অতিবিস্তৃত বিরাট ঐশ্বর্য জগতে প্রদর্শন করিয়ে অখিল সৌভাগ্য-বান্ পরমপূজনীয় আপনি এই যে গোকুল রক্ষা করলেন এতে চতুর্দিক পরম্মানন্দে ভরে গেলে স্বয়ং ব্রহ্মা প্রসন্ন মনে অতি অর্ধৈষ্য হয়ে আমাকে বললেন—‘হে সুরভিদেবী ! দৈববশে উপস্থিত ইন্দ্রের ক্রোধে বিপদ-গ্রস্ত-মহাকবিস্তৃত গোপগণের রক্ষণোৎসবপর-পরমকরণ-দেবজ্ঞোহে বিগতস্পৃহ নন্দনন্দনকে আপনি আনন্দিত মনে গোকুলের ইন্দ্ররূপে অভিষেক করতে প্রস্তুত হয়ে যান । আমি সেই গোবৎস ও কৃষ্ণসখা অপহরণকারী প্রসিন্ধ ব্রহ্মা, ব্রহ্মর্ষি-সুরর্ষি-সুরকিন্নর-চারণ-সিন্ধ-সিন্ধগণের সহিত মিলিত হয়ে হংসপৃষ্ঠে আরোহন করত

মার্জয়িতুমাগতোহপি পুরো ভবিতুং পুরন্দরো দরোপহত আস্তে, তদনুমত্তাতামত্তাতামাগত ইবাং স্বয়মেব ভবচ্চরণাভ্যাসমভ্যাসন্নঃ স্বগতং নিবেদয়তু ॥”

১৯৯। ইতি তয়োক্তে ভীতভীত ইব নয়নসহস্রসহস্রবদন্তা দন্তাদবতীর্থ্য মুকুটতট্ষটমানমহামণীন্দ্র-মহসা সহসা কালয়স্নিৎ চরণমূলমবললস্বেহলস্বেগুস্তম্ব ইব, চিরাভুখায় সাদরদরমঞ্জলিং নিবধ্য সাপরাধতয়াধোমুখঃ পদনখরাখরামলমরীচিবীচিবীক্ষণক্ষণঃ কিঞ্চিদন্তোদন্তোজা বিড়োজা নিবিড়োহজানিয়তদন্তেনাপি নাপিহিতবিনয়ঃ ॥

২০০। হুমসি সকললোকনাথনাথো, ব্রজপুরনাথ-স্বতঃ স্বতঃ স্বতন্ত্রঃ ।

মহমহিতমহামহত্তত্ত্ব-স্তব মহিমা নহি মাদৃশৈবিগাহ্যঃ ॥

২০১। নিজমদমদিরামদা মদাঙ্কাঃ, কথমথ তে মহিমানামানন্ত ।

প্রকৃতিকৃতবিকারদৃষ্টিদোষা, দ্যামণিরূচো ন বিলকয়ন্তি ঘৃণাঃ ॥

তদ্বৈভব ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মাণ্যাদিভিঃ সিদ্ধং সাহিত্যং মেলনং যস্য তথাভূতঃ সন্নেবেতি বিলম্বো দ্যোতিতঃ । আগোইপরাধশ্চ রাগস্তদ্রূপঃ ক্রোধশ্চ তাভ্যামুপহতঃ স্বং মুহুরবমন্তুনা ইতি সম্বন্ধঃ । মন্তুপরাধমনাকলিতমননুভূতপূর্বং দরোপহতো ভয়-ব্যাকুলঃ । অন্ততামাগত ইব, অতো জনো যথা স্বয়মেব নিবেদয়তি, তথায়মপীত্যর্থঃ ॥

১৯৯। নয়নসহস্রাং সর্হেব শ্রবন্ত্যন্ত্যাসি যন্ত সঃ, দন্তাদবতীর্থ্য বিযুক্তীভূয়, দন্তং পরিত্যজ্যোত্যর্থঃ । সাদরদরং সাদরং সভয়ঞ্চ পদনখরাণামখরাঃ স্নিগ্ধা অমলা যা মরীচয়ন্তবীচীনাং বীক্ষণে ক্ষণ উৎসবো যন্ত সঃ, অন্তোজা গত-তেজস্কঃ, অজা মায়া, তয়া নিয়ত এব যো দন্তন্তেন নিবিড়োহপি তদানীং নাপিহিতো নাচ্ছন্নো বিনয়ো যন্ত সঃ, অন্তদা তু পরিজাত-হরণাদৌ হ্রবিনয়ব্যক্তেরিতি ভাবঃ ॥

২০০। মহেনোৎসবেনাপি মহিতং পূজিতম্, ন তু স্বেনোপমাতুং শক্যং মহামহৎ যন্ত তদেব তৎ যন্ত সঃ ॥

পূর্বমহানন্দ দেখবার জন্য আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই এলাম বলে ।’ হে কৃষ্ণচন্দ্র শুনুন, এই যে যাঁকে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দেখছেন, এঁ অপরাধ ও তজ্জনিত ক্রোধ—এ দুয়ের দ্বারা মুহূর্মুহু অভিভূত, লজ্জায় আকুঞ্চিত নয়ন, নিজের অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত এবং নিজেকে তিরস্কারকারী মনা ইন্দ্র,—পূর্বে যা বুঝতে পারেনি সেই অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য এসেও সামনে এগিয়ে আসতে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ছে । অতএব অনুমতি করুন অন্তের মতো এও নিজে আপনার ক্রীচরণের নিকট এগিয়ে এসে নিজেই নিজের কথা নিবেদন করুক ।’

১৯৯। সুরভি একরূপ বললে সহস্র নয়ন থেকে একসঙ্গে অশ্রুমোচন করতে করতে সেই ইন্দ্র অহঙ্কার-পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁর মুকুটতটে খচিত মহামণীন্দ্রের তেজে যেন কৃষ্ণের চরণতল ধুইয়ে দিতে দিতে বংশদণ্ডবৎ পড়ে গিয়ে ঐ চরণ আশ্রয় করলেন । বহুক্ষণ পর উঠে ইন্দ্র সাদরে-সভয়ে অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে সাপরাধ হেতু অধোমুখ, কৃষ্ণপদনখচন্দ্রের স্নিগ্ধ অমল জ্যোৎস্নাতরঙ্গ ঈক্ষণোৎসবযুক্ত, গততেজ, মায়াজনিত নিয়ত দন্তে নিবিড় হয়েও তদানীং অনাচ্ছন্ন ও বিনয়াবনত হয়ে কিঞ্চিং স্তব করতে লাগলেন—

২০০। ‘আপনি সকল লোকনাথেরও নাথ, ব্রজপুরনাথের নন্দন, স্বতঃ স্বতন্ত্র, উৎসবেও পূজিত, মহামহত্ত্বযুক্ত তত্ত্ব, আপনার মহিমা মাদৃশ জনের হ্রবিগাহ্য ।

২০১। যারা নিজেদের অহঙ্কার মদিরা পানানন্দে মদাঙ্ক, তারা কি করে আপনার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে

- ২০২। অথ মদমদিরাবিনষ্টদৃষ্টে-রয়মুচিতো মথখণ্ডচণ্ডদণ্ডঃ ।
পুরুকরণ স্তদণ্ড এব পথো, হতজমুবাং জমুবাঙ্কমণ্ডলানাম্ ॥
- ২০৩। উপকৃতমিদমেব মে ত্বয়া যৎ, পুরুকরণাবরণালয়েন দেব ।
অপকৃতমিতি তন্ময়া বিবুদ্ধং, প্রকৃতিখলাঃ কিল বিপ্রতীক-বোধাঃ ॥
- ২০৪। অপি গতরজসং রজো ধুনীতে, বিষয়বিষামিষলালসান্ কিমস্মান্ ।
কথয়িতুমথবা মদঃ কথং শ্রাৎ, প্রভবতি চেৎ তব ত্বনমা ন মায়া ॥
- ২০৫। জয় জয়দ জগত্রৈকসার, ব্রজপুরমঙ্গল মঙ্গলাবতার ।
নিরুপমগুণনামধাম দামো-, দর বসুদাম-সুদাম-দামবন্ধো ॥
- ২০৬। হুরবগম নমো নমো ন মোহং, পুনরুপপাদয় দেব নো দয়স্ব ।
সুষ্টবিস্টনায় দুর্ঘটস্মান্,পি চ ঘটনায় ভবন্তি তে কটাক্ষাঃ ॥

২০১। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ; ঘৃণাঃ পেচকাঃ ॥

২০২। স্তদণ্ড এব; পক্ষে, ঋজু লকুটম্ ॥

২০৩। বিবুদ্ধং বিরুদ্ধতয়া বুদ্ধম্ ॥

২০৪। গতরজসং বীতরাগং মুনিমপীত্যর্থঃ। 'অস্মান্ কথয়িতুং কিমস্মান্ ধুনীতে' ইতি বক্তং কিমশক্যমি-
ত্যর্থঃ, অস্মাকং কা কথেনি যাবৎ। ত্বনমা ত্বদমা ॥

২০৫। নিরুপমানাং গুণানাং নাম্নাং ধাম হে আশ্রয়ভূত ॥

২০৬। হুরবগম! হে দুর্জয়! পুনর্মোহং ন প্রাপয় ॥

অনুকূল মনোভাব পোষণ করতে পারবে? নিজের স্বভাবকৃত বিকারে দৃষ্টিদোষযুক্ত পেচক কি সূর্যপ্রভা দেখতে পারে?

২০২। ভাই বলছি, হে মহাদয়াল! অহঙ্কার মদিরায় বিনষ্টদৃষ্টি আমাদের এ-যজ্ঞভঙ্গচণ্ডদণ্ড উচিতই হয়েছে। কুৎসিৎ জন্মধারী জন্মবাঙ্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে লাঠিই সোজা পথ্য।

২০৩। হে দেব! অহৈতুক করুণার মহাসাগর আপনি, এই যে আমার অপকার করলেন এ বাস্তবিকপক্ষে আমার উপকারই হয়েছে। আমি কিন্তু উল্ট ই বুঝেছি। স্বভাবতই যারা খল তাদের বুদ্ধিও উল্টাই হয়ে থাকে।

২০৪। বীতরাগ মুনিগণকেও রজোগুণ কম্পিত করে দেয়। বিষয়বিষরূপ মাংসলোলুপ আমাদের কথা আর কি বলবার আছে? আপনার ত্বদমনীয় মায়াই যদি প্রভাব বিস্তার না করে তবে আর অহঙ্কার নামক বস্তুটি থাকে কোথায়?

২০৫। জয় জয় দাতা হে জগত্রৈকসার! হে ব্রজপুরমঙ্গল! হে মঙ্গলাবতার! হে নিরুপম! গুণ-
নামের আশ্রয়স্বরূপ হে দামোদর! হে বসুদাম-সুদাম-দামের বন্ধো! আপনাকে প্রণাম প্রণাম।

২০৬। হে দুর্জয় পুনরায় মোহপ্রাপ্ত করাবেন না। হে দেব! আমাদের দয়া করুন। আপনার

২০৭। অভব বহুভবোহংশতঃ পুরা ত্বং, বিবুধমুদে কুত্ৰ কাদভূরুপেন্দ্রঃ ।

স্বয়ময়মনোক্ষিতঃ সুরভ্যা, ভব সকলেন্দ্রশিখেন্দ্রনৌলনালঃ ॥

২০৮। গোবিন্দেত্যভিরামনাম যদি প্রাগেব সিদ্ধং সদা

গোলাভাদন্থ গোবচারণকতয়া শব্দদগবাং সন্তয়া ।

গোপেন্দ্রাঅজ্ঞ ভোক্তৃথাপি ভগবন্ন্যভিষেকোৎসবে

শ্রীগোবর্ধনভূত্বরেন্দ্রধর হে গোবিন্দনামা ভব ॥

২০৯। ইতি বাস্তবস্তবনেন স্বমানমুচি নমুচিসূদনে সতি পূরকৃতকমলাসনা সনাতন-সনক-সনন্দন-
লনংকুমারকুমার-সহিতসোমসোমশেখরা দিগধীশপরম্পরা-পর্যাপিতা নারদ-ভৃগু-প্রভৃতিকোত্তমমহর্ষিমহর্ষিমণ্ডল-
মণ্ডিতারুদ্ধতীপ্রভৃতি-মুনিভাষ্যা ভাষ্যা রূপ-গুণ-লাবণ্যসমানমাননারা নারায়ণোরুজাপ্রঃপ্রধানাপ্রঃ-প্রধা
নানাবিধা সভা সুরাণাং ভাসুরাণাং তদভিষেক-মহামহাধিকদিদৃক্ষয়াইক্ষয়ানন্দেন নভো মণ্ডয়ামাস ॥

২০৭। অভব হে অজ ! তদপি ত্বং বহুভবো বহুবতারণঃ, পুরা অংশতোহংশেন বিবুধানাং মুদে কুত্ৰ কাদেব
সমুপসর্জনীকৃত্যোপেন্দ্র ইজ্ঞকনিষ্ঠোহৃৎ, সুরভ্যোক্ষিতোহভিষিক্তঃ সন্ ॥

২০৮। গোলাভাদিত্যাदिना 'विद् लाते' 'विद् विचारणे', 'विद् सत्तायाम्' इत्येतैः साधितं गोविन्देति ॥

২০৯। নমুচিসূদনে ইজ্ঞে স্বমানমুচি স্বর্গং ত্যক্তবতি সতি তস্মৈ কৃষ্ণভ্যভিষেকমহামহত্যাধিকদিদৃক্ষয়া সুরাণাং
নানাবিধা সভা নভ আকাশং মণ্ডয়ামাসেত্যঘরঃ । সনাতনাদিভিঃ সহিতঃ সোম উমাসহিতঃ সোমশেখরো মহাদেবো
যত্নাং সা । কুমারঃ কার্তিকেয়ো নারদভৃগুপ্রভৃতিকৃষ্ণ তত্ত্বমমুৎকৃষ্টশোভকং তৎ হর্ষি হর্ষযুক্তং স্বমহর্ষিমণ্ডলং তেন মণ্ডিতা ।
মুনিভাষ্যাং ভাষ্যে কাক্তিভিরাধা রূপগুণাদিভিঃ সমানামরূপাং ষাননামাদরং রাস্তি প্রাপ্নুবন্তীতি সোমপাশবৎ,
তাশ্চ নারায়ণোরুজা উর্ধ্বশী অপরঃপ্রধানং ষাসাং তা অপরঃসশ্চ তাসাং প্রধা প্রকৃষ্টধারণং যত্নাং সা ॥

লবমাত্র কটাক্ষ সূচটন-বিষটন ও দুর্ঘটেরও ঘটন করাতে পরে ।

২০৭। হে অজ ! আপনি অজ হয়েও বহু অবতারধারী । পুরাকালে আপনি দেবতাগণের সন্তোষের
জন্য কৌতুকবশতঃ উপেন্দ্র হয়েছিলেন । সেই প্রকার অধুনা এ-সুরভিদ্বারা স্বয়ং অভিষেক প্রাপ্ত হয়ে সকল
ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রের মুকুটের ইন্দ্রনৌলমণি লম নৌলমণি হয়ে যান ।

২০৮। হে শ্রীগোবর্ধনভূত্বরেন্দ্রধর ! যদিও পূর্ব থেকেই আপনার অভিরাগ 'গোবিন্দ' নাম সদা
প্রসিদ্ধই আছে—এই নামের সাধনের প্রক্রিয়া দ্বারা, যথা—(গো+বিদ্=বিদ্ লাতে, বিচারণে, সত্তায়াম্)
অর্থাৎ গো লাভ হেতু, গো চারণ হেতু এবং 'গো'র নিরন্তর নিকটে বিদ্যমানতা হেতু । তথাপি আপনি অজ্ঞ
হে ভগবন্ ! অভিষেকোৎসবে গোবিন্দ নামা হোন ।'

অভিষেক মহোৎসবঃ

২০৯। এইরূপে বাস্তব স্তবে ইজ্ঞে স্বর্গবর্মুক্ত হলে ব্রহ্মাকে সম্মুখে করে আগত সনাতন-সনক-সনন্দন
সনংকুমারের সহিত মিলিত উমামহাদেবের দ্বারা অলঙ্কৃতা, কার্তিকেয়-নারদ-ভৃগু প্রমুখে শোভিতা, উৎকৃষ্ট
শোভা ও হর্ষযুক্ত মহর্ষিমণ্ডলমণ্ডিতা, অরুদ্ধতী প্রভৃতি মুনি ভাষ্যাগণের কাক্তিতে উজ্জলীকৃতা, রূপ গুণ লাবণ্য

তস্মিন্বেব সময়ে—

- ২১০ । সিংহাসনং বিবিধরত্নশিলাবিলাসি, গোবর্দ্ধনঃ স্ববপুষোহবয়বেন চক্রে ।
পাশাযুধঃ স্বয়মুপেত্য মণীন্দ্রমুক্তা- , বিস্রাবি তত্র বিদধার সদাতপত্রম্ ॥
- ২১১ । সচ্চারুচামর-বিধূননধৃত হস্তাঃ, শ্রদ্ধাবশেন পরিতো মরুতোহপি তস্তুঃ ।
পূর্ণঃ শুধাংশুরপি মণ্ডলরূপয়ৈব, তত্রা বিবৃত্য মণিদর্পণতামিয়ায় ॥
- ২১২ । দেয়ীয়তে স্বয়মথ স্য বিধায় কায়-বাহুং মুহুন্তত ইতোহপ্যথ পাক্জজ্ঞাঃ ।
জ্যোতির্ময়ঃ পরিত এব রুচাং চয়েন, জাজ্বলাতে স্বয়মুপেত্য সুদর্শনঃ স্য ॥
- ২১৩ । পদ্মং বিভোরপি বিভূতমুপেত্য নানা, ছত্রাণি হংসবিশদানি সমন্ততোহভূৎ ।
কৌমোদকী তু মহলা মহিতাভিষেক-, যজ্ঞোৎসবস্ত মণিযুপ ইবাবতস্তে ॥
- ২১৪ । সপ্তার্ণবাশ্চ সরিতশ্চ নদাশ্চ পুণ্যাঃ, পুণ্যানি যানি সলিলাশয়মণ্ডলানি ।
স্বশাস্বপূর্ণমণিমঙ্গলকুন্তুহন্তে , স্তৈস্তৈস্তরভাবি পরিভাবিতদিব্যাদেহৈঃ ॥

২১০ । গোবর্ধনস্ত সর্বতঃ শ্রেষ্ঠ্যাং সিংহাসনস্তাপীন্দ্রে মুখালিঙ্গত্যাং প্রথমং তেনৈব তদুপহৃতমিত্যাহ—সিংহাসনমিতি । সৎ সুন্দরম্ ॥

২১১ । বিবৃত্য বিবৃতীভূয় ॥

২১২ । দেয়ীয়তে স্য, অতিশয়েন ধ্বনিতবান্; জাজ্বলাতে স্য দীপাদিরূপেণোৎসর্গঃ ॥

২১৩ । বিভোঃ পদ্মমপীতি সম্বন্ধঃ ॥

অনুরূপ আদর প্রাপ্তকারিণী উর্বশীপ্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা বিবিধরত্নশিলা খচিত সিংহাসন রচনা করে মহোৎসব দেখবার জন্য অক্ষয় আনন্দে আকাশ অলঙ্কৃত করলেন । ঠিক সেই সময়ে—

২১০ । গোবর্ধন নিজ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা বিবিধরত্নশিলা খচিত সিংহাসন রচনা করে দিলেন । বরুণদেব এসে মণীন্দ্রমুক্তা-বিস্রাবি রমণীয় ছত্র স্বয়ং ধারণ করলেন ।

২১১ । শ্রদ্ধাবশে সুন্দর চারু চামর ঢুলানোতে কম্পিত হস্তা মারুতও চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন । আরও, পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলরূপে তনু বিস্তার করে মণিদর্পণতা প্রাপ্ত হলেন ।

২১২ । অতঃপর পাক্জজ্ঞা চতুর্দিকে কায়বাহু বিস্তার করে মুহুর্মুহু নিজে নিজেই অতিশয়রূপে ধ্বনিত হতে লাগলেন । জ্যোতির্ময় সুদর্শন উপস্থিত হয়ে নিজ তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নিজে নিজেই চতুর্দিকে দীপাদিরূপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন ।

২১৩ । কৃষ্ণের পদ্ম বিভূতা ধারণ করে চতুর্দিকে হংসের মতো শুভ্রবর্ণ বিবিধ ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে গেলেন । আর তেজে সম্মানিত কৌমোদিক গদা অভিষেক-যজ্ঞোৎসবের মণিস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন ।

২১৪ । পুণ্য সপ্তসাগর-গঙ্গাদি নদী-ক্ষুদ্র নদী এবং যে সকল পুণ্য জলাশয়মণ্ডল আছে তারা সব জলপূর্ণ মনিময় মঙ্গল কলস হস্তে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন সর্বথা প্রকটিকৃত দিব্য দেহে ।

- ২১৫। ভূমি: স্বয়ং তনুমতী মণিপাত্রিকায়- , মাহুত্যা সপ্তমণিসম্পুটিকোদরস্থা: ।
 আচারতোহথ দধতী শুচি সপ্তমুংস্থা: , কুংস্নাভিলাষবরদস্ত পুরোহবতস্তে ॥
- ২১৬। মূর্ত্তা: সমেত্য ততয়শ্চ মহৌষধীনাং , সর্বৌষধীশ্চ পরিগৃহ্য মহৌষধীশ্চ ।
 অগ্রে সমাসত বনম্পতিয়শ্চ পুণ্যা , বৈদূর্য্যপাত্রগতপঞ্চকষায়হস্তা: ॥
- ২১৭। নানাফলোদকষটীঘটিতাগ্রহস্তা , নানাবিধানি চ ফলানি করে দধানা: ।
 অভাযযুস্তত ইতো বনদেবতাশ্চ , নানামণীশ্বরকরা গিরিদেবতাশ্চ ॥
- ২১৮। শঙ্খাদয়শ্চ নিধয়ো নব সিন্ধয়োহষ্টৌ , চিন্তামণীন্দ্রনিকরা অপি কামগব্য: ।
 কল্পক্রমা অপি গৃহীতমনোজ্ঞরূপা , দূরে কৃতাজ্জলিপুট: পুর এব তন্তু: ॥
- ২১৯। স্বর্ণাশ্বরাণ্যুশিনিয়ায় স্তুমেকলক্ষ্মী , হারাবলৌরুপজহার হিমালয়শ্রী: ।
 শ্রীর্গন্ধমদনভবা কনকারবিন্দা , শ্রাদায় মানসজলাং স্বয়মাজুগুপ্তা ॥

২১৪। পরিভাবিতস্তিরস্তুতো দিব্যোহপি দেহো যৈশ্চৈঃ; যদা, পরি সর্বতো ভাবেনৈব ভাবিত: কৃতো দিব্যো দেহো যৈশ্চৈরভাবি, তত্রাভূয়ত ॥

২১৫। শুচিসপ্তমুংস্থা: প্রশস্তমৃত্তিকাঃ; “বন্দীকাং পর্বতাগ্রাচ্চ সরস্বতীয়াচ্চ দাদগজাং । অগ্ন্যাগারাভু গৃহীয়াং” ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তাঃ; “আহুত্যা মণিপাত্রিকায়ং দধতী সতী পুরোহগ্রতোহবতস্তে । তনুমতী মূর্ত্তিধারিণী ॥

২১৬। “সহদেবী বচা ব্যাঘ্রী বলা চাতিবলা তথা । শঙ্খপুষ্পী তথা সিংহী হৃদ্যবর্তা তথাষ্টমী ॥” ইত্যষ্ট মহৌষধীঃ । “মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈল্যেয়ং রজনীদ্বয়ম্ । শঠী চম্পকমুস্তক সর্বৌষধধিগণঃ স্মৃতঃ ॥” ইতি মহৌষধীশ্চ পরিগৃহ্য সর্বৌষধীনাঞ্চ ততয়ঃ সমাসতেতি চকারাং ॥

২১৭। নানাফলানাং নারিকেলাদীনামুদকপূরিতা যা ঘটাস্তাস্থ ঘটতা তগ্রহস্তা যাসাং তাঃ; “ইন্দ্রনীলমুকুন্দা-দীনমকরানন্দ-কচ্ছপান্ । শঙ্খপদ্মাদিকৌ চাপি নিধীনষ্টৌ ক্রমাদযজ্ঞেং ॥” ইতি ক্রমদীপিকানুসারেণাষ্টৌ ॥

২১৮। হারাবল্যাস্ত নবৈব নিধয়ঃ । অণিমাদয়োহষ্টৌ সিন্ধয়ঃ প্রসিন্ধা এব ॥

২১৫ মূর্ত্তিমতী ভূমিদেবী স্বয়ং উই টিপি ইত্যাদি সপ্তমণিসম্পুটের ভিতরের প্রশস্ত মৃত্তিকা আহরণ করে মণিখালায় সদাচরে ধরে মিখিল অভিলাষ পুরক শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এসে বিরাজমানা হলেন ।

২১৬। মূর্ত্তিমতী মহৌষধী ও সর্বৌষধী একত্র হয়ে সহদেবী আদি অষ্ট মহৌষধী ও মাংসী আদি অষ্ট সর্বৌষধী পরিপাটি করে সাজিয়ে নিয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন । পুণ্যবান্ বট-পিপ্পলাদি বনম্পতিগণ মূর্ত্তিমন্ত হয়ে কটু আদি পঞ্চকষায় পল্লব বৈদূর্য্যমণিপাত্রে ধরে এসে উপস্থিত হলেন ।

২১৭। নারিকেলাদি নানা ফলের জলভর্তি ঘটী অঙ্গুলীতে ধরে এবং নানাবিধ ফল করকমলে ধরে বনদেবতাগণ চতুর্দিকে এসে উপস্থিত হলেন । আরও, এলেন গিরিদেবতাগণ নানামণিশ্রেষ্ঠ হাতে নিয়ে ।

২১৮। শঙ্খাদি নবনিধি, অনিমাди স্ট্রুসিন্ধি, চিন্তামণি আদি শ্রেষ্ঠমণিচয়, কামধেনু এবং কল্পক্রম-শ্রেণী মনোজ্ঞ রূপ ধারণ করে কৃতাজ্জলিপুটে দূরে সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রইলেন ।

২১৯। স্তুমেকলক্ষ্মী স্বর্ণবস্ত্র নিয়ে এসে এবং হিমালয়লক্ষ্মী হারাবলী নিয়ে এসে উপহার দিলেন ।

- ২২০। গন্ধোত্তমং মলয়জং মলয়স্ত লক্ষ্মী-গৌবর্দ্ধনস্ত দৃশদি স্বয়মাপিপেয।
কৈলাসতো গিরিসুতাগিরিশাত্তদৃষ্টাং, তচ্ছ্রীঃ সমাহরত কামপি রত্নমালাম্ ॥
- ২২১। মন্দাকিনীদলিলতো বিচ্চানি কালে, সপ্তাধিভিজকরৈঃ সমুপাঙ্কতানি।
চন্দ্রাংশভিঃ পুনরথো মুকুলীকৃতানি, পঙ্কেকহাণি রবিকংকচয়াচমার ॥
- ২২২। বহ্নিঃ স্বয়ং ললিতকাঞ্চনধূপপাত্রা-মালাস্বামানবরবিক্রমশুশ্রীয়ায়াম্।
উগ্গংপিধানপতরক্তসহস্রধূমং, চক্রে সূচাক সুরসাস্তরুদারুদাতম ॥
- ২২৩। জ্যোতির্ময়ৈন কনকোত্তমভাষ্মরেণ, পঙ্কদ্বয়েন গরুড়ো বিদধে কিতানম্।
ভোগান্ ভুজঙ্গপতয়ঃ ফণরক্তশেখাঃ-শতব্রুধজানপি চ রত্নময়ীঃ পতাকাঃ ॥
- ২২৪। শ্রীমুক্তয়োহপ্যথ পরেইপাভিষেকমন্ত্র, ধৃত্বা বপুঃ কিমপি পুরুষশূক্তহৃচ্।
আজ্ঞানমেব বভূবুমধুরৈকদান্ত-মুখ্যৈঃ স্বরৈমু নিগণাহিতসামুদাভাঃ ॥

২১৯। মানসজলাং তত্রত্য-মানসাখ্য সরোবরজলাং ॥

২২০। তচ্ছ্রীঃ কৈলাশশ্রীঃ গিরিসুতা চ গিরিশশ্চ তদাদিভিরপাদৃষ্টাম্ ॥

২২১। চক্রস্ত উদানীং তত্রাগত্য স্বীকৃত-মণিদর্পণাখ্যকতাক্রাংশভিঃ কিরৈবঃ ॥

২২২। উত্তমু দগচ্ছন, পিধানগতে রক্তসহস্রে ধুমো যতন্তদৃশ্যা ত্রাতথা দাহং চক্রে ॥

২২৩। ভোগান্ কণান্ ধ্বজাংশকুঃ, কণান্ রক্তশেখান্ রত্নপ্রান্ পতাকাশকুঃ। অত্রি মিশোবিরোধিনামপি
ভগবদনুযুক্তো নির্বৈকজাঙ্গলাস এব সর্ববামুদজুঃ ॥

শ্রীগন্ধমাদনলক্ষ্মী সেখানকার মানস সরোবর জলে উৎপন্ন কনকারবিন্দু নিয়ে এসে স্বয়ংই গাঁথতে লেগে
গেলেন।

২২০। মলয়লক্ষ্মী গন্ধশ্রেষ্ঠ চন্দন নিয়ে এসে গোবর্ধনশীলায় নিজেই পিষতে লেগে গেলেন।
গিরিসুতা পাকতী এবং শিবাতির অগ্নোচরে কোনও অনির্বচনীয় রত্নমালা আহরণ করে নিয়ে এলেন
কৈলাসলক্ষ্মী ॥

২২১। সপ্তাধিমাণ্ডলীদারা নিজহাতে মন্দাকিনী জল থেকে এই নিকটে এনে স্থাপিত দিনফোটা
পদ্মনিচয়কে তৎস্থানে মণিদর্পণরূপে উপস্থিত চন্দ্রকিরণ মুকুলিত করে দিলেও সেবাকালে রবি বিকসিত
করে দিলেন।

২২২। অগ্নিদেব স্বয়ং আলস্বামান্ শ্রেষ্ঠরক্তপ্রবাল-বালরযুক্ত ললিত কাঞ্চন ধূপপাত্রে সূচাক
সুরস অগুরুকাষ্ঠ পুড়িয়ে ধূয়া করলেন, যা ঢাকনার সহস্র ছিদ্রপথে উর্ধ্ব উঠতে লাগল।

২২৩। জ্যোতির্ময় উত্তম স্বর্ণছাতিমান্ নিজপঙ্কদ্বয় মেলে গরুড়জী চাঁদোয়া বামিয়ে দিলেন। সপ-
রাজগণ কণকে করলেন ধ্বজা আর ফণের রক্তমুখের দ্বারা রত্নময়ী পতাকা। (সেবানুষ্ঠী হওয়ায় পরস্পর
বিরোধিতাব চক্রে গিয়েছে এঁদের)।

২২৪। আরও, শ্রীমুক্ত সমূহ, অপর অভিষেক মন্ত্রচয়, পুরুষশূক্তনিবহ কোনও অনির্বচনীয়

- ২২৫। গব্যানি পঞ্চ সুরভিঃ স্বয়মাজহার, পঞ্চামৃতানি চতুরানন এব দেবঃ ।
ঐরাবতঃ করহৃতেঃ সুরদীর্ঘিকায়া-শ্চোয়ৈর্মণীন্দ্রময়কুন্তুকদম্মপ্রাং ॥
- ২২৬। তূর্য্যাণি নেতুরভিতো দিবি দেবতানাং, দেব্যস্ত নন্দনবনীকুসুম্যাবর্ষন ।
গন্ধর্ব-কিংপুরুষ-চারণ-সিন্ধু-সাধ্য-বিজ্ঞাধরা মুমূর্ধিরে নমুর্জুগুশ্চ ॥
- ২২৭। নাট্যং মুখপ্রভৃতি-পঞ্চসুসঙ্ঘিবন্ধং, নানাবিধং সরসম্প্রসোহভ্যনৈমুঃ ।
কাশ্মিরীক্ষ্য তমথো মুমূর্ধ্বভূব, নারায়ণোজ্জনিরেব নিকামভক্তা ॥

২২৮। এক রসময়ে সময়ে পিতামহো মহোৎসুকহৃদয়ো দয়োত্তরতরলতালতাকুসুমসুরভিসুরভি-
হাসিত্ত্ব কিকিছুবাচ, — ‘অগ্নি অস্ত নিরবন্তনিরবসরসঃ সময়ঃ সময়ামাস মা সরলেহুতঃপরমিত্যতাং বিলম্বো
লম্বোদরজনকমনুজ্ঞাপ্য সমারভাতাযভিষেকঃ, যাবৎ কুষ্ম সময় ময়া গম্যতে, তাবদ্ব্যংপ্রিয়মমুদ্রুতী যমু-
দ্রুতীযমনুসূয়াসুয়ারহিতা চ রক্তরজস্তমালোপা লোপামুদ্রা চ মুদ্রাচতুরা ভগবতী সর্বসন্মানগা নগাশ্রজা চ

২২৪। বভূগুঃ শঙ্খিতবন্তঃ; উদাত্তমুঠৈক্যকদাভ্যদাত্তাদিভিঃ ॥

২২৫। সুরদীর্ঘিকায়াঃ স্বর্গদ্বায়াঃ; অগ্রাং পূরয়ামাস ॥

২২৭। মুখপ্রভৃতীনাং মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্শ নির্বহানাং পঞ্চানাং শোভনসঙ্গীনাং বকো যত্র তৎ; নানাবিধং
রূপকোপকং; অবাস্তর-বহুভেদমভ্যনৈমুর্ভিনীতবতাঃ ॥

২২৮। দয়োত্তরা তরলতা কৃপাপ্রধানং তারল্যং সৈব লতা, অতুষ্ণ্যজনাবরণাং, তস্তাঃ কুসুমেন সুরভি-
কলাভিবাগ্নকপ্রকাশেম সমীচীনমিত্যর্থঃ, তদ্বস্থা স্তাবস্থা । নিরবন্ত্যচাসৌ নিঃশেষণাবসরেণ সরসশ্চেতি সং সময়গয়া-
শরীর ধারণ করে নিজে নিজেই উদাত্ত-অমুদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হতে লাগলেন ।

২২৫। সুরভি স্বয়ং পঞ্চগব্য, আর দেব চতুরানন পঞ্চামৃত যোগাড় করলেন । ঐরাবত আকাশ-
গঙ্গা থেকে গুঁড়ে করে জল এনে মণীন্দ্রময় কুন্তুনিবহ ভরে দিলেন ।

২২৬। দেবতাগণের বিবিধবাস্ত্র আকাশে চতুর্দিকে ধ্বনিত হতে লাগল, আর এদিকে দেবীগণ
নন্দনবন-কুসুম বর্ষণ করতে লাগলেন । গন্ধর্ব-কিংপুরুষ-চারণ-সিন্ধু-সাধ্য-বিজ্ঞাধরগণ আনন্দ-মত্ত হয়ে উঠলেন,
‘নাচতে লাগলেন ।

২২৭। মুখ-প্রতিমুখাদি পঞ্চপ্রকার শোভন সঙ্গীযুক্ত এবং রূপক-উপরূপকাদি বহু অবাস্তর ভেদ-
বিশিষ্ট নাটক অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন অম্বরগণ কুষ্মকে দেখে । কেউ কেউ বিমুগ্ধ হয়ে পড়লেন ।
উর্বশী ভো একান্ত ভক্তই হয়ে উঠলেন ।

২২৮। এইরূপে রসময় সময়ে মহা উৎসুক হৃদয় পিতামহ বক্ষ্য সুরভির নিকট গিয়ে কৃপাপ্রধান
তরলতালতাকুসুমের দ্বারা ফলের ইঙ্গিত করতে করতে অর্থাৎ সমীচীন ভাবে বললেন—অগ্নি, অস্ত নিরবন্ত:
‘স্মরিপূর্ণ অবসরে সরস সময় এসে গিয়েছে । হে সরলে, অতঃপর আর বিলম্ব ইচ্ছা করো না । গণেশজনক
শিবের আশ্রা নিয়ে অভিষেক আরম্ভ করে দেও । যাবৎ আমি কুষ্মের নিকট না-যাচ্ছি সেই সময়ের মধ্যে
আমার প্রসন্নতা অনুসন্ধানকারিণী এই অরুন্ধতী, অসুয়ারহিতা এই অনুসূয়া, রজস্তমো গুণ লোপ পাওয়া

পুরুগায়গায়ত্রী চ বেদমাতা মাতা চ দেবানামদিতিরিদিতিরিপীং চ গিরাং দেবী দেবী স্বাহা স্বাহাৰ্ষগুণা
চেতি সৰ্বা এব তন্নিৰ্গটমুপসপত্তি' ইতি পরিপ্রাপ্য তন্নিদেশং দেশং তমনুসৃত্য তাসু ভগবানপি স্বয়ং
স্বয়ন্তুরনুসার ॥

অনুসৃত্য চ—

২২৯। অৰ্ঘোণ পাণ্ডপয়সাচমনীয়কেন, বক্তে ন্দুসীম্নি মধুপৰ্ক-সমৰ্পণেন ।

সিংহাসনে সমুপবেশ্য গিরাং প্রযত্নৈঃ, পদাসনঃ স সমপূজয়দমুজাক্ষম্ ॥

তদনু তন্নিদেশেনৈব—

২৩০। পঞ্চামৃতৈঃ সুরভিভিঃ সহ পঞ্চগব্যৈঃ, ভৈব্যান্নিজন্তনরসৈঃ সুরভিশ্চ দেবী ।

তাভিঃ সমং কমলজাসন-সন্নিযোগাৎ, শ্রদ্ধাষিতা শিখরিধারিণমভাষিকং ॥

তদা তদালোকয়ন্তিরেবমতর্ক্যত—

২৩১। জ্যোৎস্নাভিনবনীবদঃ কিমথবা শুক্লেন নীলো গুণঃ

শুদ্ধফটিক রত্নকান্তিসলিলৈঃ কিম্বেন্দ্রনীলাঙ্কুরঃ ।

মাস প্রাপ্তঃ । কৃষ্ণং সময়া কৃষ্ণা নিকটম্ । সাধবীগণমুকুত্বেন মাদল্যাধিক্যাদরুজাত্যাঃ প্রাণ্ণিদেশঃ । মুদাং রা দানং
তত্র চতুরা নগাঞ্জা পার্বতী । পুরু প্রচুরং গায়ত্যাভিবত্ত ইতি পুরুগা যা সা চার্মো গায়ত্রী চেতি সা । দিতিঃ ঋগুনম-
দিতিসুদ্রহিতা গিরাং দেবী সরস্বতী । সুষ্ঠু আহাৰ্ঘ্য গুণা যন্তাঃ সা ॥

২২৯। সিংহাসনে সমুপবেশ্যার্যাদিনা সমপূজয়দিতি যোজনা ॥

২৩০। তাভিররুজাত্যাভিভিঃ ॥

২৩১। তদাহভিষেককলে জ্যোৎস্নাভিরিতি স্নানীয়গন্ধদ্বাদ্যাদি-বস্ত্রনাং কদাচ্ছিন্নমিশ্রিতত্বেন তারল্যাং;
শুক্লেন গুণেনেতি তেষামেব কদাচ্ছিন্নামিশ্রিতত্বেন নৈবিড়্যাং; শুদ্ধফটিকেতি তেষামেব প্রত্যেকমন্তে শুদ্ধ গঙ্গাদিকেন
লোপমুদা, আনন্দদানে চতুরা সকলের সন্মানীয়া ভগবতী হিমালয়কন্তা পার্বতী, ভগবানকে প্রচুর আহবান-
কারিণী বেদমাতা গায়ত্রী ঋগুন রহিতা দেবমাতা এই অদ্বিতি, বাগ্ দেবী এই সরস্বতী এবং সুন্দর আহরণগুণে
গুণী স্বাহা—এঁরা সকলেই কৃষ্ণের নিকট চলে যাক্ । এইরূপে ব্রহ্মার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে দেবীরা সকলে
কৃষ্ণের নিকটবর্তী স্থানের পথ অনুসরণ করে চললে বৃক্ষাও তাঁদের পিছে পিছে চললেন ।

২২৯ সেখানে গিয়ে পদ্মাসন বৃক্ষা অনুরোধ বাক্যে কমলনয়ন কৃষ্ণকে সিংহাসনে বেশ ক'র
বসিয়ে প'ছ অর্ঘ্য-আচমনীয় দিয়ে তৎপর মুখকমলাগ্রে মধুপৰ্ক সমৰ্পণ করে উত্তমরূপে পূজা করলেন ।

২৩০। অতঃপর পূর্ব অজ্ঞানসারে সৃগন্ধী পঞ্চামৃত সহ পঞ্চগব্য এবং তৎকালে ক্ষরিত নিজস্তন
দুগ্ধের দ্বারা সুরভিদেবী অরুজাত্যাদির সহিত মিলিত হয়ে শ্রদ্ধাষিত মনে গিরিধারীর অভিষেক করলেন ।

২৩১। তখন ঐ অভিষেক দর্শনকারী জনদের মনে মুরারির বপু সন্দেহের উদ্ভেক করাল—(তরল
দুগ্ধে স্নানকালে) অহো এ কি জ্যোৎস্না স্নাত নবীন মেঘ । (ঘন দুগ্ধে স্নানকালে) অথবা অহো এ কি শুভ্রতায়
ঢাকা নালিমা গুণ) । (শুদ্ধ গঙ্গাঙ্গলের কালনে) কিম্বা অহো এ কি শুদ্ধ ফটিক-রত্নকান্তি জলধারায় স্নাত ইন্দ্র-

মুক্তাভিঃ কিমু বা তমালতরুণঃ স্নাতঃ সমুদ্ভ্রাজতে
কিংবা শ্যামসরোজমুজ্জলবিধুক্ষোদৈমুরারেন'পুঃ ॥

তদনু চ—

২৩২। গায়াত্রীকা চ গিরিজা চ সুরপ্রসূচ, সারদ্ধতী চ পরমা পতিদেবতানাম্ ।

চূর্ণৈর্মহাসুরভিভিঃ শুভগানপূর্বং, চকুর্বিরুক্ষণমপেক্ষিতমাতৃমোদাঃ ॥

২৩৩। ততশ্চ, প্রত্যেকমন্ত্রপরিপূতমহাভিষেক-দ্রব্যোজ্জলৈঃ শুভজলৈঃ সুরদীর্ঘিকায়াঃ ।

একৈকশঃ প্রমুদিতাঃ সনকাদয়শ্চ, সপ্তর্ষয়শ্চ গিরিধারিণমভ্যধিকন্ ॥

২৩৪। ততশ্চ, সিদ্ধাদিভিনিজনিজোদকমর্পয়ন্তি-স্তুবাং করে স্বজনিনাথ নিযোজ্যমানৈঃ ।

কৃষ্ণোহভাষেচি রভসোদগতলোচনাস্তো-রোমাক্ষুরক্ষুভিতচিত্রপবিত্রগাত্রৈঃ ॥

২৩৫। ভূয়শ্চ শোণতরসুন্দরগন্ধতৈলে-নাভ্যজ্য শৈলতনয়াদয় এব দেব্যাঃ ।

কপূ'রপূরিত-সুশীতলসহস্রধারা-ধারাজলৈস্তদনু শঙ্খজলৈরসঞ্চিন্ ॥

ফালনাং; মুক্তাভিরিতি তেষামেব কদাচিৎ ললাটাদিষু কণরূপেণাবস্থিতৈঃ; উজ্জলবিধুক্ষোদৈকতম-কপূ'রচূর্ণৈরিতি তেষাং সর্বেষাং সৌরভ্যাং প্রেক্ষা । যত্বে-“পঞ্চামৃতৈঃ সুরভিভিঃ” ইতি ॥

২৩২। বিরুক্ষণমভ্যঙ্গানস্তরং গন্ধচূর্ণৈরুদ্বর্তনম্ অপেক্ষিতো মাতুরিব মোদো হর্ষো বাভিত্তাঃ ॥

২৩৩। সুরদীর্ঘিকায়া গঙ্গায়াঃ ॥

২৩৪। তেষাং সনকাদীনাম্ স্বজনিনা স্বয়ংভূবা রভসেন হর্ষণোদগতাভ্যাং লোচনাস্তশ্চ রোমাক্ষুরশ্চ ত্যভ্যাং ক্ষুভিতানি চিত্রানি পবিত্রানি গাত্রানি যেষাং তৈঃ ॥

২৩৫। কপূ'রপূরিতৈঃ সুশীতৈশ্চ সহস্রধারাখ্য-স্থাল্যা ধারাজলৈঃ ॥

নীলমণি-অক্ষুর। অথবা (ললাটে জলবিন্দুর লগ্নতায়) এ কি মুক্তায় জরিত তমাল তরুণ উজ্জলরূপে দৌপ্তি পাচ্ছে। অথবা (অভিষেক কালের গন্ধে ভ্রাস্তি) এ কি উজ্জল কপূ'র-চূর্ণ মাখান নীলকমল।

২৩২। অতঃপর মায়ের মতো! এই উৎসব-আনন্দকে যারা অপেক্ষা করে আছেন সেই গায়ত্রী, পার্বতী, দেবমাতা অদिति এবং পতিব্রতাশিরোমণি অরুদ্ধতীদেবী শুভাগমন পূর্বক তেল মাখানোর পর মহা স্নগন্ধী চূর্ণে তৈরী বিলেপন দ্রব্য লাগাতে লাগলেন।

২৩৩, ২৩৪। প্রমুদিত সনক-সনকাদি ও সপ্তর্ষিগণ মন্ত্রপরিপূত উজ্জল অভিষেক দ্রব্যের দ্বারা একে একে গিরিধারীকে যখন অভিষেক করছিলেন, তখন ব্রহ্মাধারা নিয়োজিত হয়ে সনকাদির করে নিজ নিজ জল অর্পণকারী সিদ্ধ প্রভৃতি সকলে আনন্দবেগোদগত নয়নজলে ও রোমাঞ্চে ক্ষুভিত বিচিত্র পবিত্র দেহের দ্বারা অভিষেক করছিলেন।

২৩৫। পুনরায় পার্বতী প্রমুখা দেবীগণ রক্তজবার মতো লাল সুন্দর গন্ধ তেল মাখিয়ে কপূ'র পূরিত অতিশীতল সহস্র ধারাখ্য স্থালী থেকে ঝরিত ধারাজলে এবং শঙ্খজলে অভিষেক করলেন।

এবং তস্মিন্বেব সময়ে—

২৩৬। চিন্তাশ্লোকল্লতরুকামগবীপ্রভাব-লক্ষ্মীপ্রসূত-সুকুমারকুমারিকাণাম্ ।
বর্গেণ সূক্ষ্মসিতকোমলচেলখণ্ডৈ-শচক্রে নিকামমভিষেকজলাপসারঃ ॥

২৩৭। কাচিং কেশকলাপতোহথ বদনাস্তোজাং পরা বক্ষসঃ
কাচিদ্বাঙ্ঘ্রযুগাং পরা চরণতো গাত্রস্থ কাচিচ্ছনৈঃ ।
বাসঃখণ্ডমনার্জকং বিদধতী শ্রোণীতটে বেষ্টিতং
বাসোহস্তান্তিমিতং বিহাপ্য সলিলং তস্মাদপাসীসরং ॥

এবং দ্বিত্বিরাকেশমাপাদপদ্মমভিমার্জ্য—

২৩৮। পূর্বোপনীত-বসনাভরণানুলৈঃ, কণ্ঠাগণোহতিচতুরঃ সমমণ্ডয়ন্তম্ ।
শৈলাধিরাজতনয়াত্মাপদিশ্রুমানঃ, কেশান্ প্রসাধ্য নিপুণং পুনরাববন্ধ ॥

২৩৯। গোগোপগোপবনিতাদি-রসপ্রসঙ্গ-স্বাভাবিক-ব্রজবিলাসমুহূর্ত্তহানোঃ ।
কৃষ্ণস্ত তন্তুত্বপরোধবশেন সর্বং, স্বীকুবর্তঃ ক্ষণমুপদ্রববদন্তুব ॥

২৩৬। চিন্তাশ্লোদীনাং প্রভাবলক্ষ্মীঃ প্রভাবময়ী সম্পত্তিস্তয়া প্রসূতা আবির্ভাবিতা বাঃ সুকুমার্যঃ কুমারিকাণাম্
বর্গেণ ॥

২৩৭। কেশকলাপাদিতঃ সলীলমপাসীসরদপসারসামাস। অনার্জকং শুষ্কম্, তস্মাৎ শ্রোণীতটাং তন্তং কর্ম
মাতৃকল্পানামদিত্যাদীনাং কর্তৃযোগ্যমিতি কান্তারমানানাং কুমারিকাণাং সৃষ্টিঃ ॥

২৩৮। চতুরো দক্ষঃ ॥

২৩৯। গো-গোপগোপবনিতানাং রসপ্রসঙ্গে স্বাভাবিক এব যো ব্রজবিলাসস্ত স্মৃতিং ব্যাপ্য হানেহঁতোঃ ॥

২৩৬। অতঃপর সেই সময়ে চিন্তামণি-কল্পতরু-কামধেনুগণের অতিপ্রভাবশালী ঐশ্বৰ্য্যে আবির্ভাবিতা
সুকুমারী কুমারীগণ সূক্ষ্ম-শুভ্র-কোমল গামছাদ্বারা অতিসুন্দর ভাবে অভিষেকজল গুছিয়ে দিতে লাগলেন—

২৩৭। কেউ কেশকলাপ থেকে কেউ বদনকমল থেকে, অপর কেউ বক্ষ থেকে, কেউ আবার
বাঙ্ঘ্রুগল থেকে, অপর কেউ চরণযুগল থেকে এবং কেউ গা থেকে ধীরে ধীরে জল মুছে নিলেন। অতঃকোন এক
কান্ত্যভাবময়ী কুমারী শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড পরিয়ে দিলেন এবং কটিতট থেকে ভিজ্ঞে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়ে জল নিঙ্রিয়ে
ফেললেন।

২৩৮। এইরূপে কেশ থেকে পাদপদ্ম পর্যন্ত সমস্ত শরীর তু-তিন বার মৃছিয়ে দিয়ে—

হিমালয় কণ্ঠা পাবতীদ্বারা উপদিশ্রুমানা কণ্ঠাগণ পূর্ব্বেই যোগাড় করা বসন-আভরণ-অনুলেপের
দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাজিয়ে দিলেন। অতঃপর চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে বেঁধে দিলেন নিপুণভাবে।

২৩৯। বৃন্দাদির উপরোধবশে যদিও এ সব কিছু স্বীকার করে নিচ্ছিলেন কৃষ্ণ, তথাপি তাঁর নিকট
এ উৎসব উপদ্রবের মতো মনে হতে লাগল —গো-গোপ-গোপবনিতাদের রস-প্রসঙ্গের স্বাভাবিক বিলাস মুহূর্ত্ত
নষ্ট হওয়া হেতু।

২৪০। তথাপি তথা পিতামহাদীনামনুরোধত উদ্বেগস্ত তরঙ্গা রঙ্গাহতয়ে তস্ত ন বভূবুঃ, প্রত্যুত ভক্তভক্ততয়া যে যথা যৎ কুব্ধস্তি, তথৈব তদনুমোদমানো মানোন্নতো গান্ধীৰ্য্যমেবাবলম্বতে স্ম ।

২৪১। তে স্ময়মানমুখাশ্চতুমুখাদয়ঃ স্নাতমলঙ্কৃতমলঙ্কৃতকৰ্মাণং তমবলোক্য কল্পতরুপ্রসূতে সৰ্বতো ভদ্রে সৰ্বতোভদ্রা ভদ্রাসনে সমুপবেশ্য তেনৈব কন্ধ্যাকাগণেন কৃতচরণধাবনং কারয়ামাসুঃ । সমনস্তরং বিরিক্ণঃ সৰ্বোৎকর্ষাধিকারং চিকারয়িষুঃ পূজাং মনসি চিন্তয়ামাস — ‘কেন করিষ্যতে মদভিমতা মতাবপরিচ্ছেদরসা নিরপচিতিরপচিতিরশ্চ । রশ্মতমেন কেন মন্ত্ৰেণ বা ভবিতব্যম্, নহি নির্মত্তমর্হণম্’ ইতি তমথ চন্দ্রশেখরোহখরোদিত-বচা নিজগাদ,— ‘ভো ভো চতুরানন ! চতুরা ন ন চিন্তয়ন্তি, কুমারোহয়মচিযিষ্যতি ॥’

২৪২। ইতু্যুক্তবাত্যেব ব্যোমকেশে নাকেশেনাভিগ্নমীক্ষামাণো মহোমহোদয় ইব গোবিন্দাভিষেক-পূজোপযুক্তো গোবিন্দনামাঙ্কিতো মূর্ত্তিমানষ্টাদশাঙ্করো মহামমুরাবিরাসীৎ ॥

২৪০। স্বপ্নাহতয়ে তেবাং স্বপ্নরঙ্গনাশার্থমিত্যর্থঃ । মানেনাদরেণোরন্তঃ ॥

২৪১। অলমত্যাং কৃতকৰ্মাণং কৃতকৃত্যম্ । সৰ্বতো ভদ্রে পীঠে সৰ্বতোভদ্রায়া গন্তাৰ্থা ভদ্রাসনে । পূজাং চিকারয়িষুঃ কারয়িতুমিচ্ছন্ । কীদৃশীম্ ? সৰ্বোৎকর্ষমঞ্চতি প্রাপ্নোতীতি সৰ্বোৎকর্ষাধিক্যম্ । নিরপচিতিরপচয়শ্চ; অপ-চিতিঃ পূজা । অর্হণং পূজনম্, অর্হণং যোগ্যম্, অর্হতীত্যর্থঃ । অখরং যথা শ্রাত্তোদিতমুদাতং বচো যন্ত সঃ । ন ন, নহি নহীত্যর্থঃ, সন্ত্রমে বীপ্সা । কুমারোহয়মিতি তর্জনা মূর্ত্তমষ্টাদশাঙ্করমন্ত্রং দর্শয়তি ॥

২৪২। ব্যোমকেশে মহাদেবে; নাকেশেনেন্দ্রেণ মহসাং মহাহুদয় ইব ॥

২৪০। তথাপি তজ্জনিত উদ্বেগতরঙ্গ দেবতাদের নিজ নিজ রঙ্গনাশের কারণ হল না, বৃক্ষাদির উপরোধবশে । প্রত্যুত তিনি ভক্ত-ভক্তিমান্, হওয়ার দরুন যে দেবতা যে ভাবে যা করছিলেন, তা সেভাবেই অনুমোদন করতে করতে আদরে উন্নতমনা হয়ে গান্ধীর্ষ ধারণ করে রইলেন ।

২৪১। হাসি হাসি মুখ সেই চতুর্মুখাদি দেবতাগণ স্নাত-অলঙ্কৃত-সাধিতকর্ম্য কক্ষকে নিরীক্ষণ করত কল্পতরুপ্রসূত সর্বমুখকর গান্ধারী বৃক্ষের মঙ্গলময় আসনে বসিয়ে সেই কন্ধ্যাগণের দ্বারাই পাদপ্রক্ষালন কার্য সমাধান করালেন । অতঃপর বৃক্ষা মহা সমারোহে পূজা করাবার ইচ্ছুক হয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—‘আমার অভিলাষ মতো অপরিমিত রসদায়ী ও ঘোড়শোপাচারে পূর্ণ পূজা এঁর কে করবে, রশ্মতম কোন মন্ত্ৰেই বা পূজা হবে, বিনা মন্ত্ৰেতো পূজা করা উচিত নয় । তাঁর মনের অবস্থা বুঝে চন্দ্রশেখর কোমল বাক্যে বললেন—‘ভো ভো চতুরানন ! চতুর ব্যক্তি চিন্তা করে না—এ কথা বিখ্যাত । এই যে সম্মুখে দেখছেন কুমার, এ অর্চন করবে । (এই বলে তর্জনী দ্বারা মূর্ত্তিমন্ত অষ্টাদশাঙ্কর মন্তুরাজকে দেখিয়ে দিলেন) ।

২৪২। ব্যোমকেশ এইরূপ বলতে থাকলে ইন্দ্রের দ্বারা সম্মুখে ঈক্ষ্যমান, জ্যোতির মহান্ উদয়ের মতো, গোবিন্দের অভিষেক পূজার উপযুক্ত, গোবিন্দ নামাঙ্কিত এবং মূর্ত্তিমান্ অষ্টাদশাঙ্কর মহামন্ত্র আবির্ভূত হলেন ।

২৪৩। তমদ্বুতমহসং মহসন্তোষবর্দ্ধকমালোক্য পিতামহো মহোল্লাসমাসান্ত 'অহো মহামনুরসৌ রসৌষবর্ষী স্বয়মভিভূতৌহনুভূতো হু ময়া যত ঋষিরমুখ্য নারদো নারদোষহর্তা ছন্দশ্চ গায়ত্রী উভাভ্যামেব নির্বিশিষ্টোহস্মি। তেনানেনাহমেব কৃষ্ণং দেবতামর্চয়িষ্যামি' ইতি সন্তুতসস্তারো ভারোপদ্বিগুণগুণগণো ভক্তি-বাসনেতরবাসনারদেন নারদেন তৎসবাসন-সনকাদিভিশ্চ ভক্তিরসঞ্জেবৈ ক্রবেণ চ সকলজনমনঃপ্রহ্লাদেন প্রহ্লাদেন চ সাত্ত্বতমতবস্তুনা বস্তুনা চ তথাপরৈশ্চ পরমভাগবতৈঃ সমং সমুপসসার ॥

২৪৭। উপস্থ্য চ কৃতপাদশৌচং ভগবৎ-পূজার্থমাবদ্বপদ্বাসনে পদ্বাসনে চতুর্দিগবস্থিতানি চত্বারি মুখানি ভগবদভিমুখমুখতয়েকমুখীকৃত্য হৃষ্টাভিরষ্টাভিরক্ষিভিরীক্ষমাণে সতি ভগবৎপূজামহার্ঘ্যাদিভাজনযোগ্যা মহার্ঘ্যাদিভাজনযোগ্যাঃ সর্বোপরিভাপরিভাবিতদ্রুক্ষা দ্রুক্ষাক্রিনা সমুপানীয়ন্ত দীর্ঘঃরপুজ্যাঃ শঙ্খাঃ, শতধ্বতিধ্বতি-কর্ষা তু স্ত্রমেক্রশ্রিয়োক্রশ্রিয়ো হাটকঘটিতাস্ত্রিপদিকাশ্চ সমাহ্রিয়ন্ত ॥

২৪৩। মহসন্তোষবর্দ্ধকমুঃসবসম্বন্ধিসুখবর্দ্ধকম্। নারদোষহর্তা নরসমুহশ্চ ভক্তিপ্রতিবন্ধকদুরিতহারী। ভা কাস্তিতত্ত্বা আরোপেণ মন্ত্রকাস্তিসংক্রমেণ বিগুণিতো গুণগণো যন্ত সঃ। বাসনাং রদত্যাংপাটয়তীতি তথা তেন।—'রদ উৎপাটনে' ॥

২৪৪। ভগবতঃ পূজামহন্ত পূজোৎসবস্তার্ঘ্যাদিপাত্রাঃ। শঙ্খা দ্রুক্ষসমুদ্রেণ সমুপানীতাঃ। কথম্বুতঃ? মহার্ঘ্যা বহুমূল্যাশ্চ তে আদিভাজনযোগ্যাশ্চৈতি তে। আদিভাজনযোগ্যং প্রথমার্চনপ্রবর্তনোপায়মহীতীতি তে ভাজনমিতি ভজতে-হেতুম্ভ্যস্তান্নাট। এষাং ত্রিপদিকাঃ কুতো লভ্যা ইত্যধৈর্ঘ্যে প্রসঙ্গে সতি শতধ্বতেত্রন্ধণো ধৃতিকর্ষা ধৈর্ঘ্যকারিণ্যা উক-ত্রিয়ো বিপুলশোভাঃ ॥

২৪৩। উৎসব সম্বন্ধে সকলের মনে যে সন্তোষ, তার বর্দ্ধনকারী এই অদ্বুত জ্যোতি দর্শন করে পিতামহ উল্লাসের সহিত বললেন - 'অহো এ দেবছি রসকদম্ববর্ষী মহামন্ত্র স্বয়ং এসে আবিভূত হলেন, পূর্ব' যাকে আমি অমুভব করেছি। যেহেতু এঁর ঋষি মনুষ্যালোকের ভক্তিপ্রতিবন্ধকরূপ দুরিতহারী নারদ আর ছন্দ হল গায়ত্রী, তাই এ-উভয়ের দ্বারাই সম্যক্ প্রকারে বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হলাম আমি। কাজেই এ-মন্ত্রের দ্বারা আমিই কৃষ্ণ দেবতাকে অর্চন করবো।

এইরূপ বলে পূজাসস্তারে সমুদ্র, মন্ত্রকাস্তি সঞ্চারে দ্বিগুণিত গুণগণবিশিষ্ট ব্রহ্মা গিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট—ভক্তি-বাসনেতর বাসন উৎপাটনকারী নারদ, নারদের সহিত সমবাসন সনকাদি ঋষিগণ, ভক্তিরসে অবিচলিত ধ্রুব, সকলজনের মনের প্রকৃষ্ট আহ্লাদক প্রহ্লাদ, সাত্ত্বত মতে নিত্য অস্বস্থিত বস্তু এবং অপর পরমভাগবতগণকে সঙ্গে নিয়ে।

২৪৪। সম্মুখে গিয়ে পা ধুয়ে নিয়ে পদ্বাসন ব্রহ্মা ভগবৎপূজার্থে পদ্বাসন করে বসে চতুর্দিকে অবস্থিত তাঁর চারটি মুখ ভগবানের অভিমুখে উন্মুখভাবে একমুখী করে হৃষ্ট অষ্টনয়নে তাঁকে দেখতে থাকলে ক্ষীরাক্তি এনে উপস্থিত করলেন—ভগবৎপূজোৎসবের অর্ঘ্যাদি পাত্র হওয়ার যোগ্য অতি মূল্যবান, প্রথম অর্চন প্রবর্ত-নের উপযুক্ত, কাস্তির সর্বোৎকর্ষে দ্রুক্ষপরাভবী, অতি দীর্ঘ পুঙ্খধারী শঙ্খনিকর। এর উপযুক্ত ত্রিপদিকা কোথায় পাওয়া যাবে, একপে উতলা ব্রহ্মার ধৈর্ঘ্য-সম্পাদনকারিনী, বিপুল শোভাধারিনী, স্বর্ণ ত্রিপদিকা এনে

২৪৫। কৈলাশলক্ষ্মী তু প্রমোদবৰ্দ্ধনৌ বৰ্দ্ধনৌ ফটিকেদ্রুশ্চ, হিমগিরিশ্রিয়া শ্রিয়াপরিমিতানি সভা-
সভাজনানি ভাজনানি পুষ্পাদীনাং, তৎক্ষণাদেব দেবতাভিবর্নানাং গন্ধপুষ্পাঙ্কত-যবকুশাগ্রতিলসিকার্থাগ্র্য-
দ্রব্যাগি, শ্যামাক-দূর্বাকমলাপরাজিতারাজিতানি পাণ্ড্রব্যাগি, সৃজাতি-জাতি-কক্কোল-লবঙ্গাচ্চামনীয়দ্রব্যাগি,
পরমেষ্ঠীগন্ধো গন্ধো ধরণ্যা, নন্দনবনদেবতয়া তু কুসুমনি, কল্পতরুণা তরুণাভরণানি পাতাশ্রবাণি বরাণি, পুর-
পুরসূরসরসাগুরুপরিমলমলয়জাদিধূপো ঘনসারসারবন্তিবর্তিকঃ সুরভিসুরভিসর্পিষ্কঃ প্রদীপশচাণ্ডিবলভয়া, কাম-
গব্যা গব্যানি নানাবিধানি, দেবমাত্রা মাত্রারহিতানি হিতানি পুষ্পাদীনি, দলিতোদ্রোগানি দলিতোদ্রোগানি
জাম্বুনদাভ-তাম্বুলীদলানি তাম্বুলানি পৌলোম্যাহহমুলোম্যানুরঞ্জিতমনসা ॥

২৪৬। ইতোবাং যুগপদেব দেবদেবীভিরভিতঃ সমাহ্রতেষু পূজোপকরণেষু বিচক্ষণোহপি স্বয়ং স্বয়ন্তু-
রানন্দমন্দপ্রজ্ঞতয়াহুততয়া মুগ্ধ ইব মন্ত্রর্ষিণা নারদেন দর্শিতক্রমো মূলমন্ত্রমুচ্চার্য ভগবন্তুমর্ঘাদিক্রমেণ ক্রমেণ
যাবৎ পূজয়িতুমায়েভে, তাবদেব ধ্বনিপরিবর্তঃ কৃত ইব দেবত্বদুভিভিঃ জন্মান্তরমাসাদিতমিবাঙ্গরসাং লাস্ত্রেন,

২৪৭। বর্ধনৌ মঙ্গলঘটী। অর্ঘ্যদ্রব্যাগীত্যাदिषু সর্বত্র বচনব্যত্যয়েনাপি সমাহ্রিয়ন্তেত্যেনোচ্চষঙ্গঃ। সিদ্ধার্থঃ
শ্বেতসর্ষপঃ। পুরপুরসরো গুগ্গুলাবৃত্তঃ; “কৌশিকো গুগ্গুলাবৃত্তঃ পুরঃ” ইত্যমরঃ, ঘনসারঃ কপূরঃ, সুরভীণি সুরভেঃ
সর্পিণ্ডি যত্র সং। মাত্রারহিতাণ্ডপরিমিতানি। দলিতঃ ঋণ্ডিত উদ্রোগো মুখজাড্যং বৈষ্ণানি দলিতানি শিল্পকৌশলকর্ত-
নাদদলায়মানান্যদ্রোগানি গুবাকফলানি যত্র তানি; “গুবাকঃ ক্রমুকঃ শ্রাব্ কলমুদ্রোগম্” ইত্যমরঃ। পৌলোম্য
শচ্যা ॥

২৪৮। ক্রমেণ শক্ত্যা। ধ্বনীতি দেবত্বদুভ্যাदीনাং তেষাং প্রতিষ-কর্মসু তদানীমভূতপূর্বং বৈচক্ষণ্যং ত্রীভগবৎশক্তি-
প্রভাবাৎ স্বত এবোভূতমিতি ভাবঃ ॥

উপস্থিত করলেন স্তমেরুর অধিষ্ঠাত্রীদেবী।

২৪৫। দেবদেবীগণ কৃষ্ণ পূজার বিবিধ প্রকার সেবাসম্ভার সম্মুখে এনে উপস্থিত করলেন, যথা—
কৈলাশলক্ষ্মী ফটিকের আনন্দবর্ধনৌ মঙ্গলঘটী, হিমালয়স্রী অপরিমিত শোভাবিশিষ্ট ও সভায় প্রশংসিত ফুলের
সাঁজি, বনদেবতাগণ টক্ করে গন্ধ-পুষ্প-আতপতগুল-যব-কুশ-শ্রেষ্ঠ তিল-শ্বেত সর্ষপ ও অম্রাচ্চ অর্ঘ্যের যোগাড়,
শ্যামাচাল-দূর্বাক-অপরাজিতা দ্বারা সুশোভিতা পাণ্ড্রদ্রব্যচয় এবং মনোজ্ঞ জায়ফল-কক্কোল-লবঙ্গযুক্ত আচমনীয়
দ্রব্য সমূহ, ধরনীদেবী পরমমঙ্গল স্নগন্ধী গন্ধদ্রব্য, নন্দনবনদেবতাগণ কুসুম, কল্পতরু অভিনব আভরণ ও
সুস্বন্দ রম্য পীতাম্বর, অগ্নিপত্নী গুগ্গুলা সমন্বিত সরস অগুরু-স্নগন্ধী চন্দনাদি ধূপ-কপূরসারে বাসিত ও সুরভির
দ্রুগ্জাত স্নগন্ধী ঘূতে সিক্ত শলিতা পরানো প্রদীপ। কামধেনু নানাবিধ গবানিবহ দেবমাতা অদिति অপরিমিত
সুস্বাদু পুষ্পাদি পিষ্টক। আর অমুকুলতায় অনুরঞ্জিত মনো শচীদেবী মুখের অনড়ভাব খণ্ডনকারী দলিত স্পারী-
দ্বারা সজ্জিত বহু স্বর্ণাভ পানের খিলি।

২৪৬। এইরূপে যুগপৎই দেবদেবীগণ চতুর্দিকে পূজোপকরণ এনে উপস্থিত করলে আনন্দে বিচক্ষণ-
তার ক্ষীণতা হেতু অজ্ঞতায় মুগ্ধের মতো হয়ে স্বয়ন্তু মহর্ষি নারদের দ্বারা দর্শিত ক্রমানুসারে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে
অর্ঘ্যাদিক্রমে নিয়মানুসারে যেই পূজা করতে আরম্ভ করলেন অমনই ত্রীভগবৎশক্তি-প্রভাবে দেবত্বদুভি যেন

লক্ষ্যযোবনমিব গন্ধবীদিগানম্, জরাতঃ প্রতিনিবৃত্ত্য পুনস্তরুণ ইব চারণাদিস্তবঃ, হর্ষস্তাপি হর্ষঃ সমুৎপন্ন ইব ।
এবং স এব সময়ঃ সময়ান্তরমিব ভবন্ সর্বেষাং চিত্তং চিত্তান্তরমিব জনয়ামাস ॥

২৪৭ । ততঃ সূমহা মহাসেনো রসেনোরসিলস্তদাতপত্রং তস্ত শিরসি নিদধার । তস্মিন্স্তদাক্ষতে রূঢ়েন
পরমানন্দেন মহর্ষিগণগীতমন্ত্রপুরসংসরং পুরঃ স রঞ্জিতমনাঃ পরমেষ্ঠী পরমে ঈশ্বান্য়মিমহঃপটলং তন্মুকুটবরং
শ্রীকৃষ্ণশিরসি নিবধ্য সম্পাদিতবিশেষকং বিশেষকং চ বিলিখ্য ভালে ভালেপললিত ইব সকলদেবদেবেন্দ্রো
গোবিন্দোহসীতি নিজগাদ ॥

২৪৮ । গদিতে চ তথা তেন সর্ব এব মহর্ষয়ো হর্ষযোগেন সনন্দনাদয়ো নাদযোগেন তুষ্টবুঃ ॥

২৪৯ । যথা— জয় শ্রীমদ্বৃন্দাবনমদন নন্দান্নজ বিভো
প্রিয়াভীরীবৃন্দারক নিখিলবৃন্দারকমণে ।
চিদানন্দশ্রুন্দাধিকপদারবৃন্দাসব নমো
নমস্তে গোবিন্দাখিলভুবনকন্ডায় মহতে ॥

২৪৭ । সূমহাঃ সূতেজাঃ; মহাসেনঃ কার্তিকেয়ঃ; তস্ত মুর্ধ্নি রসেন প্রীত্যা আতপত্রং ছত্রং দধার । উরসিলং
প্রশস্তবক্ষা ইতি সৌন্দর্যেণ বলিষ্ঠতয়া চ তন্ত্ৰৈব তদযোগ্যমিতি ব্যঞ্জিতম্ ।—“আত্মরসানুরসিলঃ” ইত্যমরঃ । তস্মিন্ ছত্রে
তদাক্ষতে তন্মুখোপরিষ্ঠে সতি পরমে শ্রীকৃষ্ণশিরসি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা তন্মুকুটবরং নিবধ্য নিষোজ্য । কীদৃশম্ ? ঈবতামিব
মুখেন উদগিরতামিব মণীনাম্ মহঃপটলানি যত্র তৎ । বিশেষকং তিলকং সম্পাদিতং বিশেষেণ কং সুখং যেন তৎ; ভালে
বিলিখ্য । কীদৃশে ? ভানাং কান্তীনাং লেপেন প্রলেপেনেব ললিতে ॥

২৪৮ । নাদযোগেন—উচ্চৈঃ শব্দপ্রয়োগেণ ॥

২৪৯ । প্রিয়া আভীরীবৃন্দারিকা বস্ত্র হে তথাভূত ! স্বয়ং চ নিখিলানাং বৃন্দারকাণাং দেবানাং রূপবতাং বা

বাহ্যের তাল পরিবর্তন করল, অঙ্গরাগণের নৃত্যে যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি হল, গন্ধবীদির গান যেন যোবন প্রাপ্ত
হল, চারণাদির স্তব যেন জরা থেকে ফিরে এসে পুনরায় তারুণ্য লাভ করল, হর্ষেরও হর্ষ যেন সমুৎপন্ন হল ।
এইরূপে সেই সময়টি অত্র একটি বিশিষ্ট সময়ের মতো হয়ে সকলের চিত্তকে অপর বিশিষ্ট চিত্তের মতো করে
দিল ।

২৪৭ । অতঃপর অতিতেজশালী প্রশস্ত বক্ষদেশা কার্তিক শ্রীতির সহিত কৃষ্ণের মস্তকে ছত্র ধারণ
করলেন । মস্তকোপরি ছত্র ধৃত হলে ও অতি পরমানন্দে মহর্ষিগণ মন্ত্রগান করতে থাকলে রঞ্জিত মনা ব্রহ্মা প্রথমে
সর্বোন্নত শ্রীকৃষ্ণমস্তকে মুকুটশ্রেষ্ঠ পরিয়ে দিলেন, যার থেকে মণিতেজরাশি যেন ঠিক্রিয়ে বেরিয়ে আসছিল ।
তৎপর কান্তির প্রলেপে ললিত ভালে তাঁর বিশেষ সুখসম্পাদক তিলক রচনা করে দিয়ে বললেন—আপনি
তো সকলদেবদেবেন্দ্র গোবিন্দ ।

২৪৮ । ব্রহ্মা এরূপ বললে—মহর্ষিসকল হর্ষযোগে ও সনন্দাদি উচ্চস্বরে স্তুতি করতে লাগলেন—

২৪৯ । জয় শ্রীবৃন্দাবনমদন ! হে নন্দান্নজ ! হে বিভো ! মনোজ্ঞ গোপসুন্দরীগণের প্রিয় হে নিখিল
দেবতা মুকুটমণে ! আপনার পদারবিন্দমধু চিদানন্দপ্রবাহ থেকে অধিক । হে গোবিন্দ ! অখিল ভুবনের মূল

২৫০। ততশ্চ, পূজান্তে সহতৃষ্ণু-রুপপরিতোষণে রুটরোমাঞ্চঃ ।

গিরিষরধরণক্রীড়াং, নারদ উপবীণয়ামাস ॥

২৫১। ততশ্চ, মন্দাকিনীসমবগাহবিধৌততুতি-মালাকপালভূজগাভরণানি হিভা ।

মৌলীনুকাস্তিকমনীয়-মণীন্দ্রদীপৈ-নীরাজনামধ চকার পতিঃ পশূনাম্ ॥

২৫২। এবং কৃতে পূজান্তে তস্মিন্নারাত্রিকে পুনরভিষেক-মহোৎসবাসং মহীগন্ধশিলাধাত্তাদিভির্মহর্ষি-গণগীত-প্রত্যেকমন্ত্রপুতৈরেকৈকশঃ—কৃষ্ণশিরঃ সংস্পৃশ্য পুনঃ কাঞ্চনভাজনস্থিতৈর্মিলিতৈরেব লক্শৈঃ পূর্ব-বহ্মস্ত্রাস্ত্রপাঠপূর্বকং মহানীরাজনাং চ বিদধে ॥

২৫৩। ততশ্চাচারতো গায়ত্রী গৌরী চারুক্রতীপ্রভৃতয়ো মুনিপঙ্কশ্চ দেবমাতরো দেবপঙ্কশ্চ মঙ্গলদীপকলিকাভ্যামছোত্ববিপর্যাস্তবিহস্তপ্রকোষ্ঠকরতলাভ্যামেকৈকশো নীরাজয়ামাসুঃ ॥

২৫৪। এবং বৃন্তে মহোৎসবে ভগবান্‌অঘোনির্ভগবরৈবেত্তং বিষক্সেন-গরুড়াদি-পরমভাগবতেভ্যো বিভজ্য দম্ভা শঙ্খাদি-নিম্বিবর্গকল্পতরু-চিন্তামণিকামধেনুাদিদেশ দেশকালোচিতম্,—‘ভো ভো সস্প্রতি প্রতিপন্নো ভগবান্‌মহোৎসবে—

মুখ্যানাং বা মণে রত্নসদৃশ! চিন্ময়জ্ঞানন্দস্ত শব্দঃ ক্ষরিতং যতন্তথাভূতোহধিকঃ পদারবিবন্দয়োরাসবো মকরন্দো যত্র তথা ॥

(২৫০)। ২৫১। মন্দাকিনীকৃত মানসগঙ্গৈব ॥

২৫২। মহোৎসবাদমিতি মহানীরাজনামিত্যস্য বিশেষণমাবিষ্টলিঙ্গম্ ॥

২৫৩। অতোহ্যং বিপর্যস্তেন ব্যত্যয়েন বিহস্তৌ পু কোষ্ঠৌ যয়োস্তাভ্যাং করতলাভ্যাং বামপু কোষ্ঠে দক্ষিণ প্রকোষ্ঠমুপর্ধাভাবেন তির্বাণ্ বিহস্তা স্ববামে দক্ষিণকরতলধৃতয়া, স্বদক্ষিণে চ বামকরতলধৃতয়া দীপশিখরৈত্যর্থঃ (২৫৪)

কারণ মহান্ আপনাকে প্রণাম প্রণাম বার বার প্রণাম ।

২৫০। পূজান্তে নারদ অতিশয় পুলক জনিত রোমাঞ্চে দীপ্ত হয়ে সিরিরাজধারণলীলা বীণায় গান করতে লাগলেন—গন্ধর্বরাজের তৃষ্ণুর সহিত মিলিত হয়ে ।

২৫১। অতঃপর পশুপতি মানসগঙ্গায় অবগাহন স্থানে ভঙ্গ্য বুয়ে নিয়ে মুণ্ডমালা-নরকপাল-সর্পাস্ত্ররূপ ভ্যাগ করে তাঁর মস্তকস্থ চন্দ্রকাস্ত্রির মতো কমনীয় মণীন্দ্র দীপের দ্বারা নিরাজন করলেন ।

২৫২। পূজান্ত সেই আরত্রিক করবার পর তিনি পুনরায় মহর্ষিগণ-গীত মন্ত্রে পবিত্র মাটি-গন্ধ-শীলা-ধান্য এক এক করে কৃষ্ণশিরে ঠেকিয়ে পুনরায় স্মরণপাত্রস্থিত শু একসঙ্গে মিশ্রিত এই সবের দ্বারা পূর্ববৎ অন্য মন্ত্র পাঠ পূর্বক অভিষেক-মহোৎসব-অঙ্গ মহানিরাজন করলেন ।

২৫৩। অতঃপর সদাচার অনুসারে গায়ত্রী-গৌরী-শরুক্রতী প্রভৃতি মুনিপঙ্কীগণ ও দেবমাতা-দেব-পঙ্কীগণ পরস্পর আড়া আড়া (X) ভাবে বিহস্ত প্রকোষ্ঠের (কনুই থেকে মনিবন্ধ পর্যন্ত হাতের) করতলে মঙ্গলদীপযুগল ধরে এক এক করে নিরাজন করলেন ।

২৫৪। এইরূপে মহোৎসব সমাপ্ত হলে ভগবান্‌ ব্রহ্মা কৃষ্ণের নৈবেদ্য বিষক্সেন-গরুড়াদি পরম-ভাগবতগণকে ভাগ করে দিয়ে শঙ্খাদি নিম্বিবর্গ-কল্পতরু-চিন্তামণি-কামধেনুকে দেশকালোচিত আদেশ করলেন—

দেবোপদেব-মুনয়শ্চ তদঙ্গনাশ্চ নাগেশ্বরশ্চ গিরি-কাননদেবতাশ্চ ।

যে চাম্পরঃ প্রভৃৎয়োহ্যনবে সমস্তা-স্তান্ ভূষণস্ত বিবিধং পরিধাপয়ন্ত ॥

২৫৫। ইতি তন্নিদিষ্টা দিষ্টাভীতফলপ্রদাঃ প্রত্যেকং পরমভূভগ ভগবদ্বৎসবাবলোককারিমাাত্রমেব তে বাসোহলঙ্কারতিলক-তাম্বুলৈরহর্যামাসুঃ ॥

২৫৬। অনন্তরমনন্তরহসো মহোৎসবস্ত পরিসমাপ্তৌ শ্রীকৃষ্ণং প্রদক্ষিণীকৃতা কৃত্যকোবিদাঃ কোবি-
দারা ইব স্তম্ভোন্নয়নঃ পিতামহাদয়ো মহাদয়োদ্ধুরা সন্ত এব তিরোদধুঃ, কেবলং শত্রুহরভী সুরভীতিহারিগন্তস্ত
পুরতঃ ক্ষণমতিষ্ঠ তাম্ ॥

২৫৭। নৈতদাশ্চর্য্যং নেদমধিকমৈশ্বর্য্যং নেদমতিরম্ভং চাস্ত বৈভবং বৈ ভবন্তি যস্তামী কেচিদংশাঃ,
কেচিদংশাংশাঃ, কেচিং কলাঃ, কেচিদ্ধিত্তয়ঃ, তৈঃ কৃতেহস্তাদরে স্তাদরে নৈব কিঞ্চিদপি বৈচিত্র্য্যম্ ॥

২৫৮। অথ তিরোহিতেষু তেষু চতুর্মুখমুখবিবুধবর্গেষু পুরোহবস্থিতং পুরন্দরমদরমনীষদনুগ্রহোদয়-
সদয়সরসতরং তরঙ্গিতকৌতুকঃ কিমপি কৃষ্ণো নিজগাদ,—‘কথয় শতমন্ত্রো ! মন্ত্রোপশমন্তে জাতঃ ন ত্বমন্ত

২৫৫। তে শঙ্কনিধাদয়ঃ; ‘পূমান্ স্ত্রিয়া’ ইত্যেকশেষাৎ পুংস্বম্ ॥

২৫৬। কোবিদারাঃ কাঞ্চনারবৃক্ষাঃ, স্তম্ভোন্নয়নঃ পুষ্পৈ রক্তা অরুণাঃ; পক্ষে, শোভনমনোভিরনুরাগিণঃ ।
মহাদয়োদ্ধুরা ইতি দয়া চাত্রেন্দ্রবিষয়িকা ভগবদভিষেকোৎসবৈঃ সর্বলোকবিষয়িকা চ জ্ঞেয়া ॥

২৫৭। বৈভবং পুভুত্বম্, বৈ নিশ্চিতং ভবন্তি। তৈরাদরেহস্য কৃতে ন কিমপি বৈচিত্র্য্যং স্যাৎ। অরে ইতি
স্থলধিয়ঃ প্রতি সসংরম্ভং সম্বোধনম্ ॥

২৫৮। অদরমনীষং নির্ভয়বুদ্ধিঃ। কথয়েত্যাदिना প্রশ্নপরিহাসেন কিঞ্চিং সখ্যাংশমুপস্থাপ্য তেন চ সগজ্জং

‘ভো ভো সম্প্রতি ভগবন্মহোৎসব সম্পন্নকালে দেব-উপদেব-মুনি-তদঙ্গনা নাগেশ্বর-গিরিকাননদেবতা এবং অম্পরা
প্রভৃতি অপর যাঁরা যাঁরা এখানে উপস্থিত তাঁদের সকলকে বিবিধ ভূষণ-বসন পরিবেশ দেও।’

২৫৫। ব্রহ্মার একপ আদেশ অনুসারে তাঁরা ভাগ্যাতীত ফলপ্রদ বস্ত্র-অলঙ্কার-তিলক-তাম্বুলের
দ্বারা পরম সৌভাগ্যশালী ভগবদ্বৎসব অবলোকনকারী মাত্রকেই সম্মানিত করলেন ।

২৫৬। অনন্তর রহস্তময় মহোৎসব পরিসমাপ্তির পর-পরই কার্যকুশল-কাঞ্চনবৃক্ষ যেমন রক্তবর্ণ
ফুলে সুশোভিত সেইরূপ অনুরাগ রাগে রঞ্জিতমনা-মহাদয়ায় দীপ্ত পিতামহ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে
প্রদক্ষিণ করে তিরোভূত হলে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু সুরভীতিহারী ইন্দ্র ও সুরভি ।

২৫৭। (গ্রন্থকার সাধারণ লোককে উদ্দেশ্য করে বলছেন) এ কিছু আশ্চর্য্য নয়, এ কিছু অধিক
ঐশ্বর্য্য নয়, এ কিছু অতিরসজনক নয়, যার দ্বারা এই কৃষ্ণচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের পরিধি নির্ণয় করা যেতে পারে ।
আরে অবগতীন, এই যাঁদের কৃষ্ণকে আদর করতে দেখলে এঁরা কেউ এঁর কোনও অংশ, কেউ কোনও অংশের
অংশ, কেউ কলা, কেউ বিভূতি । এঁদের দ্বারা কৃত আদরে এঁর কণামাত্র বৈচিত্র্য্যও প্রকাশ হচ্ছে না ।

ইন্দ্রকে কৃষ্ণের উপদেশ :

২৫৮। অতঃপর সেই চতুর্মুখ প্রমুখ দেবতাবৃন্দ তিরোহিত হয়ে গেলে সম্মুখে অবস্থিত নির্ভয়-

রঞ্জোহস্তরঙ্গোপয়িতুমহঁসি, ন ময়া নময়ামাসে তব মদোহয়মুদ্রোহেণ মুদ্রোহেণ কেবলম্। যতঃ স্বজনমদো মদো-
জসা ন সহ্যতে, স্বজনো হি মন্তো মন্তো হি দণ্ডমহঁতি ॥

২৫৯। শতমধ ! মখভঙ্গস্থেহনুগ্রহগ্রহত এব কৃত ইতি মাতঃ পরং পরস্তপ মামস্ময়িতুমহঁসি, যাহি
সুখেন, ভূজাতাং নিজমৈন্দ্রং পদম্ সম্পদং সন্ততাং ততাং তামাশ্রিতা, মা পরং প্রমত্তেন ভবিতবাম্' ইতি সানু-
কম্পমুদিতো মুদিতোহতিসরস-ভগবদ্বলমানকুপাকশাসনঃ পাকশাসনঃ সপ্রশ্রয়ং প্রণম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য চ ভগবন্তং
নিজপুরমেব জগাম। গামপি সুরভিঃ সুরভিঃ কৃষা প্রণয়পরিমলেন বিমলেন বিসর্জ্য স্বীকৃতপূর্ববেশ এব একান্ত-
কাস্তলাবণ্যো নিমেষমাত্রাং কুতোহপি সমাগত ইব জীকৃষোহপি ব্রজমাবিবেশ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালভাবিস্তারে গোবর্দনোদ্ধরণো নাম

পঞ্চদশঃ স্তবকঃ ॥১৫॥



সকম্পঞ্চ শক্রমালক্ষ্য পুনস্তং স্বহীকর্তৃমধিকৃতদাসোচিত ভাবানুকূলম্বপ্রভুতাবিকারেণাহ—তবায়ং মদো ময়োদ্রোহেণ
উদ্ভিক্তেন দ্রোহেণ ন নময়ামাসে, কিন্তু কেবলং মুদ্রোহেণ তব যা মুদ্রা মদময়ী তস্তা উহেন; যদা, মুদো হর্ষস্ত রোহেণো-
পভ্যোদৃশং কৌতুকং দ্রষ্টুমিতি ভাবঃ। মদোজসা মন্তেজসা কত্র' মন্তো মদযুক্তঃ, মন্তো হি মৎসকাশাদেব ॥

২৫৯। অতিসরসাং ভগবতো বলমানাং কুপাং কারতি গায়তি ব্যানকীতি তাদৃশং শাসনং যত্র সং ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-চীকায়াং শ্রীস্ববর্ত্ত্তাং পঞ্চদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১৫॥

বুদ্ধিমান্ ইন্দ্রের প্রতি প্রচুর অনুগ্রহ উদয়ে তরঙ্গিত-কৌতুকী কৃষ্ণ অতিসরসভাবে এক্রপ বললেন - বলুন
ইন্দ্রদেব! আপনার ক্রোধ তো শাস্ত হয়েছে? সত্য বলুন, অন্তঃঙ্গ হয়ে হৃদয়ের ভাব গোপন করা আপনার
উচিত হবে না। আপনার ক্রোধ আমি উত্তেজনা জনিত দ্রোহে যে দমন করে দিয়েছি তা নয়, কিন্তু কেবল
আপনার যে অহঙ্কারময়ো মুদ্রা তা দেখবার জন্ত। কেন-কি স্বজনের অহঙ্কার আমার তেজ সহ্য করতে পারে
না। অহঙ্কারী স্বজন যে আমার থেকেই দণ্ড পাওয়ার যোগ্য, তা তো প্রসিদ্ধই আছে।

২৫৯। হে ইন্দ্র! এ যজ্ঞভঙ্গ আপনার প্রতি অনুগ্রহগ্রহ পরবশ হয়েই করেছে। অতঃপর হে
পরস্তপ! আমাকে অস্বীয়া করা আপনার পক্ষে আর সমীচীন হবে না। যান, সুখে নিজ ইন্দ্রপদ ভোগ করুন।
নিরস্তুর উচ্ছলিত সম্পদের বলে পুনরায় প্রমত্ত হয়ে যাবেন না।' অনুকম্পার সহিত ভগবান্ এক্রপ বললে
আনন্দে অতি সরসমনা, ভগবানের বলমান্ কুপা প্রকাশক শাসন প্রাপ্ত ইন্দ্র বিনয় পূর্বক ভগবান্কে প্রণাম
ও প্রদক্ষিণ করে নিজ ইন্দ্রপুরে চলে গেলেন।

এদিকে জীকৃষ্ণ ও সুরভি ধেনুকে শুদ্ধ প্রেমপরিমলের দ্বারা সুরগন্ধিত করে বিদায় দিয়ে নিজের পূর্ব
বেশ পরিধান করে একান্তকাস্ত লাভণ্যময় রূপে ও নিমেষ মাত্রেই যেন কোথাও থেকে আগত এই ভাবে ব্রজে
প্রবেশ করলেন।

ইতি আনন্দ বৃন্দাবনে কৈশোরলীলা

বিস্তারে গোবর্দন ধারণ নামক পঞ্চদশ স্তবক।



ষোড়শঃ স্তবকঃ



১। অথ কথকজনকথকথামোদমোদকারি-হারিবিচিত্রচরিত্রচরিতার্থীকৃত-তদিতরকথাশ্রবণে, শ্রবণেন্দ্রিয়-কৃতার্থতাকারিগুণাবলীলৈ লীলৈহিত-স্বতসকলজনমানসে মানসেব্যমানরূপলক্ষ্মীকে লক্ষ্মীকেলিকলাকলাপতোহপি পরমসঙ্গোপরমণীয়গোপরমণীয়শঃপ্রদকেলিকেহলিকে বিলসন্তরকাশ্মীরবিশেষকে, বিশেষকেশরকুসুমসুমনোজ্জ-কেশকলাপে কলাপেশল-গোপবনিতানিতান্তসৌভাগ্যরূপে রূপেণ জিতকোটিকন্দর্পে, দর্পেণাধরীকৃত-সকল-লোকপালে কপালেশ্বরাদি-সর্বদেবাভিবাদিতেহদিতেরপত্যাভ্যায় হারিণি হারিণি ব্রজপুরপুরন্দ্রনন্দনে নন্দনেশ্বর-মদ-খণ্ডনায় গোবর্দ্ধনধৃত্যা গোবর্দ্ধনধৃত্যা চ গোবিন্দনামালঙ্ঘ্যবতি ভগবতি রতিরসবতাং ব্রজভূবাং পরমানন্দন

ষোড়শঃ স্তবকঃ

শ্রদ্ধা কেশাহতং তাতং কেশবে তংপুরং গতে ।

ষোড়শে গোপিকামোহো গোপানাং ব্রজদর্শনম্ ॥

১। অথ ভগবতি রতিরসবতাং ব্রজভূবাং জনানাং পরমানন্দন কিয়ংসু দিবসেষ্ণু যংসু গচ্ছংসু সৎসু কদাচিদ-ঘোষাধীশো বাদশীপালনকৃতাদরতয়া নিশাশেষ এব শমনস্ত স্বসারং যমুনাং স্নাতুমবজ্ঞগাহে । ভগবতি কথন্তুতে ? কথক-জনানাং কথা বত্র তথাভূতাভিঃ কথ্যভিঃ কিং হর্ষগাপি হর্ষ ইতিবৎ মোদন্ত্যপি মোদকারীণি হারীণি বিচিত্রাণি চরিত্রাণি যানি তৈশ্চরিতার্থীকৃতানি, বলস্বোরৈক্যাং, গতার্থীকৃতানি তদিতরকথাশ্রবণানি যেন তস্মিন্; শ্রবণেন্দ্রিয়স্ত কৃতার্থতাকা-রিণীং গুণাবলীং লাতি গৃহীতীতি তস্মিন্; লীলা নেত্রান্ত চরণাঙ্গ-ভঙ্গ্যঃ, ঐহিতানি গোবর্ধনধারণাদি কর্মাদি, মান আদরঃ । লক্ষ্ম্যাঃ কেলিকলাসমূহতোহপি পরমসঙ্গোপাঃ পরমহস্তা রমণীয়া রম্যা গোপরমণীয়াং যশঃপ্রদাঃ কেলয়ো যস্মিন্; অলিকে ললাটে বিলসন্তরং কাশ্মীরবিশেষকং কুসুমতিলকং যস্য তস্মিন্; বিশেষেণ কেশরকুসুমৈর্বকুলপুষ্পৈঃ

ষোড়শ স্তবক

ব্রজবাসিদের ব্রজলোক দর্শন :

পিতার সন্ধানে কৃষ্ণের বরুণলোকে গমন :

১। অতঃপর কথকজনের কথকতা-কৌশলে সৃজিত আমোদেরও আমোদকারী-নোহর-বিচিত্র লীলা-বঙ্গীর দ্বারা তদিতর কথার শ্রবণে অপ্রয়োজনিতা বোধোদয়দায়ী, শ্রবণেন্দ্রিয়ের কৃতার্থকারী গুণাবলী অঙ্গীকার-কারী, নেত্রান্ত-চরণাদি অঙ্গভঙ্গী ও গোবর্ধনধারনাদি কর্মের দ্বারা সকলজনমানসহারী, আদ্রিয়মান ও সেব্যমান রূপশোভাশালী, লক্ষ্মীদেবীর কেলিকলাসমূহ থেকে পরমহস্তময়ী-রম্যা-গোপরমণীয়াশোপ্রদা কেলিকলাধারী, অতিশোভন কুসুম-তিলকধারী, বকুল কুসুমে রচিত স্তম্বনোজ্জ কেশভূষণ ভূষিত, সকলকলায় চতুর, তেজে সকল লোকপাল-ধরাশায়ীকারী, শিবাди সকল দেবতাদ্বারা প্রশংসিত, দেবতাদের বিপরীত আচরণ বিনশনকারী

কিয়ৎসু যৎসু দিবসেসু, পূর্ব'পূর্ব'বৎ সহ সহচরৈস্তস্মিন্গপি গোচা গোচারণাদিকেন বিহারেণ রসময়ং সময়ং রচয়িত্বা গময়তি সতি, কদাচিদ্বোধোবাধীশো ধীশোধিকায়ামেকাদশ্যামুপোষিতঃ পোষিতশ্চ তদামোদেন দ্বাদশী-পালন-কৃতাদরতয়া দরতয়া চ তস্তাঃ সত্তরো নিশাশেষেহনিশাশেষেহিতস্কৃতৈজ্জিচতুরৈরতিচতুরৈ রতিমন্তিবদ্ধজনৈঃ সমং সমুপেত্য প্রকটিতস্মসারং স্মসারং শমনস্ত মনস্তবহিতঃ স্নাতুমবজগাহে ॥

২। ততশ্চ স্নানসমসময়াগ্ন্যথাভাবেন জাতপ্রতিষাঃ প্রতিঘাতক্ষিপ্তচেতসঃ প্রচেতসঃ পুরসদো রস-দোত্তমচরিতং ভগবতো জনকং জনকন্দনাস্তে প্রসহ্যাসহ্যাতিক্রমং তমপাং পত্নারভ্যাসমভ্যাসমনয়ন্ত ॥

স্মনোজঃ কেশানাং কলাপো ভূষণং ঘসা তস্মিন্। অত্যয়োহতিক্রমঃ। গোবর্ধনধৃত্যা চ কাস্তির্বিধিনী যা ধৃতিবীরতা তয়া চ। গোচা গাং কাস্তিমঞ্চতা প্রাপ্নুবত। বিয়ং বুদ্ধিঃ শোধয়তীতি তস্যাং ধীশোধিকায়াম্। তস্যা দ্বাদশ্যা দরতয়াহ্ন-তয়া হেতুনা সত্তরন্তরায়ুক্তো নিশাশেষে রাত্রেস্চরমধাঃ এব;—(হং ভং বিং ১৩২৫০ তম-শ্লোকধৃত-স্বান্দবচনম্) “কলার্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদধ্বমেব হি। স্নানমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কর্তব্যাঃ শমুশাসনাং ॥” ইতি শ্রুতেঃ। অনিশং নিরন্তর মেবাসেবেণ নিঃশেষেণ সাদ্ধোপাদত্তরেহিতানি কৃতানি স্কৃতানি যৈতেঃ। একটিত-স্মসারমিতি স্নানক্রিয়াবিশেষণম্। তত্র দ্বাদশীপারণানুরোধেনাস্মরকালেহপি মে জলে প্রবেশো নাসমঞ্জস ইতি স্বলপ্রকটনং স্মসজিনন্তত্র সমুৎসাহয়িতু-মিতি জেয়ম্। অবহিতঃ সাবধানঃ ॥

২। ততঃ স্নানে সমঃ সমঞ্জসো যঃ সময়ন্তস্যাগ্ন্যথাভাবেন জাতপ্রতিষা উৎপন্নক্রোধাঃ প্রতিঘাতেন জলাবঘাত-মাত্রেনৈব ক্ষিপ্তচেতসঃ প্রচেতসো বরুণস্য পুরে সীদন্তীত্যজ্ঞং জনানাং কন্দনা উদ্বজ্জকাঃ পুসহ বলাদপাং পতু্যবরুণস্যা-ভ্যাসং নিকটমভি আভিমুখ্যেন আ সম্যক্ অকষ্টেন সমিতি সজত্যা অনয়ন্ত ॥

এবং হারে শোভিত বজ্রপুংসুন্দরনন্দন ভগবান্, জীকৃষ্ণ নন্দনবনাধীশ্বর ইন্দ্রের গর্ব'খণ্ডনার্থে গোবর্ধন ধারণ হেতু ও কাস্তিবর্ধক ধীরতা হেতু 'গোবিন্দ' নাম অঙ্গীকার করে নিলে এবং অনুরাগ-রসময় বৃজজনদের পরমা-নন্দে কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে যখন তিনি পূর্ব'পূর্ব' দিনের মতো সেই সহচরগণের সহিত কামশক্তিতে উজ্জল গোচারণ-বিহারের দ্বারা সময় রসময় করে তুলে অতিবাহিত করছিলেন তখন কোনও একদিন দোষাধীশ বুদ্ধি-শোধিকা একাদশীতে উপবাস করলেন আর সেই আমোদে পুষ্টি লাভ করলেন। দ্বাদশীর পারণ সময়ের অতিসঙ্কীর্ণতা হেতু ও এতে তাঁর আদরবুদ্ধি থাকায় তিনি দ্বারায়ুক্ত হয়ে নিশাশেষে যমভগিনী যমুনার কূলে গিয়ে উপস্থিত হলেন—অনুরাগী, নিরন্তর নিঃশেষে স্কৃতি সঞ্চয়কারী ও অতিচতুর বদ্ধজন সহ। দ্বাদশী পালন অনুরোধে আনুরী-বেলায় স্নান শাস্ত্রদ্রষ্টব্য বলে দোষাবহ নয় এরূপ বিচার করত সাবধান হয়ে স্নান করতে যমুনার জলে নেমে পড়লেন অতঃপর।

২। তৎপর স্নানের সমুচিত সময়ের ব্যতিক্রম হওয়াতে জাতক্রোধ, বৃজজনদের উদ্বিগ্ন জনক বরুণের সেবকগণ জলে আলোড়ন উঠামাত্রই রসদ-উত্তমচরিত-বিপরিত আচরণকারী কৃষ্ণপিতাকে সবলে জলপতির নিকট একটুও কষ্ট না দিয়ে অন্তকূল ভাবে কোলে করে নিয়ে এলেন—বরুণের পুরে যে নিয়ে যাচ্ছে এ তিনি জানতে পারলেন না অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ায়।

৩। ততস্তটস্থাস্তটস্থা ইব কিমিদং কিমিদমিতি জাতসম্ভ্রমা ভ্রমাপহং শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिष्टा तारस्वरं चूक्रुशुः — ‘हस्त हस्तुरसुराणां सुराणां प्रतिकर्तरार्तवक्त्रो वक्त्रोपशमन कृष्ण पाहि पाहि, भो अताहितमत्याहित-
मेव ते पिता पितामहादेरपि माननीयो नौयते यमुनामवगाहमानो मानोद्धतेः कैश्चन, तन्महाबाहो !
भवान्नु त्रायतामत्रायतामतिनिपदं ज्ञां विना विनाशयितुं कः क्षमः ॥’

৪। ইতি গোছুহামার্তস্বরং স্বরংহসা বিসারিণং শ্রীকৃষ্ণঃ সমাকর্ণ্য মা কর্ণ্যমতিবিরসত্বেন ছুরাবারা
বারাং পত্ন্যরনুচরাপসদানাং সদানদ্ধাবজ্জিতানাংক্রিয়েরমিতি জানন্ যথাস্থিত এব তরুণবরুণবরসুকৃতকৃতসমাকর্ষ
ইব তংপুরপুরস্কারকারণত এব তত্র সমভিজগাম ॥

৫। অথ তত্র গতবতি ভগবতি প্রচেতঃসদনং চেতঃসদনং বভূব গোকুলভূবাং কুলভূবাং চ বালানাম্ ॥

৩। তত্রহাঃ কুলস্থিতাস্তটস্থা ইব উদাসীনা ইব তৎপৃষ্ঠীকারাশক্তেঃ সহগমনাসম্ভবাচ্চ তথাহেনোৎপেক্ষস্ত এব,
ন তু বস্ততস্তটস্থা ইতি। ভ্রমমনিষ্টাশঙ্কাময়মপহনিঘৃতাতি তম্। হস্তরিত্যাদিবিশেষণেতুেষ্টয়েন হৃষ্টনিগ্রহ-শিষ্টপালনদীন-
বাৎসল্যবদ্ব্যয়কত্বলক্ষণা গুণাঃ পুস্ততোপযোগিন উক্তাঃ। পাহি পাহীত্যাদি দ্বিৎ ভয়েন। মানোদ্ধতৈর্গর্বোদ্ধতৈঃ।
অত্র অ তরুণামাগচ্ছতু ॥

৪। অতিবিরসত্বেন মা কর্ণং ন কর্ণহিতম্। বারাং পত্ন্যবরুণশাস্তুরচরাপসদানাং ভৃত্যধমানামিয়মক্রিয়া কুর্কম
ইতি জানন্ পরামৃশন্। অক্রিয়া কথন্তা? ছুরাবারা, তেনাপি বারয়িতুমশক্যা, তস্ম কো দোষ ইতি ভাবঃ। সদা
সংস্র বা অনক্স ভাব আনান্ধ্যাং চক্ষুঃস্বং তদ্বজ্জিতানাং, তরুণং বরুণশ্চ যং সুকৃতং তেন কৃতঃ সমাকর্ষণে যন্ত তথাভূত
ইব। তংপুরস্তু পুরস্কার আদরঃ সাক্ষ্যামিতি যাবৎ, স এব কারণং হেতুস্তত এব নিজসন্নিধানেন তংপুরং কৃতার্থীকর্তৃ-
মিত্যর্থঃ। তত্র বরুণপুরে ॥

৫। চেতঃসদনং চেতসৌহবসাদঃ; ‘সদা বিসরণগতাবসাদনেষু’; গোকুলভূবাং ব্রজবাসিমাভ্রাণং কুলভূবাং

৩। সেখানে কূলে উপস্থিত বন্ধুগণ উদাস ভাবে ‘অহো এ কি এ কি’ এই বলে ভয়োদ্বিগে অনিষ্ট
আশঙ্কায় ভ্রমনাশক শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন—‘হায় হায় হে সুরাসুরের প্রতি-
বিধায়ক-আর্তবন্ধো-বন্ধনমোচক কৃষ্ণ! পাহি পাহি। ভো, অতিঅমঙ্গল অতিঅমঙ্গল। তোমার এই পিতা,
যে না-কি পিতামহ ব্রহ্মাদিরও মাননীয়, যমুনায স্নান করতে নামলে গর্বোদ্ধত কোনও একজন তাঁকে টেনে
নিয়ে চলে গেল। তাই বলছি, হে মহাবাহো! তুমি এখন রক্ষা কর। এখানে এস। এই অতিবিপদ তুমি
বিদ্যা আর কে দূর করতে সমর্থ হবে।’

৪। এইরূপে অতি বিরসতা হেতু কর্ণসীড়াদায়ক, নিজবেগে ইতস্ততঃ গমনপর গোপগণের আত’-
স্বর শুনে শ্রীকৃষ্ণ বিচার করলেন এ জলপতি বরুণের সাধু সম্মত সুস্পষ্ট বিবর্জিত ভৃত্যধমদের ছুরার কুর্কম।
এরূপ বিচার করে তরুণ বরুণের অতি সুকৃতি দ্বারা যেন সমাকর্ষিত হয়ে তাঁর পুরের কৃতার্থতা সম্পাদনের
জন্য, যে ভাবে ছিলেন সেই ভাবেই চলে গেলেন সেখানে।

৫। অতঃপর কৃষ্ণ সেখানে গেলে ব্রজবাসিমাভ্রের এবং কুলবতী রমণীদের চিত্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে
পড়ল।

৬। ন ভবতি যতপি সুদৃশাং, সদাবলোকো হরেন্দ্রদপি ।

একগ্রামনিবাসো, হেতুকায়াসবদ্যতি ॥

৭। তেন প্রবাসবাসরমিব তং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত বিদিত্বাহনুরাগিণ্যোহবলা বলাপায়পাতুকশরীরা ইব সমাসত ক্ষণমপি যুগসহস্রমিব মন্যন্তে স্ম ॥

৮। ন শৃণোতি নৈব পশ্যতি, ন বদতি স্পন্দতেহঙ্গনাবিততিঃ ।

অন্তঃকরণমিবাস্তা, গতমিব কৃষ্ণস্ত সঙ্গেন ॥

৯। জীবিতমিব ন বিলোলাং, প্রেমাস্ত্রাস্তেন জীবিতেহপি গতে ।

প্রিয়বিরহে খিন্নাঙ্গাং, রাধাং প্রেমৈব জীবয়তি ॥

কুলজানাং বালানাং রমণীনাং ॥ (৬)

৭। বলাপায়েন পাতুকানি পতনশীলানি শরীরানি যাসাং তা ইব ॥

৮। বলাপায়েন্যাদিনাং (শ্রীষত্জ্জলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদপ্রঃ ১৬৭) “চিন্তাত্র জাগরোহ্মেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা । প্রলাপো ব্যাধিরুদ্ভাভো মোহো মূর্তাদর্শা দশ ॥” ইত্যাসাং দ্বিত্বা দশাঃ সূচিতা অপান্তভাব্য সহসৈব দশম্যপি দশা আসন্নপ্রায়া বভূবেত্যাহ—ন শৃণোতীতি মোহঃ ॥

৯। বৃন্দাবনেশ্বরী তু দশমীমেব দশাং সংশ্রিতবতী । নহু তর্হি সংবীজন-চন্দনসেকাদিকং পরিজ্ঞৈঃ কিমর্থং কৃতম্ ? তত্রাহ—জীবিতমিবেতি । অর্থমর্থঃ ।—জীবিতেন হি প্রিয়বিরহানলজালাং সোঢ়ুমসমর্থেন ঝটিত্বোব তস্তা দেহা-রিক্তাস্তবতা স্বচাপলাদৌষ এবোপার্জিতঃ, প্রেম তু মহাহিরং তাদৃশা জালয়াপি হুর্জরম্, প্রত্যুত প্রতিক্ষণং বর্ধমানং সং স্বশক্ত্যা তদেহং সংজীব্যোব রক্ষিতুং স্বৈহৃদ-সাদৃশ্যমেব প্রথয়ামাসেতি । এবঞ্চ জীবিতে নষ্টেহপি ন প্রেমাস্ত্রাঃ ক্ষীয়ত ইত্যায়াতম্ । ইদমত্র তত্ত্বম্—করণবিপ্রলভেহ্মিন্নিনিষ্টাশঙ্কাময়েহপি শ্রীগর্গাদি-সর্বজ্বাক্যবিখ্যাসাং পুনঃপ্রাপ্তিপ্রত্যাশয়া মদন্তা কা বা তদা মৎকাস্তং সুখরিভুং পারয়িষ্যতি, মদশাং শ্রদ্ধা তস্তাপীদৃশী দশা নুনং ভবিষ্যতীতি শঙ্কয়া চ কৃচ্ছ্রেণাপি প্রাণধারণমেব হৃদরং প্রাণত্যাগশ্চ সুকর এবোক্তস্ত্রাসেন প্ৰেমাংশপূতিকুলোদ্ভাবকশ্চ’ তেনাস্ত্রা জীবনং প্ৰেমবলেনৈব রক্ষিতমগতমেব তত্ত্বেনোৎপেক্ষিতম্ ॥

৬। যদিও স্ননয়নাগণের হরির সদা অবলোকন হয় না, তথাপি একগ্রামে নিবাসই এক আলায়ে বাসের মতো প্রতিভাত হতো তাঁদের নিকট ।

৭। তাই সে দিনটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেন বিদেশ-বাস হচ্ছে, এরূপ মনে করে অনুরাগিণী অবলা-গণ বলক্ষয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ার মতো অবস্থায় উপনীত হলেন । একটি ক্ষণ তখন তাঁদের যুগসহস্রের মতো মনে হতে লাগল ।

৮। (দশমী দশার পূর্বের অবস্থা -) না-শুনতে পাচ্ছেন, না-দেখতে পাচ্ছেন, না-কথা বলছেন, না-নড়াচড়া করছেন তখন অঙ্গনাশ্রণী । অন্তঃকরণই এদের যেন চলে গিয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে ।

৯। (দশমী দশা—) প্রেম জীবনের মতো চঞ্চল নয় । সেই জন্ত জীবন দেহ ছেড়ে চলে গেলেও প্রিয়বিরহে খিন্নাঙ্গী রাধাকে প্রেমই জীইয়ে রাখল ।

- ১০। তথাপি— সংবীজনেন মলিনীদলতালবৃন্তৈঃ, সেকেন চন্দনজলৈস্তনুদাহমস্তাঃ ।
শেকুন' সংশময়িতুং যদি বন্ধুবধো, বৃচ্ছা সখী কিনপি নিবৃ'তিয়াততান ॥
- ১১। 'প্রশিখিলতূলকধূনন-মূলকমমুমীয়তে স্বসিতম্ ।
তেন চ জীবনমস্তাঃ, সখীজনৈস্তেন চ স্বায়ুঃ ॥
- ১২। আয়াতি কৃষ্ণ ইতি বন্ধুবধূজনোক্ত্যা, কৃচ্ছ্রেণ পঙ্কজদৃশা স্থিরপদ্মতারে ।
উন্মীলিতে বত যথৈব দৃশৌ তথৈব, তে তস্থতুলিখিতপঙ্করুহদয়ীব ॥
- ১৩। কৃষ্ণঃ ক্ষণাদিহ সমম্যতি সর্ব'থেতি, স্বালীজনমস্ত বচনে যদপি প্রতীতিঃ ।
হস্ত ক্ষণো যদি'স এব যুগায়তে তৎ, কিং দৃষণং বত তথা বিরহ-ব্যথায়াঃ ॥
- ১৪। উন্মীল্যা নেত্রমথ কৃষ্ণমলোকয়ন্ত্যা, হ্রৎপূর্বতোহপি নিতরাং পরিতপ্তমস্তাঃ ।
হৃদ্বিক্তকৃষ্ণমহসঃ পটলী যদেষা, ধারাজ্ঞনাশ্রকপটেন বিহব'ভূব ॥

১০। তেন নবম্যেব দশাত্তাঃ পু'প্তাবসরেত্যাহ—সংবীজনেত্যাদি ॥

১১। পু'শিখিলস্ত তূলকস্য ধূননং কম্পনমেব মূলং গমকং যস্য তৎ স্বসিতম্ ॥

১২। ব'থেবোন্মীলিতে তথৈব তস্থতুলিখিত সখীবাক্যবিশ্বাসান্ধ'ভঙ্গে সতি উন্মীলিতাভ্যাং দৃগ্ভ্যাং কৃষ্ণম-
দৃষ্ট'বা এতা যথৈব মামাখ্যাসন্ন্যস্তীতি তদৈব পুনর্মূর্ছামালম্বিতবত্যাগস্য জাডেন দৃশোনিমেঘাভাবাৎ ॥

১৩। ক্ষণাদিহেতি কৃষ্ণ আয়াতীতি নান্মাভিমূ'ষোক্তম্, কিন্তু ক্ষণমাত্রবিলম্বেনেতি কিমিতি ন বিশ্বস্যত
ইত্যভিপ্ৰায়জ্ঞানাৎ ॥

১৪। উন্মীলিতে বত ব'থেব দৃশৌ, ব'থেবেত্যাহ কিঞ্চিদবনিপ্তমবশিষ্টং পুনঃ পত্তেনৈব বর্ণয়িতুং তদেবোক্তকয়তি—
উন্মীল্যেতি । পূর্বতোহপি পরিতপ্তমিতি তপ্ততৈলকটাহমধ্যে জলবিন্দুপাতাদিব তন্মধ্যতঃ সখীজনাস্বাসপু'ক্ষেপাৎ । হৃদ-

১০। তথাপি - কমলপত্র-তালপত্রের পাখাদ্বারা বহু বাতাস করে, চন্দন জলের কাপটা দিয়ে তাঁর
তনুদাহ যদি সম্যক নিবারণ করতে পারলেন না বন্ধু মহিলাগণ, তখন কোনও বৃচ্ছানামক সখী ঐ তাপ শাস্তি
করলো ।

১১। নাকে ধরা হাক্কা পেঁজা তুমার কম্পন-চিহ্ন দেখে স্বাসবায়ু অনুমান করে তাঁর থেকেই রাধার
জীবনের অনুমান করলেন সখীজন । আবার এর থেকেই নিজেদের জীবনেরও অনুমান করে নিলেন এঁরা ।

১২। 'কৃষ্ণ এই এল-বলে' বন্ধুমহিলাগণের এরূপ কথা শুনে কমলনয়না রাধা স্থির পদ্ম ও তার
যুক্ত নয়নযুগল যেমন ভাবে খুললেন হায় হায় তেমনই ভাবেই স্থির হয়ে রয়ে গেল পটে আঁকা কমলযুগলের
মতো ।

১৩। নিজ সখীজনের কথায় যদিও প্রতীতি হল নিশ্চয় ক্ষণকাল মধ্যেই কৃষ্ণ এখানে আসবে,
তবুও হায় হায় সেই ক্ষণটি যদি এখন এক যুগসম হয়ে গেল, তবে আর হায় হায় এরূপ বিরহ ব্যথার দোষ কি ?

১৪। (পূর্বে যে বলা হয়েছে, নয়নযুগলকে যেমন ভাবে খুললেন, এখানে সেই খোলার অবস্থা
বলা হচ্ছে —)

১৫। এবং গতবতি করুণাবরুণালয়ে বরুণালয়ে তমালোক্য সসঙ্কমমুপগম্য প্রণম্য প্রণয়াভিভূতঃ
প্রচেতাঃ প্রচেতাশ্চর্য্যাস্চর্য্যার্থাদিকর্য্য কয়্যচন পূজয়িত্বা জয়িত্বাদধ্ব্যামহস্যং মহসঙ্করমিব মূর্ত্তিমন্তঃ মূর্ত্তিমন্তঃ
চিদানন্দরসমিব ভগবন্তঃ তুষ্টাব ॥

১৬। 'নমস্তে করবাম বামদেবাদিদেবাদিদেব দেবকীগর্ভরত্ন রত্নগর্ভাভারাবতারকাবতার কামকোটি-
কমনীয় কৃতার্থোহহমন্ত্য নিরবন্তনিরবকাশপ্রকাশ প্রকটপরমানন্দ নন্দতনয় তব চরণরজো রজোহপহারি মম
পুরীপুরীতংপরিশোধনং সমজনি জনিরপি মে কৃতার্থা ॥

বর্ত্তীতি তত্তাপসহনাসমর্থৈবেতি ভাবঃ ॥

১৫। প্রচেতা বরুণঃ, প্রচেতাঃ প্রকৃষ্টচিত্তবান্; চর্য্য পরিচর্য্যাহংচর্য্যাহপূর্ব্বর্য্যাহর্য্যাদিকর্য্য পূজয়িত্বা তুষ্টাব।
কথংভূতম্? জয়িত্বাং সর্বোৎকর্ষবত্বাদধ্ব্যতেজসং মহসঙ্করমুৎসবসমুৎসং মূর্ত্তিমন্তমিব দেহধারিণমিবেতি সপরিকর-নিজ-
পরমোল্লাসঃ, চিদানন্দরসং মূর্ত্তিমন্তঃ ঘনীভূতমিবেত্যনুভূতচরণরসমবাসাদশ্চ স্মৃতিঃ; "মূর্ত্তিঃ কাঠিকায়োঃ" ইত্যমরঃ।

১৬। বামদেবঃ শঙ্করাদীনং দেবানামপ্যাদৌ দীব্যাতীতি হে তথাভূত! তদপি দেবকীগর্ভমণিখনৌ রত্ন!
নীলমণিস্বরূপ! কিমর্থম্? রত্নগর্ভায়াঃ পৃথিব্যা ভারাবতারকোহবতারো বস্যা তথা; ন কেবলমেতদেব প্রয়োজনম্, কিন্তু
স্বরূপমাধুর্য্যভাবেনৈন জগদপি কৃতার্থয়িতুমিত্যাহ—কামকোটিত্যাদিভিত্তিভির্বিশেষণৈঃ। তত্র প্রথমেন দেহসৌন্দর্য্যস্য,
দ্বিতীয়েন তচ্ছরীর্যাণাং তৃতীয়েন তৎস্বরূপতত্ত্বস্য বিবৃতিঃ। নিরবন্তশ্চন্দ্রহর্ষাদীনামিবাতিশীতোষ্ণাদিরহিতো নিরবকাশো-
হবচ্ছেদশূন্তঃ পুকাশো বস্যা তথা পুকেতি পুকটং পুপঙ্কগোচরীভূতং পরমং মায়াতীতং স্বীয়ভাবানুসারেণ পূর্ব্বং
দেবকীগর্ভরত্নৈত্ব্যুপাধি সম্প্রতি মাধুর্য্যনিমগ্নচিত্ততয়া পুহ—নন্দনতনয়েতি। তব চরণরজো মম রজোহপহারি রজো-
গুণহন্তু সমজনি। তথা মম পূর্বাং পুরীং স্ববাটীবাং যে তস্মতি তে পুরীপুরীততো মণ্ডলেশ্বরাস্তেবামপি পরিশোধনম্;
(পাং৩৮৪৮০) "গমঃ কৌ" ইত্যত্র "গমাদীনামিতি বক্তব্যম্" ইতি তনোতে: কিপি অনুমানিকলোপে রূপম্ ॥

নয়ন মেলার পর কৃষ্ণকে না দেখে রাধার চিত্ত পূর্ব থেকেও অত্যন্ত পরিতপ্ত হল, যেহেতু তাঁর হৃদতী
কৃষ্ণজ্যোতির্মণ্ডলী অজ্ঞানমিশ্রিত অশ্রুধারাচ্ছলে বাইরে বেরিয়ে গেছে।

১৫। আর ওদিকে করুণাসমুদ্র কৃষ্ণ বরুণালয়ে গেলে তাঁকে দেখে মহান্ চিত্ত বরুণদেব সসঙ্কমে
নিকটে গিয়ে প্রণাম করত প্রণয়াভিভূত হয়ে অপূর্ব পরিচর্যা এবং কোনও অনির্বচনীয় অর্ঘ্যাদির দ্বারা পূজা
করলেন, তৎপর সর্বশ্রেষ্ঠ হেতু অজেয় তেজসম্পন্ন, সপরিকর-নিজপরমোল্লাসস্বরূপ ও ঘনীভূত চিদানন্দ
রসস্বরূপ সেই ভগবান্কে স্তব করতে লাগলেন—

বরুণস্ততি :

১৬। শঙ্কু প্রমুখ দেবতাদেরও সম্মুখে স্বমহিমায় দীপ্ত হে দেবকীগর্ভরত্ন! আপনাকে প্রণাম। হে
পৃথিবীর ভার অপসরণকারী অবতার! হে কামকোটি কমনীয়! আজ আমি কৃতার্থ। হে নিরবন্ত বিচ্ছেদহীন
প্রকাশ! হে প্রকট পরমানন্দ নন্দতনয়! আপনার চরণরজ আমার রজোগুণহারী হল এবং আমার পুরীর
মণ্ডলেশ্বর যারা আছেন তাঁরাও পরিশোধিত হলেন। আমার জন্মও কৃতার্থ হল।

১৭। কিঞ্চ, কালাখ্যভবদপাঙ্গভঙ্গভঙ্গুরমিমমুপলভ্য বিভবং বিভবন্তং ভবন্তং যন্ন বিদ্রো বিদ্রোহেন তত্র তত্রভবতা ভবত্যাযতো হেতুঃ প্রভাবো ভবম্মায়ায়াঃ, মা যাযাত্রাদি-মুনি-নিকর ভূর্গয়ানয়াতঃপরং পরম্পরা-গতেন মোহেন নষ্টদৃশো মাদৃশো মাধব কারয়িতুমহঁসি ॥

১৮। হস্ত হস্তরঘাসুরস্য সুরস্য-চরিত তাপকৃতাহপকৃতাপ্যপকৃতং মে তব জনকং জনকংসন সমা-নয়তা মানয়তাশ্চনঃ সৌবুধ্যং বুধ্যাংশলেশাভাবতাপি মদনুচরণে ॥

১৯। রেণবন্তে চরণকমলয়োরনয়োরনয়োকুরস্য মম শিরঃ শেখরীভূতঃ খরীভূতাঃ কিঞ্চিষবিষ-জ্বালাশচ শাস্তাঃ। তেন বন্দে নবং বোধিদেব তে রুচিরচিরতাজিতনবতমালমালম্মগান-বনমালমাললিতশতপত্র-পত্নেনেত্রমাবক্ষুরোদরমদর-মহঃপূরমায়ত-বৃত্তদ্বিভাজ্যবাহুল্যে জনকাদিবৃন্দারকবৃন্দ-বন্দাচরণকমলমিদং বপূরপূর্বম্ ॥'

২০। ইত্যভিভূত্য চরণকমলমমলমধুগন্ধিনাসুনাসুনাতো নিজরককিশলয়েন ধাবয়ামাস ধাবয়ামাস চ সকলাপদং পদং সকলসৌভাগ্যন্ত ॥

১৭। বিভবঃ সম্পত্তিবিভবন্তং বিভুং বিদ্রোহেন জ্ঞানমোহনায়তো বিস্তুতো হেতুর্ভবতি। যাযাবরাদীনামপি মুনীনাং নিকরৈর্ভূর্গয়া হস্তরঘাধনয়া মায়য়াতঃপরং মবিধান্ নষ্টদৃশঃ কারয়িতুং মাহঁসি ॥

১৮। মদনুচরণে তব জনকং সমানয়তা মম তাপকৃতা তথাহপকৃতা ভূতাপরাধেন স্বামিনো দণ্ড ইতি ত্রায়েন মমাপকারং কুর্ভতাহপ্যপকৃতমেব। হে জনকংসন! জননায়েঃসুরস্য কংসন ঘাতক! 'কসি হিংসায়াম্'; হে জনার্দন! ইত্যর্থঃ। মদনুচরণে কীদৃশেন? আশ্চর্যঃ সৌবুধ্যং সুবুদ্ধিঞ্চ মানয়তা, বস্ততস্ত ব্ধ্যাংশলেশস্যাপ্যভাবতাপি ॥

১৯। অহো পরমভূতং বস্ত ময়া কৃতাগসাপি লক্ষমিত্যাহ--রেণব ইতি। কিঞ্চিষমপরাধঃ পাপকুটং সংসারো বা তদ্বিষজ্বালাশচ শাস্তাঃ। কীদৃশঃ? খরীভূতাঃ। হে দেবাধিদেব! তেন হেতুনা তব নবং বপূরিদং বন্দে। কথন্তুতম্? রুচীনাং কাষ্ঠীনাং রুচিরতয়া জিতো নবতমালো যেন তং; আ সম্যক্ লক্ষমানা বনমালা যত্র তং; আয়তো আজাহু-

১৭। আরও, কাল নামক আপনার অপাঙ্গভঙ্গে ভঙ্গুর এই অর্থসম্পদ লাভে জ্ঞানের আচ্ছন্নতা হেতু আপনাকে যে জানতে পারছি না, তার হেতু পরমপূজনীয় আপনার মায়ার বিস্তৃত প্রভাবই জানতে হবে। হে মাধব! জরংকার প্রমুখ মুনিগণের পক্ষেও বা হস্তর সেই মায়ায় অতঃপর আর মাদৃশ জনদিকে পরম্পরা-গত মোহে নষ্টদৃষ্টি করানো আপনার পক্ষে উপযুক্ত কাজ হবে না।

১৮। হায় হায়, হে অধাসুর হস্তারক! হে অতি আশ্বাদনীয় চরিত! আমার অনুচর আপনার পিতাকে এখানে আনারূপ তাপকর কর্ম করে আমার অপকার করলেও বস্ততঃ উপকারই করেছে। আমার এ-অনুচর নিজেকে সুবুদ্ধিজন মনে করলেও এর বুদ্ধি লেশমাত্রও নেই।

১৯। (অহো পরমভূতং বস্ত আমি অপরাধী হয়েও পেলাম, তাই বলছি -) আপনার চরণকমল-ধূলি নীতিবিরুদ্ধ ভাবে দৃপ্ত আমার মস্তকের মুকুটমণি হল। আমার কঠিন অপরাধ ও তজ্জনিত বিবজ্বালা শাস্ত হয়ে গেল। অতএব হে দেবাধিদেব! কাস্তির রমণীয়তায় নবতমালজয়ী, আজানু লম্বিত বনমালাধারী, অতি-সুন্দর কমলদল নেত্র, সুবলিত উদরে শোভন, মহান্ তেজপুঞ্জস্বরূপ, আজানু লম্বিত সুবলিত ভুজযুগল বিশিষ্ট এবং কার্তিকজনক শিবা দি দেবতাবৃন্দ বন্দিত চরণকমল বিশিষ্ট আপনার অপূর্ব বপূর বন্দনা করছি।

২১। তদনু দমুজদমনং পুনর্জগাদ,—‘ভগবন্নুগৃহাণ, গৃহাণ যদ্রোচতে চ তে বস্তুষু মদীয়লোকরত্ন ভূতেষেতেষেতদখিলং তবৈব বৈ বহুনা কিমুক্তেন, বয়মপি তাবকা বর্দান তত এবাস্মাভিঃ সমুপচিতস্কৃত-
স্কৃতফলোদয়বশাদেব ক্ষণমাত্রমপি চ লঙ্কচরণপরিচরণঃ পিতাপি তাবদয়ং তে হস্তেহ রক্ষিতোহক্ষিতোষায়
ভবদবলোকনোথায় নোথায় বিরতো ভবতি ভবতি কুতোহভিলাষঃ। তথাপি ক্ষমাতাময়মপরাধোহপরাধোচিতদণ্ড-
ধর ধরণিতলালঙ্কার কিংবা ক্ষমাতৃত্ব ভূত্যাপরাধেন স্বামিনো দণ্ড ইতি মমোদ্রোহো দণ্ডো হ্যেব সমুচিতঃ’ ইতি
কুতাজ্জলি জলিতমদমতিক্রোড়িতমাত্রোড়িতমাকর্ষ্য পাশভূতো ভূতাদারকারুণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণো নিজগাদ ॥

২২। ‘পরিতুষ্টোহস্মি ভোশ্চরমদিগধীশ ধীশবলতাভাবেন ভাবেন তে, অখিলমেবৈতন্মে তন্মেহুরাশয়
দূরবর্তিনে মহ্যং কিং পুনর্দেয়ং ত্রয়োবাস্তু বাস্তুরয়ং মমৈব’ ইতি নিগত্ব মিতমমিতমধুরং ধুরন্ধরো মাধুর্যবতামথ

লস্বিনৌ বৃত্তৌ সুবলিতৌ দৌ বাহু যত্র তৎ; বাহুলেয়ঃ কার্তিকেয়ঃ ॥

২০। সকলসৌভাগ্যস্য পদং চরণকমলং ধাবয়ামাস ফালয়ামাস, সকলাপদং ধাবয়ামাস দ্রাবয়ামাস—‘ধাবু
গতিশুদ্ধোঃ ॥

২১। মদীয়লোকে রত্নভূতেষেতেষু বস্তুষু মধ্যে যদ্রোচতে, তদগৃহাণ। হস্ত অনুকম্পায়াম্। অকষ্টমেবেহ রক্ষিতঃ,
অক্ষিতোষায় ভবদবলোকনান্নিষ্ঠিতি যোহক্ষোস্তোষস্তদর্থম্। ভূত্যাপরাধে সতি স্বামিনঃ ক্ষমাতৃত্বা ক্ষমাদারণেন হেতুনা
দণ্ডঃ, যদি তু ভূত্যাং ন ক্ষমতে, স্বয়ং দণ্ডয়তোব, তদা স্বামী ন দণ্ডা ইত্যর্থঃ। সমুচিত ইত্যত্র ক্রিয়তামিত্যনুস্তিক্রিয়াজ্ঞাপন-
দোষ-প্রসক্তিভয়াং কুতাজ্জলি যথা শ্রাং, জলিতমদং জরা সঞ্জাতা অশ্রু জরিতো জলিতো মদো মত্ততা বেন তদ্ব্যথা
শ্রাত্বা, অতিক্রমীড়িতম্, আম্রোড়িতং দ্বিস্থিকৃতম্ ॥

২২। ধীশবলতা বুদ্ধেঃ শাবল্যং কবুরং মাণিত্বমিত্যর্থঃ। তত্র অভাবো যত্র তেন ভাবেন প্রেমণা। মেহুরাশয় !

২০। এইরূপ স্তব করে জলপতি বরুণ নিজ করকিশলয়ে অমল মধুগন্ধী জল নিয়ে সকল সৌভাগ্যের
ধাম চরণকমল ধুইয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে দূরিত্ব করে দিলেন সকল আপদ।

২১। অতঃপর পুনরায় দমুজদমনকে বললেন—‘ভগবন্, আমাকে অনুগ্রহ করুন, আর আমার এ-
লোকে রত্নভূত বস্তুর মধ্যে যা রুচিকর মনে হয় নিয়ে নিন্। এই অখিলবস্তু আপনারই—আর বেশী বলবারকি
আছে ? হে বর্দান ! আমরাও তো আপনারই, এ-হেতু আমাদের দ্বারা স্তুতভাবে কৃত পুঞ্জিকৃত স্কৃতির ফলো-
দয়বশে ক্ষণমাত্র হলেও এই ধীর চরণ-পরিচর্যা লাভ হয়েছে, সেই আপনার পিতাকেও-যে হায় এখানে কষ্টহীন-
ভাবে রাখা হয়েছে, তাও ভগবৎদর্শনে-যে নয়নের আনন্দ হয়, শুধু তার জনাই। ভগবৎ-দর্শনেচ্ছা উদয় হয়ে
অম্নি অম্নি নিবৃত্ত হয়ে যায় না,—পৃথিলাভই করে নেয়। তথাপি হে অপরাধোচিত দণ্ডধর ! হে ধরণি-
তলের অলঙ্কার ! আমার এ-অপরাধ ক্ষমা করুন। কিম্বা ‘ভূত্যের প্রতি ক্ষমা ধারণ করে থাকলে ভূতের অপরাধে
স্বামীর দণ্ড হয়’ এই শ্রায় অনুসারে আমার উদ্দণ্ড দণ্ডই সমুচিত’—এইরূপ দু-তিনবার উচ্চারিত, নষ্টগব-
কুতাজ্জলি বরুণের বিনীত বাক্য শুনে উদার করুণায় স্নিগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

২২। ‘হে পশ্চিমদিকপতি ! আপনার বুদ্ধি-মালিন্যশূণ্য প্রেমে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। হে স্নিগ্ধাশয় !
দূরবর্তী আমাকে পুনরায় কি দেওয়ার আছে, আপানরই থাকুক, এ ধরতো আমারই।’ অপরিমিতমধুর ভাবে

বিধায় পিতরমগ্নেসরমগ্নে সরহসো বিস্ময়স্ত স্ময়স্ত চ বর্তমানঃ সমাজগাম বৃজপুরং বৃজপুরন্দর-নন্দনঃ ॥

২৩। তদা প্রভূতভূতমঙ্গলকোলাহলোলমনসাং সহচরীণাং সহ চ রীণাং প্রমোদসুধাধারামুদ-বহন্তীনাং বিরহিসখীসমাখাসমাখাসরসতয়া জনয়ন্তীনাং নয়ন্তীনাং প্রেমপরিপাকং মহানুৎসাহো জাতঃ ॥

২৪। অথ বৃজপুরপুরন্দরেণাদরেণাদরেণাতিবিস্ময়তঃ পাশভূতঃ পুরঃ শ্রীরঞ্জীয়মাণমালিছা বন-মালিছাবনত্যাং চ লালিত্যাং চ স্তুতীনাং যদবলোকয়ামাসে, তদাননতো ননতোষতরলাস্তদখিলমাশ্রিত্য শ্রুত্যা-র্থ-মিব মূর্ত্তিমন্তমিমং তমিমে গোপা গোপায়িতারমখিলজগতো গতোহং মন্যমানা 'মানাতীতোহয়মীশ্বরঃ স্বয়মাশ্রনো ব্রহ্মাখ্যাং পরমহো মহোদারং কিমহো দর্শয়িষ্যতি' ইতি সৰ্বং যদি সঙ্কল্পকল্পকা বভূবুঃ, তদা তদাজ্জায় তেযাং মনোরথগতমথ মহাকারুণিকো নরাকারবপুব্রহ্ম ব্রহ্মতোহপ্যানন্দকন্দকমনীয়মিতি ব্যতিরেকেণ বোধয়িষ্যান্

২৫। শিখাশয়! পিতরমগ্নেসরং বিধায় সরহসঃ সরহস্তস্ত বিস্ময়স্ত স্ময়স্ত প্রকুরতায়াশ্চাগ্রে বর্তমানঃ সন্ সমাজগাম। তদাগমনানন্তরং ব্রজহানাং তাদৃশবিস্ময়প্রফুল্লতে সমাজগাতুরিত্যর্থঃ ॥

২৬। তদা সহচরীণাং মহানুৎসাহো জাতঃ, প্রথমং প্রভূতভূতঃ প্রচুরীভূতো যো মঙ্গলকোলাহলস্তেনোহঃ শ্রীকৃষ্ণাগমনবিতর্কস্তেন লোলমনসাং ততশ্চ জনসজ্বমুখাতদাগমনং নির্ধাৰ্য় সহ চ সাহিত্যেনৈব রীণাং ক্ষরিতাং প্রমোদ-সুধাধারামুৎকর্ষণে বহন্তীনাং ততশ্চ বিরহিণী যা সখী যুথেশা, তস্তাঃ সমাখাসমাশু আসরসতয়া জনয়ন্তীনাং যথাসৌ জায়তে, তথা কথয়ন্তীনামিত্যর্থঃ ॥

২৭। ব্রজপুরপুরন্দরেণ যদবলোকয়ামাসে, তদখিলং তদাননত আশ্রিত্য গোপা ইমং শ্রীকৃষ্ণমখিলজগতো গোপায়িতারমীশ্বরং মন্যমানাঃ 'কিময়ং ব্রহ্মাখ্যাং পরমহোহস্মান্ দর্শয়িষ্যতি' ইত্যেবং হৃদি সঙ্কল্পকল্পকা যদি বভূবুতদাহমীষাং ব্রহ্মাকার্যাং ধিবগায়া বৃত্তিং কারয়ামাসেত্যম্বয়ঃ। অদরেণ নির্ভয়েন। ন শ্রীরমাং ন স্বীকিরমাং মালিছং যয়া সা পুরঃ শ্রীঃ। আবনত্যাং বনতত্ত্বম্। ন নতোষতরলাঃ, অপি তু পরমগন্তীরা অপি তদাশ্রত্যানন্দচপলাঃ সন্তুঃ গতোহং গতবিতর্কং যথা স্তাত্তথা মন্যমানাঃ, মানাতীতো জ্ঞানাতীতো নিপরিমাণো বা পরমহঃ পরমতেজোময়ম্। মহাকারুণিক ইতি মুক্তি-

সংক্ষেপে একরূপ বলে অতঃপর মাধুর্যশালার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃজপুরনন্দন পিতাকে সম্মুখে করে সরহস্ত-বিস্ময় ও প্রফুল্লতার অগ্রভাগে অবস্থিত হয়ে (অর্থাৎ আগমনের পরই বৃজজ্বজনের তাদৃশ বিস্ময়াদির উদয় হল) বৃজপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

২৩। তখন চতুর্দিকে প্রচুর মঙ্গল কোলাহল উঠলে কৃষ্ণাগমন বিচারে চঞ্চলমনা, সকলের মনে একই সঙ্গে ক্ষরিত প্রমোদসুধাধারায় ভাসমানা, বিরহী যুথেশ্বরীদের শীঘ্র সরসতা পূর্বক আশ্বাসন সম্পাদনে ও প্রেমপরিপাক দশায় পৌঁছানে রতা সখীদের মনে মহান্ উৎসাহের উদয় হল।

ব্রজবাসিদের কৃষ্ণে ভগবতা জ্ঞান ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার :

২৪। বৃজপুরপুরন্দর নির্ভয়ে আদরে অতি বিস্মিত ভাবে বরুণলোকের মালিন্য রহিত শোভা এবং বনমালী সম্বন্ধে বরুণের অবনত ও স্তুতির লালিত্য যা দেখেছিলেন, সেই অখিল বিষয় তাঁর মুখে শুনে পরম-গন্তীর হয়েও আনন্দ চঞ্চল মন। গোপগণ মূর্ত্তিমন্ত শ্রুতির অর্থের মতো এই কৃষ্ণকে নিঃসন্দেহভাবে অখিল জগতের ঈশ্বর মনে করলেন। এইরূপ মনোভাবে তাঁরা যদি সঙ্কল্প-কল্পনা করতে লাগলেন—'অহো জ্ঞানাতীত

২৫। অপর সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মব্রাহ্মণ্যকারে সবিশেষভাবে না থাকায় গোপগণের নিজহাতে লালনে কৃষ্ণের মুখে আনন্দ এবং অলালনে নিরানন্দ দেখা গেল না। এত গোপগণের পূর্বসিদ্ধ অমৃতবের বিঘ্ন হওয়াতে তাঁদের মনে ব্যথার মতো ভাব যদি উদয় হয়, তখন সেই ব্যথাজনিত করুণায় কাতর কৃষ্ণ সেই ব্রহ্মাকার বস্তু থেকে তাঁদের বের করে এনে পুনরায় অনাচ্ছাদিতমঙ্গলময়-বহুতর আনন্দের সমৃদ্ধি কারক, কোথাও কখনও যা সঙ্কুচিত হয় না সেই বৈকুণ্ঠ নামক পরম স্বলোক দর্শন করালেন। পুঞ্জীভূত প্রশয়বস্ত্র এই নিজ জনদের মুক্তি রক্ষাস্বরূপ জঠর হাঁড়িতে আবদ্ধ করেও অমৃত অবস্থায় বের করে এনে যন সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন, এইরূপ নিজজনদের তিনি কখনও মুক্তিগ্রহের ফের স্বীকারকারী জনের মতো অবস্থায় ফেলেন না। (তাঁদের ক্ষেত্রে কখনও যে কিঞ্চিৎ স্পর্শমাত্র দেখা যায় তা সেই ভক্তদের অনুরোধেই)।

২৬। ততশ্চ সমাধিতঃ সমুখিতা ইব তমথ মূর্তং ব্রহ্মানন্দমিব সমালোক্যতমমালোক্য তমসঃ পরং
পরং প্রমোদমাপুরমী পুরমীমাংসকাঃ সন্তঃ কিমপি বিষয়ীকত্বং ন শকুবন্তি স্ম ॥

২৭। ক্ষণমাত্র এব ব্রহ্মকৈবল্যাং বলাং চ বৈকুণ্ঠস্থমভুভবন্তো ভবন্তো যুগসহস্রমিব মত্তমানা গুমানা
ইব বভূবুনিখিলসৌভগবতো ভগবতো মুখানবলোকেন, নবলোকেন পুনন্তেন তেষামানন্দং বর্দ্ধয়িতুং বর্দ্ধয়িতুং চ
পরিতাপং পুনন্তদপি বৈকুণ্ঠং কুণ্ঠং চকার কারণরসবিগ্রহো ভগবান্ ॥

২৮। তদনন্তরং তরঙ্গিতমহা মহানন্দমিব তঃ শ্রীকৃষ্ণং বিলোকয়ন্তো বভূবুরেতে । এতেন ব্রহ্মাব্রহ্ম-
স্বরূপ-স্বলোকসায়ুজ্যায়ুজ্যমানতাভ্যামপি তদলৌকিকলৌকিকলীলাবর্ণাদিক-পরিশীলনমেব পরমরমনীয়মিতি
সিদ্ধান্তঃ ॥

ছানুরোধাৎ । তান্ কিয়ন্তু কালমেব তৎস্পৃষ্টান্ করোতীতি । অতএবোক্তম্—(ভাঃ ১০।৮৭।২১—শ্রীশ্রীম-টীকাধৃত
শ্রীসর্বজ্ঞমুনিবাক্যে) “মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃৎবা ভগবন্তং ভজন্তে” ইতি । ন পিহিতমাচ্ছাদিতং হিতং যত্র তদা-
নন্দস্য নন্দকং সমৃদ্ধিকরম্ ॥

২৬। সমালোক্যতমমতিশয়েন দর্শনীয়ং তং বৈকুণ্ঠং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্ । পরমং প্রমোদমাপুরিতি মুক্তিযাতু-
ধানীজঠরতো নিজ্ঞান্তানাং তেষাং তেনাপি সঙ্কক্ষণপ্রাপ্তেঃ । ততশ্চ পুরসা নিজগোষ্ঠ-বসতের্মীমাংসকাঃ বিমর্শকাঃ সন্তঃ
কিমপি বৈকুণ্ঠীয়ং বস্ত্র বিষয়ীকত্বং দ্রষ্টুং শ্রোতুং স্পৃষ্টুং ভ্রাতুং বা ন শকুবন্তি স্ম ॥

২৭। তত্র হেতুমধুরনরলীলাময়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যাদর্শনমেবেত্যাহ,—ক্ষণমাত্র এবেতি । বলাং বলাহং কৈবল্যাৎ-
বলবদিত্যর্থঃ, গুমানা ইব নিতরামমানান্তঃস্বথবঞ্চনাদনাদৃতা দীনা ইব । ততস্তদপি বৈকুণ্ঠং কুণ্ঠং চকার, ব্রজবাসিনাম-
সারস্যাপাতাং, ততোহপি তান্ নিজ্ঞাময়ামাসেত্যর্থঃ । কিমর্থম্ ? নবলোকেন নবীনস্বাবলোকেন; যদা নিত্যনবোষো

২৬। এতে সমাধি থেকে সমুখিতের মতো তাঁরা অতঃপর মূর্ত ব্রহ্মানন্দের মতো অতিশয় দর্শনীয়
প্রকৃতির উর্ধ্ব অবস্থিত সেই বৈকুণ্ঠ দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করলেন । কিন্তু এঁরা নিজগোষ্ঠ বসতি সম্বন্ধে
মনস্তির করে নিয়েছেন, তাই বিমর্শ হয়ে বৈকুণ্ঠের কোন বস্তুই পারলেন না-দেখতে, না-শুনতে, না স্পর্শ
করতে, না-ভ্রাণ নিতে ।

২৭। (এর কারণ মধুর লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনই । তাই বলা হচ্ছে—ক্ষণমাত্র এবেতি ।) সায়ুজ্য-
মুক্তি এবং তার থেকেও অধিক বৈকুণ্ঠস্থ অমুভব করতে থাকলেও নিখিল পরাক্রমশালী মাধুর্যের মূর্তি
শ্রীকৃষ্ণের মুখ অদর্শনে তাঁদের ক্ষণমাত্র যুগসহস্রের মতো মনে হতে লাগল । সেই স্থখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার
দরুণ অনাদৃত দীনের মতো হয়ে পড়লেন তাঁরা । পুনরায় সেই নিজের নবীন দর্শনের দ্বারা তাঁদের আনন্দ
বাড়াবার জন্ত ও পরিতাপ নিবৃত্তি করে দেওয়ার জন্ত সর্বকারণকারণ রসময় বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায়
সেই বৈকুণ্ঠকেও তাঁদের নিকট অমুজ্জল করে দিলেন, ওতে অসার বুদ্ধি জন্মিয়ে ।

২৮। অতঃপর ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে তরঙ্গিত ঔজ্জল্যে ভরে গেলেন—পরমানন্দের
সীমা প্রাপ্ত হলেন । এর থেকে সিদ্ধান্তিত হচ্ছে যে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠে যথাক্রমে সায়ুজ্য ও যুজ্য-
মানতা (সংযোজন) এ-দুয়ের থেকেও শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লৌকিক লীলাবর্ণাদির অমুশীলনই পরমরমনীয় ।

২৯। স এবং হি বংহিষ্ঠমহিমা ন হি মানবস্তিরপি বিতর্ককৃতকুলকর্কশকশ্মলমতিভিবেদিতুং শৃশকো
 হৃশকো হৃশীলৈরনুসন্ধাতুমপি, যঃ খলু লীলারিঙ্গদপাঙ্গতরঙ্গতরলিম-মাত্রৈণৈব প্রযুক্ত্য সাযুক্ত্যসাধৌঃশ্রুতমথ
 ততোহতিদুর্ঘটঘটনবিঘটনবিধিনা নিষ্কাশয়ামাস কিমশক্যং তস্মা লীলাশক্তিরিতি ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে ব্রহ্মলোকদর্শনো

নাম ষোড়শঃ স্তবকঃ ॥ ১৬ ॥

— ॥ ★ ॥ —

লোকে। গোকুলাধ্যাত্তেন। পরিতাপঞ্চ বধং যিতুং ছেদয়িতুং। নহেতস্য কুতস্তথা শক্তিঃ? তত্রাহ— কারণভূতশ্চ রসময়শ্চ
 বিগ্রহো যস্য সঃ, তথা কর্তৃমকর্তৃমন্তথাকর্তৃঞ্চ সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥

২৮। ব্রহ্ম চ ব্রহ্মভূতঃ স্বলোকা বৈকুণ্ঠশ্চ ত্যোর্থ্যথা ক্রমেণ সাযুক্ত্যঞ্চ যুক্ত্যমানতা চ তাভ্যামপি; অতএব (ভাঃ
 ১০।২৮।১৭) “তে তু ব্রহ্মহৃদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদয়তঃ” ইত্যাদেস্তাৎপর্ষার্থমুদঘাটয়দ্বিঃ শ্রীমজ্জপগোষামিচরণৈরুক্তম্—
 (শ্রীসুবমালা, ছন্দোহষ্টাদশকম্ ২৯) “লোকে রমাঃ কোংপি বৃন্দাটবীতো, নাস্তি কাপীত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গম্। বৈকুণ্ঠং যঃ
 স্পৃষ্ট সন্দর্শ্য ভূয়ো, গোষ্ঠং নিস্তে পাতু স ত্বাং মুকুন্দঃ ॥” ইতি।

২৯। মানবস্তিরপি জ্ঞানবস্তিরপি। অত্র স্তবকদ্বয়োক্তলীলাসময়-ক্রমো বৈষ্ণবতোষণী-দৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ো যথা কার্তিক
 জ্ঞামাবাস্তায়াং কর্মবাদোথাপনেন ইন্দ্রমথভঙ্গঃ, তচ্ছুরুপ্রতিপদি গোবর্ধনমণোংসবঃ, দ্বিতীয়ায়াং যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-
 ভোজনোংসবঃ, তৃতীয়ায়াং নবমীপর্ষন্ত গোবর্ধনমহারণম্, দশমায়াং গোপানাং বিস্ময়কথাবাহুল্যম্, একাদশ্যাং
 গোবিন্দাভিষেকঃ, দ্বাদশ্যাং বরুণলোকগমনম্, পৌর্ণমাস্যাং ব্রহ্মলোকদর্শনমিতি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তমাং ষোড়শস্তবকসঙ্গমম্ ॥ ১৬ ॥

— ॥ ★ ॥ —

২৯। শ্রীকৃষ্ণের একরূপ সন্দেহাতীত বহুতভারী ঐশ্বর্য বিতর্ক-কৃতক জালে কর্কশ ও মলিনবুদ্ধি জ্ঞানি-
 গণেরও জ্ঞানবার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। হৃঃশীল জনের তে অনুসন্ধান করবারই সামর্থ্য নেই। ইনি লীলায়
 ঘূর্ণায়মান্ অপাঙ্গতরঙ্গভঙ্গমাত্রেই শ্রেষ্ঠ সাযুক্ত্যমুক্তি প্রয়োগ করে অতঃপর তার থেকে অতি দুর্ঘট-ঘটন
 বিঘটন বিধিতে বের করে নিয়ে এলেন ব্রজবাসিদের। তাঁর লীলাশক্তির অশক্য কি আছে।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা

বিস্তারে ব্রহ্মলোক দর্শন নামক

ষোড়শ স্তবক।

— ॥ ★ ॥ —

সপ্তদশঃ স্তবকঃ



১। অথ চতুর্মুখসর্বগবর্গরিমখণ্ডনানন্তরমনন্তরমদমদকলকন্দর্পদর্পদমনায়, নিজমুরলিকালিকান্ত-
শিক্ষাপরীক্ষাপরীষ্টয়ে চ ভুজযুগলেন যুগপদনেকরমণীরমণীয়-পরিরন্তায় কাত্যায়ন্যুপাসনাসনাতনানাং কুমারী-
ণামারীণামমৃতধারামিব নবানুরাগরসলহরিকামকামবৃংহিতাং হিতাং সমকালমকালপাকেন কেনচিদিচ্ছাবিশেষণা-

সপ্তদশঃ স্তবকঃ

অয়ততুল মাধুর্ষ বর্ষিণী বিশ্বহর্ষিণী।

লক্ষীসন্তর্পিণী রাসক্ৰীড়া গোপীপ্রকর্ষিণী।

শুভ্রাংগবেগুনিদ-প্রমদাভিসার কুটাভিদান-বিরহাধিবিষাদবাচঃ।

কান্তগ্রসাদন-বিহার-তিরোহিতানি বর্ণ্যানি সপ্তদশকে স্তবকে ক্রমেণ।

১। অথ বনসীঃ সীমন্তং সীমন্ততুলাং বর্জ আশ্রিতা ভগবান্ প্রদোষে সময়ে স্বযোগমায়ামখিলেষ্ণু কার্ঘ্যে
তদুপযোগিষ্ণু নিয়োজ্য বন্তং মনশ্চক্ৰ ইত্যম্বয়ঃ। তত্র চত্বারি প্রয়োজনানি চকারত্বেনানুযজিকমুখ্যাত্মাভ্যাং দিশো দিশো
বিভজ্য ক্রমেণ নিবধ্নাতি, অনন্তরেন নিশ্ছিদ্রেন নিবিড়েন নিরবধিনা বা মদেন মদকলো মত্তো যঃ কন্দর্পস্ত দর্পদমনায়
যথা ‘অহং পরমেষ্ঠী মহেশ্বর্ষানিমং মোহয়ামি’ ইতি প্রাকৃতজগদৈশ্বর্যমন্তস্ত চতুর্মুখস্ত মদং চিদানন্দধননিজাচিত্যামহৈ-
শ্বর্ষাবিস্কারেণ ব্যাধুয়ং, তথৈব ‘অহমেব শৃঙ্গাররসময়ো ধীরললিতো বিশ্বমেব মোহয়ামি’ ইত্যাত্মমদং কন্দর্পমপি নিজ-
রাসাদিবিলাসদর্শনেন (ভা० ১০।৩২।২) “সাক্ষান্নানুধমন্নাথঃ” ইতি ব্রহ্মাণমিব তমপি সংমোহেব গর্ব-পর্বতাদবরোহয়ামাদৈ-
বেত্যর্থঃ। নিজা মুরলিকৈব আলিকাংকুস্পিতসখী তস্তাঃ সকাশাত্তয়া বা আভা গৃহীতা যা শিক্ষা তস্তাঃ পরীক্ষা-
পরীষ্টয়ে প্রাকাম্যায়ঃ, “পরীষ্টঃ পরিচর্চয়াং প্রাকাম্যেহ্ষেষণে স্ত্রিয়াম্” ইতি মেদিনী। যথেষ্ট-পরীক্ষার্থমিত্যর্থঃ। ভুজযুগং
যৌতি মিশ্রয়তি যদগলং তেন (পা० বার্তিকং ৩১৬০) “মিতদ্বাদিত্য উপসংখ্যানম্” ইতি ডুঃ। কাত্যায়ন্যুপাসনমেব আ-
সম্যক্ সনাতনং নিত্যং যাসাং তাসাং বিশেষোপচারময়মাসমাত্রাচনব্রতং সমাপ্যাপি নিত্যং তামুপাসীনানামিত্যর্থঃ।
আরীণাং সম্যক্ ক্ষরন্তীং ন কামেন বৃংহিতাং কান্তমুখতাংপঞ্চকন্ধ্যাং প্রেমগৈবেত্যর্থঃ। হিতাং স্বীকারোচিতাম্ সমকালং

সপ্তদশ স্তবক

রাসলীলা :

রমণেচ্ছার কারণ :

১। অতঃপর ব্রহ্মাদি সকল দেবতাবৃন্দের গর্বভার খণ্ডন করবার পর নিরবধি মদে প্রমত্ত কন্দর্পের
দর্প দমন করবার জন্য, নিজ প্রতাপালিত মুরলী সখী থেকে গৃহীত শিক্ষা যথেষ্ট পরীক্ষার জন্ত এবং হু ভুজ-
বেষ্টনীর মধ্যে যুগপৎ অনেক রমণী আলিঙ্গনার্থে অপতিতভাবে নিত্য কাত্যায়নী উপাসনাপরা কুমারীদের
নবানুরাগরসলহরী যা নিঃশেষে চ্যুত অমৃতধারার মতো, কামে নয় প্রেমে পরিপুষ্ট আর কৃষ্ণের পূর্ব অঙ্গীকারের

শেষেগানুমোদয়িতুং চ সময়ে (ভা০১০১২২।২৭) “ময়েমা রংসুথ ক্ষপা” ইতি মনীষিতবহুতরজনৌ রজনীরেকান্ত-
দীর্ঘা নির্মাতা, মাতাপিত্রোরপি পূর্বপূর্ব নিশানিশান্তাবস্থানপ্রত্যয়ং প্রত্যয়ং ভগবান্ কৃতশক্তিনিক্ষেপোহ-
ক্ষেপোদারসারসাধুতয়া ধুতয়া লোকাপেক্ষ্যাক্ষ্যামোদো বনসীমসীমন্তুমাশ্রিত্য প্রদোষে বিরাজমানো মানোজ্বলাঃ
সঙ্কলিত সঙ্কলিত-শারদগণরাত্রদেবতা বতাগ্রে মৃতিমতীরাষ্ট্রাপ্রতীক্ষণক্ষণবতীরালোকা সকলাঃ সকলাঃ সত্যো
ভবত্যো ভবস্থিতি নিগত চ বিশেষরহশ্চিকীর্ষিতকৈলিকলাকলাপস্থানিয়োজিত-সর্বাধ্যক্ষতয়াক্ষতয়া ভগবতীং
স্বযোগমায়াসরহিতামখিলকার্ষ্যে নিয়োজ্য রন্তুং মনশ্চক্রে ॥

পরোচ্যাস-সন্তোগাদেস্তল্য-কালমেব । ননু তাঃ কনীরস্তো বিচিত্রনাট্যাগান-বৈদক্ষ্য ঐগাঢ়সন্তোগযোগ্যতাবত্যাঃ সহ-
সৈব কথমভুবন্ ? তত্রাহ—অকালেহপি পাকো যস্মাতেন তদীয়েচ্ছাশক্তেঃ কিমশক্যামিতি ভাবঃ । মনীষিতস্য বুদ্ধিবিসয়স্য
রাসাদিবিলাসস্য বহুতরা জনিরূপত্বিধীন্ তা রজনী রাত্রিরেকান্ততো দীর্ঘা ব্রহ্মরাত্রিকলা নির্মাতা । তন্মন্তোহয়ম্ ।
অক্ষেপা বিক্ষেপরহিতোদারো মহতী সারা শ্রেষ্ঠা যা সাধুতা তয়া পূর্বপূর্বনিশানিবিশান্তাবস্থান-প্রত্যয়ং সুবশয়ায়
ময়া শায়িতঃ পুত্রঃ সূতেনৈব নিদ্রাতীতি গৃহস্থিতিপ্রতীতিং প্রতি কৃতঃ শক্তিনিক্ষেপো যেন সং, যতোহয়ং ভগবান্
লোকদ্ব্যাপেক্ষ্য ধুতয়া ধুতিতয়া সত্যা অক্ষয় আমোদো যস্য সং; তত্ত্বজ্ঞম্—(শ্রীমদ্বিজলনীলমণৌ নান্যকভেদ-প্র০১৭)
“রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মম্” ইত্যাদি । প্রকৃষ্টা দোষা রাত্রির্ঘন্যাতপাভূতে প্রদোষে সময়ে সঙ্কলিতাঃ সম্যক্ কল্পবদাচরিতাশ্চ
তাঃ সঙ্কলিতাঃ প্রতিজ্ঞাতাঃ শারদ্যশ্চেতি যা গণরাত্রদেবতা বহুরাত্র্যধিষ্ঠাত্রীয়া আলোক্য “গণরাত্রং নিশা বহ্যঃ”
ইত্যমরঃ । ইয়মুৎপুটৈকৈব জেয়া, বস্তুতস্ত যদি সকলা এব রজতঃ পূর্ণচন্দ্রা বিলাসবহলা অতিদীর্ঘাঃ সন্তবেযুত্তদৈব মে
বিচিত্ররাসাদিবিলাসঃ সিধ্যোদিতি যদৈব তদিচ্ছা সমজনি, তদৈব তস্য সত্যসঙ্কল্পজ্ঞাতান্তথাভূতা বভূবুরিতি । যোগমায়া
নিয়োজনমপ্যেবং জেয়ম্ । রহো রহস্যং তস্য চিকীঃ কর্তুমিচ্ছুঃ, সন্নন্তাং কিপ । অনিয়োজিত-সর্বাধ্যক্ষতয়া নিয়োগং
বিনাপ্যভিপ্ৰায়জ্ঞানাদেব যা সর্বাধ্যক্ষতা তয়া আয়াসরহিতাম্ ॥

সমুচিত, তা রাধাদি সহ রাসলীলার সমকালে অকালে প্রেমপাকানো কোনও ইচ্ছাশক্তি বিশেষের দ্বারা অশেষ
ভাবে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার রত্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ‘আগামৌ রাত্রি সকল আমার সঙ্গে বিহার করে’ এই
রূপ মনোবিষয়ের বহুতর উৎপত্তি স্থল রাত্রিকে ব্রহ্মরাত্রি তুল্য দীর্ঘ করে নিলেন যথা সময়ে । পূর্বপূর্ব রাত্রির
মতোই আজও গৃহেই অবস্থান করছে কন্ঠাগণ মাতাপিতার অন্তরে এই যে বিশ্বাস তাতে শক্তি আধান কর-
লেন ভগবান্ অর্থাৎ বিশ্বাসটিকে সূদৃঢ় করলেন । যেহেতু, তিনি ভগবান্ তাই ইহকাল পরকালের অপেক্ষা
ছেড়ে দিয়ে অক্ষয় আমোদে মত্ত হয়ে বনদেশের মধ্যভাগ আশ্রয় করে বিরজমান্ হলেন রাত্রিশোভন প্রদোষ-
কালে । সম্মানে উজ্জ্বলা, পরিপূর্ণভাবে কল্পং আচরণকারী, অঙ্গীকৃত পূর্ণিমা রাত্রিসমূহের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতাগণকে সম্মুখে মৃতিমন্ত হয়ে আষ্ট্রার প্রতিক্ষায় হায় হায় সহর্ষে দণ্ডায়মান্ দেখে বললেন—আপনারা
সকল নিপুনতা সহ প্রস্তুত হয়ে যান । তাঁদের এই কথা বলে বিশেষ রগেলীলা করতে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ অভিলষিত
কৈলিকলা সমূহের অনিয়োজিতা (নিয়োগ বিনাই অভিপ্ৰায় জেনে সর্বাধ্যক্ষতা) অবিসম্বাদি সর্বাধ্যক্ষতা গুণে
আয়াস রহিতা ভগবতী যোগমায়াকে অখিল কার্যে নিয়োগ করে রমণ করতে ইচ্ছা করলেন ।

২। অথ তাস্চ নিশা নিশাতমহসো মহসৌষুম্যমাগসুরভিসুরভি-নিদাঘ-শরৎকালীন-শোভা বহুশো ভাবহুলতয়াহপরিমিতা অপরিমিতা অভবন্ । ত্রয়াণামেব ঋতুনামনূনামনূতমাং কুসুমাদিশ্রিয়ং চ শিশ্রিয়ুঃ ॥

৩। তথাহি—হরিতি হরিতি হারা পূর্ণয়ন্ কর্ণযোদং, মদকলকলকণ্ঠীকণ্ঠাদো জজৃন্তে ।

সুমধুর-মধু-রাজস্বাধবৌগন্ধবন্ধু-,গতিমতনুত মন্দশ্চান্দনো বন্ধবাহঃ ॥

৪। কুসুমকুলমফুল্লং মল্লিকাবল্লিকানাং, মদমধুপযুবানোহলঙ্কতা ঐক্যতেন ।

উপরি পবিপিবন্তো বাদয়ন্তে স্ম শঙ্খা-,নিব নিবিড়নিদাঘ-জীবিহারোৎসবস্ত ॥

৫। কিঞ্চ, সরসি সরসি সারং সারমামোদমায়ু-,মদকলকলহংসাঃ সালসাঃ সারসাস্চ ।

বিকচকুমুদিনীনাং মণ্ডলে গন্ধলুকা, ব্যধিবত রতিকেলিং চঞ্চলাশ্চঞ্চরীকাঃ ॥

২। নিতারং শান্তং সুখময়ং মহো যাসাং তাঃ; মহেনোৎসবেন সৌবর্ষমাণা অতিশয়েনোৎপত্তমানাশ্চ তাঃ সুরভয়ো মনোজ্ঞাশ্চ যাঃ সুরভিনিদাঘ-শরৎকালীনাঃ শোভাস্তাসাং বহুশো ভুরিশো ভাবহুলতয়া প্রকাশবাহুল্যোনাংপরি-মিতাঃ পরিমাণ শূন্যঃ; “মনোজ্ঞে চ সুগন্ধো চ বাচ্যবৎ সুরভি ন্বতম্” ইতি বিশ্বঃ; “বসন্তে পুষ্পসময়ঃ সুরভিঃ” ইত্যমরঃ । ন বিঘতে পরি সর্বতোভাবেন মিতমুপমা যাসাং তাঃ । অহু অনন্তরমূতমাং কুসুমাদিসমৃদ্ধিঞ্চ শিশ্রিয়ুঃ শ্রিতবত্যঃ;কীদৃশীম্ ? অনূনাং ন উনাং সম্পূর্ণমিত্যর্থঃ ॥

৩। তামেবৈকৈকেন পণ্ডেন ক্রমাদবর্ণয়তি—হরিতি হরিতি, দিশি দিশি ॥

৪। মল্লিকাবল্লীনামফুল্লমবিকসিতমেব কুসুমকুলং পরিপিবন্তো মদমধুপযুবানঃ শঙ্খানিব বাদয়ন্তে স্ম । অত্র দাষ্টান্তিকে কোরকাণাং পানম্, দৃষ্টান্তে চ শঙ্খানাম্ । অগ্রভাগে মুখং বিহস্য বাদনং মত্ততা-ব্যঙ্গকম্ ॥

৫। সারং সারং স্তথা স্তথা, আমোদং হর্ষম্ ॥

রাসরজনীর শোভা :

২। অতঃপর সেই সকল রাত্রি হয়ে উঠল অতি সুখময় উজ্জলতা-ভরা, আমোদে অতি উচ্ছলিত হয়ে উঠছে এমন ও মনোজ্ঞ বসন্ত-গ্রীষ্ম-শরৎকালীন শোভার বহুতর প্রকাশ-বাহুল্যে পরিমাণশূন্য, সর্বতো ভাবে উপমারহিতা এবং অনন্তর এই তিন ঋতুরই উত্তম কুসুমাদিতে সম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধিমতী ।

৩। তথা হি—দিকে দিকে মনোহর মধুর অফুট ধ্বনিকারী কোকিলের কণ্ঠনাদ কর্ণের আমোদ পূর্ণ করতে করতে প্রকাশিত হল । সুমধুর মধুতে ভরপুর মাধবীর গন্ধের বন্ধু মলয়ানিল মন্দ মন্দ বইতে লাগল ।

৪। মল্লিকা লতার উপরিভাগ অলঙ্কৃত করে ঝঙ্কারের সহিত বিরাজমান মত্ত মধুপযুবাশ্রেণী অবিক-সিত কুসুমনিবহ আবেশে পান করতে করতে যেন নিবিড় নিদাঘ শোভা-বিহারোৎসবের শঙ্খধ্বনি করতে লাগল ।

৫। আরও, মদমত্ত কলহংসশ্রেণী ও সালস সারসশ্রেণী সরোবরে সরোবরে সাঁতারাতে সাঁতারাতে আমোদিত হতে লাগল । গন্ধলুকা চঞ্চল ভ্রমরকুল প্রস্ফুটিত কমলঝাড়ে রতিকেলি করে বেড়াতে লাগল ।

৬। অথ সেবাসময় সময়মানাদরোহদরোচ্ছলং-কিরণঃ সমুদ্রিয়ায় তুহিনকিরণঃ। স চ প্রথমং কোপা-
রুণমুখকমলায়াঃ কমলায়াঃ কপোলপোলকঃ কনকতাটঙ্ক ইব যুবজনহৃৎপটরঙ্গকুণ্ডবলয় ইবানঙ্গরঙ্গরঞ্জকস্ত্রা,
নভঃ-কুণ্ডতাণ্ডবিতা রসময়সময়নিশ্চয়ঘটিকা। ঘটকাপাত্রীব তাত্রযয়ী, ভগবদ্দিদৃক্ষ্যাকয়ামোদং পীতন-পীত-
নবকান্তিকন্দলীকমুখং মুখং হরিহরিদঙ্গনায়া ইব, কমলপরাগরাগপিঞ্জরো রাজহংস ইব পূর্ব দিক্‌সরসঃ, তৎকাল-
কালপুরুষমথ্যমানগনদধুদধুদিতো নবনীতপিণ্ড ইব সিতপটমগুপ ইব রশ্মিরশ্মিবিভানিত ঋতুরাজস্ত্রা, ভগদণ্ড-
মগুপস্থ-নভোবিতঙ্কস্ত্রা বিটঙ্কস্ত্রা সমেধবলধবলপারাবত ইব, অবিকলকলঙ্কগঙ্কিত-তাম্বুলপ্রতিবিস্মঃ ক্ষটিকসম্পূট-

৬। কোপেতি—মানিষ্ঠাঃ কমলায়া লক্ষ্ম্যাঃ কপোলে পোলকঃ ক্ষীত ইত্যর্থঃ।—‘পুল মহেশ্বে’। কনক তাটঙ্কঃ
স্বর্ণকুণ্ডলং স্বস্ত্র পীতিমা গণ্ডস্তারুণিমা মিলিতস্ত্র পীতরক্তস্ত্র মণ্ডলাকৃতেন্তস্ত্রোচ্ছলস্ত্র সাক্ষপ্যম্। তস্ত্র কামোদীপকত্বমাহ
—যুবজনেতি। মধ্যাগগনক্রিমিষয়া তস্ত্রোদয়হানায় কিঞ্চিচ্চলনমালক্ষ্যাহ—নভ এব কুণ্ডং তত্র তাণ্ডবিতং চলনবিশেষো
যষ্ঠাঃ সা, রসময়স্ত্র স্নিগ্ধস্ত্র সময়স্ত্র নিশ্চয়ং ঘটয়তীতি সা ঘটিকা-পাত্রী দণ্ডপ্রহারাদিপ্রমাত্রী, অনেন যুবজনসংপ্রয়োগাদি-
মনোরথসাধকত্বমুক্তম্। ততোহপি কিঞ্চিচ্চলনে ত্যক্তারুণাণ্ডগত্ব তস্ত্র পীতিমানমালক্ষ্যাহ—হরিরিক্তস্ত্রা দিগেবাঙ্গনা
তস্য মুখং ভগবতো দিদৃক্ষ্যৌমুখমূলতাগ্রমিব পীতেনেন কুঙ্কুমেণ পীতা নবা কান্তিকন্দলী যত্র তৎ। অনেন তস্য প্রাণ-
ভাবকারণমপি সূচিতম্, ভগবতঃ পরাদনা-সমাকর্ষকত্বগুণনিদর্শকত্বঞ্চোক্তম্॥

অথ তদৈব নক্ষত্রমণ্ডলীং প্রকটোদয়াং শরৎকালীনত্বেন পূর্বাদিশোহপি স্বচ্ছতামালক্ষ্যাহ—কমলপরাগেতি।
কমলেতি প্রথমাতিশয়োক্ত্যা নক্ষত্রগুজানি, ব্রজবিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি রাধাচর্যাদি স্বপ্রেয়সীগণকুচকুঙ্কম-পিঞ্জরিতত্যা-
পাদক-ভাববিহার-শুভহৃৎকত্বমপ্যুদ্ভাতম্। ক্ষণান্তরে চ তমদৃষ্টচরমিচ্ছালাদময় শুদ্ধশ্চেতি মধুরং স্বকান্ত্যা চ স্বেতীকৃতগগন-
মালক্ষ্য সচমৎকারমসৌ বর্ণিতলক্ষণশ্চন্দ্রো ন ভবতি, কিন্‌হস্যান্ত এবোত্থ্যংপ্রেক্ষতে। তৎকালেন শীত্রেণৈব কাল এব
পুরুষন্তেন মথ্যমানং গগনমেব দধুদধিত্ত্বাদিতোহভ্যুদগতো নবনীতপিণ্ড ইবেত্যন্তবহিঃস্নেহময়ত্বেন লব্বিষ্যাসস্য
বিরহিণীজনস্যাপি দিদৃক্ষ্যণীয়ত্বম্। ততশ্চ বিরহিণীভিঃ সূর্যস্যৈব হৃৎসহতেজস্বেন কুঙ্কিতনেত্রতয়া দৃশ্যমানস্য তস্য
কিরণানাং রঞ্জুপমত্বমালক্ষ্যাহ—সিতপটেতি। রশ্ময়ঃ কিরণা এব রশ্ময়ো রজ্জ্ববৈত্ত্বিভানিতো বিস্তারিত ঋতুরাজস্য
বসন্তস্য তত্র শরদি তস্যাপি সন্ধ্যাং। কান্তসমুদ্ভূতভিত্ত সম্পূর্ণনেত্রতয়া দৃশ্যমানস্য তস্য তৎকীড়োপকরণায়মানত্বমেব-

৬। অতঃপর সেবা-সময়োচিত মর্যাদার সহিত অতি উচ্ছল কিরণময়চন্দ্রমা উদিত হইল। প্রথমে
দেখতে হইল কোপারুণ মুখকমলা লক্ষ্মীদেবীর গণ্ডে দোতুল্যমান পীতরক্তাভ মণ্ডলাকৃতি কনককুণ্ডলের মতো।
অতঃপর ক্রমশঃ—অনঙ্গরূপ রঞ্জকের যুবজনহৃৎবস্ত্র রাঙ্গাবার কুণ্ডবলয়ের মতো, আকাশকুণ্ডে নর্তিতা রসময়
সময় নিকপণকারী তামার স্বভীর মতো, (লালিমা ভাব একটু কেটে গেলে) ভগবানের দর্শনেচ্ছায় উদগত
অঙ্কুরের কান্তিসম নবপীতকান্তিপ্রবাহযুক্ত ও অক্ষয় আনন্দময় দিক্রূপ ইন্দ্রপত্নীর মুখের মতো, (অতঃপর
নক্ষত্রমণ্ডলী ভালভাবে উঠে গেলে শরতের স্বচ্ছ আকাশ লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে পূর্বদিক্রূপ সরোবরের বুকে
সঞ্চরণশীল কমলপরাগ-রাগে পীত রাজহংসের মতো, টক্ করে দেখতে হয়ে গেল—কালপুরুষের দ্বারা মথ্য-
মান দধিসাগরোথ নবনীত পীণ্ডের মতো, (সূর্যতেজের মতো হৃৎসহ বিরহতেজে কুঙ্কিত নেত্রের দর্শন) কিরণ-
রূপ রজ্জুদ্বারা বিস্তারিত ঋতুরাজের শুভ্রবস্ত্রমণ্ডলের মতো, (কান্ত সমুদ্ভূতগণের দ্বারা সম্পূর্ণ খোলা চোখের

পুটক ইব দিগঙ্গনানাম্, নভোহকুপারপারমাগন্তমুত্ত ইব সকলধোতকলধোতপোতঃ কালপোতবাণিজস্য, সপল্লবো রাজতকুন্ত ইব রজনীজনীমহোৎসবস্য, একং হীরককুণ্ডলমিব কুতুহলহলধরস্য, অণুমিব শরৎকৌত্বিংহস্যঃ, মৃণালোপধানমিব স্বমদোষকন্দর্পস্য, মালতীকুসুমগর্ভক ইব বিদোষপ্রদোষপ্রভাদেব্যোঃ, পাঞ্চজন্ম ইব উরীকৃত-বিষ্ণুপদস্য বিষ্ণুপদস্য, রজতাতপত্রমিব মদনরাজচক্রচক্রবর্তিনঃ, ফটিকাজ্যস্থালীব তমোহভিচারচারবাৎপাদকস্য যজ্ঞস্য, বিকীর্ণতরতারাকারাতুলমৌক্তিকপটলঃ শুক্লিসম্পূট ইব গগনক্ষীরনীরনিধেঃ দর্পণ ইব শোভাদেব্যোঃ,

তাহ—জগদওমেব মণ্ডপস্ত্রস্থং নভ এব বিটঙ্কঃ কপোতপালিকা, তস্য পারাবত ইব। কীদৃশস্য ? বিশিষ্টষ্টকো বক্কো যস্য তস্য;—‘টকি বক্কো’। সম্যাগেধতে বর্ধতে ইতি সমেধং বলং যস্য স চাসৌ ধবলশ্চেতি সঃ। তন্মধ্যগতং মালিগ্ং নিভাল্যাহ—অবিকলেন কলঙ্কেন শঙ্কিতো বিতর্কিতস্তাশ্লপ্রতিবিশ্বো যত্র সঃ। ফটিকতাশ্লসম্পূটস্য চলনং ন সম্ভবতী-ত্যন্তোৎপ্রেক্ষতে—নভ এবাকুপারঃ সমুদ্রস্তস্য পারমা সম্যক্ গন্তমুত্তঃ সকলং ধোতং যস্য স চাসৌ কলধোতপোতো রজতনৌকা কাল এব পোতবাণিজন্তস্যেতি। অনেন স এব তন্মধ্যবর্তী কালবর্ণঃ কলঙ্কস্যোপমা। কলঙ্কিত্বেহপি সৌন্দর্যং মাদল্যং চাহ—সপল্লব ইতি। কলঙ্ক এব ন ভবতি, কিন্তু মধ্যে ছিদ্রমেব তথাভেনালক্ষ্যত ইত্যাহ—হীরকেতি। সচ্ছিদ্রত্ব-মপি দুষ্কীর্তিরিতি তাং বারয়িতুমাহ—অণুমিবেতি। অন্তর্ভূতিনোহজাতপক্ষস্য শাবকপিণ্ডস্য প্রতিবিম্ব এব কলঙ্কতয়োচ্যত ইত্যর্থঃ। মৃণালোপধানেতি তাপহারিৎ কামিলোকালম্বনস্বকোক্তম্। মাণ্ডীতি সাধ্বীজনসাপ্যাদরণীয়ত্বম্। গর্ভকঃ কেশমধ্যস্থমান্যম্। পাঞ্চজন্মেতি ভগবদ্ভক্তজনস্যপি রসোদীপনত্বং বিষ্ণুপদস্যাকাশস্য উরীকৃতং বিবেকঃ পদং তিল্লমপি যেন তস্য। রজতেতি কামিলোকমাত্রবশয়িত্বং সুখদ-শিশিরশীকর-বর্ষণত্বঞ্চ। ফটিকেতি সর্বজন-নেত্রোদ্বেগ-হারিৎ মানিনীজন-মান-কালুঘ্যনাশকং স্বচ্ছত্বঞ্চ। বিকীর্ণতারাকারণাতুলমৌক্তিকানাং পটলং যেনেতি, শরৎকাল সমুল্ল-সিতত্বং ক্ষীরনীরনিধিরিতি তৎকান্ত্যা গগনস্য স্বেতীভূতত্বাৎ। দর্পণ ইতি দীপসমুদ্রাদিসর্বশোভাব্যঞ্জকত্বম্ চন্দনেতি

দর্শন—) জগদও-মণ্ডপস্থ শক্ত ডোরে বাঁধা আকাশরূপ পায়রা-খোপস্থিত উচ্ছল বলে বলীয়ান শুভ্র পায়রার মতো, (চন্দ্ৰের মালিন্য লক্ষ্য করে উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—) এবার দেখে মনে হচ্ছে—অবিকল কলঙ্কের বিতর্ক-জননকারী তাম্বুল-প্রতিবিম্বযুক্ত ফটিক সম্পূটের মতো, (ফটিক সম্পূট তো অচল তাই উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে।) কালরূপ জাহাজবনিকের আকাশ সমুদ্রের পারে যেতে উত্তত চক্চকে ধোয়া রজত নৌকার মতো, (কলঙ্কযুক্ত হলেও সৌন্দর্য-মঙ্গলের আকর তাই উৎপ্রেক্ষা) রজনীবধূর মহোৎসবের সপল্লব রজত কুন্তের মতো, (কলঙ্কযুক্ত নাই বা হলো, কিন্তু ছিদ্রের মতো দেখে উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—) কুতুহল হলধরের হীরককুণ্ডলের মতো, (সচ্ছিদ্রত্ব যে দুষ্কীর্তি সূচনা করে, তা বারণ করবার জন্য—) শরৎকৌত্ব হংসের অণুর মতো, নিজগর্বে গরম কন্দর্পের তাপহারী মৃণাল উপাধানের মতো, (সাধ্বী জনেরও আদরণীয় বলে উৎপ্রেক্ষা) দোবহীনা সঙ্ক্খাপ্রভাদেবীর কেশের মধ্যে গোঁজা মালতী কুসুম মালার মতো, (ভগবৎভক্তগণের রসোদীপক) বিষ্ণুর শ্যামলিমা অঙ্গীকার-কারী আকাশগাত্রের পাঞ্চজন্ম শঙ্খের মতো, (কামিলোকমাত্রের সুখদ শিশিরকণা বর্ষণকারী) মদনরাজচক্র-বর্তীর রজত ছত্রের মতো, (সর্বজন নেত্রোদ্বেগহারী স্বচ্ছতা) তামসিকভাবে যে মারণেচ্ছা, তার চারুতা উৎপাদক যজ্ঞের ফটিক ঘৃতখালির মতো, গগনরূপ ক্ষীরসমুদ্রে ছড়ানো নক্ষত্রের মতো অহুলা মুক্তাচয়ভরা ঝিনুক সম্পূটের

চন্দনতিলকমিষ রজনিরমণাঃ, কপূরপূর ইব লোকলোচনানাম্, একং পুণ্ডরীকমিবানন্দসরোবরস্ত, হিণ্ডোরপিণ্ড ইব মধুরিমজলরাশেঃ, সৌধ ইব সৌন্দর্যদেবতায়াঃ, সৈকতবলয় ইবাকাশগঙ্গায়াঃ, মদমুদিতকোকিলসমূহ ইব সকলকলঃ, পুণ্যরাজ ইব সূচাক্রমগুপ্তলক্ষীঃ, দাশরথিরিব সারস ইব সলক্ষণঃ, ভগবন্তুক্ত ইব কুমুদামোদকঃ সন্তাপ-
পহারকশ্চ, উপদেষ্টেব সদোষধীশঃ, মদন ইব রতিবর্ধনঃ, বিবেকীৰ অবনীতমোহপহঃ, সূগ্রাব ইব তারাদীশঃ, সমুদ্র ইব সদাহিমকরঃ করনিকরেণ বৃন্দাবনং সার্জয়ামাস ॥

রাত্রিশোভানায়িত্বম্ । কপূর ইতি নয়নসুখদাক্ষম্ । পুণ্ডরীকেত্যনন্মান্তরস্যাপি সাকল্যাধায়কত্বম্ । হিণ্ডীর ইতি মাধু-
র্যম্ । সৌধ ইতি সৌন্দর্যম্ । সৈকতবলয় ইতি পাবিত্র্যম্ ।

এবমাকারসাম্যেন ষড়্বিংশতিধোপমায় শব্দসাম্যোনাপি দশধোপমীয়তে । সকলকলঃ কলকলযুক্তঃ; পক্ষে, সকলাঃ সমস্তাঃ কলা যত্র সং । সূচাক্রমগুপ্তানাং দেশবিশেষাণাং লক্ষীঃ সম্পত্তির্ধৃতঃ সং; পক্ষে সূচাক্রম মণ্ডলেন লক্ষীঃ শোভা
বস্য সং । লক্ষণো রামভ্রাতা, লক্ষণা সারসস্য স্ত্রী, লক্ষণং কলকচিহ্নক্ । কোঃ পৃথিব্যা এব মুদমামোদরতি বিস্তারয়তীতি
সং; পক্ষে, স্পষ্টম্ । সদোষাং ধিয়ং বুদ্ধিং শ্রুতি নাশরতীতি সং; পক্ষে, সর্দৈব ওষধীশঃ, শকন্থধাদিঃ, সতীনামোষধীনা-
মীশো বা । রতিং স্বকান্তাং সৌভাগ্যেন বর্ধয়তীতি সং; পক্ষে, স্পষ্টম্ । অবজ্ঞাস্তমোহজ্ঞানমন্ধকারঞ্চাপহন্তীতি সং ।
সর্দৈবাহরো মকরাশ্চ যত্র সং; পক্ষে, হিমকিরণঃ ॥

মতো, শোভাদেবীর দর্পণের মতো, রজনীরূপ রমণীর চন্দনতিলকের মতো, লোকলোচনের কপূরপূরের মতো,
আনন্দ সরোবরের এক স্বেতপদ্মের মতো, মাধুর্য জলরাশির ফেনপিণ্ডের মতো, সৌন্দর্যদেবতার প্রাসাদের
মতো, আকাশগঙ্গার বালুকময় পুলিনের মতো ।

(এইরূপে আকার সাম্যে ২৬ প্রকার উপমা দিয়ে এবার শব্দ সাম্যে দশ প্রকার উপমা দেওয়া
হচ্ছে—) মদমুদিত কোকিলকুল যেমন 'সকলকলঃ' অর্থাৎ মধুর কুল কুল ধ্বনিতে মুখর তেমনই এই পূর্ণিমার
চাঁদ 'সকলকলঃ' অর্থাৎ সমস্ত কলায় পরিপূর্ণ । পুণ্যরাজা যেমন 'সূচাক্রমগুপ্তলক্ষী' অর্থাৎ সূচাক্রম দেশবিশেষের
শোভা সম্পত্তি তেমনই এই চন্দ্র 'সূচাক্রমগুপ্তলক্ষীঃ' অর্থাৎ সূচাক্রম মণ্ডলের শোভায় রম্য, দাশরথি রাম যেমন
'সারস ইব সলক্ষণঃ' অর্থাৎ লক্ষণের সহিত বিরাজমান ও সারসপাখী যেমন তদীয় স্ত্রী লক্ষণার সহিত অবস্থিত
তেমনই চন্দ্র 'সারস ইব সলক্ষণঃ' অর্থাৎ কলঙ্ক চিহ্নের সহিত বর্তমান, ভগবন্তুক্ত যেমন 'কুমুদামোদকঃ সন্তাপ-
হারকশ্চ' অর্থাৎ পৃথিবীর আনন্দনায়ক ও সন্তাপহারক তেমনই এই চন্দ্র 'কুমুদামোদকঃ সন্তাপহারকশ্চ'
অর্থাৎ কুমুদের আমোদদায়ী ও সন্তাপহারক, সাধু উপদেষ্টা যেমন 'সদোষধীশঃ' অর্থাৎ দোষযুক্ত বুদ্ধিকে বিনষ্ট
করে দেয় তেমনই চন্দ্র 'সদোষধীশঃ' অর্থাৎ ওষধিনাথ, মদন যেমন 'রতিবর্ধনঃ' অর্থাৎ স্বকান্তা রতিকে
সৌভাগ্যে বাড়িয়ে তোলে তেমনই চন্দ্র 'রতিবর্ধনঃ' অর্থাৎ কামবর্ধন, বিবেকী ব্যক্তি যেমন অবনীত তমোনাশক
তেমনই চন্দ্র অবনীত তমোনাশক, সূগ্রাব যেমন 'তারাদীশঃ' অর্থাৎ তারা নামক রমণীর পতি তেমনই চন্দ্র
'তারাদীশঃ' অর্থাৎ নক্ষত্রের পতি, সমুদ্র যেমন সদাহিমকরঃ অর্থাৎ সদা সর্পমকরযুক্ত তেমনই চন্দ্র 'সদা
হিমকরঃ' অর্থাৎ শীতল কিরণযুক্ত । এইরূপ বহুশোভা-সম্পদশালী চাঁদ জ্যোৎস্নাধারায় বৃন্দাবনকে আলোয়
আলোময় করে দিয়েছে ।

৭। এবমুদিত এব নভোমধ্যমধ্যবস্থায় স্থিতশ্চ তরুতরুণগণানাং চপলপলাশাস্তুরস্তুরপিতকিরণলব লবনিপাত-সহচরপলাশচ্ছায়াচ্ছায়ামশাবল্যেন বল্যেন প্রতিতরুতলং বনশোভাচালনীকারশ্চালনীকারণচতুর ইব ক্ষণং তদা বনশোভাসুভগস্তাবুকভাবুক আসীৎ ॥

৮। ততশ্চ নিবিড়োড়ুগণমুক্তাফলফলদম্বরবিতানমধ্যালস্বী বলদ্বিকিরণকিরণকেশরবাজিরুচামরো-
রুচামরোত্তমঃ সিত ইব, কিংবা ভাবলিভাবলিতনভোমুক্তাতপত্রস্ত বিগতদণ্ডস্ত মধ্য-নিস্থাতো ধবলপট্টসূত্র-
পুণ্ডরীকবিন্দু ইব বিররাজ ॥

৯। তমথ মথনো বকস্ত কস্তচন শোভাবিশেষস্ত জনকং ন কং রঞ্জয়ন্তুং জয়ন্তুং সর্বতোভাবেন
ভাবেন দিগবলাবলাকর্ষণকরৈঃ করৈর্ধবলয়ন্তুং বলয়ন্তুং চ মুদা ভুবো বলয়ং নিয়ন্ত্রততা রাহিত্যেন তারাহিত্যেন

৭। তাদৃশ-পলাশচ্ছায়া নামছো নির্মল আয়ামে বিস্তারতস্য শাবল্যেন শ্বেতিম-শ্রামলিম-মিশ্রণেন প্রতি
তরুতলং বল্যেন বলনীয়েন সুবলেনেত্যর্থঃ বনশোভায়াশ্চালনীকার ইব। কীদৃশঃ? চালতাঃ কারণং কালনং চালনমিতি
যাবৎ, তত্র চতুরো নিপুণো বনশোভায়াঃ সুভগমন্তুকলং ভবতীতি সুভগস্তাবুকম্, 'খুকঙ্ক' তাদৃশং ভাবুকং মঙ্গলং যস্মাৎ
সং; যদ্বা, বনশোভায়াঃ সুভগস্তাবুকা যা ভা তদনীন্তনী কাস্তিস্তস্য আবুকো জনকঃ ॥

৮। ইত্যধস্তনীং শোভাং বর্ণয়িত্বোপরিবিতানীমপি বর্ণয়তি। নিবিড়োড়ুগণাত্তেব মুক্তাফলানি ফলতি যদম্বরং
তদেব বিতানং চন্দ্রাতপস্তমধ্যালস্বী বলদ্বিকিরণং ক্ষেপো যেথাং তে কিরণা এব কেশররাজয়ন্তাসাং রুচামরোণীমুরুচাম-
রোত্তমঃ সিতঃ। অত্র ইয়োদ্ধাভ্যাং গুণবৃদ্ধী বিপ্রতিষেধেনেত্যস্য প্রায়িকবদ্বিকিরণমিতাত্ত্র ন গুণঃ। চতুর্দিক্ বনত-
মুপরিভূতং গগনমাগল্য নেদং বিতানম্, তথাহে সমস্তাং সাম্যাপত্তেরিতি বিমুখাত্তথোৎপ্রেক্ষতে— ভাবলির্নক্ষত্রশ্রেণিস্তস্য
ভা কাস্তিস্তয়া বলিতং নভ এব মুক্তাতপত্রং তস্য ॥

৯। তং তুহিনকিরণং ভুবো বলয়ং ভূমণ্ডলং মুদা বলয়ন্তুং প্রবলীকুর্বন্তুং সৌহিত্যেন গ্রীণয়ন্তম্; "সৌহিত্যং

৭। এইরূপে উদিত হতে হতেই মধ্যাগগনে উঠে গিয়ে অবস্থিতা হলো চন্দ্ররাজ। তখন তরুণ-
তরুণের চকল পত্রের ফাঁকে ফাঁকে অর্পিত কিরণকণিকার সঙ্গে মিলিত পত্রছায়ায় অতি সুন্দর সাদা-কালো
আভার মিশ্রনের দ্বারা চন্দ্রদেব চতুর চালনী নির্মাতার মতো চালনীর মতো দেখতে বনশোভার রচনা করল
প্রতি তরুণে। এক্ষেপে এ বনশোভার অনুকূলতারূপ মঙ্গলদায়ী হল।

৮। (নীচের শোভা বর্ণন করে এবার উপরের শোভা বর্ণন হচ্ছে—) ঘননক্ষত্রশ্রেণীরূপ মুক্তাফল
খচিত আকাশরূপ চাঁদোয়ার মধ্যদেশ অবলম্বী চন্দ্র উজ্জলরূপে বিকীর্ণ তার কিরণরূপ কেশররাজির কাস্তি-
দ্বারা দেবতাদের শ্রেষ্ঠ চামরোত্তমের মতো দীপ্তি পেতে লাগল অথবা নক্ষত্র-শ্রেণীর শোভাযুক্ত ও দণ্ডহীন
আকাশ-মুক্তাহত্রের মধ্যভাগে শুভ্র রেশমি সূতায় তোলা শুভ্র কমলবিন্দের মতো অতি উজ্জলভাবে দীপ্তি
পেতে লাগল।

৯। অতঃপর কোনও অনির্বচনীয় শোভাবিশেষের জনক, পৃথিবীর জনমাত্রেরই মন রাস্তানো,
সর্বপ্রকারে উজ্জলতার পালক ভাবে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিত এবং দিক্রমণীকে বলাৎকারে আকর্ষণকারী

সৌহিত্যেন হিত্যেন প্রীণয়ন্তং সমালোক্য মালোক্যচরিতো নিখিলরমণী-সুহৃদয়ং হৃদয়ঙ্গমাং মুরলীং বাদয়ামাস ॥

১০।

সর্বাঙ্করী যদিপি যুগপন্নি ধ্বনঃ কৃষ্ণবেণোঃ
কৃষ্ণেচ্ছাতস্তদপি সময়ে জায়তে কৈশ্চিদেব ।
আহ্বানে বা খগযুগগবাং মোহনে বাঙ্গনানাং
যস্মিন্ যর্হি প্রসরতি মনস্তত্তদাসৌ শৃণোতি ॥

১১।

একেনৈব স্বরুপরিমলেনৈকদৈবাঙ্গনানাং
মামেবাকারয়তি মুরলীত্যেব যত্র প্রতীতিঃ ।
তজ্জাতীয়েতর-পরিচয়াভাব-তন্মাত্রগম্যাং
রম্যারাবাং মধুরমথ তাং বাদয়ামাস কৃষ্ণঃ ॥

১২। অথ তেন বীচীতরঙ্গরঙ্গতামপহায়াপ্রাকৃততয়া স্বশক্ত্যা ব্যাপকেন ভদ্রমেব তাসাম্ ॥

তর্পণং তৃপ্তিঃ” ইত্যমরঃ । কীদৃশেন ? নিরোন্নততয়া রাহিত্যং যত্র তেনৈকরূপেণেতার্থঃ । আহিতমর্পিতং তস্য ভাব
আহিত্যং তারাবির্ভঙ্কষ্ট্রে রাহিত্যমর্পিতং যত্র তেন হিত্যেন হিতমর্হতা মা শোভা তয়াহংলোকাং দর্শনার্হং চরিতং যন্ত
সঃ; যদ্বা, মা ইতি নিষেধে, অলৌকিকচরিত্র ইত্যর্থঃ ॥

১০। খগযুগগবাং বা আহ্বানে কর্মণি কর্তব্যোহঙ্গনানাং বা মোহনে কর্তব্যো যস্মিন্ জনেহন্ত মনঃ প্রসরতি,
তদাহ্বানং মোহনং বা, তদাসৌ শৃণোতি, নাশ্রু ইতি পিতৃমাতৃশ্রবনান্দ্রাদয়ো ন শুশ্রুরিত্যর্থঃ ॥

১১। তজ্জাতীয়া ইতরে যে শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেবাং পরিচয়াভাবেন তন্মাত্রমেব গম্যমভুবনীয়ং যন্তাং তাম্,
যন্তাঃ শ্রবণে বিষয়ান্তরক্ষুর্ভিন্ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

১২। তেন বাঞ্ছেনোন্মূলিতমিবেত্যাদিভিঃ সম্বন্ধঃ । বীচীতরঙ্গরঙ্গতাং বীচীতরঙ্গতায়ৈন ধারাবাহিকলীলং
বিহার্য ব্যাপকেন সত্য প্রদেশবিশেষাবধিক্তং পরিত্যজ্য সমস্তাং ক্ষুরতেত্যর্থঃ ॥

চন্দ্র ভূমণ্ডলকে হর্ষে উচ্ছলিত করে তুলছিল ও নক্ষত্রের দ্বারা অর্পিত (উচ্চনীচ রহিত) এইরূপ পরিতৃপ্তি দ্বারা
আনন্দমত্ত করে দিচ্ছিল ।

কৃষ্ণের মুরলীধ্বনির মোহন-ক্রিয়া :

১০। কৃষ্ণবেণুর ধ্বনি যদিও যুগপৎ সর্বাঙ্করী তথাপি কৃষ্ণেচ্ছায় সময়ে সময়ে কেউ কেউ-ই মাত্র
শুনতে পায়—সকলে নয় । খগ যুগ দেখুগণের আহ্বানে বা রমণীদের মোহনে যখন যাঁতে তাঁর মন যায় তখন
সেই ঐ বেণুধ্বনি শুনতে পায় ।

১১। কৃষ্ণ এমন রমণীয় স্বরে মধুর মধুর মুরলী বাজাতে লাগলেন যাতে একই স্বরপরিমলে গোপসুন্দরী-
গণের প্রত্যেকের প্রতীতি হতে লাগল যে কৃষ্ণ একমাত্র আমাকেই ডাকছে এবং এর ভিতরে তজ্জাতীয় ভিন্ন
অন্য শব্দাদি বিষয়ের অভাবহেতু তন্মাত্রই অনুভবনীয় হল ।

১২। অতঃপর বীচীতরঙ্গ শ্রায় অনুসারে ধারাবাহিক লীলত্ব ছেড়ে দিয়ে অপ্রাকৃতত্ব হেতু নিজ
শক্তিতে ব্যাপক হয়ে প্রদেশবিশেষের সীমা ছাড়িয়ে সর্বতোভাবে ক্ষুর্তিপ্রাপ্ত হয়ে ঐ মুরলী গোপীদের মঙ্গলের

- ১৩। উন্মূলিতমিব হৃদয়ং, বুদ্ধিঃ পীতৈব পাটিতেব ধৃতিঃ ।
আলোপিতৈব দৃষ্টিঃ, শ্রবণপথপ্রাপ্তিমাত্রেণ ॥
- ১৪। কিঞ্চ, অতনি তনুননাং কম্পন,-মরচি মতীনামথোন্মাদঃ ।
অবিতঃ কেবলমাশাং, স্বমার্গসঞ্চারসংস্কারঃ ॥
- ১৫। কিঞ্চ, স হরিমুরলিকায়া নিশ্বনোহভূতধূনাং, শ্রবণসবিশচারী মন্মথোন্মাত্কারী ।
অবিকলকুলশীলাচারচর্যাভিচারো, ধৃতিবিশ্বটনতন্ত্রঃ কোহপি মন্ত্রঃ স্বতন্ত্রঃ ॥
- ১৬। কিঞ্চ, অতিমুহু মধুরং চ শ্লক্সমুন্মং চ তদৈ, নিনদনপরিপাটিপাটবং শ্রীমুরল্যাঃ ।
সমজনি কুলপালীপদ্মিনীনাং বিলালী, করণকুশললীলোন্মত্তমাতঙ্গশীলম্ ॥

১৩। উন্মূলিতমিবৈতি ত্রীকৃষ্ণপার্শ্বে শীত্ৰং সমর্পয়িতুমিবেতি ভাবঃ। তেন তাসাং হৃদয়শ্রুতিমূহলত্ব-বিমলত্বাদিভিঃ কমলান্বিতত্বং মুরলীবাগ্ধস্ত তু মত্তমাতঙ্গশ্লোক্সান্বিতত্বং প্রথমমুক্তম্। নহু পরামর্ষবতী বুদ্ধিরেব তত্র প্রতিবন্ধকাস্তীতি? তত্রাহ—বুদ্ধিঃ পীতেতি। বুদ্ধিরপারত্ব-গন্তীরত্ব স্বচ্ছত্ব-নিষ্কত্বাদিভিঃ সমুদ্রায়িতত্বং তদ্বাগ্ধস্ত ভগন্তায়িতত্বম্। নহু তথাপি কুলবতীনাং ধৃতির্হবারেতি? তত্রাহ—পাটিতেতি। ধৃতে: কঠোরকঠায়িতত্বং বাগ্ধস্ত ক্রকচত্বম্। নহু তদপি লজ্জাবতীনাং দারাজির-রথ্যাতিস্থ-গুরুজনদর্শনমেব তন্নিবর্তকং শ্রাদিতি? তত্রাহ—আলোপিতেতি। দৃষ্টে: বগ্ননান্বিতত্বম্, বাগ্ধস্ত শ্রোণায়িতত্বম্। অত্রাবেগনামা সঞ্চারী ॥

১৪। মতীনং ভদ্রাভদ্রবিচারোখ-নিশ্চয়রূপাণাং বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষাণাম্ ॥

১৫। মন্মথেন কামদ্বারোন্মথনমুচ্চাটনং কতুং শীলমন্ত্ৰ সঃ; যদ্বা, স্তম্ভরীজনমনোমীনগ্রহণার্থং মন্মথ এব উন্মাত্ৰঃ কূটধ্বজং তং কিরতীতি সঃ; “উন্মাত্ৰঃ কূটধ্বজং শ্রুতং” ইত্যমরঃ। ধৃতিবিশ্বটনমেব তত্ত্বমাগমশাস্ত্রং বস্তু সঃ। স্বতন্ত্র ইতি শ্রাসপুরুষচরণাদি-নিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ ॥

১৬। অতিমুহুতিয়াদিগুণবর্ষেপ্যুন্মত্তমাতঙ্গানামিব শীলং বসোত্যনেন—কঠোরত্বোগ্রত্ব-প্রাচুর্য হৌল্যরূপান্ত-দ্বিরোধিনো ধর্মাসিদ্ধা ইতি বিরোধালঙ্কারঃ ॥

কারণই হল।

১৩। ঐ বংশীধ্বনি শ্রবণপথ প্রাপ্তি মাত্রেই যেন গোপীদের হৃদয় উপড়ে ফেলে দিল, বুদ্ধি পান করে নিল, ধৈর্য বিদারিত করে দিল এবং দৃষ্টি সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিল।

১৪। আরও, তনুর কম্পন বিস্তার করল এবং তৎপন্ন বুদ্ধির উন্মাদ দর্শ জন্মাল, রেখে গেল শুধু তাঁদের নিজ অভিসার-পথে চলার সংস্কার।

১৫। আরও, কুল-শীল-আচার-অমুষ্ঠানের অবিকল মার-প্রক্রিয়াস্বরূপ, ধৈর্যচ্যুতির আগমশাস্ত্র-স্বরূপ ও অনিবর্তনীয় স্বতন্ত্রমন্ত্রস্বরূপ এই মুরলীনিশ্বন ব্রজবধূগণের কর্ণপথগত হয়ে কামের বেগের দ্বারা তাঁদের উচ্চাটনকারী হল।

১৬। আরও, শ্রীমুরলীর ধ্বনিপরিপাটিপাটব অতি মুদমধুর স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম হয়েও সমকালেই কুলের গণ্ডিতে অবস্থিত পদ্মিনীদের ঠকলকরণে দক্ষ ও লীলোন্মত্ত মাতঙ্গস্বভাবের হল।

১৭। তত্র সৰ্বতঃ সারাধিকায়া রাধিকায়া অপি তনুরলীকৃতমপূৰ্বদাসীদাসীদেব কৰ্ণাভাৰ্ণম্ ॥

১৮। যতঃ, ধৈৰ্য্যধ্বংস বিঘূৰ্ণন-প্রলাপন-ব্রীড়ান্তধাবিত্রমৈ-
মাধ্বীকাচমনোৎসবায়িতমভূচ্ছোভ্রাণ পীতং যদি ।
একং তত্র বিশিষ্যতে ভবতি যন্তস্মিন্ দৃশোঃ শোণিমা
সোহয়ং কিন্তু দৃগন্থনৈব পততা নির্ধৌত এবাভবৎ ॥

১৯। কিঞ্চ কিং হর্ষশ্চৈব হর্ষো রহ ইব রহসঃ কিং মহো বা মহন্ত
শ্রীকৃষ্ণাগ্রপুয়াণোৎসবরভসবিধেঃ কিং ত্বরেব ত্বরায়াঃ ।
প্রত্যেকং স্ব-স্ব-নামজ্ঞাতিসরসহৃদাং তত্র কণ্ঠাগণানাং
বংশীধ্বানঃ স আসীদভিলষিতপথস্ত্রাতিদূরোহপাদূরঃ ॥

১৭। আ ঈষদপি সীদেদেব প্রাপ্নুবদেব ॥

১৮। ব্রীড়ান্তো লজ্জানাশঃ। অত্র একং বিশিষ্যতে। কিং তৎ তস্মিন্মাধ্বীকাচমনে দৃশোঃ শোণিমা ভবতি, অত্র স মাতীতি ভাষঃ। অথ ক্ৰণং বিঘূর্ণনাস্তি কোহপি বিশেষ ইত্যভিনয়েনাহ—সোহয়মিতি ॥

১৯। এবং পরোচানাং প্রায়ো নব্যপ্রগল্ভানাং মোহনমুক্তা কণ্ঠানাং তু মৌহ্যাদৌঃস্ক্যাবেগামধাদি-সঞ্চা-
রিতিঃ সূখালোড়্যানাং মোহনমপি স্কুরমেবেত্যাহ—কিং হর্ষস্যেতি। সাংস্কারম্বধমম্ব ইতিবৎ প্রথমং বংশীধ্বানো
হর্ষস্যেব হর্ষো হর্ষদ আসীদিতি হর্ষমেব স প্রকুল্লীচকার, হর্ষস্ততাঃ প্রকুল্লয়ামাসেবেতি। শঙ্কামতাবহিতাদি বিরোধি
সঞ্চারিতিরপি দুর্বীরো হর্ষো জাত ইত্যর্থঃ। ততস্তথৈব রহসো রহস্যস্যাপি রহস্যং সুরতোঃস্ক্যং দুর্বীরমভূদিত্যর্থঃ।
ততশ্চ মহস্য মহ ইবেতি তদৈব সম্পচ্ছমান ইব হ্রস্বপ্লবঃ সুরতোঃসবোহৃষভূরত ইত্যর্থঃ। তদৈবাকস্মাদবহিরনুসঙ্কানোখে
তদদর্শনে সতি তদর্থমেব শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে যঃ প্রয়াণোৎসবরভসবিধিক্রিয়াক্রোভোৎসবরায়াং ইব। এবঞ্চাভিলষিতো যঃ পন্থাঃ
'কদা মধুরং মুরলীস্বানং শ্রোত্বামঃ' ইতি যো মনোরথন্তস্যাত্তিরোহপি যাদৃশেহভিলাষোহপি প্রবেষ্টুং ন শক্নোতী-
ত্যর্থঃ, সোহপাদূরো নিকটঃ প্রাপ্ত এবাভূদিত্যর্থঃ ॥

১৭। এরমধ্যে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্বে অধিকা রাধার কর্ণের ঈষৎমাত্র ও নৈকট্য লাভ করে সেই
মুরলীরব অমনই অপূর্বের মতো হয়ে গেল।

১৮। যেহেতু, কর্ণে যদি ঐ ধ্বনি পীত হল, তখন উহা ধৈর্যধ্বংস, মস্তক বিঘূর্ণন, প্রলাপ বকন,
লজ্জা নাশ ও বুদ্ধিবিভ্রমের দ্বারা মদপানোৎসবের সমান হয়ে গেল। তবে এখানে একটি বিশেষ থাকল এই
যে মাধ্বিক পানে নয়নে শোণিমা হয়, কিন্তু এখানে তা হল না। (একটু চিন্তা করে তাই কি?) শোণিমা
হয়েছিল তো ঠিকই, কিন্তু তা কি নিপতিত প্রেমাত্মক হুয়ে বেরিয়ে যায় নি?

১৯। আরও, (এইরূপে বিবাহিতা গোপীদের মোহন বলে কণ্ঠকাদের মোহন বলা হচ্ছে—) এই
বংশীধ্বনি কি হর্ষেরও হর্ষ, রহস্যেরও রহস্য? এ কি উৎসবেরও উৎসব, এ কি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অভিসারোৎসব-
বেগবিধিতে ত্বরারও ত্বরা? স্ব স্ব নাম শ্রবণে সরস হৃদয়া কণ্ঠাগণের প্রত্যেকের কাছে এই বংশীধ্বনি অভি-
লষিতপথের অতিদূর হয়েও নিকট হল।

২০। এবমেকসূত্রগুণমকৃতপ্রপঞ্চঃ পঞ্চালিকাবিততয় ইব সমসময়সমানকৃতয়ো জ্ঞানকৃতযোগ
রহিতাঃ পরম্পরাপরাহতবাসনা অপি পরম্পরাপরাজ্ঞাতগমনোত্তমানোত্তমাধারয়িতুং ক্ষমাস্তাঃ কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তা
ইব, ছোতো ছোতোজ্জ্বলা নির্জলধরা ধরামাগত্য গতানবস্থে নবস্থেমণি প্রেমণি বিশৃঙ্খলাচপলা ইব, বলবতা
বতানুরাগসমীরণেরণেন বিভজ্য চালিতাঃ কনকলতা ইব, উৎসাহস্তোৎসাহসোসূচ্যমানেন সঙ্কমভ্রমদ্বন্দ্বকপেনোন্ম-
থিতাঃ স্থলকমলিতা ইব, উৎকণ্ঠাদেবতাহবতারিতা ইব, ব্রজপুরতঃ পুরতঃ পুরতো নিষ্ক্রান্তাঃ ॥

২০। এবং তা ব্রজমুন্দর্যঃ কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তা ইব ব্রজপুরতো ব্রজপুরং পুরতঃ পুরতোহগ্রতোহগ্রতো নিষ্ক্রান্তা
ইত্যর্থঃ। একেনৈব সূত্রেণ গুণমকৃতো গ্রহনকল্পিতঃ প্রপঞ্চো বিস্তারো যাসাং তাদৃশঃ পঞ্চালিকাবিততয় ইবেতি গতি-
মত্বেহপি জাড্যং ব্যঞ্জিতম্। সমে তুল্যে সময় এব সমানাস্তুল্যা এব কৃতিবাপারো যাসাং তঃ। কিং পরম্পরদৃষ্টা? ন
হি ন হীত্যা—জ্ঞানকৃতো যোগঃ সদমস্তদ্রহিতাঃ, অবুদ্ধিপূর্বকতরৈবেত্যর্থঃ। অতএব পরম্পরং ন পরাজ্ঞাতো গমনোত্ত-
মোহপি যাভিত্তাঃ! ননু তাসাং স্বপ্রতিপক্ষগতেষ্টানিষ্টবাধক সাধক স্বভাবানারজানমেব ভ্রমম্? ইমেবম্, তদানীং পরমা
নন্দসম্মর্দেন তাসাং তাদৃশভাবাচ্ছাদনাদিত্যাহ—পরম্পরং ন পরাহতা বাসনা যাভিত্তাদৃশা। অপি, বতঃ কৃষ্ণগ্রহেণ গ্রস্তাঃ,
অতন্তেন নোত্তং শীঘ্রমাগচ্ছতেতি মুরল্যা প্রেধমেব আ সমাগ্ বারয়িতুং ক্ষমাঃ। কুলান্জনানাং পতি-বংশ আদি তর্জন-
কলিলাস্তরাণাং তথাভাবে কো হেতুরিতি চেৎ প্রেধমেবেতি সিদ্ধান্তয়ন্ সৌন্দর্যমপি বর্ণয়তি—ছোত ইতি। ছোতো
গগনাং সকাশাং ধরামাগত্য চপলা বিদ্রোত ইব ছোতেন প্রকাশেনোজ্জ্বলাঃ; “প্রকাশো ছোত আতপঃ” ইত্যমরঃ।
গত্যা অনবস্থে, অবস্থিতির্মধাদা তদ্রহিতে ছপার ইত্যর্থঃ। নব স্থেমা স্থৈর্যং যন্ত তস্মিন্ প্রেমণি বিশৃঙ্খলাঃ শৃঙ্খলারহিতাঃ।
সম্পূর্ণপ্রবেশবত্যা ইত্যর্থঃ। বহুবাংনুভূতচরাদসদেহপি শ্রীকৃষ্ণে তদৈব কথমিরাংগিতাবেশ ইতি চেত্তত্র নবনবোদ্ভাস-
কত্বলক্ষণোহনুস্মাগ এব কারণমিতি বদন্ বর্ণিতমপি সৌন্দর্যং বিভক্তাবয়বতয়া বোধয়তি—বলবতেতি। অনুরাগ এব
সমীরণঃ পবনস্তস্যোরণেন পুরণেন ক্ষেপণেনেতি যাবৎ। তাসাং তদানীমাবেগাখ্যাঃ সঞ্চাৰ্বেব তৎসূচকঃ প্ৰাভবদिति ব্রবন্
সৌরভাসৌকুমার্যে অপি জ্ঞাপয়তি—সঙ্কমেতি। সঙ্কম আবেগঃ, স এব ভ্রমম্মদেনানবতিষ্ঠন্, অনেকপো হন্তী। তেন
কথন্তুতেন? উন্নতং সাহসং যন্মাং, তাদৃশো য উৎসাহস্তেন সোসূচ্যমানেনাতিশয়েন বাজ্যমানেব। অনুরাগবাক্যকৌৎ-
স্ক্যমপি দ্বারমভূদিত্যাহ—উৎকণ্ঠা এব দেবতাহবতারিতা ধৃতাবতারাঃ; তারকাদিষ্যাদিতচ। বটিভাণ্ডরীত্যাকারলোপঃ।
উৎকণ্ঠাঃ মূর্তেবেত্যর্থঃ ॥

অভিসার-শোভা :

২০। এরূপ অবস্থায় একই সময়ে কর্মাহুষ্ঠানযুক্তা, পরম্পর জ্ঞানকৃত মিলন রহিতা, পরম্পর
ক্ষাননা বাধা প্রাপ্ত না হলেও পরম্পর গমনোত্তম বিষয়ে জ্ঞানহীনা ও মুরলীর সংকেত অবধারণে সক্ষমা ব্রজ-
মুন্দরীগণ কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তের মতো ব্রজপুর থেকে আগে আগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন—একই সূত্রে গ্রথিত প্রসরণ-
শীল পুত্তলিকাশ্রেণীর মতো, আকাশ থেকে ধরায় এসে চমকোজ্জল মেঘহীনা-অবস্থিতি-মর্যাদা রহিতা অর্থাৎ
ছপার ও নবস্থৈর্যবিশিষ্টা প্রেমে বিশৃঙ্খলা চপলার মতো, হায় হায় বলবান্ অল্পরাগ সমীরণে নিক্ষেপিত হয়ে
বিভঙ্গ অবস্থায় চালিতা কনকলতার মতো, উন্নত সাহসের আকর উৎসাহে অতি বীজিত আবেগরূপ মদে ঢুলু
ঢুলু হস্তীদ্বারা উন্মথিতা স্থলকমলিনীর মতো এবং উৎকণ্ঠারূপ দেবতার ধৃতাবতারের মতো।

২১। কনকপ্রভা ইব মরুদধূনিতা নিতাস্তমহসো মহসৌষ্মমাণোজ্জল্যাঃ সঞ্চারিণ্যো দীপকলিকা ইব, অনুরাগরাগবেপমানাপমানাশঙ্কাস্তরয়া রয়ালোলকুণ্ডলাকুণ্ডলাবাণ্যাঃ যুগপদেকপদে কমনীয়ে কুতাভিযোগান্তস্মিন্নেব মুরলীধ্বন্যধ্বন্যস্রুতঃ ॥

২২। তত্র চ তাসামনেকপ্রকারতয়া প্রসিক্তৌ সিদ্ধৌষধিবৎ কাশ্চিদনৃতা নৃতাজ্জাঃ পিত্রৌমুর্দং সদৌহয়ন্ত্যো দৌহয়ন্ত্যো গান্তদৌহনং বিহায় বিহায়সেব যযুঃ ॥

২৩। কাশ্চিদ্রথৈব ত৷ বতালমধিশ্রয়ণীমধি শ্রয়ণীয়ং সংযাবকমারোপিতমনবতার্য্য ন বতার্য্যতম-
নৌৎকণ্ঠেন নির্যযুঃ ॥

২১। ততশ্চ পুরান্নিক্রান্তান্তা বর্জ্য নি কাস্তিসঙ্কলতয়া লঙ্কৈকীভাবা উৎপ্রেক্ষতে কনকপ্রভা ইতি বর্ণন্ত নীতিমা, দীপকলিকা ইতি বস্তুরপ্রকাশকত্বমপ্যুক্তমা অনুরাগস্ত রাগতৈক্যং তন্মাদবেপমানে কম্পমানে ইবাপমানাশঙ্কে নিন্দাভয়ে যাসাং তাঃ; রয়েণ বেগেনালোলাভাং কুণ্ডলাভ্যামকুণ্ডলাগুবিক্রবানি লাবণ্যানি যাসাং তাঃ, ‘কুড়ি বৈরুবো’। যুগপদেব-কস্মিন্ পদে শ্রীকৃষ্ণকুতোহভিযোগোহভিসন্ধিবাভিজ্ঞাঃ ॥

২২। এবং সামান্ততোহভিসারশোভামুপমায় পুনর্বিশেষতোহপি তাসাং বিবিধভেদানাং ক্রমেণ বিবিধক্রিয়া-কলাপপরিহারেণাভিসারমাহ—তত্রৈত্যাदि। অনূতাঃ কন্তাঃ; সিদ্ধৌষধিপক্ষে, ন বিততে উচং প্রাপণং যাসাং তাঃ; ‘বহ প্রাপণে’ ভাবক্তান্তম্। ন নিশ্চিতমেব, পিত্রোরূতাজ্জা গৃহীতনিদেশাঃ, অতএব পিত্রৌমুর্দং সদা উহয়ন্ত্যঃ, কেন কর্মণা পিত্রৌঃ স্মৃৎ শ্রাদ্ধিতি নিতাং বিতর্কয়ন্ত্যঃ, অতএব তদানীমপি গা দৌহয়ন্ত্যঃ, তদৌহনম্, গ্যস্তাং লুট্, ভাওপ্রদান-দ্বন্ধ-গ্রহণবৎসবিমোচনাদিকং কর্ম ত্যক্তেইত্যর্থঃ। বিহায়সেব আকাশমার্গেণেব ॥

২৩। তাঃ প্রসিক্তাঃ; বতেতি বিস্ময়ে; অলমতিশয়েন, অধিশ্রয়ণীং চুল্লীমধি আরোপিতম্। কীদৃশম্ ? শ্রয়ণীয়ং

২১। (অতঃপর পুরের বাইরে রাস্তায় আসবার পর কাস্তির সম্মেলনে একভাব প্রাপ্ত তাঁদের উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—)

অনুরাগের তীক্ষ্ণতায় নিন্দাভয় রহিতা ও ক্ষিপ্ততার বেগে চঞ্চল কুণ্ডলের দ্বারা অখণ্ড লাবণ্যবতী সুন্দরীগণ যুগপৎ সকলে একই কমণীয় লক্ষ্যে মন অভিনিবিষ্ট করে সেই মুরলীধ্বনির পথ অনুসরণ করে চললেন বায়ুতে কম্পিতা কনকপ্রভার মতো, অতিশয় তেজশালিনী - তেজে বর্ষিত ঔজ্জল্যাধারিণী - সঞ্চারিণী দীপ কলিকার মতো।

২২। (ত্রৈকূপে সামান্তভাবে অভিসারশোভা উপমাদ্বারা বলে পুনরায় বিশেষ ভাবে বিবিধ ভেদ-বিশিষ্টা গোপীদের বিবিধ ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগান্তে যে অভিসার, তা বলা হচ্ছে—)

সেই ব্রজপুরের অনেকপ্রকার প্রসিক্ত সুন্দরীদের মধ্যে কোনও কোনও সাধন সিদ্ধা - সিদ্ধৌষধি সম কন্তকা গোপী যারা পিতা মাতার আদেশ পালনে তৎপর৷ বলে সদা তাকে তাকে থাকেন কোন্ কর্মে তাঁদের স্মৃৎ হবে আর সেইজন্তেই শ্বেবাদনকালে গাভী দৌহনরতা ছিলেন, তাঁরা ভাওপ্রদান-দ্বন্ধগ্রহনাদি কর্ম ত্যাগ করে আকাশ মার্গে যেন উড়ে চললেন।

২৩। উৎপ্রেকারেই কোনও কোনও প্রসিক্তা কন্তকা গোপী হায় হায় প্রজ্জলিত চুল্লির উপর স্থাপিত-হাতা দিয়ে সেব্য গমকণার অন্ন না নামিয়েই ঝেড়ে ফেলার সামর্থ্যের বাইরে চলে যাওয়া উৎকণ্ঠায় বেরিয়ে

২৪। কাশিচদপরাঃ কৌতুকোরপি পরিবেষণস্ত্যো গবেষণস্ত্যো গমনপথমেব পরিবেষণমপহায় হা যত্নেনৈব নির্জগ্মুঃ ॥

২৫। কাশচন তা ইতরা ইতরাপত্যানি কৌতুকেন কেনচিৎ গব্যং পয়ঃ পায়য়ন্ত্যো দ্রুতমেব তান্মপ-
ত্যান্মপহায় ভূমৌ দুদ্রবুঃ ॥

২৬। কাশচন পূর্বমুনিরূপা রূপান্তরমাসায়া নিরাকুলগোকুলগোচরা গোপবধূতাং ধূতাংহস্তেন প্রাপ্য
পতিমত্যো মত্যাটকৃষ্ণানুরাগাঃ পতীন্ শুশ্রূষমাণাস্তুদপি পতিশুশ্রূষণমপহায় হায়নাধিকমেব তং ক্ষণং
মন্তমানা নিশ্চক্রেমুঃ ॥

২৭। কাশচন তা অভ্যবহরন্ত্যো হরন্ত্যো হৃদয়মন্তোত্তমন্তোত্তাপরিহাসেন ঝটিতি তমভ্যবহারং হারং
হারমেব নিরগুঃ ॥

দর্বাচলনাদিনা শ্রিয়িতুং যোগ্যম্। নবতর্ঘতমেন ন হবতারয়িতুং শক্যতমেন, অবৈত্যাশ্চাকারলোপঃ ॥

২৪। পরিবেষণস্ত্যো এব কৌতুকপরি বেগুশ্রবণকৌতুকানন্তরং গমনপথং গবেষণস্ত্যোহবেষণস্ত্যো ইতি তত্রান্নতাং
গুরুজনানাং মণ্ডলীতন্তংপথস্ত দৌর্গভ্যাং, অতদ্রব হা ইতি পীড়ায়াম্ ॥

২৫। অপত্যানি তানি ভূমাবপহারেতি পল্যঙ্কাদৌ স্থাপনে বিলম্বোহপি সোচু মশক্য ইতি ভাবঃ ॥

২৬। রূপান্তরং স্ত্রীস্বরূপম্; ধূতাংহস্তেন ঋণ্ডিতভক্ত্যস্তরায়ত্বেন গোপবধূতাং গোপনারীং প্রাপ্য মত্যা বৃক্কোচঃ
কৃষ্ণানুরাগো যান্তিত্যঃ, পতি-শুশ্রূষণং কোষোদক- প্রদানাদিকম্ ॥

২৭। হারং হারং ত্যক্ত বা ত্যক্ত্বা ॥

গেলেন।

২৪। পরিবেষণরতা অপর কেঁউ কেঁউ বেগুশ্রবণ কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেষণ ছেড়ে দিয়ে হায়
হায় বের হবার পথ খুঁজে নিয়ে যত্নপূর্বক বেরিয়ে গেলেন।

২৫। অত্ম কোনও কোনও কথাকা গোপী ষাঁরা অস্থ কোনও বিবাহিতা নারীর শিশুদিকে কৌতুকের
সংঘত গোচুপ্ত পান করাচ্ছিলেন, তাঁরা টক করে সেই শিশুদিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুটে চললেন।

২৬। কোনও কোনও গোপী ষাঁরা পূর্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি ছিলেন, পরে স্ত্রীস্বরূপ লাভ করে শাস্তির
আধার গোকুল-আশ্রয়িনী হয়েছিলেন এবং ভক্তির স্তুরায় চলে যাওয়ায় ব্রজগোপের বধূ প্রাপ্ত হয়ে
পরকীয়া ভাবের কৃষ্ণানুরাগ হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তাঁরা সেই বংশীধ্বনিকালে পতি-শুশ্রূষায় রতা থাকলেও
সেই ক্ষণটিকে বর্ষকালের মতো দীর্ঘ মনে করে এই শুশ্রূষা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

২৭। এই মুনিচরী গোপীগণের মধ্যে কেঁউ কেঁউ আবার ভোজন করছিলেন এবং ভোজন-
অবসরে পদস্পর্শ পরিহাসে একে অন্নের মন হরণ করছিলেন। এঁরা ঝটিতি সেই ভোজন ছেড়ে ছেড়ে বেরিরে
পড়লেন।

২৮। অথ যথাশ্রুতি শ্রুতিরূপা অপি সখীভিরনুলিপ্যামানৈকস্তুনাঃ স্তনাস্তরানুলেপপক্ষাপক্ষালনেনৈব
দ্রুততরং বহিরীযুঃ ॥

২৯। কাশ্চন তা এবাঙ্গসংস্কারকারণমুদয টিতবঙ্গুলিকয়ালিকয়া মুজ্যমানতনবো নাবান্তমবয়সন্তথৈব
তদঙ্গসংস্কার কারং কারমেব নিধাতাঃ ॥

৩০। নিত্যসিদ্ধাঃ সিদ্ধানুরাগাস্ত বস্ত্রভরণবিপর্যাসপর্ষাসত্তিসুশোভব্যগ্রা ভব্যগ্রামরূপাঃ সুরূপাঃ
সুতরামেবাসন্ ॥

৩১। তথা হি- হারং শ্রোণিতটে মণীশ্ররসনা বক্ষোজয়োন্পূরে
দোষোরঙ্গদমজিঘু পদ্মযুগলে কেশেষু নীবের্মণিষু ॥

২৮। শ্রুতিরূপাঃ শ্রুতিচর্চাঃ, যথাশ্রুতি শ্রুতিমনস্তিক্রম্য বহিরীযুঃ, যদবহুতয়া বংশীং শুশ্রুত্বদবহুতয়ৈব বহির্ষু
রিত্যর্থঃ। স্তনাস্তরানুলেপপক্ষে অপক্ষালনেনৈব প্রথমং যৎ ক্ষালনং তেন বিট্টনৈবেত্যর্থঃ। চিত্রনির্মাণপক্ষে বিলম্বহেতোস্তা
সামসম্মত্যা, অনুলেপপক্ষে সম্মত্যাশি ন তন্ত সম্পূর্ণত্বমিত্যর্থঃ ॥

২৯। অঙ্গসংস্কারকারণমদ্বোদ্বর্তনাদিমিত্তম্। আলিকয়া সখ্যা। তদঙ্গসংস্কারং নানাদিসংস্কাররহিতং কারং
কারং কৃতা কৃতা বিক্ষিপ্য বিক্ষিপ্যোতি বা ॥

৩০। এবং সাধনসিদ্ধানামুক্তলক্ষণানামুত্তরোত্তরমুখ্যানাং তাদৃশপ্রেমৈবৈব লৌকিক-বৈদিক-দৈহিক কৃত্যোপরমো-
নিত্যসিদ্ধানাং তু তত্র কৈমূত্যমেবোপপাদনশরীতি তমপ্রোচ্য তাদামনুরাগোখ্যমাবেগাখ্যসঞ্চারিণং বিভ্রমালঙ্কারলি-
ঙ্গেনাহ—নিত্যসিদ্ধা ইতি। বস্ত্রভরণানাং বিপর্যাসস্ত বা পর্ষাসত্তিভ্যেব শোভাণাঃ শোভা বাসাং তাস্চ তা বাগ্রাশ্চেতি
তথা তাঃ, ভব্যস্ত মঙ্গলস্ত গ্রামরূপাঃ ॥

২৮। অতঃপর সখীগণদ্বারা ঘাঁদের এক স্তনে চন্দনাদি অনুলেপন লাগান হচ্ছে, কিন্তু অত্র স্তনে
প্রথম ধোয়ার কাজই হয় নি, সেই শ্রুতিচরী গোপীগণ যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লেন
বংশীধ্বনি শোনা মাত্র।

২৯। ঐ শ্রুতিচরীগণের মধ্যে কোনও কোনও নব উত্তমবয়সের গোপী ঘাঁদের বঙ্গুলিকা খুলে নিয়ে
সখীগণ অঙ্গ মার্জনা করছিলেন তাঁরা বংশীনাদ শুনামাত্র সেই সংস্কারকার্য সমাপ্ত করতে না দিয়ে দিয়েই
অতিক্রান্তপদে বেরিয়ে গেলেন।

নিত্যসিদ্ধাদের ভাববৈশিষ্ট্যের বর্ণন

৩০। (এইরূপে উক্ত লক্ষণে উত্তরোত্তর মুখ্য সাধনসিদ্ধাগণের তাদৃশ প্রেমের দ্বারা লৌকিক-বৈদিক-
দৈহিক কৃত্যের উপরম বলাতে নিত্যসিদ্ধাদের পক্ষে উহা কৈমূর্তিক হ্যায়েই প্রতিপাদিত হয়ে গিয়েছে। তাই
তাদের সেই অকথিত অনুরাগোখ্য আবেগাখ্য সঞ্চারোভাব বিভ্রম-অলঙ্কার-চিত্তের দ্বারা বলা হচ্ছে —)

বস্ত্রভরণের ওলট-পালটা পরিধানেও অতিশয় শোভনা হয়ে উঠেন যারা সেই মঙ্গল পুঞ্জরূপা-সুরূপা
সিদ্ধানুরাগবতী নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ অতিশয় হরাস্বিতা হয়ে উঠলেন —

৩১। তথা হি — হার শ্রোণিতটে আর মণীশ্র - ঝটিমেখলা স্তনোপরি, নূপুর বাজুগলে আর অঙ্গদ

নীবৌ কেশমণিঃ দধুমূৰ্গদৃশো মন্তো প্রমোদোদয়া-
দগাত্তেব পরম্পরং বিদধিরে হর্ষপ্রসাদোৎসবম্ ॥

৩২। অক্ষৌরেকমনঞ্জিতং চরণয়োরেকোহভবল্লাক্ষয়া
রক্তঃ কুঙ্কমবর্দমেন কুচয়োনৈকঃ সমালেপিতঃ।
স্বাভিঃ কাস্তিভিরেব হস্ত সুদৃশামেতানি গাঢ়ং বভূ-
লাভোহয়ং তু বিশেষ এব যদিয়ং রাগোদয়ব্যঞ্জনা ॥

৩৩। কাসাঞ্জন- উত্তরীয়মপি চান্তরীয়তা-মন্তরীয়মপি গোত্তরীয়তাম্।
যজ্ঞগাম কিমভূৎ পরম্পরং, পূজনং তদিব নূনমঙ্গয়োঃ ॥

৩৪। কিঞ্চ, শ্রোগীভরশ্চলিতকাসঞ্জনকাক্ষিদাম, মঞ্জীরহীরশিখরাভূষজদ্গুণাগ্রম্।
কৰ্ণস্তা এব কতমা বিবভূবজ্জন্তো, মাতঙ্গিকা ইব বিশৃঙ্খলশৃঙ্খলাগ্রাঃ ॥

৩১। হর্ষপ্রসাদোৎসবং বিদধিরে ইতি স্বেযং প্রেষ্ঠাদঙ্গঙ্গস্বকেন ভাবিনীং সুখসমৃদ্ধিং মুরলীমুখাদিব শ্রুত্বৈতি
ভাবঃ ॥

৩২। এতান্জনানি। রাগোদয়ব্যঞ্জেতি কৃষ্ণেন স্বয়মেবানুভবিত্যমাণত্বাৎ ॥

৩৩। পূজনং সখ্যায়সম্মাননম্ ॥

৩৪। মঞ্জীরস্ত হীরশেখরেহনুযজদ্বেষ্টেনেব পরিষজদ্গুণাগ্রং ডোরাগ্রভাগো যস্য তথাভূতং কাক্ষীদাম কৰ্ণস্তা এব
বিবভূঃ, কণমাত্রস্থিত্যাপাদগ্রহনে বিলম্বসহনাশক্তের্মাতঙ্গিকা অনুকম্পিতহস্তিত্বঃ; বিশৃঙ্খলং বিগতবন্ধং শৃঙ্খলাগ্রমদুকা-
গ্রভাগো যাসাং তাঃ ॥

পাদপদ্য যুগলে, কেশে কটিঃ মণি আর কটিতে কেশমণি ধারণ করলেন যুগনয়নাগণ। মনে হচ্ছে প্রমোদের
উদয় হেতু অঙ্গ সমূহ পরম্পর হর্ষ প্রসাদোৎসবে গেতে উঠেছে।

৩২। নয়নযুগলের একটি কাজলহীন, চরণযুগলের একটি আলতা পরানো, স্তনযুগলের একটি
রক্তকুঙ্কমবর্দমে সমালেপিত —এ অবস্থাতে স্তনয়নাদের সকল অঙ্গ নিজের কাস্তি দ্বারাই হায় হায় উজ্জল
হয়ে রইল। লাভের মধ্যে বিশেষ লাভতো এই হল যে এই অবস্থা তাঁদের অন্তরে উদিত অনুরাগ কৃষ্ণের
নিকট প্রকাশ করে দিলো।

৩৩। এদের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে — বহির্বাস উত্তরীয়াদি হয়ে গিয়েছে অন্তর্বাস এবং অন্তর্বাস
সেমিজাদি হয়ে গিয়েছে বহির্বাস—মনে হচ্ছে এ যেন দু' অঙ্গের সখ্যায় সম্মাননা।

৩৪। আরও, কতজনের তো শ্রোগীভার থেকে শ্চলিত ষন্টিমেখলারজ্জুর অগ্রভাগ পায়ের নূপুরের
হীরকময় চূড়ায় জড়িয়ে গিয়েছে। তাঁরা চলছেন মাটিতে উহা ছেঁড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে। দেখে মনে হচ্ছে যেন শৃঙ্খল-
মুক্তাহস্তিনী শৃঙ্খলাগ্র ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে চলছে।

- ৩৫। কিঞ্চ, প্রস্থানবেগশিথিলাং করকুড্মলেন, ধূষৈব নীবিমপরা চপলং চলন্তী।
তৎকালনাভিবিরোদয়রজ্জ্বকোষাং, নারায়ণস্ত বপুষঃ সুষমাং বিজিগ্যে ॥
- ৩৬। কুঠৈকপাদকমলেহুচরীকৃতাজ্র', লাক্ষারসৈঃ সরণিমেকত এব শোণাম্।
যান্ত্য। কযাচন হরাক্ষরীরূপা, শৈলাধিরাজতনয়া নিতরাং বিজিগ্যে ॥
- ৩৭। কাচিৎসরাজত বধূহুতুল্যবাত্ত-ধূতোত্তরীয়সিচয়াঞ্চলমচলন্তী।
সঞ্চারিণী স্বয়মনঙ্গরহঃ-পতাকা-লক্ষ্মীরিবোক্তমশরীর-পরিগ্রহেণ ॥
- ৩৮। কিঞ্চ, কাস্ত্যাশ্চন- একাজিৎ পঙ্কজতলে বিনিবেশিতস্ত
বিচ্ছিন্ন এব নিন্দোহঙ্কনি নৃপুরস্ত।
যুকেন সাকমতিবাদিনি বাবদুকে
বাদঃ পরং ভবতি হি প্রতিবাদহীনঃ ॥
- ৩৯। কিঞ্চ, বামে দোষি দধেহঙ্গদং কতময়া নাত্তত্র যৎসম্ভমাং
সৌভাগ্যাতিশয়প্রকাশনকৃতে তদৈ জয়ত্রীরভূৎ।

- ৩৫। তস্মিন্ কালে নাভিবিরোদয়রজ্জ্বকোষো যস্য তাং সুষমাং শোভাং স্বনাভেরূপরি ধূত-নীবিডোরকস্য
স্বকরকমলস্য শোভয়া বিজিগ্যে জিতবতীত্যর্থঃ ॥
- ৩৬। একস্মিন্ পাদকমলে বামেহুচরীঃ কৃত্য যে আর্দ্রলাক্ষারসাইত্তঃ সরণিম, একত একপার্শ্বে এব শোণাং কৃত্য
যান্ত্য। হরার্ধেতি হরস্যাপি বামশরীরার্ধং পার্বতী, অতএব বামে পাদ এব লাক্ষারসঃ, ন তু দক্ষিণে ॥
- ৩৭। অনুকূলেতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥
- ৩৮। বিচ্ছিন্ন এবতি দ্বিতীয়নৃপুরসম্ভাব এবোত্তরপ্রত্যুত্তরবদধ্বজবিচ্ছেদো ভবতীত্যর্থঃ ॥
- ৩৯। দোষি ভুজে তদ্বারণমেব জয়ত্রীকংকর্ষসম্পত্তির্ভূতে চ লোকে শৌর্যবীৰ্য্যাহঙ্কারবতামেকরজ্জ্বলয়াদিমণ্ড

৩৫। আরও, অপর কেঁউ কেঁউ প্রস্থানবেগে শিথিল নীবি করকমল কলিকায় ধরে চঞ্চল ভাবে
চলতে চলতে নাভির উপরে নীবিডোর ধরা করকমলের শোভায় ব্রহ্মার জন্মকালে উদীয়মান কমলকুঁড়িযুক্ত
নারায়ণবপুর সুষমাকে পরাজিত করে দিচ্ছিলেন।

৩৬। বামপদকমলে দাসীকৃত কাঁচা আলতায় পথের এক অর্ধ রক্তবর্ণে রাঙ্গিয়ে যেতে যেতে কোনও
কোনও গোপী হরের অর্ধাঙ্গীরূপা হিমালয়কন্যা পার্বতীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে দিচ্ছিলেন।

৩৭। কোনও বধূ অনুকূল বাতাসে উত্তরীয়-অঞ্চল উড়িয়ে চলতে চলতে প্রতীতি জন্মাচ্ছিলেন,
যেন অনঙ্গের সঞ্চারিণী রহোপতাকা-শোভা স্বয়ং সুন্দর শরীর পরিগ্রহ করে শোভা পাচ্ছে।

৩৮। আরও, কোনও কোনও গোপীর এক পদপঙ্কজতলে পরিহিত নৃপুরের ধনি উঠল ভাঙ্গা ভাঙ্গা
বিচ্ছিন্ন ভাবে। বোবার সহিত অতিবক্তা বাচালের কথা যে কেবল প্রতিবাদহীন হয়ে থাকে, এতো প্রসিদ্ধই আছে।

৩৯। আরও, কোনও কোনও গোপী ব্যস্ততা বশতঃ শুধুমাত্র বামভুজে অঙ্গদ ধারণ করে চললেন,

তেনাক্ষাখিলানি সংশুভিরে তস্মা ন দিব্যৌষধে:

শাখাছোতনতঃ সমস্তবপুষঃ কিং জায়তে ছোতনম্ ॥

৪০। কিঞ্চ,

কর্ণাভ্যাং যদপি শ্রুতং স মুরলীকণঃ কলানাং নিধে-

বীমং কাঞ্চন-কুণ্ডলেন তদপি প্রাচ-কর্ণং পরা।

দৌষোহস্মা ন স এব কিন্তু মুরলীকণশ্চ তস্মৈব য-

চ্চিহ্নশ্চ ভ্রমণং চকার স্মৃতনোৰ্গন্তং চ তেনে হরাম্ ॥

৪১। এবং বিহায় নিজমিজ-ভবনং বনং জিগমিষুণামিষুণামানঙ্গীনাং পরাক্রমেণ ক্রমেণ বর্দ্ধমানমানস-
বিকারাগাং কারাগাং চিরসঙ্গাদ্বিমুক্তানামিব পথি পথি মিলিতানামিতরেতরং তরঙ্গিতোৎকণ্ঠয়া কণ্ঠযাত জীবনা-
নামিব তদানীমুদৃশামু দৃশামতিচপলতাচকিততে ততে তাসামেব নিজনাথসঙ্গমমহামহারন্তে দদেদলিন্দীবরবরদ-
লময়ীং কুসুমবৃষ্টিমিব তেনাতে তেনাতে চ মঙ্গলমঙ্গলস্বামীণামিব নিরাবাধম্ ॥

৪২। এবমিতরেতরেহি বিভাগচ্ছং গচ্ছন্ত্যু তাসু পতিভির্মুনিপূর্বাঃ পূর্বাছো হারোষিত। পিতৃভিঃ

যথা বলদেবশ্চ এককুণ্ডলিন্দম্, ন চ শোভাহানিরিত্যাহ— তেনেতি। দিব্যৌষধে: শাখামাত্রশ্চ ছোতনতঃ কিং সমস্ত-
বপুষো ছোতনং ন জায়তে? অপিতু জায়ত এবত্যর্থঃ ॥

৪০। কর্ণাভ্যাং দ্বাভ্যামেব শ্রুতঃ, ন কেবলমেকেন। বামেনেতি পারিতোষিকলাভো দ্বয়োরেবোচিত ইতি
ভাবঃ। সমাদধাতি স এষ দৌষো নাশ্যঃ, কিন্তু মুরলীকণশ্চ তস্মৈবেত্যশ্চিহ্নং ভ্রাময়তা তেন যস্মৈ যস্মৈ বদ্যপিতম্,
অনয়পি তস্মৈ তদন্তমিতি ভাবঃ ॥

৪১। অমুদৃশাং পথি পথি ইতরেতরং মিলিতানাং গোপীনাং দৃশাং দৃষ্টীনাং চপলতাচকিততে অমু কত্রোঁ কুসুম-
বৃষ্টিমিব তেনাতে বিস্তৃতবন্তো। কস্মিন্ কর্মণি? তাসামেব নিজনাথসঙ্গম এব মহামহো মহোৎসবস্তহারন্তে ততে বিস্তৃতো
ইষুণামিত্যশ্চ বিশেষণম্। আনঙ্গীনামিতি অনঙ্গসম্বন্ধিনীনামিত্যর্থঃ; “ইব্ধয়োঃ” ইত্যমরঃ। ততশ্চ তেন কুসুমবৃষ্টিবিশ্ভা-
স্বেণাঙ্গলঙ্গীণাং নিরাবাধং মঙ্গলমেবাতেনে ব্যস্তারি ॥

অশ্রুভুজ খালি রইল। ঐ একটি অঙ্গদই তাঁদের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশকরণে জয়শ্রী হল— তাঁদের অখিল অঙ্গ
অতি সুশোভিত করে তুললো। দিব্যৌষধির শাখা মাত্রের উজ্জলতায়ই কি সমস্ত অঙ্গ উজ্জলতায় ভরে উঠে না।

৪০। আরও, কলানিধির মুরলীধ্বনি যদিও দুটি কর্ণই শুনলো, তথাপি কাঞ্চনকুণ্ডলের দ্বারা এক-
মাত্র কর্ণকেই পূজা করলেন অপর কোনও গোপী। এ পক্ষপাতিত্ব দৌষ এঁর নয়। কিন্তু সেই মুরলীধ্বনিরই।
কারণ এই মুরলীধ্বনিই তো সুন্দরীমের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করেছে। আর ত্রস্তে ব্যস্তে চলার প্রেরণা দিয়েছে।

৪১। এইরূপে নিজ নিজ গৃহ ছেড়ে বনে যাওয়ার ইচ্ছুক, অনঙ্গবাণের পরাক্রমে ক্রমবর্দ্ধমান মানস-
বিকারগ্রস্তা, কারাগারের চিরসঙ্গ থেকে বিমুক্তের মতো পথে পথে পরস্পর মিলিতা ও তরঙ্গিত উৎকণ্ঠায় যেন
কণ্ঠগতপ্রাণা গোপীগণের দৃষ্টির অতি চপল চকিত চকিত চাহনি ছড়িয়ে পড়ে প্রতীতি জন্মাল যেন নিজ নিজ
নাথের সঙ্গমরূপ মহামহোৎসব আরম্ভে প্রক্ষুটিত শ্রেষ্ঠ দলময় নীলকমলপুষ্পবৃষ্টির ধারাপাত হচ্ছে।

মুনিপূর্বা বধুগণের অবরোধন ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি :

৪২। এইরূপে পরস্পরের অভিলষিত বিচ্ছেদনাশ যাতে হয় সেই ভাবে অভিসার রতা তাঁদের মধ্যে

কুলকণ্ঠাঃ কুলকণ্ঠায়েন ভ্রাতৃবন্ধুভিরন্ধুভিরতিমোহানামিব ঋতিপূৰ্ণা অপি ত্রাবাৰ্ধাস্তু ॥

৪৩। পৰ্যন্তপথমমুরাগস্ত বহন্ত্যো হন্ত ন কাশ্চিদপি নিবর্তয়িতুং শেকিরে, চকাশিরে চ কামং তা
এব গোবিন্দামুরাগেণ ॥

৪৪। নিত্যসিদ্ধাস্তু তাঃ স্তুতা এব সৰ্বতোভাবেন ভাবেন তেনৈব মোহিতা নামা হি তাভ্যঃ ॥

৪৫। অথ মুনিক্রুপাণাং দৈবভাবতো ভাবতোহপৃথক্বেহপি কাশ্চিদমুরাগবিজিতবিকৰা বিবৰায়াস্ত-
থাবিধ - স্কৃতকৃত - ভগবদঙ্গঙ্গসম্ভাবন - স্তম্ভগম্ভাবক - ভাবকতয়া নিরাবধমেব বিহায় ভবনং বনং যযুঃ ॥

৪২। অথাঙ্গাং স্বজননিরোধবিনিৰ্গমৌ ব্যবস্থয়া যথাযোগমাহ—ব্রবমিত্যাদিনা। ইতরেতরমীহিতা ঈদৃশিতা
বিভাগস্ত বিচ্ছেদস্ত ছা ছেদো নাশো বন্ধ, তদযথা স্তাতথা গচ্ছন্তীষ্; ‘ছা ছেদনে’। তাসু মধ্যে মুনীপূৰ্ণাঃ পূৰ্ণাহে পূৰ্ণা
বাহে প্রদেশে। কুলকণ্ঠায়েন সম্বন্ধকণ্ঠায়েন; “কুলকণ্ঠ পটোলে স্তাং সম্বন্ধে শ্লোকসংহর্তো” ইতি মেদিনী। অন্ধুভিঃ কৃপৈঃ;
“পুংস্তেবাজ্জগ্রহী কৃপাঃ” ইত্যমরঃ ॥

৪৩। নিবর্তয়িতুং ন শেকিরে, ন শক্যা অভবন্, অতস্তা এব কামং স্বচ্ছন্দং চকাশিরে; ‘কাশ্ দীপ্ত্যো’। অমু-
রাগস্ত পরিপাকাদবৈঘ্নরশক্যাভিভবা ইত্যর্থঃ ॥

৪৪। নিত্যসিদ্ধাস্তু ভাবেমোক্ষলনীলমগ্নাকৃতিশা অমুরাগাদপ্যুপরিপাকাক্রমেণ মহাভাবেন হেতুনা মোহিত লক-
মোহা জনৈন স্তুতা এব তাঃ কেন বা নিরোদ্ধুং শক্যস্ত ইতি ভাবঃ। যতপি সাধনাসিদ্ধা অপি সৰ্বা মহাভাববত্যা এব,
তথাপি তাঙ্গাং ক্রমেণ তত্তৎসঙ্গবশাদেব তথাভূতত্বম্, নিত্যসিদ্ধানাস্তু উৎপত্ত্যেবেতি স্পষ্ট এবোৎকর্ষ ইতি ভক্ত্যুদ্রেকেন
প্রথমমাহ—নম ইতি ॥

৪৫। অথ কাশ্চিদিগ্নিমাশক্তা নিরুদ্ধা এব বভূবুরিতি তাঙ্গাং স্বরূপং নিরোধে কারণঞ্চ বক্তুং তৎসম্ভাবিতীয়া অত্র
লক্কাভিসারস্তুতো মুখ্যতয়া বিভজ্ঞন্ প্রথমমাহ - দৈব ভাবতো মুখ্যা মুখ্যতয়া দ্বিবিধাত্বেনেত্যর্থঃ। ভাবতো ভাবেনোপপত্তা-
ভাবনাময়েনাপৃথক্বেহপি তুল্যাত্বেনপি কাশ্চিদমুরাগা বিবৰায়াঃ পূৰ্বসাধনোদ্রেকেন পর কৰায়াঃ, ঋতিপ্রাকৃতত্বাপাদকবিবিধা
স্তরার ইত্যর্থঃ, অত এবামুরাগেণ বিজিতা বিকরা বিয়াঃ; পক্ষে, মঞ্জিষ্ঠা চ ষাতিস্তাঃ; ‘কষ্ হিংসারাম্’; “মঞ্জিষ্ঠা বিকরা
জিঙ্গী” ইত্যমরঃ। তথাবিধৈন স্কৃতেন সাধনভক্তিযোগমুপরিপাকেণ কৃতা ভগবদঙ্গঙ্গদে সম্ভাবনা যস্মাতাদৃশং স্তম্ভ-
গম্ভাবকং স্তম্ভগীভবদ্ভাবকং মদলং ষাঙ্গাং তাঙ্গাং ভাবস্ততা তয়া ॥

মুনীপূৰ্ণা বধুগণ পতিদের দ্বারা পুরের বাইরে অবরুদ্ধা হলেন। কুলকণ্ঠাগণ সম্বন্ধকণ্ঠায়ের অতি মোহের কূপস্বরূপ
পিতাভাইবন্ধুগণের দ্বারা ঋতিপূৰ্ণা হয়েও অবরুদ্ধা হয়ে পড়লেন।

৪৩। এদের মধ্যে ঘাঁরা অমুরাগ পথের সীমা ছদয়ে ধারণ করছেন, হায় হায় তাঁদের কেউ অবরুদ্ধ
করতে সমর্থ হইল না। তাঁরা গোবিন্দের অমুরাগে জ্বলজ্বল করতে লাগলেন।

৪৪। আর নিত্যসিদ্ধাগণতো মহাভাবেও হেতু মোহপ্রাপ্ত জনদের দ্বারা স্তুতই হচ্ছিলেন। তাঁদের
আবার কে অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হবে। তাঁদের চরণে প্রণাম।

৪৫। অতঃপর সিদ্ধাস্ত বলা হচ্ছে — ভাবের জাতি বিচারে অপৃথক্ হলেও ভাবের পরিমাণ বিচারে
মুনীক্রুপা গোপী দু প্রকার। এঁদের মধ্যে কোনও কোনও অন্তরায় শূন্য মুখ্যা গোপী বিলজয় করে তথাবিধ

৪৬। কাসাঞ্চন দুপ্পচে পচেলিমদশাং গতবতি কষায়ে চরমা চরমাভাবদশাসৌ ভাগ্যবিশেষং বিদ্ববী সমাসেদ্বষী সমাসেন ফলোন্মুখ্যং যতজনি জনিমন্তুরেণৈব, তদা শরীরন্তুরেণৈব তাঃ কৃষ্ণমাসেদ্বঃ। যতো নিষ্কৃপত-
য়োগ্রা বত পতয়োগ্রাবতরণতো ভবননিষ্ক্রমক্রমতঃ প্রাগেব দ্বারমাকৃধ্য স্থিতান্তাসাং। গমনরঙ্গভঙ্গ - ভবৎপ্রযত্ন-
ভবন্তি স্ম ॥

৪৭। তাস্চ তদা তদারোধনং বীক্ষ্য কৃষ্ণমভিসর্জুৎক্ষমাঃ ক্ষমাংসারান্তশ্মিন্নেবান্তর্গৃহেহন্তর্গৃহেহন্তর্গৃহে কৃষ্ণ-

৪৬। ততোহবরাশাস্ত তাদৃশ-সাধনোদ্রেকভাভূতচরবাদ্বিগতকষায়ত্বাং তাদৃশদেহেন ভগবদঙ্গসঙ্গো দুর্লভ ইত্যাহ—কাসাঞ্চনেনিতি। ন চ চিন্ময়ভূমৌ মাথুরমণ্ডলেপককষায়াং জন্মৈব ন ভবতীতি বাচ্যম্,—শুদ্ধসত্ত্বমযাং দেব-
কীদেব্যামপি ষড়্গুর্ভঙ্গকামাং জন্মক্ৰতেঃ, প্রপঞ্চগোচরায়ামবতার-লীলায়াং সিদ্ধসাধকরোঃ প্রাপঞ্চিক জীবানামপি
প্রবেশোভবতীতি সিদ্ধাস্তত্র সাধিতত্বাং কিক্ষাদাং তু নিত্যাসিদ্ধাদনাগণসঙ্গাদভাগ্যবিশেষ এবাভীষ্টনির্বাহকো
দ্রুতমেবাভূদিত্যাহ—কষায়ে দুপ্পচে দুর্জরেহপি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ- নিরোধজনিতৌকঠ্যাধানোখাভ্যাং হৃৎকষাভ্যাং
পচেলিমদশাং গতবতি সহসৈব স্বয়ং জীর্ণত্বং প্রাপ্তে সতি তদেহত্যাগিসিদ্ধত্বাং তাসাং যদি চরমা দশমী-ভাবস্য দশাহজনি,
তদাপি পুনর্জনিং, বিনাপি তাঃ কৃষ্ণমাসেদ্বঃ। সা দশা কথন্তু চরা চপলা মা শোভা যস্যং সা; যদা, ভাবিমদলহচ-
নার্থমিব তদাপ্যচলা হিরৈব শোভা যস্যং সা। নহু রাসোৎসবারন্তে তস্য অমঙ্গলময্যা দশায়াস্তত্র প্রবেশে
শক্তিরিত্যত আহ—ভাগ্যবিশেষং বিদ্ববী জানতী, যতঃ সমাসেন সংক্ষেপেণৈব মুখ্যং ফলোন্মুখ্যং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গরূপে
ফলে উন্মুখত্বমাসেদ্বষী প্রাপ্তবতী; যদা, সৌভাগ্যবিশেষং বিদ্ববী জ্ঞাপরন্তী জ্ঞাপরিতুম, অন্তর্ভাবিত-পার্থত্বাং ইত্যোঃ,
অদেহমপি বিহায় মাং প্রাপ্তা ইতি ভাগবতা সৌভাগ্যবিশেষস্য দাস্যমানত্বাং। অন্তঃ সমানম্। উক্তমেবার্থমুক্তগো-
ষত্বায়েন প্রপঞ্চয়তি—যত ইতি। নিষ্কৃপতেনোগ্রাঃ পতয়ন্তাসাং ভবনানিষ্ক্রমে যঃ ক্রমন্তেনোগ্রাবতরণতোহগ্রহসোপা-
নাবল্যবরোহণতঃ প্রাগেব গমনরঙ্গস্য ভঙ্গে ভবমুৎপত্তমানঃ প্রযত্নো যেষাং তে ॥

৪৭। ক্ষমৈব সারো যাসাং তা ইতি তদাপি তাহুদিশ্রু দুর্লভচরমাগ্রহত্যাং বা ন চক্রুরিত্যর্থঃ। অন্তর্গৃহে গৃহমধ্যে

সাধন ভক্তিযোগ সুপরিপাকের সহিত সম্পন্ন করে ভগবৎ-অঙ্গসঙ্গ-সন্তানবনা-উৎপাদিকা অলুকুল ভাবনা
চাতুর্থে সচ্ছন্দ ভাবে গৃহ ছেড়ে বনে চলে গেলেন।

৪৬। (এরপর অমুখ্যা কোনও কোনও গোপীর তাদৃশ সাধনের অনুরোধকে কষায় না চলে যাওয়ার
তাদৃশ দেহের দ্বারা ভগবদঙ্গসঙ্গ দুর্লভ হল, তাই বলা হচ্ছে — ‘কাসাঞ্চনেনিতি’। এঁদেরও কিন্তু নিত্যাসিদ্ধা
গোপীগণের সঙ্গপ্রভাবে প্রাপ্ত ভাগ্যবিশেষই অভীষ্ট নির্বাহক হয়ে থাকে দ্রুত, তাই বলা হচ্ছে ‘কষায়ে দুপ্পচে’)।

অমুখ্যা কোনও কোনও গোপীর কষায় দুর্জর হলেও উহা বক্ষ্যমান প্রকারে নিরোধজনিত উৎকঠায়
ধ্যানোখ সুখহৃৎখের দ্বারা সহসাই স্বয়ং জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হলে দেহের অসিদ্ধতা হেতু যদি চরম দশমী ভাবের চপল
শোভাময়ী দশা তাঁদের ভাগ্যবিশেষ জেনে সংক্ষেপেই কৃষ্ণসঙ্গরূপ ফলে উন্মুখতা লাভ করল, তখন পুনর্জন্ম
বিনাই দেহ ত্যাগমাত্রই কৃষ্ণের নিকট পৌঁছে গেলেন তাঁরা। কারণ, গৃহ থেকে বের হওয়ার পথে সন্মুখের সিঁড়ি
বেয়ে নীচে নেমে গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণের পূর্বেই নিষ্করণ উগ্র পতিগণ দ্বার বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, ঐ
গোপীদের গমনরঙ্গ ভঙ্গে প্রযত্নশীল হয়ে।

৪৭। তখন পতিদের সেই বাধা প্রদান দেখে কৃষ্ণের নিকট যেতে অসমর্থ—অতি সহিষ্ণু গোপীগণ

শ্রানুধ্যাবিধ্যাবিভূতশ্চৈব ক্ষুরণানন্দনন্দবশাচ্ছুক্ত স্কৃততপঃসুহস্রা হুঃসহস্রহবনগমনাভাবতো বিরহদুঃখদুঃখরতা
 দুঃখাতজীবনজ্জালায় ক্ষীণ - স্কৃতেতর - তরস্বিকর্মাণঃ ক্ষীণবন্ধনঃ সত্যো জারতয়া রতয়া ধিয়াধিযাত - পারব-
 শ্চেন জাতনির্বেদা বেনাধিগ্ধ্যমাণং কৃষ্ণমেকান্তকাস্তভাবেন সত্য এবান্নানমাসাদয়িতুং সাদয়িতুং চ পারবশ্চদুঃখং
 নির্মোকমিব ভুজঙ্গশ্চ গুণোপদেহং দেহং বিমূঢ়া কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমঙ্গলমঙ্গলক্ষীসৌভাগ্যং গুণরহিতং হি তং সমবাপ্য সত্য
 এব তাতিঃ সহ সর্ষমেব কৃষ্ণমভিসরন্তি স্ম ॥

৪৮। নৈতচ্চিত্রং রতিমতামতাদাত্মাং যদেতদহো রতিবাসনাসনাধানং বাসনাসনাতনত্বেন গুণো-

অন্তরন্তঃকরণমেব গৃহং তন্ত্বেশ্বরশ্রানুধ্যাবানুধ্যানং তত্ৰা বিধিনা আবিভূতশ্চ ক্ষুরণে আনন্দশ্চ নন্দঃ সমৃদ্ধিস্তবশাদবির-
 হদুঃখশ্চ বা চুষ্টা ধরতা তীক্ষ্ণতা তয়া হেতুনা দুঃখাতা দৃষ্ণচ্ছেদা বা জীবনজ্জালা তয়া; 'ধনু অবদারণে'। ক্ষীণবন্ধনঃ, অতএব
 পরকবাসনাঃ। অত্র স্কৃত-স্কৃতেতরশব্দাভ্যাং পুণ্যপাপে নোচোতে, কিন্তু ভগবৎক্ষুতি-তদ্বৎকর্তে এবেতি কেচিদ্ব্যা-
 চক্ষতে। ধাবন্তীভ্যাঞ্চ তাভ্যাং বৃত্তাভ্যামেব প্রোচ্যভাবঃ সাধকঃ সিধ্যতি, তাবত্যোশ্চ তয়োঃ শনৈর্ভাগ্যায়োরপি
 সম্প্রতি যুগপদেব ভোগো জাত ইতি। পুণ্য-পাপয়োস্ত স্বপ্রতিনিয়ত-ফলদাতৃভ্যাং পাপশ্চ তু সূতরাং ভগবদ্বিরহময়-
 প্রেমক্ষেপকত্বাভাবাং, "ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদুতে" ইতি পাদ্ম-কার্ত্তিকমহাশ্রয়ানুসারেণ তাসাং সূতরাং তৎপ্রা-
 রদ্ধজন্মত্বাভাবাং; যথা, (ভ০ ১০।৪৫) "গুরুপুত্রমিহানীতম্" ইত্যাদি-শ্রায়েন প্রারব্ধরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেমবর্ধনবিদগ্ধ-
 শ্রীভগবদিচ্ছেকময়ত্বমেবানুমননীয়মিতি। অধিযাতমধিগতমন্তত্বতং যং পারবশ্চ তেনাত্মানং প্রযোজ্যকর্তারং কৃষ্ণং কর্ম
 আসাদয়িতুং প্রাপয়িতুং সাদয়িতুং ষণ্ডরিতুঞ্চ নির্মোকমিবেতি দেহত্যাগশ্চ প্রাণীতিকত্বমাত্রম্, ন তু বাস্তবত্বম্; যথা জরিত-
 সৈব ভুজঙ্গশ্চ কণ্টকাদিপ্রতিবন্ধ এব নির্মোকমোচনমেব, ততো নিষ্করণমেব, ঔজ্জ্বল্য-তেজস্বিত্বনৈরুজ্জ্বলাভ এব, তথৈ-
 বাসাং কৃষ্ণবিচ্ছেদ জরিতানামেব পতিকৃতপ্রতিবন্ধ এবত্যাদিকং যোজনীয়ম্, গুণোপদেহং প্রাকৃত-সত্ত্বাদিগুণোপলিপ্তম্;
 'দিহ প্রলেপে'। গুণরহিতমপ্রাকৃতং কল্যাণগুণময়মিত্যর্থঃ; সমবাপ্য প্রকটীকৃত্য ॥

৪৮। রতিমতান্, অতএব রতিবাসনা-সনাধানাং জনানাম্ যদেতদতাদাত্মাং মোক্ষাভাবঃ, এতন্ন চিত্রমিত্যাহঃ।

ষরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। এই ধ্যানক্রমে অন্তঃকরণ-গুহায় ক্ষুরিত আনন্দের আতিশয্যে
 তাঁদের পরসহস্র স্কৃতি উপভুক্ত হয়ে গেল। সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বনে যেতে না পারাটা তাঁদের নিকট
 দুঃসহ হল। তাঁদের কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ হয়ে উঠল অতিশয় তীক্ষ্ণ। এই বেড়ে ফেলায় অযোগ্য জীবন জ্জালায়
 তাঁদের ছুঁত জ্বলিত বেগবান্ কর্মপ্রবাহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হল। এর ফলে তাঁদের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। তখন
 তাঁরা জার ভাবের রতিতে বুদ্ধি-অনুভূত কৃষ্ণশ্রুতা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে সত্যই নিজেকে বেদে অস্থিগ্ধ্যমান্ কৃষ্ণকে
 প্রাপ্তি করাবার জন্ত এবং স্বামী-ভাই-বন্ধুর অধীনতা দুঃখ ঋণ করবার জন্ত সত্ত্বাদি গুণোপলিপ্ত দেহ সাপের
 খোলসের মতো পরিত্যাগ করে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-মঙ্গলময় অঙ্গশোভা-সৌভাগ্যবিশিষ্ট ও কল্যাণগুণময় দেহ প্রকটিত
 করে সত্যই নিত্যসিদ্ধাদের সঙ্গে আনন্দের সহিত কৃষ্ণের নিকট চলে গেলেন।

৪৮ রতিমান্, অতএব রতিবাসনায়ুক্ত জনদের অহো এই যে মোক্ষের অভাব এ কিছু আশ্চর্য নয়।

পরমঃ পরমস্ত ভবম্বেব বাসনানুরূপং রূপং নিগুণমেব জনয়তি, নয়তিলকভূতায়ঃ কৃষ্ণরতেরয়ং হি প্রভাবঃ প্রভাবহুলঃ ॥

৪৯। অথ তাং প্রিয়ঃ প্রিয়াণাং, মা বলিমালোক্য সমুপসন্নাম্।

অবিকলকলাকলাপং, শ্চলাদলাচ্ছ্রীদলানুজোহনুজুতাম্ ॥

৫০। স তু নায়কোহনুকূলঃ, প্রতিকূলং বহিরথাস্ত্রনুকূলম্।

উপনতযমুনাকূলঃ, পীতহুকুলো বিংকুতামগমং ॥

৫১। আগচ্ছত্ স্বাগতমস্তি বঃ শিবং কিং নাম কামং করবাণি বঃ প্রিয়ম্।

যথাস্থিতং সদ্যনি পদ্যালোচনাং, স্তথৈব মন্তো ভবতীভিরাগতম্ ॥

বাসনায়াঃ সনাতনত্বেন হেতুনা, ন তু প্রাকৃত্যা বাসনায়া ইব নশ্বরত্বেনেত্যর্থঃ। পরম আত্যন্তিক্যে গুণোপরমঃ প্রাকৃত-
গুণশাস্তিৰ্ভবন্তুৎপত্তমান এব নিগুণমেব রূপং স্বরূপং জনয়তি। নয়তিলকেতি, অন্তর্থাহনীতিরেব তত্ত্বাঃ শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ॥

৪৯। এবং সিদ্ধান্তং সমাপ্য প্রকৃতমনুসরতি—অথেতি। অনুজুতামসারল্যমলাং স্বীচকারঃ ছলাং ন তু বস্তুত
ইত্যর্থঃ। কলাকলাপ ইতি এষ্যপ্যেকা বৈদক্ষী কৃত্রিম-তাটস্থ্য-প্রকটনেন প্রেমতরঙ্গোদগুচণ্ডিমগ্নকাশনপাণ্ডিত্যময়ীতি
ভাবঃ। বলানুজ ইতি গ্রন্থকৃতভাষ্যে পক্ষপাতেন মন্ত ইত্যাহ্বয়োক্তিঃ ॥

৫০। অনুকূল ইতি—(শ্রীমদুজ্জলনীলমণৌ নায়কভেদে প্রঃ২৫)“অতিরক্ততয়া নার্যাং ত্যক্তাগুললনাম্পৃহঃ।
সীতার্যাং রামবৎ সৌহৃদমনুকূলঃ প্রকীর্তিতঃ ॥” ইতি স্মৃতেঃ। বহীষু ভাস্ত্র যতপ্যানুকূল্যং ন সম্ভবতি, তথাপ্যত্র মহারা-
সোৎসবদিনে তস্য তাত্ত্বিককণ্ঠেন পুকাশভেদাদভিমানভেদেন বা সর্বাসামপি ভাষাং ছলাদিনীসারস্বাদৈক্যবিবক্ষয়া বা
তৎসঙ্গমনীয়ং পুতিকূলমনুকূলমিত্যোক্তে বচনক্রিয়াবিশেষণে ॥

৫১। আগচ্ছতেত্যাদিষু যতপি পুষ্কটোহভিধেয়োহর্থ উপেক্ষাময়ো বাহুভাষ্যে সৌন্দর্যভাবাদি-বর্ণনাদপুষ্কটো ব্যঞ্-

অপ্রাকৃত বাসনা অনশ্বর হওয়ার দরুণ প্রাকৃত গুণের যে আত্যন্তিক্য নিবৃত্তি উহা উৎপত্তমান হয়েই ভক্তি-
বাসনানুরূপ নিগুণ স্বরূপ জন্মিয়ে দেয়। এ নিয়মের অগ্রথাই এর পক্ষে অনীতি। কৃষ্ণরতির প্রভাব এরূপ
প্রভাবহুলই বটে।

কৃত্রিম তাটস্থ্য প্রকটনের দ্বারা প্রেমতরঙ্গের উদ্গু চণ্ডিমা প্রকাশনঃ

৪৯। অতঃপর প্রিয়াবলীর সেই দল নিকটে আগত দেখে প্রিয় বলানুজ কৃষ্ণ বাঁকা ভাব ধারণ
করলেন, তাঁদের ছলনা করবার জ্ঞান। এও এক পূর্ণাঙ্গ কলাকলাপ। (অর্থাৎ কৃত্রিম তটস্থ ভাবের প্রকাশের
দ্বারা প্রেমতরঙ্গের উদ্গু চণ্ডিমা প্রকাশন-পাণ্ডিত্যময়ী এক বৈদক্ষী।)

৫০। অতঃপর যমুনাকূলে উপস্থিত পীতাম্বরধারী সেই অনুকূল নায়ক বাইরে প্রতিকূল ও অন্তরে
অনুকূল ভাবে কিছু বলতে ইচ্ছা করলেন।

৫১। (‘এসো’ ইত্যাদি বাক্যের ব্যক্ত বাহ্য অর্থ যদিও অভিধাবৃত্তিতে উপেক্ষাময় ও তাঁদের সৌন্দর্য-
ভাবাদি বর্ণনা হেতু ব্যক্ত মনোগত ব্যাঞ্জনা বৃত্তির অর্থ বিহার-স্বীকারময়, তথাপি কখনও কখনও অভিধাবৃত্তি
দ্বারাও ঐ ব্যাঞ্জনা বৃত্তির অর্থটি সংঘটিত হওয়ার যোগ্য। অতঃপর তাদৃশ বেশ চেষ্টাদি দ্বারাই অনুরাগাত্ম ভাবের

৫২। যতঃ কৌতুকবিহারক্রমে বেষ এষ এবং ন ভবতি । তথা হি—

অর্দ্ধাঙ্গং পরিলোচ্যতে বপুষি বঃ শ্রীমণ্ডনং মণ্ডনং

যুস্মাভিঃ প্রিয়মণ্ডনাভিরপি চ প্রারম্ভি নাত্রাদরঃ ।

তেনৈবেদমশঙ্কি পঙ্কজদৃশো জাতং তদত্যাহিতং

যেনাত্যপি সসম্ভ্রমাগমনজা শ্রান্তিন্ বিশ্রাম্যতি ॥

৫৩।

ক্রিন্নানি শ্রবণোৎপলানি বলিতৈঃ শ্বেদান্তঃসো বিন্দুভি-

মুক্তাভিগ্রথিতৈব চিত্রমলকশ্রেণীহমৈদৃশঃ ।

নীয়েহর্থ এব বিহারস্বীকারময় আশ্রয়ত্বাপি কচিং কচিদতিথয়াহপ্যসৌ যোজয়িতব্য ইতি । অথ তাদৃশবেশেচেষ্টাদিতি-
রেবাহুরাগাখ্যা- ভাবশ্রোদয়োদ্রেকমহুমায় সদানুভূতমপি স্বং কদাপ্যনুভূতচরমিব পুথুমিলিতমিব মানসস্তীর্ণতা আলক্ষ্য
পরিহসমিবাহুরাগরসমুদয়মিব স্বয়মপি তথৈব তা অপরিচিন্মিব ঔদাস্তমবলম্বমানঃ সাদরং সসম্ভ্রম- পুশ্চময়মাহ । তত্র
পুথুমমাগচ্ছত স্বাগতমিত্যুক্তেভ্যঃ পুফুল্লমুখীর্বাশ্য পুনর্বিশ্লমুখীঃ কর্তুমাহ—বঃ কিং পিঙ্গং করবাণি, কিমর্থমাগতম, তৎ
কিং ন ক্রতেতি ভাবঃ । সংশয়ইবমনগ্রবতীর্বাশ্যাহ—যথাস্থিতমিতি । তেন কচিৎস্ববেগো জাত ইত্যনুমীয়তে, স চ দ্রষ্ট-
নকৃতঃ পু কটঃ সাধারণো বা মনসিজকৃতো গুপ্তস্বাদুশীনাংমিব বেত্যবশ্রমেব জিজ্ঞাস্তমিতি ভাবঃ । হে পদ্মলোচনা ইতি
মহুপরি নয়নকমলবৃষ্টিরেব ক্রিয়তে, ন তু বচনসুধাভিবেক ইতি ভাবঃ । অত্র ন জনকৃতো নাপি সর্বথা মনসিজকৃতঃ, কিন্তু
ভদ্ররূপাগকৃত ইতি তৎসখীনাং কাশাক্ষিগ্ননসাং মনসৈব কৃতং পুত্ৰাতুরমপি জ্ঞেয়ম্ ॥

৫২। কুতশ্চন কৌতুকাঙ্গতমিতি চেনহি নহীত্যাহ—কৌতুকেতি । প্রিয়ং শোভামপি মণ্ডয়তীতি তৎ, অত্যা-
হিতং মহাভীতিঃ, অতত্তদগোপয়িতুং নার্যথ, পু কটমেব ক্রত, তত্রাণমেবোহমধুনৈব করোমিতি ভাবঃ ॥

৫৩। শ্রান্তিচিহ্নান্ত্রেব ক্রবন্ ভঙ্গ্যা ভাঙ্গাং সারিকবিকারোখমাধুর্বাশ্যাদ স্বকৃতং তা জাপয়ন্ বর্ণয়তি—ক্রিন্নানীতি।

উদয়োদ্রেক অনুমান করে সদা অনুভূত হলেও কদাপি যেন নিজেকে অননুভূতচর প্রথম মিলিতের মতো মাননা-
কারিণী তাঁদিকে দেখে যেন পরিহাসের ভাবে অনুরাগ-রস যেন অনুমোদন করছেন এ ভাবে ও যেন সেই
ভাববতীদের চিনতে পারেন নাই এভাবে ঔদাস্ত অবলম্বন করে সাদরে সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলেন—)

‘এসো স্বাগত তোমাদের মঙ্গল তো’ এরূপ বলে তাঁদিকে প্রফুল্লমুখী দেখে পুনরায় বিস্ময়মুখী করবার
জ্ঞাত বললেন—‘তোমাদের কি প্রিয় সচ্ছন্দে করতে পারি, কি জ্ঞাত এসেছ, কথা বলছ না কেন, তাঁদিকে সংশয়-
বিমনা দেখে বললেন—‘যেক্ষণে ঘরে ছিলে হে পদ্মলোচনাগণ, মনে হচ্ছে সেইরূপ ভাবেই বেরিয়ে এসেছ
তোমরা ।

৫২। (যদি বল কৌতুকবেশে কোথাও থেকে এসেছি—এর উত্তরে যেন বলা হচ্ছে—) আরে না না,
কৌতুক বিহার বিধিতে যে বেশ তাতো এমন নয় । তথা হি—

শোভারও শোভাস্বরূপ ভূষণ তোমাদের অঙ্গে আধা আধিভাবে পরানো দেখা যাচ্ছে । তোমাদের
প্রিয় যে ভূষণ তাতে আদরের আরম্ভই করনি বলে মনে হচ্ছে । এতে এরূপ আশঙ্কা হচ্ছে হে পঙ্কজনয়নাগণ,
তোমাদের মহা ভীতির উদয় হয়েছে, যার জ্ঞাত ব্রতব্যস্ত আগমন জ্ঞানিত শ্রান্তি এখনও দূর হয় নি ।

দ্রাবীযঃ শ্বসিতং তদাহতিপরিমানায়মানদ্যতো

জ্যোতন্তেহধরপল্লাবাঃ স্তনপটন্তেনৈব দোধূয়তে ॥

৫৪। অথবা, অত্যাহিতং চেদভবিস্তদভম্বিয়দধো পুংসামপি সামপিধানেন তরলতালতা ফলবতী, তেনাত্যাহিতং হিতং বা কথং ক্রমঃ ॥

৫৫। ইদং বঃ কৌতুকবিলসিতং বিলসিতং বস্ত্র বস্ত্রতঃ স্বাতন্ত্র্যেণ বহিরেব হি রে ভবিতুং নেষ্টে, নেষ্টেন বা জনসমূহেন সমূহেন বা সমভাবি, সমভাবিতেনেদং স্বাতন্ত্র্যমিতি বা কথং ক্রমঃ, বিহারচংক্রমক্রমসম-
য়াভাবাং যদয়ং কিপ্রদোষঃ প্রদোষঃ ॥

স্তনপটো দোধূয়তে ইতি ভাবি- মহিলাস-স্তভূচকঃ জনকম্প এবাং ভবতীনামিতি ভাবঃ ॥

৫৪। অথবেতি মৌনেনৈব তাঙ্গাং মনোগতং বাক্যমভিজানন্ পুংকটমাহ— অত্যাহিতমিতি। সামপিধানেন
সুধরাহিত্যেনেত্যর্থঃ। অত্যাহিতং হিতং বেতি নাপ্যাহিতলক্ষণং নাপি হিতলক্ষণং কিঞ্চিদেহভূয়ত ইতি ভাবঃ ॥

৫৫। ঋণ্ডিতমেব কৌতুকপক্ষং পুনঃ সংস্থাপ্য পুনরপি ঋণ্ডয়তি। ইদমধাৰ্ধভূষণাদিধারণমপি কৌতুকসৈব
বিলসিতম্,—ঔৎসুক্যস্বরাভ্যাং তং সম্পূর্ণত্বাশঙ্কেঃ। কিঞ্চ' বিলে গর্তে সিতং বন্ধং বস্ত্র বহিরেব ভবিতুং ন ঈষ্টে, ন-
শক্নোতি। রে ইতি সম্বোধনে, বিলপুংয়েহস্তঃপুংরে পত্যাদিনিরূদ্ধা যুং কথং বহির্নির্গতা ইত্যর্থঃ। তত্র তেষাং সম্মতি
যুগ্মকং স্বাতন্ত্র্যং বা হেতুরন্ত, নাভ্যঃ, অসম্ভবাদেব; দ্বিতীয়স্ত কথঞ্চিং সম্ভবতীত্যাহ—নেষ্টেনেতি। ইষ্টেন পত্যাদিনা
জনসমূহেন সমূহেন সমাগৃহবতা এভা বনং গচ্ছতীতি বিতর্কবতা ন সমাগভাবি, তেন হেতুনা স্বাতন্ত্র্যং সম্ভাবিতং সম-
ভাবি। প্যস্তাং কর্মণি চিৎ। ইতি বা কথং ক্রম ইতি, এতদপি বক্তুং ন শক্যতে। তত্র হেতুঃ—বিহারচংক্রমেত্যাদি।

৫৩। (শ্রান্তি চিহ্ন বলতে গিয়ে ভঙ্গীক্রমে তাঁদের সাত্ত্বিক বিকারোথ মাধুর্যের আশ্বাদন বলা
হচ্ছে—)

ঘামে ভেজা কমলের কর্ণ-অলঙ্কারে ও মুক্তা খচিতের মতো প্রতীতি জন্মানো শ্বেদজলবিন্দুতে হে যুগ-
লোচনাগণ! তোমাদের এই অলকাবলী আশ্চর্যজনক রূপ ধারণ করেছে। অহো তোমাদের নিঃশ্বাস দীর্ঘ দীর্ঘ
বইছে। এর আঘাতে উজ্জল অধরপল্লব তোমাদের বিশেষ মলিনতা ধারণ করেছে, আর এর দ্বারাই কাঁচুলি
তোমাদের কঁপে কঁপে উঠছে।

৫৪। (মৌনের দ্বারা তাঁদের মনোগত ভাব বুঝে নিয়ে খোলা খোলি বললেন—)

অথবা কোনও বিশেষ অমঙ্গল ঘটেনি তো? তাই যদি হতো তবে বেটাছেলেরা ভিতরেও তো সুখ
তিরোহিত হওয়ার দরুণ চঞ্চলতা-লতা ফলবতী হয়ে যেত এতক্ষণ। কাজেই বিশেষ অমঙ্গল, কি মঙ্গল, কি করে
যলি?

৫৫। (খণ্ডিত কৌতুকপক্ষ পুনরায় স্থাপন করে পুনরায় আবার খণ্ডন করছেন—)

এই রূপ আধাধা ভূষণধারণও কৌতুককৃত বিলাসই বা হবে। ঔৎসুক্য ও ত্রায় উহা সম্পূর্ণ করা
যায় নি। আরে বস্ত্রতঃ পক্ষে গহবরে আবদ্ধ বস্ত্র নিজ স্বাতন্ত্র্যে বাইরে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয় না। (এখানে
পত্যাতির সম্মতি বা তোমাদের স্বাতন্ত্র্য, হেতু হোক। প্রথম হেতু হতে পারে না) কারণ এ অসম্ভব। দ্বিতীয়

৫৬। তথা হি— রজত্বেষা ঘোরা ভয়দপশুবৃন্দং বনমিদং

মমৈকস্তাভীতে রসদমবলানামরসদম্।

ইদং বঃ প্রাপ্তানাং মনসি ন ভয়ং হস্ত তদিতো

নিবৃত্তিনিঃশ্রেয়স্কৃদিতি শৃণুতৈতন্মম বচঃ ॥

৫৭। ‘বনদিদৃক্ষ্যাক্ষয়ামোদমদিরা মদিরাক্ষ্যো যদি বাত্ৰায়যুঃ শুভবত্যো ভবত্যে বৃত্তমেব তদ্বনস্ত দর্শনম্ ॥

তেন কিঞ্চিদ্রহস্যাস্তরমেব ভবিষ্যতি, তস্যা ভবতীনাং মৌনাদকথ্যন্তঃ মমিকটীগতেষ্চ মদেকসম্পাদয়িষ্যমাণং বা চাহুমী-
য়ত ইতি ভাবঃ ॥

৫৬। মনসি ন ভয়ং প্রাপ্তানামপি বোহবলানামিতো নিবৃত্তিরেব নিতরাং শ্রেয়স্কৃদিতি বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ, বস্ত্তস্ত
অঘোরাহভয়দেত্যকার-প্রশ্নেযঃ। মমৈকস্তেতি পুরুষাস্তরস্ত প্রবেশাসত্তবোহপি জ্ঞাপিতঃ। অবলানাং ন বিত্ততে রসদং
ষম্যন্তং, অবলানাস্ত নামমাত্রৈণৈব রসদমিত্যেকং পদং বা। ইদম্—ইঃ কামন্তং দদাতীতি তং কামদম্। প্রাপ্তানাং ভবতী-
নামিতো ন ভয়ম্, অতো নিবৃত্তিঃ স্থিতিরেব নিঃশ্রেয়স্কৃদিতি ॥

৫৭। অক্ষয় আমোদো হর্ষ এব মদিরা মদহেতুর্ধাসাং তাঃ। বনস্ত দর্শনং বৃত্তমেবেতি এতৎ সমাপ্য দ্রুতমেব গৃহং
গচ্ছতেতি ভাবঃ। বাস্তবস্ত, অক্ষয়েনামোদেন সৌরভোণ মম ইং কন্দর্পং রাস্তি দদতীতি তথা তাঃ। হে মদিরাক্ষ্যঃ!
খঞ্জনাক্ষ্যঃ! নিজঙ্গসৌরভোণৈব মংকামমুদীপয়থ, কিমুতাবলোকনেনেতি ভাবঃ। বৃত্তমেব বনস্ত দর্শনম্, কিন্তু তরু-
বল্লাদীনাং দর্শনং বিশেষতো ন বৃত্তমিতি তত্তৎপরিচায়কং মাং সঙ্গিনং কৃত্বা তদপি কুরুতেতি ভাব ইতি ॥

হেতু কিছুটা সম্ভব তাই বলা হচ্ছে, ‘নেষ্টেন বা’—) বনে যাওয়া নিশ্চয় করাতে পত্যাভিজনগণের সম্মতিদান
হেতুটি একেবারেই অসম্ভব। তাই গোপীদের স্বাতন্ত্র্য সম্ভাবনা কিছুটা বিচারসহ বলে ধরা যেতে পারে। তবে
এই বা কি করে বলা যায়? কারণ বিহার-বিধির সময় তো এটা নয়। এ সময়টা তো আশু দোষে ভরা সন্ধ্যা।

৫৬। তথা হি—(বাইরের অর্থ) এ-রাত্রি ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর পশুবৃন্দে ভরা এ-বন। নির্ভয় একলা
আমার পক্ষে এ-রসদ বটে। কিন্তু অবলাদের পক্ষে অরসদ। হায় হায় কি আশ্চর্য, এ বনে এসেও তোমাদের
মনে ভয় নেই! তাই আমাকে বলতেই হচ্ছে, এখান থেকে ফিরে যাওয়াই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমার
এ কথা শোন।

(ভিতরের অর্থ) এ রাত্রি অভয়দা। এ-বৃন্দাবনে যে সব পশুবৃন্দ রয়েছে তারা ভীতিপ্রদ নয়।
একলা আমার পক্ষেই এ রসদ। অবলাদের পক্ষে তো নামমাত্রের রসদ। কামদায়ী আমাকে তোমরা যখন
পেয়ে গিয়েছ তখন আর এ-বন থেকে ভয়ের কিছু নেই তোমাদের। কাজেই তোমাদের এখানে থাকাই
শ্রেয়স্কর। আমার এ-কথা মেনে নেও।

৫৭। হে খঞ্জননয়না গোপীগণ। তোমরা সব অক্ষয় আমোদরূপ মদিরা মত্ত হয়ে বন দেখবার
ইচ্ছায় যদি বা এখানে এলে তবে অতি সূকৃতিশালিনী তোমাদের বন দর্শন তো হয়েই গিয়েছে। বাস্তবার্থ—
হে খঞ্জননয়নাগণ। অক্ষয়-সৌরভে তোমরা আমার কাম উদ্বীপ্ত করে তুলেছ। অবলোকনের দ্বারা না জানি

- ৫৮। পশ্যত পশ্যত,— ইতঃ ফুল্লা বল্লো। মদমধুপকঙ্কারকলয়া
গিরা নিন্দন্তীৰ প্রণয়নয়তঃ স্বালয় ইব।
অতঃ স্বাতুং বাঙ্কং কুরুত ন গৃহং গচ্ছত তথা
তরুণামপ্যোঘঃ কুসুমহসিতৈশ্চালয়তি বঃ ॥
- ৫৯। কিঞ্চ, ছায়াশ্ছদানাং শশিনশ্চ দীপিতৌ-মূলে তরুণাং মিলিতাঃ সমন্ততঃ।
বিলোকা ভোক্তুং তিলততুলভ্রমাং, ক্ষুণ্ণস্তি চক্ষুপুটকৈর্বয়োগণঃ ॥
- ৬০। ইতশ্চ, উদঞ্চং কালিন্দীলহরিপরিরম্ভ-ব্যাসনি।
প্রফুল্লং কঙ্কলারোংপলবনবিমর্দৈঃ সুরভিগা।
পিকোক্তীনাং দীর্ঘীকরণপটুনা চন্দনবনী-
সমীরেণ স্নিগ্ধীকৃত-তরুতলং পশ্যত বনম্ ॥

৫৮। স্বালয় ইব স্বসখ্য ইব প্রণয়নয়তঃ সখ্যারীত্যা গিরা নিন্দন্তি, কুলজানাং বনে তিষ্ঠাসাং গর্হন্তীত্যর্থঃ।
অতঃ স্বাতুং বাঙ্কং ন কুরুতেতি বাঙ্কঃ। বাস্তবস্ত, ইতো গৃহং গচ্ছন্তীরেব যুগ্মনিদন্তি; ‘ইণ্-গতো’ ইত্যন্ত কিবন্ত শসি
রূপম্; গৃহং ন গচ্ছত। অহো রসিকা অপোতা ইতো বিষাসন্তীতি কুসুমহসিতৈশ্চ বো। যুগ্মানালয়তি বারয়তি; ‘অল বারণ-
ভূবা-পর্ধাপ্তিষু’। অগ্নয় সমানমিতি ॥

৫৯। ছদানাং পত্রাণাং বয়োগণঃ পক্ষিসমূহঃ; পক্ষয়ৈহপি তুল্যা এবার্থঃ ॥

৬০। বনীত্যন্তবিবক্ষয়া ক্রীড়ম্ ॥

কি হয়। তোমাদের বনদর্শন হয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু তরুণতাদির দর্শন বিশেষভাবে সম্পন্ন হয় নি। তাই বলছি
সেই সবে পরিচয় জানা আমাকে সঙ্গী করে তাও করে ফেল।

৫৮। দেখ দেখ,—এদিকে কুসুমিত-লতার মদমত্ত মধুপ কলকঙ্কাররূপ সখ্যারীতির বাক্যে তোমাদের
যেন নিন্দা করছে নিজ সখীর মতো। অতএব এখানে থাকবার ইচ্ছা কর না। ঘরে ফিরে যাও। তথা তরুণগণও
কুসুমরূপ হাসিতে তোমাদের ঘরে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে।

বাস্তবার্থ—স্ব আলায়ে ফিরে যাচ্ছ দেখে মত্ত মধুপ তোমাদের নিন্দা করছে। অহো রসিকা হয়েও
তোমরা যে এখান থেকে যাওয়ার ইচ্ছা করছ এতে কুসুমরূপ হাসিতে তরুণ বারণ করছে।

৫৯। আরও দেখ দেখ, পত্রচয়ের ছায়া, আর চাঁদের কিরণ তরুশূলে মিলেমিশে একাকার হয়ে
যে চিত্র রচনা করেছে, তা দেখে তিল-ততুল ভ্রমে পাখীসব চক্ষুপুটে ঠোকরাচ্ছে যাওয়ার জন্ত।

৬০। আবার এদিকেও দেখ, চন্দনবনী বায়ু যা উচ্ছলিত কালিন্দীলহরী-আলিঙ্গনরূপ কুক্রিয়ারত,
যা প্রফুল্ল কঙ্কলার-উৎপল বন দলনে সুরভিযুক্ত এবং যা পৌকনাদ দীর্ঘীকরণে নিপুণ, সেই বায়ুতে স্নিগ্ধীকৃত
তরুতলযুক্ত বৃন্দাবন দেখ।

৬১। এবং চ— অখণ্ডনানা ক্রমবশু মণ্ডিতং, বিচিত্রপত্রি ব্রজচিত্রিতাস্তরম্ ।

আলোকিতং কাননমত্র যোষিতাং, যোগ্যা স্থিতির্ন ব্রজত ব্রজং ততঃ ॥

৬২। অথ বচো মে শুশ্রবধ্বম্ শুশ্রবধ্বং সুস্থংপতিবপুরপুরস্কারযোগ্যং ন ভবতি' ইতি পতিমতী-
নিগচ্চ পুনঃ স্কুমারিকাঃ কুমারিকাঃ প্রাহ ॥

৬৩। 'ভো ভো বালাশ্চারুদন্ত্যো বালাশ্চারুদন্ত্যোকসি বৎসাস্তান্ পায়য়ত প্রস্থপয়ঃ প্রস্থপয়ত
দোহয়ত চ মোহয়ত চ মোদারং চেতঃ ॥

৬৪। মাতরশ্চ পিতরশ্চ সপুত্রা, ভ্রাতরশ্চ পতয়শ্চ সমস্তাং ।

মার্গয়ন্তি বহুধেতি ন মোহং, গন্তুমর্হত ন হন্তুমভীষ্টম্ ॥

৬১। ন যোগ্যা স্থিতিরিতি বাহঃ, ন ব্রজতেতি বাস্তবঃ ॥

৬২। শুশ্রবধ্বং শ্রোতুমিচ্ছত, শুশ্রবধ্বং পরিচরত; "শুশ্রবা পরিচর্যাপ্যাপাসনম্" ইত্যমরঃ। সুস্থদাং স্বশ্রবাদীনং
পতুশ্চ বপুরপুরস্কারযোগ্যমনাদরাহং ন ভবতীতি বাহঃ, বাস্তবস্ত ন শুশ্রবধ্বম্, যতোইপুরস্কারযোগ্যমিতি সম্বন্ধঃ। অতঃ
সমানমিতি ॥

৬৩। ভো ভোশ্চারুদন্ত্যঃ স্কন্দবদন্ত্যঃ! বালাশ্চ বালিকাশ্চ ওকসি গৃহে আরুদন্তি, বৎসা গোবৎসাশ্চ তান্ প্রস্থপয়ো মাতৃ-
দুহং পায়য়ত, প্রস্থপয়ত্যা প্রকর্ষণে স্তৃণু উপ নিকটে যতিয়া দোহয়ত চ। উদারং চেতশ্চিত্তং মা মোহয়ত মোহং মা প্রাপয়ত
ইতি বাহঃ; বাস্তবস্ত, তান্ মা পায়য়ত মা দোহয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। মা মাম্, ইতঃ কামত উদারং দাতারমুহয়ত বিতর্কয়ত;
"উদারো দাতৃমহতোঃ" ইত্যমরঃ। অতঃ সমানমিতি ॥

৬৪। ইতি হেতোর্গন্তুমর্হত, মোহং বরন্ত কিমপি ন জানীম ইতি মুক্ততাং তু নারহত ইতি বাহঃ; বাস্তবস্ত, ইতি

৬১। একরূপ রমণীয় হলেও—নানা বৃক্ষসমূহে মণ্ডিত, বিচিত্র পক্ষীসমূহে চিত্রিত বিশাল মধ্যদেশ।
এই বন দেখার জগুও নারীদের এখানে থাকা সমীচীন নয়, অতঃএব ব্রজে চলে যাও। বাস্তবার্থ—ব্রজে চলে
যেও না।

৬২। অতঃপর আমার কথা শুনেতে সম্মত হয়ে যাও, স্বস্তুর-স্বাস্তুরীপ্রমুখের এবং পতির পরিচর্যায়
লেগে যাও। তাঁদের দেহ অনাদর যোগ্য নয়।'

পতিমতীদের একরূপ বলে পুনরায় স্কুমারী কুমারীদের বললেন—

৬৩। শোন শোন, চারুদন্তী কথ্যাগণ। বালক বালিকাগণ ঘরে কাঁদছে। ওদের এবং গোবৎসদের
মাতৃদুগ্ধ পান করাও গিয়ে। দোহন স্থানের নিকটে গিয়ে অতি উত্তমভাবে দোহন করিয়ে দেও। তোমাদের
উদার চিত্তকে মোহে ফেল না। বাস্তবার্থ—পান করিও না, দোহন করিও না। কাম সম্বন্ধে দাতা আমাকে
সন্দেহের মধ্যে রেখো না।'

৬৪। এবার সব গোপীকে একসঙ্গে বলছেন—'মাতাপিতা-সপুত্র-ভ্রাতাগণ এবং পতি চতুর্দিকে
তন্ন তন্ন করে খুজছে তোমাদের—তাই বলছি চলে যাওয়াই সমীচীন। 'আমরা কিছুই জানি না' একরূপ মুক্ততা
দেখানো উচিত নয়। বাস্তবার্থ—সাংসারিক মায়া মোহে পড়া, নিজের ঈঙ্গিত নষ্ট করা তোমাদের উচিত নয়।

৬৪। তস্মাদ্গচ্ছত মাত্র তিষ্ঠত চিরং নো বেদ্বি পদ্যেক্ষণাঃ
কো হেতুর্ন হি গম্যতে বিপিনতঃ কো হেতুরত্রাগতম্।
উদ্দেশ্যং যদি মেহবলোকনমহো সম্পন্নমেবাগ্ন তৎ
সম্ভাব্যং সময়ান্তরেহপি রসদং নৈতত্ত্বখা হাদৃশাম্ ॥

৬৬। ধ্যানতঃ শ্রবণতোহবলোকতঃ, সঙ্গতির্মম সুখাবহা ন তৎ।
যাত পঙ্কজদৃশো ন মাদৃশঃ, প্রেম হর্ষমুচिता ভবাদৃশঃ ॥

৬৭। অয়ি মনোরমা মনোরমাং ভর্তৃসেবাং যামবত তাং মর্যাদা চ্ছবিহা বিহাতুং নাইত। লোকে-

যো মোহন্তং গন্তং প্রাপ্তুং নাইত, অভীষ্টং নিজেপ্সিতঞ্চ ন হস্তমর্হত ইতি ॥

৬৫। এতন্মেহবলোকনং সময়ান্তরেহপি সম্ভাব্যম্: কিঞ্চ, হাদৃশাং সাধবীনামেতৎ তথা রসদং ন ভবতীতি বাহ্যার্থঃ; বাস্তবস্ত, নোহস্মাকং বিপিনতঃ সকাশায়্যা গচ্ছত, অত্র চিরং তিষ্ঠত, হে পদ্যেক্ষণাঃ! অত্র আগতং কো হেতু-
রিতি চেৎ কো হেতুর্ন গম্যতে? অপি সর্ব এবোক্তার্থঃ। হাদৃশাং পরমযুবতীনাং মেহবলোকনমেবৈতদ্রসদং ন ভবতি,
কিন্তুতদপি রহস্তং বর্তত ইতি ভাবঃ। অন্তঃ সমানমিতি ॥

৬৬। শ্রীত্যাঙ্কুজজানানায়াতান্ প্রতি যাহি যাহীতি কখনমুহুরিতমিতি চৈদত আহ—ধ্যানত ইতি। ধ্যানাদিতঃ
সকাশাং সঙ্গতির্মম ন সুখাবহা, তস্মাদ্ব্যতেতি বাহ্যঃ। বাস্তবস্ত, ধ্যানাদিতোহপি সঙ্গতিরঙ্গসঙ্গ এব সুখাবহা, তস্মান্ন
ব্যতেতি। অন্তঃ সমানমিতি ॥

৬৭। যাং ভর্তৃসেবামবত রক্ষত, তাং বিহাতুং নাইত, ন হি রক্ষিতস্ত বস্তনস্ত্যাগ উচিত ইতি ভাবঃ। মর্যাদা-

এখানে থাক।

৬৫। তাই বলছি চলে যাও। এখানে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকো না। হে কমলনয়নাগণ! জানি না
কি হেতু এই বন থেকে যাচ্ছ না। কি জন্তু এখানে এসেছে? উদ্দেশ্য যদি আমার দর্শন তবে অহো তা তো
নিষ্পন্ন হয়েই গিয়েছে—আমার অবলোকন তো সময়ান্তরেও সম্ভব। আর কথা হচ্ছে তোমাদের মতো সাধবীদের
আমার দর্শন তেমন রসদ হয় না।

বাস্তবার্থ—আমার এ বিপিন থেকে যেও না, এখানেই বহুসময় থাক। হে পদ্যেক্ষণাগণ! তোমাদের
এখানে আগমনের কারণ যদি জিজ্ঞাসা করে তবে বলছি। কোন হেতুটি আমার আজানা? সবই জানি।
তোমাদের মতো যুবতীদের কেবলমাত্র দর্শনই আমার রসদ নয়, কিন্তু অল্প কিছু রহস্তও আছে।

৬৬। (‘শ্রীতিতে আকৃষ্ট হয়ে কেউ যদি নিকটে এসে যায় তবে তাকে দূর হও দূর হও বলা অনুচিত’
এরূপ যদি বল তারই উত্তরে বলা হচ্ছে—) আমার বিষয়ে ধ্যান শ্রবণ ও দর্শন থেকে অধিক সুখাবহ নয়
আমার অঙ্গসঙ্গ। তাই বলছি চলে যাও। হে কমলনয়না গোপীগণ! ভবাদৃশ জনের উচিত নয় মাদৃশ ব্যক্তির
প্রেম হরণ করা। বাস্তবার্থ—ধ্যানাদির থেকেও আমার অঙ্গসঙ্গ সুখাবহ—তাই বলছি যেও না। হে কমল-
নয়নাগণ! ভবাদৃশ জনের উচিতই হচ্ছে মাদৃশ জনের প্রেম হরণ করা।

৬৭। অয়ি মনোরমাগণ! যে স্বামী সেবা তোমরা রক্ষা করে চলেছ তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

প্সবো হি নার্যোহনার্যোপক্রমা ন ভবন্তি ॥

৬৮। দুঃশীলতাঃখলতাঃখলতাকুসুমবর্ষা য'ন্ বর্ষীয়ান্ বা বধিরো বাবধিরো বাখিলদোষস্ত জড়ো বা রোগী বাধনো বা স্মৃতিভিরঙ্গনাভিরঙ্গ নাভিত্যজ্ঞাতে স্মতরাং অনীদৃশঃ পতিরিতি লৌকিকী বৈদিকী নীতিঃ। উভয়নীতিবিলক্ষণনিরাবিলক্ষণনিরাতঙ্ক হি ভবত্যঃ। পরে পুরুষেহনুরাগঃ সর্বতো ভয়দ উভয়লোকে বিরুদ্ধোহ-
যশস্করঃ পরমজুগুপ্সিতশ্চ বিশেষতস্তাদৃশীণাম্ ॥

৬৯। পতিরেক এব যঃ পরঃ, স তু দৃশ্য এব ন ভবতি, ভবতীভিরেব দৃশ্যতে। তৎ পরমহো-
মহোত্ততোহং বো মহিমা নহি মানমহ্মি ভুবনে। অতঃ পরমতঃ পরমতঃ প্রিয়গিতোপদেশতো দেশতোহস্মাদ্-
গৃগান্ যাতি মানয়ত মে বচনম্' ইতি ॥

ছবিহা হে মর্যাদামার্গশোভাহস্তাঃ! অনার্থ উপক্রমে যা সাং তথাভূতা ন ভবন্তীতি বাহ্যোহর্থঃ। বাস্তবস্ত যাং ভর্তৃসেবাং
রক্ষতেতি মল্লক্ষণভর্তৃসেবৈব রক্ষ্যতে, অস্তা তু প্রথমত এব উপেক্ষিতার্থঃ। লোকেপ্সব ইতি ভবত্যস্ত মদীপ্সবঃ, ন তু
পতিলোকেপ্সবঃ। ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সপরিহাসমাহ—লোকং পুরুষমীপ্সবঃ কাময়মানা নার্য আর্ষোপক্রমা ন ভবন্তি, ভবত্যস্ত
তথাভূতা এবেতি ॥

৬৮। স্মৃতিভিরঙ্গনাভিঃ পতিনাভিত্যজ্ঞাতে। অঙ্গৈতি সম্বোধনে। দুঃশীলতা চ দুঃখলতা তৈক্যাং খলতা বা
সা চ তাভ্যাং যা দুঃখরূপা লতা তস্তাঃ কুসুমং বর্ষতীতি সঃ, যান্ পরলোকং গচ্ছন্ ত্রিয়মাণ ইত্যর্থঃ। বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধঃ,
অখিলদোষস্তাবধিঃ সীমাং রাতিতি সঃ, অনীদৃশ এতদাদিদোষরহিতস্ত স্মতরাম্। উভয়নীতিভ্যাং বিশিষ্টং লক্ষণং যত্র
তথাভূতো নিরাবিলো যঃ ক্ষণ উৎসবস্তত্রৈব নিরাতঙ্ক ইতি শাক্যঃ। বাস্তবস্ত, উভয়নীতিতোহপি বিলক্ষণাশ্চ নিরাবিলে
ক্ষণে রাত্রিসময়ে নিরাতঙ্কাস্চ, অতএবাত্রৈব স্থিতিক্রটিতেতি ভাবঃ। পরে পুরুষে ইতি বাহ্যোহর্থঃ স্পষ্টঃ বাস্তবস্ত, পরে
শ্রেষ্ঠে ময়ি ভয়ং দৃশ্যতীতি ভয়দোঃভয়দো বা অবিরুদ্ধঃ, পরমজুগুপ্সিতোহনিপ্তি ইতি ॥

হে মর্যাদামার্গশোভাহস্তীগণ! পতিলোক ইচ্ছুক নারীরা অনর্থ চেষ্টাপরায়ণ ব্যক্তিদের মতো হয় না।

বাস্তবার্থ—তোমরা যে পতিসেবা রক্ষা করে চলেছ সেতো মল্লক্ষণ পতিসেবাই। তোমাদের নিকট
তো প্রথম থেকেই অশ্রুসব বিষয় উপেক্ষিত হয়ে আছে। তোমরা আমাকেই লাভ করতে ইচ্ছা করছ—
পতিলোক নয়। অতএব আমাকে ত্যাগ করা উচিত নয়।

৬৮। হে অঙ্গ! পতি যদি দুঃশীলতা ও দুঃখলতা জনিত দুঃখরূপা লতার কুসুমবর্ষা-ত্রিয়মান্-বৃদ্ধ
বধির-অখিল দোষের সীমাপ্রাপ্ত-জড় বা রোগী বা ধনহীন হয় তবুও স্মৃতি অঙ্গনাগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়
না। স্মতরাং এই সব দোষরহিত হলে তো পরিত্যক্ত হয়ই না। এই তো হলো লৌকিক বৈদিক নীতি। এই
উভয় নীতি দ্বারা বিশিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত নিরাবিল উৎসবে নিরাতঙ্ক হয়ে অবস্থিত তোমরা। পরপুরুষে অনুরাগ
সর্বতোভাবে ভয়দ, উভয় লোকে বিরুদ্ধ, অযশস্কর এবং পরম নীন্দনীয়—বিশেষতঃ তোমাদের মতো জনের
পক্ষে। বাস্তবার্থ—উভয় নীতি অনুসারেই বিলক্ষণ রাত্রি কালে তোমরা নিরাতঙ্ক, অতএব তোমাদের এখানেই
থাকা উচিত। শ্রেষ্ঠ আমাতে অনুরাগ সর্বতোভাবে ভয়হারী অভয়দ অবিরুদ্ধ ও পরম অনিন্দনীয়।

৭০। এবং প্রণয়পরীক্ষণক্ষণতৎপরতয়ারতয়া ধিয়াধিপ্যাবহিকক্ষমন্তরতিশীতলতলমন্ত ইব শরৎ-
কালীনলীনমধ্যাহ্নাকাকিরণগভীরমহাহুদ্রস্ত অন্তরতিশয়াস্বাত্মং বহিঃ কণ্টকাকৃতি কণ্টকিফলমিব, অন্তঃসরসং
বহিঃকঠিনং লাজ্জলিগলিতফলমিব, অন্তর্মধুদ্রবং বহির্মক্ষিকং ক্ষৌদ্রপটলমিব, অন্তঃস্নিগ্ধপূরং বহিরতিরক্ষং ভজিত-

৬৯। পতিরেক এব যন্ত পরোহন্তঃ পুরুষঃ স দর্শনাই এব ন ভবতি, তথাপি ভবতীভিরেব দৃশ্যতে, ন ব্রহ্মাভিঃ
সাধ্বীভিঃ, তৎ পরমহো ইত্যাদি বিরুদ্ধলক্ষণা নিন্দাতাৎপর্থেতি বাহঃ, বাস্তবস্ত, এক এব যোহহং পরঃ শ্রেষ্ঠঃ, সোহন্তাসাং
দ্রষ্টুমপ্যশক্যঃ, কৃতঃ পুনঃ স্পর্শযোগ্যতা ভবত্বিতি। অগ্ন্যং স্পষ্টম্। অতঃপরমেতদনন্তরম্, অতোহন্যাহুপদেশোদ্ধেতোঃ।
কথন্তুতাং? পরমত উৎকৃষ্টাং মানয়ত আদ্রিয়ধর্মমিতি বাহঃ। বাস্তবস্ত, মা যাত, মে বচনং নয়ত ইতি ॥

৭০। এবং স বনমালী বহিক্ষমন্তরতিশীতলমিত্যাদিরীত্যাহধিপ্যাব গর্ভিত-সুরসার্থতয়াহধিগতং কারয়িত্বাপি
যদিদং ব্যাজহার, তদেতদ্ব্যাকাজাতমহুরাগাকৃতয়া প্রসিদ্ধৈব আন্তরীণং বাস্তবমর্থমনবগাহ বাহমর্থমেব নিশম্য তাঃ সন্তা-
পশু কামপি কোটিং পরাং কাঠাং যযুঃ, প্রাপুরিত্যম্বয়ঃ। বাহার্থোপগাসে কারণমাহ—প্রণয়েতি। প্রণয়ন্ত প্রেমঃ পরীক্ষণং
নিজৌদাসীতপ্রকটনের যাথার্থ্যজিজ্ঞাসা, তদেব ক্ষণ উৎসবস্তৎপরতয়া আরতা যা ধীন্তয়া; যদুক্তম্—(উং নীঃ স্থায়ি ভাব
প্রং ৬৩)—“সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্যববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥” ইতি, অত্রাপ্যগ্রে
বক্ষ্যতে—(ভাঃ ১০।৩২।১৮) “ভজন্ত্যভজতো বৈ বৈ” ইত্যত্র “সৌহৃদঞ্চ স্নমধ্যমাঃ” ইতি। শরৎকালীনশ্যাসৌ লীনাঃ
প্রবিষ্টা মধ্যাহ্নকাল কিরণা যত্র তথাভূতশ্চ যৌ গভীরমহাহুদ্রস্তাস্ত ইবেতি বাহার্থশ্চৈব তাপকন্ডম্, আন্তরীণার্থস্ত তু তাপ-
হারকন্ডমেবেত্যুক্তম্। নম্রগাহনেনালোড়নে বৃন্তে তদন্তোহপ্যোক্ষ্যশৈত্যব্যতিষক্তং ভবতি, অতিতলং তু দ্রুপ্রবেশমিত্য-
ন্তোহন্তোপমিমীতে—অন্তরতীতি, তেন বাহার্থস্ত পৃথগেব বিভক্ততয়া পরিত্যজ্যান্তরীণো বাস্তব এবার্থোহত্রোপদেশ
ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বাস্তবার্থস্তাতিদ্রুপ্রবেশবক্ষ্যাপি ন.ত্যাগাইদম্, যতোহয়ং বলিষ্ঠধিয়াং গম্য এব শ্রাদিত্যাহ—অন্তঃ-
সরসমিতি। “নারিকেলং তু লাজ্জলী” ইত্যমরঃ। তেন দৃঢ়মানমুদগেণ বাহার্থং নিষ্কোটা সুরসো বাস্তবার্থ এব নিষ্কাশ
আস্বাদনীয় ইতি ভাবঃ! অথচ বাস্তবার্থলুক্কানাং বাহার্থকৃতকষ্টমপি সোচুমহিমিত্যাহ—অন্তর্মধুদ্রবমিতি। ন হি মক্ষি-

৬৯। পতি তো একজনই হয়ে থাকে। আর পরপুরুষ যে সে তো দর্শনাই হয় না। তথাপি তোমরা
তো দর্শন করছ। অগ্ন্য সাধ্বীগণ কিন্তু দর্শন করে না। (বাস্তবার্থ—আমি যে এক শ্রেষ্ঠ পতি তাকে অগ্ন্য
নারীগণের দর্শনের সামর্থ্য হয় না। স্পর্শন যোগ্যতার তো কথাই উঠে না। অতএব পরম আশ্চর্য্য মহা উন্নত
তোমাদের এই মহিমা। এ জগতে এর তুলনা হয় না।) এরপর এই প্রিয় হিতোপদেশ হেতু এই বনপ্রদেশ
থেকে গৃহে চলে যাও। আমার কথা আদর কর। (বাস্তবার্থ—গৃহে যেও না, আমার কথা স্বীকার কর)।

৭০। এইরূপে ষোলকলা পূর্ণ, পরম কৌতূহল পরবশ ও বনমালায় আবৃত সেই বনমালী যদি প্রণয়-
পরীক্ষণ-উৎসব বিষয়ে তৎপরতাহেতু বুদ্ধি খেলিয়ে এমন ভাবে কথা বললেন যাতে বাইরে ভিতরে দুই ভিন্ন
ভাব প্রকাশ হতে থাকলো—গভীর হৃদয়ের জলের অন্তপ্রবিষ্ট বাইরে তাপদায়ী ভিতরে তাপহারী শরৎকালীন
মধ্যাহ্ন সূর্যকিরণের মতো ভিতরে অতি আশ্রয় বাইরে কণ্টকাকৃতি কাঁঠালের মতো, (বাইরের অর্থ পরিত্যজ্য
দুঃখদায়ক, ভিতরের বাস্তবার্থ অতি উপাদেয়), ভিতরে সরস বাইরে কঠিন নারিকেলের মতো (দ্রুপ্রবেশ
বোধে ত্যাগ করা উচিত নয়। যে হেতু বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তির পক্ষে স্তম্ভ। সূদৃঢ় বুদ্ধিরূপ শিলাদ্রবা ফাটিয়ে

শঙ্কুলীপিষ্টকমিব, বাকীভূতপদকদম্বমিবাস্তুরাকাক্ষাযোগ্যতাসত্ত্বিকুং বহির্বিজাতীয়ং কলাকলাপবান্ পরবান্
পরমকৌতুহলস্ত স বনমালী-বনমালীভিরাবৃতমালোচ্য যদিৎ ব্যাজহার ব্যাজহারয়িতব্যসস্তাপম্, তদেতদনুরাগাঙ্ক-
তয়া তয়ান্তরীংগং রীংগং মধ্বাসবমিবার্থমনবগাহ-বাহুমর্থমেব নিশম্য শম্যমানসারস্ততয়া শুক্লা ইব তা যুগপদ্প-

কোপদ্রবশঙ্কয়া মধু পরিত্যজ্যত এবেতি ভাবঃ। বিচারতত্ত্ব পরীক্ষকতয়া বা পরিহাসরসিকতয়া বা বিদগ্ধশেখরস্ত তস্য
এতাদৃশভাষণমপি গুণত্বেনৈবানুমোদনীয়মিত্যাহ—অন্তঃসিদ্ধেতি। ন হি শঙ্কুল্যা বক্লং দ্বিগত ইতি ভাবঃ।

বিচারস্য পর্ববসানে তু বাহ্যার্থস্য খণ্ড্যায়মাণমিত্যাহ—বাকীভূতেতি। যজ্ঞং (সাহিত্যদর্পণে ২।১)“বাক্য
সাদ্যোগ্যতাকাক্ষাসত্ত্বিকুং পদোচয়ঃ” ইতি। ন হি যোজনকালেবিজাতীয়তা শ্রোতী কাপি তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। শ্লেষণ,
আকাক্ষা এব হস্ত স্বাগতেত্যাদৌ, ন তু ওদাসীজম্, যোগ্যতা ওচিত্যমেব, পরে পুরুষেহনুরাগো জুগুপ্সিত ইত্যাদৌ, ন
তু অযোগ্যতা। আসক্তিঃ সহাবস্থানমেব, তন্মাদ্গচ্ছতেত্যাদৌ, ন উপসারণম্, তদ্ব্যক্তমভিধায়কং তদ্ব্যজ্ঞকং বেতি।
কৌতুহলস্ত পরবানবীনঃ। ইদমপ্যেকং তস্ত কৌতুকমিতি ভাবঃ। ব্যাজেন ছলেন হারয়িতব্যস্তাভিরেব দুরীকারয়িতব্যঃ
সস্তাপঃ স্বীয়ো যত্র তদ্যথা শ্রাতৃথা। অত্র বিধাস্যমানে মহাবনবিহারে যুগপদনেকনাগ্নিকাসন্তোগরাসাদৌ তাসাং পর-
স্পর-স্বপক্ষত্ববিপক্ষবাদিমতীনাং বহ্বীনাং সর্বসম্মেলনং হ্রস্বটমিতি যুগপদেব সর্বাশেষ তাহুপেক্ষামহাজরং প্রক্ষিপ্য সর্বা এব
বিপন্ন একমতীঃ কৃত্বা পুনরীকারসীমুস্বর্ষণে তাঃ সংজীব্য নবোৎপন্ন ইব বিস্মৃতবিপক্ষতাদিভাবা যুগপদেকত্রৈব দেশে
রময়িষ্যে, যদি পুনর্মদঙ্গসঙ্গেন মদং প্রাপ্য পুনরপি পূর্বকথা ভবেয়ুস্তদা তু স্বয়মেবাস্তবীয় পুনর্বিবহনবার্তাঃ স্বদর্শনায়ুতেনাপ্রাব্য
সর্বৈকমত্যোন মহারাসং বিধাশ্চে, সর্বমেতচ্চ মচেষ্টিতং মৎস্বভতাৎপর্ষবতীনাংসাং সুখায়ৈব করিষ্যতীতি বিমুগ্ধ ভগবানিদং
বাক্যকূটং জগ্রহেতি বক্ষ্যমাণস্তরসমরসমেতি গচ্ছতাৎপর্ষদৃষ্টা। সুবীভিরবধেষম্। সর্বৈকমত্যাসম্পাদনাসামর্থ্যমেব মহারাস-
বাসরে সস্তাপঃ, স এব ব্যাজেন হারয়িতব্য ইতি।

অনুরাগাক্তয়েত্যর্থঃ।—অনুরাগো নাম সদানুভূতস্যাপি বিষয়স্য প্রতিকর্ণমনুভূতত্বতানসমর্পকঃ প্রেমঃ
কোহপি পরিণামবিশেষবস্তস্যাত্ত্যাদ্যদগমাদবহুধা কৃতাজঙ্গমপি স্বপ্রেয়াংসং তদানীং প্রথমমিলিতমিব মন্ডা স্বভাবত এব তদ-

স্বরস বাস্তবার্থ বের করে আশ্বাদনীয়)। ভিতরে মধু বাইরে মক্ষিকায়ুক্ত মোচাকের মতো (মক্ষিকার উপদ্রব
আশঙ্কায় মধু ত্যাগকরা উচিত নয়। বাস্তবার্থ-লুক্কণের বাহ্যার্থকৃত কষ্ট সহ্য করা উচিত), ভিতরে স্নিগ্ধ পুর-
ভরা বাইরে অতিক্রম ভাজা শঙ্কুলী পিষ্টকের মতো (পরীক্ষা করবার জন্মই হোক আর পরিহাস রসিকতাতেই
হোক বিদগ্ধশেখরের এতাদৃশী বাণী গুণের জন্মই অনুমোদনীয়), আকাক্ষা-যোগ্যতা-আসত্ত্বিকুং বাকীভূত
পদসমূহের মতো (বিচারের পর্যাবসানে বাহ্যার্থের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে তাই বলা হচ্ছে ‘বাকীভূত ইত্যাদি’;
আকাক্ষা-‘হায় হায় তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি’ এইরূপ যোগ্যতা—পরপুরুষ আমাতে অনুরাগ নিন্দনীয়
নয় সমুচিতই, আসক্তি—সহবস্থান)।

রাধা চন্দ্রাবল্যাди স্বপক্ষ বিপক্ষ তটস্থ সকল গোপীগণের চিত্ত রাসোপযোগী একতানে বঁধে নেওয়ার
অসমর্থ্যাকরূপ নিজ সস্তাপ গোপীদের দ্বারাই দূর করিয়ে নেওয়ার জন্ম ছিলপূর্বক ঐ কথাগুলি পরম কৌতুকী

পাদিত-দুঃখকোটং কোটিং কামপি সন্তাপস্ত যযুঃ ॥

৭১ । তদা তন্তু তৈনৈব বচসা চ সাধুশতকোটিকোটিনিপাতেনৈব দলিতম্, বিষবৃশ্চিকেনৈব বিদ্ধম্, কালভূজঙ্গেনৈব দষ্টম্, তুবানলেনৈব দহমানম্, ক্ষুরেণৈব ক্ষুণ্ণম্, মহাজ্বরেণৈব পরাভূতম্, শূলেনৈব গ্রথিতম্, বিষকাণ্ডেনৈব ক্ষতং সর্বমেবাপঘনং গন্ত্যমানা নিরালোকমিব সকললোকম্ নিঃশরণমিব জগল্লিতয়ম্, শূন্তানন্দমিব বিশ্বম্, সন্তাপময়মিব দিগ্‌মণ্ডলম্, নীরসমিব ধরণিতলম্, ভস্মীভূতমিব ভুবনতলম্, পরলোকং গতিমিবাশ্রয়ং চ নিস্তায় মুহূর্তং দারুপুত্রিকা ইবাস্থশৃণুঃ কেবলং কঠিনাংশংসিকাকৃতয়ঃ ক্রমেণ মুচ্ছোথিতা ইব, সঞ্চরদন্তঃ-করণধর্মতয়াগতয়া সান্বদেবীসহায়তয়ায়তয়া দুঃখানুভূতিভূতিদশাং যদি সমাসেদুঃ তদা—

দৌলভ্যভাবনাব্যাত্তাদৃশ-তদ্বচন-শ্রবণেন তু দৈন্তসঞ্চারিপ্রাবল্যাদাশ্রয়ানামযোগ্যাদৃষ্টা বাহ্যমেবাখং বাস্তবত্বেন নির-চৈষুঃ, ব্যঞ্জিতস্যাস্তরস্যার্থস্য তদৈবাবগত্রে তৎসত্যতালিদস্য স্মিতাদেবদর্শনাদপ্রামাণ্যাক্কেতি । শম্যমানং নির্বাণ্যমাণম্, কোটিমুৎকর্ষম্ ॥

৭১ । কিমাকার্য সা দুঃখকোটিরিত্যত আহ - তদেতি । শতকোটীতি কেনাপ্যপ্রতিকার্ঘ্যম্ বিষবৃশ্চিকেনি চির-তরং ভীতবেদনাকারিত্বম্, কালভূজগেতি সাক্ষাৎকারকত্বম্, তুবানলেত্যসমাপ্যমান দাহদায়িত্বম্, ক্ষুরেণেতি সহসৈব বৈবীকরণ-পটুত্বম্, মহাজ্বরেণেতি উত্তরোত্তরেণ পীড়াবধকত্বম্, শূলেনেতি পারাবারপর্যন্তবেধকত্বম্, বিষকাণ্ডেনেতি মর্মান্তঃপ্রবিষ্টজালায়া নিঃক্ষমণাসম্ভবঃ । অপঘনমদম্ । এতদাদিধর্মবস্তুং সন্তাপং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ । নিরালোকমিতি তাদৃশ-দুঃখস্য সহসৈবাক্ষ্যপ্রাপকত্বাং; নিঃশরণমিতি ত্রায়কানালোচনাং, শূন্তানন্দমিতি তদুঃখস্য সর্বানন্দনির্বাণকশক্তেঃ, সন্তাপময়মিতি তস্য সর্ববাপকত্বধর্মোদয়াং, নীরসমিতি তস্য প্রথমং সর্বশোষকত্বত্বদ্বয়ং, ভস্মীভূতমিতি অন্ততন্ত সর্বদাহকত্বাং, পরলোকং গতিমিতি তস্য দশম্যা দশায়া অপি প্রাপকত্বাং; ইতি এতাদৃশধর্মবান্ স্বগত এব সন্তাপস্তময়-

কৃষ্ণ এমন ভাবে বললেন যাতে বাইরে থাকল উপেক্ষা মহাজ্বরের নিক্ষেপ আর অন্তরে সুরস-প্রবাহ । গোপীগণ কিন্তু অনুরাগ-অন্ধতা হেতু অন্তরে প্রবাহিত মধুমদের মতো বাস্তবার্থে অবগাহন না করে বাহ্যার্থ গ্রহণ করে বিনষ্টমান সরসতা হেতু শুথিয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যুগপৎ কোটি দুঃখদায়ী সন্তাপের কোনও অনির্বচনীয় পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গেলেন ।

গোপীগণের কোটি দুঃখদায়ী সন্তাপ :

৭১ । তখন জীকৃষ্ণের এই কথায় গোপীগণ নিজেদের মনে করলেন শতকোটি খড়্গ-কোপে নিষ্পীড়িতের মতো, বিষবৃশ্চিকের ছলে বিদ্ধের মতো, কালসর্পে দংশিতের মতো, তুবানলে দহমানের মতো, সত্তপ্রাণহারক ক্ষুরে ক্ষুণ্ণের মতো, মহাজ্বরে পরাভূতের মতো, শূলে গ্রথিতের মতো, বিষবাণে সর্বাক্ষে ঘেয়ের মতো ।

তাদের জ্ঞান হল—সকললোক যেন শূণ্য, ত্রিভুবন যেন নিরালস্য, বিশ্ব যেন আনন্দশূণ্য, দিগ্‌মণ্ডল যেন সন্তাপময়, ধরণিতল যেন নীরস, ভুবনতল যেন ভস্মীভূত, নিজে যেন পরলোক প্রাপ্ত ।

এমত অবস্থায় মুহূর্তকাল কাষ্ঠের পুতুলের মতো চেতনা শূণ্য, দেহের কঠিন অংশ অস্থিমাত্র প্রকাশিকা

ক্ষুরিতমধরৈঃ স্থিন্নং গঠৈঃ পরিশ্রুতমক্ষিভিঃ

ক্ষুভিতমস্থভিন্নানং বন্ধৈঃ স্তন্যুতমঙ্গকৈঃ ।

অহহ স্তদৃশাং লাবণ্যশ্চীতনোরিব কৌকশৈ-

ভূর্জবিসলতাগ্রেভ্যঃ স্রস্তং মণীময়কঙ্কণৈঃ ॥

৭২ । কিঞ্চ,

দয়িতবচসামৌদাসীয়ে শ্রুতেহপি ন মদগতং

হরিতমস্থভিস্তেন প্রেম্ণো হ্রিয়েব বিবিক্ষবঃ ।

চরণকমলাঙ্গুষ্ঠৈর্দৌর্ঘোলাসন্নখচন্দ্রমঃ-

কিরণলহরীকাণ্ডৈরৈবালিখন্নবনীতলম্ ॥

৭৩ । কিঞ্চ,

জাত্যাপি কোমলতরাঃ প্রণয়েন চোচ্চৈঃ, কক্ষোদিতেন দয়িতস্ত বিদ্যজ্যমানাঃ ।

প্রাণঃ প্রযাস্তু নতরামিতি জাতমাত্রঃ, কণ্ঠং রুরোধ স্তদৃশাং স্রয়মেব বাস্পঃ ॥

তয়া সর্বত্রৈব সম্ভাবিতঃ;—“নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশুস্তি পরমার্থিনঃ । জগদ্বদনময়ং লুকাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্ ॥” ইতি-
বৎ । দেহে যে কঠিনা অংশাঃ, ত্রিকককোণি গুল্ফাদয়ন্তেবাং শংসিকা জ্ঞাপিকা আকৃতির্ধাসাং তা ইত্যধরগ্রগণাদীনাং
কোমলাংশানাং সত্ত্বঃ শোষণে স্বরূপানুপলব্ধে । সংবিচ্ছেতনৈব দেবী, তত্ভাঃ সহায়তয়া সাহায্যোন্মায়তয়া বিস্তৃতয়া হেতুনা
মূর্ছিত উথিতা ইবেতি তদানীমপি সম্যগ্ মুচ্ছানপগমাং সঞ্চরন্তোহন্তঃকরণধর্মী যাসু তাসাং ভাবন্ততা তয়া আগতয়া
নষ্টয়াপি পুনঃ প্রাপ্তয়েত্যর্থঃ । হৃৎখানুভূত্যা ভূতিঃ সম্পত্তিস্তদশাম্, “ভূতির্ভগ্নানি সম্পদি” ইত্যমরঃ । অয়মর্থঃ—তাদৃশ-
সম্প্রাপ্তভব এব মুচ্ছায়াঃ কারণম্, মুচ্ছামধ্যে ক্ষণং তন্তু শ্লথীভাবে মুচ্ছায়া অপি শ্লথীভাবে ইতি । স্তদৃশাং বা লাবণ্য-
শোভা তত্ভা দেহাহুতিতৈঃ কৌকশৈরহিভিরিবেত্যর্থঃ । তেন লাবণ্যশোভা নষ্টেতি ব্যঞ্জিতম্ ॥

৭২ ! প্রেম্ণো হ্রিয়েবেতি মমাসক্তিঃ সম্প্রতি ব্যক্তেতি প্রেমৈব হ্রীমান্ জাতঃ, অতজ্জদেকাশ্রয়াণাং তাসামপি
লজ্জয়া ভুবিসরপ্রবেশেচ্ছা যুক্তেতি ভাবঃ । দীর্ঘমেবোল্লসন্তী নখচন্দ্রমসঃ কিরণলহর্যেব কাণ্ডো বেদন-ক্ষোদনসমর্থো বাণো

এবং চেতনাদেবীর সাহায্যে বিস্তৃতি হেতু মুচ্ছা থেকে উথিতের মতো সেই গোপীগণের মুচ্ছা তদানীং সম্যক
না ভাঙ্গায় সঞ্চরমান অন্তঃকরণধর্মভাবের দ্বারা পুনরায় হৃৎখানুভূতির চরমদশা যদি তাঁরা প্রাপ্ত হলেন, তখন—

অহহ তাঁদের অধর কাঁপতে লাগল, গণ্ডে স্বর্মবিন্দু দেখা দিল, নয়ন থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরতে লাগল,
প্রাণ ক্ষুভিত হয়ে উঠল, মুখ য়ান হল এবং অঙ্গ ক্ষোণ হয়ে গেল । অহহ স্তন্যনাদের মূর্তিমতী লাবণ্যশোভার
মতো ভুজলতা যুগলের অগ্রভাগ থেকে মণিময় কঙ্কণ খুলে খুলে পড়ে যেতে লাগল ।

৭২ । আরও, দয়িতের উদাসীন-ভাবের বাক্য শুনেও প্রাণ যেহেতু শীঘ্র বের হয়ে গেল না, তাতে
প্রেমই তাঁদের লজ্জিত হয়ে পড়ল । স্তুরাং একান্তভাবে কৃষ্ণে একাশ্রয় তাঁদেরও যেন লজ্জায় পাতাল প্রবেশের
ইচ্ছা হল । তাঁরা অতিশয় দীপ্ত কিরণলহরীরূপ ক্ষোদন-সমর্থ পঞ্চশীর্ষ অস্ত্রযুক্ত চরণকমল-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমি-
তলে দাগ কাটতে লাগলেন ।

৭৩ । (এই গোপীদের প্রাণ কেন বের হল না তার একটা কারণ অনুমান করা হচ্ছে) —

জাতি হিসাবেও বিশেষতঃ প্রণয়ে অতি কোমল এখন আবার দয়িতের কঠোর বাক্যে অতিশয় রূপে

৭৪। কিঞ্চ, যাবদ্বনম্বমপহায় বিলোচনাভ্যাং, নিষ্ক্রামতি ত্রব ইবৈষ স এব বাম্পঃ ।

তুফ্যৌ বভুবরবলাঃ ক্ষণমেব তাব-চ্চিত্রীকৃত্য ইব নভস্তুরাগলেখাঃ ॥

৭৫। কিঞ্চ, অন্তরীমশক্ত এব সূদৃশাং সন্তাপহালাহলো

নৈত্রৈরঞ্জনরঞ্জিতাশ্রলহরীব্যাঞ্জন রীণো বহিঃ ।

সন্তপ্তস্তনমণ্ডলেষু নিপতন্মাত্রঃ স মা দৃশ্যতে

ভূয়শ্চাবিশদেব কিম্ব হৃদয়ং প্রাণাপহারোত্তমঃ ॥

৭৬। অথ সূদৃশাং নিঃস্বসনম্বসন এব মন্দোষণো দোষণোরন্তরতরলমপি হারং হা রংহসা স্নাপয়স্নাপ
যস্নাসাবিবরতো বরতোদকরতেনাধরদলদলমকারিতাং তন্মাত্রীচিহ্নম্ ॥

৭৭। চিত্রং খন্ধিনমেব যতুপরতবদনানাং স্তবদনানাং তাসাং সুখবিগমধূসরসরসীকৃৎকৃতীনাং বদন-

ধেষু তৈঃ ॥

৭৩। প্রাণা ন নিঃসৃত্য যত্নং কারণং সন্তাবয়তি—জাত্যাপি বিশেষতঃ প্রণয়েণ চ কোমলতরাঃ প্রাণাঃ ॥

৭৪। ঘনম্বমপহায়েতি সন্তাপেন দ্রাবণাং, নিষ্ক্রামতীতি তেনৈবোৎফালনেন তত্রাপি স্থাতুমশক্তেরিবেতি
ভাবঃ ॥

৭৫। অতথৈবোৎপ্রেক্ষতে—অন্তরীতি। নৈত্রৈর্নৈত্রদ্বারৈর্বহিরপি রীণো মা দৃশ্যত ইতি স্তদন্তরীতিতপ্ততয়া
সত্ত্বঃ শোষণাং প্রাণাপহারোত্তমঃ। ইত্যত্রাং ভাবঃ—প্রথমং তাসাং প্রাণনিঃসারণার্থমিব সন্তাপহালাহলো বৃদ্ধিঃ গতঃ,
ততো নিজকার্ষসিদ্ধিবিজ্ঞানার্থমিব নৈত্রৈর্বহিনিঃসৃত্যধূনাপি প্রাণা ন নির্গতা ইতি জ্ঞাত্যাক্রোধাদিব পুনর্জন্মং প্রবিষ্ট
ইতি ॥

৭৬। নিঃস্বসনম্বসনো নিঃস্বাসবাতঃ, হা বিবাদে, রংহসা হারং স্নাপয়ন্ স্নগধরদলস্ত দলনকারিতাং যদাপি
প্রাপ্তো নাসাবিবরতঃ সকাশাং ॥

ক্ষোদিত হয়ে বিরাজিত এদের প্রাণ কিছুতেই বেরিয়ে না যায়, একরূপ চিন্তাবাপ্ত জাতমাত্রই স্বয়ং সুন্দরীদের
কণ্ঠরোধ করে দাঁড়াল।

৭৪। আরও, যতক্ষণ-না ঘনম্ব ছেড়ে দিয়ে সেই বাম্প অশ্রুর মতো বেরিয়ে আসতে লাগল নয়ন-
ছারে, ততক্ষণ অবলাগণ আকাশের গায়ে আঁকা অনুরাগ-লেখার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন চূপচাপ।

৭৫। আরও, সুন্দরীদের হৃদয়ের সন্তাপ-হলাহল ভিতরে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়াতে নয়নদ্বারে অঞ্জন-
রঞ্জিত অশ্রুসহরীচ্ছলে বাইরে নিপতিত হতে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য তাঁদের সন্তপ্ত স্তনমণ্ডলে নিপতিত
হওয়া মাত্র অদৃশ্য হতে লাগল। পুনরায় কি প্রাণ-অপহরণে উত্তম সন্তাপ-হলাহল হৃদয়ে প্রবেশ করতে
লাগল ?

৭৬। অতঃপর সুন্দরীদের ঈষদৃষ্টি নিঃস্বাসবায়ু ভূজধ্বমধ্যস্থ চঞ্চল ফুলহার হায় হায় বেগে মলিন
করত নাসাবিবরের নিকট থেকে অধরদলের দলনকারী হল—এ অতি আশ্চর্য কিছু নয়।

৭৭। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কথাবার্তা ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা সুমুখীদের চুঃখধূলি

বিশ্বানাং গলিতেষি নবলাবণ্যামৃতরসেযু সর্বিশেষঃ শেষঃ নাসাগ্রজাগ্রদবস্থং তদ্বিন্দুবিশেষমিব বীজত্বেন স্থিত-
তয়েব ন নিপতন্তুং মৌক্তিকমণিমনবরতং নিপতন্তোহপি কজ্জলাবিলা বিন্দবো নয়নবারাং বারান্তরসম্পত্তি-প্রতি-
পাদনায় ন মলিনয়াস্বভূঃ ॥

৭৮ । এবং সতি নিজনিজপ্রকৃতিকৃতিবৈচিত্র্যেণ বিবিধবিবক্ষয়া পিপক্ষয়াপি পরমামর্ষাদেবিবিধছদ্দি-
কারকারণং বিবিধশ্রিয়ঃ সর্বা এব বভূবুঃ ॥

৭৯ । তথা হি কাশচন — মুখ্যমোদোন্মত্তৈর্মধুরকলবাক্সারকলয়া
স্বয়ং তানোবার্থানিব সমনুকুর্বাতিরলিভিঃ ।
দিশঃ শ্রামাকারা নয়নবিগলংকজ্জলজল-
চ্ছটাভৈঃ কুব্ধ্যঃ সগদমগদন গদগদগিরঃ ॥

৭৭ । ভাসাং বদনবিশ্বানাং নবলাবণ্যামৃতরসেযু গলিতেষি সংস্রবরতং নিপতন্তোহপি কজ্জলাবিলা নয়ন-
বারাং বিন্দবো নাসাগ্রজাগ্রদবস্থং মৌক্তিকমণিং ন মলিনয়াস্বভুরিত্যশ্রয়ঃ । উপরভবদনানাং ত্যক্তকথনানাম্, মৌক্তিকং
কীদৃশমিব ? তেষাং লাবণ্যামৃতরসানাং বিন্দুবিশেষমিব । শেষমদ্বিতীয়ম্ । সর্বিশেষমিত্যাপি হানিস্তত্ ন জাতেতি
ভাবঃ । কথমিতি চেতক্রোৎপ্রেক্ষমাণো বিশিনষ্টি—বীজ্যেতি । শ্রীকৃষ্ণমন্দহাসানন্তরং যুগপদেবোৎপত্তমানানাং লাবণ্যা-
মৃতরসানাং বীজত্বেন স্থিততয়া হেতুনেব ন নিপতন্তুং । যদ্যসাবপতিয়তদা তেনোদপৎপ্রভৃতি ভাবঃ । অতএবাহ—বারান্ত-
রেতি । অত্র নিঃস্বাসপবনোহধরদলং স্বমলিনয়াস্বকার, তং নাতিচিহ্নম্ । সকজ্জলাশ্রবিন্দবো মৌক্তিকমণিং যন্ন মলি-
নয়াস্বভূশ্চৈত্রেং স্বয়ংদেবেতি বাক্যার্থযোজন্য ॥

৭৮ । প্রকৃতিবীম্য-দাক্ষিণ্যাদি স্বভাবঃ কৃতিত্বরূপা চেষ্টা । পরমামর্ষাদেঃ প্রণয়সংরক্ত বিবাদ দৈত্যাঃ পিপক্ষয়া
পক্তু মিচ্ছয়া তান্ পরিণামবিশেষঃ প্রাপ্যিতুমিচ্ছয়েত্যর্থঃ । ততুলান্ পিপক্ষতীতিবৎ । বিবিধছদ্বিকারনিমিত্তং বিবিধা

ধূসরিত কমলাকৃতি বদনবিশ্ব থেকে গলে পড়তে থাকে নব লাবণ্যামৃতরসের মতো নয়নের কাজলকাল অশ্রু-
বিন্দু অনবরত ঝরে পড়তে থাকলেও নাসাগ্রে জাগন্ত মৌক্তিক মণিকে মলিন করতে পারে নি । এ যেন লাবণ্যা-
মৃত রসের অদ্বিতীয় সর্বিশেষ (কারণ অল্প হানিও জাত হয় নি) বিন্দু যা নব নব রসসম্পত্তি জন্মানোর বীজ-
রূপে থাকায় পড়ে যায় নি ।

মমভৈদী দুঃখ নিবেদনরতা গোপীগণের শোভা :

এইরূপ হলে নিজ নিজ বাম্য-দাক্ষিণ্যাদি স্বভাবের অনুরূপ চেষ্টা-বৈচিত্রে বিবিধবাক্য বিজ্ঞাসের
ইচ্ছায় ও প্রণয়-উদ্বিগ্নাদিকে পরিণামবিশেষ প্রাপ্তি করাবার ইচ্ছায় তাঁরা বিবিধ ছদ্বিকার হেতু বিবিধ শোভা
ধারণ করলেন ।

৭৯ । তথা হি—(দক্ষিণা যুহু ভদ্রাদি) কেউ কেউ মুখ্যমোদে মত্ত অলিকুলের দ্বারে মধুর গুন্ গুন্
শুঙ্খন-নৈপুণ্যে যেন স্বয়ংই বার বার অবিকল তাঁদের মেই ইচ্ছাই ব্যক্ত করতে করতে এবং নয়ন-বিগলিত
কাজল-খোয়া জলের ছটায় চতুর্দিক্ শ্রামলিমায় ডরিয়ে দিতে দিতে কিছু বলতে লাগলেন স্ব স্ব যুৎস্বরীর

- ৮০। কাশ্চন— স্তবকৈরতিদন্তকাস্তভাসাং, ভ্রমররৈশ্চাননগন্ধনির্ভরাক্ষৈঃ ।
 পুরতন্তিলতঙুলায়মানং, বিদধতো্য গগনাঞ্চলং জজ্ঞঃ ॥
- ৮১। কাশ্চন— অনুরাগরসেন রঞ্জিতং, স্বরশকার্যবিশেষপুঞ্জিতম্ ।
 মৃদুমঞ্জুগিরামখীশ্বরী, রসনাগোচরমুচিরে বচঃ ॥
- ৮২। কাশ্চন— অতিচঞ্চললোচনাঞ্চলাভিঃ, বিয়তীন্দীবরকাননং সৃজন্ত্যঃ ।
 কিরণৈরপি পুণ্ডরীকখণ্ডং দশনানাং পরুষা রুধা সমুচ্চঃ ॥
- ৮৩। মদশোণকটাক্ষ-বীক্ষণৈঃ, কুটিলভ্রলতিকাবিকাশিভিঃ ।
 ঘনঘর্মপয়ঃকণাননাঃ, কতমা মাধবমাবভাষিরে ॥

এব শ্রিয়ঃ শোভা যাসাং তাঃ হেতুর্থপ্রয়োগে সর্ববিভক্তীনাং প্রায়দর্শনমিতি পুথমা ॥

৭৯। কাশ্চন মূখ্যমোদেতি স্বমুহুংসখ্যাঃ স্বযুখেস্বধীশ্চ হুঃখেন হুঃখিতো দক্ষিণমুহুয়ো ভদ্রাঈশব্যাপুয়াঃ, সগদং সাময়ং যথা শ্রুতং ॥

৮০। কাশ্চন স্তবকৈরতিদন্তপুকাশেন পূর্বতো বৈশিষ্ট্যাং স্পষ্টভাষিণ্য ইমা দক্ষিণাঃ পুথরাঃ পদ্মা-পুভৃতয়ো জ্ঞেয়াঃ ॥

৮১। কাশ্চনানুরাগেতি ভাষণে চাতুর্ভেদয়াঅধ্যাত্বাক্ত্যা তস্মাদেব স্ববাম্যাত্মাপ্যবহিখয়া বামমধ্যা বিশাখাদয় ইমা গিরামখীশ্বরী সরস্বতী তত্! এব জিহ্বা-গোচরং বচ ইতি সৈব তাদৃশং বক্তুং জানাতি, নাগ্না কাপীতি ভাবঃ ॥

৮২। কাশ্চনাতিচঞ্চলেতি রোষাদরান্ন-কটাক্ষাণামপীন্দীবরজং স্বসখীনাং শোণকটাক্ষতর্জন-দৃষ্ট্যা ভদ্রমুচিতমেব ক্রিয়তে ইত্যানুমোদনেনান্তঃপুসাদোদয়াদবহিস্তু রুধা ভাষণে পাক্ষ্যমিতি যথাযোগ্যং বাম্যপুর্বাভ্যাং যুক্তাঃ শ্রীরাধাদি-সখ্য ইমাঃ ॥

৮৩। মদশোণেতি সৌভাগ্যাধিকোন্ন মদীয়তাময়ভাবাদতিবাম্যোদয়াদতিরোষবত্যাঃ শ্রীরাধা-শ্রামা-ললিতাদয়

হুঃখে হুঃখিত হয়ে ।

৮০। (দক্ষিণাপ্রথরা পদ্মাদি) কেউ কেউ উজ্জল শুভ্র দন্তের অতি মনোহর হ্রাতিমঞ্জরীতে ও আনন-গন্ধে অতি অন্ধ কালো ভ্রমরের দ্বারা সম্মুখের গগনতল তিল তণ্ডুলের মতো সাদা কালো আভায় ভরিয়ে তুলতে তুলতে প্রগল্ভ বাক্য কিছু বলতে লাগলেন ।

৮১। (বামা মধ্যা বিশাখাদি) কেউ কেউ অনুরাগরসে রঞ্জিত স্বর-শব্দ-অর্থ বিশেষের দ্বারা অলঙ্কৃত, সরস্বতীদেবীর রসনারও অগোচর এবং মৃদু মধুর বাক্য বিদ্যাসে কিছু বলতে লাগলেন ।

৮২। (বামা প্রথরা রাধাসখী) কেউ কেউ অতি চঞ্চল কটাক্ষের দ্বারা আকাশে নীলকমল বন, আর দশনের কিরণে শুভ্র কমলখণ্ড সৃজন করতে করতে উগ্র ক্রোধে বলতে লাগলেন কিছু ।

৮৩। (সৌভাগ্যাধিকো মদীয়তা ভাব হেতু অতি বাম্য উদয় হেতু অতি রোষবতী শ্রীরাধা-শ্রামা ললিতাদি সখীগণ) মদারূপ কটাক্ষ বিক্ষণের দ্বারা কুটিল ভ্রলতিকা বিকাশকারিণী, ঘনঘর্মজলবিন্দুতে ব্যাপ্তা-ননা কেউ কেউ মাধবকে বলতে লাগলেন কিছু ।

- ৮৪ । কাশ্চন — বিনয়ানুনয়ানুরাগলক্ষ্মী-পরভাগৈঃ সমভাগভাগধেয়াঃ ।
জগদ্রুম্ভু গদগদস্বরেণ, প্রথিতোৎকণ্ঠমকুণ্ঠিতাঃ সূকণ্ঠাঃ ॥
- ৮৫ । কেবলং নয়নকজ্জলাবিলৈ-রঞ্জাভিঃ স্পিত-তপ্তবক্ষসঃ ।
সানুরাগরভমানুসারিকা, গদগদং নিজগতঃ কুমারিকাঃ ॥

৮৬ । এবং প্রতিপ্রকৃতি বিপ্রকৃতিবিশেষতয়া যা যথামনীষমুক্তবত্যোহুক্তবত্যো হৃদয়মথ কালকূট-কুটিলেন হৃৎথেন তাসাং তথা তথাবিধেন ক্রমেণ প্রতিবচনরচনাং নিরূপয়ামহে, যা মহেন্দ্রাদিগুরুণাঙ্গিরসেন গুরুণাঙ্গিরসেন যথার্থতয়া কথয়িতুং ন শক্যতে ॥

৮৭ । অহো নঃ সাহসং হৃদন্ত ন সন্তো যদয়ম্পক্রমো রসজ্ঞা রসজ্ঞানমদকণ্ঠুখণ্ডনায় নায়মস্মাক-মপরাধো যতঃ ক্ষুদ্রোহপি ক্ষুদ্রোপি তবৈকল্যোহকল্যোহপি তুলভমিষ্টমিষ্টদ্রব্যমভিলষতি ॥

আবভাষিরে ইত্যাহঃ । অত্রাণ্ড দৈবত্ব সম্যাক্ভাভ্যামর্থভ্যাং মধ্যাত্তপ্রার্থে অপি যথাযথমবসেয়ে ॥

৮৪ । কাশ্চন বিনয়েতি তদীয়তাময় ভাববত্যো দক্ষিণামূধ্যাশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ো বিনয়াদীনং পরভাগৈরুৎকণ্ঠৈঃ সম-ভাগং তুল্যমেব ভাগধেয়ং সৌভাগ্যং যাসাং তাঃ, যাবন্ত এব বিনয়াদ্যুৎকণ্ঠান্তাবন্তোব সৌভাগ্যানীত্যর্থঃ ॥

৮৫ । কেবলমিতি মুখ্যত্বেন মূঢ়ো ধৃতাদয় ইমা অনূঢ়াঃ ॥

৮৬ । প্রতিপ্রকৃতি প্রকৃত্যা প্রকৃত্যা স্বয়-স্বভাবেন যা বিশিষ্টাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রকারান্তাভিরেব বিশেষো যাসাং ততয়া অুক্তবত্যো হুক্তিবত্যঃ । আঙ্গিরসেন বৃহস্পতিনা কথয়িতুং ন শক্যতে, কিং পুনর্বর্ণয়িতুমিতি ভাবঃ । গুরুণা বৃহতা আঙ্গিরসেন অদিনা রসেন শৃঙ্গারেণ যথার্থতয়ৌচিতোনে ॥

৮৭ । ক্ষুধা বভূক্ষয়া রোপিতং বৈকল্যং যন্ত সঃ । অকল্যোহপ্যযোগ্যোহপি; স্বরা, রোগযুক্তোহপি; “কল্যো সজ্জননিরাময়ো” ইত্যমরঃ ॥

৮৪ । (তদীয়তাময় ভাববতী দক্ষিণা যুহু চন্দ্রাবলী প্রমুখা) বিনয়-অনুনয়-অনুরাগশোভার পরাবধি-দ্বারা তুল্য ভাগ্যবতী সূকণ্ঠী কেউ কেউ প্রসিদ্ধ উৎকণ্ঠায় অসঙ্কোচে যুহু গদগদ স্বরে কিছু বললেন ।

৮৫ । মুখ্যতা হেতু যুহু ধন্যাদি কথকা গোপীগণের মধ্যে কেউ কেউ কেবল নয়নকজ্জলে মলিন অশ্রুতে বক্ষস্থল ভিজিয়ে দিতে দিতে নিজ নিজ অনুরাগ বেগ অনুসারে গদগদ কণ্ঠে কিছু বলতে লাগলেন ।

গোপীগীত :

৮৬ । এইরূপে নিজ নিজ স্বভাবানুসারে বিভেদরূপ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট-হৃদয়া গোপীগণ অতঃপর কালকূট কুটিল হৃৎথে যথাবুদ্ধি যা বললেন তথা তথাবিধ ক্রম অনুসারে তাঁদের প্রতিটি বাক্যবিত্তাসের স্বরূপ নির্ণয় করা হচ্ছে অতঃপর । এ কার্য ইন্দ্রাদি দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি চরমকার্ত্তাপ্রাপ্ত শৃঙ্গাররসের সমুচিত ভাবে করতে সমর্থ হবেন না ।

৮৭ । অহো হে রসজ্ঞ সাধুগণ ! আমাদের এ সাহসকে উপহাস করবেন না, কারণ এ-উত্তম রসজ্ঞান-গবরূপ কণ্ঠু খণ্ডন করবার জন্যই । এখানে আমার কোন অপরাধ নেই, কারণ ক্ষুদ্র হয়েও ক্ষুধায় বৈকল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অযোগ্য হলেও তুলভ-প্রিয়মিষ্ট দ্রব্য অভিলাষ করে ।

৮৮ । তত্র তাবৎ প্রথমং প্রথমজলাবণাং দধত্যঃ কাশিচদাছঃ,—

‘হা হস্ত ভো হৃদকৃষা পরুযাক্ষরেণ, মৈবং বিবাদয়িতুমহঁসি নো বিশিষ্ট্য ।

সম্পূর্ণায় ভুবনস্ত বিধায় হর্ষণং, বর্ষন্ত্যহো ঘনরসং ন বিযং পয়োদাঃ ॥

৮৯ । কিঞ্চ, মুক্তং ন এতদবমুচ্য সমস্তবন্ধু-নন্ধুপমান্ যদগমাম তবাজিৎমূলম্ ।

বাপীতড়াগসরিদাদিপয়ো বিহায়, বাঞ্জা জলে জলধরস্ত হি চাতকীনাং ॥’

৯০ । অপরা আছঃ সরোষহাসপরিহাসপেশলম্,—

‘পতাপত্যসুহৃদামনুবৃত্তি-ধর্ম ইত্যুপনিদেশ ভবান্ যৎ ।

অন্তুমৌ ত্বয়ি গুরাবুপদেশো মাদৃশীষু পদমেব ন ধত্তাম ॥

৮৮ । প্রথং প্যাতম্, তাদৃশসম্ভাপেহপি কাংক্ষ্যোনানপগমশীলভাং । হৃদকৃষা হৃদি অরুত্রণো যততাদৃশেন পরুযাক্ষরেণ ॥

৮৯ । এবং তন্তাসমীক্ষ্যকারিৎ প্রদর্শ্য স্বৈবাস্ত যুক্তকারিত্বমাছঃ—বৃত্তমিতি । অন্ধুপমান্ কুপতুল্যান্ । চাতকীনাং মিত্যনেন স্বৈবাং ভাবস্ত নৈসর্গিকস্তত্ত্বাৎ এব, ন যৌগাধিকত্ব গর্হণীয়ত্বে ইতি ব্যক্তিতম্ ॥

৯০ । ত্বয়ি গুরৌ এষ উপদেশোহস্ত, রাত্রৌ নির্জনবনে সুন্দরীজনানাকৃষ্ট স্বয়ং গুরুঃ সম্ভবমেব ধর্মমুপ-
দিশন্ সন্ সদা বর্ত্তম্বেত্যর্থঃ । নহু কিং বক্তং পরিহস্য ? নহি নহীত্যাহঃ,—মাদৃশীষু দ্রীষুঃ উপদেশঃ পদং ন ধত্তামিতি
কাংক্ষা, অপিতু ধত্তামেবেত্যর্থঃ । এতদর্থমেবাগতা বয়মিমাং ধর্মোপদেশং পূর্ণা কৃত্যার্থা এবাভূমেতি ভাবঃ । যদ্বা, স্পষ্ট-
মভিধ্বৈবাহঃ,—ত্বয়ি গুরৌ সত্যেব এষ উপদেশোহস্ত, ন চ তব গুরুত্বম্, নাপ্যস্বাভিসং গুরুঃ ক্রিয়সে, তব গোপজাতি-
ত্বেন ধর্মোপদেষ্টুং ত্বানর্হবাদস্বাকং চ তত্র শ্রদ্ধারাহিত্যাদিতি ভাবঃ । নহু ভো হর্ষিত্তো মুনিবচনমেবানুবদামি, সত্যম্, মাদৃশী-
ষু মিতি মাদৃশ্যোহনধিকারিণ্য ইতি ভাবঃ । যদ্বা ত্বয়ি গুরৌ এষ উপদেশোহস্ত, গুরুর্হি স্বয়ং ধর্মমার্চয়ৈব অস্ত্যাংস্তত্র পূর্ব-
য়িতুং শক্লোতি, ত্বয়া তু মোহিত্ববতাবে কোহপি পতিন্ কৃতঃ, কৃতাদপি মহেশাং পত্যুরপত্যং ন জনিতম্, নাপ্যনুবৃত্তিঃ

৮৮ । সেখানে সকল গোপীর মধ্যে প্রথমে প্রসিদ্ধ অঙ্গলাবণ্যধারিনী কেউ কেউ বললেন—

‘হা হস্ত ভো, যা মরমে প্রবেশ করে ত্রণের আকার ধারণ করে নেয়, এমন কঠোর বাক্যে আমাদের
বিশেষ প্রকারে বিষাদে নিক্ষেপ করা উচিত নয় । মেঘ ভুবনের সম্পূর্ণের জন্ত হর্ষপূর্বক জলই বর্ষণ করে থাকে—
বিষ নয় ।

৮৯ । আরও, এ যুক্তিযুক্তও নয় । কারণ বন্ধুবর্গকে কুপতুল্য পরিত্যাগ করে আগত চাতকীর
একমাত্র মেঘের জলেই বাঞ্জা ।

৯০ । আরও, কেউ কেউ সরোষ হাস-পরিহাস মনোহারী বাক্যে বললেন—‘পতিপুত্রসুহৃদগণের
সেবাই ধর্ম’ এই যে তুমি উপদেশ করলে, এ উপদেশ গুরু তোমাতেই থাকুক : (গোপী—রাত্রিতে নির্জন বনে
সুন্দরীদের আকর্ষণ করে নিয়ে এসে স্বয়ং গুরু সেজে ধর্মোপদেশ করতে করতে সদা বিরাজমান থাক তুমি ।
কৃষ্ণ - বন্ধু পরিহাস করছো না-কি ? গোপী—না না এ পরিহাস নয়) — তাই বলা হচ্ছে ‘মাদৃশীষু’, মাদৃশী
জীহনে তোমার এ-উপদেশ দাঁড়ায় না, পিছলে পড়ে যায় ।

৯১ । হস্ত হস্তররাতিসমূহস্ত । হস্তমানোহয়ং তব ব্যাহারো হা রোপিতো যদয়মস্মাস্থ কুতস্তরামপত্য-
মপত্যুক্তপতিসঙ্গানাং পতীনাংমপত্যমিতি তৎপুরুষে পুরুষেশ্বর ন ঘটতেহষয়ঃ, যতস্তদতিরিক্তোহরিক্তোত্তমগুণ-
রত্নাকর রত্নাকরতনয়ারাধিতচরণ নাতঃ পরঃ পতিরস্তি নারীণাং নারীণাং চ হান্ত হতো মানসানাম্ ॥'

৯২ । অত্যা আত্মঃ— 'কুবর্তে ঋয়ি রতিং মতিভাজঃ, প্রেয়সি ত্রিভুবনান্নি নিত্যে ।

নার্তিৎ ক্ষণবিনাশি ভজন্তে পত্যপত্যসুহৃদাদি কৃতিভ্যঃ ॥

৯৩ । এষা হি সাধুতমা ধৃতমায়া রীতিঃ সা মান্যানাং সামান্যানাং চ বিশেষতোহশেষতোদহর মাদৃণাং
দৃশাং মনসামুক্বেষো ধবো ভবানৈব, ভবন্তমুতেহপি নো জুগুপ্সা, তন্নঃ প্রসাদ, সীদতু নায়মমায়মভুগতো গতোং-
সাহো জীবলোকনিকরঃ ॥

কুতেত্যধুনা তু তর্থেব তত্তৎ ক্রিয়তামিতি ভাবঃ ॥

৯১ । অরাতিসমূহস্ত হস্তরিত্তি কেবলমস্মরমারণ এব তব রসিকত্বমিতি ভাবঃ । হা ইতি পীড়ায়াম্, আরো-
পিতঃ পরীবাদ এব দত্ত ইত্যর্থঃ । পতীনাংমপত্যমিত্যন্তসপত্নীজাতমিত্যর্থঃ । অত হেতোঃ পরঃ পতিনাস্তীতি তত্ত্বাপ্রসঙ্গে-
মানসানাংমনোজাতানাংমধিক্রপাণামরীণামতো হস্তা ন ভবতি । রত্নাকরতনয়া লক্ষ্মীঃ সর্বনারীবর্গমুখ্যাপি নারায়ণস্ত
কাস্তাপি আমেব পতিং প্রাপ্তুং অচারণমারাধিতবতীত্যর্থঃ; (ভাং ১০।১৬।৩৬) যদ্বাঙ্গয়া শ্রীর্ললনাচরতপঃ" ইত্যাদেঃ ।
গোপরাজনন্দনযেনৈব কৃষ্ণে প্রাপ্তনিষ্ঠানামপি তাসামিয়ং মাহাত্ম্যাকৃতিঃ প্রেমকৃতৈব, প্রেমা হুসদপি মাহাত্ম্যং ক্ষোরয়তি,
কিমূত সৎ, ততশ্চ প্রেমাতীশ্বরস্ত মাহাত্ম্যাতীশ্বরমেব, ধখা আদিভরতচরিতে (ভাং ৫।৮২৩) "কিংবা অরে আচরিতং
তপস্তপস্বিচ্ছানয়া বদিয়মবনিঃ" ইত্যাদি-গতো স্বমৃগপদম্পর্শেন পৃথিব্যা অপি ভাগ্যং বর্ণিতমিতি এব এব সিদ্ধান্তঃ সর্বত্রা-
গ্রেংপ্যনুবর্তয়িতব্য ইতি ॥

৯২ । নিত্যে ইতি জীবায়া ব্যাহৃতঃ ॥

৯৩ । সা প্রসিদ্ধা এষা মান্যানামুত্তমানাং সামান্যানাং কনিষ্ঠনাঞ্চ রীতিধৃতমায়া ঋণিতকৈতবা, উদ্ধব উৎসব-

৯১ । হায় হায় হে শক্রকুলনাশী । এই যে তুমি আমাদের উপর হায় হায় অপবাদ আরোপ
করলে, এ-কথা তোমার হান্তকর । যারা নিত্য পতিসঙ্গ ত্যাগিনী তাদের আবার পতি কি ? বলতে পার
সপত্নীপুত্র । তবে হে পুরুষেশ্বর । সেই সপত্নীর স্বামীতে আমাদের মিলন ঘটে না । সুতরাং হে পূর্ণ গুণনিধি-
শ্রেষ্ঠ ! লক্ষ্মী আরাধিতচরণ । তুমি বিনা নারীদের অত্ম কোনও পতি নেই, আর মনোজাতপীড়ারূপ শক্ররও
অত্ম কেউ হস্তা নেই ।

৯২ । অন্য কেউ বললেন—ত্রিভুবনের অন্তর্ধামী নিত্য প্রিয় তোমাতে বুদ্ধিমান জন রতি বিধান
করে থাকে । ক্ষণবিনাশী দুঃখদায়ক পতিপুত্র সুহৃদাদিকে চতুর নারী ভজন করে না ।

৯৩ । এই হল শ্রেষ্ঠতম মিক্ষণট রীতি—উত্তম ও অধম উভয়ের জন্যই । হে বিশেষ-অশেষ দুঃখ-
হর । মাদৃশ জনের মনোনয়নের উৎসবরূপ স্বামী তো তুমিই । তোমা বিহনে অমৃতেও আমাদের ঘৃণা । তাই
বলছি আমাদের উপর প্রসন্ন হও । তোমাতে অনুগত সরল এ-জীবলোক গতোৎসাহ হয়ে বিষাদে না-ডুবে
যায় ।

৯৪ । ছিদ্ধি মাশামা-শাবকদশমুপচিতাং কমলিনীমিব হিমাগমো মা গমো স্নাপয়িতুং নো জিজীবিষাম্ ॥’

৯৫ । অপরাশচাঃ,— ‘চিত্রমত্র ভবতাপহৃতং নো, গম্যতাং কথমহো বত ঘোষঃ ।

গচ্ছতো ন চ পদে পদমেকং, নাথ তে পদসরোরুহম্বলাং ॥

৯৬ । তেন তে ন বচো নবচোর বধুজনমানসস্ত মানদম্মশোষকরাবগ্রহগ্রহণযোগ্যং ভবিতুমর্হতি ॥’

৯৭ । ইতরা অপ্যাঃ,— ‘মুচ্যতাং কপট কৌতুকধূলী। সিচ্যতামধরবিশ্বমধূলী ।

ক্লাস্তিকারিপক্কষোদিতমূলঃ, শাস্তিমিত্তে হৃদি তাপকুকূলঃ ॥

৯৮ । অপরথা মনোরথা মনোজকৃতাঃ পরিতাপকুশালুনা কুশা হু নাশয়িত্বা ন ইমান্তনুরগ্নাঃ প্রাপয্য
প্রাপয়িস্যন্তি যোষিদ্ধাহুতাপমল্লভবন্তং ভবন্তম্ । অস্মাকং তুভয়তো বিরহ ভয়তো বিরহঃ’ ইতি ॥

রূপঃ, ভবন্তমুতে ত্বাং বিনা অমুতে স্তব্ধানামপি নোহস্মাকং জুগুপ্সা যুগা ॥

৯৪ । আ-শাবকদশং বালদশামভিব্যাপ্য উপচিতামাশাং মা ছিদ্ধি । কমলিনীং হিমাগম ইব নোহস্মাকং
জিজীবিষাং স্নাপয়িতুং মা গমঃ, মা প্রাপ্তো ভব ইত্যর্থঃ ॥

৯৫ । ভবতা চিত্রমপহৃতমিত্যস্মাকং কো বা দোষ ইতি ভাবঃ ॥

৯৬ । তেন হেতুনা তে ভব বচো মান এব সস্তং তত্ত্ব শোষকরোহবগ্রহো বৃষ্টিপুতিবন্ধঃ, তদগ্রহণযোগ্যং ন
ভবিতুমর্হতি, হে নবচোর ॥

৯৭ । অধরবিশ্বমধূলী সিচ্যতামিতি ক্ষেত্রে জলং সিচ্যতামিতিবৎ, তাপকুকূলঃ সন্তাপতুবাগ্নিঃ ॥

৯৮ । মনোরথাঃ কর্তারঃ পরিতাপ এব কুশালুরগ্নিস্তেন নোহস্মান্ কুশানাশয়িত্বা, হু নিশ্চিতম্, অস্তান্তনুঃ
প্রাপয্য ভবন্তং প্রাপয়িস্যন্তি । হন্ত নিজৌজসা এতা মাং প্রাপ্তা এব, অহং তুপেক্ষয়া জীবধভাগী কেবলমভূবমিত্যেবমল্ল-
তাপমল্লভবিস্মদীত্যর্থঃ । অস্মাকমিতি, স্পষ্টম্, ভঙ্গ্যা তু প্রেমপুখ্যাপকোহপ্যর্থঃ সম্ভবতি, স যথা—নহু স্বকৃতং কষ্টমহকারিণঃ

৯৪ । একেবারে বালদশা ধরে বেড়ে উঠা আমাদের আশালতা ছেদন করো না । শিশিরপাতে
কমলিনীর মতো দশাপ্রাপ্ত আমাদের বাঁচার ইচ্ছা স্নান করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসো না ।

৯৫ । অপর কেউ কেউ বললেন—অহো, তুমি ঘেঁ আমাদের চিন্তা চুরি করে এখানে নিয়ে এসেছ,
হায় হায়, ব্রজে ফিরে যাবো কি করে । হে নাথ । তোমার পাদপদ্ম মূল থেকে একটি পাও আমাদের চলছে
না, ঘরের দিকে ।

৯৬ । তাই বলছি হে নবচোর, বধুজনের মনের মানরূপ শব্দের শোষকর অনাবৃষ্টি সৃজন করা
তোমার মতো লোকের পক্ষে সমীচীন হয় না ।

৯৭ । অপর একজন বলছেন—ছেরে দেও ছেরে দেও বন্ধু, কপট কৌতুক ধূলী । সেচন কর অধর-
বিশ্বমধুলি । শাস্তি প্রাপ্ত হোক ক্লাস্তিকারী কঠোর বাক্যমূল থেকে জাত সন্তাপতুবাগ্নি ।

৯৮ । অন্যথায় কামোখ মনোরথকে কর্তা বানিয়ে তোমার উপেক্ষা পরিতাপাগ্নিতে এ-তহু নাশ
করত অন্য একটি ধারণা করে তোমাকে লাভ করব । তুমি এদিকে যোষিৎ বধের অনুতাপ অনুভব করতে

৯৯। অপরাশ্চ'হঃ— অস্পৃশ্যম্ সমলোংসবকন্দৌ যর্হি বর্হদলভূষ তবাজ্জ্বী ।

ত'বদেব হি পরশ্চ সমক্ষং, স্থাহুমেব ন বয়ং প্রভাঃ ॥

১০০। তদিদং ভবৎপরপরভাগমপরাপরামৃশ্য সমানবয়ো নবযোষিতাং লবণিমাধুয়াং মাধুয়াং স্বী-
ক্রিয়তাম্ ॥

১০১। লৌকিকতাপারমিতা রমিতা নিজজনবৃন্দাবনপ্রিয়েণ বৃন্দাবনপ্রিয়েণ ভবতা বতান্তঃসম্ভাপাং
নাইন্তি ॥

১০২। অথ শ্রুতিরূপা আজঃ —

‘বক্ষসি স্থিতবতী চ তুলস্থাঃ, স্পর্শ্যেব কমলা যমুপাশ্বে ।

অত্র তে চরণপদ্মপরাগে, রাগবান্নিকর এষ বধুনা ॥

কষ্টতয়া ন মত্তন্তে ? সত্যম্, অস্মাকমুভয়তোংধুনা স্বীকারে বা তদভাবে বা; পক্ষে, বিরহরূপং যদুভয়ং তস্মাত্তু বিরহো
বিচ্ছেদ এব, কিন্তু প্রেমহতকগ্রস্তানামস্মাকং তদুদীয়ং কষ্টং সা বদীয়া হৃদ্বীতিবা বাধিষ্ঠ্যত এবৈতি তত্রার্থার্থমেব প্রাথনেন-
মিতি ভাবঃ ॥

৯৯। কমলে ইবোংসবকন্দৌ উৎসবসুখদাতারৌ ॥

১০০। তত্তস্মাদিদং নবযোষিতাং মাধুর্ষ্য স্বীক্রিয়তাম্, ভবৎপর এব পরভাগঃ শোভা যন্ত তৎ, অপরেরগজ্জর্জর-
পরামৃশ্য পরাব্রষ্টুমশক্যং সমানং ত্বতুল্যমেব বয়ো যত্র তৎ, আ সম্যক্ ধুর্ম্মাশ্রয়রূপম্ ॥

১০১। নহু লোকনিন্দা ভবীষ্যতীতি ? তত্রাহঃ—লৌকিকতায়াঃ পারমিতাঃ প্রাপ্তাস্তাত্তলোকা ইত্যর্থঃ। ইয়ং
প্রকটসম্ভোগপ্রার্থনা রসাতাসঞ্ছেন ন পর্ধাপনীয়া,—তস্তাঃ প্রকৃতিস্থ নাস্বিকামুখোথঞ্ছেন তজ্জৈলক্ষিতত্বাৎ। অতএব মধু-
পানমতারা নাস্বিকার্যাঃ প্রকৃতিস্থত্বাভাবে প্রত্যুত সা গুণবৈশিষ্ট্যমাংসাং পুনঃ প্রিয়তমোপেক্ষাবাঞ্ছজ্জবিশীর্ষসর্বমর্মাণাং মহা-
সম্ভাপোন্নতিচিহ্নততরা প্রাপ্তপুষ্কতিবিপর্ধমাণাং সেয়মহুত্রাগপ ধ্যাপনায়ৈবোন্মাদবিবর্তরূপা পরমবাম্যবতীনাংমপ্যাং মুখা-
দেতচ্চু শ্রুত্বৈব রসিকেন্দ্রেণ তেন তথা ব্যবসিতমিতি ॥

১০২। শ্রুতিরূপা ইত্যৈশ্বর্যজ্ঞানসংস্কারবতো দাসীস্মৃত্যঃ, সম্প্রতি দৈগ্ধেন তু নিতরামেবেতি ভাবঃ। বক্ষসীতি

থাকবে। আমাদের কিন্তু অধুনা তোমার দ্বারা স্বীকার বা অস্বীকার উভয় প্রকারেই বিরহ ভয়ে বিচ্ছেদ হুঃখ
অনুভব হতে থাকবে।

৯৯। অপর কোন কোন গোপী বললেন - হে ময়ূরপুচ্ছধারি ! যখন থেকে কমলের মতো সুখদায়ী
তোমার দুটি চরণ স্পর্শ করেছি সেই থেকেই পরপুরুষের সম্মুখে স্মারদাঁড়াতেই পারিনা।

১০০। তাই বলছি, নবযোষিৎগণের এ-মাধুর্ষ্য, যা তোমাতে মিলিত হলো! শোভা পায়, অত্ন জন
স্পর্শই করতে পারে না, যা নিত্য একরূপে স্থিত এবং লাভগোর আশ্রয়স্বরূপ তা অঙ্গীকার কর, তুমি হে সুন্দর।

১০১। স্বজন পালনপ্রিয় ও বৃন্দাবনপ্রিয় তোমার নিকট লৌকিকতার পারপ্রাপ্তা ও উপভুক্তা
আমাদের হায় হায়, চিত্তসম্ভাপ পাওয়া উচিত নয়।

১০২। অতঃপর ঐশ্বর্যজ্ঞান সংস্কারবতী দাসীস্মৃত্য। শ্রুতিরূপা গোপীগণ বললেন—বক্ষসীতি

১০৩। অতএব প্রপন্নঃ প্রপন্নাতিহারক মাশ্বান্ পরিহার্যঃ ॥

১০৪। অথ তৎসবাসনা উচুঃ—

‘তৎ প্রসীদ কৰুণাস্থনিধে নঃ সঙ্গতাঃ স্ব বসত্যৌ পরিহার্য ।

ঋৎপদাস্থজপলাশবিলাস-স্বানমোদমদিরাধুতবুদ্ব্যঃ ॥

১০৫। তদধুন্য ধুনানো মোহং পুরুষভূষণ ভূষণহর বরকৰুণাকৰুণাপাঙ্গনিরীকৰুণকণ্ঠবলমানমানসা
মানসারশ্চেন্দ্র প্রভবিহ বিহসিত-সিততচ্ছুরিত-দশন-বসনাকৰুণ্য তাকৰুণ্যতাংকালিকশোভাবিশেষাশেষাতিহারিণা
বচনামৃতেন বিপণয়া কুরুষৌচৈর্নে দাসীনে দাসীনো ভব’ ইতি ॥

১০৬। এবমত্যা অপিতৎসবাসনা উচুঃ—

‘খেললোলমণিকুণ্ডল-ভাষ-দগুণ্ডলমুখতিলোভমুখঃ ।

বীক্য তে স্মিতসুখামধুরোষ্ঠং, বক্তৃচন্দ্রমভবাম হি দাস্যঃ ॥

(ভা° ১০।৮।১৯) “তস্মান্ধাশ্রয়োহয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ” ইতি প্রসিদ্ধ্যা গোপনান্নতাস্ত নারায়ণেনৈক্যমেব
পরমৈশ্বর্যমিতি মন্যমানঃ, কমলাপি তে যথা দাসীভাবমিচ্ছতি, তথা বয়মপীত্যাহঃ । অপার্থে চকারঃ ॥ (১০৩)

১০৪। তৎসবাসনা ইতি মূনিকুণ্ডলা ইতি ভাবঃ ॥

১০৫। ভূবঃ পৃথিব্যা এবমুষণঃ সন্তাপন্তঃ হরতীতি হে তাদৃশ ! অকৰুণাপাঙ্গেন নিরীকৰুণমেব কণ্ঠ উৎসবঃ, স
এব বলং তেন বলমানং মানসং যাসাং তানোহস্মান্ বচনামৃতেন বিপণয়া ক্রীড়া দাসীঃ কুরুষ । মান আদরন্তেন সহ
সারসং তেন, সাদরসরসতয়েতর্থাঃ । বিহসিতস্ত সিতস্ত সিতস্তা যেতিয়া ছুরিতস্ত দশনবসনস্তাকৰুণ্য তাকৰুণ্যতাং-
কালিকো যঃ শোভাবিশেষন্তোশেষাতিহারিণা ॥

১০৬। খেলেন লোলাভ্যাং মণিকুণ্ডলাভ্যাং ভাষদীপ্যমানং গুণ্ডলং যত্র তমঃ শ্লেষণ, কুণ্ডলে এব ভাষন্তৌ

হয়েও লক্ষ্মীদেবী যার উপাসনা করে থাকেন যেন তুলসীর সহিত স্পর্ধাতেই এই বৃন্দাবনে, সেই চরণপদ্মে এ-
বধুগণ অতুরাগ বহন করছে ।

১০৩। অতএব হে প্রপন্নাতিহারক ! আমাদের প্রতি পরিত্যাগ কর না ।

১০৪। অতঃপর শ্রুতিরূপাদের সহিত একই বাসনায়ুক্তা মূনিকুণ্ডলা গোপীগণ বললেন—

হে কৰুণাস্থনিধে ! ঘর ছেড়ে তোমার চরণে এসেছি । তোমার পদাস্থজপলাশবিলাসের আশ্বাদন
জনিত আনন্দমদিরায় চঞ্চলবুদ্ধি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও ।

১০৫। তাই বলছি হে পুরুষভূষণ । অধুনা তোমার সুন্দর হাসির গুণ্ডতচ্ছুরিত গুণ্ডাধরের অকৰুণ-
ত্বাতির তাকৰুণ্যজনিত তৎকালিক শোভাবিশেষে অশেষ আতিহারী ও প্রভাবশালী বচনামৃতে হে পৃথিবীর
সন্তাপহারী ! তোমার পরমকৰুণালিঙ্গ অকৰুণ নয়ন কোণের নিরীকৰুণোৎসবরূপ বলে বর্জমান মানসা আমাদের
দাসী কর—সাদর সরসতার সহিত ক্রয় করে ।

১০৬। অতঃপর শ্রুতিরূপাদের সহিত একই বাসনায়ুক্তা অশ্রু গোপীগণ বললেন—খেললোল মণি-
কুণ্ডলে দীপ্ত গুণ্ডমণ্ডলযুক্ত, পূর্ণশোভ, স্মিতসুখামধুর গুণ্ডযুক্ত তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করে আমরা তোমার

১০৭ । মধুমধুরহসিতামৃতমৃতসজ্জীবন-বননকারিণ্যো ভয়ভয়দামায়তমায়তমানসৌভগমতি-চাকু চাকুণ-
করকমলাগ্রং কমলাগ্রহিহরং ভুজদণ্ডমুগং বিলোকা ভবাম দাস্তো দাস্তোচিতপ্রেমপ্র মনসি নো ধারয় রয়তঃ ॥'

১০৮ । অথ নিত্যসিদ্ধা উচুঃ,—সকলমুগ ভগবন্ পুরুষরক্তগুণঃ গুণনিকাগার কিং তাবদাঙ্গ
দৃশ্যম্ ॥

১০৯ । কাঃ স্থিরস্তব মনোহরবংশী-কুজিতাস্ত্রত্বদঃ পরিহায় ।

সাধুশীল কুলশীলশুশৈলী-মার্ধ্য নার্য্যচরিতাঙ্ঘ্রিলেখুঃ ॥

১১০ । যতঃস্থিলোকলোকলোচনচমৎকারকারণমখিলভুবন-সৌভাগ্যভগবন্তাস্পদং পদং সৌন্দর্য্যাবধেঃ
পরমমাদুর্ধ্যাধু্যমতিরমণীয়রমণীয়ক্সাধ্যরূপং রূপং তবেদমালোকা নির্ভরমেদিনী মেদিনীগত-খগ-মুগ-পশুততিরতি-
বিপুলপুলককুল-কলিতাং তমুং ধন্তে ॥'

হৃদৌ যত্র তদুগমগুলাং যত্র তমুং তথাপ্যবগিতশোভম্ ॥

১০৭ । হসিতামৃতমেব মৃতসজ্জীবনং তত্ত্ব বননকারিণ্যো যাচিকা বয়ং দাস্তো ভবাম, 'বহু যাচনে' । ভুজদণ্ড-
মুগং বিলোকা । কথজুতম্ ? ভয়তাপি ভয়দম, আ লমাক্ যতমানং হ্যাতুং প্রবত্বপরং সৌভগং যত্র তৎ, কমলায়াঃ শোভার
গ্রহিৎ গ্রহনং হরভীতি তৎ, গ্রহিতম্বর্ষশোভাকমিত্যর্থঃ দাস্যোচিতং প্রেমগুণং প্রাপ্তি পুরভীতি তথাভূতে । নোঃস্থান্ ॥

১০৮ । ভগবন্ হে শ্রীযুক্ত ! গুণনিকাগার নৃত্যমন্দির; "তবেদগুণনিকা নৃত্যো" ইতি মেদিনী ॥

১০৯ । হে সাধুশীল হে আর্য ! ইতি বৈশরীভ্যাপাদকং ত্বেচ্ছিতং কথমিতি পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ ॥

১১০ । অতিরমণীয়াভিরপি রমণীভির্ধ্বক্সাধ্যরূপম্, ন ত্বনারাসলভ্যমিত্যর্থঃ । এতৎপ্রাপ্ত্যর্থং তাস্তীত্রতপোব্রতা-
দিকমপি কর্তুমর্হসি, ন তু কদাচিদপ্যক্সো বিরজমিতি ভাবঃ । যতো মেদিনীগন্তেত্যাদি । নির্ভরমেদিনী অতিশয়স্নেহবতী;
'ক্রিমিনা স্নেহনে' ॥ (১১১)

দাসী হংসার জন্তু লালসাষিত হয়েছি ।

১০৭ । ভয়েরও ভয়স্বরূপ, আজামূলষিত, অতিচাকু অকুণ করকমলাবৃক্স এবং যথায় বর্ণসৌন্দর্য্য
অবস্থামের জন্তু প্রযত্নপর সেই সর্বশোভা স্তবক ভুজদণ্ড দেখে লুপ্ত হয়েছি । মধুমধুর হাস্তামৃত-মৃতসজ্জীবন
যাচিকা আমরা তোমার দাসী হব । দাস্তোচিত প্রেমের পূরণকারী তোমার মনে আমাদের সজ্জর ধারণ কর ।

১০৮ । অতঃপর নিত্যসিদ্ধাগণ বললেন—হে শ্রীযুক্ত ! হে সকল সৌভাগ্যশালী ! হে পুরুষরক্ত !
হে গুণরক্ত, হে নৃত্যমন্দির ! সর্বজন মনোহর তুমি, তোমাতে আসক্ত হয়েছি, এতে আমাদের দোষ কোথায় ?

১০৯ । মনোহর বংশী কুজনে অপকৃত মানসা কোন্ স্ত্রী হে স্বভাবসুন্দর, হে আর্য ! কুলশীলশুশৈলী
পরিত্যাগ করে আর্যচরিত থেকে বিচলিত না হয় ।

১১০ । যেহেতু ত্রিলোকলোচনের চমৎকারকারণ, অখিলভুবন-শোভার সৌভাগ্যসম্পত্তির আশ্পদ,
সৌন্দর্য্যাবধির আশ্রয়, পরমমাদুর্ধ্যাধু্য এবং অতি রমণীয় রমণীয় যক্সসাধ্য তোমার এ-রূপ দর্শন করে মেদিনীর
খগ-মুগ-পশু সমূহ অতিশয় স্নেহবতী হয়ে বিপুল পুলকাবলীতে ব্যাপ্ত তনু ধারণ করে ।

১১১ । পুনঃ শ্রুতিরূপা উচুঃ,—

‘আর্তিহা ব্রজভূবাং ভবসীতি, ব্যক্তমেব হি বিভো ভুবনেষু ।

আদিপুরুষ ইবামরগোপ্তা, তেন হাতুমিহ নাইসি নন্তম্ ॥

১১২ । তেনাৰ্তবন্ধো নির্বন্ধো নির্ভরোহয়ং মা ক্রিয়তাম্, করুণাধি নিধেহি সন্তপ্তে ন উরসি শিরসি
শিশিরতরং রতরঞ্জি করকমলমমলমলমতিমতি সন্তাপমলনকৃতে কিঙ্করীণাং রীণাং হৃদয়াধারাং ধারাং বাষ্পবিষ-
ধারাং বারাস্তরানাবর্তিনাং বিধেহি, কিমতিশ্রসঙ্গেন, নো মনো রঞ্জয়, জয় জয় বিকলানাং সকলানাং সৰ্বদা
সমুত্তাপতাপহারায় ॥

১১৩ । বিধে, বংশীকলেন বড়িশেন ঝৰীরিবাস্মা-নাকৃষ্ণ সঙ্গুণজুযা সুরসামিষণে ।

শূলাকরোষি পরুষোক্তি শলাকয়েব-মাবিধ্য কিং পুনরুপেক্ষণবীতিহোত্রে ॥

১১২ । রতরঞ্জি রতে রঞ্জকম্ । অতিশয়ো যো মতিসন্তাপন্তস্য মলনং মর্দনং দূরীকরণমিতি ধাবৎ । তৎকৃতে
ততশ্চ বাষ্পবিষধারাং ধারাং বারাস্তরে পুনর্নাবর্তিতুং শীলং বসন্ত্যস্তথাভূতাং বিধেহি । সম্যগুত্তাপো যাসাং তত্তাবস্ততা তস্য
অপহারায় ॥

১১৩ । বংশীকলেনেত্যাদয়ো রাধাসখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণশ্রোক্তিপ্রত্যুক্তয়ঃ, ইত্যেবং রসসারাধিকা ইত্যগ্রেতন
গতেন ব্যক্তীভবিষ্ণুস্তি । শোভনো রসো নাদব্যজ্ঞ্যমানঃ শৃঙ্গার এব আমিষং যত্র তেন; শ্লেষণে, সুরসামিষণং মংস্তলোভ-
নীয়ং যত্র তেন বড়িশেন । শূলাকরোষীতি ‘শূলাং পাকে’ ইতি ডাচ্; শিক ইতি ধ্যাতম্ ॥

১১১ । পুনরায় শ্রুতিরূপাগণ বললেন —

হে বিভু ! তুমি যে ব্রজবাসিগণের আর্তিহারী, আদিপুরুষ নারায়ণের মতো দেবতাগণের রক্ষক —
এ কথাতে বিখ্যাতই আছে । তাই বলছি, তুমি আমাদের এ-বনে ত্যাগ করতে পার না ।

১১২ । অতএব হে আৰ্তবন্ধো ! তোমার এ-জ্ঞেদ দূঢ় করা উচিত নয় । হে করুণানিধে ! তোমার
সুশীতল-রতিরঞ্জক-অমল করকমল আমাদের সন্তপ্ত বক্ষে ও শিরে ধরে রাখ যতক্ষণ-না চিন্তের সন্তাপ দূরীভূত
হয়ে যায় । অতঃপর প্রবহমান বাষ্পবিষজলধারা পুনঃ যেন আর এ-কিঙ্করীদের হৃদয়-খাদে ফিরে না আসে,
এমন করে দেও । আর বেশী বলবার কি প্রয়োজন, আমাদের মন রঞ্জিত করে তোলা । উপেক্ষায় বিকল হৃদয়া
আমাদের সকলের সন্তাপক্লিষ্টতা অপহরণ করে নেওয়ার জন্য সৰ্বদার তরে তোমার জয় জয়কার ফলাও
করে তোলা ।

১৩ । (রাধার সখীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি—)

আরও, হে কৃষ্ণ ! কেন তুমি সঙ্গুণরূপ রজু ও শোভন শৃঙ্গাররসরূপ সুরস টোপ পরানো বংশী-
নাদরূপ বড়িশের দ্বারা আমাদের মংস্তুর মতো টেনে নিয়ে এসে কঠোর উক্তিরূপ শলাকায় বিদ্ধ করে পুনরায়
উপেক্ষারূপ অগ্নিতে ছেঁকে শিক কাবাব বানিয়ে দিচ্ছ !

- ১১৪ । অহমাগ্নমুদামুদারভাবৈ-মূরলীনাদ-বিনোদমাতনোমি ।
যদিতো বিকলাঃ কুলাঙ্গনাঃ স্যুঃ সকলা এব তদত্র মে ক দোষঃ ॥
- ১১৫ । সৎশত্ভুরকুটিলা সহজৈকপৰ্বা, সারাস্বিতা চ মুরলী ন হি দৃশ্যতীয়ম্ ।
অশ্রাঃ কলৈব'ত জনং জনমেব নাম-গ্রাহং যদাহ্বয়সি নঃ স তবৈব দোষঃ ॥
- ১১৬ । মুরলী মরুদাভিমুখ্যমাত্রে, ন ধ্বনতীয়ং ন ময়ৈব বাগ্ধমানা ।
স্বয়মাহ্বয়তীয়মিচ্ছয়া বঃ, সকলানামপি নাং নাম বেত্তি ॥
- ১১৭ । এবং চেত্তথাপি তবৈব দোষঃ, নহি তত্রভবতো ভবতোহসাদুসঙ্গঃ সমুচিতঃ । তথা হি—
ছিদ্রেযু'তা বহুভিরেব কঠোরগাত্রী, শৃঙ্খান্তরাতিমুখরা মহতো ন বংশাৎ ।
জাতা পরস্মৈ কুলপঙ্ককলঙ্ককর্ত্রী, বংশী তবেয়মিহ নারহিতি সাধুবাদম্ ॥
- ১১৮ । অহো নাদব্রহ্মোপনিষদমিবৈনাং ভগবতীং
নবচ্ছিত্রাং মূর্তিং স্বয়মুপগতাং মৎপ্রণয়তঃ ।

১১৪ । সকলা এব সমস্তা এব; শ্লেষণ, কলাভিঃ সহিতা এব, নান্ধা ইতি গানাদিকলাতত্ত্ববিজ্ঞতৈব যুগ্মাশ্বনর্থ-
কারিলীতি ভাবঃ ॥

১১৫ । সহজমেকং পৰ্ব গ্রহিক্ৰংসবশ্চ সত্যং যতশ্চ, নামগ্রাহং নাম গৃহীত্বা “নান্যাদিশিগ্রাহোঃ” ইতি গমুল্ ॥

১১৬ । নাম প্রাকাশে, নাম সংজ্ঞায়াম্ ॥

১১৭ । নম্রসাদুসঙ্গ মুরল্যাঃ কথমিতি চেৎ, তদ্বচনেনৈব তদান্যাতম্, প্রত্যক্ষতোহপ্যুপলভাতে চেত্যাহঃ—ছিদ্রে-
য়িতি । এবং সৎশত্ভুরিত্যাदिনা বর্ণিতো গুণস্ত বিবকুন্তপরোমুখত্বায়েন দোষায়ৈবেতি ত্যোতিতম্ ॥

১১৮ । ইব-শব্দ এবার্থে; নবচ্ছিত্রাকারং মূর্তিং তত্ত্বং স্বয়মেব কৌতুকবশাৎপগতাং প্রাপ্তাম্ ॥

১১৪ । হে গোপীগণ! আমি নিজ আনন্দের উদারতায় মুরলীনাদবিনোদ বিস্তার করে থাকি,
এতে যদি কুলাঙ্গনা সকল বিকলতা প্রাপ্ত হয়, তবে আমার কি দোষ ।

১১৫ । সৎশজাতা অকুটিলা স্বভাবতঃ একপৰ্বা সারযুক্ত এ-মুরলীকে দোষ দেওয়া যায় না ।
যেহেতু, হায় হায় তুমিই তো এর মধুর ধ্বনিতে আমাদের প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে আহ্বান কর, দোষ
তোমারই ।

১১৬ । না না, আমি বাজাই না । বায়ুর অভিমুখী হওয়া মাত্রই এ-মুরলী আপনি আপনি বাজে ।
নিজেই নিজ স্বতন্ত্রায় তোমাদিকে স্পষ্টরূপে ডাকে । সকলেরই নাম সে জানে ।

১১৭ । একুপ হলেও তোমারই দোষ । পরমপূজনীয় তোমার এ অসাদুসঙ্গ সমুচিত নয় । তথা হি—
ছিদ্রে তো এতে বহুই - কঠোর গাত্রী, শৃঙ্খ অস্তুরা, অতি মুখরা, মহৎ বংশ থেকে জাত নয়, পর-
কুলে কলঙ্কপঙ্ক লেপনকারী । এ-গোপীসমাজে তোমার এ-বংশী সাধুবাদের যোগ্য নয় ।

১১৮ । আরে গোপীগণ! তোমাদের তো বড় সাহস দেখছি—চিদানন্দমূর্তি, করসরোজদ্বয়চরী,
যশোহংসী বংশীকে আমার উপহাস করছ । অহো এ তো সাক্ষাৎ ভগবতী নান্দব্রহ্মরূপা উপনিষদ, আমার প্রেমে

চিদানন্দাকারাং মম করসরোজদয়চরীং

যশোহংসীং বংশীং হসন্ত বজ্জ বঃ সাহসমিদম ॥'

১১৯। ইত্যেৎ রসসারাধিকা রাধিকা সহচরীভিঃ সহ বচন-প্রতিবচন চাতুরীতুরীয়দশায়ামপরাশচ পরাশচর্যা বোধেন বিদগ্ধশেখরস্ত খরস্তদোপেক্ষাহানিমবধাধ্য বিকসমুখ্যো মুখ্যোৎকণ্ঠামুচরীভূতসরসতামতাৎপর্য্য পর্য্যবসিত-সিত-স্মিত-লেশাশচ যদি বভূবুস্তদা যুত্বেহসিতেন সিতেন দশনমহসা মহসারস্তেন বচসা চ সাধু সম্মা-নয়ন্নয়নানন্দস্ত পরাং কোটিমতিকোটিমতিমদতর্ক্যামদতর্ক্যমাণরিরংসোহরং সোহপি কোটিকন্দর্পদর্পহারী স্বাত্মা-রামো রামোত্তমা রময়িতুময়িতুমপি তাসামনুরাগপারাবারপারাবারয়োর্মধ্যমারেভে মারেভেগানুগতঃ ॥

১২০। ততশ্চ, আনন্দেন সমন্ততো জয়জয়েত্য়াকৌন্তিতং পত্রিভি-

বল্লীভিঃ পরিতঃ স্মিতং ক্ষিতিকুহৈ রোমাঞ্চিতং সবতঃ ।

১১৯। তুরীয়দশায়ামুত্তরকাষ্ঠায়ামপরা অপি রসসারেবাধিকা গোপাঃ খরস্তদায়াত্তীক্বেগয়া উপেক্ষায়া হানি-মবধাধ্য যদি বিকসমুখ্যো বভূবুস্তদা সোহপি স্বাত্মারামঃ স্বাত্মানং রময়ন্তে রামোত্তমাস্তা রময়িতুমারেভে । কীদৃশঃ ? মুখ্যো বা উৎকণ্ঠা তস্তা অনুচরীভূতা তদনুগামিনী বা সরসতা বাক্চাতুর্ঘনিষ্ঠা তস্মৈব সতাৎপর্য্য যথা স্তাভ্যাং, পর্য্যবসিতো নির্বা-রিতঃ সিতঃ নির্মলঃ স্মিতলেশো বাভিত্তাঃ । অবহিতয়া দ্রুপদ্ববস্ত স্মিতস্ত লেশো নিষ্ক্রান্ত এব পরিচিতস্তস্ত তাৎপর্যমপি তাভিরবগতমিত্যর্থঃ । ততশ্চ ব্যক্তায়া অবহিতায়া রক্ষণমহচিতমিতি মত্বা হসিতেনেত্যাদি মহসারস্তেন বচসা চেতি মম বাক্চুটকৌতুকবিলসিতং ভবতীভিঃ সম্যগেবাচ্চ নির্বাহিতমিত্যাদিপ্রকারকেন । নহু তাসাং মধ্যে মধ্যে কয়পি তস্ত রিরংসা প্রথমং কিমিতি তর্কয়িতুমশকাতেতি ? তত্রাহ—অতিশয়ঃ কোটিকংকধো বস্ত্রাস্তথাভূতমতিমত্তিরপাতক্যো যো মদো মত্ততা তেনৈব তর্ক্যমাণা রিরংসা যন্ত সঃ । যদি মদন্তর্কয়িতুং শক্যত, তদা তৎকারণভূতা রিরংসাপি স্মৃণেনেত্যর্থঃ । তাভিস্ত পরমবুদ্ধিমন্তীভিরপি স্বানুরাগোন্মত্ততস্মৈব স ন তর্কিত ইতি ভাবঃ । অয়িতুং গন্তুং, পারাবারঃ সমুদ্রঃ, মারেভেন কামহস্তিনা ॥

নিজেই কৌতুকবশে নবচ্ছিন্ন তনুধারী ।

রমণারম্ভ :

১১৯। এইরূপে রাধিকার সখীগণের উক্তিপ্রত্যুক্তি-চাতুরী চরম দশায় পৌছে গেলে কৃষ্ণের চরমোৎকণ্ঠার অনুগামিনী বাক্চাতুর্ঘনিষ্ঠা দেখে তাঁর মুখের নির্মল হাসির লেশটুকুও যাঁরা সতাৎপর্য্য নিশ্চয়-রূপে বুঝে নিচ্ছিলেন সেই রসশ্রেষ্ঠতার শিরোমণি অপর গোপীগণ তাঁদের পরমাশ্চর্য্য বুদ্ধিদ্বারা বিদগ্ধশিরো-মণির তীক্ষ্ণ বেগা উপেক্ষার ঘাটতি বুঝতে পেরে যদি প্রফুল্লমুখী হয়ে উঠলেন তখন চরমকাষ্ঠা প্রাপ্তা পরম বুদ্ধীমতীরও তর্কাতীত মত্ততা দ্বারাই একমাত্র তর্কমান রমণেচ্ছাময় সেই কোটিকন্দর্পদর্পহারী কৃষ্ণ চটজলদি নিজ আত্মাকে রমণ করাতে করাতে ঐ শ্রেষ্ঠ গোপীগণকে রমণ করাতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের অনুরাগ সমুদ্রের একূল-ওকূলের মধ্যভাগে যেতে আরম্ভ করলেন, কামহস্তীর আনুগত্যে ।

১২০। অতঃপর পাখীসব চতুর্দিকে 'জয় জয়' উচ্চ কীর্তন করতে লাগল, মতাবলী চতুর্দিকে হেসে উঠল, বৃক্ষশ্রেণী চতুর্দিকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, পরস্পর প্রিয়লাপ-আকুলতা হেতু হরিনীগণ যুথবদ্ধ হল এবং

অশ্রোত্ব প্রিয়সংকথাকুলতয়া সংযুক্তমেবীগণৈঃ

পুষ্পাণাং মকরন্দবিন্দুনিবহৈঃ স্নিগ্ধং ধরণ্যাপি চ ॥

১২১ । এবং অরসমরসমরসচিন্তামণীরমণীরতিপরভাগপরভাগধেয়াধেয়া ব্রজপুরপুন্দরনন্দনশ্রু বিজি-
হীর্ষা হীর্ষাদিদোষরহিতহিততরতরতরতরসৌহৃদহৃদয়ালুতমভিস্তাভিঃ সমং যদি সমজনি, তদা যুগপদেব তা বন-
দেবতা বনচর-খগ-মৃগ-তরু-বল্লয়শ্চ তা মুচ্ছোথিতা ইব তদৈব সমুৎপন্না ইব দেহান্তরমাসাদিতা ইব স্নাতা ইবা-
মৃতরসেন সমপত্তন্ত ॥

১২২ । ততশ্চ, সমেতাভিস্তাভিঃ সহ স হরিরানন্দলহরী-
হরিদ্বন্দ্বাপ্লাবী স্মিতমধুরমুগ্ধাস্রবিধুভিঃ ।
অকম্পাভিঃ শম্পাততিভিরিব সম্পালিতামু-
ধরাধারো ধারাধর ইব নবীনো বাহরত ॥

১২৩ । ততশ্চ, সৌকঠৈরুপগীয়মানচরিতঃ প্রেমণা স্নকষ্টিগণৈঃ
কঠেনাপি চ বেণুনাপি চ কলং গায়ন্ ক্রমেণৈব সঃ ।

১২০ । পত্রিভিঃ পক্ষিভিঃ ॥

১২১ । তস্য তাভিঃ সহ বিজিহীর্ষা কথভূতা ? অরসমরে কামসংগ্রামে সমঃ কৃষ্ণতুলা এব রসো বাসাং তাশ্চ
ভাষিত্ত্বামণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণাভীষ্টসম্পাদয়িত্বাশ্চ বা রমণ্যাস্তাং রতিপরভাগঃ প্রেমসৌন্দর্যং পরং শ্রেষ্ঠং ভাগধেয়ং ভাগ্যং তদে-
বাধেয়ং বস্যাং সা । কীদৃশীভিঃ ? ঈর্ষ্যাাদিদোষরহিতাশ্চ তাঃ, প্রত্যুত হিততরাশ্চ, প্রত্যুততরামিতরতরসৌহৃদেন হৃদ-
য়ালুতমশ্চেতি তাভিস্তত্র কারণং তু ব্যাখ্যাতপূর্বমেব । মুচ্ছোথিতা ইবেতি তাসাং শোকেন তান্তাবৎকালং মোহপর্ষন্ত-
দশাং প্রাপ্য স্থিতা ইবেতি ভাবঃ । তদৈব সমুৎপন্না ইবেতি ততোঃপ্যাগ্রেতন-মৃত্যুদশাঞ্চ । দেহান্তরমিতি তদানীন্তনস্তাদৃশ
আনন্দশ্চ তস্মিন্ জন্মনি কদাপি ভাভিন লক ইবেতি ভাবঃ । অত্র হেতুঃ—অমৃতেন ॥

১২২ । সংপালিত ইতি তাভিঃ সমস্তাদাবরণাং, ধরা গৃহী আধারো বস্য স ভূমিষ্ঠ ইত্যর্থঃ ধারাধরো মেঘঃ ॥

পুষ্পর মকরন্দবিন্দুনিবহে ধরণী ভিজে উঠল ।

১২১ । ঈর্ষাদি দোষরহিতা, প্রত্যুত অধিক কল্যাণময়ী এবং পরস্পর অত্যাধিক সৌহার্দে বদ্ধ
থাকায় অত্যাধিক হতে অত্যাধিক উদারচিত্তা গোপীগণের সঙ্গে ব্রজপুরপুন্দরনন্দনের বিহার ইচ্ছা যদি উৎপন্ন
হল, যাতে রায়ছে কামসংগ্রামে কৃষ্ণতুলা রসে ঢলঢলে ও চিন্তামণিস্বরূপ রমণীদের প্রেমসৌন্দর্যভাগ্যশ্রেষ্ঠ,
তখন যুগপৎই বৃন্দাদেবী প্রমুখা বনদেবীগণ ও বনচর খগ-মৃগ-তরুলতা সকল যেন অমৃতরসে স্নাতা হয়ে
মুচ্ছোথিতার মতো, সত্তা সমুৎপন্নর মতো বা দেহান্তর প্রাপ্তার মতো অবস্থা লাভ করল ।

১২২ । স্মিত-মধুর-মুগ্ধ আনন্দলহরী মণ্ডলীবদ্ধা গোপীদের সহিত স্থির বিদ্ব্যংমালাতে যেন পরিবেষ্টিত
তনু জীহরি ভূমিষ্ঠ নবীন মেঘের মতো বিহার করতে লাগলেন -- আনন্দলহরীতে দিকমণ্ডল প্রাবিত করে
দিতে দিতে ।

১২৩ । অতঃপর স্নকষ্টিগণের দ্বারা প্রেমে উৎকণ্ঠার সহিত উপগীয়মান চরিত এবং অলিশ্রেষ্ঠের

মালামালুলিতামলীঙ্গরুতাং বাতৈঃ পদালম্বিনীং

বিভ্রাণঃ প্রতিভূরহং প্রতিভূতং বভ্রাম দামোদরঃ ॥

১২৪। এবং সতি সময়সময়মানয়া প্রেমরসোক্ষিতয়াহলক্ষিতয়া লসদম্বটন-ম্বটনসমর্থপ্রভাবয়া যোগ-
মায়াগমায়া যথাবস্থিতকরাগমনবিপর্যস্ত-সমস্ত-বেশভূষণাং স্মরসমরমণীনাং রমণীনাং তৎকালমাসামাসা-
মানসারজন-রজনী বনবিহারসমুচিতা বেশভূষা মহানুভাবয়া ভাবয়ামাসে ন চ তা অপি তদ্বিরহো রহোইস্থাঃ ॥

১২৫। তথাভূতাসু তাসু বসুধাসুধায়মানেন সুধাকরকরনিকরেণ কলধৌত-জলধৌত ইব বনমধ্যে
সহ তাভিবর্নবিহরণরণপরপরমানন্দো মানদোহয়মিব ॥

১২৬। চিত্রৈঃ পট্টৈর্নখবিদলিতৈঃ কল্পয়ন্ পত্রলেখাং

নানাপুষ্পৈঃ স্বকরবিচিত্রিতৈঃ কঞ্চুলীং নির্মিমাণঃ ।

বল্লীখণ্ডৈস্তবকচট্টলৈঃ সাধয়ন্তদাদৌ

যাসাং তেনেহলকললিততাং ধূলিভিঃ কৌসুমীভিঃ ॥

১২৩। গরুতাং পক্ষিণাম্ ॥

১২৪। অগমো দুজ্জয়োহয়ঃ শুভাবহবিধির্ষস্যাংস্তয়া যোগমায়া আসামাসাভমানা সারজনিকংকুটজন্ম যয়া
তস্যাং রজনৌ বনবিহারে সমুচিতা বেশভূষা বেশেন বোড়শাকলাক্সকেন সহ ভূষা দাদশাভরণাঙ্কিকা ভাবয়ামাসে, চক্রে
ইত্যর্থঃ ॥

১২৫। করনিকরেণ হেতুনা; কলধৌতস্য রজতস্য জলেন ধৌত ইব ॥

১২৬। স্তবকেন চট্টলৈঃ শোভনৈঃ ॥

পাখার বাতাসে আলুলিত চরণপর্যন্ত লম্বিত সুমালী দামোদর প্রতি বৃক্ষ প্রতি লতার নিকট ভ্রমণ করতে
লাগলেন ।

১২৪। এইরূপ পরিস্থিতিতে সময়মত আগমনপরা, প্রেমরসসিদ্ধিতা, অলক্ষিতা, অম্বটন-ম্বটন
সামর্থ্য প্রভাবে দীপ্তা, দুজ্জয় শুভাবহ বিধিযুক্তা এবং মহানুভাবা যোগমায়া রজনীবনবিহার সমুচিত বেশভূষা
তৎকালে করে দিলেন । এই রজনীতে বংশীশ্রবণের স্বরায় যথাবস্থিত আগমন হেতু বিপর্যস্ত সমস্ত বেশভূষা-
ধারিণী, কামসমরমণি এই রমণীদের উৎকৃষ্ট জন্মের প্রাপ্তিযোগ আগমনপর হল ।

১২৫। তাঁরা এইরূপ ভূষিতা হয়ে গেলে ধরনিকে অমৃতময়কারী সুধাকরের করনিকরপাতে রৌপ্য-
জলধৌত প্রতীয়মান বনমধ্যে গোপীগণ সহ বনবিহার-রণে তৎপর পরমানন্দ কৃষ্ণ যেন তাঁদের মান দোহন
করতে করতে—

১২৬। নখ-বিদলিত চিত্রবিচিত্র পত্রে পত্রলেখা রচনা করতে করতে, স্বকর-চয়িত নানাপুষ্পে কাঁচুলি
নির্মাণে তৎপর হয়ে এবং স্তবকে শোভন লতাখণ্ডে অঙ্গদাদি অলঙ্কার নির্মাণ করতে করতে বিরাজমান, কৃষ্ণ
কুসুমপরাগে গোপীদের অলকাবলীর শোভা বিস্তার করে তুললেন ।

১২৭ । কিঞ্চ, হারং মল্লীকুসুমনিকরৈঃ পত্রপাশ্যাং কদম্বৈ-
 রুৎসং শূলসরসিঞ্জৈর্গুণশোভাং চ লোভৈঃ ।
 কুন্দৈঃ কণ্ঠাভরণরচনাং কেসরৈঃ কাক্ষিমালাং
 কুব্জং স্বীয়াং যুগপদনযাং দর্শয়ামাস শিক্ষাম্ ॥

১২৮ । এবং তাং চ—

কাচিং কেশরকুড়মলং শ্রবণয়োঃ কাচিং কচে কেতকীং
 কাচিদক্ষসি তস্মৈ মল্লীকুসুমৈরাকল্য হারোত্তমম্ ।
 উষীষেহকৃত কিকিরাতমপরা যুথীভ্রজঃ খণ্ডকৈঃ
 কাচিং কঙ্কণমঙ্গদং চ বকুলৈঃ কাচিচ্চ কাক্ষীগুণম্ ॥

১৩৯ । এবং প্রারিপ্সিতেপ্সিতেতরবিলক্ষণলক্ষণস্ত রাসবিহারস্ত রস্ততমানি বনবিহাররতোৎসব নৃত্য-
 কলাজলবিহাররূপাণাঙ্গানি চত্বারি ॥

১৩০ । তেষু চারকে বনবিলাসে নিরাবিলাসে নিরাবরণরণমদকলকলকণ্ঠরোলম্বলম্বমানকলবাহার-
 মাধুরীধুরীণাস্ত দিঙ্গুগুণীষু মদনমদনমক্ষিয়ো ধিয়োটকৃষ্ণরতয়ো যুবতয়ো যুথশ্চ এব ॥

১২৭ । পত্রপাশ্যাং ললাটালঙ্কারম্ ॥

১২৮ । তাং মধ্যে কিকিরাতমশোকমপরা শ্রেষ্ঠা কাচিং । সর্বত্রাকৃত্যেননাঘরঃ ॥

১২৯ । প্রারিপ্সিতস্য প্রারকু মিত্তস্যোপ্সিতেতরতো লীলাস্তরাদবিলক্ষণং লক্ষণং যস্য তস্য ॥

১৩০ । নিরাবিল আসঃ হিতির্ধস্ত তন্মিন্, নিরাবরণং যথা স্তাভথা, রণতাং কুজতাং মদকলানাং মতানাং কল-
 কণ্ঠানাং কোকিলানাং রোলমানাং ভ্রূণাং লম্বমানা য়া কলবাহারমাধুরী তস্তা ধুরীণাস্ত । মদনমদন কামমত্ততরা নমন্তী
 ধীর্ধাসাং তাঃ ॥

১২৭ । আরও মল্লীকুসুমনিকরে গোপীদের হার, কদম্বে ললাটালঙ্কার, শূলকমলে কর্ণভূষণ,
 লোভ্রেরগুতে গুণশোভা, কুন্দে কণ্ঠাভরণ এবং কেসরে মেথলা যুগপৎ রচনা করতে করতে নিজের মনোজ্ঞ শিক্ষা
 দেখালেন ।

১২৮ । এইরূপে গোপীরাও কেউ কৃষ্ণের কর্ণে কেশর কুঁড়ি কেউ কেশকলাপে কেতকী, আবার
 কেউ বক্ষে মল্লিকা কুসুম-রচিত হারশ্রেষ্ঠ পরিয়ে দিলেন । অপর কোনও শ্রেষ্ঠা গোপীরা উষীষে গুঁজে দিলেন
 অশোক পুষ্প, কেউ রচনা করে দিলেন যুথীর মালাখণ্ডের দ্বারা কঙ্কণ-অঙ্গদ, আবার বকুলের দ্বারা কেউ করে
 দিলেন কাক্ষির ডোর ।

১২৯ । এইরূপে উপাস্ত কৃষ্ণের প্রকৃষ্টভাবে আরক্ত অভীষ্ট ও অগ্ৰান্ত লীলা থেকে বিলক্ষণ লক্ষণ-
 বিশিষ্ট রাসবিহারের চতুর্বিধ অঙ্গ বলা হচ্ছে, যথা—বনবিহার, রতোৎসব, নৃত্যকলা ও জলবিহার ।

১৩০, ১৩১ । এই চতুর্বিধের মধ্যে প্রথম নিভৃত স্থানে বনবিহার আরম্ভ হয়ে গেলে, কুজিত মদমত্ত
 কোকিল ভ্রমরের লম্বমান কলবাহার মাধুর্যে দিঙ্গুগুণ ভরে উঠলে কামমত্ততা হেতু বিনম্রী ও চিন্তহৃত কৃষ্ণ-

১৩১ । পুরাগেভাঃ কনককুচিভিষ্টিয়মানৈঃ পরাগৈ-
ভৃঙ্গাসঙ্গাদপি স্ত্রুবিষদাং চল্লিকাং শ্লাপয়ন্তিঃ ।
তত্রাকালস্মররণ ইবোদ্ধুতধূলীপ্রপূরৈ-
বৃঙ্কবন্ধারক্ষুভিতবলয়ৈরপাধুঃ প্রাণনাথম্ ॥

১৩২ । ততশ্চ, নানাপুষ্পৈঃ স্বয়মবচিহ্নৈঃ কন্দুকান্ কল্পয়িত্বা
তৈস্তৈর্নিঘ্নন্ যুগপদভিত্তো হস্তমানশ্চ তাভিঃ ।
অক্ষোভেণ ব্যজয়ত বধুযুথপানান্ স যুথং
তৎপক্ষীয়ৈর্জয় জয় জয়েত্যাঙ্গগে পক্ষিসঙ্ঘৈঃ ॥

১৩৩ । ততশ্চ দর্পোৎসেকাং সহপরিজনান্ রাধিকাং জেতুকামে
কৃষ্ণে পূর্বং জিতবতি সমং কন্দুকৈরালিবৃন্দম্ ।
তস্তাঃ কোপভ্রুকুটিকুটিলৈর্নির্জিতেহস্মিন্ কটাক্ষৈ
রেণুর্হী হী জিতমিতি মুহুস্তদগণাঃ পক্ষিসঙ্ঘাঃ ॥

১৩৪ । এবং ক্ষণক্ষণনবনব এব তস্মিন্ পরমরমণীয়ে কোতুকে কন স এব,—

১৩১ । অকালস্মরণে উদ্ধতধূলীপ্রপূরৈরিব তাদৃশৈঃ পরাগৈঃ প্রাণনাথমপাধুঃ, স্মরণারম্ভে প্রথমমাচ্ছাদয়ামাস্তাঃ ।

১৩২ । তৎপক্ষীয়ৈঃ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈঃ শুকাদিভিঃ ॥

১৩৩ । পূর্বমালিবৃন্দং জিতবতি কৃষ্ণে পশ্চাদ্ রাধিকামপি জেতুকামে সতি তদৈব তস্তাঃ কটাক্ষৈর্নির্জিতে সতি
রেণুশ্চু কুজুঃ, তদগণাঃ শারিকাদয়শ্চ ॥

প্রেমময়ী যুবতীগণ যুখে যুখে এগিয়ে এসে পুরাগ থেকে চয়িত, কনককুচি, ভৃঙ্গসঙ্গেও সুনির্মল জ্যোৎস্না স্নান-
কারী এবং তত্র অকাল স্মরণে উদ্ধৃত ধূলি জালের মতো সূক্ষ্ম পরাগের দ্বারা প্রাণনাথকে আচ্ছাদিত করে
দিলেন—বন্ধুবন্ধার রবে বলয় নিচয় ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকলেনও ।

১৩২ । অতঃপর স্বহস্তে চয়িত নানাপুষ্পে বহু কন্দুক বানিয়ে সেই সকল কন্দুক দ্বারা যুগপৎ
সকলকে তাড়না করতে করতে ও তাঁদের দ্বারা তাড়িত হতে হতে বধুযুথেরইদের যুথকে অনায়াসে পরাজিত
করলেন কৃষ্ণ । কৃষ্ণপক্ষীয় শুকাদি পাখীগণ জয় জয় ধ্বনি তুললো ।

১৩৩ । অতঃপর সখীগণ পরাজিত হয়ে গেলে সেই দর্পে উত্তেজিত হয়ে কৃষ্ণ পরিজন বেষ্টিত রাধি-
কাকে পুষ্প কন্দুক ক্ষেপণে জয় করতে ইচ্ছা করে এগিয়ে গেলে তিনি নিজেই পরাজিত হয়ে গেলেন—রাধিকার
কোপ ভ্রুকুটি কুটিল কটাক্ষের কাছে । রাধাপক্ষীয় শারিকাদি পাখীগণ ‘আমাদের জয় আমাদের জয়’ বলে
মুহুমুহু কুজন করতে লাগল ।

১৩৪ । এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে নব নব পরম রমণীয় কোতুকে কোনও সময়ে কৃষ্ণ—

আচিহ্নানং সুরভিসুরসং কেশরং ভৃঙ্গবাধা-
 ত্রিস্তাক্ষীং চকিতচকিতং পাণিপদ্মং ধুনানাম্ ।
 পুষ্পাগং যন্ধরসি ভদহো যোগ্যমেতত্তবেতি
 স্মায়ং স্মায়ং নমিতবদনাং স্মাপয়ামাস রাধাম্ ॥

১৩৫ । এবং সকলাং কলাবত্যো দয়িতাকল্পকল্পনাযোগ্যানি কুসুমানি সমং সমস্তত আহরন্ত্যঃ প্রহ-
 রন্ত্যঃ প্রণয়নিশিতকটাক্ষবিশিখশিখরৈঃ স্বরৈর্ধদি বিররুচিরে চিরেণ তদা কচন—

পাদাগ্রেণ ক্ষিতিতলমবষ্টভ্য দোর্বলিমুচ্চৈ-
 কল্পম্রায়ৈকং কুসুমমতুলাং দূরতো হর্ষমিচ্ছুঃ ।
 নীলীশ্রংসে চকিতচকিতা পৃষ্ঠমাগত্য ধ্বা
 দৌর্ভাগ্যমুখাপয়তি দয়িতে তত্রপে তত্র রাধা ॥

১৩৬ । এবমত্যা্যমোদয়া মত্যা্যমোদ-যাথার্থ্যেনাঙ্কিতমধুপরাগ-শরভাগাণি কুসুমানি তানি মানিতানি
 সমাহরন্তীষু বিহরন্তীষু বিশেষতোহশেষতোষপরীপাকেন সমং সমস্ততঃ প্রাণনাথেন সহিতাসু তাসু ॥

১৩৭ । কাচিং কৈতবতো রজঃ কুসুমজং লগ্নং ময়াক্ষোরিতি
 ত্রস্তা পানিসরোরুহেণ বলয়কাণেন হাহাকৃত্য ।

১৩৮ । শ্লেষণঃ পুষ্পাগং কৃষ্ণম্ ॥

১৩৯ । দয়িতস্ত কৃষ্ণস্যাকরো ভূবা । প্রহরন্ত্য ইতি কান্তস্য রিষংসৌদ্ধত্যালাক্য বাম্যোনেতি ভাবঃ । বিশিখ-
 শিখরৈঃ শরাগ্রৈঃ । দয়িতে কৃষ্ণে উখাপয়তি সতি হৃৎস্পর্শকুসুমপ্রাপণপ্রয়োজনমিবেশেতি ভাবঃ । তত্রপে লজ্জতে স্ম ॥

১৩৬ । আমোদস্য সৌগন্ধস্য যথার্থ্যেন স্বাভাবিকত্বেন, ন তু দোহদসেকবলাৎ কল্পিতত্বেনেত্যর্থঃ অঙ্কিতানা-

সুগন্ধী সুরস নাগকেশর চয়নকারিণী, ভৃঙ্গের উৎপাতে চকিত চকিত দৃষ্টিপাতকারিণী ও পানিপদ্ম-
 সঞ্চালনকারিণী রাধাকে 'অহো এই যে তুমি, নাগকেশর পুষ্প (বাস্তবার্থ, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে) চুরি করছ দেখছি,
 হ্যা এ তোমার যোগ্যই বটে' এ-কথা বলে হাসতে হাসতে নমিত বদনা রাধাকে হাসালেন ।

১৩৫ । এইরূপে সকল কলাবতী গোপীগণ তাঁদের দয়িতের ভূবা রচনা যোগ্য কুসুম সকলে মিলে
 আহরণ করতে করতে ও প্রণয়তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-শরাগ্রের দ্বারা দয়িতকে প্রহার করতে করতে সুমধুর কণ্ঠধ্বনিত
 যদি বহুক্ৰণ ধরে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন তখন কোনও এক সময়ে—

একটি অতুলনীয় কুসুম দূর থেকে ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছুক হয়ে পাদাগ্রের দ্বারা ভূমিতল অবলম্বন করে
 বাহুলতা উপরের দিকে উঠানোতে মীলী খুলে পড়ে যেতে নিলে রাধা যেই চকিত চকিতা হয়ে উঠেছেন
 অমনই পৃষ্ঠের দিকে এসে দয়িত কৃষ্ণ ছ বাহুতে উঠিয়ে ধরলে তিনি লজ্জিতা হয়ে পড়লেন ।

১৩৬, ১৩৭ । সৌগন্ধের স্বাভাবিকত্ব অঙ্কিত, ভ্রমরের অত্যাঙ্গুস্তি জন্মানো আদরণীয় কুসুমচয়
 সঞ্চয়িনী ও বিশেষতো অশেষ আছাদ পরিপাক হেতু প্রাণনাথের সহিত সর্বকোভাবে বিহারপরায়ণা গোপীগণের

মার্জন্তি ত্বরিতং সমেতা দয়িতেনালোকয়ামীত্যং

নির্ভাণ্যাননপদ্মমাকৃতমিষাদঙ্কোশ্চিৎ চুস্বিতা ॥

১৩৮ । এবং কুসুমসুমহোৎসবরসাকুলস্ত কুলস্ত কামহেলানাং মহেলানাং সমুপচীয়মানমানলহরিণা
হরিণা সহ সহসা সহাসাবলোকলোকরমণীয়েন রমণীয়েন সর্বতোহবিরতো রতোৎসব-সবজ্ঞমানঃ স সময়ো রস-
ময়ো রম্যতয়া সমজায়ত ॥

১৩৯ । ততশ্চ, হস্তপ্রাপ্যে কুসুমনিকরে পাণিমুলাস্ত হস্তং
যাং যামেষা ক্ষুটবিটপিনাং হস্ত নাসীৎ সমর্থ্য ।

তস্তাঃ সাত্তিপ্রণয়ভয়তো হস্ত শাঠেব তাসা-

মালীভাবাদিব বিনমিতা পাণিলগ্না বভূব ॥

১৪০ । এবং রুচিরসুচিরবনবিহরণরণতো বিরম্য রম্যতরতরলতরঙ্গরঙ্গ-পরভাগ-ভাগধেয়ায়ান্তরনি-
ভুবঃ পুলিনং বিহারক্রমেণ ক্রমেণ রমণীযুথযুথপঃ স সসার ॥

মন্ধীকৃতানাং মধুপানাং রাগপরভাগ আসক্ত্যুৎকর্ষে ষেযু তানি, অতএব মানিতানি ॥

১৩৭ । হাহাকৃত্য হাহেতিবাদিনা, দয়িতেনেতি সম্বন্ধঃ ॥

১৩৮ । মহেলানাং মহিলানাং কামহেলানাং কামভাববতীনাং সমুপচীয়মানা মানসাদরস্য লহরী যেন তেন
হরিণা সহ সহসেন হাস্যসহিতেনাবলোকনেন যো লোকরমণীয়েন রমণীয়াতি সন্তোষার্থং গচ্ছতীতি তেন রমণীয়েন,
অবিরতো ন বিততে বিরতং বিরামো যস্যেতি সময়স্যাপি তদ্বিচ্ছাবশাৎ ক্ষারত্বমভূদিত্যর্থঃ ॥

১৩৯ । এষা রাধা যাং শাখাং হস্তং সমর্থ্য নাসীত্তেষাং ক্ষুটবিটপিনাং সা শাঠেব তাসাং সর্বাসামালীভাবাদিব
তস্য রাধায়াঃ পুনঃ প্রণয়দ্যব ভয়তো ভয়েন হেতুনা পাণিলগ্না বভূব ॥

১৪০ । তরঙ্গাণাং রঙ্গপরভাগাদেব ভাগেষু ভাগ্যৎ যস্যান্তস্যঃ ক্রমেণ পাদব্রজনেন ॥

মধ্যে কোনও একজন মিছি মিছি বলে উঠলেন—‘অহো আমার চোখে পুষ্পরেণু ঢুকে গেল যে’, এই বলে
সসব্যস্তে পাণিপদ্মে বলয়বন্ধার উঠিয়ে নয়ন মার্জনা করতে লাগলেন—দয়িত কৃষ্ণ হাহা করে ক্ষত নিকটে
এসে আমাকে দেখুক, এই মনোভাব নিয়ে । ‘দেখি দেখি ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই’ এই বলে নিকটে এসে কৃষ্ণ
কুশপদ্মের দ্বারা ফুঁ দেওয়ার ছলে নয়নে তার দীর্ঘ চুম্বন একে দিলেন ।

১৩৮ । এইরূপে কুসুম-সুমহোৎসব রসে আকুল কামভাববতী মহিলাকুলকে সমুচ্ছল আদরলহরী-
দায়ী, সহাস অবলোকনকারিণীদের নিকট রমণীয় ও রমণীদের নিকট সন্তোষার্থ পমনপর জীহরির সহিত সর্বতো-
ভাবে বিরামরহিত রতোৎসবের দ্বারা বিশেষ সম্মানযুক্ত সেই সময়টি রমণীয়তা হেতু রসময় হয়ে উঠল ।

১৩৯ । হাতের নাগলের বাইরে কুসুমচয় হাত উঠিয়ে হিঁড়তে গেলে হায় হায় ফুল্লবৃক্ষের যে যে
শাখা রাধা ধরতে পারলেন না সেই সেই শাখাই যেন সখীভাবে অতি প্রণয়ভরে নীচে ঝুঁকে এসে হাতে
ধরা দিলো ।

১৪০ । এইরূপে রম্য অতি দীর্ঘ বনবিহার-রণ থেকে বিরমিত হয়ে রমণীযুথ যুথপতি কৃষ্ণ বিহার-

১৪১ ।

কহ্লারোৎপলসৌরভপ্রণয়য়িনা বাতেন সম্মার্জিতং

কালিন্দীব সমন্ততঃ স্বলহরীহস্তেন সংস্কারিতম্ ।

লিপ্তং পূর্ণসুধাকরসু কিরণৈঃ কপূরধূলিপ্রভং

প্রায়ঃ প্রাপ্য সসৌরভং তত ইতো বভ্রাম দামোদরঃ ॥

১৪২ । তত্র চ ঘনসারসারধলবলমানমহসি মহসিদ্ধিকারণ সিতমযুখমযুখজালে চ পরম্পর-সৈকত-

দিবোরেকরূপভাসোনিজনিজচ্ছায়াভিরেব সৈকতমেবেদমিতি নিশ্চয়াহে রমণীযুথযুথপাগণসহিতঃ সর্বাসামেব তাসাং
কলগানগানবরত-বরতরমাধূর্য্যধূর্য্যঃ ক্ষণমিতস্ততো বিলস্ত লস্তমানমানসঃ পুনরপি তটনিকটবিকস্রবিবিধবিবিধ-
কুঞ্জমঞ্জুলং বনমধ্যমধ্যবস্থায় মদনমদমোদমদিরানিরাতঙ্কঃ পঙ্কজপলাশলোচনো নিজানন্দরতো রতোৎসবারম্ভ-
মঙ্গলতামঙ্গলতাভিঃ প্রাপয়িতুমুত্তমসমর্থ্যভিস্তাভিরেব রমণীমণীন্দ্রমৌলিমণিমালাভিঃ সমমরমত ॥

১৪১ । রতোপযোগিপ্রদেশস্য মার্জনসংস্কারপ্রাপ্যাদিকমপেক্ষিতব্যং ভবতীত্যত আহ—কহ্লারেতি । প্রয়োহতি-
প্রিয়ং পুলিনমিতি গত্বং বিশেষ্যপদমনুযজ্ঞনীয়ম্ । তত ইতো বভ্রামেতি রিরংসয়া তদুচিতস্থাননির্ধারণমিতি ভাবঃ ॥

১৪২ । তত্র পুলিনে স ক্ষণমিতস্ততো বিলস্য বনমধ্যমধ্যবস্থায় তাভিঃ সমমরমতেত্যধরঃ । তত্র কীদৃশে ?
ঘনসারসারসোত্তমকপূরসোয ধবলং বলমানং মহো ঘস্য তস্মিন্ মহস্য সিদ্ধিকারণং যং সিতমযুখস্য মযুখজালং তস্মিংশ্চ
তাদৃশে সতি সৈকতং সিকতাময়ং তটঞ্চ দৌশ্চ তয়োঃ পরম্পরমেকরূপভাসোঃ সতোঃ; কিংবা সৈকতং কা বা দৌরিত্তি
সন্দেহে জাতে সতীত্যর্থঃ । তাসাং কলগানগমনবরতমেব বরতরং যন্মাধূর্য্যং তস্য ধূর্য্যং । বিবিধং বহুবিধঞ্চ বীন্ পক্ষিণো
বিশেষণেণ ধত ইতি বিবিধঞ্চ যং কুঞ্জং তেন মঞ্জুলম্ । মদনহেতুকৌ মদমোদৌ মত্ততাহর্ষাবেব মদিরা, তত্র নিরাতঙ্কো
নিজানন্দরত ইতি, ন তু তাসামনুরোধবশাদিতি ভাবঃ । তাভিরেব নিজানন্দস্তস্য সিধোদিতি । কুজাপটুমহিষ্যাধিকরণে
ক্রমে পদব্রজে চলতে চলতে অতি রম্য চঞ্চল তরঙ্গরঙ্গের পরাকাষ্ঠা হেতু ভাগ্যশালিনী সূর্যপুত্রী যমুনার পুলিনে
গিয়ে পৌছুলেন ।

১৪১ । কহ্লারোৎপল-সৌরভের অনুরাগিনী সমীরণে সম্মার্জিত, কালিন্দীর নিজ তরঙ্গহস্তে সর্বতো-
ভাবে সংস্কারিত, পূর্ণ সুধাকর-কিরণে লেপিত ও কপূরধূলি সম প্রভাবিশিষ্ট সুগন্ধা প্রিয় পুলিন প্রাপ্ত হয়ে
দামোদর এদিক-ওদিক ভ্রমণ করতে লাগলেন ।

১৪২ । এই পুলিন উত্তম কপূরের মতো শুভ্র উজ্জ্বল তেজস্বী ও উৎসবসিদ্ধির উপাদান জ্যোৎস্নায়
উদ্ভাসিত হওয়াতে এই পুলিন ও আকাশ পরম্পর একইরূপ দীপ্তিমান্ হলো । তা হলেও নিজ নিজ কাস্তি-
দ্বারাই এটি যে পুলিনে তা নিশ্চয় করা গেল । এ হেন পুলিনে রমণীযুথের যুথেশ্বরীগণের সহিত বিরাজমান,
তাদের সকলের কলগানের মধ্যে নিরন্তর প্রবাহমান্ অতিশ্রেষ্ঠ মাধূর্য্যভারের ধারক, ক্রৌড়মান্ মানস, কামহেতু
মত্ততা ও হর্ষরূপ মদিরায় নিরাতঙ্ক ও নিজানন্দরত পঙ্কজপলাশলোচন কৃষ্ণ ক্ষণকাল ইতস্ততঃ বিলাস করে
পুনরায় তটের নিকটস্থ, দীপ্তিমান্, বহুবিধ ও বিশেষভাবে পাখীর আশ্রয়দায়ী কুঞ্জের দ্বারা মঞ্জুল বনমধ্যে অধি-
ষ্ঠিত হলেন । অতঃপর রতোৎসব আরম্ভের শুভমুহুর্তে বস্ত্র গাত্রমধ্যে লাভ করতে অতি সমর্থ্য, অতএব রমণী-
মুকুটমণি লক্ষ্মী আদি থেকেও শ্রেষ্ঠা কল্পিনী আদির মুকুটমণিমালাস্বরূপা গোপীগণের সহিত রমণ করতে

১৪৩। প্রেমাতিস্তদ্বমপি কেবলমেব তাঙ্গা-মারঞ্জয়দনরাগরসৈবশেষম্।

সম্প্রাধিতানি নিবিড়স্তনপীড়নানি, লকুং স-দন্ত নথ লেখন-কৌশলানি ॥

১৪৪। এবং নানাপ্রকারকারণঃ প্রকৃতিভেদেন বয়োভেদেন চ বৈদক্ষীভেদঃ, স চ সচমৎকারং কারং
কারমেবামোদং দামোদরং মোদরং করোতি স্ম ॥

১৪৫। যথা— মানসেহতিসুমহানভিলাষো, না ন নেতি বচসি প্রতিষেধঃ।

সুভ্রবাং রতিবিধিপ্রতিষেধো, নাঅবুদ্ধিবিষয়ৌ ববৃতাতে ॥

১৪৬। কিঞ্চ, স্থীপ্রবোধনকরঃ করোষণঃ, কোপকল্পনমশোণকটাক্ষম্।

রোদনং চ বিগতাক্ষং বধুনাং, তৎপরং প্রিয়মমম্মত কৃষ্ণঃ ॥

১৪৭। কিঞ্চ, ভৎসনং স্মিতসুধাপ্লুতবর্ণং, পাণিধূননমলক্ষ্যানিবেশম্।

ক্রলতাসু ভুকুটিঃ কৃতকোপা, সর্বমস্তুরমুরাগমবদীং ॥

সাধারণীসমঞ্জসে রতী ব্যাবৃত্তে। কথন্তুতাতিঃ? রতোৎসবারম্ভস্য মঙ্গলতাং মাদ্রল্যমঙ্গলতাভিনিজগাত্বৈঃ পুাপরিতু-
মতিশয়সমর্থ্যভিঃ; শ্লেষণ, সমর্থ্যার্থরতিমতীভিঃ; অতএব রমণীগণয়ো লক্ষ্যাত্মাত্তোহপীকৃতুল্যা রুক্ষিণ্যাত্মাত্তাসামপি
মৌলিমণিমালাভিঃ ॥

১৪৩। তাঙ্গাং প্রেমোপাদানক এব কামো ন জ্ঞাসামি ব কামোপাদানকঃ প্রেমা, নাপি দ্বয়োপাদানকং বিতর-
মিতি বর্ণনাভ্যৈব বোধয়মাহ—প্রেমতি। এব শ্রীকৃষ্ণতাঙ্গাং কেবলমত এব শুদ্ধমপি প্রেমা মদনরাগরসৈবরঞ্জয়ং।
কিমর্থম্? সম্প্রাধিতানি নিজবাহিতানি নিবিড়ৈঃ স্তনৈঃ পীড়নানি লকুং প্রাক্তম্; লোকে হি পরন্তুঃ কিঞ্চিল্লিঙ্গঃ
প্রথমং তমমুরঞ্জয়তীতি নীতিঃ ॥

১৪৪। আমোদমর্থান্তস্ত হর্ষং কৃষ্ণা মোদরং হর্ষদায়িনম্ ॥

১৪৫। মানসেহি মনসি বিবির্বচসি প্রতিষেধঃ, ইত্যাতৌ ন বুদ্ধিপূর্বকৌ ববৃবতুঃ, কিন্তু স্বাভাবিকৌৎকর্ষ্যবামা-
লাগলেন।

১৪৩। এঁদের প্রেম 'কেবল', অতএব অতিশুদ্ধ হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে মিলনরাসরসে সম্পূর্ণভাবে
রঞ্জিত করে নিলেন—নিজ ব্যক্তি কঠিন স্তনের দ্বারা পীড়ন ও দন্তনখ-ছেদন কৌশল সমুদায় লাভ করবার জন্য।

১৪৪। গোপীগণের এই প্রকার বৈদক্ষীভেদ প্রকৃতিভেদে ও বয়সের ভেদে নানাপ্রকার উপাদান
যুক্ত হয়ে থাকে। এই বৈদক্ষী দামোদরের সচমৎকার হর্ষ জন্মাতে জন্মাতে তাঁকেও করে তোলে হর্ষদায়ী।

১৪৫। যথা—মনে অতি সুমহান অভিলাষ, আর বাক্যে 'না-না-না' এরূপ নিষেধ। 'সুভ্রদের
মনে রতির অভিলাষ, আর বাক্যে নিষেধ', এ দুই অবুদ্ধিপূর্বক হয় না—এ স্বাভাবিক ঔৎকর্ষ্যবামোর কার্য।

১৪৬। আরও, বধূদের লজ্জাবতীভবমাত্র জ্ঞাপক কর-রোধন, অরুণতা রহিত কটাক্ষের দ্বারা কোপ-
রচন ও অশ্রুহীন নয়নে রোদন—এই সব চেষ্টাকৃত ভাব কৃষ্ণ অতি প্রিয় মনে করলেন।

১৪৭। আরও, তৎকালে গোপীগণের মন্দ মন্দ হাসিরূপ সুধায় ডুবানো অক্ষরে ভৎসনা, পাণি
লঙ্ঘনানে অনিরূপনীয় নিষেধ ও ক্রলতা ভুকুটিতে কৃত্রিম ক্রোধ—এ সমস্ত অস্তরের অমুরাগকেই প্রকাশ

১৪৮। কিঞ্চ, চুষ্মনে বিমুখতাধরপানে, পাণিনাধরদলস্ত পিধানম্।

শ্লেষণেপস্থিতিরিত্যবলামাং, বামভৈব দয়িতস্ত মতাসীৎ ॥

১৪৯। জাঘীয়সা স্তবলিতেন স্ককোমলেন, প্রত্যেকমেব ভরসা ভুজমঙলেন।

অন্তঃ প্রবেশয়িতুকাম ইব ক্রমেণ, লীলানিধিঃ স রমণীগণমালিলিঙ্গ ॥

১৫০। কিঞ্চ, বামেন পাণিকমলেন বিমুখ্য বৌ-মভ্যন্নমযা চিবুকাগ্রমথাপরেণ।

আলোকঃ মুকুলিতেক্ষণমাস্তমালাং, মাধবীকম্মমধুরং ধয়তি স্য কৃষ্ণঃ ॥

১৫১। এষমেক এব রাজীবিনীরাজীবিনীতো ভ্রমর ইব নিরপায়াং পায়ং পায়মাসবং স বংহিষ্ঠধনো
মদনমোদামোদায়তো নিরন্তরায়নিরন্তরায়মানমানসোৎসবঃ স রসিকশেখরঃ পরিরন্তাধরপানানন্তরম্—

বক্ষোঃহাস্তুকহকোরকযুগ্মমাসা-মাসাদয়ন্ স নখলখনলক্ষলক্ষ্মীম্।

অন্তঃসমুচ্ছাদনুরাগবিকারকণ্ডুঃ, কণ্ডুয়নাদিব পুনঃ প্রথয়াক্তকার ॥

কার্ধভূতাবিত্যর্থঃ ॥

১৪৬। হ্রীপ্রবোধনকথো লজ্জাবতীত্মাত্রাজাপকঃ ॥

১৪৭। কৃতঃ কৃতকঃ, ন তু স্বাভাবিকঃ কোপো যত্নাং স। ॥ (১৪৮) ॥

১৪৯। তত্বেদেব বাস্তবাহ—জাঘীয়সেতি বেটনসম্যক্ৰম্, স্তবলিতেনেতি তত্র নৈবিড়্যম্, স্ককোমলেনেতি
তত্রাতিস্বধদ্বম্ ॥

১৫০। মুকুলিতেক্ষণং সলজ্জম্ ॥

করে দিচ্ছিল।

১৪৮। আরও, চুষ্মন-বিমুখতা, অধরপানকালে পাণিদ্বারা অধরদলের আচ্ছাদন এবং আলিঙ্গন
কালে দূরে সরে যাওয়া, অবলাগণের এসব বাম্যতাই তৎকালে দয়িতের অনুমোদন লাভ করল।

১৪৯। গম্বিত স্তবলিত স্ককোমল ভুজমঙলের দ্বারা যেন হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করাতে ইচ্ছুক, এভাবে
লীলানিধি কৃষ্ণ রমণীগণের প্রত্যেককেই একের পর এক জোরে চেপে ধরে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

১৫০। বামপাণিকমলে বৌধারণ করে ও দক্ষিণ করকমলে চিবুকাগ্র উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে
মাধবীক মুগ্ধমধুর সলজ্জ মুখ তাঁদের নিরীক্ষণ করতে করতে পান করতে লাগলেন কৃষ্ণ।

১৫১। এইরূপে পদ্মশ্রেণীর অনুকূল ভ্রমরের মতো স্বচ্ছন্দে একলাই বহু গোপীর অধরসুধা পান
করে করে অতিশয় মত্ত মদনের হর্ষরূপ সৌরভের অধীন ও নির্বিশ্বে নিরন্তর মানস-উৎসবে ভরপুর দক্ষিণ নায়ক
রসিকশেখর জীকৃষ্ণ আলিঙ্গন ও অধরপানের পর বক্ষোৎপন্ন পদ্মকোরকযুগ্মে নখ-আঁচড়ের রম্য চিহ্ন এঁকে
দিতে দিতে তাঁদের হৃদয় মধ্যে সমুখিত অনুরাগবিকারকণ্ডু যেন চুলকানোর দ্বারা পুনরায় বাইরে প্রকাশ
করে দিলেন।

১৫২। ততশ্চ, আতাত্র্যমহস্য নখলেখলক্ষ্মী-লক্ষ্মশ্রিয়া শুভভিরে সুদৃশ্যমুরাংসি।

অন্তর্গতৈরিব চিরাদনুরাগবীজৈ, রাসাদিতাকুরদশৈবহিরারুতানি ॥

১৫৩। এবমঙ্গমঙ্গমতিমঙ্গল-স্পর্শরসেন করকমলেন সকলসম্ভাপহারিণা হারিণ সিকৌষধিপল্লবেনেব
তাসামখিলসৌভাগ্যগৌরবপুংষি বপুংষি সরসীকুবর্তন্তু ॥

১৫৪। ক্ষীতং পানিসরোরুহেণ সুদৃশ্যং বক্ষোজয়োর্মণ্ডলে

কেশেষায়তকুঞ্চিতেষতিঘনেযুধ্বাদধোলম্বিতম্।

শ্রান্তং শ্রোণিভরাঙ্গনে তত ইতো বিভ্রান্তি-খেদাদহো

লক্ষ্মী নাভিহৃদং সূথেন তিমিতং মধ্যে সমাকুঞ্চিতম্ ॥

১৫১। রাজীবিনীরাজী পদ্মিনীশ্রেণী, তস্তাং বিনীতো দক্ষিণো মদনমোদ এবামোদঃ সৌরভং তদবীনঃ; নিরন্ত-
রায়ং নির্বিয়ং যথা স্মাতথাংসমানঃ প্রাপু বন্দ্যমানসোংসবো যং সঃ ॥

১৫২। নবানং লেখনলক্ষ্মিব লক্ষ্মীঃ শোভা; পক্ষে, পদ্মালয়া তামাসাদয়ন্ পূর্ণপয়েব সন্ স কৃষ্ণোহন্তঃ সমা-
শুভন্তী যা অনুরাগময়কণ্ঠাং পুনরপি কণ্ঠ্যনাদিব পুণ্যাককার পুণ্ডর্যামাস, অনুরাগময়ঃ কন্দর্পস্তাসাং কৃষ্ণনধর-
ক্ষতৈরধিকমবধিতৈবেতি বাক্যার্থঃ। উরাংসি বক্ষস্থলানি শুভভিরে, নখলেখা এব লক্ষ্মীলক্ষ্মাণি সম্প্রতিচিহ্নানি তেষাং
শ্রিয়া শোভয়া ॥

১৫৩। সৌভাগ্যন্ত গৌরবং পুঞ্চতীতি তথা তানি, কিবন্তং পদম্ ॥

১৫৪। ক্ষীতং পূর্ণবিস্তারম্, উধ্বাচ্ছিরঃপুদেশাদারভ্য অধো নিতম্পর্ষন্তং লম্বিতমুত্রীর্ণম্, ততশ্চ শ্রোণিভর
এবঙ্গেনং তত্রেতন্ততো বিভ্রান্তিখেদাং শ্রান্তমিতি তস্তাতিবিস্তীর্ণতাং; মধ্যে সঙ্কুচিতমিতি তস্তাতিকার্ষ্যং। নাভিহৃদে সূথেন
তিমিতমিত্যন্তরীয়নিষ্কাশনোপধিলাভাৎ ॥

১৫২। অতঃপর তাত্ত্ববর্ণ কমনীয় আভাবিশিষ্ট নখাঘাত-গৌরব চিহ্নের শোভায় সুন্দরীদের বক্ষস্থল
সুশোভিত হল। হৃদয় মধ্যে রোপিত বহুকালের অনুরাগ-বীজ থেকে উদগত অক্ষুর দ্বারাই যেন বহির্দেগে আচ্ছন্ন
হয়ে গেল।

১৫৩, ১৫৪। এইরূপে প্রতি অঙ্গে অঙ্গে অতিমঙ্গল-স্পর্শরসদায়ী, সকল সম্ভাপহারী, মনোহর এবং
সিকৌষধিপল্লবস্বরূপ করপল্লবে যখন কৃষ্ণ গোপীদের অখিল সৌভাগ্যগৌরব-পোষক অঙ্গ সরস করে তুল-
ছিলেন তখন তাঁর করকমল যেই স্তনমণ্ডল প্রাপ্ত হল অমনই বিস্তারিত হয়ে পড়ল, আয়ত কুঞ্চিত অতিঘন
কেশ প্রাপ্ত হয়ে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত লম্বিত হয়ে চলে গেল শ্রোণিভর-অঙ্গনপ্রদেশে গিয়ে অতি বিস্তার
হেতু ইতস্ততঃ বহুব্রমণক্লেশে শ্রান্ত হয়ে পড়ল, অতঃপর নাভিহৃদ প্রাপ্ত হয়ে অন্তরীয় নিষ্কাশনচ্ছলে নিম্পন্দ
হয়ে রইল।

১৫৫। এবং মদনমদনশূদ্রপত্রপালিভিরতিরুচিরচিরমনোরাগতারল্য-পরবশাভিরুদয়িতদয়িত-
মনোরথানু কুলকুল-রহিত লাবণ্য-তরঙ্গিণীরঙ্গিণীভিরৈকেশোহধিক-শোধিকমনায়ৈবদন্ধীধুরামধুরাহমস্মৈভূজবল্লী-
বল্লয়ঃ সবলয়ঃ সরসমালিঙ্গিতোহঙ্গিতোপপন্ন-শ্রেমরসাসঙ্গসঙ্গ শুচিশুচিসামগ্রীসমরস-সমর-সমাহিতৈঃ স্মিতমধু-
মধুরৈবদনারবিন্দরাচুশ্চিতোহধরকিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব ক্ষুদ্রস্তিরস্তিরিব দশনকান্তিলহরীভিঃ কালিতৈরাপীয়মানা-
ধরো ধরোপসন্নপীয়ুষমযুথ ইব চকোরদয়িতাভিরাভিঃ ॥

১৫৬। এবং সতি— দোঃশাখাবল্লয়ৈর্দৃঢ়ং বলয়িতো নিস্তোদিতঃ পীবরৈ-
বক্কোজস্তবকৈঃ খরৈরথ নখাকারৈঃ ক্ষতঃ কণ্টকৈঃ ।

ক্রৌড়ায়াং রমণীমণীময়লতোজানেষু মাগুগ্ননাঃ

শ্রীমানেকক এব কৃষ্ণমধুপঃ সম্বোদমভ্যায়যো ॥

১৫৭।

সা বধূততিরনঙ্গসঙ্গরে গাঢ়সৌভগরসপ্রসঙ্গরে ।

আত্রিলোকরমণীমণিশ্রিয়ে, হেলনামতিমদেন শিশ্রিয়ে ॥

১৫৫। এবমাভিরপি ভুজবল্লীবল্লয়ঃ সোহপ্যালিঙ্গিতঃ । মদনমদেন নশূদ্রপত্রপালতায়াঃ পত্রপালিঃ পত্রশ্রেণী
যাসাং তথা তাভিরুদয়িতা প্রাপ্তোদয়া দয়িতশ্চ মনোরথানুকূল্য কুলরহিতা অপারা যা লাবণ্যতরঙ্গিণী তস্তা রঙ্গিণী ভী
রাগবতীভিঃ, একৈকশ একৈকাভিস্তাভিভূজবল্লীবল্লয়ৈরালিঙ্গিতঃ । কথন্তুতৈঃ ? অধিকশোধিনঃ কৃষ্ণভুজকৃতালিঙ্গ-
নস্তাধিকপরিশোধকাশ্চ তে কমনীয়রা বৈদন্ধীধুরা মধুরাসামশ্রণা অগ্নানাশ্চ তে তথা তৈঃ, অঙ্গিতয়াহঙ্গিষেনোপপন্নশ্চ
শ্রেমরসাসঙ্গং সঙ্গশুচিনিঙ্গাসহিত-শৃঙ্গারসমস্তশ্চ শুচিভিবিভাবাদিবৈকুণ্ঠাভাবাং শুদ্ধাভিঃ সামগ্রীভিঃ সমরসং নায়ক-
নায়িকাগণয়োস্তল্যরসমেব যৎ সমরং কেলিযুক্তং তত্র সমাহিতৈঃ সমর্পিতৈবদনারবিন্দরাচুশ্চিতঃ কামপুষ্পাত্মৈবিন্দ ইবেতি
ভাবঃ । সলয়ৈঃ, বলয়োরৈক্যাং সবেগৈরিব ॥

১৫৬। এইরূপে মদনমত্ততা-তাপে পাতাবরা লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জাহীনা, অতি রমণীয়া,
দীর্ঘ মনোরাগ-চঞ্চলতার অধীন, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিতা তথা দয়িতের মনোরথের অনুকূল অপার লাবণ্য-
তরঙ্গিণীতে রঙ্গিণী গোপীগণ প্রত্যেকে এক এক করে বলয়যুক্তা, কৃষ্ণস্পর্শগুণে অধিক পাবনী কমনীয়তায়
তথা বৈদন্ধীভারে মধুরা ও অগ্নানা তাঁদের ভুজবল্লীতে কৃষ্ণকে বেষ্টন করে সরসভাবে আলিঙ্গন করলেন ।

এই কেলিযুক্ত, যা অঙ্গী বলে আগত শ্রেমরসের অঙ্গ এবং নিজ অঙ্গের সহিত শৃঙ্গার রসের বিভা-
বাদির বিরূপতা না থাকায় শুদ্ধ সামগ্রীর মিলনহেতু (নায়কনায়িকাগণের) তুল্য রসরূপ, তাতে সমর্পিত স্মিত
মধুমধুর বদনারবিন্দনমুহুর দ্বারা গোপীগণ কৃষ্ণকে চুম্বন করতে লাগলেন । এইরূপে উজ্জল তরলবস্তুর মতো
দশনকান্তিলহরীদ্বারা কালিত গোপী অধরপল্লবের দ্বারা পীয়মান অধরবিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র চকোরদয়িতাগণের দ্বারা
পরিবেষ্টিত ধরায় আগত চন্দ্রের মতো শোভা পেতে লাগলেন ।

১৫৬। এইরূপ হলে—রমণীমণিময় লতোজানে ক্রৌড়াতে মত্তমনা, ভুজশাখা বলয়ে দৃঢ় বেষ্টিত
কঠিন বক্কোজস্তবকে সজোরে মর্দিত সম্মর্দিত ও নখাকার কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত শ্রীমান্ একক এই কৃষ্ণভ্রমর পরমা-
নন্দে ডুবে গেলেন ।

১৫৮। এবং সৌভগমদনদে মদনদেবদাদসি মহাশ্রোতসি ন স্তুত্রে তরের্ভঙ্গ ইব মগ্নানাং তাসামন্ত-
গতমদজলপূরং দূরীকরিষ্যন্নিব, নিজহুর্লীলতালতাচক্রমারোপা তা ভ্রাময়িতুমুপক্রান্ত ইব, হুর্জরসৌভগমদদিরাতি-
শয়সেবনলসদলদশাপূর্বরূপমপূর্বরূপমদাত্যভিধ-বিষমগদমগদঙ্কার ইব চিকিৎসংস্তুত্বপদ্রবহারি ললিতমগদং সম্পা-
দয়িষ্যন্নিব, সহজ-ধবলতালতাবলতাদবস্থ্য রাগান্তরস্তা রস্ততা ন ভবতীতি নিষ্কপটস্তা পটস্তা তদুপশময়িতুং রূপান্ত-
রমাপাদয়িতুং চ লোপ্রাদিকব্যায়েণ কব্যায়িতকরণায় প্রবৃত্তো রঙ্গাজীব ইব, মদনমদনমিতানন্দতুন্দিলতাবিদ্রাবকং
দ্রাবকং রসমিব বিপ্রলভুলভুন্দৌরবস্থ্যং সত্ত্ব এবাহুরয়ন্নিব, পরিপূর্ণ এবানন্দচন্দ্রিকাপটলে দুস্তরতর-দৃঃখতমঃ-

১৫৬। বলয়িতো বেষ্টিতঃ, নিস্তোদিতঃ সন্দর্ভিতঃ ॥

১৫৭। প্রসঙ্গরে প্রকৃষ্টসঙ্গদায়িনি কামভোগযুদ্ধে। আত্মিলোকেতি ততশ্চ তাসাং পরস্পরসপক্ষবিপক্ষভাবে
সমুদ্ভূয় প্রবলিতে সতি ঐকমত্যে নষ্টে প্রারিখিতো রাসো ন সিধ্যোদিত্যস্তর্ধানবীজং জেয়ম্। কিঞ্চ, 'রাধামথাস্তাশ্চ
বিহারসাম্যাং, সের্যাং সগর্ভামবগম্য সম্যক্। প্রাসাদয়ংস্তামবসাদয়ংস্তা-সুদন্তুরৈবাস্তুরথং স কান্তঃ ॥'

১৫৮। তদেবোৎপ্রেক্ষাদিতিঃ স্পষ্টয়মাং—মহাশ্রোতসি প্রেমময়প্রবাহে তরের্ভৈকমত্যরূপায়া নৌকায়া ভঙ্গে
সতি। শ্রোতসি কথন্তুতে? সৌভগঞ্চ মদনঃ কামভোগশ্চ তৌ দদাতীতি তথাভূতে; মদনদেব এবাদ্যদো যত্র তন্নি, ন
স্তুত্রে, অনবচ্ছেদাদ্রুত্রে-ইত্যর্থঃ। মদজলপূরং দূরীকরিষ্যন্নিতি পুনর্ভৈকমত্যকামনয়েতি ভাবঃ। নহু ধীরললিতশেখরস্ত
তত্ত্ব প্লেয়সীগবর্ধণনমসমগঙ্গসমেবেতি চেৎ, সত্যমেবৈতাদ্যুপগচ্ছেরবাহ—নিজহুর্লীলেতি। তাসাং পক্ষপাতেন তত্র পুণ্য-
কোপ এব ব্যঞ্জিতঃ। বস্ত্তস্ত তাসামেবাতিসমাননহুচকস্য কামকলাবিলাসবিশেষস্য মহারাসস্য সিদ্ধার্থমাপাততঃ
পুতীয়মানমপি পুণ্ডিকুলাং ধীরললিতভ্বেপি ন বিরুধ্যোতেত্যাহ—হুর্জরেতি। হুর্জরা পুকারান্তরেণ জরয়িতুমশকা
সৌভগমদরূপা যা মদিরা তস্যা অতিশয়সেবনেন লসন্তী অলসদশা পূর্বরূপা পুথমা যন্নিংস্তম্, অপূর্ণেণ রূপমদেন স্বরূপ-
গবর্ণাত্যয়োহতিক্রম এবাভিধা যস্য স চাসৌ বিষমো গদো ব্যাধিচ্ছেতি তম্; পক্ষে, মদাত্যয়নামা রোগবিশেষঃ, চিকিৎ-
সন্ চিকিৎসিতুমগদঙ্কারো বৈজঃ, ললিতং পুষ্টিকরমগদমৌষধম্, 'রোগহাবিগদঙ্কারো ভিষগ্ বৈজৌ চিকিৎসকে' ইত্যমরঃ
রোগিজনসুখোদর্কমেব সইংগুচেষ্টিতং ভবতীতি ভাবঃ ॥

কৃষ্ণের অন্তর্ধান :

১৫৭। (সব গোপীর মন একস্থরে বাঁধা না হলে রাসলীলা হয় না, তাই বিরহতাপে গালিয়ে
সবাইকে একস্থরে বেঁধে নেওয়ার জন্ত কৃষ্ণের যে অন্তর্ধান, তাই বর্ণিত হচ্ছে -)

গাঢ় সৌভাগ্য রসময় প্রকৃষ্ট কৃষ্ণসঙ্গদায়ী কামভোগযুদ্ধে এই বধুগণ ত্রিলোক পর্যন্ত যত রমণীমণি
আছে তাঁদের সকলের সৌভাগ্য বিষয়ে হেলার ভাব ধারণ করলেন।

১৫৮। এইরূপ সৌভাগ্যমদ নদীতে কামভোগদায়ী মদনদেবরূপ জলজন্তুর নিবাসস্থল দুস্তর প্রেমময়প্রবাহে
গোপীদের একমতিরূপ নৌকা ভেঙ্গে যাওয়ার ভূবে যাওয়ার মতো হয়ে পড়লে তাঁদের চিত্তগত গবর্জলরাশি
যেন সেচতে সেচতে, নিজ হুর্লীলতা-লতাচক্রে যেন তাঁদেরকে উঠিয়ে ঘুরানোর কাজ আরম্ভ করতে করতে,
ছুষ্ট অজ্ঞাণ তুল্য সৌভাগ্য গবর্মদিরা অতিশয় সেবনের প্রাক্লক্ষণ অলসদশা যথায় দেখা দিয়েছে ও অপূর্ব-
রূপের গবর্লক্ষণে ঘার নাম হয়েছে 'অতিক্রম', সেই বিষম রোগের চিকিৎসা বিষয়ে যেন বৈজের মতো উপদ্রব-

স্তোমমবতারয়ন্নিব, প্রবাহে চ পৈয়ুষ্যৈপৈয়ুষ্যে চ সরসি কালকূটকূটমুৎপাদয়ন্নিব, পরিমলসৌভাগ্যভাজি নবাগ্নিশিখা-
বলাবগ্নিশিখাবলাবক্ষেপমিব, নির্জলধরং কুলিশপাতমিব, নিরাশীবিষমাসীবিষবিসর্পমিব, সর্বাসামসম্ভাবনাবিষয়ো
ভাবনাবিষয়শ্চ যন্ন ভবতি, তদকস্মাদেব নিরীক্ষমাণ এব প্রস্তুতে স্তুতে বিলাসরসে সরসে হৃদি তত্রৈব তিরোধানং
স নিখিলকলাকলাপবেধা বিদধতি স্ম ॥

ইত্যনন্দান্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসবিলাসে তিরোধানবিধানো নাম সপ্তদশঃ স্তবকঃ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ, “ন বিনা বিপুলন্তেন সন্তোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভুয়ান্ রাগো হি বধতে ॥” ইতি
রসশাস্ত্রানুসৃত্তিমহুঙ্করানৈরভিজ্ঞৈর্নৈতদবধীরণীয়মিত্যাহ—সহজেতি। ধবলতায়াং শ্বেতিয়ো বলস্য তাদবহ্যে সাহজিকশ্বে
সত্যতীর্থঃ, নিষ্কপটস্য পটস্যাকৃত্রিমবস্ত্রস্য ততাদবহ্যং সপকটশ্চে তু দৃষ্টান্তস্য পটস্য দাষ্টান্তস্যালম্বনবিভাবস্য চ কষায়ণ
বিপুলন্তেন চ পুত্ৰ্যত মূলকৃতিরেব সাদৃশি ভাবঃ। এতদেবোক্তপোষ্যজ্ঞানোহ—মদনেনতি। মদনমদেন নমিতা বিপরি-
ণামিতা যা আনন্দস্য তুলিলতা পুষ্টিস্তস্যা বিদ্রাবকং নিবর্তকং দ্রাবকং চিত্তদ্রোত্যকারিণম্, অস্তোংপি বৈতপযুক্তো
দ্রাবকো রসসম্পদপুষ্টিহারী ভবতীত্যেকদেশশ্লেষঃ ॥

এবং সিদ্ধান্তরীত্য্য বর্ণনপরিপাট্যমিধানীং বিহার্য তাসাং পক্ষপাতমাত্রিত্য কৃষ্ণে সদোষোদগারমেবাহ—পরি-
পূর্ণেতি। তমোহঙ্ককারো রাহবী। পৈয়ুষ্যে পীযুষমবৃন্তং তন্ময়ে, প্রবাহে পৈয়ুষ্যে, “পীযুষোহভিনবং পয়ঃ” ইত্যমরঃ। তন্ময়ে
চ সরসি কালকূটকূটং বিষসমুৎপাদয়ন্তীতি চন্দ্রিকাভাসোনেত্রাণামেব সূক্ষ্ণদৃষ্টিবিধায়িত্বে তাদৃশসন্তোগ-তাদৃশবিপ্রলম্বয়োক্ত প্রাণা-
নামেব দায়কত্ব-ঘাতকশ্চে পর্যালোচ্যামৃতকালকূটভ্যামেব তাবৎপ্রেক্ষিতো। কিঞ্চাতিভরামন্ত্যব্যপ্রবৃত্ত্য পর্যবসানে তত্যা-
বৈদধ্যাহঙ্কর্তী এব ফলিঘ্যেতে ইতি সঙ্কল্পমাহ—পরিমলেতি। নবানামগ্নিশিখানামাবলৌ শ্রেণ্যামগ্নিশিখাবলয়স্ত বহ্নি-
শিখাসমুৎস্থাবক্ষেপং প্রক্ষেপমিব; “কাশ্মীরজন্মাগ্নিশিখম্” ইত্যমরঃ। কুঙ্কমাবলিহানীয়া অত্র তৎপ্রয়স্যো জ্ঞেয়াঃ।
নির্জলধরমিত্যন্তর্ধানৈ কাষণাভাব উক্তঃ; নিরাশীবিষমিতি সম্ভাবনায়া অভাবশ্চ। আশীবিষঃ সর্পঃ, আশী সর্পদংষ্ট্রা।
কলাকলাপস্ত বেধা স্তম্ভা ॥ ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীমুখবর্ত্ত্তাং সপ্তদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥ ১৭ ॥

হারী পুষ্টিকর ঔষধ প্রয়োগ করতে করতে, স্তম্ভগার বল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে অল্প রং এর উজ্জ্বলতা
ফোটেনা—তাই অকৃত্রিম বস্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থা দূর করে রূপান্তর ঘটানোর জন্ত লোপাদি কষায়ের দ্বারা
কষায়িত করতে প্রবৃত্ত রঙ-কারের মতো মদনগবে আনন্দ পুষ্টির যে বিপরীত দশাপ্রাপ্ততা তার নিবর্তক
দ্রাবকরসস্বরূপ বিপ্রলম্ব-দ্রববস্থা সত্তাই যেন অকুরিত করে তুলতে তুলতে, গোপীরূপ পরমানন্দ জ্যোৎস্নাধারার
মধ্যে ছঃস্বাক্ষকাররাশি যেন অবতারিত করাতে করাতে, অমৃতময় প্রবাহে ও অভিনব দুগ্ধ সরোবরে কালকূট-
রাশি যেন জন্মাতে জন্মাতে—পরিমল সৌভাগ্যবিশিষ্ট কেশরশ্রেণীর উপর বহ্নিশিখানিবহের প্রক্ষেপণের মতো,
বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, বিনা সর্পে সর্পদংশনবিষ প্রসরণের মতো যে তিরোধানের কথা সম্ভাবনা-অসম্ভা-
বনা কোন বিচারের মধ্যেই আসে নি গোপীদের মনে সেই তিরোধানই অকস্মাৎ সেখানেই নিখিল কলাকলাপ-
বিজ্ঞ কৃষ্ণ সম্পন্ন করলেন—প্রস্তুত-প্রশংসনীয়-সরস-বিলাসপূর্ণ গোপীদের অন্তর্হৃদয়ে অবলোকিতের মতো
হতে হতেই।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাস বিলাসে তিরোধান-বিধান নামক সপ্তদশ স্তবক

অষ্টাদশঃ স্তবকঃ



১। অথৈবমন্ত্ৰহিতমন্ত্ৰহিতমপি তথানুপপত্তমানয়া সন্ত্ৰাবনয়া ভাবনয়াসাদিত-পরিহাসহাসপেশলং শলন্ত্যো দৃশ্যমানমিবাপি ন পশ্যন্ত্যঃ শৃন্ত্যশ্চ নয়নশ্রীতিং পরম্পরপরवितर्कः ताः पृच्छन्ति स्म ॥

২। ‘নিভালয়, ভালয়মেতং প্রাপয়তি স্ম কা কুঞ্জং কাকুঞ্জজ্বালাং প্রকটয়ন্তী য়া কিল পশ্যতোহরেব সৰ্বাসাং নয়নমাচ্ছিত্ত বক্ষোমণিং নো জহার। তদধুনা বিচারয়ামো রয়ামোদিতমনসা কয়া ক নীতঃ’ ইতি ॥

অষ্টাদশঃ স্তবকঃ

বিরহবিধুরতায়াং তন্ত্ৰ পৃচ্ছা ক্রমালৌ তদনুকৃতিরথ শ্রীপাদলক্ষ্মাবলোকঃ ।

পুষ্কবিব্রহিত-রাধাচেষ্টিতং সৰ্বরামাবলিবলিতবিলাপোহষ্টাদশে বর্ণনীয়ম্ ॥

১। অন্তহিতমন্ত্ৰঃকরণহিতম্; যদ্বা, অন্তর্হদয়ে ধৃতমপি কৃষ্ণমন্ত্ৰহিতং কৃতান্তর্ধানম্। ভাবঃ সৌহার্দাদিস্তস্য নয়েন নীত্যা অসাদিতাভ্যাং পুষ্পাভ্যাং পরিহাস হাসাভ্যাং পেশলং সুন্দরং যথা স্যাভ্যা, শলন্ত্যো গচ্ছন্ত্যঃ শৃন্ত্যোহন্নয়ন্ত্যঃ ॥

২। ভালয়ং শোভানিকেতম্, জজ্বালামতিবেগবতীং কাকুঞ্জ পুষ্কটয়ন্তী পুষ্কটয়িতুমিতি তটস্থ-পক্ষ-বিপক্ষাণা-মুক্তিজৈয়্য। রয়েণ বেগেন নিভৃতবিহারার্থমোদিতং মনো বস্যান্তরা ॥

অষ্টাদশ স্তবক

রাসক্ৰীড়ায় কৃষ্ণান্তর্ধানঃ

বিরহবিধুরা গোপীগণের কৃষ্ণানুসন্ধানঃ

১। অতঃপর এইরূপে হৃদয়-গুহায় আবদ্ধ হয়েও এই যে প্রিয়তমের অন্তর্ধান এ কোনও বুদ্ধির ভেতর এলো না গোপীদের। তাই যুক্তিহীন সন্তান-নার সহিত এবং সখ্যাদি নীতি অনুসারে জ্ঞাত মনোরম ঠাট্টা তামাশা-হাসাহাসির সহিত চলতে চলতে ও প্রিয়তম অবলোকিতের মতো থাকা সত্ত্বেও চোখের দেখার অভাবে নয়নানন্দের কমতি অবস্থায় পরস্পর বিতর্কপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন তাঁরা।

২। (তটস্থ পক্ষ ও বিপক্ষদের উক্তি—) ‘আরে সখি দেখ! অতি বেগবতী কাকু প্রকাশ করবার জন্য কোন গোপী শোভা-নিকেতন আমাদের হৃদয়ধন নিজ কুঞ্জে নিয়ে গেল না-কি? চোখের সামনে উঠিয়ে নেওয়াতে পটু চোরের মতো সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের বক্ষোমণি হরে নিয়ে গেল! তাই বলছি চল, এখন আমরা সকলে খুঁজে দেখিগা—নিভৃত বিহারের জন্য আমোদিত মনা কার দ্বারা কোথায় নীত হয়েছে।’

৩। কুঞ্জাং কুঞ্জাস্তরং বিচারয়ন্ত্য: কালভুজঙ্গমেহজঙ্গমে নিদ্রাণতয়া সমুদ্যদামনকমালাধিয়ে জনতা ইব বিহিততিরোভাবে ভাবেন সমুৎকয়া কয়াচন সমং কৃতকুঞ্জলীল ইতি সহজার্জবেন জবেন জাতপ্রতীতয়ঃ 'বিচার্যাহমানেষ্যেহহমানেষ্যে' ইতি সকৌতুকমহমহমিকয়া প্রতিকুঞ্জমধিষ্যন্ত্যো 'হস্ত হস্তরাঅজনাংপদাং পদাম্বুজ-স্পর্শেন স সীভূতভূতল। বিহসিতুমস্মান্মানমপবার্য্য কুঞ্জাদরে স্থিতবন্তু ভবন্তু ভদ্রেণ বিদ্যো বিদ্যোহন কিম-পরং ভ্রময়সি' ইতি নির্গদং গদন্ত্যশ্চ বিচারিতেষু কুঞ্জকুহরেষু তমনালোক্য ক্রমেণ জায়মানসন্দেহা দেহাদাবপি তেনৈব ক্রমেণ জায়মাননিরপেক্ষভাবে ভাবাবগ্গায়মানমুখতামরসা রসাতাবেনাবিচারিতকুঞ্জাঙ্গ বিচারয়ন্তি স্ম ॥

৪। 'সম্ভাবনৈবাস্তাং নৈবাস্তাং তাবদনাশ্বাসঃ' ইতি যদি কুঞ্জবিচারতো জাতবিরামা রামাততিরসৌ বভূব, ভুবলয়ং তদা শৃণুমিব মন্ত্যমানা তমথ দৃশ্যমানমিবাপি ন পশুন্তী স্পৃশ্যমানমিবাপি ন স্পৃশন্তী, কথয়ন্তমি বাপি জ্ঞানতী ন তৎকথাং শৃণ্বতী, বহিবর্জমানমিব হৃদয়েহুভূতী ন বহিরূপলভমানা, শ্রবণয়োঃ কুবলয়মিব

৩। নিদ্রাণতয়া অজঙ্গমে হিরে কালসর্পে উদ্যমা বন্ধনরহিতা দমনকী দমনক-সম্বন্ধিনী মালেতি ধীর্ধাসাং তথাভূতা জনতা জনসমূহা ইব। বিহিততিরোভাবেপি তস্মিন্ মহাদুঃখং দাতুমুপক্রান্তেংগীতার্থঃ। কয়াপি সহ কৃতকুঞ্জ-লীলোৎসবাবিতি জাতা প্রতীতির্ধাসাং তাঃ, ততশ্চৈবমেব প্রত্যেকমস্মাংশপি তন্ত লীলা ভবিষ্যতীতি বিনোদমর্যো ভাবশ্চ জ্যোতিতঃ। 'অহমানেষ্যে যুয়ং তিষ্ঠত' ইত্যেকাকিত্তয়া জিগমিষা স্তুত্বংপক্ষস্পর্শাণাং ভাববিশেষময়ী জ্যেয়া। বিদাং বিদ্যামপি মোহন! হে বুদ্ধিভ্রমিদায়িন্রিতি যা, বয়ং তু বিদ্যো জ্ঞানীম এব। নির্গদং নিরাময়ং যথা শ্রান্তথা বহিঃস্থিত্যেব গদন্ত্যঃ; জায়মানসন্দেহা ইতি পরিহাস এবায়ম্, ন বস্ততোঃস্তর্ধানমিতি প্রাক্তনো নিশ্চয়ো গলিত ইত্যর্থঃ। ভাবঃ স্বভাবস্তেনৈব কাস্তিহরৈবাবগ্গায়মানং হর্ষশৃং মুখপদ্যং যাসাং তাঃ, চানশস্তপদম্ ॥

৪। তত্র হেতুঃ—সম্ভাবনেনিতি দৃশ্যমানমিবেত্যাদি বিরহে ধ্যানোদ্রেকোদয়াং ন পশুন্তীত্যাদি বহিরননুসন্ধান-

৩। কুঞ্জ থেকে কুঞ্জাস্তরে অন্বেষণ করতে করতে ঘুমঘোর নিশ্চল কালসর্পে বন্ধনরহিত দমনকমালা বুদ্ধিকারিণী জনসমূহের মতো গোপীগণ সহজ সরলভাবে ঝটিতি বিশ্বাস করে নিলেন, আমাদের প্রিয়তম অন্তর্ধানকারী তাঁরই উপর ভাবে সমুৎকণ্ঠিতা কোনও একজনের সহিত এখন কুঞ্জলীলা-উৎসবে মত্ত আছে। অতঃপর আমাদের সঙ্গেও একরূপ লীলাখেলা হবে। এই সহজ বিশ্বাসে 'আমি খুঁজে নিয়ে আসছি না আমি খুঁজে নিয়ে আসছি' একরূপ সকৌতুকে পরস্পর তাঁরা অহঙ্কার বশে প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জ অন্বেষণ করতে করতে বলতে লাগলেন—'হায় হায়, হে নিজজনের আপদহারী! হে পদকমল স্পর্শে ধরণীতল সরসকাঁড়ী! আমাদের একটু পরিহাস করবার জন্যই যে তুমি নিজে এই কুঞ্জের ভিতরে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছ, তা আমরা বেশ ভাল ভাবেই জানি। হে পণ্ডিতদেরও মোহন! কেন আমাদেরিগকে নিদারুণ ভ্রমে ফেলছ।' স্তম্ভভাবে এইরূপ বলতে বলতে কুঞ্জকুহরে অন্বেষণ করে করে তাঁকে না দেখে ক্রমে সন্দেহের উদয়ে, আর তাতেই দেহাদিতে নিরপেক্ষতাবের উদয়ে হর্ষশৃং মুখকমলা তাঁরা রসাতাবে না-খোঁজা কুঞ্জগুলি আর খুঁজতে গেলেন না।

৪। 'যতক্ষণ না অবিশ্বাস্য হয়ে যায় কোনও বস্তু ততক্ষণই তা আছে কি নেই, একরূপ চিস্তার বিষয়ী-ভূত থাকে' একরূপ বিচারে যদি কুঞ্জ থেকে কুঞ্জে অন্বেষণ থেকে ক্ষান্ত হলেন, তখন ভ্রমগুলি শৃং দেখতে থাকলেন গোপীগণ। তখন ধ্যানে ও বহিরননুসন্ধানে তাঁদের মনে হল—কৃষ্ণ দৃশ্যমানের মতো হয়েও অদৃশ্য, স্পৃশ্যমানের

শ্রবণবর্হিভূতম্, নয়নকঙ্কলমিব নয়নদূরগামিনম্, বক্ষসো নীলমণিমিব বক্ষসোহস্তরিতম্, একমপি দিশি দিশি ক্ষুরন্তম্, দিশি বিদিশি সন্তমপি হৃদয়ে শ্রবিশন্তম্, করকমলেন স্পৃশন্তমপি প্রতিস্পর্শনদুস্ত্রাপম্, বক্ষসাল্লিষ্যন্ত-মপি প্রত্যাল্লিষ্যামহম্, মুখচন্দ্রমসা চুস্মন্তমপি প্রতিচুস্মনেহক্ষণমবগচ্ছন্তী ক্ষণং ভিত্তিপুত্তলিকেব, নভসি চিত্রিতোব, উন্মূলিতজীবনেব, জলদঙ্গারালিঙ্গিতহৃদয়েব, কালকূটকূটলিপুশরীরেব, করপত্রেণ বিদীর্ঘমাণবক্ষস্থলেব যদি সমজনিষ্ট, তদাস্মা রামাবলের্মনসি ক্ষতে ক্রমীরস ইব, শুষ্কে দারুণি দহন ইব, মর্মগি ছুরিকেব, উরসি চোরগন্ধতমিব, শরীরে মহাজ্বর ইব, জঠরে মহাশূল ইব, নয়নযোর ক্যামিব, শ্রবণয়োবীর্ধিযামিব, ত্ৰিচ স্তম্ভতোব, সস্থিদি মহোন্মাদ ইব, কশ্চন দারুণো দুঃখপরিপাকঃ পরিভবকারী বভূব ॥

বশাং । শ্রবণয়োরিত্যাদিনা শ্রবণদর্শনাদসঙ্গানামুত্তরোত্তরকালবর্তিত্বত্ব ভুতচরত্বং ধ্বনিতম্ । ততশ্চ ভাবনোদ্রেকস্ত পরিপাকৈর্গৈব বহিরনুসন্ধানেহপি নিরন্তপ্রায়ে মোহদশাপূর্বাং বিক্ষুতিময়মুদাদং ব্যঞ্জয়তি—একমপীত্যাদিনা । অতএব দিশি বিদিশি সন্তমিত্যাदिষু পূর্বদিব-শব্দাপ্রয়োগঃ । প্রতিস্পর্শনদুস্ত্রাপমিত্যাদিনা বাহ্যানুসন্ধানশেষোহপি পীড়াময়ো ব্যঞ্জিতঃ । প্রতিচুস্মনেহক্ষণমবসররহিতম্ । ততশ্চ মোহ এবাভূদিত্যাহ—ক্ষণং ভিত্তীতি । তত্রাপি নিরালম্বতয়া নভসীত্যভূতোপমা । মুছাপোষা বিরহপীড়োপাদনকতয়া মহাদুঃখানুভবময়োপান্তভাগেবাভূদিত্যাহ—উন্মূলিতেতি । অন্মাদেহাজীবনং নিঃসৃত-মিতানুভবস্তীত্যর্থঃ । তৎকারণভূতং পীড়ানুভবমুৎপ্রেক্ষাভির্বাঞ্জয়তি—জলদিত্যন্তদেহোখা, পীড়াকালকূটেতি বহির্দেহোখা, তত্রাপি বক্ষসি স্তনমধ্যে অস্তি কোহপি বিশেষ ইত্যাহ—করপত্রেণেতি ।

মতো হয়েও অস্পৃশ্য, কথা বলছেন এরূপ স্তম্ভিত হয়েও বহিরিন্দ্রেয়ে শ্রবণ বিষয়ে অজ্ঞাত, অন্তর অনুভবে বাইরে বর্তমানের মতো হয়েও বাইরে অনুপলব্ধ, কর্ণোৎপলের মতো হয়েও কর্ণ থেকে দূরে স্থিত, নয়নে কাজলের মতো হয়েও নয়ন থেকে দূরগামী, আর বক্ষের নীলমণির মতো হয়েও বক্ষ থেকে দূরে স্থিত ।

(অতঃপর ধ্যানের পরিপাকে বহিরনুসন্ধানও নিরন্তপ্রায় হয়ে গেলে মোহদশার পূর্ববস্থা বিক্ষুতিময় উন্মাদদশা প্রকাশ করতে লাগলেন—)

এক হয়েও প্রতি দিকে দিকে ক্ষুতি পেতে লাগলেন কৃষ্ণ তাদের নিকট, দিক্ বিদিকে অবস্থিত হয়েও তাঁদের হৃদয় মধ্যে গিয়ে বসে থাকলেন, (পীড়াময় অবস্থা—) করকমলে তাঁদের স্পর্শ করছেন অথচ সেই অবস্থাতেই নিজে থাকছেন তাঁদের প্রতি স্পর্শ বিষয়ে দুস্ত্রাপ্য হয়ে, বক্ষে আলিঙ্গন করছেন অথচ সেই অবস্থাতেই নিজে থাকছেন তাঁদের প্রতি-আলিঙ্গনের অযোগ্য অবস্থায়, গোপীমুখ চুস্মন করছেন অথচ সেই অবস্থাতেই নিজে থাকছেন প্রতিচুস্মনের অবসর রহিত অবস্থায় ।

(অতঃপর মোহ অবস্থায় চলে গেলেন—)

ক্ষণকাল ভিতে আঁকা পুতুলের মতো, স্ফাশে চিত্রিতের মতো, উৎপাটিত জীবনের মতো, জলন্ত অঙ্গার আলিঙ্গিতের মতো, ভয়ঙ্কর বিষরাশি মাখানো শরীরীর মতো, করাতে চিড়ানো বক্ষদেশার মতো অবস্থা যদি হল, তখন গোপীদের সেই অত্যন্ত দুঃখ মনে কোনও দারুণ দুঃখপরিপাক তাঁদের পরাভবকারী হল—ক্ষতে লেবুর রসের মতো, শুকনো কাঠে অগ্নির মতো, মর্মস্থলে ছুরির পৌঁচের মতো, বক্ষে সর্পাঘাতের মতো, শরীরে মহাজ্বরের মতো, পেটে মহাশূল ব্যাথার মতো, নয়নের অন্ধতার মতো, কর্ণে বধিরতার মতো, হৃদে

৫। ততশ্চ, অশরণমেব ত্রিভুবনম্ নিরালোক এব সর্বলোকঃ বিদীৰ্ঘন্ত্য ইব গিরিজোপগমঃ, রোরুহন্ত ইব তরবঃ, শীৰ্ষন্ত্য ইব লতিকাঃ, শ্লাঘন্ত্য ইব চন্দ্রিকাঃ, মুহন্ত ইব শকুন্তয়ঃ, দবদন্ত্য ইব হরিণাশ্চ বভূবুঃ ॥

৬। ততশ্চ, কস্তাপি যোগিনো যোগবলাচ্চিত্রপুত্তলিকানাং বাহ্যহর ইব, ভুজগদংশমুচ্ছিতানাং মন্ত্র-
কৃত নর্তনাবস্কৃতিঃ ব.ক.প্রয়োগ ইব পরস্পরমালাপ আসীৎ ॥

৭। 'অহো কিমেতৎ— বিলাসিন্যো নীলাম্বুজমিতি কবৰ্ষ্যাং পরিদধুঃ
কলাবতাঃ কিংবা হ্রদয়মনয়নৈব পিশুনাঃ ।
ন চেৎ পশুস্ত্যীনাং হরিণনয়নানাং বলয়তঃ
কুতোহকস্ম্যাৎ কস্মাদপসরতু নো জীবিতমণিঃ ॥'

অথ তত্র তত্রান্তরবাহয়োত্তাদৃশ্যোরপি কুত্র কুত্র প্রদেশে কীদৃশী কীদৃশী বিশেষণীভূত্যাৎপেক্ষামাহ—মনসীতি ।
জঙ্ঘীররস ইতি চিটপিটায়িতীকারিবৎ, দহন ইত্যাহতো জালয়া ভস্মীভাব বিধায়িত্বলোভম্ । হ্রপ্ততা স্পর্শজ্ঞানরাহিত্যম্ ॥

৫। ততশ্চ মহাভাববতীনাং তাঙ্গাং দুঃখেন জগদপি ব্যাপ্তমিত্যাহ—অশরণমেবেতি । যত্নমুজ্জলনীলমণৌ
(হায়িভাষ-প্রং ১৫৪) “অনুরাগঃ স্বয়ংবেত্তদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ । বাবদাশ্রয়ন্তিঃ শ্রাদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥” ইতি ।
তত্রাপি বিদীৰ্ঘন্ত ইত্যাদিনাং গিরিজোপাঙ্গীনাং বিশেষণো বিদারণাদিকো মহাভাবস্ত তস্তাহুভাববিশেষঃ । যত্নম্—
(উং নী° হায়িভাষ-প্রং ১৬১) “আসন্নজনতা-হৃদিলোভনম্” ইতি ॥

৬। এবঞ্চ তাদৃশ্যমপি দশায়াং হিতানামাশ্রয়েব বস্কিতপ্রাণমাত্রাণাং তাঙ্গাং পরস্পরমালাপসামর্থ্যে যুক্তিমাহ—
কস্যাপীতি । চিত্রপুত্তলিকা হি প্রথমত এবাচেতনা ইতি দ্বিতীয়ো দৃষ্টান্ত এব পূর্ণসার্থ্যঃ, মন্ত্ৰেণ কৃতেন্ম নর্তনাবস্কৃতিঃ,
বলাৎকারেণ পুনঃ প্রবর্তিত ইত্যর্থঃ ॥

৭। কবরীভুষণমাত্র এব তস্যাপার্থ্যমিত্যাহ—কলাবত্য ইতি কলাবতোহস্ময়োহনাদিকল্যাণগবত্য; পিশুনাঃ
পরহঃখদাত্র্যঃ ॥

স্পর্শজ্ঞান রাহিত্যের মতো, জ্ঞানশক্তিতে মহা উন্মাদদশাপ্রাপ্তির মতো ।

৫। (অতঃপর সেই মহাভাববতীদের দুঃখ সমস্ত জগৎ গ্রাস করে নিল—) ত্রিভুবন যেন নিরাশ্রয়
হয়ে পড়ল, সর্বলোক যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, পর্বতের উপত্যকা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যেতে
লাগল, তরুগণ যেন কাঁদতে লাগল, লতাবলী যেন শুকিয়ে যেতে লাগল, হরিণকুল যেন দাবদহদশা প্রাপ্ত হল ।

৬। অতঃপর কোনও যোগিনীর যোগবলে পটে আঁকা ছবির বাগ্‌বিলাসের মতো, সর্পদংশনে
মুচ্ছিত ব্যক্তির মন্ত্রকৃত পেশীচালনায় পুনরাগত বাক্ষ্যকৃতির মতো বাক্ষ্যশক্তি প্রাপ্ত হয়ে পরস্পর আলাপ করতে
লাগলেন তাঁরা ।

৭। 'অহো ব্যাপার কি । কোনও বিলাসিনী রমণী কি তাঁকে নীলমণি মনে করে খোঁপায় গুঁজে
নিয়ে গেল, অথবা কোনও পরহঃখদায়িনী কলাবতী নারী কি বক্ষোমধ্যে ভরে নিয়ে গেল ? না হলে মুখপানে
চেয়ে থাকা হরিণনয়না আমাদের মণ্ডলী থেকে কোথায় কি করে অকস্মাৎ জীবিতমণি চলে যেতে পারে ।'

৮। ইতি পরস্পরপরমসন্দেহে বিতর্ক-পরস্পরাপরাহতধিয়ঃ পুনরপি মীমাংসন্তে স্ব ॥

৯। 'যদায়াতং গেহাদিহ যদপি দৃষ্টঃ সপুরুষং
শ্রুতং যন্তশ্রোক্তং যদপি করুণোক্তিবিবচিতা।
প্রসম্নেন প্রেমণা যদপি রমিতং তেন সকলং
তদেতং স্বপ্নো নঃ কিমুত পরমো 'মাহমহিমা' ॥

১০। ইতি ক্ষণং বিমৃশ্য পুনরুচিরেণ চিরেণ কঠরোধমুদঘাটা—'অহো,—
তা এব কিং নহি বয়ং কিমসৌ প্রযাতঃ, কাপীতি যন্তদপি চেদমলীকমেব।
তেনৈব নীতমখিলং মন আদিকং নঃ, কঃ পামরো নিরমিনীত বতাত্তদেতং ॥'

৮। তাদৃশশক্তিমতীনাং কিমন্তো ভরমিতি চোরমিত্রা অসৌ নেতব্য ইত্যপরাসাং বিতর্কান্তরমাহ—ইতীতি।
মীমাংসন্তে স্ব, বিচারয়ামাস্তে ॥

৯। অন্তর্ধানস্য কারণানুপলভ্য তদ্বিনাভূতস্য চাপ্রামাণ্যাদন্তর্ধানং তৎপ্রতিযোগি-প্রাকট্যঞ্চ ইত্যুভে অস্বদু-
ভবসমর্থিতে অপালীকে এবৈত্যাহঃ—যদায়াতমিত্যাदि। নহু শয়নং বিনা কুতঃ স্বপ্ন ইত্যত আহঃ—মোহমহিমা ইতি ॥

১০। সর্ববিলক্ষণ-তাদৃশ-তদঙ্গসঙ্গবিলাসস্যাদৃষ্টাশ্রুতচরভেন স্বপ্নমোহসিদ্ধত্মসম্ভাবয়ন্ত্যোহিত্যা অন্তর্ধৈব বিতর্কয়ন্ত্য
আহঃ—তা এবৈতি। তত্ত্বং সর্বং সত্যমেব, ন তু স্বপ্নাদিসিদ্ধম্, কিন্তু তদ্ব্যতোহিত্যা এব গোপ্যন্তাঃ সম্প্রত্যপি তেন সহ
বিহরন্ত্যেব। কেবলং তদ্ব্যমোহমহু বয়মধ্যারোপ্য ক্লিষ্টামহে ইতি ভাবঃ। নহু তর্হি তদন্তর্ধানজনিতবিহবাধেয়ং কুন্ত্যো
ধর্মঃ? তত্রাহঃ—কিমসৌ কাপীতি। প্রযাত ইতি যন্তু অলীকমেব। তত্র হেতুঃ—তেনৈবেতি। অয়মর্থঃ—যন্তুশ্রোক্তং
মনইন্দ্রিয়াদিকং সর্বং স্বসঙ্গে নীত্বৈব তেন গতম্, ন তু একাকিতয়া, তর্হি অস্মান্ বিহারান্তরধাদিতি কথমসাবুপালম্বনীর
ইতি। নহু যতোবম্, তদা সম্প্রতি যেন গীড়া অহুভূয়তে, তন্মনাদিকং কতমং? তত্র সাক্ষেপমাহঃ—কঃ পামর ইতি।

৮। এইরূপে পরম সন্দেহে পরস্পর বিতর্কের পর বিতর্ক করতে করতে বুদ্ধি ফুরিয়ে গেলেও গোপী-
গণ পুনরায় বিতর্ক করতে লাগলেন—

৯। 'ঘর থেকে এই যে বনে চলে এলাম, আর এই যে পুরুষরত্নকে দর্শন করলাম, এই যে এঁর
কঠোর বাক্য শুনলাম, আর যা কিছু করুণকথার জাল রচনা করলাম, শৃঙ্গার রসগর্ভা প্রেমে এই যে রমিতা
হলাম এর দ্বারা—এ সব কিছুই কি আমাদের স্বপ্ন, অথবা পরম মোহের মহিমা।' ॥

১০। কিছুকাল মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করার পর খেঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে
বললেন—'অহো, ঐ পূর্বের গোপীই কি আমরা নই, যদি হবোই তবে কোন্ দোষে সেই পুরুষরত্ন আমাদের
ছেড়ে অত্র কোথাও চলে গেলো। এও এক অলীক ব্যাপার নয় কি? কেন-কি সেই তো আমাদের মন আদি
সব কিছু নিজ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠছে কোথেকে। (তাই যদি হয় তবে সম্প্রতি যার
দ্বারা ত্রুণ অহুভূত হচ্ছে সে মন আদিই বা কোন্? তাতেই আক্ষেপের সঙ্গে বলা হচ্ছে—) আমাদের ত্রুণ
দেওয়ার জন্য আগের থেকেই অপর এই ভিন্ন প্রকার মন আদি যে পামর নির্মান করেছে সেই ক্রুর পামর
কে? তা আমরা বুঝতে পারছি না।' ॥

১১। এবং নানাবিকল্পকল্পনানন্তরং নিশ্চিতে শ্রীকৃষ্ণতিরোভাবেহভাবে চান্ননো জীবনাদেবংপত্মানে সতি শ্রীকৃষ্ণোন্মাদ এব তন্নিবর্তকতয়া তাসামন্তরমন্তরয়াঞ্চকার ॥

১২। তথাস্তব্ধিনিবৃত্তিনিরতে তরলতরঙ্গনিকরে তস্মিন্নুন্মাদোর্মিমালিনি হৃদয়মাবিশু হৃদয়স্ত কৃষ্ণ-কারকারণতাং প্রাপ্তবতি নব্যাপারা ব্যাপারান্তরহারিণী হারিণী কৃষ্ণস্ত গত্যনুগতানুরাগবিহসিত সিত-ময়ূখ ময়ূখ সবিন্দ্রমভ্রমদলি-দলিত-শতপত্র-পত্র-তিরস্কারি-হারি-নয়নাস্ত-কাস্ত-নিরীক্ষণ-ক্ষণ-মধু মধুরালাপ-মনোরমেহিত-হিত মধুরিম-গরিম-গভীর-ভীরহিতানেক-বিলাসান্তরানুকারিণী কাচিদবস্থাবস্থাপয়ামাস নির্যতঃ প্রাণান্ ॥

১৩। স্থিতেষু তেষু প্রাণেষু প্রাণেশ্বরমনুসন্দধত্যো বাতেনেতন্ততোহস্ততোবাস্চাচালামানাঃ কমলিত্বা ইব বনাদ্রনং সঞ্চরন্ত্যঃ সংহতা হতা বিরহবেদনয়ানয়া তমুরুগায়মুরু গায়ন্ত্যঃ পশ্চনমপস্থানমপি বা যদি ন বিদুঃ,

অস্মান্ দ্বঃখয়িতুং ততোহন্তদেব এতন্মনআদিকং যো নিরমিমীত, অসৌ ক্রুরঃ কঃ, ন তং জাতুং বয়ং ভাবঃ ॥

১১। আনুনা জীবনাদেবভাবে নাশে উৎপত্তমানে সতি তন্নিবর্তকতয়া জীবনাত্তাবনিবর্তকত্বেন অন্তরমন্তঃ করণমন্তরয়াঞ্চকার, ব্যবহিতং চকার, বিরহপীড়াতো ব্যবধানং মনসোহভূদিত্যর্থঃ। মধ্যে কৃষ্ণতাদাত্ম্যপ্রবেশেন তত্থা অপলাপাদিতি ভাবঃ ॥

১২। উন্মাদ এব উর্মিনাগ্নী সমুদ্রস্তস্মিন্ হৃদয়মাবিশু হৃদয়স্ত কৃষ্ণাকারে কৃষ্ণাত্মকত্বে কার্কে কারণতাং হেতুং প্রাপ্তবতি সতি কাচিদবস্থা কৃষ্ণস্ত গত্যনুগত্যানুরাগিণী নির্ধতো নির্গচ্ছতঃ প্রাণানবস্থাপয়ামাস। কথন্তুতে ? তরলশ্চ পলন্তরঙ্গনিকরঃ কৃষ্ণোন্মাদোৎসর্গাদিবিবিধসঞ্চারিভাবসমূহো যত্র তস্মিন্, অতএবাত্তঃকরণস্ত বৃত্তীনাং বিরহপীড়াময়ীনাং নিবৃত্তৌ বিষয়ে নিরতে। অতএব নব্যা নবীন্য অপারা বৃদ্ধিরপ্যগম্যোত্যর্থঃ। গতির্গমনকল্পগতিস্তৎকর্তৃকা স্বভক্তজ্ঞানানু-গতিশ্চানুরাগশ্চ বিহসিতমেব সিতময়ূখস্ত চন্দ্রস্ত ময়ূখঃ, স চ সবিন্দ্রমং ভ্রমন্নলিখত্র তথাভূতং দলিতং প্রস্তুটং শতপত্রং কমলং তস্ত পত্রতিরস্কারি হারি যন্নয়নং তস্তান্তেনাপাদেন নিরীক্ষণে যঃ ক্ষণ উৎসবোহবসরো বা, স চ মধুনোহপি মধুর আলাপশ্চ মনোরমমীহিতঞ্চ তথা হিতানি চ তানি মধুরিমাং গরিমাং গভীরানি ভীরহিতানি চ যাত্ননেকবিলাসান্তরানি তেষামনুকারিণী ॥

১১। এইরূপে নানা বিকল্প কল্পনার পর শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব নিশ্চিত হলে ও নিজেদের জীবন নাশের উপক্রম হলে কৃষ্ণোন্মাদই এই নাশ নিবারণের জন্য বিরহপীড়া ও মনের মধ্যে ব্যবধান তৈরী করে দিল।

১২। তথা বিরহপীড়াময়ী চিত্তবৃত্তি শাস্ত্র করতে নিযুক্ত চঞ্চল তরঙ্গ সমাকুল সেই উন্মাদ-সমুদ্রে গোপীগণের হৃদয়ে প্রবেশ করত তাঁদের কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য প্রাপ্তি কার্ধের কারণতা প্রাপ্ত হলে কৃষ্ণের গমন ভক্তানু-গমন-অনুরাগ-শুভ্র চন্দ্রকিরণ ঝরানো উচ্চ হাসি-সবিলাস চঞ্চল ভ্রমরদলিত কমলের পত্রতিরস্কারী মনোহর নয়নাপাঙ্গে কমনীয় নিরীক্ষণ অবসরে মধুর মধুর আলাপের ও মনোরম লীলার অনুকারিণী এবং মাধুর্যগৌরবে অগাধ-ভয়রহিত বহু বহু বিলাসান্তরের অনুকারিণী কোনও মনোহর অনির্বচনীয় অবস্থা, যা বুদ্ধির অগম্য ও অগ্র ব্যাপার ভুল করিয়ে দেয় তা গোপীদের নির্গমনোন্মুখ প্রাণকে সংস্থাপিত করল।

১৩। প্রাণ যদি থেকে গেল, তখন উদ্বেগগ্রস্তা গোপীগণ প্রাণেশ্বরের অনুসন্ধান তৎপর হয়ে বায়ু-বেগে ইতস্ততঃ হেলনী দোলনী কমলিনীর মতো বন থেকে বনান্তরে সকলে একসঙ্গে মিলে চলতে চলতে বিরহ-

তদা তাভিরলক্ষ্যমগৈব যোগমায়াঃগমা যা ভগবতী ছায়েব তাসামম্বনুযাস্তী যাস্তীব্রতাং প্রাতিকূল্যাকৃতাং
হরতি, সা তাভিরপি নাজ্জায়ত ॥

১৪। এবমিতস্ততোহনুসন্দধতোহনুজ্জমমমূলতং পপ্রচ্ছুরপি—

‘হস্তাশ্বখ কপিথ-কিংশুক-বট প্লক্ষাঃ শিবং বোহক্ষয়ং
কিং দৃষ্টৌ নু ভবন্তিরত্র বিচরন্ গোপেন্দ্রজঃ কথাতাম্ ।
তুক্ষীং তিষ্ঠথ কিং ন বক্ষয়থ নঃ সত্যং স বো গোচরঃ
স্তন্তোহয়ং কথমত্রথা বলবতানন্দেন যঃ কল্পিতঃ ॥’

১৫। ইত্যভাষ্য অহো তদনুধ্যানৈকতানতয়া নতয়া মনোবৃত্ত্যা ‘বহিরব্যাপারপারবশ্চেনাস্মাকং
বিজ্ঞপ্তি মমী নাকলয়ন্তি, তদনুতো গতা পৃচ্ছামঃ’ ইতি কিয়দদূরং গতা—

‘হে চাম্পেয় রসাল-শাল-সরলাঃ পুন্নাগ হে চম্পক
শ্রামোহনেন পথা ভবন্তিরনৈঘৈর্গচ্ছন্ সমালোকিতঃ ।

১৩। অন্ততোষা গন্তর্ঘ্যাঃ প্রাপ্তোদেগা ইত্যর্থঃ। উরুগায়ং কৃষ্ণম্, উরু অধিকং গায়তীতি নিরুক্ত্যা গীতরসিকশ্রু
গানেনাকর্ষণসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তীব্রতাং শরীরাকটকাভাঘাত সম্বন্ধিনীম্, ন অজ্জায়ত নাঘভূয়ত ॥

১৪। স্তম্ভঃ সাত্ত্বিকভেদঃ ॥

১৫। তদানুধ্যানে যা একতানতা তয়া নতয়া নত্রীকৃতয়া “একতানোহনুভূতিঃ” ইত্যমরঃ। বহিরব্যাপাররূপং
যং পারবশ্চ তেন। অনৈঘৈরिति বয়মেব কৃত্যসা ইতি ভাবঃ ॥

বেদনার সহিত কৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু প্রকার গান গাইতে গাইতে পথ অপথ-জ্ঞানহারা যদি হয়ে পড়লেন তখন
তাদের অলক্ষিতভাবে দুর্গম শুভাবহবিধিযুক্তা ভগবতী যোগমায়া ছাটার মতো তাঁদের অনুসরণ করতে করতে
শরীর-কটকাদি সম্বন্ধী প্রাতিকূল্য থেকে যে সকল তীব্র আঘাত আসছিল, তা হরণ করে নিতে লাগলেন—
তাঁদের অজান্তে।

গোপীগণের কৃষ্ণানুসন্ধান :

১৪। এইরূপে অনুসন্ধানপরায়ণ গোপীগণ প্রতি তরু প্রতি লভায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—
‘হায় হায়, হে অশ্বখ-কপিথ-কিংশুক-বট-পাকর, তোমাদের মঙ্গল তো অক্ষয়। বল তো, তোমরা কি গোপেন্দ্র-
নন্দনকে এখানে ঘুরতে ফিরতে দেখেছ ? চুপ করে আছ যে বড়। এ কি আমাদের বঞ্চনা করা হচ্ছে না ?
সে-যে তোমাদের গোচরীভূত হয়েছে সে তো অকাটা সত্য, নতুবা যে স্তম্ভ বলবান আনন্দেই উদয় হয়, তা
তোমাদের অঙ্গে দেখা যাচ্ছে কি করে ?’

১৫। এইরূপ বলবার পর—‘অহো নিরন্তর কৃষ্ণ ধ্যানের একতানতা হেতু বিনম্র মনোভাবে বহি-
ব্যাপারের অধীনতা স্বীকার পূর্বক আমাদের নিবেদন এরা শুবল না। অতএব অন্ত্র গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি’,
এ বলে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে—‘হে নাগকেশর-রসাল-শাল দেবদারু-পুন্নাগ চম্পক! পুণ্যাত্মা তোমরা কি

চিত্তং যোহিপজহার নো ন ন ন নেত্যাধূয়মানৈর্দলৈ-

র্মা মিথ্যা গদথান্যাথা কথময়ং রোমোদগমো বঃ স্থিরঃ ॥

১৬। ইত্যালপ্য তদ্ব্রতমনালাভ্য পুনরুচিরে,—‘অহো অমী তদগণা এব তেনৈব দারুণতয়া ন প্রতি-
বচনং রচয়ন্তি, ভবতু পুনরন্যাতো গতা প্রষ্টব্যম্’ ইতি তথা কৃতা পুরতন্তুমালমালোকা তথা পপ্রচ্ছুঃ—

‘হংহো তমাল তব বর্ণস্বহং স কৃষ্ণঃ, সত্যং বভূব বিষয়স্তব মান্যৈথৈতং ।

শ্লিষ্টোহসি তেন যদয়ং স্বচি তে বিসর্পী, লীড়ো মধুভ্রতগণেন তদীয়গন্ধঃ ॥

১৭। তদালিঙ্গনেনাপহ্নতবেদনো বেদ নো নায়াং নিবেদিতম্, তং কিময়মনুযোজ্যঃ, তদন্যতো গতা
পৃচ্ছামঃ’ ইতি পুরতন্তুলসীমালোক্য—

কল্যাণি পাণিকমলং কমলেক্ষণেন, নাস্তুং হুয়ি প্রণয়ি-নীতিরসাদবশম্ ।

ধন্যাসি হে তুলসি তে তুলনা ক লোকে, তন্নঃ সমাদিশ স তে দয়িতঃ ক লভ্যঃ ॥

১৮। ‘নিজদয়িতঃ কথং বো বিজ্ঞাপনীয়ঃ’ ইতি সাপত্ন্যবিদোষো বিদোষো নাস্তি ভবত্যঃ ॥

১৬। তেন সখ্যেন হেতুনেত্যাঃ; শ্লেষেন লিঙ্গমাছঃ—তদীয়গন্ধস্বচি তে বিসর্পীতি । নম্রভূতমাত্ম, তদনুপলব্ধা-
দিত্যত আছঃ—লীড় ইতি । অতএব সম্প্রতি স নানুভূয়ত ইতি ভাবঃ ॥

১৭। নোহস্মাকম্, অয়ং ন বেদ ন জ্ঞানতি । কমলেক্ষণেনতি শ্লেষেন অংসৌরভসৌ ভাগ্যাপেক্ষয়া কমলৈহপা-
ক্ষণেন নিরুৎসবনেত্যাঃ । তুলনা উপমা ॥

১৮। সাপত্ন্যরূপো বিশিষ্টা দোষঃ, বিদোষো বিগতভুজায়াঃ; “ভুজাবাহু প্রবেষ্টো দোঃ” ইত্যমরঃ । অগ্রভাগেব
এ-পথে শ্যামকে যেতে দেখেছ ? সে-যে আমাদের চিত্ত চুরি করে নিয়েছে । কি বলছো—‘না-না না-না ।’ পত্রদল
কাঁপিয়ে এমন মিথ্যা কথা বলো না । অন্যথা কি করে তোমাদের দেহে স্থির রোমাঞ্চের উদগম হল ।’

১৬। এরূপ আলাপ করার পর উত্তর না পেয়ে পুনরায় বললেন—‘অহো এরাও যে একই দলের
দেখছি । একই প্রকার নিষ্ঠুরতায় প্রতুত্তর করছে না । যেতে দেও, পুনরায় অগ্র গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি’—
এই বলে অগ্র গিয়ে তমাল দেখে একই ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—

‘হংহো তমাল । বর্ণ সম্বন্ধে তোমার বন্ধু সেই কৃষ্ণ তোমার খাতিরের জন রূপে এখানে দাঁড়িয়েছিল
নিশ্চয়ই । সখ্যতায় তোমাকে আলিঙ্গনও করেছিল মনে হচ্ছে । তাই-না তদীয় অঙ্গগন্ধ তোমার ছালে গড়িয়ে
যাচ্ছিল ভ্রমরগণ চেটে নিয়েছে বলেই-না ইদানীং অহুভূত হচ্ছে না ।

১৭। অহো, তাঁর আলিঙ্গনে অপহ্নত-জ্ঞান এ আমাদের এ নিবেদন জানতে পারছে না, কাজেই
একে অনুযোগ দিয়ে লাভ কি ? অতএব অগ্র গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি’—এই বলে সম্মুখে তুলসীকে দেখে—
‘হে কল্যাণি তুলসি ! কমলনয়ন কৃষ্ণ নায়কনীতিরসের বশে অবশ্য পাণিকমল তোমার উপর স্থাপন করেছে ।
যদি তুমি হে তুলসি, তোমার উপমা ত্রিলোকে কোথায় ? তাই আমাদের উপদেশ কর, তোমার সেই দয়িতকে
কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ?

১৮। নিজ দয়িতের কথা তোমাদিকে কি করে বলা যায় ?’ এরূপ সাপত্ন্যরূপ বিশিষ্ট দোষ ভুজ-

১৯। যতঃ, আকণ্ঠমাচরণসীম বিলম্বমানা, মালাময়েন বপুষা বনমালি-বক্ষঃ ।

ঋ ভূময়ন্ত্যপি বিহারি তথৈব মধ্যে, মালাস্তরং ন পরিপালয়সে রসেন ॥

২০। তস্মাদস্মদ্বিধজনমনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদিসারং

হারং হারং স তব দয়িতো বজ্রনানেন যাতঃ ।

ঈর্ষ্যাহানেঃ সহজকরণা ঋ তমাখ্যাতুমর্হা

স্বপ্রাণৈর্ষং স্তুহদিহ স্তুহং প্রাণরক্ষাং বিধত্তে ॥

২১। তথৈব তস্মা অপ্যুক্তঃমনাকর্ণ্য 'অহো এষাপি তদগতমানসা গতমানসারৈব স্পর্শানস্তরং তদ্বি-
রহে, তৎ কিমস্তাঃ পৃচ্ছয়া, নহি স্বয়মুক্তপ্তাঃ পরং শীতলয়িতুমর্হন্তি তদন্ততো গচ্ছামঃ' ইতি তথা কৃত্বা পুরো
মালতীমালোক্য পপ্রচ্ছঃ ॥

২২। 'আলি মালতি স্যাকিং বনমালী, নালিগিজ ভবতীং নয়নেন ।

অন্তথা কুসুমহাসবিলাসৈঃ, কিং প্রকাশয়সি মানসগবর্ম ॥

ভুজাভ্যামাবৃত্য ন তিষ্ঠসীতার্থঃ ॥

১৯। ন পরিপালয়সে? অপি তু পালয়সে এব। সৌভাগ্যেন কাপি স্বতুল্যাতায়। অনুপলভ্যাদহস্যানুদয়াদিত্তি ভাবঃ ॥

২০। যদ্ব্যস্ত্যং স্তুহং, স্বপ্রাণৈরপি কিং পুনর্ধাচেতি ভাবঃ ॥

২১। স্পর্শানস্তরং তস্য বিরহে সতি গতমানসারা নষ্টবুদ্ধিবলৈতার্থঃ ॥

লতাহীনা তোমাদের নেই ।

১৯। যেহেতু মালাময়ী অঙ্গলতার দ্বারা কণ্ঠ থেকে চরণসীমা পর্যন্ত বিলম্বমানা হয়ে বনমালীর
বক্ষদেশকে তুমি ভূষিত করেও তোমার মধ্যে বিলাসিনী অগ্র মালাকে তুমি রম্যে সহিত কি পরিপালন কর
না? নিশ্চয় কর ।

২০। অতএব মদ্বিধজনের মনপ্রাণবুদ্ধি আদির শ্রেষ্ঠাংশ হরণ করতে কহিতে এই পথে চলে যাওয়া
তোমার সেই দয়িতের কথা ঈর্ষার অবিজ্ঞানতা হেতু সহজ কারুণিক তুমিই বলবার যাগ্যা। এ জগতে সৌহা-
র্দের ধর্মই হল, নিজের প্রাণের দ্বারা বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করা ।”

২১। পূর্বের মতোই এরও উত্তর না পেয়ে—‘অহো এ ও দেখছি তার ছোঁয়া পাওয়ার পর বিরহ-
দশায় পড়ে উদগত মানসা ও বুদ্ধি-বল হীনা হয়ে পড়েছে, তাই একে জিজ্ঞাসা করে কি হবে? নিজেই যে
উত্তপ্ত হয়ে আছে সে পরকে শীতল করতে সার্থক হয় না। অতএব অগ্রত্বে যাই চল।’ এই বলে অগ্রত্বে গিয়ে
সম্মুখে মালতীলতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

২২। ‘হে সখি মালতি! বনমালী কি তোমাদের নয়নে দ্বারা আলিঙ্গন করে নি? নিশ্চয় করেছে। অগ্রত্বে
কুসুমরূপ হাস্যবিলাসে কেন মনের গর্ব প্রকাশ করছ?



২৩। মল্লিকে সখি ন গোপয় দৃষ্টো, গোপরাজ তনয়ঃ স ভবত্যা ।

চঞ্চরীক-নিকরচ্ছলতো যৎ তন্তনুচ্চিমচ্চুরচ্ছৈঃ ॥

২৪। জাতি জাতি-সরলাসি সখি স্বং, নাতিবঞ্চয় স চঞ্চলচেতাঃ ।

স্বং নঐথরলিখদেব যতন্তে, লোহিতত্মগমগমুকুলানি ॥

২৫। যুথিকে কিময়ি রোদিষি যুথী-, ভূতভৃঙ্গনিন্দেন নিকামম্ ।

পশুতোহর ইবৈষ মনন্তে, মাদৃশামিব দৃশৈব জহার ॥

২৬। ইত্যেবমেতা অপি পৃচ্ছন্ত্যো যদি নোত্তরং লেভিরে, তদাত্ততো গত্বাহগত্বাশঙ্ক্যং দূরীকৃত্য কৃত্য-
মাত্রানভিজ্ঞাঃ পুনরত্মানবনিরুহানুচুঃ,—

‘কুরু কুরুবক রক্তাশোক শোকক্ষয়ং নঃ. কথং কথং কৃষ্ণো বত্সনা কেন যাতঃ ।

অহহ স ইহ দৃষ্টো নেতি মা জগ্নতাহস্র, প্রখরনখরলুং পল্লবোহমুং ব্যনক্তি ॥’

২২। কিং নালিলিঙ্গ ? অপি হালিলিঙ্গৈব । বনমালীতি বনমালারচনার্থমপীতি ভাবঃ ॥

২৩। তত্ততরমপ্রাপ্য তরলেয়ং গর্ববতী নাম্বান্ গণরতীতি তৎপ্রতিবাসিনীর্মল্লিকায়া অপি তত্রৈব হিবা পৃচ্ছতি
—মল্লিকে ইতি । ভবতী অচুরং, অস্বমনশোরত্মাপি তত্বকাস্তি চোরিতবতী ॥

২৪। চোরত্মাপি চোরী শঠোপধি শাঠ্যবিধারিনীং জুরচিত্ততরৈব নাম্বান্ বজীতি সরলাং পৃচ্ছামেত্যাঃ—
জাতীতি । চঞ্চলচেতা ইতি ভবত্যাঃ স্তনগতং নখরক্ষতচিহ্নমাং লক্ষ্যতে, ন তু সংগ্রহযোগাদিকমিতি ভাবঃ ॥

২৫। ইয়মপ্রাপ্তসম্পূর্ণসন্তোষা কামপীড়িতবাস্তে, কিমুত্তরং দাশ্ততীত্যাত্তোহবলোক্যাঃ—যুথিকে ইতি । দৃশৈব
দৃষ্টমাত্রেনৈবেতি । অহো অমম্বত্বল্যব্যাসনৈব হারিতমানসা কথং প্রতিবক্ষ্যসীতি ভাবঃ ॥

২৬। অগত্বাশঙ্কামিতি, অগাঃ স্বাবরা অমী প্রটুমযোগ্যা ইতি তথাভূতত্বাশঙ্কাম্ । তত্র হেতুঃ—কৃত্যমাত্রেনিতি ।

২৩। হে সখি মল্লিকে ! গোপন করো না । সেই গোপরাজ তনয়কে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ ।
কারণ ভ্রমর নিকরচ্ছলে তোমরা সেই তম্বুর শ্রামকাস্তি নিপুণ ভাবে চুরি করে নিয়েছ ।

২৪। হে সখি জাতি । তুমি জাতিগত ভাবেই সরলা, আমাদের অঘথা বঞ্চনা করো না । সেই চঞ্চল
চিত্ত শ্রাম মনে হচ্ছে, তোমার অঙ্গে নখের দ্বারা ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে, যেহেতু তোমার পুষ্পকুঁড়িগুলি রক্তবর্ণ
ধারণ করেছে ।

২৫। অয়ি যুথিকে । ঝাঁকবদ্ধ ভ্রমরের ঝঙ্কারচ্ছলে কাঁদছ কেন ? দৃষ্টিচোরার মতো কৃষ্ণ কি তোমার
মন দৃষ্টিমাত্রেরই চুরি করে নিয়েছে, ঠিক আমাদের বেলায় যা করেছিল ?

২৬। এইরূপে এই লতাদের জিজ্ঞাসা করেও যদি উত্তর পেলেন না, তখন অত্ন দিকে গিয়ে ‘স্বাবর
জাতি বলে-এঁরা জিজ্ঞাসার অযোগ্য’ এরূপ আশঙ্কা ছেড়ে দিয়ে বাহ্যিক ব্যাপারে একেবারে জ্ঞানহীনা সেই
গোপীগণ পুনরায় অত্ন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন --

‘হে কুরুবক । হে রক্ত অশোক । তোমরা আমাদের শোক নাশ কর । বল বল কোন্ পথে কৃষ্ণ গিয়েছে ।
‘অহহ সে তো এ পথে যায় নি’ এরূপ কথা বল না । তার প্রখর নখরে ক্রটিত পল্লব তাঁরউ পশ্ছিতি বলে দিচ্ছে’

২৭। অত্নতোহবলোকা কথয়ামাসুঃ,—

‘হে কোবিদার নহু কোবিদ এব কৃষ্ণ-সন্দর্শনশ্চ স ভবান্ কথয় ক্ব যাতঃ ।
যদর্শনেন হৃদয়াঙ্কুরতঃ স রাগো, নিজ্জম্য শোণকুসুমচ্ছলতো বিভাতি ॥’

২৮। পুনরত্নতো গতা পপ্রচ্ছুঃ,—

‘অয়ি পনস ন সঙ্কমো বিধেয়ঃ, কথয় হরিঃ ক্ব গতোহস্মদাশ্চোরঃ ।
অহহ যদবলোকহর্ষতস্ত্বং, পৃথুতরকটকিতৈঃ ফলৈর্বিভাসি ॥
অয়ি সুভগমহানুভাব জম্বু-তরুণবর দুনমদর্শি স ত্বয়ৈব ।
যদবয়বরুচ্যাং সুচারুচারৈঃ, রলিমলিনানি ফলানি তে বভূবুঃ ॥’

৩০। পুনঃ কিয়দদূরং গতা প্রপ্রচ্ছুঃ,—

‘ধন্যাসি হে সখি বিলাসিনি বিশ্বনাথে, শ্লাঘ্যং বপুঃ কিমপি কণ্টকিতং বিভর্ষি ।
কাস্তাপয়োধরধিয়া তব সংফলেহস্মিন্, যৎ পাণিপঙ্কজমধাদ্গতশঙ্কমেবঃ ॥

২৭। তস্যোরপ্যন্তরমপ্রাপ্য এতৌ রাজস-তামসম্ভাবতয়া স্তবাকর্ণৌ তীক্ষ্ণৌ মুঢ়ৌ চ, ভদেতৌ বিহার্য সাত্বিকং কোবিদং সৌম্যং চাষেধয়াম ইতি—অত্নত ইত্যাদি। কোবিদারঃ কাক্ষনারভেদঃ, কোইলা চ প্রসিদ্ধঃ; স্লেষণে কোবিদ-শাসাবরোহতীক্ষ্ণশ্চেতি হে তথাভূত। “রঃ স্মৃতঃ পাবকে তীক্ষ্ণে” ইতি মেদিনী। স প্রসিদ্ধৌ রাগোহমুরাগঃ; শোণো ম্লানঃ ॥

২৮। অহো মহত্তমোহসৌ সমাধিলয়ো ন বিক্ষেপয়িতুং যোগ্য ইত্যলকোত্তরা এব ততো নিশ্চক্রমুরিত্যাহ—পুনরিত্যাদি। হে পনস কণ্টকিকল ॥

২৯। নিজস্বকলপরিপাকেন কৃতার্থশাস্ত্রকামশাস্ত্র কিমস্মদপেক্ষয়া, ইতি ততোহপ্যালকোত্তরা নির্গত্যা পপ্রচ্ছুঃ—অয়ি শুভগেতি। সুচারু বখা শ্রুতবা, চারৈঃ সংক্রমৈরলিমপি মলিনয়ন্তি, অতিশ্রামানীত্যর্থঃ ॥

৩০। অসৌ কলেষু তদ্বর্ণধারী হৃদয়েহপি নুনং তদ্বাক্ষণত্যাধর্মাক্রান্তো ভবতি, যদস্মান্ ন প্রতিবজীতি ততোহপি

২৭। অত্ন দিকে তাকিয়ে বললেন—

‘হে কোবিদার। কৃষ্ণ সন্দর্শন বিষয়ে যাকে বলে পণ্ডিত, তুমি তো তাই। বল বল কৃষ্ণ কোন্ পথে গেল, যার দর্শনে তোমার চিত্তজাত অমুরাগ বাইরে এসে রক্তকুসুমচ্ছলে জ্বল জ্বল করছে।’

২৮। পুনরায় অত্নত্র গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

‘অয়ি পনস। ভয় কর না, বল আশ্চর্যের হরি আমাদের ছেড়ে কোথায় গেল—অহহ যার অবলোকন জনিত হর্ষে তুমি অতি জ্বল কণ্টকিত ফলে শোভিত হয়ে উঠেছ।’

২৯। অয়ি সৌভাগ্যবান্ মহানুভব জম্বু তরুণবর। তুমিই তাঁকে নিশ্চয় দেখেছ। কেন-কি তাঁর সুচারু দেহকান্তি-সঞ্চারে তোমার ফল হয়ে উঠেছে ভ্রমর-কাল।’

৩০। পুনরায় কিছুদূরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

‘হে সখি বিলাসিনী বিশ্বনাথে। তুমিই ধন্য, কেন না প্রশংসনীয় রোমাঞ্চিত কোনও অনির্বচনীয়

୩୧ । ଅଗ୍ନି ବକୁଳ ନିରାକୂଳଜ୍ଵଳେନା, ହରିବଦନେନ୍ଦୁବିଲୋକନେନ ଜାତ: ।

ଅପି ତଳପତିତୈସ୍ତବ ପ୍ରସ୍ତୁନେ-ରତିକୁତୁକୀ ସ ବିନିର୍ମିମାୟ ମାଳାମ୍ ॥’

୩୨ । ପୁନରନ୍ତତୋ ଗନ୍ଧା—

‘ଅଭିନବଯୁକ୍ତାଗ୍ରଭଙ୍ଗରଜେ, ପରିଚିତ-ତମ୍ବୁରବିମର୍ଷହର୍ଷାଂ ।

ତବ ସଖି ସହକାର-ଶାଖିଶାଖେ, ମଧୁମିଷତୋହଞ୍ଚନିପାତ, ଏଷ ଯୋଗାଃ ॥’

୩୩ । ପୁନରନ୍ତତୋ ଗନ୍ଧା—

‘ଅଗ୍ନି ନୀପ ହରିବନେନ ଗଚ୍ଛ, ଯନ୍ତୁକ୍ତଂ ତବ ଯୁଗ୍ମମାଳୟେ ।

କୁସୁମଂ ତବ କନ୍ଦୁକାୟ ଚିହ୍ନ-ରାପି ଶାଖାମନ୍ତୁରୀୟତେହିଧିରୁଢ଼ଃ ॥

୩୪ । ଅପି ଚ— ଯଦିତଃ ପତିତାନି ପଲ୍ଲବାନି ପ୍ରଲୁଣ୍ଠିତୀଃ କିୟନ୍ତି କୋରକାଞ୍ଚି ।

ଭ୍ରମରାଞ୍ଚ ତମହସ୍ତର୍ଭବନ୍ତଃ, ବତ ସନ୍ତାପ୍ୟା ତଦୀୟଗନ୍ଧଲୁକ୍ତାଃ ॥

ନିରଞ୍ଚିତ ଆହଃ—ପୁନରିତି ॥

୩୧ । ଯେମନ୍ତବ୍ରତକଳହନ୍ତା ସମ୍ବ୍ରତନ୍ତନୀୟମ୍ନାନ୍ ସ୍ପର୍ଧମାନେବ ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧି, ତଦଳମେତୟେତି, ତତୋଽପି ନିର୍ଜଞ୍ଜୁ-
ରିତ୍ୟାହଃ—ଅଗ୍ନି ବକୁଳେତି ॥

୩୨ । ଅଗ୍ନିମତିକଟିନୋ ରତିଶୃଙ୍ଗଦର୍ଶନେଽପି ନିର୍ବିକାରୋ ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧି, ତଦଳମେନେତି ତତୋଽପି ନିର୍ଜଞ୍ଜୁରିତ୍ୟାହଃ—
ପୁନରିତି । ଅଭିନବେତି କୁଚାଗ୍ରେ ନିଷାଦାତୋ ବ୍ୟାପଦିଷ୍ଠଃ ॥

୩୩ । ‘ୟମନ୍ତୁଲ୍ୟାବ୍ୟାସନା ଯୋଦିତ୍ୟେବ, ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧନେ ସାବକାଶା’ ଇତି ତାମପୁଲ୍ଲବ୍ୟ ଜଞ୍ଜୁଃ । ଅଗ୍ନିତି ଚିହ୍ନ-
ବଚେତୁଃ ତବ ଶାଖାମଧିରୁଢ଼ ଇତ୍ୟନ୍ତରୀୟତେ ॥

୩୪ । ଭବନ୍ତଃ ସନ୍ତାପ୍ୟା ତମେବାହସ୍ତରୁଜଞ୍ଜୁଃ ॥

ତନ୍ତୁ ଧାରଣ କରେ, ଯେହେତୁ ହରି କାନ୍ତାପୟୋଧର ବୃଦ୍ଧିତେ ତୋମାର ଏ-ହୁନ୍ଦର ଫଳେର ଉପର ପାଣିପଞ୍ଜର ଧାରଣ କରେ
ଗତଶକ୍ତ ଭାବେ ।

୩୧ । ଅଗ୍ନି ବକୁଳ । ହରିବଦନେନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନଜନିତ ନିରାକୂଳତାୟ ତୁମି ଅନନ୍ତ, କେନ-ନା ତୋମାର ତଳେ ପତିତ
କୁସୁମେ ଅତିକୁତୁକୀ ସେହି କୁଞ୍ଜ ଅତି ନିପୁଣତାୟ ମାଳା ଗେଁଥେଛି ।’

୩୨ । ପୁନରାୟ ଅନ୍ତ ଦିକେ ଗିୟେ—

‘ହେ ସଖି ଆନ୍ତ୍ରବନ୍ଧୁ ଶାଖେ । ଅଭିନବ ଯୁକ୍ତଲେଖ ଗାଗ୍ରଭଙ୍ଗେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ତୌର ନନ୍ଦର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ପେରେ
ହର୍ଷବଶେ ମଧୁଚ୍ଛଳେ ତୋମାର ଏ-ଅଞ୍ଚନିପାତ ଉଚିତହି ବଟେ ।’

୩୩ । ପୁନରାୟ ଅନ୍ତ ଦିକେ ଗିୟେ—

‘ଅଗ୍ନି କଦମ୍ବ ! ମନେ ହେଛି ହରି ବନେ ଶାଞ୍ଜୟର ସମୟ ବିହାର ଅନୁକୂଳ ତୋମାର ଯୁଗ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଦାଢ଼ିୟେ-
ହୁଁ ଏବଂ କନ୍ଦୁକ ବାନାବାର ଜନ୍ତୁ ତୋମାର ପୁଷ୍ପ ଚୟନ କରତେ କରତେ ଶାଖାୟ ଚଢ଼ିଥିଲ ।

୩୪ । ଆରମ୍ଭ, ଯେହେତୁ ତୋମାର ନାଚେ ମାଟିତେ କତ କତ ପଲ୍ଲବ ପଡ଼ି ଆଛି, କତ କତ କୁଣ୍ଡି ଲୋଟାଛି,
ଆର ତଦୀୟ ଅଙ୍ଗଗନ୍ଧଲୁକ୍ତ ଭ୍ରମରଓ ହାୟ ହାୟ ତୋମାକେ ତ୍ୟାଗ କରେ ତୌର ପିଛନେ ପିଛନେ ଚଳେ ଗିୟେଛି ।

৩৫। তত্ত্বমেব তত্ত্বমেবমুদ্दिश, क गङ्गाह गङ्गादृशवङ्कुरसौरभो वङ्कुरसौ रभ्यः' इति ॥

৩৬। পুনঃ কিয়দূরমুপস্থতা —

‘অপি বত যমুনাতটানিবাসা, স্তপ ইব কৃষ্ণপরাং পরং চরন্তঃ ।

নিরুপধি পরতঃখদহমানাঃ, কথয়ত ভুমিরুহো হরিঃ ক যাতঃ ॥’

৩৭। পুনরপি কিয়দূরং গঙ্গা—

‘অয়ি বিপিনলতাঃ ক তাবদেবং, সুকৃতমভূদিহ বো যদিথ্যমেনম্ ।

মদয়থ ফলভারভুগল্পদেহা, ইব নবযৌবনসারমর্পয়ন্ত্যঃ ॥’

৩৮। পুনরন্ততো গঙ্গা—

‘অয়ি সহচরি কৃষ্ণসারনারি, প্রকটমকারি যশো দৃশোর্ববত্যা ।

কৃতসুকৃতশতানুসারি হারি, প্রসভমহারি হরের্মনো যদাভ্যাম্ ॥

৩৫। এবং তৎ তত্ত্বমেব উদ্दिश। কিং তৎ ? ক গঙ্গাসৌ বঙ্কুরভ্যঃ ? ইত্যাহঃ—হে অগতি । গমনং বিনৈব ইত এব তদ্दिशং কথয়েতি ভাবঃ । গঙ্গাশানাং বঙ্কুরঃ ॥

৩৬। ক্রটিতপল্লবপুষ্পচিবন্তং যমুনাতীরস্থ পহ্লানময়ং দর্শয়তোব, কেবলং তচ্ছঙ্করৈব স্পষ্টং মুখেন ন বক্তীতি তেনৈব পথ্য যথুরিত্যাহঃ—পুনঃ কিয়দ্রিতি ॥

৩৭। ততোঃলক্কোত্তরাস্তীর্থবাসিনস্তপস্বিনঃ পুরুষাঃ প্রায়ঃ কঠোরা এব ভবন্তীতি স্বভাবকোমলাঃ স্ত্রিয়ন্ত তথাভূতা ন নুনং ভবিষ্যন্তীত্যভিপ্রায়েণাহঃ—অয়ি বিপিনেতি । এনং শ্রীকৃষ্ণম্ ॥

৩৮। এতাঃ কিল তৎসধর্মণ্য এবোত্যলমেতাভিরিতি স্থিরজাতয়ো ন বিশস্তনীয়া ইতি চরজাতিং প্রাপ্তমুপচক্রম্ । রিত্যাহঃ—পুনরিতি । কৃতং সুকৃতশতং যৈস্তাননুসর্তুং শীলং বস্ত তৎ, হারি সম্মোহনং মনোহরং হরের্মনোহহারি হ্রতম্ ॥

৩৫। তাই বলছি, বলা কোথায় গেলে তাদৃশ মনোজ্ঞ সুগন্ধী সেই বন্ধু পাব । সে সন্ধান হে অগ ! চলতে না পারলেও এখান থেকেই তুমি উপদেশ কর ।’

৩৬। পুনরায় কিছুদূর গিয়ে—

‘হায় যমুনাতটনিবাসী-নিঃস্বার্থভাবে পরতঃখে দহমান-কৃষ্ণনিষ্ঠ তপে যেন মগ্ন বৃক্ষ সকল । বলতো হরি গেল কোথায় ?’

৩৭। পুনরায় আবার কিছুদূর গিয়ে—

‘অয়ি ফলভারে ভুগদেহা বিপিনলতা । কোথায় তোমাদের এই প্রকার ভারী সুকৃতি হল, যার ফলে প্রিয়তমকে নবযৌবনশ্রেষ্ঠ যেন সমর্পণ করতে করতে এ-প্রকার আনন্দ দান করছ ।’

৩৮। পুনরায় অস্ত্র গিয়ে—

‘অয়ি সহচরি কৃষ্ণসার যুগের নারি ! নয়নের দ্বারা তোমাদের যশ প্রখ্যাপিত হচ্ছে, যেহেতু সুকৃতি-শতসম্পন্ন জনের অনুসরণশীল ও মনোহর কৃষ্ণমন নিজের শক্তিতে হরণ করে নিয়েছ তোমরা ।

৬৯। অপি চ— তদতনুতনুরূপমাধুরীভিঃ, নর্যনমস্পরি ন পুরিতং মনস্তে ।

অয়ি ধৃতিমধুনাপি সন্ধুনানা, তদনুবিচিন্তনচিন্তয়া ন শেষে ॥

৪০। তৎ পৃচ্ছামঃ,—‘সখি ! দত্তশপথাঃ পথা কেন গতৌ নগতোষকারী করম্পর্শেন মদ্বিধচিত্তহারী হা রীত্যা দারুণয়া তব দর্শনং করুণয়ারুণয়া চ দৃগন্তুলন্যা কুবর্ন সহজসৌহৃদয়া স্তদয়ালুতয়া তমাখ্যাহি, মা বঞ্চয় ॥’

৪১। ইত্যুক্তে দৈবতস্তস্ত্রামশঙ্ক মন্দমন্দমগ্রতোহগ্রতো গচ্ছন্ত্যাং পুনরতোহ্মমূঃ,—‘হংহো—সহচর্যাঃ ! ইয়মেব দয়াবতী যাবতীনাং তরু-লতা-মৃগজাতীনাং জাতীনাং বনে যাত্তী দর্শয়ন্তীব কৃষ্ণবস্ত্র কৃষ্ণবস্ত্রতোহপি দাহ-করং সংজ্বরং নঃ শময়তীব’ ইতি তদনুপদং গচ্ছন্ত্যা দৈবতঃ পুনরপি কিয়দদূরং গতা কচন স্থিতবত্যাং তস্ত্যাং পুন-রাশঙ্কমানাঃ ‘অয়ে ইহৈব তেন স্তভগন্তাবুকেন স্থীয়তে যদিয়মত্রৈব স্থিতা, তদিহৈব বিচারয়ামঃ । যদিদং নিবিড়ত-রানোকহগহনং গহনং তন্নিপুণমবধাতব্যম্ ॥’

৩৯। সন্ধুনানা ধৃতিং ভ্যজন্তীত্যর্থঃ ॥

৪০। করম্পর্শেন নগানাং বৃক্ষাণাং তোষকারী, তব দর্শনঞ্চ করুণয়া দৃগন্তুলন্যা কুবর্মেবং হাবরজঙ্গমানাং স্তব-দায়কোহপি কেবলমস্মাকমেব দৃঃখদায়ীত্যাহঃ—হা ইতি বেদে । দারুণয়া রীত্যা চিত্তহারী সহজং সৌহৃদং যাতি প্রাপ্নো-তীতি সা তথা ॥

৪১। জাতীনাং মালতীনাং বনে যাত্তী কৃষ্ণবস্ত্রতোহপি বহ্নিতোহপি । ভাবুকেন ক্ষেমণ, নিঃশঙ্কতরৈবেত্যর্থঃ । নিবিড়তরৈরনোকহৈব বৃক্ষগহনং হ্রগমঃ ‘গহনং হ্রগকাননয়োরপি’ ইতি মেদিনী ॥

৩৯। আরও, তাঁর দেহের উচ্ছলিত রূপমাধুরীতে তোমার নয়ন ভরলেও গন কিন্তু ভরে নি । তাই তৌ অয়ি অধুনাও ধৈর্যহারী অবস্থায় নিরন্তর তাঁর স্মরণ-উদ্বেগে শয়ন কর নি ।’

৪০। তাই জিজ্ঞাসা করছি—‘হে সখি ! করম্পর্শে তরুগণের সস্তোষকারী, দারুণ রীতিতে হায় মদ্বিধজনের চিত্তহারী সেই প্রিয়তম করুণাপূর্ণ অরুণ অপাঙ্গ শোভায় তোমাকে দর্শন করতে করতে কোন্ পথে গেল—সহজ সৌহার্দপূর্ণ উদারতায় তা বলহে বল । দোহাই তোমার আমাদের বঞ্চনা কর না ।’

৪১। একরূপ বললে দৈববশতঃ সেই হরিণী নির্ভয়ে ধীরে ধীরে আগে আগে চলতে থাকলে পুনরায় পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন—

‘হংহো সখিগণ ! যাবতীয় তরুলতা মৃগজাতীর মধ্যে এ-ই একমাত্র দয়াবতী । এ যেন কৃষ্ণের গমনপথ দেখিয়ে দেখিয়ে বনপথে চলছে, অগ্নির থেকেও দাহকরী আমাদের প্রবল তাপ যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে’ এ বলে ঐ হরিণীর পিছে পিছে চলতে চলতে পুনরায় কিছুদূর গিয়ে দৈববশতঃ কোথাও সে দাঁড়িয়ে পড়লে পুনরায় আশঙ্কাবিহীত হয়ে তাঁরা বললেন—‘অয়ে যদি এ এখানেই দাঁড়িয়ে গেল, তাতেই মনে হচ্ছে সেই পরম সুন্দর নিঃশঙ্কভাবে এখানেই রয়েছে । কাজেই এখানেই থোঁজ করে দেখি । যেহেতু এ-বন বৃক্ষের দ্বারা হ্রগম তাই হ্রগ তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে ।

৪২। ইতি সমস্ততো বিচারয়ন্ত্যঃ কোকিলমেকমালোক্য কিঞ্চিদুচ্যঃ,—

‘অভবদবকলয্য কাকলৌ তে, স্বয়ি কিল কোকিল তস্মৈ দৃষ্টিপাতঃ ।

নিখিলজনমনোহরঃ স্বরন্তে, ভবতি তদীয়কলস্বরানুকারী ॥

৪৩। অপি চ—শ্যামোহসি শোণনয়নোহসি বনপ্রিয়োহসি, স্তম্ভিগ্ধবাগসি রসালসলালসোহসি ।

একাস্ততো বিরহিণীজনহুঃখদোহসি, জাতৈ্যব তেন সহ তে নিবিড়ৈব মৈত্রী ॥

৪৪। তেন জানন্নপি ভবান্ন তং কথয়িত্বাতি’ ইতি তং বিহারান্ততো গচ্ছন্ত্যঃ পুরতো মরালীমরালী-
ভুতগমনাং কাঞ্চিদালোক্য সহর্ষমাহুঃ,—

‘এহেহি হসি সখি শংস পতঙ্গপুত্র্যা, কিং প্রেযিত্বাসি পুরুষংসলয়া ত্বমত্র ।

আং তত্তটমনু স বর্তত এব তস্মা-দস্মান্ নিনায়য়িসুরাস্ত দিদেশ সা ত্বাম্ ॥

৪৫। তদাদিশ দিশমালি ! বনমালিবনকারিণীভিরস্মাভির্ষয়া গন্তব্যম্’ ইতি পুনর্নিবৃত্ত্য গচ্ছন্ত্যঃ
ভামনুগচ্ছন্ত্যঃ কিয়দদূরে বামতশ্চক্রবাকীমবলোক্য—

‘হে চক্রবাকি দয়িতস্ম বিয়োগহুঃখং, যং বীক্ষ্য বীক্ষ্য ভবতী মনসো নিরাস ।

তং নো দিদর্শয়িসুরেতি জ্বালুপেতা, নিহেতুর্সেহুদজ্জ্বাময়মেব মার্গঃ ॥’

৪২। অবকলয্য অনুভূয় ॥

৪৩। রসালে আত্রে সলালসো লালসাবান্; পক্ষে, রসে অলসা ব্যাপাররহিতা লালসা যন্ত সঃ । অরসিকো
রুক্ষ ইত্যর্থঃ । সাহ্যোক্তিরিয়ম্ । যদা, রসে বিষয়ে অলসা নিস্পন্দা মগ্নেত্যর্থঃ ॥

৪৪। অরালীভুতং কুটিলীভুতম্ । শংস কথয় । তটীমনু তট্যামিত্যর্থঃ । সা হংসপুত্রী । বামিতি তৎপারোক্যার্থ-
মিত্যর্থঃ ॥

৪৫। বননং বাচঞা । যদা দিশা নিবৃত্ত্য গচ্ছন্তীমিতি স্বগমনেনেয়ং দিশং দর্শয়তোবেত্যভিপ্রেতবত্য ইতি ভাবঃ ।

৪২। এ বলে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে এক কোকিল দেখে এরূপ বললেন—‘হে কোকিল !
তোমার কাকলী আশ্বাদন করে তোমাতে তাঁর দৃষ্টিপাত নিশ্চয়ই হয়েছে । কেন-না নিখিলজন মনোহারী তোমার
স্বর তদীয় সুরের অনুকারী ।

৪৩। আরও, তুমি কালো, রক্তচক্ষু, বনপ্রিয়, স্তম্ভিগ্ধকণ্ঠী রসাল তরুতে লালসাবান্, তুমি অব-
ধারিতভাবে বিরহিণীজনের হুঃখদূরকারী—এসব কারণেই স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে তোমার মৈত্রী একান্ত নিবিড় ।

৪৪। আর এই কারণেই জেনেও তুমি তাঁর কথা আমাদের বলে দিচ্ছ না’—এই বলে তাকে ছেড়ে
দিয়ে অল্প দিকে যেয়ে সম্মুখে কোমল মরালগামিনী মরালী দেখে সহর্ষে বললেন—

‘এস এস সখি হংসি ! বল তো, তুমি কি এখানে অতি করুণাপূর্ণা যযুনা দ্বারা প্রেরিতা হয়েছ ?
বুঝছি, তার তটেই প্রিয়তম নিশ্চয়ই অবস্থান করছে, তাই আমাদের নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় শীঘ্র হংসপুত্রী
তোমাকে আদেশ করেছে ।

৪৫। তই বলছি, হে সখি । পক্ষ দেখাও—বনমালী-আকাঙ্ক্ষিনী আমাদের কোন দিকে যেতে হবে ।’

৪৬। ইতি তদভিমুখং গচ্ছন্ত্যঃ পুরতঃ পবনামৌদমাঞ্জীয় 'অয়ে চক্রবাকবধবাগমনকারণসংবাদো জাত
এব, অভ্যর্গ এবাসৌ ভবিষ্যতি নঃ প্রাণাপহারী ॥

৪৭। যতঃ অভ্যস্ত সৌরভরহস্তমমুখ্য কণ্ঠ-খেলাকুতূহলজুষো বনমালিকায়াঃ ।

শ্রীগাগ্রগন্ধসুরভে রচয়ন্নিবান্ধান্, পুষ্পক্লয়ান্ বহতি চন্দনগন্ধবাহঃ ॥

৪৮। অহো তথাপি নিঃসন্দেহং ভ্রমরানিব পৃচ্ছামঃ' ইতি তানাভাষ্য পপ্রচ্ছুঃ,—

‘বিহায় পরিতঃ ক্ষুণ্টিঃ সুরভিগন্ধিপুষ্পাবলী-

বিহায়সি সমীরণাঘ্নিতধিয়া স্বয়া ভ্রম্যতে ।

অয়ি ভ্রমরমণ্ডলি প্রথয় হেতুমস্ত্যুতি তা-

স্তদীয়কলগুঞ্জিতৈঃ স্বগতমর্থমেবাবিদন্ ॥’

৪৯। অথৈবং নিকটস্থমেব তমবগত্য গতানুসারেণ নবযবসাধরশিখরশিবম্পর্শেন মহা মহামুৎপুল-

মনসো দুঃখঃ নিরাস দূরীচকার, উপেত্য নিকটং প্রাপ্য ॥

৪৬। অভ্যর্গে নিকটে ॥

৪৭। বনমালিকায়াঃ সকাশাৎ সৌরভরূপং রহস্তং সুদূরবাগং শাস্ত্রমিবাভ্যস্ত স্ববশীকৃত্য পুষ্পক্লয়ান্ পুষ্পাজীবান-
নপি ভ্রমরান্ধান্ রচয়ন্ স্বগন্ধোন্মতান্ কুর্বন্ বহতি । বনমালিকায়াঃ কণ্ঠভূত্যাঃ ? শ্রীগাগ্রগন্ধে গন্ধেন সুরভেঃ ॥

৪৮। বিহায়সি আকাশে । স্বগতমর্থম্, অত্রৈব কৃষ্ণো বর্ততে, তদঙ্গসৌরভৌৎসুক্যমেব হেতুরিতি ॥

৪৯। নবানামপি যবসানামধরাণি কোমলবাদ্যতীকানি শিখরাণ্যগ্রাণি তেষাং শিবম্পর্শেন মহাঃ পৃথিব্যা

এই বলে পুনরায় ফিরে চলমান। সেই হংসীর পিছে পিছে যেতে যেতে কিছুদূরে বামদিকে এক চক্রবাকী দেখে—

‘হে চক্রবাকি ! তোমার দয়িতের বিয়োগদুঃখ তুমি মন থেকে দূর করেছ, ষাঁকে দেখতে দেখতে, সেই
তাকে আমাদিকে দেখিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় আমাদের নিকটে বেগে এসেছ তো—অহো, নিহেতুক সৌহার্দ
পোষণকারী জনের এই তো রীতি ।’

৪৬। এই বলে তাঁর অভিমুখে যেতে যেতে সম্মুখে বাতাসের সুগন্ধ আভ্রাণ করে—‘অয়ে চক্রবাক্-
বধূর আগমন কারণের বৃত্তান্ত এইবার নিশ্চয় হল । নিকটেই কোথাও আমাদের সেই প্রাণচোরা আছে—

৪৭। যেহেতু, মলয়পবন বইছে, তাঁর কণ্ঠের খেলাকুতূহলী ও গাত্র-গন্ধে সুরভি বনমালার সৌরভ-
রহস্ত স্ববশীভূত করতে করতে এবং ভ্রমর ও মালাধারিকে স্বগন্ধে উন্মত্ত করতে করতে ।

৪৮। অহো যদিও নিঃসন্দেহ, তথাপি ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করি’—এই বলে তাঁকে সম্বোধন করে
জিজ্ঞাসা করলেন—‘অয়ি অলিকুল ! চতুর্দিকে প্রক্ষুণ্টিত রমণীয় গন্ধী পুষ্পাবলী ত্যাগ করে বায়ুর পরোয়া না
করে আকাশে যে ঘুর ঘুর করছে, বলতো এর হেতু কি ?’—এই বলে গোপীগণ ওদের কলগুঞ্জন থেকে নিজের
রাই ভিতরে ভিতরে অর্থবোধ করে নিলেন অর্থাৎ নিকটেই আছেন এরূপ বুঝে নিলেন ।

৪৯। অতঃপর এইরূপে কৃষ্ণকে নিকটে অবস্থিত বলে অবগত হয়ে চলার ভাবানুসারে নবযবের

কতামাশঙ্ক্য পুনস্তমেবার্থং দ্রুচয়ন্ত্যো মহীমেবাহঃ,—

‘অয়ি মহি মহিমা তে হস্ত নাতো মহীয়ান্, যদি পুলকিতাক্ষী কৃষ্ণপাদাজ্জসঙ্গাং ।

কথয় ক ইহ হেতুর্বামনাজ্জি প্রসঙ্গঃ, কিমু কিমুত বরাহস্তাঙ্গসংল্লেশবঙ্গঃ ॥

৫০ । কিঞ্চ, অয়ি ধরণি ধিনোতি ধন্ততা তে, চরমচরং চ যদস্ত্য পাদপদ্মে ।

প্রতিপদমভিচূষসি প্রকামং, গতিরপি তেন বতাস্ত্য যদ্বৈব ॥’

৫১ । ইত্যেবং ধরণিমাভাষ্য গচ্ছন্ত্যঃ পুরতশ্চকোরাকারান্ কাংশ্চন ধরণিতলগতান্ বিহগান্ পথি

নিরূপ্য সহর্ষমাহঃ—

‘এতেনৈব পথা জগাম স মনোমাণিক্যহারী হি নঃ

সত্যং যচ্চরণারবিন্দনখরগ্লাবাং স্খাধোরণীঃ ।

পঙক্তীভূয় পিবন্তি হস্ত পরিতো যে পুংশ্চকোরা অমী

তৈরেব প্রতিপাত্তে প্রিহৃতমঃ সোহভ্যর্গবর্ত্তীতি নঃ ॥’

উৎপুলকতামাশঙ্ক্য । কথন্ত্যাম্ ? মহ্যং মহনীয়ামাদরণীয়ামিত্যর্থঃ; কথয় ক ইত্যাদিনা তৌ হেতু ন হস্তে সম্ভবত ইতি
ছোতীতম্ তত্র বামনে স্বামিসম্বন্ধাদাত্তভাবঃ, বরাহে কান্তভাবঃ, তথাপাধুনা তনোর্মহিমৈব মহীয়ানিত্যর্থঃ ॥

৫০ । তে তব ধন্ততা চরমচরং জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ ধিনোতি তয়োবিব পার্শ্ববস্তাং ধন্ততাভিমানপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ ।

অস্য কৃষ্ণস্য ॥

৫১ । অনয়া ধরণ্যা সইব স বর্ত্তত ইতি জানীম এবত্যলং প্রত্যুত্তরাপেক্ষয়েতি পরামমুত্তরিত্যত আহঃ—

ইত্যেবমিতি । চরণারবিন্দয়োর্বধরা এব গ্লাবশ্চক্রান্তেবাঃ স্খাধোরণীরমৃতপ্রবাহান্ । অরবিন্দীয়াশ্চকোরা ইতি ন তে ভং-
প্রাতিকূল্যং কুর্বন্তি, তদুপাসকা ইবেত্যার্চনম্ ॥

নরম ভগার স্পর্শে পৃথিবীর আদরণীয় বিপুল পুলকাবলীর আশঙ্কা করে পুনরায় সেই কথাই দৃঢ় করবার জগু
পৃথিবীকে বললেন—

‘অয়ি পৃথিবীদেবি ! হায় এর থেকে তোমার আর কি মহিমা হতে পারে, যেহেতু কৃষ্ণপাদাজ্জ সঙ্গ
হেতু তুমি পুলকিতাক্ষী হয়ে আছ । এর আর কি হেতু হতে পারে বল ? বামনদেবের চরণের স্পর্শ, কি বরাহ-
দেবের আলিঙ্গনরঙ্গ তো এখানে হেতু হতে পারে না ।

৫০ । আরও, অয়ি ধরণি ! তোমার ধন্ততা স্থাবরজঙ্গমকে কাঁপিয়ে তুলছে—যেহেতু ওঁর পাদ-
পদ্মে তুমি প্রতি পদেপদে যথেষ্ট চুষন করছ । এতে ওঁর গতিও হয়ে পড়েছে মন্দ্র ।’

৫১ । এইরূপে ধরণীকে সম্ভাষণ করত চলতে চলতে সম্মুখে চকোরের আকার কোনও পাখীর ঝাঁক মাটিতে
বসে থাকতে দেখে সহর্ষে বললেন—‘আমাদের মনোমাণিক্যহারী সেই হরি এ-পথেই নিশ্চয় গিয়েছে—যেহেতু
ঐ যে সম্মুখে পুরুষ চকোরগণ দেখা যাচ্ছে, ওরা তাঁর চরণারবিন্দ-নখরচন্দ্রের অমৃত-প্রবাহ হায় হায় লাইন
দিয়ে বসে পান করছে, যার থেকেই প্রমান হচ্ছে আমাদের সেই প্রিয়তম নিকটেই আছে ।’

৫২। এবং প্রশ্নসংশয়নিশ্চয়াদিকায়ামুদ্ভাস্য মধ্যমাবস্থায়াং বিরতায়াং পাকাবস্থোপক্রমে ক্রমেণ সদা সম্ভাবভাববৎহবলেপরহিতে পরহিতে চেতসি চেতসিন্ধে সততক্ষুরণ কারণকাস্তকৃষ্যবিভূতিভূতিবশাং কৃষ্যোহহমিতি মितिগম্যেতর-তাদাত্ম্যতরঙ্গো রঙ্গোৎকরকারী যদি বভূব, তদা তদাবেশাচ্ছূতাবলোকিত-চকিত চমৎকারকারণে ভগবতো লীলানুকারে কা রেজুন'তরাম্ ॥

৫৩। তত্র চ কৃষ্ণলীলা-তাদাত্ম্যং সজাতীয়জাতীয়-সকলসামগ্রীকং সজাতীয়-বিজাতীয়বিশেষণামগ্রী-দ্বয়দ্বয়ং চ ভবতি ॥

৫৪। তত্র সজাতীয়া মনোহুকূলা কূলবধাতিনী নদী কূলমিব ঘনরসা দ্রুতং দ্রুতং করোতি মনঃ, বিজাতীয়া বিরসতাদা তাদাত্ম্যায় ন ঘটতে তত্র মনসোহন্বিগোবশোভাবাং ॥

৫২। যদায়াতং গেহাদিত্যাদিভিরুক্তা তদীয়সন্তোগবিরহয়োবাস্তবত্ব-বাস্তবত্বপরামর্শময়ী উদ্ভাস্য প্রথমাবস্থা, মধ্যমাবস্থা এবং প্রশ্নোত্তানেনোক্তলক্ষণা, পাকাবস্থা চ তাদাত্ম্যময়ী বক্ষ্যমাণা তথাস্তবর্তীতি গজেন প্রথমাবস্থানন্তরং নিদিষ্ট চ জ্ঞেয়া। পাকাবস্থায় উপক্রমে আরম্ভে সতি কৃষ্যোহহমিতি তাদাত্ম্যতরঙ্গো যদি রঙ্গোৎকরকারী তত্তল্লীলাসাক্ষাংকার্যং তদবিরহদুঃখাপলাপাচ্ছ সুখদো যদি বভূব, তদা তদাবেশাদেব লীলানুকারে কা নতরং রেজুঃ ? অপি তু সর্বা এব ইত্যম্বয়ঃ চেতসিন্ধে জ্ঞানসিন্ধে চেতসি সততক্ষুরণমেব কারণং সম্যক্তথাভূতা যা কাস্তস্য কৃষ্ণস্যবিভূতিঃ সৈব ভূতিঃ সম্পত্তি-শুদ্ধশাং কৃষ্যোহহমিত্যতিধনতৃষ্ণাক্রান্ত যথা ধনতাদাত্ম্যং ভবতি, তথা মितिগম্যঃ পরিমেয়তুদিতরোহপরিমেয়তাদাত্ম্যতরঙ্গঃ। সম্ভাবঃ সতী ভাবনা তস্ত ভাবঃ সত্তা বলং যস্ত তস্মিন্ধবলেপরহিতে প্রশঙ্গান্তরালিপ্তে, অতএব পরহিতে। শ্রুতং পুতনা-বধাদেঃ, অবলোকিতং গোবর্ধনধারণাদেহাত্ম্যং চকিতচমৎকারো ব্রহ্মত্বদ্রুতত্বে তয়োঃ কারণে ॥

৫৩। সজাতীয়-জাতীয়া সজাতীয়জাতী ভবা সকলা সামগ্রী যত্র তদযথা বস্ত্রহরণাত্মকরণে, পুতনাবধাত্ম-কারে তু সজাতীয়বিজাতীয়বিশেষরূপং সামগ্রীদ্বয়ং প্রমাণং যস্ত তং। প্রমাণার্থে দ্বয়সজ্ ॥

৫৪। সজাতীয়া সামগ্রী ঘনরসা সান্নিধ্যাদা, দ্রুতং শীঘ্রমেব মনো দ্রুতং দ্রবীভূতং করোতি; পক্ষে, ঘনরসে-

লীলানুকরণঃ

৫২। এইরূপ প্রশ্ন-সংশয়-নিশ্চয়াদি রূপ উদ্ভাসের মধ্যম অবস্থা বিরত হলে পাকাবস্থার উপক্রমে ক্রম অনুসারে সদা সম্মার্গ প্রবর্তনৌ সম্ভাবলে বলীয়ান প্রশঙ্গান্তর-অলিপ্ত, অতএব পরের কল্যাণে রত এবং জ্ঞানসিন্ধু বিশুদ্ধ চিত্তে সতত ক্ষুরণরূপ কারণ থেকে ব্যক্ত হল কৃষ্ণাভির্ভাবসম্পত্তি। আর এর বর্ণবর্তিনী হওয়াতে গোপীগণের 'আমি কৃষ্ণ' এরূপ অপরিমেয় তাদাত্ম্য তরঙ্গ যদি সুখদ হল, তখন তত্তল্লীলা-সাক্ষাৎকার ও তদবিরহ দুঃখদূরীকরণ হেতু ক্রীকৃষ্ণাবেশে পুতনাবধাদি শুনা-লীলা ও গোবর্ধনধারণাদি দেখা-লীলা থেকে ব্রহ্মত্ব ও অদ্ভুততা উদয় হওয়া হেতু কৃষ্ণলীলা অনুকারে কোন্ গোপীর মন-না রঞ্জিত হয়ে উঠল।

৫৩। এই লীলানুকরণ বিষয়ে—বস্ত্রহরণাদি অনুকরণে কৃষ্ণলীলা-তাদাত্ম্য সজাতীয়-জাতীতে উপপন্ন সকল সামগ্রীযুক্ত এবং পুতনাবধাদি অনুকরণে সজাতীয় বিজাতীয়-বিশেষরূপ সামগ্রীদ্বয় প্রমাণবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

৫৪। এই দুই প্রকার সামগ্রীর মধ্যে সজাতীয় সামগ্রী মনের অনুকূল সাদ্র আশ্বাদনযুক্ত হয়ে

৫৫। ইতি প্রাগৃঢ় গুঢ়ভাবয়া সইহব বর্তমানয়ানয়া বিরোধেনাসামানুকূল্যায় লীলাকৈল্যাবল্যাশঙ্কয়া যোগমায়ৈব বিজাতীয়সামগ্রী-পরিগ্রহগ্রহিলতয়া কৃতে স্বীকারে কৃতাং বিজাতীয়জাতীয়সামগ্রীমগ্রীয়াং পুতনা-কৃতিং কৃতিং দৃষ্ট্বা কাচন বালা বালাকারকৃষ্ণায়মানায়মানাবেগজবেন তদক্ষমাকৃষ্ণ স্তনপয়স্তদপাদপারপারবশ্যং গতবতী ॥

৫৬। কৃষ্ণভাবনায়া নায়াসোহত্র লঘুতরোহপি রোপিত আসীৎ, মত্তো স এব তাসাং তথা তথালীলঃ সন্নস্তরং প্রবিবেশ, নৈতত্তাদাত্ম্যামিতি ॥

৫৭। এবং তন্ত্রামেব শকটাকৃতিং কৃতিং কুর্বাণায়ামত্মা কাপি বালকৃষ্ণায়মানা চারুদত্তী রুদতী ক্ষুদ্ৰাধয়েব সলয়কিসলয়কিশোর-সমধুরেণ মধুরেণ চরণতলেন তামেব শকটাকারাং পাতয়ামাস ॥

৫৮। এবঞ্চ— অন্তঃ কৃষ্ণতয়া বহিনির্জনিজাকারেষু তদ্বীহতেঃ
কৃষ্ণঃ সন্নিদি সংবিবেশ স্তদৃশাং সন্নিচ্চ কৃষ্ণেইবিশৎ ।

জলৈরা সমাক্ দ্রুতং গলিতম্, বিজাতীয়া পুতনাদিকা বিরসতাং বৈরশ্যং দদাতীতি সা মনসোহনভিনিবেশেনারোচকত্বাদ-প্রবেশেন হেতুনা আবেশাভাবাৎ ॥

৫৫। প্রাগেবাংসং গোপীনামানুকূল্যায় উচ্যে গুঢ়ভাবো যয়া তয়া, অতএবেদানীং লীলাকৈল্যাস্ত আবল্যং দৌর্বল্যং পুতনাগুস্ত্রাবাদদ্রবৈকল্যমিত্যর্থঃ। তদাশঙ্কয়া বিজাতীয়েতি তর্হ্যহমেব পূজনাঢ্যাকৃতিধারিণী আশ্রমিতি স্বীকারে কৃতে সতি। কৃতিং কৃত্রিমায়মানা রিঙ্গতীত্যর্থঃ। অপাং অপিবদপারং যৎ পারবশ্যং তদতিবালাদিত্তি ভাবঃ ॥

৫৬। কৃষ্ণভাবনায়া আয়াসো যন্তো লঘুতরোহপি স্বল্পোহপি রোপিতো নাসীৎ, কিন্তু স সাহজিক এবত্যর্থঃ ॥

৫৭। তত্রাং যোগমায়ায়াং সলয়েন সনাটোঁন কিসলয়কিশোরেণ পল্লবোত্তমেন সমা ধুস্কংকর্ষভারো যন্ত তেন ॥
থাকে। কূলভাঙ্গা নদী যেমন দ্রুত তট গলিয়ে দেয় তেমনই এ মন দ্রুত গলিয়ে দেয়। বিজাতীয় সামগ্রী বির-সতাদায়ী। তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাতে চেষ্টাধিত হয় না। কারণ অরোচকতার দরুণ এতে মনের প্রবেশ হয় না, তাই আবেশের অভাব থেকে যায়।

৫৫। এ জন্ম পূর্বথেকে গোপীদের আনুকূল্যের জন্ম যোগমায়া গুঢ়ভাবধারণ করত তাঁদের সঙ্গে সঙ্গ্লেই থাকলেন। ইদানীং পুতনাদি বিরুদ্ধভাবের দ্বারা লীলাঙ্গের বৈকল্য হওয়ার আশঙ্কায় নীতি অবিরোধে গোপীদের আনুকূল্যের জন্ম বিজাতীয় সামগ্রী গ্রহণের উৎসুকতা বশতঃ ‘আমিই পুতনাদি আকৃতি-ধারিণী হব’ এরূপ বিচার যদি করে নিলেন যোগমায়া, তখন বাল কৃষ্ণের আচরণকারিণী কোনও গোপী শ্রেষ্ঠ বিজাতীয় জাতীয় সামগ্রীবিশিষ্ট পুতনাকার-যোগমায়াকে কৃত্রিম মায়ের বেশে দেখে তার ক্রোড়ে আরোহণ করে স্তন-দুগ্ধ পান করতে লাগলেন—অপার পারবশ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে।

৫৬। এখানে কৃষ্ণভাবনার যত্ন অতি স্পষ্ট ও রোপিত নয়, কিন্তু সাহজিক। মনে হয় যেন তথা তথা লীলায়িত কৃষ্ণই অন্তরে প্রবেশ করে থাকে—এ তাদাত্ম্য নয়।

৫৭। এইরূপে যোগমায়া শকটের আকার অনুকরণ করে দাঁড়িয়ে গেলে বালকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী কোনও এক চারুদত্তী যেন ক্ষুধায় কাতর হয়ে কঁাদতে কঁাদতে সনাটো পল্লবোত্তম তুল্য অতিশ্রেষ্ঠ মধুর চরণ-

কৃষ্ণোহস্মীতি নিরাকুলশ্রুতিজুযাং তাসামথো শ্রেণয়ঃ

স্বাস্তবর্তিষ্মনা ইব স্থিরতরা বভ্রাজিরে বিদ্যুতঃ ॥

৫৯। কিঞ্চ,

ঘনজ্যোৎস্নাজালাং মুদ্রিপরিশূর্ণাস্তরমিব

প্রমীলদ্রোলম্বং কনকনলিনী মণ্ডলমিব ।

অভূতাসামন্তর্বিহিতহরিতাদাআরভসা-

চ্ছরীরাণাং বৃন্দং দলিত-নবকাশ্মীরজমহঃ ॥

৬০। এবমস্তরস্থেন হরিপ্রতিবিশ্বেন তদভুগত-সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিতয়া 'কৃষ্ণোহহম্' ইতি ভাবপ্রভাব-
প্রহতেন্দ্রিয়া স্বকৌতুকজনয়িতৃণা তৃণাবর্তননেন পূর্ববৃন্দেনাপি প্রথমমিব করিষ্যমাণেনেব সমুদ্রসিতহৃদয়া হৃদয়া-
ভিজ্জয়া তথৈব যোগমায়ায়া অকৃত-তদাকারকল্পনয়া নয়্যাপিহিতৌচিত্যেন তস্মৈ শুভ্রাবমাবোধয়ন্ত্যাব সাজাহু ইব ।

৫৮। সূদৃশাং সংবিদি বুদ্ধৌ কৃষ্ণঃ সমাগ্-বিবেশ, সংবিদপি কৃষ্ণে অবিশং । কৃত এতদবসীয়েত ? ইত্যত আহ

—অন্তঃ অন্তঃকরণত্ব কৃষ্ণতয়া কৃষ্ণাত্মকত্বেন হেতুনা বহির্নিজনিজাকারেণ বা তদ্বীহতি: জীলক্ষণনিজনিজাকারবুদ্ধিনাশ-
ন্ততো হেতো: কৃষ্ণোহস্মীতিপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ । স্বস্যান্তর্বর্তী ঘনো মেঘো ঘাসাং তাং, বিদ্যুত ইব ॥

৫৯। ঘনজ্যোৎস্নেতি মেঘস্যোপরিবিনিবিড়াশ্চন্দ্রিকা ইতি তাসাং বৃদ্ধে: কৃষ্ণাধিকরণকত্বম্, প্রমীলদ্রুতি কমলিনী-
বৃন্দোপরি নিশ্চলা ভূষণ ইতি তস্যাং কৃষ্ণাধেয়কত্বং চোক্তম্ । এবমস্তরসৈব বৈলক্ষণ্যমভূৎ, ন তু শরীরাণামিত্যাহ—
স্মীরশাণামিতি । দলিতেতি পূর্ববদেবেতি ভাবঃ ॥

৬০। করিষ্যমাণেনেব তৃণাবর্তননেন সম্যগুদ্রসিতং হৃদয়ং বস্যাং সাগোপী তথৈব যোগমায়ায়া জহে ইব ।
কথংভূতয়া ? ন কৃত্য তস্য তৃণাবর্তস্যোবাকারকল্পনা যয়া তথাভূতয়াপি তস্মৈ তামুৎসাহয়িতুম্, ওচিত্যেন যোগাতয়া ভূতাবৎ
তৃণাবর্তত্বম্ অসম্যগ্-বোধয়ন্ত্যাব তৃণাবর্তোহহং কংসপ্রেরিতস্বামিতো হরামীতি জাপয়ন্ত্যাবেত্যর্থঃ । মহাবাত্যাক্রপস্য
তলের দ্বারা শঙ্কটাকারকে ভূমিতে উল্টে ফেলে দিলেন ।

৫৮। আরও, সূন্দরীদের বৃত্তিতে কৃষ্ণ সমাক্ প্রবিষ্ট হয়ে গেলেন, আবার কৃষ্ণ তাঁদের বৃত্তি প্রবেশ করে
গেল । এর ফলে অন্তঃকরণের কৃষ্ণাত্মকত্ব হেতু বাইরের নিজ নিজ জীমূর্তিতে জীবৃদ্ধি নাশের পর 'আমি কৃষ্ণ'
এরূপ বৃত্তিপ্রাপ্ত গোপীগণ পরিপূর্ণ কৃষ্ণ স্মৃতিময় হয়ে গেলেন । তাঁরা তখন অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট-মেঘযুক্তা অতি-
স্থিরা বিদ্যাতের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন ।

৫৯। আরও, মেঘে পরিপূর্ণ অন্তঃস্থলবিশিষ্টা নিবিড় জ্যোৎস্নার মতো ও তল্লাগত ভ্রমর সঙ্গত কমল
মণ্ডলের মতো বিলক্ষণতা প্রাপ্ত হয়ে গেল গোপীদের অন্তঃকরণ, হরি-তাদাত্ম্য-বেগ বশতঃ, কিন্তু দেহ তাঁদের
হয়ে গেল দলিত নবকাশ্মীর রজের মতো তেজ বিশিষ্ট ।

৬০। এইরূপে অন্তরস্থ কৃষ্ণপ্রতিবিশ্বের দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি কৃষ্ণানুগত হওয়ার দরুণ আমি কৃষ্ণ,
এরূপ ভাবের প্রভাবে আহত-ইন্দ্রিয়া, নিজ কৌতুক জনয়িত্রী এবং পূর্বের ব্যাপার হলেও এই প্রথমই যেন
করা হচ্ছে এরূপ প্রতীয়মানা তৃণাবর্তনন-লীলাদ্বারা অতি উদ্রাসিত হৃদয়া গোপীগণকে যোগমায়া হরণ করে
নিলেন । এই গোপীর হৃদয়াভিজ্ঞা হলেও যোগমায়া দেবী তৃণাবর্তের আকার কল্পনা করেন নি (কারণ রাগ

সাপি তামসুরোহয়ং তৃণাবর্তো ময়া নাশিত ইতি প্রতিপত্তে অ ॥

- ৬১। কাচিজ্জানুকরোপসর্প বিধিনা কুঞ্জশ্মনীমেখলা
রিস্তন্তী শনকৈর্বিবৃত্তবদনা তন্মাদভীতাননা ।
শঙ্কাপঙ্কিলোচনং ক্ষণমথ স্থিত্বা পুনর্নির্ভয়ং
গচ্ছন্তী শিশুকৃষ্ণকলিগমনং মূর্তং তথৈবাকরোং ॥
- ৬২। কাপ্যন্তা নবনীত-চার্য্যকলুষক্রান্তেব ভীতাননা
স্বাভিপ্রায়বিদা তয়ৈব জননীভাবং সমায়াতয়া ।
দেব্যা শ্রোণিতটে গুণৈঃ পুরুতরৈবক্লেব সাক্ষদৃশোঃ
কৃষ্ণোহং কুপিতপ্রসূনিয়মিতোহস্মীতি অ সন্তস্মতি ॥
- ৬৩। সৈব জাম্বকরচক্রমণেন, ক্ষৌণিমূলমবলম্ব্য চলন্তী ।
অর্জুনাবিব তয়া ভ্রমক্ শ্বে আকৃতী ভ্রমত এব বভঞ্জ ॥

৬৪। এবং কাচন 'কৃষ্ণবৎ সৎসপালবলবলভদ্রঃ স্বয়ং বনে বিগ্রামি' ইতি মীতিপরা 'বৎসকাসুরচননং

তৃণাবর্তাকারস্য কল্পনং তদানীং ন রসাবহমিতি ভ্রম কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। সা কথন্তুতা? নয়েন তদুচিতকৃষ্ণভাবেনাপিহিতা
অনাচ্ছিন্না—এষোহং কৃষ্ণস্বামপি সংহরামীতি দর্শিতস্ববলোক্তার্থঃ। এতএবাহ—সাপীতি ॥

৬১। নির্ভয়ং গচ্ছন্তীতি সোহং মমৈব মেখলারব ইতি প্রত্যভিজ্ঞানবতীত্যর্থঃ ॥

৬২। কলুষমপরাধঃ; তয়ৈব দেব্যা যোগমায়য়া ॥

৬৩। অর্জুনাবিব ক্রান্তে আকৃতী বভঞ্জ ॥

৬৪। বৎসপালানাং বলঞ্চ বলভদ্রশ্চ তাভ্যাং সহ বর্তমানঃ কৃষ্ণবৎ কৃষ্ণ ইব মীতিপরা জ্ঞানপরা; মীতিগত্যাং

লীলায় তৃণাবর্তের আকার বল্পনা রসাবহ নয়)। একপ হলেও ঐ গোপীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্তু তিনি যোগ্য-
ভাবে তৃণাবর্তের ভাব অর্থাৎ আমি কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত এখন থেকে তোমাকে হরণ করে নিয়ে যাব, একপ
ভাব সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। লীলোচিত কৃষ্ণভাবে অনাচ্ছিন্না সেই গোপীও 'এই আমি কৃষ্ণ, অতঃ
তোমাকে সংহার করব' একপ নিঞ্জের বল দেখাতে থাকলেন।

৬১। এরপর মণিমেখলায় কুঞ্জন তুলে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে চলতে মেখলানাদে ভীতান-
ননা হয়ে মুখ ফিরিয়ে শঙ্কাপঙ্কিল লোচনে ক্ষণকাল স্থির হয়ে থেকে পুনরায় নির্ভয়ে যেতে যেতে শিশু কৃষ্ণের
খেলাচলনভঙ্গী মূর্ত করে তুললেন শোনও গোপী।

৬২। নবনীত চুরির অপরাধে কলঙ্কিত জনের মতো ভীতাননা অতঃ কোনও গোপী তাঁর মনোভাব জ্ঞাতা
অতএব জননীভাব প্রাপ্তা যোগমায়া দ্বারা যেন বহু বহু দ'মের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছেন এ-ভাবে চোখে; জল
ফেলতে লাগলেন। আমি কৃষ্ণ, ক্রম্বা মাতা কতৃক শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছি, একপ ভাবনায় উদ্ভিন্ন হয়ে উঠলেন।

৬৩। ইনিই তখন মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে যোগমায়া-রচিত যমলার্জুনের মতো এক
আকৃতি ঘুরতে ফিরতেই টেনে ফেলে দিলেন।

করিম্বে' ইতি প্রতীতিপ্রতীতিসমুৎস্রুকা তথৈব বৎসবৎসপালবলবলভদ্রবৎসকাস্তুরান্ ফোরয়িত্বা কৃততথাপ্রত্যয়া
বৎসকাস্তুরহননমমুচকার ॥

- ৬৫ । কাচিদ্বেগুং করকিশলয়ে সন্নিধায়ৈব লীলা-
লোলাতাত্র জুলিদলকুলং বাদয়ন্তীব মন্দম্ ।
তারস্নিগ্ধং শবলি ধবলে ধুম্লে কালি নীলে
হী এইতি শ্রবণসুখদং নৈচিকীরাঞ্জুহাব ॥
- ৬৬ । বিধে, কাচিৎ কস্তাশ্চন ভূজশিরস্ত্রাদধানা সলীলং
পীনাভোগাং ভূজবিসলতাং কাশিচদাভাষমাণা ।
কৃষ্ণোহং পশ্যত মম গতিং মঞ্জুলাং মন্দমন্দা-
মিত্যানন্দোল্লসিতললিতপ্রোঢ়গবং চচাল ॥
- ৬৭ । তাস্তা লীলাঃ স্বয়মমুকরোত্যেবমাশ্বাদহেতো-
র্মন্তো তাসাং হৃদয়কুহরং সন্নিবিষ্টঃ স এব ।
নো চেদন্তঃ-করণবিরতো সন্নিদঃ সন্নিরোধে
তাসাং চেষ্টা বচনবপুষোজায়তে কস্তা হেতোঃ ॥

মত্যাং" ইতি কল্পদ্রুমোক্তেঃ । ইতি যা প্রতীতিগুণা প্রতীতির্ষত্বজ্জ সমুৎস্রুকা "প্রতীতিঃ সাদরে জ্ঞাতে হৃষ্টপ্রজ্ঞাতয়ো-
স্ত্রিষু" ইতি মেদিনী । তথৈব যোগমায়ৈব, বৎসবৎ বৎসানিব ॥

৬৫ । লীলয়া আলোলং আতাত্রমজুলিদলকুলং যত্র তদ্বথা স্তাতথা ॥

৬৬ । ভূজশিরসি স্বক্কে ॥

৬৪ । এইরূপে 'গোবৎসের পাল, রাখালবালকগণ ও বলভদ্র সহ বন-বিহার করব' স্বয়ং কৃষ্ণের মতো
এইরূপ ভাবনাপরা এবং বৎসকাস্তুর হনন করব একরূপ প্রতীতি দ্বারা হর্ষমিশ্রা সমুৎস্রুকা কোনও গোপী যোগমায়া
দ্বারা বৎসের মতো মূর্তিবৎসপালক-বলভদ্র বৎসাস্তুর আদিকে ক্ষুতি প্রাপ্ত করিয়ে ও নিজে তথা বিশ্বাস করে
বৎসাস্তুর হনন অনুকরণ করতে লাগলেন ।

৬৫ । কোনও গোপী করপল্লবে যেন বেণু ধরে তামাতে টান টান অজুলিদল লীলায় সঞ্চালনের
দ্বারা যেন মন্দ মন্দ বাজাতে বাজাতে উচ্চ স্নিগ্ধ স্বরে সুন্দর গাভীদের শ্রবণসুখদ ভাবে ডাকতে লাগলেন—
'শবলি ! ধবলে ! ধুম্লে ! কালি ! নীলে ! হী হী আয়রে ।'

৬৬ । আরও, কেউ কারোর স্বক্কে পুষ্টলম্বিত ভূজমৃণাললতা সলীলায় ধারণ করে অস্ত্র কাউকে সন্মো-
হন করে বলতে লাগলেন—'আমি কৃষ্ণ, দেখ কেমন সুন্দর মন্দ মন্দ আমার চলনভঙ্গী' এই বলে আনন্দোল্লা-
সিত, ললিত অতিগবিত ভাবে চলতে লাগলেন ।

৬৭ । গ্রন্থকার বলছেন—আমার তো মনে হয় গোপীদের হৃদয় গহবরে সন্নিবিষ্ট সেই কৃষ্ণই সেই
সেই লীলা নিজেই অনুকরণ করেন, নিজ আশ্বাদনের জ্ঞাত । তা যদি না-হবে, তবে সম্যক্ প্রকারে চেতনার অবরুদ্ধ

৬৮। এবমপরা পরাহতাশ্রসহজ-ভাবা ভাবাক্রুৎ-কৃষ্ণা কৃষ্ণাতট-নিকট-স্থিতাশ্রয়ং কৃষ্ণেহন জানতী কৃষ্ণাহিতকৃষ্ণাহি তর্দনচকৌষ্যে কঙ্কলসুদয়া হৃদয়াভাবেহপি তৎকালকালিকালিয়-মর্দনলীলালীলা সতী কিঞ্চিদ-বাদীৎ ॥

৬৯। 'মৎখেলাকুতূকাসম্পদং তরুণিজ্ঞাং দৃষ্টাং বৃথা মা কৃথা
যাহীতো ভুজগাধমেতি পরুষং রোষাদ্গদস্তী মুখঃ।
নৃত্যাস্তীমিব জানতী ফণিমণিরাতে তনুমাশ্রনো
দেব্যা যোগবলাৎ প্রতীতিবিষয়ং কালীয়মভ্যালপৎ ॥'

৭০। অথাপরা পরমাশ্রনার্থেন সমমেকাশ্রতামাসাশ্র 'কৃষ্ণোহহম্' ইতি মিত্তিরহিতং ভাবমাবহন্তী হন্তীব স্ম যদি নিজ-স্বভাবং তদা বিলোক্যেব তস্মিন্নেব কালেহকালেরিতং দাবকৃষ্ণবর্ণানং কৃষ্ণবর্ণানন্দবশতয়া তদুপশমায় মায়ের শক্তি-বিশেষমবতারয়ন্তী তারয়ন্তীব ততো বন্ধুজনানপি কিঞ্চিদূচে ॥

৬৭। সংবিন্দশ্চেতনয়াঃ সংনিবোধে বৃত্তে অন্তঃকরণানাং বিবর্তৌ সত্যং ব্যাপাররাহিত্যে সতি ॥

৬৮। কৃষ্ণশ্র কৃষ্ণায়া যমুনায়া বা অহিতঃ কৃষ্ণাহিঃ কালিয়ন্তস্ত তর্দনং পরাভবঃ, হৃদয়াভাবেহপি হৃদোঃঃ শুভাবহবিধিসুদভাবেহপি তৎকালং কলয়িতুং জ্ঞাপয়িতুং তু শীলং যশাস্তথাভূতা কালিয়মর্দনলীলা তস্তাং লীঃ সংশ্লেষস্তাং লাতীতি সা ॥

৬৯। আশ্রনন্তনুং নৃত্যাস্তীমিব জানতী কালীয়মভ্যালপৎ, দেব্যা যোগবলাদ্ধেতোরেব প্রতীতিবিষয়ম্ ॥

৭০। অকালেরিতমকালেহপি প্রেরিতং দাবকৃষ্ণবর্ণানং দাবাগ্নিঃ বিলোক্য ইব কৃষ্ণশ্র বর্ণানি পথি আনন্দ-বশতয়া শক্তি-বিশেষমবতারয়ন্তীব প্রকটয়ন্তীব ॥

অবস্থায় অন্তঃকরণ ব্যাপার থেমে গেলে গোপীদের কায়বাক্যের চেহী হতে থাকে কি প্রকারে ?

৬৮। এইরূপে নির্জিত নিজ সহজভাবা অপর গোপী কৃষ্ণভাবে ভাবিতা হয়ে যমুনাতটের নিকটস্থ নিজেকে কৃষ্ণ বলে জ্ঞান করে যমুনার অহিতকর কালিয়ার পরাভবের ইচ্ছায় ঝগরাটে চিত্তা হয়ে এবং সুখকর উপায়ের অভাবেও তৎকাল ঘোষণাকারিণী কালীয়মর্দনলীলার সম্বন্ধবৃত্ত হয়ে একরূপ বললেন—

৬৯। “হে ভুজগাধম কালীয় ! আমার খেলাকৌতুকস্থল যমুনাকে বৃথা দূষিত কর না, এখান থেকে চলে যাও—এরূপে মুহূর্মহুঃ ক্রোধভরে কঠোর বাক্য প্রয়োগকারিণী এবং ‘ফণিমণিসূহ মাঝে নিজের দেহ যেন নৃত্যপারায়ণ’ এরূপ বুদ্ধিযুক্তা কোনও গোপী যোগমায়াদেবীর যোগমায়াবলে প্রতীতির বিষয় কালিয়ার প্রতি নানা প্রশংসা করতে লাগলেন।

৭০। অতঃপর অপর এক গোপী আপন প্রশংসনার্থের সহিত চরম একাশ্রতা প্রাপ্ত হয়ে ‘আমি কৃষ্ণ’ এরূপ অশরিসৌম ভাব বহন করতে করতে যদি নিজ স্বভাব ছেড়ে দিলেন তখন সেই সময়েই যেন অকালে প্রেরিত দাবাগ্নি দেখে শুকে নিভাবার জন্য কৃষ্ণের মতো কৌশলে মায়াদ্বারাই যেন আনন্দ-মুগ্ধতায় শক্তিবিশেষ ব্যক্ত করিয়ে বন্ধুজনদের যেন দাবানল থেকে উদ্ধার করতে করতে এইরূপ বললেন—

৭১ 'মা ভৈষ্ঠ ভো দবহুতাশনতঃ সমিদ্ধাং, ত্রীতাশ্চি সৰ্ববিপদাং ভবথাপশঙ্কাঃ ।

অলোকয়ধ্বমধুনৈব পিবামি ভীতা, যুয়ং ভবিষ্যথ ততো নয়নে পিদধ্বম্ ॥'

৭২ । এবমন্ততমাঅনাথমাঅনাথ বহন্তী তাদাত্মাবতা বতাত্তিরহন্ত-হস্তমানতাস্বীকারা স্বীকারানভিজ্ঞা বস্ত্রাহরণকারিহারি-তচ্চারিত্তানুকারণে বস্ত্রাণ্যাদায় কদম্বারোহরোহংপ্রহৰামিবাঅনং বিদতা চারুদতী চারুত-
রমাণভাষে ॥

৭৩ । 'একৈকশঃ সযুপসীদথ কিং মিলিত্বা কিংবা নিজং নিজমিতো বসনং ক্রেমেণ ।

আদতুমর্হথ ন চেন্নতরাং প্রদাস্তে, ক্রোধেন কিং মম করিষ্যতি হন্ত ভূপঃ ॥'

৭৪ । এবমন্তা সন্তায়মিব কৃষ্ণকৈবল্যপ্রাপ্ত্য প্রাপ্ত স্বভাববৈধূর্যা দ্বিজবনিতানিতান্তমৌভাগ্যপ্রদলালা-
বতারে বতারেরীয়মাণানন্দাসারে সারে বচনবিলাসে কৃতমতিঃ পুরতঃ পুরতঃ সমাগতা ইব তা মন্তা সমধুরশ্মিতম-
বাদীং ॥

৭১ । সমিদ্ধাং প্রজ্জলিতাদৃশি ভীতা ভবিষ্যথ, ততঃ ॥

৭২ । অন্ততমা গোপী তাদাত্মাবতা আত্মনা বুদ্ধা আত্মনাথং ত্রীকৃষ্ণং বহন্তী, ত্রীকৃষ্ণোহহমিতি জ্ঞানভীত্যর্থঃ।
বত আশ্চর্যে, অতিরহন্তেন হস্তমানতাস্য সত্যামেব স্বীকারো যন্তাঃ সা আবভাষে । স্বীকারানভিজ্ঞা ইতি কর্মপদং
দ্বিতীয়াবহবচনান্তম্ । বস্ত্রাহরণকারিণো হারি তচ্চারিতং তন্ত্রানুকারণে; চারুদতীতি মন্দাহাস্য ব্যঞ্জকম্; "দচ্ছকোহপ্যস্তি
সর্বশ্বে" ইত্যমরটীকা । (পা° ৫।৪।১৪৫) "অগ্রাস্ত " ইত্যত্র চকারাদ্বা শিখরদতীত্যাদিবৎ সিদ্ধিঃ ॥ (৭৩)

৭৪ । সন্তায়মিবাবাদীদিশি সম্বন্ধঃ । লীলাবতারে লীলাগ্রকাশে সতি । বত অভ্যুত । আরেরীয়মাণঃ সমাগতি-
শয়ং শ্রবমানন্দস্যাসারো ধারাসম্পাতো যশ্চিন্তাদৃশে সারে বচনবিলাসে বিবশে । পুরতোঃপ্রতঃ, পুরতঃ পুরাৎ ॥

৭১ । 'ওহে, প্রজ্জলিত এই দাবায়ি থেকে ভয় কর না । আমি সকল বিপদ ত্রাতা । নির্ভয় হয়ে
যাও । দেখ-না এই এখনই পান করে নিলাম বলে । তোমরা ভয় পাবে, অতএব চোখ বোজ ।'

৭২ । অতঃপর বুদ্ধিতে প্রাণনাথকে ধারণ করতে করতে তাদাত্মা প্রাপ্তা কোনও এক সুদন্তী
হায় হায় অতিরহন্ত হেতু হাস্তরসে স্থিতি স্বীকার করে নিয়েও বস্ত্রাহরণকারী কৃষ্ণের মনোহর সেই সেই
লীলানুকরণে বস্ত্রসমূহ যেন উঠিয়ে নিয়ে এবং কদম্ববৃক্ষে আরোহনে কৃষ্ণের যেরূপ বিপুল হর্ষ হয়, সেইরূপ হর্ষ-
যুক্ত নিজেকে জেনে অনঙ্গ রসের স্বীকারে অনভিজ্ঞা গোপীদের রমণীয়ভাবে বললেন—

৭৩ । 'এক এক করে আমার নিকট এসো, কিম্বা সকলে একসঙ্গে দলবেঁধে এসো । স্ব স্ব বসন এখান
থেকে দেওয়া-নেওয়া করাই সমীচীন—এ না-হলে দিব না । রাজা ক্রোধ করে হায় হায় আমার করবেটা কি ?

৭৪ । অতঃপর গোপীগণ ব্রাহ্মণপত্নীদের অতি সৌভাগ্যপ্রদ লীলা প্রকাশ করলে অতিশয়-ভাবে
ক্ষরমান আনন্দধারা সম্পাতযুক্ত বচনবিলাসে হায় হায় কৃতমতী ও কৃষ্ণতাদাত্ম্যের প্রাবল্যে আগত স্বভাবে শ্রেষ্ঠা
অগ্র এক গোপী তাঁদেরকে যেন সম্মুখের পুরী থেকে সমাগতা মনে করে সমধুর হাসি হাসি মুখে যেন যুক্তির
সহিত কিছু বলতে লাগলেন—

৭৩। 'কল্যাণ্যঃ স্বাগতং বো নমু নিরবকরং গার্হমেধ্যং তপো বঃ
 শ্রীতিঃ শ্রদ্ধা সভক্তির্ময়ি চ সুবিদিতা হস্ত যুস্মাকমেবা ।
 দৃষ্টোহং যাত নাতঃপরমপি সুভগাঃ স্থাতুমত্রোচিতং বো
 মন্তাবঃ স্ত্যং সুরস্রঃ শ্রবণশুনকথাচিন্তনৈর্নঙ্গসঙ্গৈঃ ॥'

৭৬। অথাপর পরাভূতান্তঃকরণা প্রিয়তাদা প্রিয়তাদাআন রসদমৃদ্ধলুপ্তগোবর্দ্ধনধরশিখরধরণলীলা-
 কারে তৎকালসমুপসন্নসুশ্বনঘনঘটা ঘটাননগলজ্জলধারারায়মাগমবনিতলমালোক্যেব কাতরতরবদনান্ গোগোপ-
 গোপবনিতাদীনপ্যালোক্যেব সান্বাসমাহ ॥

৭৭। 'মা ভৈষ্ট ভোঃ প্রবলদারুণবাতবর্ষ-,প্রোৎকর্ষতো ভজত চেতসি ধৈর্য্যমার্য্যঃ ।
 একাতপত্রমিব ভুবলয়ং করোমি, গোবর্দ্ধনেন করপদ্মদলোদ্ধৃতেন ॥

৭৮। কিঞ্চ, সন্দেহং মা কুরুত কবতো মামকৌনাদৃগিরীন্দ্রঃ
 শ্রস্তো ভাবীত্যহং গিরি মেহপ্রত্যয়ং মা স্ম কৃঢ়ম ।

৭৫। সভক্তিভক্ত্যা সহিতা ॥

৭৬। প্রিয়ৈঃ সহ যতাদাত্মা তেন প্রিয়তাং প্রেমামাদান্তে ধারয়তীতি সা; যদা, দয়তে রক্ষতি ধানত্বীত্যর্থঃ,
 'দেউ রক্ষণে' ইত্যস্মাৎ । সুঘনা সুনিবিড়া বা মেঘঘটা তস্যঃ সকাশাং ঘটাননাদিব ঘটমুখাদিব গলতাং জলধারারামা-
 ধারায়মাগম্ ॥

৭৭। একমাতপত্রং যত্র তথাভূতম্; শ্লেষণে একচ্ছত্রাং পৃথ্বীং কুব্জতা ময়া সাম্রাজ্যং প্রাপ্য যুষং প্রতিপাল্যধে,
 কা হিন্তেতি ভাবঃ ॥

৭৮। মম গিরি বাচি অপ্ৰতীতিং মা কৃঢ়ম্, নাগরাজোৎসবঃ । একমচলং গোবর্দ্ধনমপ্যাদসিতুমুৎক্ষেপু ম্ ।

৭৫। 'হে কল্যাণিগণ ! স্বাগত । তোমাদের গৃহস্থোচিত তপস্রা নিশ্চয়ই নিরবত । আর হায় হায়
 আমাতে তোমাদের এই যে সভক্তি শ্রীতি শ্রদ্ধা, এ আমার সুপরিজ্ঞাত । আমাকে দেখা, সে তো হয়ে গেল ।
 অতঃপর আর হে সৌভাগ্যবতীগণ, তোমাদের এখানে থাকা উচিত হবে না । নামরূপাদি শ্রবণ ও চিন্তনের
 দ্বারাই আমাতে ভাব অতি আশ্রাও হয় । অঙ্গসঙ্গের দ্বারা নয় ।'

৭৬। অতঃপর কৃষ্ণতাদাত্মা ভাবে যিনি প্রেমধারণ করলেন সেই পরাভূত-অন্তঃকরণা অপর
 কোনও গোপী রসদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্ররাজ গোবর্দ্ধন-ধারণলীলা-অনুকরণে তৎকালে যেন মাথার উপরে
 উপস্থিত অতি নিবিড় ষটমুখরূপ মেঘাড়ম্বর থেকে নির্গলিত জলধারার আশ্রয়স্থল অবনিতল এবং অতিকাতর-
 বদন গো গোপগোপবনিতাদিকে যেন লক্ষ্য করে অভয় দিয়ে বললেন —

৭৭। ওহে গো-গোপ গোপীগণ ! প্রবল দারুণ বাতবর্ষার অতি বাড়বাড়ন্ত দেখে ভয় করো না ।
 চিন্তে ধৈর্য ধরো । এই দেখ-না গোবর্দ্ধনকে করতলে উঠিয়ে ধরে সমস্ত ভুমণ্ডলকে একই ছত্রতলে ঢাকার মতো
 করে দিচ্ছি ।

৭৮। আমার হাত থেকে গিরিরাজ পিছলে পড়ে যাবে, এরূপ সন্দেহ করো না । আর আমার

সাক্ষি-দ্বীপ-ক্ষতিধরকুলং ভূতলং নাগরাজো

ধন্তে নৈকাচলমুদসিতুং নাগরাজোহয়মীশঃ ॥’

৭৯। ইতি নিগদন্তী গদন্তীত্রিমিষ স্বজনানাঃ দূরয়ন্তী রয়ন্তীক্ষমাশাশু সৌরভরভসপরিভূতী ভবদমৃণাল-মৃণাললতিকয়েব সমুদ্রীতয়া মুরীতয়া বাময়া বাময়া ভুজয়া জয়ারন্তুপতাকাদণ্ডনিভয়া ভয়াপহরণায় নিজোত্তরীয়-মূল্যাস্ত দক্ষিণকরতলাগ্রেণ দক্ষিণশ্রোণিতলমালম্ব্য তন্তুবী পুনরাহ, —‘প্রবিশত শতগব্বাতি বাতিললিতং শতপত্র-চ্ছত্রশ্চোবাস্ত তলম্’ ইতি ॥

৮০। অথ কাপি স্বয়ং স্বযন্ত্রিতমহিন্মা স্ব-মুরলীনাদেনাকৃষ্ণ সমানোতা নীতাবাকুলস্ত কৃতাবহেলা হেলাবতীর্গোকুল-রমণীমণীরাগতা রাগ-তাৎপর্য-পর্যবসান-ভূতাঃ প্রভূতাঃ প্রণয়নয়-স্পৃহাপুরঃসরমালোকয়ন্তী-রিবালোক্য রাসরসসরসকৃষ্ণ-তাদাত্ম্যাস্তগ্রহগ্রহণতিরোভূতস্বভাবা চন্দ্রমণ্ডলৌব কৃষ্ণ ইব সহাসপরিহাস-পরি-পেশলং কিকিদিবাদৌ ॥

অয়ং নাগরাজো ন ঙ্গেণঃ ? অপি য়ীশ এব। নাগরাণামজ্ঞো রাজা মহাবিনোদীত্যর্থঃ; “অজ্ঞাং হরিত্রকবিধুস্বরূপে হরেঃ” ইতি মেদিনী ॥

৭৯। গদং পীড়াম্, তীক্ষ্ণং রয়ং বেগম্, সৌরভশ্চ রভসেন বেগেন পরিভূতীভবৎ অমৃণালমুদীয়ং যততথাভূতয়া মৃণাল-লতিকয়েব বাময়া ভুজয়া বাময়া মনোহরয়া। শতগব্বাতিনাং ব্যাভা সর্বতঃ সমসন্নিবেশসত্ত্বা ললিতম্; “গব্বাতিঃ স্ত্রী ক্রোশযুগ্ম” ইত্যমরঃ। ব্যাতিরিত্তি ‘বেঞ্ তন্তুসত্ত্বান্’ ॥

৮০। আত্মকুলস্ত নীতৌ স্বীয়কুলধর্মমর্ষাদায়াং হেলা শৃঙ্গারসূচকভাববিশেষবস্তুরতীঃ, রাগস্ত তাৎপর্যমঙ্গসঙ্গত্বৈব পর্যবসানভূতাঃ, ধর্মপ্রাধাত্মেন নির্দেশতদাধিক্যতোক্তকঃ, প্রভূতা গ্রহণীঃ, অষ্টমো গ্রহো রাহঃ, পরিপেশলমতিচতুরম্ ॥

কথায় অহহ অবিশ্বাস কর না। অনন্তদেব ধরেন আছেন সাগর-দ্বীপ-পর্বতকুল সংযুক্ত সমস্ত পৃথিবী আর এই • নাগররাজ (নাগরচূড়ামণি) সমর্থ হবে না একটি মাত্র পর্বত উঠাতে।’

৭৯। এইরূপ বলতে বলতে যেন স্বজনদের তীব্রপীড়া দূর করতে করতে তীক্ষ্ণ বেগ ধারণ করে সৌরভবেগে খসখস্ তিরস্কারী, মৃণাল লতিকার মতো, মনোহর, আনন্দোচ্ছল বামভুজ জয়ারন্তু পতাকাদণ্ডের মতো সটান উপরে উঠিয়ে তার উপরে স্বজনদের ভয় দূর করবার জ্ঞা নিজ উত্তরীয় বস্ত্র উড়িয়ে দিলেন। অতঃপর দক্ষিণ করতলাগ্রে দ্বারা দক্ষিণ কটিতট আশ্রয় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পুনরায় বললেন—‘চতুর্দিকে দুই-শত ক্রোশ বিস্তারিত-সম সন্নিবেশযুক্ত-ললিত কমলছত্রের মতো সুন্দর এই ছত্রের নীচে প্রবেশ কর।’

৮০। অতঃপর রাজগ্রস্ত চন্দ্র মণ্ডলের মতো রাসরসসরসকৃষ্ণতাদাত্মরূপ রাজগ্রস্ততা হেতু তিরোভূত-স্বভাবা কোনও গোপী কৃষ্ণ যেমন করেছিলেন ঠিক সেই ভাবে নিজ বংশীধ্বনির আকর্ষণে নিজের নিকট নিয়ে এলেন নিজের স্বাভাবিক বশীকরণ কৌশল মহিমায় গোকুলরমণী শ্রেষ্ঠগণকে যারা স্বীয়কুলমর্ষাদা অবহেলা-কারিণী, শৃঙ্গারসূচক হেলাভাববিশিষ্টা, রাগের তাৎপর্যে অর্থাৎ অঙ্গসঙ্গে পর্যবসানভূতা এবং বিচিত্র অনন্ত সামর্থ্যের হেতুভূতা। অতঃপর তাঁদিকে প্রণয়-নীতি-স্পৃহাপুরঃসর তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে রাসরসিকের মতো অতি চতুরতাসূচক হাসপরিহাসের সহিত এইরূপ বললেন—

৮১। 'সান্ধ্যঃ স্বাগতমাশ্রুতাং কিময়ি বঃ ক্ষেমং সমাদিশ্রুতাং
প্রয়ো বঃ করবাম কিং কথমহো সর্বাঃ সহৈবাগতাঃ।
হস্ত বাস্তসমস্তবেশবসনালঙ্কারবিজ্ঞাসতো
যেয়ং কাহপ্যমুমীয়তে স্তমহতী সা বা ত্বরা বঃ কথম্ ॥

৮২। ঘোরেয়ং রজনী বনং চ স্তমহদ্বোরং বনস্থা অমী
ঘোরা এব হি জন্তবঃ কথমিহ স্তেয়ং গণৈস্তাদৃশাম্।
তস্মাদ্গচ্ছত মন্দিরং কুহুমিতা ধৌঃ সূখাংশোঃ করৈঃ-
দৃষ্টাঃ কাননভূময়ঃ সুরভিণা বাতেন শীতীকৃতাঃ ॥

৮৩। ন স্তেয়মত্র নিশি পঙ্কজপত্রনেত্রাঃ, স্ত্রীভিঃ সমং পরমধর্মবিদা জনেন।
ধ্যানাদ্গুণশ্রবণতো গুণকীর্তনাদ্বা রম্যা যথা মম রতিন' তথাঙ্গসঙ্গৈঃ ॥'

৮৪। ইতোবং কৃষ্ণানুকৃতিকৃতিকৌশলশলস্তাদাত্মতয়া তয়া কলমধুর মধুরঞ্জি নিগতাহমন্তর্দধামৌক্তি

৮১। প্রয়োহতিপ্রিয়ম্ ॥

৮২। মন্দিরং ব্রজম্, বস্ত্রতন্ত লতামন্দিরম্। কুহুমিতা ভূময়ো দৃষ্টা এব, কিং পুনরতিদৃক্ষয়েতি ভাবঃ ॥

৮৩। পরমতিশয়েনাদর্মবিদা অতিকামিনা ময়া জনেন সহ ন স্তেয়মিতি প্রকটঃ। পরমং ধর্মং বেত্তীতি তাদৃশেন
ময়া সহ কিং ন স্তেয়ম্? অপি তু স্তেয়মেবেত্যাস্তরোহর্থঃ। অঙ্গসঙ্গৈর্জযা রতির্মম রম্যা, তথা ধ্যানাদিনা নেত্যাস্তরোহর্থঃ।
প্রকটার্থঃ স্পষ্ট এব ॥

৮৪। কৃষ্ণানুকৃতিরনুকরণং তত্র কৃতিকৌশলং ক্রিয়ানৈপুণ্যং তস্মাদেব শ্ললং প্রাপ্নু বস্তাদাত্ম্যং বাস্তাসাং ভাব-

৮১। 'হে সান্ধ্যীগণ! স্বাগত। এসো। তোমাদের মঙ্গল তো। আদেশ কর, তোমাদের কি অতি
প্রিয়কার্য করতে পারি? অহো সকলে একসঙ্গে দলবেঁধে কেন এসেছ? হায় হায় সকল বেশ-বসন-অলঙ্কারের
অস্তব্যস্ততা দেখে এই যা কিছু অমুমান হচ্ছে, সেই স্তমহতী ত্বরাই বা তোমাদের কিসের জন্ত।

৮২। ভয়ঙ্কর এ-রজনী, বনও অতি ভয়ঙ্কর এবং বনস্থ এ-জন্তুসকলও ভয়ঙ্কর। কি করে তোমাদের
মতো স্তম্ভরীদের এখানে থাকা সমুচিত হতে পারে? তাই বলছি, ঘরে যাও। ফুলে ফুলে ভরা, জ্যোত্স্নাধারায়
ধোঁয়া স্নগন্ধী বাতাসে শীতল এ কাননভূমি এইতো দেখে নিলে, আর পুনঃ বেশী দেখবার ইচ্ছা কেন!

৮৩। হে পঙ্কজনেত্রগণ! (বাইরের অর্থ) অতি কামী মাদৃশ জনের সংসর্গে স্ত্রীদের থাকা উচিত নয়।
ধ্যান গুণশ্রবণ-গুণকীর্তন থেকে যেমন আমাতে রতি রম্যা হয়ে উঠে অঙ্গসঙ্গে তেমনটি হয় না। (ভিতরের অর্থ-)
পরমধর্ম যাঁরা জানে মাদৃশ জনের সঙ্গে কেন-না তাঁদের থাকা উচিত হবে? ধ্যান-গুণশ্রবণ-গুণকীর্তন থেকে
আমাতে রতি তেমন রম্যা হয় না, অঙ্গসঙ্গে যেমন হয়।'

৮৪। অতঃপর কৃষ্ণানুকরণ-ক্রিয়ানৈপুণ্য থেকে যেন পাওয়া, এরূপ তাদাত্ম্যের ভাবে কলমধুর মধু-

মনসি প্রতীতিমতী কৃষ্ণবদন্তর্দানলীলাং যদি তদানুচকার, তদা তত্শাশ্চেতরাসামপি সত্ত্ব এব সইহেবাদাশ্চ্য-
নিজাভঙ্গঃ সমপচ্ছত ॥

৮৫। ততশ্চ প্রকৃত্যায়ং জাগ্রদশায়াম্—

আয়াতং মনসাদিভির্বিবিকসিতং নেত্রাদিভিজীবিতং

সন্তাপেন সমুখিতং বত বিদা সংমুছিতং চিন্তয়া ।

ভূয়ঃ প্রাগিব কৃষ্ণমার্গবিধৌ কামং কুরঙ্গদৃশঃ

সর্বা দিক্ষু বিদিক্ষু নন্তনয়নাঃ কাতর্ধামভাষধুঃ ॥

৮৬। এবং বিস্মৃত-তন্ময়ীভাবা ভাবাধঃস্বরসা ধৈর্যবতোহপি যয়মেব গচ্ছতাহচ্ছতারহিতেন ধৈর্যেণ
পর্যাকুলেক্ষণাঃ ক্ষণাদেব মরুদ্বগেন নির্বাসদৌ বরসোরসোহন্তরে ব্যক্তানৌ পত্রাঙ্কুরানি, কিংবা তাসামেব হৃদয়-
স্থানি যানি তাত্ত্বৈব নয়নবিবরেভ্যো নির্গত্য ভূবি নিপতিতানি, কিংবা বিপিনলক্ষ্মণাব স্বকরকমলেন লিখিতানি,

তত্ভা তয়া মধুরং মধুরাশ্রি মধুতোহপি স্বরকম্ । তাদাশ্চানিভ্রাভঙ্গ ইতীতরাশাং তদ্বিরহেৎসুক্রিয়মাণে মূলবিরহস্তবো-
দয়াং, অন্তহিতবত্যাঙ্কভাঙ্ক অনুকল্পিগ্ধমানস্য ততঃ পরস্য কৃষ্ণলীলাস্তরসানুপলভ্যাতাশাং বিরহবৈকল্যেন স্ববৈকল্যাস্যা-
পুথ্যাপিতত্বাচেতি বিবেচনীয়াম্ ॥

৮৫। প্রকৃত্যায়ামিতি পূর্বব্যাপ্যানুসৃত্য পাকাবস্থা পরিভাজ্য পুনর্মধ্যমাবস্থা প্রাপ্তে সত্যানন্দ ইত্যর্থঃ । বিদা
জ্ঞানেন চিন্তয়া সংমুছিতমভিব্যাপ্তম্; “সংমুছনমভিব্যাপ্তিঃ” ইত্যমরঃ ॥

৮৬। এবং বিস্মৃত তন্ময়ীভাবান্তাঃ ক্ষণাদেব শ্রীকৃষ্ণচরণকমললক্ষ্মণি লক্ষ্যাক্ষকুরিত্যম্বয়ঃ । ভা তন্ময়ীভাব-দশায়াম্
কান্তিবিশেষক্স্যাবাধেৎপগমে সতি বিরসাত্মাদৃশসারসোনাপি রহিতা ইত্যর্থঃ । ধৈর্যবতোহপি পরমাত্রাহেণ ধৈর্যং
দধতোহপি । অচ্ছতা বাধার্থেন নৈর্মলাং তদ্রহিতেন কৃত্রিমেবেত্যর্থঃ । রসা পৃথ্বী, তস্যা উরসোহন্তরে বক্ষোমধ্যে মরুদ-

রঞ্জি কণ্ঠে কথাগুলি বলবার পর আমি অন্তর্ধান করব’ মনে মনে এরূপ স্থির করে ঐ গোপী যদি কৃষ্ণের মতো
অন্তর্ধান লীলা অনুকরণ করলেন, তখন তাঁর এবং অশ্রুসব গোপীর সহসাই একসঙ্গে তাদাশ্চ্যানিজ্রা ভঙ্গ হয়ে
গেল ।

৮৫। এইরূপে পাকাবস্থা পরিভাগ করে পুনরায় মধ্যাবস্থা প্রাপ্তি হেতু উন্মাদ দশাতে—

গোপীদের মনাদি ফিরে এল, নেত্রাদি প্রফুল্লিত হয়ে উঠল, চিন্তা জ্ঞানকে একেবারে আবৃত করে
দিল—কুরঙ্গীনয়নাগণ সকলে পুনরায় পূর্বের মতো কৃষ্ণাধেষণ-বিধিতে যথেষ্ট দিক্‌বিদিকে তাকাতাকি করতে
করতে কাতরতা প্রাপ্ত হলেন ।

শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজল্ল :

৮৬। এইরূপে গোপীগণের পূর্বের কৃষ্ণ-তাদাশ্চ্য ভাব তুল হয়ে গেল । ঐ ভাবদশাতে প্রাপ্ত
কান্তিবিশেষ চলে গেল । তাদৃশ সরসতাও আর থাকল না । গোপীগণ পরম আত্মহে ধৈর্যকে ধরে রাখলেও
উহা নিজে নিজেই চলে গেল । তাঁরা হয়ে পড়লেন কৃত্রিম ধৈর্যে ব্যাকুল নয়না । এমত অবস্থায় ক্ষণকাল
মধ্যেই তাঁদের লক্ষ্য পড়ে গেল শ্রীকৃষ্ণচরণকমল চিহ্নের উপর । এ যেন বায়ুবোঝে বিগলিত বসনা পৃথিবীর

কিংবা কমলজাদিভিকৃপাসনার্থং বিলিখ্য রক্ষিতানি যানি, তাংস্তেব সপদি দিবো বিচ্যুতানি, কিংবা সরণিলতায়ঃ পার্শ্বদ্বয়বর্তীনি বিচিত্রাণি নবীনপত্রাণি শ্রীকৃষ্ণচরণকমললক্ষ্ম্যাণি লক্ষ্যার্থকৃত্বঃ ॥

৮৭। লক্ষয়িত্ব। চ ত্র্যচমুদ্বর্ষমুদ্বর্ষয়ন্ত্যো ঝটিতি ঝটিতানন্দচমৎকারাঃ পরম্পরমুচুরিদম্, —‘অহো মহোদয়োহয়মস্মাকমতিসৌভাগ্যস্থ, যতঃ,

ইতো ব্যাতঘস্তি ধ্বজ-কমল-বজ্রাক্ষুশময়ী-ল'সল্লেখালক্ষ্মীঃ পুরু পুরুষরত্নপ্রণয়িনীঃ ।

করৈরায়ুষ্ঠানি প্রকৃতিমধুরৈঃ শীতমহসা, পদানি ব্যক্তাত্মাকলয়ত হরৈঃ পঙ্কজদৃশঃ ॥

৮৮। কিঞ্চ। নিম্না পার্শ্বো' কিয়দিব শিখাস্বঙ্গুলীনাং চ কিঞ্চিৎ।

অধ্যোক্তানা ললিতসিকতাকোমলায়াং পদব্যাং।

চিত্রান্তোজাদিভিরিহ হরের্ভাতি পাদাক্ষলেখা

সীমন্তস্থ ক্ষিতিমৃগদৃশো বালপাশ্চালতের ॥

বেগেনৈব নির্ধাসদি বিগলিতবসনে পত্রাকুরাণীতি পূর্ণাত্মাদৃশসৌভাগ্যোদয়েন শ্লাঘাবিবক্ষয়া। তাসামেবেতি তদানীং যত্র যত্র নেত্রাণি পতিতানি, তত্র তত্রৈব চিত্রানীতি তেষাং বৈভববিবক্ষয়া, বিপিনলক্ষ্যেতি তেষাং সুবলিতত্ব সৌন্দর্য্যো-
বিবক্ষয়া, কমলজাদীতি তেষাং মাহাত্ম্যবিবক্ষয়া, বিচ্যুতানীতি তাসাং বৈকল্যদর্শনব্যাকুলানাং তেষাং তত্রাসাবধান-
আদিতি ভাবঃ। সরণীতি তেষামন্তসৌন্দর্য্যসম্পাদকত্ববিবক্ষয়োৎপ্রেক্ষা ॥

৮৭। ত্র্যচং ত্র্যসংখ্যকিনমুদ্বর্ষং রোমাঞ্চমিত্যর্থঃ, উদ্বর্ষয়ন্ত্য উচৈকঃ প্রগল্ভয়ন্ত্যঃ, ‘প্রিথুবা প্রাগল্ভ্যে’ গ্যন্তঃ। শীতমহসা চন্দ্রেণ কত্রী করৈঃ কিরণৈঃ প্রদীপৈরিবায়ুষ্ঠানি সম্যগুজ্জলীকৃতানীত্যর্থঃ। কীদৃশানি ? ধ্বজাদিময়ীল'সল্লেখা-
সম্পত্তীর্ধ্যাতঘস্তি বিধাপয়ন্তি। পুরু যথা শ্রান্তবা কলয়ত ॥

৮৮। পার্শ্বো' অঙ্গুলীনাং শিখাসু চ কিয়দিব নিম্নাঃ কিঞ্চিমধ্যাপুদ্রেশে উত্তানা। নহু তর্হি তত্রত্যানামঙ্কানাং
কথং ব্যক্তিরত আহ—সিকতা ইতি। তথাপি সিকতাসু পুরোহবগাঢ়তয়া তদব্যক্তিরিতি ভাবঃ। পাদাক্ষলেখা চরণ-

বক্ষ্যে মধ্যে প্রকাশিত পত্রাকুর জ্রেণী, কিম্বা যা তাঁদের হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত ছিল তাই নয়নছিন্ন পথে বিগলিত
হয়ে ভূমিতলে নিপতিত, কিম্বা বনলক্ষ্মীরই স্বকরকমলের লেখা, কিম্বা ব্রহ্মাদি দেবভাগগ উপাদনার জন্তু যা
অঙ্কিত করে রেখেছিল তাই সহসা আকাশ থেকে বিচ্যুত, কিম্বা পথলতার পার্শ্বদ্বয়বর্তী বিচিত্র নবীন পত্রাবলী।

৮৭। এই চরণচিহ্ন লক্ষ্য করে গোপীগণ আনন্দচমৎকার লাভ করলেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গে
রোমাঞ্চ ধারণ করে উচ্চ প্রগল্ভ বাক্যে পরস্পর এইরূপ বলাবলি করতে লাগলেন—

‘অহো এ আমাদের অতি সৌভাগ্যের মহান উদয়। কারণ এই তো এখানে চন্দ্র-বিকিরিত স্বভাব
মধুর কিরণে হরির চরণচিহ্ন অতি উজ্জল ভাবে প্রকাশিত হয়ে আছে। এ বিশেষভাবে প্রকাশ করছে ভক্ত
শিরোমণিগণের শ্রীতির বস্ত্র ধ্বজ-কমল বজ্রাক্ষুশময়ী দীপ্ত রেখা সম্পত্তি। হে পঙ্কজনয়নাগণ! এই সুস্পষ্ট
চরণকমলচিহ্ন প্রাণভরে দেখে নেও।

৮৮। আরও, এ চরণচিহ্ন ললিত কোমল বালুকাময় পথে পড়ে গৌড়ালী-ডগাতে একটু নীচু,
আর পদতলের মধ্যভাগে একটু যেন উঁচু মনে হচ্ছে। এই স্থানে এই বিচিত্র কমলাদির দ্বারা ধরণীদেবীর কেশ-

৮৯। যত্র হি— ধ্বজঃ সর্বোৎকর্ষে কমলমবনীং শীতলয়িতুং
পবিনে'হিত্যর্থং হৃদয়খননায়াঙ্কুশমিদম্ ।
অঐষামত্মোত্তং বিসদৃশগুণানামপি সহ-
স্থিতিঃ শোভাং ধ্বজে হরতি চ মনো লোচনবতাম্ ॥

৯০। কিঞ্চ, অহো মাধুর্যাণামহহ মহিমা তচ্চরণয়ো-
র্ঘদঙ্কেহপি ক্ষৌণ্যামপতদিহ মুক্ধো মধুকরঃ ।
শ্রমূনানাং ধূলৌ ভবতি বিমুখো নাস্ত্য তদয়ং
মহাভাগো মন্ত্রে জয়তি পরমো ভাগবতবৎ ॥

৯১। ধৃত্বা ধূলিরিয়ং ধুনোতি ধরণেদুঃখং ধুনীতেতরাং
ধীরাণাং ধুরমংহসো ধৃতিমতাং ধৈর্য্যাদ্বরধ্বংসিনী ।
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দতলয়োর্ধামিন্দিরা-হৃন্দরী
নন্দীশোহপ্যত্রবিন্দজোহপি দিব্যদ্বন্দৈঃ সমং বন্দতে ॥

৯২। তদ্বয়মপি চোরসি রসিকশেখরস্ত্য রস্তুতমামিমামিদানীমতিদুরন্ত-সন্তুত-সন্তাপতাপহারকৃতে

চিক্লশ্রেণী ॥

৮৯। ধ্বজ ইতি মহাগর্ব্ববস্তু, কমলমিতি কুপালুভয়ং; পবিরিতি নির্দয়ত্বং, অঙ্কুশমিতি তদ্রূপ্যতিক্রোধম্ । তস্ত
পাত্রেভেদে কয়াচিদবামগ্রধরয়া সমর্থিতম্ । কিস্তেতদত্যাশ্চর্যমিতি দক্ষিণগ্রন্থরা আহঃ—অঐষামিতি ॥

৯০। তদ্ব্যবহিষ্টং কমপি ভ্রমরমালক্যাহঃ—অহো ইতি ॥

৯১। ধীরাণামংহসো হুঃখস্ত ধুরং ভারং ধুনীতে ষণ্ডয়তি । ধৃতিমতাং ধৃতিং দিবীর্ষতামিত্যর্থঃ ॥

৯২। রস্তুতমামিমাং ধূলীমূরসি বিদধামঃ । অতিদুরন্তঃ সন্তুতঃ সন্তাপো বাসাং তাসাং ভাবগুতা, তস্ত্য অপহার-
কৃতে দুরীকরণার্থম্ ॥

পাশ-সিঁথির মতিলহরের শোভা যেন সৃজিত হয়েছে ।

৮৯। যত্র হি—এই চরণচিহ্নের মধ্যে পতাকা। সর্বোৎকর্ষে, কমল অবনীকে শীতল করতে, বজ্র
হত্যার্থে, আর অঙ্কুশ হৃদয় খননে নিয়োজিত । অতঃপর বলবার কথা এই যে এরা পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ ধারণ
করলেও এদের সহবাস কিন্তু শোভাই ধারণ করছে এবং চক্ষুআনগণের মন হরণও করছে ।

৯০। আরও, অহো এই চরণমাধুর্যের অহহ কি অদ্ভুত মহিমা । এর চিহ্নেও মধুকর মুগ্ধ হয়ে এই
ধূলিতে পড়ে আছে । পুষ্পের বেণুতে কখনও যদি-বা এরা বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু এই ধরণীর ধূলিতে হচ্ছে না । তাই
মনে হয় এ-মধুকর মহাভাগ্যবান—পরম ভাগবতের মতো সর্বোৎকর্ষে বিরাজমান ।

৯১। শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ তলের এই ধূলি ধৃত্বা । এ ধরণীর দুঃখ দূর করে, ধৈর্যশালী ব্যক্তিগণের
ধৈর্য যজ্ঞ ভঙ্গ করে । লক্ষ্মীদেবী-শিব-ব্রহ্মাও দেবতাগণের সঙ্গে এর বন্দনা করেন ।

৯২। অতএব ইদানীং অতি দুরন্ত হয়ে উঠা; সদা লেগে থাকা দুঃখতাপ দূর করবার জন্ত আমরাও

বিদধামো ধূলিম্' ইতি কয়াচিহ্নক্কে কাচিদপরা পরামর্শবতী নিজগাদ ॥

৯৩। 'ধূলিগ্রহণতো বিরম্যতাম্, রম্যতাং মাশ্চাঃ পদপদব্যা বিলোপয়ন্তুভবত্যঃ, একৈকশঃ পরামর্শেন বিলোচনতো বিলোচনতোষকারৌণ্যেব সস্থিমানি, মা নিলোড়য়ত করাভিষাতেন' ইতি তাত্ত্বৈব নিভালয়ন্ত্যঃ সহ নীতারা নীতায়ামৌভাগ্যরসায়ার রসায়ার দিবোহপি দুরাপায়াঃ কশ্চাশ্চিৎ প্রিয়তমায়ার মায়ারহিতহিতসৌহৃদায়ার হৃদায়াত-বল্লভপ্রণয়সৌলভ্যলভ্যমানমানায়াঃ সহজপ্রণয়সুখারাদায়ার রাধায়াশ্চরণলাঞ্ছনানি লাঞ্ছনানি সৌভাগ্য-বিশেষস্বৈব বিলোক্যাহঃ ॥

৯৪। 'অহো কিমিদম্—

একস্থামিব লতিকামতল্লিকায়্যাং, বৈজাত্যাং কিসলয়সম্বৃত্তেহ্যদেতং ।

ভাবিত্যাঃ প্রিয়পদলাঞ্ছনানি হর্ষে দৃগৃন্তে প্রিয়পদলাঞ্ছনানিতানি ॥

৯৫। কিঞ্চ, যথাস্চাঃ পাদাক্ষু প্রতিকৃতিততিঃ কৃষ্ণপদয়োঃ

পদৈঃ সার্কঃ শ্রেণীভবনরুচিরেয়ং বিলসতি ।

৯৩। পদপদব্যাশ্চরণচিহ্নপথস্ত রম্যতাং মা বিলোপয়ন্তু, একৈকশো ভবতীনাং সর্বাঙ্গাং মধ্যে একৈকশঃ প্রত্যেক-মেব পরামর্শেন বিলোচনতঃ 'ধ্বজোহয়ম্, অঙ্কুশঃ স্বয়ম্' ইতি বিচারেণাবলোকাদিত্যর্থঃ । নিলোড়নং বিলায়নম্ । নীতঃ প্রাপ্তঃ, আয়ামী সৌভাগ্যরসো যয়া তত্য়া হৃদি স্ববক্ষসি আয়াতঃ সম্যক্ প্রাপ্তো যো বল্লভস্তস্য প্রণয়সৌলভ্যেন লভ্য-মানঃ প্রাপ্যমাণো মানো গর্বে যয়া তত্য়াঃ ॥

৯৪। লতিকামতল্লিকায়্যাং প্রশস্তলতায়্যাং সরণ্যামিত্যর্থঃ । কিসলয়সম্বৃত্তেঃ পল্লবকুলস্ত বৈজাত্যাং বামদক্ষিণতো বিজাতীয়াকাস্তম্ ॥

রসিকশেখরের অতি আশ্বাদনীয় এই ধূলি বক্ষস্থলে ধারণ করবে । 'এরূপ কেউ বললে অন্য কোনও একজন বিচার-শক্তি সম্পন্ন গোপী বললেন—

রাধাচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজন্ম :

৯৩। 'আরে থামো, ধূলি গ্রহণ রাখ । এ-চরণচিহ্নপথের রমণীয়তা মুছে দিও না । প্রত্যেকেরই এক এক করে পূজ্যাপূজ্য দর্শন থেকে এ-চরণচিহ্ন হয়ে উঠুক তোমাদের সকলের নয়ন সন্তোষকারী । হাতের দাপাদাপিতে একে তছনছ করে দিও না ।' এই কথা মতো পথের দিকে নয়ন মেলে চলতে চলতে তাঁরা এক স্থানে দেখতে পেলেন, কৃষ্ণ সঙ্গে নীতা-উচ্ছলিত সৌভাগ্যরস প্রাপ্ত-স্বর্গেও দুপ্রাপ্য মঙ্গলময় দৌহার্দে বন্ধ-স্ববক্ষে সম্যক্ প্রাপ্ত বল্লভের প্রণয় স্থলভে প্রাপ্তি হেতু গর্বিতা এবং সহজ প্রণয়ে সুখে কৃষ্ণারাদন রতা রাধার চরণচিহ্ন কলঙ্কিতকারী এক চরণচিহ্ন, যাকে সৌভাগ্যাবশেষরূপ দর্শন করেই বলে উঠলেন—

৯৪। 'অহো এ কি—এ যেন একই প্রশস্ত লতাতে পল্লবচয় বিপরীত ভাবে বিস্তৃত । এ যে দেখা যাচ্ছে, হায় হায়, এক সুন্দরীরা শ্রীতিজনক পদচিহ্ন তার প্রিয়তমের পদচিহ্নের সহিত মিলেমিশে সহবাসে আছে ।

৯৫। যে ভাবে রাধার পদকমলচিহ্নশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের সহিত শ্রেণীকৃত ভাবে রমণীয় হয়ে

তথা মত্তো প্রয়োজুজশিরসি দত্তা ভুজলতাং

কৃতালম্বাহয়াদীদিব মদগজেনোন্মদগজী ॥

৯৬। তদীয়মেব কেবলং বলং বহতি সৌভাগ্যস্ত যদয়মদয়মতিরপহায় হা যতমানা মানাপহারেণাপি তদনুগভয়ে নস্তামেকামেব কামে বদ্ধমতিরপহুত্ব রমতে ॥

৯৭। ক্ষণং বিচিন্ত্য পুনরুচিরেহঁচিরেণ —

‘ধন্যেয়ং জগতীগতোন্নতবধূরত্নেষু রত্নোন্মদং

সৌভাগ্যেৎসবভূঃ প্রভূতসুকৃতা রাধৈব নির্দ্ধারিতা ।

জ্যোৎস্না চন্দ্রমসং বিনা পিকগিরাং লক্ষ্মীর্বসন্তং বিনা

বিদ্যাদারিঃসং বিনা ন ভবিতুং সম্ভাবনামহঁতি ॥’

৯৮। ইতি নিশ্চিতো চন্দ্রাবলী-সখী মুখবিজিতপদ্মা পদ্মা গুণশ্রামাং শ্রামাং প্রাহ,—‘অয়ি শ্রামে ! স্বপক্ষপক্ষপাতিতা পাতিতা থলু তয়া, যতস্তদেকমাত্রজীবনাং বনান্তরে ভবতীং নির্মাল্যমিব বিহায় হা যথৌ

৯৫। শ্রেণীভবনরুচিরা শ্রেণীভাবেন রুচিরা, ভুজলতাং দক্ষিণভুজম্ ॥

৯৬। তদনুগতয়ে তত্তা এবানুগতিং প্রাপ্তুং নোহস্মান মানাপহারেণ নিরাদরেণাপি অপহার পরিত্যজ্য যতমানা-
ন্তপ্রাপ্তার্থং যত্ববতীরপ্যস্মানিত্যানেন তামযতমানামপীতি ব্যঞ্জিতম্; যদা, মানাপহারেণাপি তদনুগতয়ে নিজাদরালাভে-
নাপি তদনুগতার্থমিত্যর্থঃ। তামপহুত্ব চোরসিবা ॥

৯৭। প্রভূতসুকৃতা প্রচুরপুণ্যা জ্যোৎস্নেনি তেন বয়ং কদাচিত্তৎসবভূতোহপি জ্যোৎস্নাহ্যপমানযোগ্যা ন ভবিতুং
প্রভবাম ইতি ভাবঃ। জ্যোৎস্নাদিভির্বিনা চন্দ্রাদীনামপি ন সাকল্যমিতি তয়া বিনা নৈব তস্য শোভেতি চ ভাবঃ। তত্র
জ্যোৎস্নাচন্দ্রাভ্যাং তয়োর্মার্থম্, পিকগীর্বসন্তাভ্যাং সাদৃশ্যাং বিদ্যাদারিধরাভ্যাং সৌরুপ্যঞ্চ বর্ণিতম্ ॥

৯৮। ইতি নিশ্চিতো মুহুঃপক্ষে সৌভাগ্যাতিশয়ে নির্ধারিতে সতীত্যর্থঃ। সপক্ষস্ত পক্ষপাতিতাংহঁনুকূল্যং পাতিতা

শোভা পাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে রাধা প্রিয়ের স্কন্ধে দক্ষিণ ভুজলতা ধারণ করে মদমত্ত গজের সহিত মদমত্ত-
গজীর মতো চলছিলো।

৯৬। অতএব কেবল রাধাই একমাত্র সৌভাগ্যের সার ধারণ করে থাকে। কারণ কৃষ্ণ তারই আনু-
গত্য পাওয়ার জন্য নিষ্করণ কামে বদ্ধমতি হয়ে কৃষ্ণলাভে যত্নবতী মাদৃশ জনদের অনাদরে ফেলে রেখে একা
তাকেই চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিহার করে বেড়াচ্ছে।

৯৭। ক্ষণভর চিন্তা করে পুনরায় পট্ করে বলতে লাগলেন—‘এই রাধা ধন্থা। এই সংসারে উচ্চ-
কোটি বধূরত্নের মধ্যে সৌভাগ্যেৎসব স্থলী ও অতি সুকৃতিসম্পন্ন রাধাই রত্নোন্মদ বলে নির্দ্ধারিতা। চন্দ্রমা
বিনা জ্যোৎস্না, বসন্ত বিনা পিকনাদ শোভা এবং জলধর বিনা বিদ্যাং থাকার সম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত নয়। তেমনই
কৃষ্ণচন্দ্র বিনা রাধার থাকাও কল্পনা করা যায় না।

৯৮। এইরূপে সুহৃদ্পক্ষের দ্বারা রাধার সৌভাগ্যাতিশয় নির্দ্ধারিত হয়ে গেলে চন্দ্রাবলীর সখী মুখ-
সৌন্দর্যে পদ্মজয়ী পদ্মা গুণশ্রামা শ্রামাকে বললেন—

সর্বদয়িতং দয়িতং তমপহৃত্য স্বয়মেকৈব রক্তমহো অয়ি তৎসৌহৃদং হৃদস্তরগামি ন ভবতি ॥’

৯৯। শ্যামাহ,—‘পদ্মে সহজমৎসরমতে সর মতেরকৌশল্যাং শূণু তাবৎ—

সা কৃষ্ণপ্রণয়োৎসবামৃতরসস্রোতস্বতীস্রোতসৌ

ক্ষিপ্তাদী শিশুতাবধি স্ববপুষি স্বাচ্ছন্দ্যাহীনা বপুঃ ।

যত্র ক্বাপি মহারয়েণ মহতা তচ্ছ্রোতসা নীয়তে

তস্মাদ্ধারয়িতুং ন পারয়তি সা শৈবালবদ্বাসতে ॥

১০০। তদয়ং নাক্ষেপণীয়া পণীয়া হি সর্বতোভাবেন —

জাতং সইব বপুষা সহ বর্দ্ধমান-মৈকোন নো পৃথগিতি প্রতিপত্তমানম্ ।

আসাত্ত কালমুপকোষমসৌ ত্যজন্তী, নৈবাপরাধ্যতি হি গন্ধফলী কদাপি ॥

খণ্ডিতা, তয়া অংসুহৃদা রাধয়া । সর্বা এব দয়িতা বলভা যত্র তম্ । দয়িতমিতি পরমদক্ষিণায়কত্র তত্ত্বানভিপ্রেতাচরণাদ্-
বিপিত্যৈব সেতাপি সূচিতম । একৈব রক্তমেবেত্যেনেন তত্ত্বান্তস্মিন্ কাম এব, ন তু পুমেত্যপি ধ্বনিতম্ । অহো আশ্চর্য-
মেতৎ কামমাহাং ততস্তথাঃ সৌহৃদং অয়ি হৃদস্তরগামি মনোহস্তবর্তি ন ভবতি, কিন্তু বাহুমেবেত্যর্থঃ ॥

৯৯। সহজৈব মৎসরমতির্ধৃতা হে তথাভূতে ! সর মৎসামুখ্যাদপসর । তত্র হেতুঃ-মতেরকৌশলসাদৃশ্যমিতি তব মতিরমদলা
তট্টেবেত্যর্থঃ । শূণু তাবদিত্যমর্থঃ-তস্যাঃ স্বচেষ্টিতসা সর্বস্য স্ববৃদ্ধিপূর্বকত্বে সতি তদ্বৎ সঙ্গবদপি, তস্যাস্ত স্বপুমা-
ধীন পুয়তম-পরতত্ত্বায়াং তথা কিমপি নৈবেত্যত আহ-সা ইতি । স্বাচ্ছন্দ্যহীনেনি কৃষ্ণবশমেব তদ্বপুসিতি ভাবঃ ॥

১০০। পণীয়া স্বব্যা । গন্ধফলী চম্পকঃ, উপকোষঃ কোষবহির্ভূতি পুটকম্ । তৎপুষ্টিপ্রাপণায় উপকোষ এব

‘অয়ি শ্যামে ! অপক্ষ তোমাদের প্রতি আনুকূল্য করা একেবারেই ছেড়ে দিলো যে রাধা । যেহেতু
তদেকমমাত্র জীবন তোমাদিকে নির্মাল্যের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হায় হায় বনাস্তরের চলে গেলো সকলেই
যার বলভা সেই দয়িতকে চুরি করে স্বয়ম্ একাই রমণ করবার জন্ম । অহো কি আশ্চর্য ! তোমাদিগেতে রাধার
যে সৌহার্দ্য, তা তাঁর অন্তরের ব্যাপার নয়, লোক দেখানো মাত্র ।’

৯৯। শ্যামা বললেন—‘পদ্মে, ওগো সহজমৎসরমতে ! বুদ্ধির চাতুর্যহীনতা থেকে বেরিয়ে এস ।
সব কিছু শোন—

রাধিকা কৃষ্ণপ্রণয়োৎসবামৃতরসরূপ নদীর প্রবাহে নিজ দেহ শিশুকাল থেকেই নিক্ষেপ করে রেখেছে ।
নিজদেহ সঙ্ক্ষেপে সে স্বাতন্ত্র্যহীন । তাই ঐ নদীর মহান স্রোতে তাঁর দেহ মহাবোগ যে কোন স্থানেই ভাসিয়ে
নিয়ে যাক্ তার থেকে নিজেকে ধরে রাখতে সমর্থ্য নয় সে । শৈবালের মতো ভাসতে থাকে ।

১০০। তাই বলছি, রাধা নিন্দার যোগ্যা নয় । এ সর্বতোভাবেই স্তব্যা ।—

গন্ধফলী আর তার উপকোষ একই সঙ্গে জন্মেছে, একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে এরা যে পৃথক নয়
এ নির্ধারিত সত্য । সময় এসে গেলে গন্ধফলী উপকোষ ছেড়ে দেয় এতে সে কখনও অপরাধ লিপ্ত হয় না ।
(একথার ধ্বনি, গন্ধফলিকে পুষ্টি পাওয়ার জন্ম উপকোষ নিজেই খুলে পড়ে যায়—এতে গন্ধফলীর কি
দোষ । কাজেই রাধার দোষ কোথায় ?)

১০১। তেন সময়ে প্রাণতুল্যা অপি সখীস্ত্যজন্ত্যা ন খলু রসবত্যা সৌহার্দতো হীয়তে ॥

১০২। অহা আত্মঃ,— শ্রামে ! সপক্ষা হি সপক্ষাচিতং কদাপি নেক্ষন্তে, তেন ত্বয়া ত্বযাতথ্যামপ্রণয়-
য়েদমুক্তং যুক্তম্। বস্তুতস্ত তন্ত্যাঃ প্রধানতয়া নেদমধাবসিতং সিতম্। যতো নিষ্কুপেয়ং পেয়ং সর্বগোপরমণী-
মণীনাং কৃষ্ণস্ত তমধরমধরয়ন্তী চকোরীঃ স্বয়মেকৈব পিবতি। তদিমানি মা নিগন্তুসন্তোষকারীণি তন্ত্যাঃ পদ-
চিহ্নানি' ইতি তানি নয়নস্থাপ্পাদানি পদানি বিসোকয়ন্ত্যো যন্ত্যো ভাবশাবল্যং ভাবশাবল্যং তদনুসারেণ ললিতং
চলন্ত্যাঃ কিয়দদুঃখেদুঃ রেণুষু দৃষ্টিম্ ॥

১০৩। দন্তদৃষ্টয়ন্তত্র তা বধূপদানি ধূপ-দানি নালোক্য বিতর্কয়ামাস্তঃ,—

‘অহো কিমিদম্—

আলোকাতে ন রমণীপদলক্ষ্মলক্ষ্মী, রম্যাণি ভাস্তি পরমত্র হরেঃ পদানি।

আং জাতমাং খরতৃণাকুরাখিল্পাদা-মুন্নীয় বক্ষসি বধূময়মত্র যাতঃ ॥

ততো নিষ্পততি, তস্যাঃ কো দোষ ইতি ভাবঃ। ততশ্চাস্মাকমেব স্তবসম্পত্তিরিয়মিতি হৃচিতম্ ॥

১০১। সময়ে সুরতসম্বন্ধিনীতি ভাবঃ ॥

১০২। অহা ইতি চন্দ্রাবলীসপক্ষাঃ, তেন হেতুনা ত্বয়া ত্বযাতথ্যামোহজীর্ণঃ প্রণয়ো বদ্যাস্তয়া সিতং বন্ধম্, অধ-
রয়ন্তী পানপরিপাট্যা কৃক্কুর্বতী। ইতি তানীতি রাধাসপক্ষা এবতি জ্ঞেয়ম্। ভাবশাবল্যং হর্ষ গর্ব-প্রণয়-কোপ-দৈহাদি-
ভাবসম্মদং যন্ত্যাঃ প্রাপ্নুবত্যাঃ, অতএব তাদৃশসঞ্চারিভাবানাং ভা-বশেন প্রকাশবশেনাবল্যং তদবধা স্যাত্তথা, তেষাং চরণ-
চিহ্নানামনুসারেণ চলন্ত্যো রেণুষু দৃষ্টিমহঃ ॥

১০৩। ধূপদানি সন্তাপঞ্চকানি, ‘তপ ধূপ সন্তাপে’। রমণীপদলক্ষ্মলক্ষ্মীর্নালোকাতে ॥

১০১। অতএব প্রাণতুল্যা হলেও সময়ে সখীগণকে ত্যাগ করলেও রসবতী রাধা কখনও সৌহার্দ
থেকে চ্যুতা হয় না।

১০২। চন্দ্রাবলীর অহা এক সখী বললেন—‘শ্রামে ! সপক্ষা কখনও সপক্ষার দোষ দেখে না। সেই
হেতু তোমাদের মতো নিত্যানবপ্রণয়বতীদের পক্ষে এরূপ বলা যুক্তিযুক্তই। বস্তুতস্ত সেই মুখ্যার পক্ষে এরূপ
ব্যবহার ঠিক নয়। কারণ নিষ্করণ এ সর্বগোপরমণীদের পেয় কৃষ্ণ অধরাযুক্ত স্বয়ম্ একাই পান করছে—এমন
পরিপাটিতে যে চকোরীও খিক্কৃত হয়ে যাচ্ছে। তাই রাধার এই পদচিহ্ন সকল একেবারেই হর্ষপ্রদ নয় আমা-
দের চোখে’—এ কথার পর রাধা-সপক্ষাগণ নয়নস্থাপ্পাদ চরণচিহ্ন দেখতে দেখতে হর্ষগর্বাদি ভাবশাবল্য প্রাপ্ত
হতে হতে তদনুসারে আগত সঞ্চারিভাবের প্রকাশবশে শিথিল দেহে ললিত গতিতে চলতে চলতে কিছুদূরে
ধূলিতে দৃষ্টি দিলেন।

১০৩। তাকিয়ে তাকিয়ে সন্তাপদূরকারী বধূ পদচিহ্ন তথায় দেখতে না পেয়ে তাঁরা বিচার করতে
লাগলেন—‘অহো এ কি—

রমণীপদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তো, হরির পরমরমণীয় পদচিহ্নশ্রেণীমাত্র শোভা পাচ্ছে এখানে।
অহো বুঝলাম—তীক্ষ্ণ তৃণাকুরে খিল্পাদা বধূকে বক্ষে উঠিয়ে নিয়ে চলেছেন এখানে হরি।

১০৪। নিশ্চিতমেবৈতৎ—

উরসা সরসায়িতেন রামাং, বহুতন্তুস্তরতো বতেশ্বরশ্চ ।

পদপঙ্কজলক্ষণানি নিয়া-অবনৌ কোমলবালুকাচিতায়াম্ ॥

১০৫। তদয়ি দয়িতে কৃষ্ণশ্চ অনুভবানুভবাজিতসুকৃতকৃতসৌভাগ্যগরিমাণং মধুরিমাণং মধুকরীব
মদকরিবরারুঢ়া রুঢ়াহুরাগতোহগতোংসবাণি সবাণি সবাণীতরি শ্রিয়ে পিশ্রিয়েহপি সৌভাগ্যবতী ভবতী ॥

১০৬।

সহায়াতং দৃষ্টঃ সহ স হরিরশ্রাবি চ সমং

তদালাপো রুক্ষস্তদনু সহ লকো রতিবসঃ ।

ইদানীং কৃষ্ণজ্ঞাং বহতি তৃণকল্লাস্তাজতি নঃ

ফলেনৈব ব্যক্তং ভগতি সুকৃতং দুষ্কৃতমপি ॥

১০৭। তদহো তব পদানামবলোকতোহনবলোকনমেব নো দুঃখাকরমভূৎ ॥

১০৪। ঈশ্বরস্য বোদুং সমর্থস্য ॥

১০৫। অয়ি কৃষ্ণস্য দয়িতে ! অনুভবং প্রতিজ্ঞয় অর্জিতৈঃ সুকৃতৈঃ কৃতং নিষ্পাদিতং সৌভাগ্যগরিমাণমনু-
ভব উপলভ্য । রুঢ়াহুরাগতো হেতারগতোংসবা অমসি শ্রিয়ে বিষয়ে ভবতী পিশ্রিয়ে অপীত্যোতদেব সম্ভাব্যতে
ইত্যর্থঃ ॥ (১০৬)

১০৭। অবলোককঃ সকাশাদনবলোকনমিতি তত্র ততোহপি সৌভাগ্যপ্রাকট্যোপলব্ধিরিতি ভাবঃ । দুঃখাকর-
মিতি চন্দ্রাবল্যাঙ্গি-মুখগ্নানিমালাক্য স্বেষাং তদৈক্যমারোপয়িতুং তটস্থানামুক্তিঃ । ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্, বস্তুতঃ শ্রমভাব ইত্যর্থঃ ।
বক্ষস্থলস্থং লক্ষ্মীং পরিভবিতুং শীলং বস্যাঃ সা ॥

১০৪। হ্যাঁ হ্যাঁ এ কথাই ঠিক, তাঁর দ্বারাই রসায়িত বক্ষে তাঁকে বহন করে নিয়ে চলেছে । অহো
এ তো সেই ভারে ঈশ্বরের পদপঙ্কজশ্রেণী কোমল বালুকাময় ভূমিতলে ঢুকে ঢুকে গিয়েছে ।

১০৫। তাই বলছি, হে কৃষ্ণদয়িতে ! জন্মে জন্মে অর্জিত সুকৃতিদ্বারা সম্পাদিত সৌভাগ্য গৌরবের
অনুভব তুমি তেমনই পেয়েছ, যেমন পেয়ে থাকে মদমত্ত গজেন্দ্রারুঢ়া ভ্রমরী মধুরিমার আশ্বাদন । আরও,
রুঢ়াহুরাগ থেকে আগত উৎসবে তুমি সদা মত্ত আছ নিশ্চয়ই, আরও এরূপ সম্ভাবনাও করা যায়, সব কিছু
দানকারী প্রিয়তম সম্বন্ধে সৌভাগ্যবতী তুমি পরমতৃপ্ত হয়ে গিয়েছ ।

(চন্দ্রাবলীর মুখে ল্লানিমা দেখে তাঁর সঙ্গে এক্য আরোপ করার ইচ্ছায় তটস্থাদের উক্তি -)

১০৬। এক সঙ্গে এলাম, একসঙ্গে সেই হরিকে দর্শন করলাম, একসঙ্গে তাঁর সেই রুঢ় আলাপ
শুনলাম এবং তৎপর একসঙ্গে রতিরস লাভ করলাম । ইদানীং সে তোমাকে বক্ষে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর
আমাদের তৃণবল্ল ত্যাগ করেছে । সুকৃতি দুষ্কৃতি ফলের দ্বারাই প্রকাশ পায় ।

১০৭। তাই বলছি, অহো তোমার জীচরণকমলাচিহ্ন দর্শন থেকে অদর্শনই আমাদের বেশী দুঃখের
আকর হল ।

১০৮। ইতি পুনঃ কিয়দূরং গতা পুনর্নির্বর্ণ্য 'অহো তন্তুরবহনাসহনাসন্নপরিশ্রমেণেব বক্ষঃস্থলস্থ-
লক্ষ্মীপরিভাবিনী ভাবিনী সেহ সমুভারিতা। উভার্য্য চ শ্রান্ত ইব তামভিমুখীকৃত্য তস্থৌ, পশ্যত পশ্যত—

অন্তোন্তাভিমুখস্থিতে স্তভগয়োদে' ছে পদোলক্ষ্মণী

দৃশ্যেতে যদহো রহস্যকথানাসক্তে ইবেহাহিতম।

অন্তোন্তাংসবিসক্ত-বাহুগমনক্ষোভাদিব শ্রান্তয়ো-

লীলালস্যবয়স্যভাবপিপ্তনং নিবৃত্তমালিঙ্গনম্ ॥'

১০৯। ইতি তর্কয়ন্ত্যো বিপক্ষপক্ষপাতিত্বঃ প্রমুয়াসুয়ামিব নির্হেতু-বরতুবর-ভাব কঠোরতাপন্নমনসো
বভূবুঃ ॥

১১০। সপক্ষপক্ষপাতিত্বস্ত সহজসৌহৃদহৃদয়ালুতয়া তন্ত্যাঃ সৌভাগ্যবিশেষবিলোকনতঃ কনতঃ
সক্ষণাঃ ক্ষণাদেব নির্বাণবাগবেধসদৃশবিরহানলা ন লাঘবমাশ্রনো বিহঃ প্রত্যুত নিবিড়মোদমেছরতারতা এব
বভূবুঃ ॥

১০৮। শ্রান্তরোরিবেত্যাংপ্রেক্ষেব, অতএব লীলরৈব যদালস্যং তস্মিন্ সতি সখ্যাহচকমালিঙ্গনং নিবৃত্তম্ ॥

১০৯। তুবরভাবো বৈরসাম্যঃ; "তুবরস্ত কষায়োংস্ত্রী" ইত্যমরঃ ॥

১১০। হৃদয়ালুতয়া সহজদয়তয়া। কনতঃ প্রদীপ্তাং স্পষ্টাদিতি যাবৎ। নির্বাণঃ শান্তো বাগবেধসদৃশো বিরহা-
নলো যাসাং তাঃ ॥

১০৮। অতঃপর কিছুদূর গিয়ে পুনরায় পদচিহ্নের অবস্থান দেখে বিপক্ষপক্ষপাতী গোপীগণ
বলতে লাগলেন—

'অহো তাঁর ভার বহনের অসমর্থতায় আগতপ্রায় পরিশ্রমেই বক্ষস্থলে স্থিতা ও সৌন্দর্যে লক্ষ্মীদেবীকে
পরভূতকারিণী পরমাসুন্দরী রাধাকে এখানে বক্ষ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলো দেখছি। নামিয়ে দিয়ে তাঁকে
সম্মুখে করে পরিশ্রান্তের মতো দাঁড়িয়েছিলো মনে হচ্ছে। দেখ দেখ,

পরস্পর সামনা সামনি দাঁড়ানো প্রিয় প্রিয়ার ছ-ছ পদচিহ্ন যেরূপ দেখা যাচ্ছে, অহো তাতে মনে
হচ্ছে যেন দুজনে রহস্যকথায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আরও ঐ দেখ পরস্পর ভূজযুগলে কাঁধ ধরাধরি করে
চলন-ক্ষোভে শ্রান্তপ্রায় দুজনের লীলা-আলস্য বয়স্যভাবমুচক আলিঙ্গন যে হয়েছিল, তা প্রমানের দ্বারাই
স্থিরীকৃত হয়ে আছে।'

১০৯। এরূপ বিচারপরায়ণা বিপক্ষপক্ষপাতী গোপীগণ বিনা কারণে দ্রুত বেড়ে-উঠা অসুয়ার মতো
বিনা কারনে অতি বিরসতায় কাঠিন্দ্রপ্রাপ্ত মন্য হলেন।

১১০। সহজ সখীভাবে রসজ্ঞা হওয়ার দরুণ রাধার সৌভাগ্যবিশেষ আলোকন হেতু সুস্পষ্টভাবে
আমোদযুক্তা ও সহসাই শাস্ত-বানবেধের মতে নিভে যাওয়া বিরহানল যুক্তা সপক্ষপক্ষপাতীগণ কিন্তু নিজেদের
দীনা বলে জানলেন না। পরন্তু নিবিড় আনন্দ স্নিগ্ধতায় ডুবে গেলেন।

১১১। ইত্যেবং পুনঃ সমুদ্র ভূয় এব তানি তানি চরণলক্ষ্ম্যাণি লক্ষ্মীকৃত্য চলন্ত্যো নাতিদূরে নিরূপ্য
রূপ্যসলিলসেচনকাসেচনকায়মানৈঃ শব্দধরকরনিকরনিতান্তকাস্তে ভূরসি রসিকশেখরস্য খরসুদরহিতং গমনমনস্তরং
বিতর্কয়ামাসুঃ ॥

১১২। 'নেক্ষাস্তেহঙ্কুশ-কেতু-বজ্রকমলাকারাণি লক্ষ্ম্যাণ্যহো
বাক্তং কেবলমদুলীদলশিখালক্ষ্মৈঃ তদ্বদ্যহে।
উত্ত্বংপাৰ্শ্বি পদাগ্রজাগ্রদবনি প্রোন্নীয় দোর্মণ্ডলীং
শাখাগ্রং নময়ন্ প্রস্থনমচিনোদস্মিন্ প্রিয়ার্থং প্রিয়ঃ ॥

১১৩। ইতি পুনশ্চরণচিহ্নানি তানামুসরন্ত্যো বিগতবিষ্মমূপম্পূপসম্ম লক্ষ্মীস্তরং বিলোক্য বিতর্কয়া-
ক্কিরে ॥

১১৪। 'অহো পশ্যত পশ্যত—
কপূরোপমবালুকে পথি পদোর্ম্মাস্তয়োঃ পার্শ্বয়ো-
রেবাক্ষোহয়মভীক্ষাতে স্থললিতঃ স্তম্ভাস্তরীয়স্য চ।

১১১। অনন্তরমতিদূরে রসিকশেখরস্য ভূরসি ভূবো বক্ষঃস্থলরূপে পুলিনে গমনং ন নিরূপ্য বিতর্কয়ামাসুরিত্য-
ষয়ঃ। কথমূতে ? রূপ্যসলিলেনেব যৎ সেচনং তেন যৎ কং স্ত্বং তেনাসেচনকায়মানৈঃ, "তদাসেচনকং তুণ্ডেণীন্ত্যাস্তো
যস্য দর্শনাৎ" ইত্যমরঃ ॥

১১২। পদাগ্রমেব জাগ্রং সাবাবনতয়া সংলগ্নমবনৌ যত্র তদ্বথা স্যাভথা প্রোন্নীয় ॥

১১৩। উপসমাপ্রশ্রয়ঃ উপসমং প্রাপ্তবৎ ॥

১১৪। যদ্বদ্যহং পার্শ্বয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে স্তম্ভয়োঃ পদোঃ কৃষ্ণপদয়োরেবাক্ষোহ ভীক্ষাতে তথা তসৌব স্তম্ভঃ যদন্তরীয়ং
তস্য চ।

১১১। এইরূপ পরিস্থিতিতে গোপীগণ পুনরায় মিলিত হয়ে পর পর সেই চরণচিহ্নের দিকে দৃষ্টি
রেখে চলতে চলতে অনতিদূরে চন্দ্রকরে রৌপ্যভূলে যেন ধোঁয়া, দর্শন-সুখময় এবং অন্তহীন তৃপ্তিতে ভরা ধরণীর
বক্ষোস্থলরূপ এক পুলিনে এসে রসিকশেখরের মস্তুর চলার চিহ্ন আর ধরতে না পেয়ে বিচার করতে লাগলেন—

'অহো, অঙ্কুশ-কেতু-বজ্র-কমলাকার চিহ্ন তো আর দেখা যাচ্ছে না। বাক্ত হয়ে আছে শুধু অদুলদল-
শিখার শোভা। তাই মনে হচ্ছে পায়ের গোড়ালি উঠিয়ে ডগার দিকে মাটিতে সাবধানতায় বসিয়ে ছু হাত
সটান উর্ধ্বে উঠিয়ে ডালের আগা নামিয়ে এনে কুহুমচয়ন করেছে এখানে প্রিয় প্রিয়ার জন্তু।'

১১৩। এইরূপ বিচার করবার পর পুনরায় সেই চরণচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে চলতে বিগতবিষ্ম-
অশ্রয় পেলে যেমন হয় তেমনই এক বিশেষ রকম চরণচিহ্ন লক্ষ্য করে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—

১১৪। 'অহো দেখ দেখ—কপূরের মতো শুভ্র বালুকাময় পথে ছু পার্শ্বে চরণচিহ্ন ও স্থললিত
সুক্ষ্ম অখোবাসের চিহ্ন যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে রাখার তো কিছুই নেই। তাই মনে হচ্ছে কৃষ্ণ রাধাকে
কোলে করে নিঃশঙ্কে এখানে বসে কুহুমে তার কণপাশ বিন্যাস করে দিয়েছে।'

নো তস্যাঃ কিমপীতি তাং গময়তা স্বাক্ষং নিরাতঙ্কত-
স্তেনাস্মিন্মুপবিষ্টা তৎকবরিকাবন্ধঃ প্রসূনৈঃ কৃতঃ ॥'

১১ । তত্রৈব কচন দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য, 'অহো চিত্রম্—

পাদাঘাতেন তস্যা রসকুতুকচঠাং কিঙ্কিরাতং পুরস্তাৎ
তৎকালাদপ্যকালে কুসুমভরভূতং কেশরং চাস্তমত্বেঃ ।
ঈষ্টং জাতেহভিলাষেহমুনয়বিনয়তঃ কারিতে তৎপ্রয়োগে
সত্ত্বস্তত্তৎপ্রসূনাবচয়নরভাসাতং চ তং চারুরোহ ॥

১১৬। পশুত কিঙ্কিরাতস্তা মূলে নবপল্লবোদগম ইব তৎপাদযাবকাক্ষঃ, কেসরস্ত চ রস্ফচমৎকার-
কারীণি কুসুমাত্তপি পরিহরতামলীনাং সন্নিপাতঃ, মূল এব যত্র তস্যা মুখমদিরাগণ্ডুষনিষ্কপঃ, অনস্মোরশেষেণৈব
লক্ষ্যতে তয়োঃ সবিধবর্তিতা, তেনৈবাত্র তৌ বিচিন্ম' ইতি তথা বিচিক্কাঃ ॥

১১৭। অথ যামাদায় দায়লক্কং ধনমিব তিরোবভূব, তয়া সহ স হরিরতিরতিরাগপরভাগোহপর-
ভাগোত্তমায় 'কামী দীনঃ, জ্ঞী চ দুয়াত্মা, নাহং কামিত্তেহপি দীনো লীলাকামিত্তাৎ, নৈতা অপি সামাত্রজ্ঞীবৎ,

১১৫। তস্তাঃ পাদাঘাতেন কিঙ্কিরাতমশোকং তথা তস্তা এব আশ্রমতৈর্মুখমত্জলৈঃ কেশরং বকুলঞ্চ কুসুম-
ভরভূতং ঈষ্টং রসকৌতুকে খো হঠস্তমাদেব অভিলাষে জাতে সতি, ততশ্চানুনয়বিনয়াভ্যাং তৎপ্রয়োগে কারিতে সতি
তঞ্চ তঞ্চ কিঙ্কিরাতঞ্চাশোকঞ্চ ॥

১১৬। অনরোধাচকরসমুখমদগণ্ডুষরোরশেষেণাবিলম্বভবত্বেদগুণকেন সবিধবর্তিতা এতন্নির্কট এব হিতিঃ ॥

১১৭। তিরোবভূব; পক্ষে, নিরপেক্ষো বভূবেত্যর্থঃ। দায়লক্কং ধনমেনোপমানাং সর্বা কর্ষণানুরঞ্জনসন্তোষাদিকমপো
তল্লাভাপেক্ষয়েতি দ্যোতিতম্। অতিশয়ো রতৌ রাগকেনৈব পরভাগ উৎকর্ষো যন্ত সঃ। অপরভাগোত্তমায় অপরমপি-
ভাগোত্তমমুৎকৃষ্টং রতিভাগং লক্কুং রেমে। এতৎপ্রসঙ্গ এব (ভাঃ ১০। ৩০। ৩৫) "রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোহপা-

১১৫। ওথানেই কোনও দিকেদৃষ্টি নিক্ষেপ করে— 'অহো কি আশ্চর্য। মনে হচ্ছে যেন—

পদাঘাতে অশোক তথা মুখমদজলে বকুলের সময় ছারা অকালেই চোখের সামনে দেখতে দেখতে কুসুম-
ভারে পূর্ণ-হয়ে-উঠারূপ রসকৌতুক দেখবার জন্ম অভিলাষ হলে কৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন।
তার অনুনয়ে রাধা সেই সেই কৌশল প্রয়োগ করলে সত্ত্ব ফোটা সেই সেই প্রসূন চয়নের ইচ্ছাবেগে সেই সেই
বৃক্ষে কৃষ্ণ চড়ে গেলেন।

১১৬। এই দেখ-না অশোকমূলে নবপল্লব উদগমের মতো রাধার পায়ের আলতার চিহ্ন লেগে
রয়েছে। আর এমন যে বকুলের আশ্বাদনীয় চমৎকারকারী কুসুম, তাও পরিত্যাগ করে ভ্রমর আবেশের সহিত
বসে আছে ওর মূলে, যেখানে রাধার মুখমদিরা-কুল্লি নিষ্কপিত হয়েছে। এ-সব অশেষ ভাবেই জানিয়ে দিচ্ছে,
এই নিকটেই তাঁদের অবস্থিতি। অতএব এখানেই তাঁদের খুঁজে দেখি।'—এই বলে খুঁজতে লাগলেন—

১১৭। (এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্তাগবতের 'রেমে ওয়া স্বাত্মরত' শ্লোকের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা দূর করবার জন্ম
প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছেন, যথা—) 'সাধারণ কামুক পুরুষ দীন, আর জ্ঞী দুয়াত্মা। আমি কামুক হয়েও

মদঙ্গসঙ্গমঙ্গলবস্থাঃ; তেন মদ্যতিরিক্তঃ কামো দীন এব, এতদ্ব্যতিরিক্তাঃ স্ত্রিয়ো হুরাআনাঃ' ইতি কামিনাং দৈহং
জ্ঞাপাং চ হুরাআতাং দর্শয়ন্ 'আত্মতুল্যাঃ স্বা রমতে' ইতি আত্মারামোহং প্রণয়ঃ সন্ রমে ॥

১১৮। অথ সা পরমকোমলহৃদয়া হৃদয়ালুতমানামগ্রীঃ স্তভগানাং স্তভগানাং স্তচিরহুরাপতাকা
পতাকেব কেবলমাত্মনিষ্ঠয়া রতনিষ্ঠয়ারতমানসা চিটারয়ামাস ॥

১১৯। 'ম্যেকস্তামতিশয়রতিঃ প্রাণনাথো মদ.ল্য-
স্তা বিচ্ছেদাদহহ দখতে হা কথং প্রাণযোগম্ ।
তস্মাদ্ব্যমাং কিমপি করবৈ যেন নেতো বিদুরং
গচ্ছেদেব ক্রমত ইহ তাস্তাশ্চ সর্বা মিলন্ত ॥'

বিশ্লিষ্টঃ। কামিনাং দর্শয়ন্ দৈহং জীবাঈক্যেব হুরাআতাম্ ॥' ইত্যেতৎ পত্নং বিকল্পব্যাখ্যানান্তর বারণায় ব্যাচষ্টে, কামী
ইত্যাদি লীলয়ৈব, ন তু জীববৎ কর্মপারতন্ত্র্যেণ যং কামিত্বং তস্মাৎ ॥

১১৮। সা রাধা স্তভং মঙ্গলং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তীতি তাসাং স্তভগানাং সৌভাগ্যবতীনাংপি স্তচিরা হুরাপতা তুল-
ভতা যন্তাঃ সা 'কপ্ সমাসান্তঃ'। পতাকা বৈজয়ন্তীরূপা আত্মনিষ্ঠয়াত্মবর্তিত্তা রতনিষ্ঠয়া সুরতনিষ্ঠয়া অরতং ন সমাক-
মুদিতং মানসং যন্তাঃ সা, স্বপ্রাণতুল্যাস্থ সখীযু তাদৃশবিলাসলাভ-ভাবনয়ৈতার্থঃ ॥

১১৯। ম্যেকস্তামিত্যত্রায়মাশয়ঃ—যদীদং মংসৌভাগ্য-সুখং চেতাভিঃ স্বনয়নবিষয়ীক্রিয়তে, তদৈব সফলং
তাসাং সুখঞ্চ তাৎপর্যোতাদৃশবিলাসঃ সিধ্যতি চেৎ মম সুখম্, অগ্রথা প্রত্যুত বিচ্ছেদদুঃখমেব সমজনীতি। মদালো ললিতা

দীন নই। কারণ আমি জীববৎ কর্ম পারতন্ত্রে কামুক নই, জীব হিতার্থে লীলায় কামুকের ভাব দেখাই। এ
গোপীগণও সামান্য জ্ঞোদের মতো নয়, যেহেতু এরা আমার অঙ্গসঙ্গ মঙ্গল লাভে যত্না। অতএব আমি ছারা
অন্য কামীই দীন, আর এরা ছারা অন্য জ্ঞীই হুরাআ।' এই সিদ্ধান্তানুসারেই জীমস্তাগবাত বলা হয়েছে—
'কামুকদের দৈহ্য আর জ্ঞোদের হুরাআতা দেখিয়ে নিজ প্রাণতুল্যা গোপীদের সহিত ক্রৌড়া করছেন কৃষ্ণ।' (সিদ্ধান্ত
বচসার পর প্রস্তুত বিষয় বলা হচ্ছে এবার—) এইরূপে অতঃপর যাকে দয়ালক্ক ধনের মতো সঙ্গে নিয়ে তিরো-
ধান করেছিলেন তাঁর সঙ্গে সেই আত্মারাম রতিরোগে শ্রেষ্ঠ হরি আরও অপর রতিভাগ পাওয়ার জন্য অখণ্ড
প্রণয়যুক্ত হয়ে রমণ করতে লাগলেন।

সখীদের বিরহ দুঃখ দূরীকরণে রাধার কুটিলভাব ও কৃষ্ণের অন্তর্ধান :

১১৮। অতঃপর সেই পরমকোমল হৃদয়া, অতিশয় উদারাগ্রনী এবং মঙ্গল-পাওয়া সৌভাগ্যবতী-
দেরও স্তচির-তুলভা পতাকারূপা রাধা সখীদের তাদৃশ বিলাস-অভাব ভাবনায় মনে পুরোপুরি আনন্দ লাভ
ক লেন না, শুধু কেবল নিজেতেই স্থিত সুরত-নিষ্ঠয়া। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—

১১৯। 'আমার প্রাণনাথ একমাত্র আমাতেই অতিশয় রতি বহন করে থাকে। হায় হায় আমার
সখী ললিতা বিশাখাদি গুর বিরহে প্রাণের সম্বন্ধ কি করে ধারণ করবে? অতএব কোনও একটা কুটিলভাব
অবগু প্রকাশ করবো, যাতে গ্রন্থান থেকে বহুদূর না যায় প্রিয়তম। এতে আমার সেই সখী সকল এখানে এসে
মিলতে পারবে আমাদের সাথে।'।

১২০। ইতি বিচার্যচার্যচরিতা নিজগাদ,—‘হস্ত নিরুপমপ্রণয়রসাকুপার পারয়ে নাহং গন্তমপরম্, পরং হি মে শ্রমবৈকল্যং জাতম্ চলনসামগ্রী ন দৃশ্যতে, কথমহং যামি, যামিনীয়মায়াগিনী ভবতি, রসিক ! লিকতাস্বয়মু ক্ষণমিহোপবিশ্যতাম্॥’

১২১। ইত্যুক্তঃ স চ সচমৎকারমিব ওস্তান্তদিদমুদিতং দিতং কুর্বাণো বাণোপমমিব বহির্মহা তস্তাঃ সহজমপ্যমদং তু দন্তরং সমদমিব বহির্জানন্, অন্তস্ত ‘স্বায়ত্তচাস্তায়াঃ কাস্তায়াঃ সমুচিতমেব মদং মদন্তরং শ্রমদয়ন্ত-মেতমেতস্তামপি তিরোধানেন তীর্থং কেরামি’ ইতি চিৎ রহন্ বহির্মদাপনোদ-বিনোদবিশেষদারুণভাবোহরুণ-ভাবোদিতকমলনয়নো নয়নোদকং কিমপি জগাদ ॥

১২২। ‘চলনসামগ্রী যদি ন দৃশ্যতে তদা মদীয়মিমমংসমংসল লাবণ্যলক্ষ্মীকং কৃতার্থাকুরুষ্যারোহেণ’

বিশাখাত্মাঃ ॥

১২০। অকুপারঃ সমুদ্রঃ ॥

১২১। ইদমুদিতং বাক্যং দিতং কুর্বাণঃ ষড়্ভুতং কর্তুন্। বাণোপমমিবেতি ইদমপি ভবত্যা নিদেশং পুতিপালয়িতু-মর্হামীতি নর্মণৈব কৃত্রিমাসহিষ্ণুতাং প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। অতএব ইব-বহিঃশব্দো। তথৈব সহজমদং গর্বরহিতমপি তস্তা উদিতং সমদম্, অতএব দন্তরমিব বহির্জানন্, তুকারোহপ্যর্থঃ। স্বাধীনভর্তৃকায়্য নায়িকায়্য মদন্তরং মম ধীরললিতস্তানুকূল-নায়কস্ত মনঃ কর্ম শ্রমদয়ন্তং স্বয়মন্তমপি, এতৎ মদমেতস্যাপি বিষয়ে তীর্থং হেতুং মদাপনোদো গর্বশৃঙসমেব বিনোদ-বিশেষযন্তেনৈব দারুণো ভাবোহমর্ষাধো যস্য সঃ। কৃত্রিমস্ত তদুভাবোহপি প্রকটিত ইত্যাহ—অরুণভয়া শোণকাস্ত্যা বোধিতে জ্ঞাপিততত্ত্বে কমলনয়নেন যস্য সঃ। নয়নোদকং নীতিশৃঙকম্ ॥

১২২। অংসলা প্রবলা লাবণ্যলক্ষ্মীবিধং তম্। অত্রেদং চতুরশিরোমণিনা বিচারিতং যদ্ যস্তা মতমহরুদ্রতা ময়া

১২০। একুপ বিচার করে সূচরিতা রাধা বললেন—‘হে নিরুপম প্রণয়রসনিধি ! হায় হায়, এর আগে আমি আর চলতে পারছি না। কেন-কি আমার অতিশয় শ্রমবৈকল্য এসে গিয়েছে। চসার জন্য কোন ষানও চোখে পড়ছে না। কি করে আমি যাবো। রাতও বেশী হয়ে পড়ছে। তাই বলছি হে রসিক ! এই পুন্ডিনে ক্ষণকাল বসো।’

১২১। এইরূপ বলা হলে সেই রসিকশেখর যেন অতি সুন্দর ভাবে ঐ কথা খণ্ডন করবার জন্তু বাইরে বাপ সম তীক্ষ্ণ মনে করলেন উহারে। কথাগুলি স্বাভাবিক ও গর্বরহিত হলেও যেন গর্বযুক্ত, স্তুতরাং বৃহৎ দম্বযুক্ত, একরূপ জেনে নিলেন রাইরে। কিন্তু মনে মনে বিচার করলেন, স্বাধীনভক্তকা নায়িকার এ গর্ব সমু-চিৎই। আমার অন্তঃকরণ এ প্রশসন্নই করছে। তবুও এর নিকট অন্তর্ধান হওয়ার বিষয়ে এই কৃত্রিম গর্বকেই অবলম্বন করে নিচ্ছি, এইরূপ বিচার করে গর্বশৃঙসরূপ কেলি বিশেষের উপযোগী (কৃত্রিম) কঠোর ভাব ধারণ করে নিলেন—কমলনয়নে তাঁর রহস্তব্যঞ্জক ভাব ফুটে উঠলো রক্তিমায়। এই ভাবে নীতি খণ্ডক কিছু কথা বললেন, যথা—

১২২। ‘চলন সামগ্রী যান যদি দেখাই যাচ্ছে না, তবে উচ্ছলিত লাবণ্যশোভাবিশিষ্ট মদীয় এই

ইতি বদন দৃশ্যমান এব তত্রৈব বর্তমান এব তদক্ষিণোচরতাং বিজহৌ ॥

১২৩। তস্মাস্তু তদা তদন্তর্ধানে সতি সা বাঐন্দক্ষী সুখাবগাহকৃতে বসুখাসুখাতরঙ্গিনী বিষয়তরঙ্গিনীত্ব মাগতেব অনুলেপনার্থমানীতং স্নগন্ধসারগন্ধসারপঙ্ক জলদঙ্গারতামিব সমুপগতং নয়নভূষণার্থমাস্তং সিদ্ধকজ্জলং কজ্জলংবিষদূষিতমিব সম্পন্নম্ ॥

১২৪। কণাভরণীকর্তৃমুপস্থতো মুক্তাহারো ভোগীব লেলিহানতামাসাদ, মুখসারস্তকারণমাস্বাদিতং

অনয়া সহ দিকতাসুপবেষ্টবাং তদাত্মাঃ সখীভিঃ সত্তুরৈব চন্দ্রা-বল্যাদিষপি মিলিতাসু হর্ষগর্বরোষেব্যাসুমানাদিহুর্বারভাব-
সৈন্তপরাক্রমঃ সহসা সমাধাতুমশক্যঃ। মাস্তু সমাধানমেতত্ভাঃ, দৌভাগ্যগর্বপর্বত এব িনষ্টু সর্বমিতি চেৎ প্রারিঙ্গিতা
মহারাসলীলা সর্বৈকমত্যা বিনা ন সিধ্যৎ, যদি পুনরনয়া সহ বিহরতা পর্ধটিতবাম্, তদাপ্যুদগতসখীবিচ্ছেদবেদনাতু-
রায়ামস্তাং সম্প্রতি ন তত্র সারস্তম্। তাসাং বিচ্ছেদানলজ্বালাপি ন চিরং রক্ষিতুমর্হা,—দশম্যা অপি দশায়াঃ সমুদগম-
সম্ভবাৎ। তস্মাদিতোহপ্যন্তর্ধায়াস্তাঃ সন্তোগ রসচমৎকারমিব বিপ্রলন্তরসচমৎকারমপি মিলিতবতীস্তাঃ সর্বাঃ সর্বতো
বিলক্ষণানুভাবসাক্ষাৎকারেণানুভাব্য তাসামপি মুঠৈরেতৎপ্রমাণমসমোদিতয়া স্তাবয়িত্বা ভাভিমিলিতায়াঃ পুনরস্যা
বিচিত্রবিলাপং স্বকর্ণগোচরীকৃত্য তেনৈব কৃপাবিক্রিওদন্তরীভূয় স্বকঠোরতাং ধর্তুমসমর্থঃ সহসৈব স্বদর্শনামৃতবৃষ্ট্যা সর্বা
এব সঞ্জীব্য স্বয়মপি অস্যাভাসাঞ্চ তদা সমুচ্ছলিত-বিবিধভাবামৃতসিক্কো সম্রজ্জা কৃতার্থীভূয় বিরহমহাবিপদহৃতীর্ণতয়া লব্ধ
পুনর্জন্মধামিব সর্বা সামাসাং ত্যক্তমিথঃপ্রাতিলোম্যানাং প্রাপ্তৈ কামত্যানাং বৃন্দেন মহারাসং সম্পাদয়িষ্য ইতি। অত্র যতপি
(নায়কভেদ-প্র-২৬) “তদালোকে কদাপ্যস্য নাত্মাঙ্গঃ স্থতিং ব্রজেদ্” ইতি উজ্জলনীলমণ্যুক্তেঃ শ্রীরাধাসঙ্গিনোহস্য মনসি
নৈতাদৃশবিচারঃ সম্ভাবনীয়তদপি রাসলীলাসিদ্ধার্থং তদীয়-লীলাশৈল্যেব বিচারিতমিদং তস্মিন্নুপচরিতম্। তস্য তু
তর্হায়ং বিচারঃ—ইয়ং কৃত্রিমমিব মদমুপগস্যতি চেৎ, অহমপি কৃত্রিমমেব সনর্মৈবাস্তবাস্যো, ততশ্চ সর্বসম্মেলনরূপে
অন্তরায়ে আপতিতে সতি কোতুকং দ্রক্ষ্যামি,—কিং ভবেদিতি ॥

১২৩। সা বাঐন্দক্ষী “সিচয়মুদকং হৃদয়াদরং, বিলিখাম্যভুতমকরাকরম্” ইত্যাদি-স্বাধীনকান্তোচিতা সুখাবগা-
হার্থং বসুধায়াং পৃথিব্যামপি সুখাতরঙ্গিনী তদন্তর্ধানে সতি সান্নিধ্যমাণা বিষতরঙ্গিনীত্বমাগতেব স্বকুচরোরনুলেপনার্থমানী-
তম্। স্বাধীনেন তেন কান্তনৈবেত্যর্থঃ। কজ্জলং কুংসিতং জলম্ ॥

‘স্কন্ধ চড়ে বসে আমাকে কুতার্থ করে দেও।’ এরূপ বলতে বলতেই সেখানেই দৃশ্যমানের মতো ও উপস্থিতির
মতো থেকেই ধারণা নয়ন থেকে অন্তর্হিত হলেন।

অভুত বিরহ-জ্বরে রাধার বিলাপ :

১২৩। শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন তখন রাধার নিকট এতক্ষণের এই সোহাগভরা বাক-
বেদক্ষী, বসুধার যা সুখাবগাহন যোগা সুখা-তরঙ্গিনী ছিল—তা যেন বিষ-তরঙ্গিনীত্ব প্রাপ্ত হয়ে গেল, অনুলেপনের
জন্তু আনিত স্নগন্ধশ্রেষ্ঠ মলয়চন্দনপঙ্ক যেন জলন্ত অঙ্গারের মতো ভাব প্রাপ্ত হল এবং নয়ন ভূষণের জন্তু
আহৃত সিদ্ধকজ্জল যেন বিষদূষিত নেংড়া জলের ভাব প্রাপ্ত হল।

১২৪। তখন রাধার নিকট কণাভরণ করবার জন্তু সংগৃহীত মুক্তাহার সর্পের মতো লেলিহান ভাব

নাগবল্লীদলং নাগবল্লীদলং বভূঃ, অঙ্গভূষণায় ভূষণায়তনতা তৎকালকালকুটুকোটিল্যায়িত্যেব যদি সমজনি, তদা সগদগদ-গদনরোচিষা গলদুগ্ধনকঙ্কল জলধারয়া মসীমসীমবীভূত-সুত্রনিপাতলৈথয়েব খরতরসস্তাপকরণ-করণকবিদারণ-বিদা রণরণকসুত্রধারেণ টঙ্কিতা তদুরঃস্থলী সমজনি ॥

১২৫। ততশ্চ মুক্তকণ্ঠং সা বিললাপ —

‘হা নাথ হা রমণ হা প্রণয়ৈক সিন্ধো, কাসি প্রিয় প্রকটয় স্ববিলোকনং মে ।

আং বেদ্য যতপি ভবন্তমিহৈব সন্তং, দূরে দৃশোরিতি তথাপ্যস্তুভিত্বনোমি ॥’

১২৬। ‘যাবন্ন জীবিতমিদং বহিরিতি লোলং, তাবদ্বিমুচ্য রুচমক্ষিপথং প্রযাহি ।

নো চেদজীবিতমিদং বপুঃস্বদীং বোঢ়াসি সত্যমহাংসতটেন সত্যম্ ॥

১২৪। ভূষণেযু হারমেখলাদিষু আ সম্যক্ যততে গ্রন্থনাদিযত্নপরো ভবতীতি ভূষণায়তনস্তস্য ভাবস্ততা । রণ-রগকং কান্তবিরোগচিন্তাবিশেষযত্নেব সূত্রধারতক্ষা তেন, কথন্তেন ? খরতরঃ সস্তাপ এব করপত্রং ক্রকচাস্ত্রং তৎকরণকং বিদারণং বেত্তি জানাতীতি স তথা তেন ॥

১২৫। আং বিনা গতান্তরং মে নাস্তীত্যাহ—হা নাথেতি । তথাহমপি ন সম্বন্ধসামান্ত্রেনেত্যাহ—রমণেতি । তথাভূতহমপি ন কামেনেত্যাহ—প্রণয়েতি । তাদৃশহমপি নাস্তদনুরোধবশাদিত্যাহ—প্রিয়েতি । প্রীণাসি প্রীতিং প্রাপ্নো-ষ্যেব, করোষ্যেব বেত্যর্থঃ । নস্বহং নর্মণৈবাস্তর্ধারং হংসমীপ এবান্মি ? তত্রাহ—আমিতি । তথাপি দৃশোদূরে ভবতীতি হেতোরস্তুভিত্বনোমি, প্রাণহেতুত্বৈব মম পীড়িত্যর্থঃ । স্বংপ্রাপ্ত্যাশয়া প্রাণান্ হাতুং অবিচ্ছেদেন চ ধর্তুঞ্চ ন শক্নোমীতি ভাবঃ ॥

১২৬। তদপি তয়োর্বয়োর্মধ্যে অবিচ্ছেদশ্চৈব প্রাবল্যাভেদৈব ছিন্নাশাশৃঙ্খলাঃ প্রাণা নিষ্ক্রমিষ্যন্ত্যেবেত্যাহ—যাব-দিতি । তদপি মদপেক্ষয়া ধৃতিমালম্ব্য ক্ষণং স্থাশ্রুতীতি মম জীবিতং মা বিশ্বসীরিত্যাহ—লোলমিতি । নহু নিষ্ক্রাম্যতু জীবিতম্, মম কা ক্ষতিরিতি চেন্নৈবং ব্রবীঃ । হমপি ময়ি বিষয়ে পরমপ্রেমবান্বেনাবানুভূতো মদ্বিরোগদুঃখং প্রাপ্ন্যন্ত্যেবে-প্রাপ্ত করে নিল, আন্বাদনে মুখের সরসতা দায়ী তাম্বুলখিলি বিষলতাপত্রের ভাব ধারণ করে নিল, তথা অঙ্গ-সাঁজাবার হারমেখলাদি বিষয়ে শিল্পকলার সহিত গ্রন্থনাদি যত্নপরতার ভাব তৎকালে তাঁর বিষস্তপের কুটিলতা-ভাব ধারণ করে নিল । তখন সগদগদ কথার দীপ্তিতে ও বক্ষে কালো কালি মাখানো সূতায় টানা রেখার মতো গলদকঙ্কল মিশ্রিত উদ্ব্য জল ধারাতে প্রতীতি হল, যেন খরতর সস্তাপরূপ করাতে বিদারণবেত্তা কান্তবিরোগ-চিন্তারূপ ছুতারের দ্বারা খণ্ডিতা হচ্ছে রাধার বক্ষোস্থল ।

১২৫। অতঃপর রাধা মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন—

‘হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রণয়ৈক সিন্ধো ! তুমি কই ! হে প্রিয় ! আমার সম্মুখে নিজ দর্শন প্রকট কর । হাঁ, যতপি জানি তুমি এখানেই আছ, তথাপি নয়নের দূরে তো । এই হেতু প্রাণ সম্বন্ধেই আমার পীড়া । (অক্ষম হয়ে পড়েছি—তোমার প্রাপ্তির আশায় প্রাণ ছাড়তে, আর বিচ্ছেদ হেতু পুণ ধরতে ।)

১২৬। (তথাপি দুয়ের মধ্যে তোমার বিচ্ছেদেরই প্রাবল্য । তাই আশাশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে । তাই বলা হচ্ছে—) যতক্ষণ-না এ-চঞ্চল প্রাণ বের হয়ে যায়, ততক্ষণ ক্রোধ ছেড়ে দিয়ে

১২৭। নৈবাপরাক্রমিহ কিঞ্চন গব'হেতো-নৈবোদিত্যং বচ ইদং ক্লিষিতোহসি যেন।

তালাং সমাগমনমূলবিলম্বহেতো-নো পারয়ে চলিতুমিত্যবদং ন গব'ং ॥

১২৮। আগত্য তাভিরিহ হস্ত বিপদশেষং, নো দৃশ্যতে স্তভগ যাবদহো প্রিয়ায়াঃ।

তাবদ্বিত্যয় বিভো বদনেন্দুবিশ্বং, নো গর্হাতে প্রণয়িতা তব যাবদাভিঃ ॥

ত্যাহ—নো চেদিতি। অহহ খেদে, অজীবিতং গতপ্রাণং বপুঃসন্তটেন বোচ্চাসি, সত্যং সত্যম্, অবশ্যমেবেত্যর্থঃ। হস্ত হস্ত প্রিয়তমামহং কিমিতি নাবহম্, ক্ষণিক্যপি মহাপেক্ষয়া যয়া প্রাণা এব ত্যক্তা ইতি শোকেন মদেহং বহ্ন বনে বনে পর্যটয়সীতি বাতে ভাবিনী পীড়া সৈব মমাসহকটম্। অদ্বিচ্ছেদং প্রাণতাগশ্চেতি দ্বয়ং অকিঞ্চিংকরমেবেতি ভাবঃ ॥

১২৭। নহু মদস্তর্ধানকারণং ভবতৈব 'ন পারয়ে গম্ব' ইত্যন্তগব'য়োগস্থাপিতম্, মম কো দোষঃ? তত্রাহ—
নৈবাপরাক্রমিত্যাदि। ক্লিষিতোহসি যেনেতি কলতো যোব এবায়ম্। তেন নর্মেতি তদনৌচিত্যং সূচিতম্।

১২৮। কিঞ্চ, প্রেমপরিপাটীবিদো মহারসিকেষু তবেরমপ্যবিমৃশ্যকারিতা দৈবাদৃশত্বং, তদপি সা লোকে মা পুণ্যকীভবতু, তৎপুণ্যকটো চ সতি ভদ্রবদদৃশ্য এব মমাসহং কষ্টমতোহধুনৈব পুত্যাশ্রীত্বয় তং সমাধংষেত্যাহ—আগ-
তোতি। হে স্তভগ! তব পুরায়াবদভ্যসৌভাগ্যায়া অপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, নো দৃশ্যতে যাবদिति মৎপুণ্যসম্যন্তা দেদুশ-
মদশাদর্শনমাত্রাদেব শোকাৎ প্রাণাংস্ত্যক্তাস্তি, তা অপি মা ঘাতয়েতি ভাবঃ। তব পুণয়িতা নো গর্হাতে যাবদिति অং-
পেমুণি গহিতে সতি তৎসমাধানায় ন মে বাগবসরোংপ্যভীতি ভাবঃ।

আমার নয়ন-পথে এসো।

(‘তোমার প্রাণ বের হয় তো হতে দাঁও, তাতে আমার কি?’—এ কথা তুমি বলতে পার না, কেন-
না তুমি যে আমাতে প্রেমবান্, আমার বিয়োগ সহ্য করতে পারবে না—তাই বলা হচ্ছে) যদি দেখা না দেও
তবে পরে প্রাণ রহিত আমার এ দেহ কাঁধে বয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হবে তোমার। এ কথা সত্য সত্য
পরম সত্য।

১২৭। (যদি বলা যায়, আমার অন্তর্ধানের কারণ তো তোমার দান্তিক কথা। আমার কি দোষ?
এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—) এ ব্যাপারে আমার কোনই অপরাধ নেই। যার জন্ত রাগ করেছ, তা গব'
হেতু বলা হয় নি। সখী-সমাগমের সময় পর্ষদ্ব দেবী করাবার জন্তই এরূপ বলেছি, গব' হেতু নয়।

১২৮। (প্রেমপরিপাটি বিজ্ঞ তোমার এরূপ কার্য প্রকাশ হয়ে পড়লে নিন্দায় পড়ে যাবে-যে।
আর তোমার নিন্দা অসহ্য কষ্টে-যে ফেসবে আমাকে। তাই বলছি—)

‘হায় হায় সখীগণ এখানে এসে যতক্ষণ-না অহো সৌভাগ্যবতী তোমার প্রিয়ার এ-বিপদদশা দেখতে
পায় ততক্ষণ হে বিভো তোমার মুখচন্দ্রমণ্ডল উদিত করাও। (আমার এ অবস্থা দেখলে তারা প্রাণে মরে যাবে।
তাদের প্রাণে মেরো না)। আর যতক্ষণ-না অহো তারা তোমার প্রেমের নিন্দা করে তার পূর্বেই দেখা দেও।
(কারণ এ-নিন্দার উত্তর দেওয়ার কোনও পথও দেখতে পাচ্ছি না)।

১২৯। একাকিনীমিহ বনে কিমহো বিহাতুং, হা হন্তু সাহসমিদং ভবতা বাধ্যসি ।

অশ্রোতুমঙ্গস্থতঃ কিল তা ন তাদৃক্, শিচ্ছন্তি যাতি বিরতিং কথিতো হি বাপ্পঃ ॥

১৩০। ধিগ্ যামিনীং ন রমতে যদি যামিনীশো, ধিক্ পদ্মিনীং যদি ন পশুতি পদ্মিনীশঃ ।

ধিগ্ জীবিতুং যদবহেলতি জীবিতেশো, ভুক্তঃ প্রিয়েণ হি গুণো গুণতামুপৈতি ॥'

১৩১। ইতি মনসি সরসমসৃণতানাবিলে বিলেশয়মিষ প্রবিষ্টং তৎকালোদয়িতদয়িতবিয়োগখেদং খেদংদহ্মাননিদাষনিদাষধামানমিষ সমুত্তপন্তং তমসহমানা সহ মানাভিযোগেন নশ্রুদবহ্মাবস্থানম্ননচেতনা তনাবুপ-

১২৯। নহু তা অপি যথা ত্যক্তান্তথা ত্বমপি ত্যক্তা ঐকধর্ম্যাপাদনার্থমিতি চেষ্টৈবং বাদীরিত্যাহ—একাকিনী-মিতি। সাহসমিতি ভাসাং দুঃখদানমাত্রার্থমেব মম তু বদার্থমেব কলতো ব্যবসারাবগতেরিতি ভাবঃ। তত্র হেতুং স্বস্ত মহানুরাগবৎ দৈন্তাদপলপ্য বাহ্যমেব হেতুস্তরমাহ—অগোচেতি। “ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ” ইতি শাস্ত্রাৎ কথিতো হি বাপ্প ইতি পরস্পরকথনে পরস্পরসান্বনমপি শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ॥

১৩০। নহু সৌন্দর্য-মাধুর্য বৈধ-গাভীর্ঘাচ্ছলিগুণনিকায়ং কায়ং কিমিতি সহসৈব জিহাসসীত্যত আহ—ধিগতি। যামিনীশং বিনা ধিক্কৃত্যয়া অপি যামিগাঃ স্বগুণোদগারোহতিধিকার ইতি, ততঃ কিঞ্চিদ্ভুতমাং পদ্মিনীং নিজেসং বিনা স্বগুণমহুদগারয়ন্তীমালক্ষ্য স্বমতে তদ্বয়স্ত সর্বত্র ধিকারাস্পদমিত্যাহ—ধিগ্ জীবিতুমিতি। ভুক্তঃ প্রিয়েণেতি তদভোগং বিনা গুণানাং বৈফল্যং তথা সতি কায়স্থাপি বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥

১৩১। সরসমসৃণতানাবিলে সারস্তুমর্দবাভ্যাং নিদ্বৈষণেহপীত্যর্থঃ। নিদাষন্ত গ্রীষ্মতোনিদাষধামানং সূর্যম্। মানে তদভিপ্রায়জ্ঞানেহভিযোগ উত্তমশ্চেন সহ নশ্রুন্তী উপরমন্তী বা অবস্থা দশমীদশেত্যর্থঃ। তত্ত্বা অবস্থানেন আসন্নতরী

১২৯। (তারা যেমন ত্যক্তা হয়েছিল, তুমিও তেমনই হলে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না। সমতা বিধানে এ-ত্যাগ। এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—অহো, ওরূপ কথা বলতে পার না—)

একাকিনী এ-বনে ছাড়বার জ্ঞা অহো তুমি এ-সাহসের বিধান হয় হয় কেন করলে। তাদের ছাড়াটা ছিলো শুধু দুঃখ দানের জ্ঞা। আমাকে ছাড়া তো বধের জ্ঞা! নিজেদের মধ্যে পরস্পর সঙ্গস্থ হেতু তারা তেমন দুঃখ পায় নি যেমন একলা হওয়াতে আমি পাচ্ছি। বলা হয়ে থাকে—অশ্রুপ্রবাহ বিরমিত হয় পরস্পর সাহসনা বাক্যে।

১৩০। (সৌন্দর্য মাধুর্যাদি গুণের আধার এ-দেহ কেন সহসা ছাড়তে চাচ্ছ। এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—)

ধিক্ নিশায় যদি-না নিশাপতি বিহার করে। ধিক্ পদ্মিনীকে যদি-না পদ্মিনীস্বামী (সূর্য) চেয়ে দেখে, ধিক্ তার জীবনে জীবনস্বামী যাকে অবহেলা করে। প্রিয়ের দ্বারা ভুক্ত হয়েই গুণ গুণতা প্রাপ্ত হয়।'

১৩১। হৃদয়গুহাটি রাখার সরসতা কোমলতাদ্বারা দোষরহিত হলেও তৎকালোদিত দয়িত-বিয়োগ-খেদ তাতে সর্পের মতো প্রবিষ্ট হয়ে এইরূপে আকাশ দন্ধানো গ্রীষ্মকালিন সূর্যের মতো বিশেষভাবে সন্তপ্ত করতে লাগলো। খেদ সহ্য করতে অক্ষমা, কৃষ্ণের অতিপ্রায় জানবার প্রয়াসের সহিত উপস্থিত দশমীদশা

চিত্রযাতনা তৎক্ষণমসময়স্থদেব গুরুতরমূর্ছয়া মূর্ছয়া ব্যানশে ॥

১৩২। ততশ্চ, প্রেমপ্রবাদভয়তো জনলজ্জয়া চ, স্বাসোহপি নো বহিরিয়ায় সরোরুহাক্ষাঃ ।

ম্লানো মৃণাললতিকেব তনুরমুগ্ধা, হা হস্ত হস্ত সিকতাপতিতা বভূব ॥

১৩৩। ততশ্চ, বলাঃ পুষ্পবসৈঃ সর্হেব সিষিচুভৃঙ্গো ভৃগুঃ বীজয়া-

ধ্বজুঃ পক্ষবিধুননৈঃ খগঘটা হা হেতি নাদং বাধুঃ ।

সারঙ্গ্যো গলদশ্রুতরদৃশঃ শাশঙ্কমাবত্রিরে

বৈত্রেরেব সমাদধে পরিজনৈঃ কালোচিতং সেবনম্ ॥

১৩৪। কিঞ্চ, স্বচ্ছায়ৈব সরোজিনী-দলময়ী শয্যেব তস্যা অভূজ-
জ্যোৎস্নৈবাজনি গন্ধসার-সলিলাসেকঃ শরীরোপরি ।

বাহু এব মৃণালবল্লবলয়স্তস্যা বিয়োগজ্বরে

মূর্ছেবা ভবতু কমা প্রিয়সখী দুঃখানুভূতিচ্ছিদে ॥

ম্লানো চেতনা যশাঃ সা । গুরুতরো মূর্ছাবিশ্তারো যশাস্তয়া ব্যানশে অত্রিত, মূর্ছা মোহসমুচ্ছায়শোঃ ।

১৩২। স্বাসো ন বহিরিয়ায়, কিন্তু অন্তরেব কিঞ্চিচ্চলতি শ্বেত্যর্থঃ । তত্র হেতুবস্তু—প্রেমৈত্যাदि । অসমর্থঃ—স্বাসো যদি বহিঃ প্রসরেদেব, তদা অহো প্রিয়তমেনোপেক্ষিতায়া অপ্যস্তা জীবনমস্তুতি লোকনিন্দাতো লজ্জা স্যাৎ, যদি চাস্তরপি ন পুসরেতদা ময়ি শান্তায়াং মংপি যতমো মদবিয়োগশোকপীড়াং প্ৰাপ্যাতীতি তদহঃখমগণয়িষ্যেব স্বহঃখাস-
হিস্কৃতয়া পূর্ণানহমতাজমিতি স্বস্যা প্ৰেমবতীত্বভাবনয়া প্ৰেম্ণঃ প্রবাদতঃ পুসিজ্জৈর্ভয়ং স্যাদিতি ॥

১৩৩। তৎকালোচিতোপচারশ্চ স্বয়মেব প্ৰাবর্ততেত্যাহ—বল্লয়া ইতি । তত্র বল্লয়াদীনাং ত্রয়াণাং তত্ত্বংপ্ৰেক্ষয়াপি ভবেৎ, সারঙ্গীণাং তু সাহজিকমেবেতি ভেদঃ ॥

১৩৪। গন্ধসারসলিলং চন্দনদ্রবঃ ॥

নিকটবর্তী হেতু ম্লান-চেতনা এবং অতি যাতনাময় দেহা রাধা সেই সময়ে অসময়ের বন্ধুর মতো আগত গুরুতর
বিস্তারিত মূর্ছায় আবৃত হয়ে পড়লেন ।

১৩২। প্রেমপ্রসিক্তি ও লোক-লজ্জার ভয়ে কমলনয়নী রাধার স্বাস বাইরে বের হল না, ভিতরেই
কিছু কিছু চলতে লাগল । ম্লানো মৃণাললতিকার মতো গুরু তনু হায় হায় বালুকাময় ভূমিতলে পতিত হল ।
(প্রিয়তমের উপেক্ষায় বেঁচে থাকা লোক-নিন্দা—এ লজ্জার কথা, তাই স্বাসের গোপন । রাধাপ্রেমের প্রসিক্তিই
হল প্রিয়তমের সুখের ভাবনা—মরে গেলে প্রিয়তমের দুঃখ হবে তাই প্ৰেমপ্রসিক্তি ভয়ে মরা চলে না, স্বাসের
ভিতরে ভিতরে চলন ।)

১৩৩। তখন বৃন্দাবনের লতাবলী সকলে মিলে একই সাথে পুষ্পরসের ঝাপটা দিতে লাগলো ।
ভ্রমরকুল পক্ষকম্পনে বাতাস দিতে লাগলো পুনঃ পুনঃ । পাখীসব হাহাকার করতে লাগলো । হরিণগণ গলদশ্রু-
কাতর নঃনে শাশঙ্কভাবে ঘিরে ধরলো । এইরূপে বহুপরিজনরাই রাধার কালোচিত সেবার সমাধান করল ।

১৩৪। আরও, তখন এই বিরহ-জ্বরে নিজের ছায়াই যেন হল তাঁর কমলদল বিছানো শয্যা, শরীরো-

১৩৫। ততশ্চ,

কিশলয়কুলৈলৈব'ক্ষঃ করৈরিব তাড়য়ন

বিহগবিরুতৈস্ত'রৈরার্তস্বরৈরিব বিক্লেশন ।

কুসুমমধুনঃ স্রন্দৈঃ কুব'ল্লিবাশ্ৰ-বিমোক্ষণং

প্রিয়পরিজনব্রাও প্রায়ো বভূব লতাগণঃ ॥

১৩৬। এবং তথা স্থিতায়ামেতস্মাং চরণলক্ষণানুসারশ্চেন তত ইতো বিচিহ্ন্যাস্তা এব মৃগনয়না নয়নান্তরকস্মাদেব নাতিদূরে তৎক্ষণাদেব নভসঃ পতিতাং নির্জলদাং সৌদামিনীমিব ঔরুতয়া ভূবি নিপতিতাং কৌমুদীনাং সারপটলীমিব, ত্রৈলোক্যলক্ষণা মুকুটকোটিতো বিচ্যুতাং কনকরত্নমালামিব, ধরয়েব সমুদগীর্ণাং নিজ-সৌভাগ্যকনকসম্পত্তিমিব, স্বয়মুদ্ভিন্নাং কুঙ্কমবাটিকামিব বিপিনলক্ষ্মীবাঙ্গপালীকৃত্যাং কামপি হিরণ্ময়ীং স্থলকম-লিনীমিব, কুসুমমধুশ্চ্যুতাং চম্পকমালামিব, ভুব এব গোরোচনাতিলকলেখামিব, কাননলক্ষ্মীগৃহস্থ কিমতৈল-পূরিতাং দীপকলিকামিব, কৃতশয়নাং জলন্তীং দিব্যোষধিলতিকামিব, তামেকাকিনীং গোচরীকৃত্য,—অহো

১৩৫। তৎপরিজনেষু ভাবিনং তচ্ছাকানুভাবং তদানীং তত্রত্যা লতা এব প্রথমমভ্যনৈবুরিত্যাহ—কিশলয়েতি ॥

১৩৬। ততশ্চ তা মৃগনয়না অকস্মাদেব নাতিদূরে নয়নান্তস্তামেকাকিনীং গোচরীকৃত্য পুনরপি সংশ্লিষ্টে স্নেহাঘ্রঃ । সৌদামিনীমিতি সৌন্দর্যং বর্ণিতম্, কৌমুদীমিতি মাধুর্যম্, ত্রৈলোক্যেতি তাত্ত্বিকসমোদ্ব'ভম্ । ধরয়েত্যনর্থ-মহারত্নভূতয়েন সৌভাগ্যম্, কুঙ্কমেতি সৌরুপ্য সৌরভো । স্থলকমলিনীমিতি স্বভাবতঃ শৈত্য সৌগন্ধ্য-মাদর্দবানি । এব-মুপধাধোমধ্যত আগমনসম্ভাবনা বিকল্পিতা । কুসুমমধুয ইতি কান্তবশীকারি-কেলিকলাবৈদগ্ধ্যম্, গোরোচনাতিলকেতি পরমাদরার্থম্ । দীপকলিকেতি বস্তুস্বরূপাং প্রকাশকস্বরূপত্বম্, তত্রাতৈলপূরিতামিতি বিরহবৈকল্যবশাৎ ক্ষণক্ষণতন্ত-জোহ্লাসঃ । কাননলক্ষ্মীগৃহস্থতি তাং বিনা তন্ত বৈকল্যঞ্চ । তথাহে তৈক্স্যং প্রসক্তমিতি তদ্বারণার্থং দিব্যোষধীলতামিতি ।

পরি জ্যোৎস্নাপাতই যেন হল চন্দনদ্রব সেক, বাহুই যেন হল তার মৃণাললতা বেষ্ঠন এবং মূর্ছাই হল হুঃখানু-ভূতি ছেদনকারী উত্তমা শ্রিয়সখী ।

১৩৫। (তদানীং তত্রত্যা লতাগণ প্রথমে অভিনয় করে দেখাতে লাগলেন রাধার সখীগণের অন্তরস্থ ভাবী শোকাহুভাব—) লতাচয় যেন প্রিয় পরিজনদের ভ'বে ভাবিত হয়ে পড়ল—তাদের পল্লবচয় দোলনে যেন হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পাখীসং উচ্চস্বরে যেন আর্তকণ্ঠে ক্রন্দন করতে করতে এবং কুসুমের মধুক্ষরণে যেন অশ্রু বিসর্জন করতে করতে ।

গোপীদের রাধাদর্শন ও তাঁর এ-অবস্থা বিষয়ে বিচার :

১৩৬। এ-অবস্থায় রাধা তথায় পড়ে থাকলে সেই মৃগনয়নাগণ চরণচিহ্ন অনুসারে সরসভাবে ইত-স্ততঃ এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ নিকটেই নয়নকোণে তাঁকে একাকিনী দেখতে পেলেন—সেই ক্ষণেই আকাশ থেকে পতিত বিনা-মেঘে বিদ্যুতের মতো, ভারী হওয়ার দরুণ ধরণীতলে পতিত উজ্জ্বল জ্যোৎস্না-প্রবাহের মতো, ত্রৈলোক্য শোভার মুকুটের চূড়া থেকে বিচ্যুত কনকরত্নমালাস মতো, পৃথিবী থেকে বেগে উদগীর্ণ নিজ সৌভাগ্যরূপ কনক সম্পত্তির মতো, স্বয়ম্ অক্ষুরিত কুঙ্কম বাটিকার মতো, বৃন্দাবিপিন-লক্ষ্মীরই ক্রোড়স্থিত কোনও অনির্বচনীয় স্বর্ণময়ী স্থল কমলিনীর মতো, কন্দর্পের ধনু থেকে নিক্ষেপিত চম্পকমালাস

কিমিদম, সৈবেয়ং যামস্মান্ বিহায় বিদ্যাতমিব জলদশ্চন্দ্রিকামিব চন্দ্রঃ, প্রভামিব মণিবরো গৃহীত্বান্তরধাদ্গোকুল-
রাজতনয়োহ্নয়োদয়েন দারুণো দারুণোহপি ॥

১৩৭। ভবতি, ৮৭ সৈব কথমেকা ধরমঞ্জরী মঞ্জরীকর্ষণচেতসা তেইব কিমেবাপি নিঃসহায়া হা
যাপিতা বিরহবেদনাম্, কিংবা চিরস্বরূপবিরহরণপরিশ্রমেণ নিদ্রায়ামস্তাঃ স চাত্রৈঃ কুত্রাপি বর্ততে, নাস্মাকং
স্মাকম্পমানমানসানাং বিরহরহস্তাত্কেন দুর্ভাগাণাং নয়নবিষয়ীভবতি, অস্তাঃ পুনঃ সমীপ এ বর্ততে ॥

১৮। অথবাস্মাকমেব সংসরণধ্বনিমধ্বনি মন্দমপি সমাকর্ষণসঙ্গার সারস্ত-হীনতয়া; তথা সতি
স তিলকো রসিকানাং পুরেব রে বহুমতামিমাং সহ সহজপ্রিয়াং কিমিব নানৈষৌৎ। অহোম্বিদস্তা এব কমপি

অহো কিমিত্যাগি শ্রামলাদীনাং বাক্যম্। বিদ্যাতং বিনাপি জলদো নাতিনিঃশোভো ভবতীত্যত আহঃ—চন্দ্রিকামিতি।
চন্দ্রিকাং বিনা তু চন্দ্রো দিনে ব্রহ্মশোভ এব ভবতীতি ভাবঃ। তথাপি তত্ত্ববিদ্যাত্যত্নয়োত্তরোঃ সত্ত্বামালক্ষ্যাবিনাভাবেনো-
পমিমীতে—প্রভামিবেতি। দারুণ কাষ্ঠাদপি ॥

১৩৭। ভবতি চেদিতি বলিতাত্মাঃ সগদগদম্বাহঃ—ধরমঞ্জরী অপার্মাঃ। অতিমুগ্ধগায়াত্মাগো ন সম্ভবতীত্যত
আহর্দলাত্মাঃ—কিং বেতি নিদ্রায়াং বৃত্তারামিত্যর্থঃ। বিরহরহসি বিচ্ছেদতবে আতঙ্কেন আ সম্যক্ কম্পমানমানসানাং
“রহস্তবে রতো গুহে” ইতি মেদিনী ॥

১৩৮। সমীপে চেদ্বর্ততে, তর্হি গাত্রসৌরভ্যাদিনাপ্যপলভ্যতাসাবিত্যত আহর্দ্রাত্মাঃ—তাঃ প্রতি পুনঃ

মতো, ধরবীদেবীর ললাটের গোরচনা তিলকের মতো, অহো আশ্চর্য কাননলক্ষ্মীর গৃহের বিনা-ভেলভরা দীপ
শিখার মতো, ভূমিতলে পতিতা জলন্ত দিব্যোষধি লতিকার মতো। একাকিনী তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে
তাঁদের মনে নানা বিচারের উদ্ভব হল। তাঁরা বলতে লাগলেন— অহো এ কি! এ দেখছি সেই, যাকে সঙ্গে
নিয়ে আমাদের ত্যাগ করত পক্ষপাতরূপ অত্মায়হেতু কার্ঠকটিন ব্রজরাজ তনয় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিলেন—
যেমন না-কি অন্তর্হিত হয় মেঘ বিদ্যুৎ সহ চন্দ্র জ্যোৎস্না সহ, মণিশ্রেষ্ঠ প্রভাসহ।

১৩৭। ললিতাদি সগদগদ বললেন—‘তাই যদি হয় তবে কি করেই বা ধানের মঞ্জরী সম কর্ণশ-
চেতা সেই ব্রজরাজনন্দন গুল্মসম কোমলা, একা, তাও আবার নিঃসহায়া একে হায় বিরহবেদনায় ফেললো।
(অতি সোভাগ্যবতী একে ত্যাগ তো সম্ভব নয়, তাই পুনরায় তর্ক করছেন—) কিম্বা বোধ হয় দৌর্য সুরত-
বিহাররণ পরিশ্রমে সখী আমাদের নিদ্রা গেলে সে এখানেই কোথাও অপেক্ষা করছে। বিচ্ছেদ-তত্ত্ব বিষয়ে
আতঙ্কহেতু অতিশয় কম্পমান মনা দুর্ভাগ্যবতী আমাদের নয়নবিষয়ীভূত হচ্ছে না বটে, কিন্তু এঁর নিকটেই
আছে।’

১৩৮। (কাঁছেই যদি কোথাও থাকতো তবে গাত্র-সৌরভাদি দ্বারা তাঁর সন্ধান পাওয়া যেত নাকি,
এরূপ বিচার করে ভদ্রাদি বলতে লাগলেন—

‘অথবা আমাদের পথ-চলার শব্দ মন্দ হলেও তা শুনে প্রিয়তম ওর সরসতা হীনতা হেতু এখান থেকে
ভেগে গিয়েছেন।’ (তাঁদের প্রতি পুনরায় শ্রামাদি বললেন—) ‘আরে শোন, এরূপ যদি হতো তবে রসিক-
তিলক প্রিয়তম পূর্বের মতো সম্মানিতা সহজপ্রিয়া একে সঙ্গে কেন-না নিয়ে যাবেন?’ (রাধার দোষদর্শিনী

যদমদক্ষিণতাং কাঙ্ক্ষিতালোক্য সহজমানো মা নীতবানিমামপি সঙ্গো, নাপোবং যতো ন তস্ম তথেষ্মবৈদক্ষী দক্ষী-
কৃত্য বিরহদবদহনেনৈনামতদর্হামেকামেকান্তকঠোরতয়া স্বয়মন্তুর্ধাস্ততি ॥

১৩৯। 'সৈবেয়ং বা ন ভবতি যতো দৃশ্যতে নাত্র কৃষ্ণঃ

সৈবৈষেতি প্রতিফলতি যদ্বিদ্ধি নো ভ্রান্তিরেব ।

সর্বাঙ্গাং নো মদবিহতয়ে মাধুরী নাম দেবী

কাচিন্দুর্ভা জয়তি জগতীমোহমুৎপাদয়ন্তী ॥'

১৪০। ইতি নিকটমুপসর্পন্ত্যঃ পুনরপি সংশেরতে স্ম । নাপোবং যতঃ —

‘গ্লানা মৃণালী ব নিপত্য বর্জ্যতে, স্পন্দো ন মন্দোহপি চ লক্ষ্যতে ততঃ ।

ইয়ং হি মূর্তিঃ করুণস্তা কিং ন বা, মুচ্ছৈব কিংবা প্রিয়বিপ্রয়োগজ ॥'

ইতি নিকটতরমুপসর্পন্তি স্ম ॥

১৪১। ততশ্চ তাসামাগমনমাকলয়া প্রসূয়াসূয়ামিব সা তস্মা মুচ্ছাসখী তাং তত্যাঙ্গ ॥

শ্রামাত্মা আহঃ—তথা সতীতি । তত্র দোষদর্শিতশ্চন্দ্রাবল্যাচ্চা আহঃ—আহোবিদিতি । তাঃ প্রীতি পুনঃ শ্রামাত্মা আহঃ—
নাপোবমিতি ॥

১৩৯। ইতি তস্মাত্তদৃগবহুদে সর্বানেষ বিতর্কান্ ঋণ্ডিতবভ্যো বিতর্কাস্তরমসম্ভাবরন্ত্যন্তত্বামেব সংশয়ানা এব
সর্বত উৎকর্ষমানয়ন্ত্যঃ শ্রামাত্মা আহঃ—সৈবেরমিতি । তর্হি কেয়মিত্যন্ত আহঃ—সর্বাসামিতি ॥

১৪০। ললিতাত্মাঃ সখেন্দমাছঃ—গ্লানেতি । করুণস্ত করুণরসস্ত কিংবা মুচ্ছৈবতি মূর্তিধারিণীত্যার্থঃ ॥

১৪১। অসূয়াং পুস্ব উৎপাচ্চ কৃত্তেত্যর্থঃ, সম্প্রত্যোতা এব সখ্যা আসত্যাম্, কিং ময়া বিপৎকালমাত্রসহায়য়েতি

চন্দ্রাবল্যাং বজলেন—) 'রাধিকারই কোনও অহঙ্কার বা তসৌজন্তু দেখে সহজমানী-জন আমাদের প্রিয়তম
বোধ হয় একে সঙ্গে নিয়ে যান নি।' (এই কথাটির উত্তরে শ্রামাদি বললেন—) 'এও হতে পারে না, কারণ
প্রিয়তমের এরূপ অরসজ্ঞতা হতে পারে না, যাতে দৃষ্টানোর অযোগ্য নিঃসঙ্গ একে একান্ত কঠোরভাবে বিরহ-
দাবান্নি দহনে দক্ষিয়ে নিজে ভেগে যাবে ।'

১৩৯। (রাধার এ-অবস্থার বিষয়ে সকল বিতর্কের অবসান সংঘটনকারিণী, অত্ৰ বিতর্কের অসম্ভাবনা
ভাবনাকারিনী শ্রামাদি সখীগণ এ স্থানে রাধার অস্তিত্ব বিষয়েই সংশয়াঘিভা হয়ে বললেন—)

'অহো বোধ হয় রাধাই নয়, কারণ এখানে তো কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছে না । এই যে আমাদের রাধা-
প্রতীতি, এ নিশ্চয়ই ভ্রান্তি । আসলে আমাদের গর্ব-খণ্ডন করাবার জন্তু মাধুরী নামক কোনও দেবী মূর্তিমতি
হয়ে জগদ্ব্যাপি মোহ উৎপাদন করতে করতে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করছেন ।'

১৪০। এরূপ বলতে বলতে নিকটে গিয়ে পুনরায় বিতর্ক করতে লাগলেন—'উহু' তাও তো নয়,
কারণ গ্লানা মৃণালের মতো পড়ে আছে-যে । এর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মন্দ মন্দও লক্ষিত হচ্ছে না । এ কি করুণ-
রসের মূর্তি নয় ? কিম্বা প্রিয়বিরহজাত মুচ্ছা দেবীই নয় ?' এই বলে আরও নিকটে গেলেন ।

১৪১ অতঃপর তাঁদের আসা দেখে রাধার সেই মুচ্ছা সখী যেন অসূয়া বশতঃ তাঁকে পরিত্যাগ

১৪২। গতায়ং তস্তাং সা স্তপ্তপ্রবুদ্ধেব 'হা নাথ কাসি' ইতি কলকোমলগদগদগদনপরা ন পরাপর-
বিবেকবতী বিবর্তমানাস্তাঃ প্রতি নাতিদূরে যদি নয়নে ব্যাপারয়ামাস, তদা তা অপি 'সৈবেয়ম্' ইতি সহর্ষবিষাদ
বিস্ময়-সম্ভ্রমোৎকণ্ঠামুপকণ্ঠমুপসর্পণাঃ কনককমলিনীমূলং নিজসং কলহংসবধ ইব সুরসরিতং সরিদন্তরাণীব,
স্থায়িতাং প্রাপ্তবতীং রতিং সর্বভাবানাং শ্রেণয় ইব, স্বরসপ্তকসম্পদং সর্বাঃ ক্রতয় ইব, সুকবিকবিতাং রসভাব-
গুণালঙ্কারসম্পদ ইব, উপমালঙ্কৃতিং রূপকাত্মলঙ্কৃতয় ইব, অমৃতকরকিরণকন্দলীং চকোরললনা ইব, নবোজান-
লক্ষ্মীং নানাবিধবিহগবধ ইব, কমলাকরসম্পদং কমলিনীবিততয় ইব, সকলাঃ পরিতঃ পরিবক্রঃ, পরিবৃত্য চ,—

কাচিদ্বীজয়তি স্ম পল্লবকুলৈঃ কাচিৎ কচানাং ততিং

বধ তি স্ম চকার কাচন করেণাস্তাষুজোন্মার্জনম্।

উচে কাচন 'মন্নিষেব ভবতী হা হন্তু কষ্টাং দশা-

মেতাং প্রাপ্তবতী কথং ক্ব স তব প্রাণাধিন থঃ শঠঃ ॥

বিভাব্যোতি ভাবঃ।

১৪২। বিবর্তমানা পার্থং পরিবর্তয়ন্তী; আবর্তমানা আবৃত্য তিষ্ঠন্তীঃ প্রতি, নয়নে নেত্রযুগ্ম। সহর্ষেতি তৎ-
প্রেমবৈয়গ্রাদর্শনেন চন্দ্রাবল্যাদীনামপি সাহজিকসৌহার্দোদয়াং তৎপরিচয়ে হর্ষঃ, তাদৃগবহাদর্শনে বিষাদঃ, 'মহাসুভ-
গায়া অপি তথাভূতযে বিস্ময়ঃ, সংবাদেন তদ্বার্তাজ্ঞানার্থমোৎকণ্ঠাম্, ততএব সম্ভ্রমঃ, কমলিনীত্ব কলহংসীত্বাভ্যাং তস্তাং
তাসাং সর্বাসামপি সাহজিক ইব সৌহার্দোদয় উক্তঃ। অতএব সুরনদীত্ব নন্তুরত্বাভ্যাং তদানীং বাহ্যভাসুরমেলন-
মাশ্রয়াশ্রয়িতাবশ্চ। তত্র হেতুপ্রদর্শনার্থং সর্বভাবত্ব-স্থায়িত্বিত্বাভ্যামংশাংশিভাবঃ, সর্বভাবানাং বিভাবানুভাব-সাবিক-
সঞ্চারিণাং স্বরত্ব-শ্রুতিত্বাভ্যাং সর্বসম্পূর্ণগুণবত্বতদগুণৈকদেশবধে। রসাদিষকবিতাভ্যাং প্রকান্তপুকাশকভাবে নিত্য-
সংযোগশ্চ। রূপকাদিষোপমাভ্যাং ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবঃ। চকোরত্ব সুধাকরত্বাভ্যাং পোষ্য-পোষকভাবঃ। দৃষ্টান্তোৎসং
তস্তাঃ সখীরালক্ষ্যেত্যবসীয়তে। বিহগবোজানত্বাভ্যামাকৃষ্যাকর্ষকভাবঃ। ভট্টপক্ষপুতিপক্ষানপ্যালক্ষ্যায়মুপলবৃত্তঃ। নলি-
নীত্ব-কমলাকরত্বাভ্যামাধাধারকভাবঃ। স্তম্ভংপক্ষানালক্ষ্যায়ং পরস্পরস্নিগ্ধতয়া। কাচিদিত্যত্র বীজনাদিক্রোঁয়া বাপ্লব-
কঠোঁয়া নিজসখ্য এব জ্ঞেয়াঃ। উচে কাচনেতীয়ং চন্দ্রাবলী ॥

করলেন। (সম্প্রতি এই সব সখী এসে পড়েছে। বিপৎকালের-মাত্র সহায় আমার আর কি প্রয়োজন—এই
মনে করে চলে গেলেন।)

১৪২। মুচ্ছাদেবী চলে গেলে ঘুম থেকে উঠ জনের মতো 'হা নাথ কোথায় তুমি' এইরূপে কল-
কোমল-গদগদভাষণপরা পর-অপর বিবেকহীনা রাধা যদি তার পার্শ্বে আগমনপরা ও তাঁকে ঘিরে নিকটে আগত।
সখীদের প্রতি চোখ তুলে তাকালেন, তখন 'অহো এ-যে দেখছি সেই রাধাই' এ-বলে সহর্ষবিষাদ-বিস্ময়-সম্ভ্রম-
উৎকণ্ঠার সহিত তাঁরা সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন—কনককমলিনী মূল ঘিরে যেমন কলহহীনা কলহংস-বধু
দাঁড়ায়, গঙ্গায় যেমন অশ্রুসব নদী এসে মিলিত হয়, স্থায়িত্ব প্রাপ্ত। রতিতে যেমন বিভাব অনুভাবাদি সমূহ
এসে মিলিত হয়, সপ্তস্বরসম্পদে যেমন সকল শ্রুতি এসে মিলিত হয়, সুকবির কবিতায় যেমন রস ভাব-গুণ-
অলঙ্কারসম্পদ এসে মিলিত হয় উপমা অলঙ্কারে যেমন রূপকাদি অলঙ্কার সমূহ এসে মিলিত হয়, চন্দ্রজোন্মা-

১৪৭। অস্মান্ বিহায় ভবতীং যদসাবহারী-ভেনৈব হি প্রশমিতো বিরহজ্বরো নঃ ।

সোহয়ং পুনর্দ্বিগুণ এব বভূব ধিঙ্নো, যদ্বীক্ষ্যতে তব দর্শয়মভূতপূর্বী ॥

১৪৮। ন কশ্চিন্তে দোষঃ স্তুমুখি মনসো বাথ বচসো

জগতোব খ্যাতা ত্বমসি গুণরত্নাবলিখনিঃ ।

ত্বয়ি প্রেমা তস্মৈ প্রাপ্তি ইতি সর্বস্মৈ বিষয়ঃ

কুতো জ্ঞাতা তস্মৈ ব্যবদিত্তিরিয়ং হস্ত কঠিনা ॥

১৪৯। এতেন তে স্তুমুখি কষ্টতরংগং হৃৎখে-নাস্মাকমন্তরগামি হৃৎখম্ ।

ভৈষজ্যমাত্রপরিভূতিকৃতো বিষস্ত, বীৰ্য্যং হি নশ্রুতি মহাবিশদঙ্গমেন ॥

১৪৬। তং কথয় ভাবিনি । কিং বাক্যমিদং তে বৈশদঙ্গম্ । তত্রৈব কাচিদত্যাহ,—‘কিং পৃচ্ছত ভোঃ

সখ্যঃ ! তস্মৈব প্রেমণ এবায়ং স্বভাবঃ ।

১৪৩। অস্মান্ বিহায়েতাপি বাক্যং প্রায়ঃ প্রতিপক্ষতটস্থপক্ষাণামেব শুদ্ধসৌহার্দপ্রকাশনময়ম্ ॥

১৪৪। ন কশ্চিদিত্তি বিপক্ষসখীবিভক্ত্যমাণ-তদ্বোধবারণপরাধাং স্তূহপক্ষাণাং বাক্যম্ ॥

১৪৫। এতেনেতি বয়সা নানান্যং প্রায়ো ধনাদিকন্তানামুক্তিঃ ॥

ধারায় যেমন চকোরীগণ এসে মিলিত হয় নবোত্থান শোভায় যেমন নানাবিহগবধু এসে মিলিত হয়, সরোবর বৈভবে যেমন কমলিনী সমূহ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে । ঘিরে দাঁড়িয়ে —

ললিতাদি কোনও সখী নবীন পত্রগুচ্ছের দ্বারা বোজন করতে লাগলেন, কেউ কেশকলাপ বেঁধে দিলেন, কেউ করপল্লবের দ্বারা মুখ মুছিয়ে দিলেন । কোনও গোপী (চন্দ্রাবলী) বললেন —‘মদ্রিধ জনের মতো তুমিও হায় হায় কি করে একুণ কষ্টদশায় পতিত হলে । কোথায় সেই তোমার প্রাণাধিনাথ শঠ ।’

১৪৩। (প্রতিপক্ষপ্রায় তটস্থপক্ষের শুদ্ধ সৌহার্দ প্রকাশপর বাক্য —)

আমাদের তাগ করে যে কারণে (কারণ—রাধার সর্ব মুখ্যতা) তোমাকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল তার দ্বারাই প্রশমিত হয়েছিল আমাদের বিরহজ্বর । এখন সেই বিরহজ্বরই পুনরায় দ্বিগুণ হয়ে উঠল । দ্বিচ্ছ আমাদের, যেহেতু তোমার এমন অভূতপূর্ব দশা আমাদের দেখতে হল ।’

১৪৪। (স্তূহপক্ষের উক্তি—)হে স্তুমুখি ! তোমার তো কোন দোষ নেই, না-মনের, না-বাক্যের ।

বিশ্বব্যাপি খ্যাতি, তুমি গুণরত্নাবলি খনি । তোমাতে যে তার প্রেম বিখ্যাত, তা সবারই জানা ব্যাপার ।

১৪৫। (ধনাদি বহুগণের উক্তি)—‘হে স্তুমুখি ! তোমার এ হৃৎখের দ্বারা আমাদের অন্তরস্থ হৃৎখ ঢেকে গিয়েছে । ঔষধ মাত্রকে পরাভূতকারী বিষের বীৰ্য মহাবিষ-মিলনে নাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়—এ কথা প্রসিদ্ধ ।

১৪৬। তাই বলছি হে ভাবিনি । তোমার এ-কষ্টের মূল কারণ কি ?’ সেখানে উপস্থিত সখীর মধ্যে অন্য একজন (শ্যামা) বললেন—‘ভো ভো সখীগণ ! রাধাকে আর কি জিজ্ঞাসা করছো, তার প্রেমেরই একুণ স্বভাব ।

তৎ প্রেম কো বত বিভাবয়িতুং সমর্থ-; স্ত্রীয়াং বিষণে হৃদয়াহপানুরাগিণীষু ।

সম্ভাপয়ন্তি রসয়ন্তি বিমুচ্ছয়ন্তি, সংজীবয়ন্তি যুগপদ্বত যশ্চ ভাবাঃ ॥’

১৪৭। ইতি তস্যা বচনাবসানে সানেকপ্রযত্নেনামুখাং মুখাং প্রেমহেমাভিনীমিব হৃদয়বৃত্তিমুদ্বাট্য সর্বাঙ্গোষণং সকলং কলং সমুজ্জগার যদি, তদা তদাকর্ণেনে বিশ্মিতবিশ্মিতমুখান্তামগ্রতঃ কৃতা সমবেতীভূয় ভূয় এব তমিতস্ততো গবেষয়িতুং বেষয়িতুং চ নিজনিজমনোজ্বরং দিশি বিদিশি বিহিতসঞ্চারা ঘনতরবিটপবিতানচ্ছাদিতহিম-
করকরনিকরতয়া তমোবহুলং বনপ্রদেশং সমাসাত্ত ভগ্নপ্রক্রমাস্ততো নিববৃত্তিরে ॥

১৪৮। নিবৃত্তা চ তরগি-দুহিতুঃ কূলমমুকূলমমুহৃত্য মন্থণতরঘনসারধূলিধবলবলমান-সৌভাগ্যপরাভাগ-
পুলিনোপরি সমুপবিশ্চ তন্ময়স্কা মনস্কারোপিত-ওদগুণা বচসা চ সাধিত-তদগানাস্তদবেক্ষণক্ষণসঙ্কল্পাকল্পাঃ
কলকোমলগদগদনমুৎকঠমত্যাৎকঠং রদমুখা মুখামোদমিলিতাভিঃ কলকঙ্কারকলয়ানুরূপতীভিরিব মধুকরবধূভিঃ
প্রতিপাল্যমানাঃ ক্ষণং গময়ামাসুঃ ॥

১৪৬। বৈশংসং কষ্টম্। কাচিদগ্রেতি তজ্জাতীয়প্রেমাহুভাবিনী প্রধরেষং শ্রামৈব। সম্ভাপয়ন্তীত্যাদিনা তাপন-
হ্লাদনয়োর্মরণ-জীবনয়োশ্চ বিরুদ্ধধর্মত্বম্, তত্রাপি যৌগপত্তমিতাবিচিন্ত্যত্বম্ ॥

১৪৭। সা রাধা, অমুখামনেকপ্রযত্নেন প্রেমৈব হেম তদাবর্তয়িতুং শীলং যন্তান্তাং মুখাং পুটপাকম্ ‘মুস’ ইতি
ধ্যাতামুদ্বাট্য ভাস্তথাৎনে প্রত্যাহ্যোত্যাং। সকলং সমস্তবৃত্তম্। বিশ্মিতং বিস্ময়যুক্তম্, বিশ্মিতং বিগতশ্মিতঞ্চ মুখং যাসাং
তাঃ। গবেষয়িতুমর্ষেষ্টম্। নিজমনঃ কর্ম জ্বরং বেষয়িতুং ব্যাপয়িতুম্। গবেষণেন প্রত্যুত জরবৃদ্ধিরেব ভবিষ্যতীতি তা
ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥

হায় হায় সেই প্রেম বুঝবার শক্তি কার ? অনুরাগিনিদের নিকট এ বিষ ও অমৃত তুল্য হায় হায়,
এ যুগপৎ তাঁদের সম্ভাপিত করে তোলে রসে উন্মজ্জিত করে দেয়, মুচ্ছায় আচ্ছন্ন করে দেয়, আবার সঞ্জীবিত
করে তোলে।’

গোপীদের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ, রাধাসহ পুলিনে গমন ও কৃষ্ণগান :

১৪৭। তাঁর একুপ কথা শেষ হলে রাধা এই সখীদের অনেক প্রযত্নবশে যদি প্রেমসোনা গালাবার
পাত্ররূপ তাঁর হৃদয়বৃত্তি উদ্বাটন করে সমস্ত ব্যাপার মুহমধুর ভাবে উষ্ণ অশ্রুপাত করতে করতে পুরোপুরি
বললেন, তখন তা শুনে বিশ্মিত ও হাস্তরহিত মুখী তাঁরা রাধাকে অগ্রে করে সমবেত ভাবে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে
চতুর্দিকে খুঁজবার জ্ঞাত এবং নিজ নিজ মনোজ্বর দিগ্‌বিদিগে ছরিয়ে দেওয়ার জ্ঞাত ঘুরতে ঘুরতে অতিঘনশাখা
চাদোয়ায় ব্যবহিতজ্যোৎস্নাস্বনাঙ্ককার বনপ্রদেশ প্রাপ্ত হয়ে নিরুত্তম হওয়ার সেখান থেকে নিবৃত্ত হলেন ।

১৪৮। সেখান থেকে নিবৃত্ত হয়ে ওদগতমনা, চিন্তায় তাঁর গুণই আরোপকারিণী, কণ্ঠে তাঁরই গান
কীর্তনকারিণী, তারই পরিদর্শনের সঙ্কল্প রচনাকারিণী, কলকোমল-গদগদ কণ্ঠে আলাপাচরিত্রী, কাঁদো-কাঁদো-
মুখী এবং মুখগন্ধে মিলিতা ও পশ্চাৎপশ্চাৎ কলকঙ্কারে ঘেন ক্রন্দনরতা মধুকরবধূদ্বারা প্রবোধিতা গোপীগণ অমু-
কূল যমুনাকূল ধরে চলতে চলতে অতিমন্থন কপূরধূলি শুভ্রতায় উজ্জল এবং সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত
পুলিনোপরি পৌছে স্থির হয়ে বসে ক্ষণকাল কাটিয়ে দিলেন ।

১৪৯। তদগানমাধুর্যং বিপ্রলম্বুরসস্ত হৃদয়মিবহৃদয়মিব দন্তোলেরপি জাবয়ং, গিরিতরু লতানামন্তঃ-
করণমিবাকর্ষং যদভুং, তদনুবর্ণনে কঃ ক্ষমতাম্, মতান্তরে বাস্পরুদ্ধকণ্ঠতয়া গিরাং দেবী চ নানুকথয়িতুমীষ্টে।
তথাপি শ্রীশুক-কথিতানুসারেণ শুককথিতানুসারেণ কথ্যতে ॥

ইত্যনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসক্ৰীড়ায়ঃ কৃষ্ণাস্তর্ধানং

নামাষ্টাদশঃ স্তবকঃ ॥ ১৮ ॥

—★•—

১৪৮। মনস্কারেণ চিন্তয়া আরোপিতান্তস্ত গুণা এব, ন তু দোষা ষাভিষ্ঠাঃ। কলকোমলেভ্যাদিত্রয়ং রোদন-
ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥

১৪৯। হৃদয়মিব সারভাগ ইবেত্যর্থঃ। মতান্তরে চ অনুবর্ণনসামর্থ্যে চ; পক্ষে অস্ত বর্ণয়িতুঃ। শ্রীশুকে বৈয়াসকি-
ন্তস্ত কথিতম্ (ভা০ ১০।৩১।১) “জয়তি তেহধিকম ইত্যাদি তদনুসারেণ। তত্রোপি শ্রীশুককথিতানুসারেণ শুকো যথা
ষপাঠয়িত্বচনমনুকথয়তি, অর্থাদিকং কিমপি ন বেতি, তথৈব ময়েত্যর্থঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়ঃ শ্রীশুখবর্ত্ত্তামষ্টাদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥ ১৮ ॥

—★••★—

১৪৯। সেই গানমাধুর্য বিপ্রলম্বুরসের সারভাগের মতো, বজ্রের হৃদয়ও গালিয়ে দেবার মতো এবং
গিরি-তরু লতাদের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করার মতো যা হল, তা অনুবর্ণনের ক্ষমতা কার হবে? মতান্তরে অনু-
বর্ণনের সামর্থ্য হলেও কণ্ঠ বাস্পে রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে বাগ্‌দেবীও অনুকথনে সমর্থ হন না। তথাপি শুকপাখী
যেমন অর্থাৎ কিছু না বুঝেও পাঠ-করানো জনের কথা নকল করে (অর্থাৎ কিছু না বুঝলেও) সেইরূপ আমিও
শুকদেবের ভাগবতীয় কথানুসারে বলছি।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে

রাসক্ৰীড়ার কৃষ্ণাস্তর্ধান নামক

অষ্টাদশ স্তবক

—★•★—

একোনবিংশঃ স্তবকঃ



- ১। অথ কোমলমঞ্জুলস্বরং, যদরোদীদবলাগগন্তদা ।
তদভূদৃগপক্ষিসংসদাং, ঞ্চতিরমাং হৃদয়স্য দাহকম্ ॥
- ২। সুদৃশাং প্রিয়কীর্তিকীর্তনৈঃ, করুণক্ৰন্দনকণ্ঠনিবনঃ ।
স্থিরজঙ্গমচিন্তকৰ্ষণে, ললিতং গানমিব ব্যরাজত ॥
- ৩। বিরহো রস এব মূর্তিমান্, যদভূৎ কোমলরোদনশ্বনঃ ।
তমথ স্বরতালমুচ্ছনাং, ঞ্চতয়ন্তুলাশুচোহমুভেজিরে ॥

একোনবিংশঃ স্তবকঃ

একোনবিংশে গোপীনাং বিলাপঃ কৃষ্ণদর্শনম্ ।

নানাভাবপ্রকটনং সপ্রয়োত্তরকৌতুকম্ ॥

স্বান্তঃস্বান্তপ্রান্তরে ক্লান্তকান্তাসন্তাপোজ্ঞীঃ পাস্থতাং সংরচযা ।

শর্মাশ্পষ্টো ধ্বধর্মী স মেনে তাঃ সন্দর্শ্যাত্মানমানন্দসিদ্ধম্ ॥

১। প্রথমং তাসাং বিলাপস্ত স্বরূপং নিরূপয়তি ত্রিভিঃ । তদ্ রোদনং ঞ্চতিরমাং কর্ণমুখদং সৌস্বধাং, হৃদয় দাহকং সন্তাপময়ত্বাং ॥

২। গানমিবেতি তাস্ত ন গানং নানুসন্দধুরিতার্থঃ ॥

৩। তর্হি কথং তন্ত গানায়মানত্বম্? অত আহ—বিরহ ইত্যাদি । স্বরাজ্ঞা এব তদমুভেজিত্বাং তুল্যত্বাং সত্যত্বং স্বনমুভেজিরে, তদন্তঃপ্রবিশ্চানুবদন্ত্যন্তং গানাকারং চকুরিতার্থঃ ॥

উনবিংশতি স্তবক

গোপীগীতঃ

১। (প্রথম তিনশ্লোকে গোপীদের বিলাপের স্বরূপ বর্ণন করা হচ্ছে —)

অতঃপর কোমল মঞ্জুল স্বরে অবলাগণ যে রোদন করলেন তখন, তা মৃগপক্ষিসভার ঞ্চতিরমাও হল, আবার হৃদয় দাহকও হল ।

২। সুন্দরীদের প্রিয়যশোকীর্তনে যে করুণ ক্রন্দন-কণ্ঠধ্বনি হল, তা স্থাবর-জঙ্গমের চিত্ত আদর্ষণ বিষয়ে ললিত গানের মতো দীপ্তি পেতে লাগল ।

৩। কোমল রোদন ধ্বনি যা হল, তা যেন মূর্তিমান্ হয়ে উঠা বিরহরসই । অতঃপর স্বর-তাল-মুচ্ছনা-ঞতিগণ ঐ ধ্বনির তুল্য হৃৎখময় হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করত তাকে দিল গানের আকার ।

- ৪। জয়তি প্রিয় তেহবতারতো, ব্রজ এব শ্রয়তে ধমিন্দিরা।
বত তত্র বসন্তয়ঃ জনঃ, কথমেবং লভতে পরাভবম্ ॥
- ৫। অনুরাগিণঃ কৃপাংগণং, বনভূমাবপহায় তাবকম্।
কথমন্তরধাঃ কৃপানিধে প্রিয় দৃশ্যো ভব তস্মৈ চক্ষুষ্যাম্ ॥
- ৬। অনুকাননকুঞ্জমন্দিরং, প্রতিবস্ম প্রতি কৃপাবীৰুধম্।
তব মার্গগমিষ্যেচতঃ, স্বজনানন্দয় দৃশ্যতাং গতঃ ॥
- ৭। নিশিতেন দৃগঙ্কলেন হে সবিষেণেব শরেণ নো মনঃ।
বিনিকুন্তসি হস্ত যোষিতাং, তদয়ং কি বত নৈব নো বধঃ ॥

৪। যং ব্রজম্, ইন্দিরা লক্ষ্মীঃ তত্রৈতি ব্রজবাসিজনমাত্র এব তদারভা সুখপূর্ণ বৃত্তে সত্যপি অয়মশ্লোকণে জন এব কথং হুঃখীতি ভাবঃ ॥

৫। উক্তান্ত্যেন জয়ে প্রাপ্তব্যে, প্রত্যুত পরাভবপ্রাপ্তিরেবান্বাকমভূৎ। ননু মৎপ্রাপ্তিকুল্যাচরণহেতুর্কব সাপ্যাস্তা-
মিতি চেৎ, সত্যম্, তত্ ন শ্বেষ বয়ং লক্ষ্যাম ইত্যাহঃ—অনুরাগিণমিতি। তব নির্দয়ত্বে চ সম্ভবেৎ, তদপি ন লক্ষিত-
পূর্বমিত্যাহঃ—কৃপানিধে ইতি। ন কেবলমন্তরজনেষি, অস্মাষপি কৃপানিধিত্বমাত্রম্, যতো হে প্রিয়েতি। ননু তর্হি কেন
প্রকারেণৈতদদুঃখং শময়েষ্যত আহঃ—দৃশ্যো ভবেতি। ননু ভাবনাভরতঃ সদা সর্বত্র পশুথৈব মাম্? অত আহঃ—
চক্ষুষ্যামিতি ॥

৬। নম্র বন এবাষ্মি, ভবত্য এব মামষ্মি বলাৎ কিমিতি ন পশুন্তীত্যত আহঃ—অনুকাননমিতি। দৃশ্যতাং
দৃশ্যং প্ৰাপ্তঃ সন্। অনেন জয়তি পুর্যেতি পদ্যত্রয়েণ (ভা० ১০।৩।১১) “জয়তি তেহমিকং জননা ব্রজঃ” ইতি মূলপদ্য-
মহুস্তম্ ॥

৭। ননু কিং ময়া পূর্বং বিপ্রকৃতম্, যতো ভবতীনাশেভৎ কষ্টং সমজনি? ইত্যত আহঃ—নিশিতেনেতি। বিনি-

৪। হে প্রিয়তম, তোমার স্নানবার্ষিকের দিন থেকে যাকে লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করেছে সেই ব্রজ সার্বোৎকর্ষের
সহিত বিরাজমান। ব্রজবাসিজন মাত্রেই যেখানে সেই সময় থেকে সুখপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেখানে বাসকারিণী
তোমার এই দয়িতাজন হায় হায় কি করে এরূপ নির্ধাতন লাভ করেছে।

৫। তোমার নিজজন এই অনুরাগিনী অবলাগণকে এই বনভূমিতে ত্যাগ করে হে কৃপানিধে কেন
তুমি অন্তর্ধান করলে? হে প্রিয়তম। কৃপা করে এই অবলাগণের চক্ষুর দৃশ্য হও।

৬। (তোমরা নিজেরাই খুঁজে নিয়ে বলাৎকারে দেখে নেও-না কেন, এর উত্তরে—) প্রতি কানন-
কুঞ্জমন্দিরে, প্রতি পথে এবং প্রতি বৃক্ষলতায় তোমার অনুসন্ধান করতে করতে আমরা অবসাদগ্রস্ত-মনা হয়ে
গিয়েছি। অঃ এব তুমি নিজেই দৃষ্টিগোচর হয়ে এই নিজজনদের আনন্দ দান কর।

৭। (আমি এমন কি উপদ্রব করেছি, যার থেকে তোমাদের এত দুঃখ হল, এর উত্তরেই —)

হে প্রিয়তম! পুরধার কটাক্ষশরে এ-যোষিৎগণের মন হায় হায় সদা অশেষে বিশেষে কেটে খণ্ড খণ্ড
করে দিচ্ছ। (অহো, বিদগ্ধজন তো যোষিৎদের উপরই কটাক্ষহেনে থাকে, এতে আর কি হয়েছে? আমাদের

- ৮। অথ নো বধ এব তে মতো, যদি হা হন্তু বৃথা স্ব রক্ষিতাঃ ।
বিষ-বারি-দবানলাদিতো, শ্বনবর্ষাকরকাদি-পাততঃ ॥
- ৯। অথবা সকলানেনেহবিতা, বত যুয়ং চ তথৈতি ভাবসে ।
পক্ষধৈরুদিতৈবিনাশ্য কিং, পুনরশ্বাকমসুনপালয়ঃ ॥
- ১০। ন তবেহিতহেতুরীক্ষ্যতে, পরমশ্বেচ্ছ কুতূহলাৎ পরঃ ।
ন বত ব্যতিরিক্তমিচ্ছ্যতে, মৃতসঞ্জীবনতঃ কুতূহলম্ ॥

কৃতসীতি তব সার্বদিকং শীলমেবৈতদিতি বর্তমানকালত্ম, ঘোষিতামিতি ন হি ঘোষিত্ব শরক্ষেপ উচিত ইতি ভাবঃ ।
নহু ভো নীতিতন্ত্ৰেপদেষ্টোঘোষিত্বেনেব কটাক্ষশরো নিশ্লেপ্তুমুচিতো বিদগ্ধস্ত নাগ্নেয়ু ? সত্যম্, অং কৌতুকেনোপহসসি,
অশ্বাকস্ত প্রাণত্যাগ ইত্যাহঃ—তদয়মিতি । নোহশ্বাকময়ং কিং নৈব বধঃ ? অপি তু বধ এব । অয়ং ভাবঃ—কটাক্ষশরং
প্রহৃত্য বৃথা ঘোষিতো ন স্ত্রিয়ন্তে, তথা তত্তত্ত্বং তৎসমুচিতং সঙ্কল্পণমপি বিদগ্ধজনঃ করোতি, অং তু ন তথা করোবীতি ।
অগ্নি জীবধ এব ফলিষ্যতীতি ভাবঃ ॥

৮। ওমিতি ব্রহ্মত্বং তমাহঃ—অথৈতি । মতোহভিপ্রেতঃ, করকা বর্ষোপলঃ, বৃথা রক্ষিতা বয়মিতি স্ত্রেপেক্ষ্যতে,
বধ্যো জনো ন পুণ্যতে ইতি নীতেঃ । পুতিপালিতজনবধে চ হত্যাবৈশিষ্ট্যমিতি ভাবঃ ॥

৯। সকলানাং সর্বব্রজবাসিনামবনে পালনে কর্তব্যে ব্রজ তদন্তঃপাতিতগোহবিতা দৈবাদ্রক্ষিতা অভূত, অগ্ন-
জনাংসংপূক্ততয়া যদি পুণ্ড্রা অভবিষ্যত, তদা ব্রহ্মনিয়মেবেতি ভাবঃ । ইতি ভাবসে চেৎ, তদা পক্ষধৈরুদিতৈর্বাক্যৈঃ;
(তাং ১০।২০।২২) “তদ্ যাতে মা চিরং ঘোষম্” ইত্যাদিভিন্নশ্বাকমেকত্রৈব পৃথক পুণ্ড্রানামসুন পুণ্ড্রান্ বিনাশ্য পুনর্মন্দ-
হসিতপুন্দ্রনৌষধেন কিং কিমর্থপালয়ঃ, রক্ষিতবানসি ॥

১০। তত্র তুষ্ণীং স্থিতিমিবালক্ষ্য স্বয়মেব তৎকারণমাহঃ—ন তবেতি । দ্বেহিতস্ত তাদৃশচেষ্টিতস্ত হেতুঃ কুতূহলাৎ
পরোহন্তো ন লক্ষ্যতে, যতঃ পরমা শ্বেচ্ছৈব বস্ত হে তাদৃশ ! কুতূহলস্তাপি বৈবিধ্যে মৃতসঞ্জীবনতো ব্যতিরিক্তম্ । অগ্নং
কুতূহলং নেয়তে, যুক্ত্যা ন লভ্যতে; আদৌ জন্তুর্ভূতঃ ক্রিয়তে, পশ্যাৎ সংজীব্যতে, পুনরপি মার্যতে, পুনশ্চ সংজীব্যতে,
ইত্যেবং লক্ষণমেব কুতূহলম্, তথৈবোপলভ্যত্বং ॥

প্রাণ বেড়িয়ে যাচ্ছে, আর তুমি উপহাস করছো ?) হায় হায় এ কি আমাদের বধ নয় ?

৮। অতঃপর বলার কথা, আমাদের বধই যদি তোমার অভিপ্রেত, তবে হায় হায়, বৃথাই রক্ষিতা
হয়েছিলাম, বিষ-বারি-দাবানল, তথা শ্বনবর্ষাকরকাদি বর্ষণ থেকে ।

৯। অথবা সকল ব্রজবাসিনের পালনের অন্তর্গত ভাবেই অহো তোমরা দৈব থেকে রক্ষিতা হয়েছ,
এরূপ যদি বল তার উত্তরে শোন—যেরে ফিরে যাও এরূপ কর্তার বাক্যে বিনাশ করে পুনরায় কিসের জন্ত
মন্দমধুরহাসিকরূপ ঔষধে আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছ ?

১০। হে পরমশ্বেচ্ছাময় প্রভো ! আমোদ করা ছাড়া তাদৃশ চেষ্টির অগ্ন কোনও হেতু দেখা যাচ্ছে
না ! আর হায় হায়, বার বার মারণ-জিয়ানো খেলামোদ ছাড়া অগ্ন কোনও আমোদও যুক্তি দ্বারা পাওয়া
যাচ্ছে না ।

- ১১। ন হি জীবয়িতুং পরিশ্রম-স্তব দুঃস্থিত-জীবিতা হি নঃ ।
তব দর্শন এব তদ্ববে-স্বদৃতে নো ন হি জীবিতং পরম্ ॥
- ১২। ন হি বল্লববংশজো ভবান্, গতভীর্বল্লবযোষিতাং বধে ।
সহবাসসপোক্তসম্পদে, বত যঃ কোহপি ভবেদনুগ্রহী ॥
- ১৩। ক্রহিণেন ন বিশ্বগুপ্তয়ে, স্বমিতিভূত্যা ভূবি প্রকাশিতঃ ।
অথ বিশ্বগতা হি মাদৃশী, ব'ত গোপায়সি কিং ন মুহুতীঃ ॥
- ১৪। ভবভীতিজুবাং কৃতাভয়ং, রতিভাজামভিলাষবধূকম্ ।
কমলাকরলালিতং প্রভো, কুরু নঃ শীর্ষনি পাণিপল্লবম্ ॥

১১। নহু মারণং সূকরমেষ, যতস্ত সঞ্জীবনস্ত দুঃস্বপ্নমিত্যত আহং—ন হীতি। দূরে স্থিতং জীবিতং যাসাং তা অস্মান্। তৎ জীবনং ভবেৎ, যতস্তদৃতে স্বাং বিনা পরমগুং জীবিতং ন হি, অতঃ স্বস্ত দর্শনাদর্শনে এব দ্বাস্মাকং জীবন-মরণে কৰোষীত্যর্থঃ ॥

১২। হংহো তৎকৌতূহলঞ্চ মহামনুর্দীর্ঘরাজপুত্রাণাং জাতান্তর এব শ্রুতম্, ন তু স্বজাতিমাত্র এব, তব তু স্বপ্রিয়বন্ধুবর্গেণপি ভদিত্যাছঃ—ন হীতি। ন হি গতভীঃ, অপি তু গতভীরেবেত্যর্থঃ। যঃ কোহপি, সর্বোৎপীত্যাঃ। সত্তমস্ত পরেষামপি সম্পদে অনুগ্রহী ভবেৎ, ভবাংস্ত স্বেবাং বিপদে নিগ্রহী ভবেরিত্যনুগ্রহমোহসীতি ভাবঃ। অনেন 'নিশিতেন' ইত্যাদিনা পণ্ডষ্টকেন (ভা০ ১০।৩।১২) "শব্দজ্ঞানশয়ে" ইতি, (ভা০ ১০।৩।১৩) "বিবজলাপায়াৎ" ইতি মূল-পণ্ডদ্বয়মনুসৃতম্ ॥

১৩। নহু ব্রহ্মপ্রার্থনয়া পরমেশ্বর এবাবতীর্ণোহস্মি, নাহং কসাপি বংশজ ইতি চেৎ, মাংসাস্থ মৃষা স্বমাহায়াং

১১। (আর যদি বল মারা তো সহজ কিন্তু জিয়ানো কঠিন, এর উত্তরে বলছি শোন—)

তোমার পক্ষে কাউকে জিয়িয়ে তোলা পরিশ্রম কিছু নয়। যারা মরমর হয়ে আছে সেই আমাদের জীবন তোমার দর্শনই। এই দর্শন বিনা অথ কোনও জীবন নেই আমাদের। (অতএব নিজের দর্শন-অদর্শনের দ্বারাই জিয়ানো-মারণ খেলা কর।)

১২। অহো, এ এক আশ্চর্য, গোপবংশ জাত হয়েও তুমি গোপীবধে একেবারে নিঃশঙ্ক। সহবাসী ও সগোত্রজনের সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কোনও সাধারণ জনও তো আনুকূল্য করে থাকে।

১৩। (যদি বল আমি তো পরমেশ্বররূপে বিনা দ্বারেই ব্রহ্মার প্রার্থনায় অবতীর্ণ, আমি কোনও বংশে জন্মিনি—এর উত্তরে বলছি শোন, আমাদের সামনে নিজের মিথ্যা মাহাত্ম্য কেন প্রকাশ করছ—) বিশ্বের রক্ষার জন্য ব্রহ্মা প্রার্থনা করে তোমাকে প্রকাশিত করে নি। যদি তা হতো হায় হায়, তবে বিশ্বগত মাদৃশী-জনদের কেননা রক্ষা করছ? এঁরা যে বিরহে মুহুমান্ হয়ে আছে।

১৪। (তোমার মাহাত্ম্য যদি সত্য হয় তবে তোমাকে বলছি শোন—)

হে প্রভো! ভবভয়ে ভীত জনের অভয়দায়ী, শ্রীতিমৎ-জনের অভিলাষ বর্ষণকারী এবং লক্ষ্মীদেবীর কর-লালিত তোমার পাণিপল্লব আমাদের মস্তকে অর্পণ কর।

- ১৫। স্বজন-স্বয়-খণ্ডনপ্রিয়, ব্রজদুঃখক্ষয়বীর ধীর নঃ ।
ভজ নিগন্ত-শঙ্ক কিঙ্করী-,মুখচন্দ্রং দ্রুতমেব দর্শয় ॥
- ১৬। ভজতামঘখণ্ডনং গবা-,মধুগং জীভরভূরিলাঞ্ছনম্ ।
ফণিমৌলিমণিপ্রভাফিতং, স্তনয়োঃপর্পয় নঃ পদাসুজম্ ॥
- ১৭। বচসা মধুনোহপি মঞ্জুনা, মধুরার্থেন স্নুকোমলেন নঃ ।
চিরকালমুপোষিতে ইব, শ্রবণে জীবিতনাথ তর্পয় ॥
- ১৮। দর-হাসসুখানুধাবিনা, মধুরেণাধরবিশ্বশীধুনা ।
উদদর্শনশোকশোষণা, দয়িতাপ্যায়িতুং ভ্রমহঁসি ॥

প্রকাশয়েত্যাহঃ—ক্রহিণেতি । ক্রহিণেনব্রজণা অং ন পুকাশিতঃ, যতোহপ্যেত্যাदि । অনেন (ভা° ১০।৩১।৪) “ন ধলু গোপিকানন্দনঃ” ইতি ॥

১৪। তস্মাহাওয়াং চেৎ সতাম্, তর্হ্যেবং অং ক্রম ইত্যাহঃ—ভবেতি । অনেন (ভা° ১০।৩১।৫) “বিরচিতাভয়ং বৃক্ষধ্বং” ইতি ॥

১৫। অথ তর্হ্যেব দৈত্বেদয়েন তত্র দোষমনারোপয়ন্ত্যাহস্মাকং গর্বখণ্ডনার্থমেবমাচরিতং ত্রয়েত্যাহঃ—স্বজনস্বয় ইতি । স্বয়ো গর্বঃ, ব্রজদুঃখক্ষয়ে বীর সমর্থ । হে দয়াবীরেত্যাঃ । নিগন্তা শঙ্কা যন্তেতি অধুনা প্যাস্মদগর্বশেষোহন্তীতি মা শঙ্কিষ্ঠা ইতি ভাবঃ । অতএব হে ধীর ! পরমবিচারজ্ঞ পণ্ডিত ! অনেন (ভা° ১০।৩১।৬) “ব্রজজন্যর্তিহনু বীর যোষিতাম্” ইতি ॥

১৬। এবঞ্চ নয়নসম্পাপং নির্বাণ্য হৃদয়সম্পাপমপি নির্বাণয়েত্যাহঃ—ভজতামিতি কৃতজ্ঞত্বম্, গবামিতি নিরুপদ্বি-কৃপালুত্বম্, জীভরেতি স্বসৌন্দর্যেণ স্বত এব সর্বা কর্কষত্বম্, ফণিমৌলীতি মহাপ্রভাবত্বেন সৈদেবান্নানন্সং চোক্তম্ । তেনা-স্মাকং ভজনমভজনং বা ভবতু, তথাপি পরমকৃপাময়ং সর্বা কর্কষং উচরণাজ্ঞং স্বপ্রভাবেণৈব তপ্তকুচাবপি শীতলীকৃত্য তত্র স্থাতুমর্হত্যেবেতি দ্যোতিতম্ । অনেন (ভা° ১০।৩১।৭) “প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণম্” ইতি ॥

১৭। ততশ্চ সন্তপ্তৌ কর্ণাবপি কৃতার্থীকুর্বিত্যাহঃ,—বচসেতি । মধুনোহপীত্যাদি-বিশেষণত্বয়ণ স্বরার্থশব্দানাং সুখদ্বয়ং ব্যঞ্জিতম্ ॥

১৮। অথ ক্রমপুংসু বসনেজ্জিন্নসুখমপ্যাশাসানান্ত্রৈব স্বৈবামসাধারণ্যং ব্যঞ্জয়ন্তি—দরহাসেতি সুধরাপ্যনুধাবনং

১৫। হে স্বজনগর্ব-খণ্ডনপ্রিয়, ব্রজদুঃখক্ষয়বীর, হে ধীর ! আমাদের এখনও গর্ব আছে, এ-শঙ্কা কর না । আমাদের ভজনা কর । এই কিঙ্করীদিগকে অতি সত্তর তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করাও ।

১৬। ভজনশীল জনের পাপনাশন, গোপশ্চ দৃগামী, সৌন্দর্যনির্ভর ভুরি চিহ্নযুক্ত এবং কালিয়শিরের মণিপ্রভায় পূজিত তোমার পদাসুজ আমাদের স্তনে অর্পণ কর ।

১৭। হে প্রাণনাথ ! শ্রবণে মধুর হতেও মধুর, অর্থেও মধুর এবং স্নুকোমল তোমার কথামৃতের দ্বারা চিরোপসিতের মতো আমাদের ক্ষুধার্ত কর্ণকে তর্পণ কর ।

১৮। হে দয়িত ! মন্দমন্দ হাসসুখায় প্রফালিত, তোমার অদর্শন-শোকশোষণ এবং মধুর অধরবিশ্ব-মধুদ্বারা আমাদের অপ্যায়িত করতে তুমি যোগ্য ।

- ১৯। অঘহন্তু নুতং কবীশ্বরৈঃ, শ্রুতিকান্তং বত তপ্তজীবনম্ ।
কথয়ন্তি ভবৎকথামৃৎ, মৃতসঞ্জীবনময়ং বৃথাঃ ॥
- ২০। অনুরাগবতাং তু চেতসা-মমৃতং বা কিমু বা হলাহলঃ :
সুখদং চ স্তুত্বঃখদঞ্চ ত- স্নহি নিদ্রাস্তব কাদৃশং বচঃ ॥
- ২১। অমৃতেন নিষেবিতং বহিঃ, ক্ষুরসারোদ্ধত-ধারবনস্তরে ।
চরিতং চ বচশ্চ তে সমং রতিমন্তো হি বিদন্তি তত্ত্বতঃ ॥

প্রক্ষালনং তদ্বর্তেতি ময়নোংপ্যত্র বৈলক্ষণ্যমুক্তম্ । হে দয়িত্বেনি নিজভাবব্যঞ্জনা । পঞ্চদ্বয়েনানেন (ভাঃ ১০।৩১৮)
“মধুরয়া গিরা” ইতি ॥

১৯। কিঞ্চ, তদ্বিযোগমহাব্যাধেঃ প্রসিক্তং ঔষধং সন্তিঃ সেব্যতে, তৎ প্রত্যুত সেবিতমস্মাকং তং দ্বিগুণী-
চকারৈবেত্যাছন্তিভিঃ । ‘অঘহন্তু’ ইত্যুত্তরপদার্থমনুসৃত্য । বয়স্তু দুঃখবর্ধকমপি কথয়ামঃ । তথা নুতঞ্চ নিন্দিতঞ্চ শ্রুতি-
কান্তঞ্চ শ্রুতিতাপকঞ্চ তপ্তজীবনঞ্চ জীবনসম্ভাপকঞ্চ মৃতসঞ্জীবনঞ্চ জীবন মারকঞ্চ ॥

২০। অমৃতং বা হলাহলো বেতি । আশ্বাদনভৃক্ষয়োঃ গুণপদেবাতিবর্ধনাদিতি ভাবঃ । বিরহে তু তদতিশ্রারকণেনা-
প্রাপ্ত্যা ভৃক্ষাধিক্যেন স্তবরামেব দুঃখদম্ ॥

২১। ননু “নিন্দামি চ পিবামি চ” ইতি ত্রায়েন তর্হি কিং তদেব মুহুরনুশীলাতে ? তত্রাহঃ—অমৃতেনিতি ।
উক্তার্থমেব চরিতঞ্চ বচশ্চেতি । যথা তব চরিত্রমধ্যে বয়ং পতিতাস্তথা বচস্তপীতি ভাবঃ । ‘অঘহন্তু’ ইতি পঞ্চদ্বয়েণ (ভাঃ
১০।৩১৯) “তব কথামৃতম্” ইতি ॥

১৯। (আরও, সেই বিযোগ মহাব্যাধির যে প্রসিক্ত ঔষধ সাধুগণ সেবা করে তারই সেবায় আমাদের
ব্যধি তো উল্টা দ্বিগুনীতই হয়ে উঠলো এ-কথাই ৯,২০,২১ শ্লোকে বলা হচ্ছে—)

বুধজন প্রতিদিন বলে থাকে, তোমার কথামৃত পাপ-নাশন, কবীশ্বরগণের দ্বারা স্তুত, কর্ণরম্য,
হায় হায় ত্রিতাপ সন্তপ্ত জনের জীবন এবং মৃতসঞ্জীবন স্বরূপ । (আমাদের এ-ও আবার মনে হয়, তোমার
কথামৃত দুঃখবর্ধক, নিন্দিত, কর্ণের তাপদায়ক, জীবনসম্ভাপক এবং জীবনমারক । যথা)

২০। তোমাতে অনুরাগবহনকারিজনের পক্ষে তোমার কথা যুগপৎ সুখদায়ক ও দুঃখদায়ক । অহো
এ কি অমৃত কি হলাহল ! তোমার কথা যে কি, তা বুঝে উঠতে পারছি না ।

২১। (নিন্দাও করছো, আবার পানও করছো । আমার কথা যদি এমনই, তবে পানই বা করছো
কেন ? এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—)

বাইরে অমিয় মাখা, ভিতরে ক্ষুরশ্রেষ্ঠের মতো অতি তীক্ষ্ণ ধার—তোমার লীলা ও কথা দুই-ই সমান ।
প্রণয়িজনেরা ইহা যথার্থরূপেই জানে । (জানা সত্ত্বেও যেমন তোমার লীলা প্রবাহে পড়ে গিয়েছে তেমনই পড়ে
গিয়েছে তোমার কথা প্রবাহে ।)

- ২২। হসিতং প্রণয়াদ্রমীক্ষিতং, কিমপি ধোয়মপীহিতং তব ।
নিভূতাশ্চ হৃদিম্পৃশঃ কথ্যঃ, কিতব ক্কাভয়তেহখিলং হি নঃ ॥
- ২৩। অণুমানমপীহ বর্ততে, নতরাং প্রেম হি মাদৃশীষু বঃ ।
তিলমাত্রমপীহ তে ক্লমং, ন সমর্থ্য বয়মীক্ষিতং তব ॥
- ২৪। ব্রজতি ব্রজতো গবাং ব্রজং, বিপিনে চারয়িতুং যদা ভবান্ ।
চরণৌ তব খিণ্ডতন্তুগৈঃ, রিতি নঃ খিণ্ডতি মানসং তদা ॥
- ২৫। নবপদ্মপলাশকোমলং, ক তব শ্রীময়মজ্জিযুগ্মকম্ ।
ক স তীক্ষ্ণতরন্তুগাহুরঃ, স্মরণং তদ্রণায় নো ভবেৎ ॥

২২। কিঞ্চ; অচেষ্টিতং সর্বমপি পূর্বং সুখদমপি দুঃখোদর্কমেবেত্যনুবাবগতমিত্যাহঃ—হসিতমিতি । অনেন (ভা° ১০।৩১।১০) “প্রহসিতম্” ইতি ॥

২৩। কিঞ্চ, প্ৰেমশূন্য ভবানেব সুখী, প্ৰেমবন্তো বয়ং বৎকৃতে সদৈব দুঃখিত ইত্যাহঃ—অণুমানপীতি ॥

২৪। তদেব পুপঞ্চয়ন্তি—ব্রজতীতি ॥

২৫। নহু পর্যটতাং জগজ্জনানাং মধ্যে মমৈব চরণৌ তৃণৈঃ খিণ্ডত ইতি কণ্ঠমবগতম্? কথং বা তয়োঃ খেদো বৃদ্ধমানসে এব সংক্ৰান্তঃ? তত্রাহঃ—নবপদ্মেতি । যুগ্মকমিত্যানুকম্পায়াং কন্ । স্মরণমিত্যানুমানাদেবেতি ভাবঃ । ততশ্চ তথা শ্রবণদর্শনয়োঃ প্রতি কৈমুতামানীতম্ । অনেন শ্লোকত্রয়েণ (ভা° ১০।৩১।১১) “চলসি যদব্রজাং” ইতি ॥

২২। (তোমার লীলা সব কিছুই প্রথমে সুখদ হলেও পরিণামে দুঃখদ—তা অধুনা জানলাম—
তাই বলছি—)

তোমার প্রেমাদ্র' নয়নের চাউনি, যা-কিছু লীলা এবং হৃদয়স্পর্শী রহোকথা সব কিছুই হে শঠ!
আমাদিগকে দুঃখে আকুল করে তুলছে ।

২৩। (আরও, প্রেমশূন্য তুমিই সুখী প্রেমবতী আমরা তোমার ব্যবহারে সদাই দুঃখী—)

মাদৃশী প্রেমবতী এই গোপীদের প্রতি তোমার অনুমাত্রও প্রেম নেই। থাকতো যদি আমাদের দুঃখ
দেখতে পারতে কি? এদিকে আমরা তো তোমার দুঃখ তিলমাত্রও দেখতে সমর্থ নই।

২৪। যখন তুমি নন্দগাঁ থেকে বনে যাও খেঁচু চরাতে তখন চরণ-তোমার তৃণে ব্যথিত হয়। সে
ব্যথা কি আমাদের শ্রাণে বাজে না।

২৫। (এ বনপথে কত কত জনই তো যায়। শুধু যে আমার চরণেই ব্যথা লাগে, এ জানলে কি
করে? আর কি করেই বা এ-ব্যথা আমাদের মনে গিয়ে বাজলো? এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—)

কোথায় তোমার নবপদ্মপত্র কোমল শোভাময় পদযুগল, আর কোথায় অতি তীক্ষ্ণ তৃণাহুর—এ
চিন্তাই আমাদের মরণের কারণ হয়ে যায়, দর্শন শ্রবণ তো দূরের কথা।

- ২৬। সকলং দিনমেবমেব হে, রমণ ত্বদনখেদচিন্তয়া ।
অথ মর্মণি মর্মণি ভ্রমন, ব্যথয়তোব স কোহপি হৃদব্রণঃ ॥
- ২৭। অথ যদিবসাবসানতো, বিপিনাস্তাদ্ভ্রজমধ্যমাবিশন্ ।
ঘনগোথুরধূলিধূসরৈঃ, রলকৈশ্চাক্রমুখং চ দর্শয়ন্ ॥
- ২৮। হৃদয়ে মনসোহপ্যগাচরং, কুহ্মমেযুং সহসা প্রবেশয়ন্ ।
বিবিধৈরভিলাষকল্পমৈঃ, কলিলং নাথ করোষি নো মনঃ ॥
- ২৯। অয়মেয্যতি নোহন্ত মন্দিরং, রজনাবিত্যভিলাষরংহসা ।
সকলাং রজনিং প্রজাগরৈঃ, রতিখেদ দগময়ামহে বয়ম্ ॥
- ৩০। ইতি নৈব কদাপি নো ভবান্ সুখদোহভূদভূতসৌহৃদঃ ।
অকরোং প্রিয়মন্ত যং ক্ষণং বত তস্মিন্ পরিণাম ঈদৃশঃ ॥

২৬। ন চ তৎ স্মরণং ক্ষণিকম্, নাপি সানোবাখা একদৈশবর্তিনী, নাপ্যাপশমনবতীত্যাহঃ—সকলমিতি ।
অথোক্তো এবার্থে শ্লোকাদৌ যোজ্যম্ ॥

২৭। অথ তদনন্তরম্ ॥

২৮। সহসা দর্শনসমকালমেবেত্যর্থঃ, কলিলং ব্যামিশ্রম্ ॥

২৯। কৌদূর্শমভিলাষকল্পনমত আহঃ—অয়মেয্যতীতি ॥

৩০। অহুভূতং সৌহৃদং যন্ত সঃ। শ্লোকপঞ্চকেন (ভাঃ ১০।৩১।১২) “দিনপরিষ্করে” ইতি ॥

২৬। (সেই চিন্তা ক্ষণিকেরও নয়, আর এক দেশবর্তিনীও নয়, আর এর উপশমও হবার নয়, তাই বলা হচ্ছে—) হে রমণ ! আমাদের সমস্ত দিন তোমার বনছুঃখ চিন্তাতেই কাটে, আর সেই কোনও অনির্বচনীয় হৃদব্রণ মর্মে মর্মে ঘুর ঘুর করে আমাদের ব্যথায় জর্জরিত করে তোলে ।

২৭, ২৮। অতঃপর ঐ দিবসাবসানে বনপ্রান্ত থেকে গোকুল মধ্যে প্রবেশ করত ঘন গোথুরধূলি-ধূসরিত অলকে মনোরম তোমার মুখকমল আমাদের নয়ন সম্মুখে তুলে ধর। এতে মনেরও অগোচর কন্দর্প সহসাই আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে হে নাথ, আমাদের পাগল করে তোলে বিবিধ অভিলাষ কল্পনা মনে উদয় করিয়ে ।

২৯। (কি প্রকার কল্পনা, তাই বলা হচ্ছে—)

আজ রজনৌষোগে আমাদের মন্দিরে প্রিয়তম অবশ্য আসবে—এই অভিলাষ-কল্পনাবোগে সারারাত আমাদের যায় জাগরণে অতি দুঃখে ।

৩০। এইরূপে কখনও-ই তুমি সুখদ হও না । ওহে বঁধুয়া ! তোমায় বন্ধুত্ব আমাদের অহুভূত বটে, কিন্তু দেখ আজও যে ক্ষণকাল আমাদের শ্রীতিজনক কার্য করলে হায় হায়, তাতেও পরিণাম ঈদৃশ দুঃখদাই হয়ে দাঁড়াল ।

- ৩১। প্রণতাভিমত প্রদং বিধে-রপি বন্দ্যং ধরণীবিভূষণম্ ।
স্মৃতিমাত্রনিপাতিশোষণং, পদপদ্মং স্তনয়োবিধেহি নঃ ॥
- ৩২। দরঘর্মপয়োমধুদ্রবং, নখচন্দ্রহ্যতিবৃন্দকেশরম্ ।
লসতাক্ষলদঙ্গুলীদলং, পদপদ্মং স্তনপূর্ণকুন্তয়োঃ ॥
- ৩৩। রতিবর্কনমর্দনং শুচাং, মুরলী-চুস্বন লব্ধসৌভগম্ ।
বিষয়াস্তররাগনাশনং, মধুরং পায়য় নোহধরামৃতম্ ॥
- ৩৪। মুরলীকৃতপানমাননং, ন হি বঃ পেমিমিতি স্ম মাভিধাঃ ।
ন মধু জরদাহনাশনং সরষোচ্ছিষ্টমিতীহ হীয়তে ॥
- ৩৫। অটো বিপিনে দিনে, তব, স্মিতপীযূষ-সুপেশলং মুখম্ ।
ন দৃশ্যং বিষয়ো যদা ভবেৎ, ক্রটিরেকাপি তদা যুগায়তে ॥

৩১। অথেষং দোষারোপেণ বিমূখীভূতাপগতং ক্লম্যন্তমিব কাস্তং মত্বা কৃতান্তুতাপাঃ পুনরনুগ্রহয়ন্ত্য আহঃ—
প্রণতেতি ॥

৩২। চরণস্থ পদমুপপাদয়ন্তি—দরঘর্মমিতি । শ্লোকদ্বয়েন (ভা° ১০।৩১।১৩) “প্রণতকামদম্” ইতি ॥

৩৩। অথ তথৈব দত্তাঙ্গলমিব তং মত্বা জাতস্মারোমাদাঃ সুরতধাষ্ট্যমর্থয়ন্তে—রতিবর্ধনমিতি ॥

৩৪। তন্ত্রোষধ্ব ব্যাজেন নিজাতিলোভাঘমেব ব্যাজয়ন্ত্য আহঃ—মূরলীতি । নিপ্রাণায়্য অপি মুরল্যা লোভ-
ধাষ্ট্যমুপাদয়ন্তি, কিমুতাস্মাকমিত্যপি ছোতীতম্ । সরষা মধুমক্ষিকা, ন হীয়তে ন ত্যজ্যতে শ্লোকদ্বয়েন (ভা° ১০।৩১।১৪)

৩১। (উক্ত দোষারোপে বিমুখ হয়ে কাস্ত চল গেল বুঝি রাগ করে—এরূপ মনে করে অন্ততপ্ত
হয়ে প্রিয়তমের সন্তোষবিধানার্থে পুনরায় বলতে লাগলেন—)

প্রণতজনের বাঞ্ছিত ধন, ব্রহ্মার বন্দনীয়, পৃথিবীর অলঙ্কার এবং স্মরণমাত্র বিপদ-শোষণ তোমার
পাদপদ্ম আমাদের কুচোপরি অর্পণ কর ।

৩২। বিন্দু বিন্দু স্বর্মজলরূপ মধুদ্রবে ব্যাপ্ত নখচন্দ্ররূপ কেশরে দীপ্ত এবং চঞ্চল অঙ্গুলীরূপ পাপড়িতে
ললিত তোমার পদপদ্ম আমাদের স্তনরূপ পূর্ণঘটোপরি শোভা পেতে থাকুক ।

৩৩। (অতঃপর প্রিয় যেন এরূপ অঙ্গসঙ্গ দান করছেন, এরূপ মনে করে কামবেগে উন্মাদ গোপী-
গণ সুরত-ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছেন—)

রতিবর্ধন, শোকনাশন, মুরলী-চুস্বন-লব্ধ কীর্তিতে মহান্ এবং বিষয়াস্তর-রাগনাশন তোমার মধুর
অধরামৃত আমাদের পান করাত ।

৩৪। মুরলীর উচ্ছিষ্ট আনন তোমাদের পানের যোগ্য নয়, এরূপ বলো না । কেন-না মধুমক্ষিকার
উচ্ছিষ্ট বলে জরদাহ-নাশন মধু এ-জগতে কখনও-ই ত্যক্ত হয় না ।

৩৫। (ব্যতিরেক ভাবে দুঃখের দুঃসহজ্ব বলা হচ্ছে—)

দিবাভাগে বনবিহারকালে তোমার হাস্য মধুভরা সুচারু বদনকমল যখন আমাদের নয়নের বিষয়
হয়, তখন একটি ক্ষণের সুস্বতম অংশও একটি যুগের মতো মনে হয় ।

৩৬। বিষয়োহপি দৃশ্যং যদা ভবে-দদনং তে কমলেন্দুনিন্দকম্ ।

নয়নস্ত্র নিমেষ এব নো, ব্যথয়তোব মনো যুগান্তবৎ ॥

৩৭। অথ পতিভির্নিরুধ্যমানা মানাপগমে যা গুণদেহং দেহং বিহায় কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সমুচিতং দেহমাসা-
দিতাস্তা এব সাভিমানমাক্রোশন্ত্য উচুঃ ॥

৩৮। ‘পতি-পুত্র-সুহৃৎ-সহোদরান, তৃণকল্লানতিমুচ্য তেহস্তিকম ।

কিতবোপগতাঃ পুনঃ কথং, বিপিনে নো নিশি কষ্টমত্যজঃ ॥’

৩৯। পুনঃ সকলা এব সকলা এবমুচুঃ,—

‘হসিতং মূহ চারু বৌদ্ধিতং, রহসি প্রেমবচঃ স্মরোদয়ম্ ।

ভুজয়োরঙ্গরসশ্চ রস্তুতাং, বিষ্মশ্লো হৃদয়ং বিষ্মহৃতি ॥

“সুরতবর্ধনং শোকনাশনম্” ইতি ॥

৩৫। ব্যতিরেকেণ তু হৃৎশত্ৰু হৃৎসহস্রমাহুঃ—অটত ইতি ॥

৩৬। যুগান্তবৎ প্রলয় ইব নিমেষো মনঃ কর্ম ব্যথয়তি । ক্ষণত্র কল্পতা নিমেষাসহতেতি মহাভাবানুভাবো ।
শ্লোকদ্বয়েন (ভাঃ ১০।৩১।১৫) “অটতি যদ্ভবানহি কাননম্” ইতি ॥

৩৭। মানস্ত্র জ্ঞানতাপগমে মুছাঁয়াং সত্যামিতার্থঃ । গুণদেহং সঙ্গাদিগুণলিপ্তম্ ॥

৩৮। পতিপুত্রেতি জনিয়মাণ-পুত্রশোকত্যাগ এব পুত্রত্যাগঃ । কিতবেতি পুনরপি ত্যাজ্যিত্বং প্রযতস ইতি
ভাবঃ । অনেন (ভাঃ ১০।৩১।১৬) “পতিসুতাশ্রয়” ইতি । তত্র চ “গতিবিদঃ” ইতি পদশাস্ত্রদেহ-ত্যাগরূপাং গতিং জ্ঞানত
এব তবাস্তিকমিতি ব্যাখ্যান বশাত্তদ্বর্গমাত্রগামিভ্যং পত্ন্যস্ত্রীতম্ ॥

৩৯। এবমুচুরিত্যাহো স্মোহনতয়া সর্বা এব বয়মতিচতুরা অপি নিগীর্ণা নৈকস্তা অপি রক্ষতি । মোহনবস্তুগ্বেব
গণয়ন্তি—হসিতমিতি । এবং ব্যস্ততয়া যড়ৈব, সমস্ততয়া তু নিজ-ভুজ-বক্ষঃসমীক্ষণ পূর্বক-হসিতপুরুঃসরাস্বদবলোকন-
ত্রক্ষিতং সপ্রেম কামকলাময়ং বচনশ্বেবমেব মহামোহনমিতি বিষ্মশ্চবিচারেণাস্বাদয়ং সদিতিার্থঃ । অনেন (ভাঃ ১০।৩১।১৭)

৩৬। কমল ও চাঁদ তুচ্ছকারী তোমার বদন যখন নয়নের বিষয় হয়, তখন আমাদের নয়নের একটি
নিমেষও প্রলয়ের মতো আমাদের মনকে ব্যথিত করে তোলে ।

৩৭। অতঃপর পতিগণের দ্বারা অবরুদ্ধা গোপীগণ যারা মুছাঁগত অবস্থায় সঙ্গাদিগুণ-লিপ্ত দেহ
ত্যাগ করে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ সমুচিত দেহ লাভ করেছিল, তারা অভিমানের সহিত অভিযোগ করতে করতে বললেন—

৩৮। হে শত্রু! পতি পুত্র-সুহৃদ-সহোদরগণকে তুণের মতো ত্যাগ করে আমরা তোমার নিকট
এসেছি । হা কষ্ট! তুমি এই বনে, তাও আবার রাত্রিকালে কি করে ত্যাগ করলে আমাদের ।

৩৯। পুনরায় সকল গোপী মিলে কলাপূর্বক এইরূপ বললেন—(অহো তোমার মোহনতায় অতি-
চতুর হলেও আমরা সকলেই গলাধঃকৃত হয়েছি । একজনও রক্ষা পাইনি—ভঙ্গী করে এক্রূপ বলবার পর
সেই মোহন বস্তুগুলির নাম ধরে ধরে বলা হচ্ছে—)তোমার মূহহাসি,চারু ঈক্ষণ,রহস্যানে প্রেমালাপ, কামোদয়
এবং বাস্তবগুণের, ওখা বক্ষের রস্তুতা বিচার করে করে আশ্বাদনে আমাদের হৃদয় বিমোহিত হয়ে পড়ছে ।

- ৪০। ব্রজ-কাননবাসিনাং যুদে, ভবতো ব্যক্তিরিতীয়তীং প্রথাম্ ।
ব্যভিচারবতীং স্ব মা কৃথাঃ, প্রথয়াস্মগ্ননসো রুজাং ক্ষয়ম্ ॥
- ৪১। তব তচরণাশ্রুজং বিভো, কঠিনেষু স্তনমণ্ডলেষু যৎ ।
সভয়ং বিভ্রমো বনেহমুনা, বিচরমো হ্রুবে তৃণাকুরৈঃ ॥
- ৪২। কঠিনাঃ কুচমণ্ডলা হি বো, যদবঃ স্থান' মমাজ্জি সঙ্গতঃ ।
ইতরে তৃণশর্করাদয়ো, হ্যপি মেঘস্তি ন তৈর্মম ব্যথা ॥
- ৪৩। ইতি চেদৃতমেব নো যুবা, কুলিশং যদ্রবতি তদীক্ষণাৎ ।
কুলিশাদপি নিষ্ঠুরাশ্রনাং, কিমুরোজাঃ কঠিনা ন সন্ত নঃ ॥ (যুগাকম্)
- ৪৪। কুহুমাদপি কোমলং মন-স্তব যৎ প্রৈতি মহাকঠোরতাম্ ।
তদপি হৃতিদারুণাশ্রনাং, বত যাদৃচ্ছিক-সঙ্গতো হি নঃ ॥

“ব্রহ্মসি সংবিদম্” ইতি ॥

৪০। কৃতমস্মদপেক্ষয়া, স্বযশো নৈর্মল্যরক্ষণানুরোধেনাপ্যস্মাং স্ত্রার্ষেত্যাহঃ—ব্রজেতি । অনেন (ভা০ ১০।৩।১৮)

“ব্রজবনৌকসাম্” ইতি ॥

৪১। অহো ত্ৰিভুবান্ বিহার স্বকষ্টমপ্যুররীকৃষে, তেনাপ্যস্মান্ পুনর্হঃ ষ্মিতুমিত্যাহঃ—তবেতি । সভয়ং বিভ্রম ইতি স্তনস্পর্শেন তন্ম স্তনমন্তীত্যনুসন্ধারৈব বিভ্রতোঃপি কাঠিন্যং বিষৃজ্য সভয়মেব বিভ্রম ইত্যর্থঃ । অমুনা চরণাশ্রুজেন নোইস্ম'নেব হ্রুবে, হ্রুন্ সন্নিতি ভাবঃ ॥

৪২। মেঘস্তি অজ্জি সঙ্গতো দ্রবস্তি, কোমলারম্ভে ইত্যর্থঃ । ‘জিমিদা মেহনে’ ॥

৪৩। স্তবমেব সত্যমেব, নৈতন্ম যা বদন্তীত্যর্থঃ । নিষ্ঠুরাশ্রনামিতি বদবিচ্ছেদেহপ্যাশ্রনামনিষ্কমণাদিতি ভাবঃ ॥

৪৪। হস্ত কিং বক্তব্যমস্মৎকাঠিন্যগৌরবম্, বেন ত্বমপি কঠিনীকৃতোহভূরিত্যাহঃ—কুহুমাদপীতি । যদা, বচনভঙ্গ্যা

৪০। (আচ্ছা থাক্ আমাদের খ্যাতিরে যা করবার তো করেছ, এবার নিজের যশো নৈর্মল্য রক্ষার খ্যাতিরেও তো আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার—এই আশয়েই বলা হচ্ছে—)

ব্রজকাননবাসিগণের আনন্দদানের জন্ত তোমার অবতার, এতাবৎ খ্যাতির অশ্রুচরণ করোনা । আমাদের মনোপীড়া নাশ করে দেও ।

৪১। (অহো কি আশ্চর্য নিজের কষ্ট স্বীকার করে নিয়েও আমাদের ত্যাগ করেছ, হ্যা এও পুনরায় আমাদের দুঃখ দেওয়ার জন্তই—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

হে বিভো ! তোমার যে চরণকমল কঠিন স্তনমণ্ডলে সভয়ে ধারণ করেছি আমরা তা কি এই বন-বিহার-কালে তৃণাকুরের দ্বারা ব্যথিত হয় না ?

৪২, ৪৩। (পূর্বপক্ষ কল্পনা) আমার চরণমিলনে তোমাদের কঠিন কুচমণ্ডল কি কোমলতা প্রাপ্ত হয় না ? তুচ্ছ তৃণশর্করাদি কিন্তু কোমল হয়ে যায় । এদের দ্বারা আমার ব্যথা হয় না (গোপীগণের উত্তর—) এরূপ যদি হে প্রিয়তম তুমি বল, তবে তা সত্যই, মিথ্যা নয় । যেহেতু তোমার ঈক্ষণে বজ্রও গলে যায়, কিন্তু

- ৪৫। অসমঞ্জসমেতদুচ্চকৈ-যু'গপদভূরিবধুবধস্তব।
ইতি নো বিতথা মতিবৃথা, ব্রজতোহস্মন্ প্রসভং রুণংসি নঃ ॥
- ৪৬। অথবা কুহকৈক কৌতুকী, হৃদয়ে নঃ প্রকটং পরিষ্কুরন।
নিরুণংসি বহির্বিনির্ধতো, বত নোহস্মুনিতি তেহতিকৌতুকম্ ॥
- ৪৭। ন বয়ং বহুভির্গবেষণৈ-রহহ স্বামবলোকিতুং ক্ষমাঃ।
ইতি নাথ ভবদগবেষণে, স্বয়মেব প্রসরন্তি নোহসবঃ ॥

তত্ত্ব স্বাভাবিকমেব নৈষ্ঠুং স্বৈবাস্ত নৈসর্গিকমেব সারল্যং ব্যাজন্ত্যা। দ্রুতরন্ত্য আহিঃ—কঠিনা কুচমণ্ডলা ইত্যাদি।
এতৎপদ্যচতুষ্টয়েন (ভা০ ১০।৩১।১২) “যন্তে স্ত্রীভ্য চরণাধুকহম্” ইতি ॥

৪৫। তত্বেব ব্যাজন্ত্যা তত্ত্ব নিষ্কপত্বমাহঃ—অসমঞ্জসমিতি। ব্রজতোহপি প্রাণান্ বলাদেব রুণংসি, অহে
কৃপালুস্মিতি ভাবঃ। বস্ত্তস্ত নিৰ্ধাস্তোহপি প্রাণাস্তদাশ্রয়ৈব পীড়োদ্রেকলিপ্সয়ৈব ন নিৰ্ধাস্তি, অতো মারণাদপ্যধিকঃ-
দোহসীতি ভাবঃ ॥

৪৬। কিঞ্চ, আশাবদ্ধতোহ্যাপ্যপাণ্ডাঃ প্রাণাস্তংক্ষুণ্ঠিত্যেব রক্ষ্যন্তে, ইত্যাহঃ—অথবেতি। বহিরন্তর্ধার অহন্
যাপয়সি, পুনহৃদয়ে পরিষ্কুরন নিরুণংসি, ইতি নিষ্করণনিরোধনময়ং তত্বেবততিকৌতুকমিতি ॥

বজ্র হতেও নিষ্ঠুর যে আমাদের মন। আমাদের কুচমণ্ডল কেননা কঠিন হবে?

৪৪। (হায় হায় আমাদের কাঠিন্যগোরবের কথা আর বলবার কি আছে, যার সংসর্গে তোমাকেও
কঠিন করে দিয়েছে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে)

তোমার মন তো কুন্ত্যাদপি কোমলই বটে, কিন্তু এখন যেমহা কঠোরতা প্রাপ্ত করে নিয়েছে, তাও
অতি দারুণ মনা আমাদের হায় হায় বাদ্ভিক সঙ্গ থেকেই।

৪৫। (পূর্বের মতোই ব্যাজন্ত্যিতে প্রিয়ের কৃপাহীনতা বলা হচ্ছে—)

যুগপৎ তোমার বহুস্ত্রী বধ, এ এক মহান অযুক্তিযুক্ত কথা—এরূপ কারণশূন্য বিচারের বড় দুরবস্থা।
বরঞ্চ বেরিয়ে যাচ্ছে, এরূপ প্রাণকেও বলপূর্বক আটকে দেও তুমি, অহো কি কৃপা! (মরণাধিক ছুৎখদ তুমি,
তাই দক্ষিয়ে দক্ষিয়ে মারতে চাও।)

৪৬। (আরও, আশাবদ্ধেও মরমর প্রাণকে ক্ষুণ্ণিই রক্ষা করে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

অথবা ইন্দ্রজালিকশ্রেষ্ঠ-কৌতুকী তুমি আমাদের হৃদয়মধ্যে স্পষ্টভাবে ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হয়ে হায় হায়
আমাদের বহির্চলমান প্রাণ আটকে দেও, এ তোমার অতি কৌতুক। (বাইরে অন্তর্ধান করে প্রাণ বের করার
উপক্রম কর, আবার তখনই হৃদয়ে ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হয়ে ওকে আটকে দেও, এরূপ নিষ্ক্রামন-নিরোধনময় তোমার
এক অতিকৌতুক।)

৪৭। (আরও, এরূপ হলেও অতঃপর তুমিও আর আমাদের প্রাণ ধরে রাখতে পারবে না—
উৎপ্রেক্ষার সহিত ইহাই বলা হচ্ছে—)

হে নাথ! বহু অনুসন্ধান করেও অহহ, আমরা তোমাকে বের করতে সমর্থ হলাম না, তাই রাগ

- ৪৮। মম লন্ধিরহো মদিচ্ছয়া, ন বিনা তেন কৃতং সমুত্তমৈঃ ।
ইতি চেম্মনসি ক্ষুরদশাং, ত্যজ গচ্ছন্ত বহিবর্তাসবঃ ॥
- ৪৯। অয়ি জীবিতনাথ জীবিতৈ-র্ভবদেষষকৃতে বহির্গতৈঃ ।
স্বমবশ্যমবেক্ষ্যসেহিচিরা-ন্ন হি ভূত্যসু পরাঙমুখঃ প্রভুঃ ॥
- ৫০। ইতি রোদন-রীতি কোমলঃ, কলকণ্টীকুল-কণ্ঠনিবন্ধনঃ ।
মৃগ-পক্ষি-বধূরোদয়-স্তরু-বল্লী-হৃদয়াগ্ৰদারয়ৎ ॥
- ৫১। নিকটস্থিত এব তত্র স, প্রণয়ী গোকুলরাজনন্দনঃ ।
কৃতকং কঠিনত্বমাবহ-মপি সোঢ়ং প্রবভূব নাপরম্ ॥
- ৫২। পুনরপি বিলাপন্ত্যো মুক্তকণ্ঠং রুদত্যঃ, প্রিয়গুণগগনুচ্চৈঃ কোমলং কীর্তয়ন্ত্যঃ ।
তমথ সময়মীযুঃ প্রাণনির্ধাণতো বা, সুখদমবধিভূতং প্রাণনাথাগমাদ্ভা ॥

৪৭। কিন্তু, ভদ্রপাতঃপরং নিরোকুমম্বন ন পারয়িষ্যসি, ইত্যন্তঃশ্রুত্বেনাছঃ—ন বয়মিতি । স্বয়মেবেতি যদি যুগং শ্রান্তান্তর্হি বয়মেবাঘেষ্টুমিতো নিঃসরাম ইত্যশ্চভাং প্রকূপ্যেবেত্যর্থঃ ॥

৪৮। ইতি চেদিতি । তবেচ্ছা তু নৈব ভবিষ্যতীতি বয়ং জানীম এবেতি ভাবঃ ॥

৪৯। বিলাপগীতমুপসংহরন্ত্যঃ সন্তারমাহঃ—অয়ি জীবিতেন্তি ॥

৫০। মৃগেতি । অধিকৃত্ত ভাবস্তানুভাবোৎসবঃ; বহুকং তিরস্মামপি রোদনমিতি ॥

৫১। কৃতকং কৃত্রিমম্ ॥

৫২। তং সময়ম্; অবধিভূতঃ সন্তং সুখদম্ । জৈবুরিষ্টবত্যঃ । তস্তাবধিভূতত্বেন সুখদত্বে হেতুবল্লং প্রাণনির্ধাণতো

করে আমাদের প্রাণ নিজেই তোমার অশেষণে বের হয়ে যাচ্ছে ।

৪৮। অহো আমার প্রাপ্তি তো আমার ইচ্ছা বিনা হয় না, কাজেই চেষ্টা করার কি প্রয়োজন । বেশ মনে নিলাম তোমার কথা, আর এ-ও ভালমতো জানি তোমার ইচ্ছাও হবে না, তাই বলছি, আমাদের মনে ক্ষুতি প্রাপ্ত দশা ত্যাগ কর, আমাদের প্রাণ বের হয়ে যাক তোমার অনুসন্ধানে ।

৪৯। (বিলাপ-গীত উপসংহার করতে গিয়ে যুক্তির সহিত বলছেন—)

অয়ি প্রাণনাথ ! বহিরাগত প্রাণ তোমার অশেষণ করতে থাকলে অবশ্যই শীঘ্র তোমাকে বের করে ফেলবে । এ তো প্রসিদ্ধই আছে, নাথ কখনও-ই দাসের উপর বিমুখ হয় না ।

৫০। এইরূপ রোদনগুণে কোমল, পিককুল নিন্দিত কণ্ঠধ্বনি মৃগপক্ষিবধূদের কাঁদালো এবং তরু-লতার হৃদয়বিদারক হল ।

৫১। সেখানেই নিকটেই বিরাজিত সেই প্রণয়ী গোকুলরাজনন্দন মিথ্যা কাঠিন্য ধারণ করে থাকলেও অতঃপর আর সহ্য করতে পারলেন না ।

৫২। এদিকে পুনরায় বিলাপ করতে করতে মুক্তকণ্ঠে রোদনপরায়ণা এবং প্রিয়ের গুণাবলী উচ্চস্বরে কোমল কণ্ঠে কীর্তনপরায়ণা গোপীগণ অতঃপর তাঁদের হাতের সেই মুহূর্তমাত্র সময়টিকে সর্বদস্মতিক্রমে

৫৩। এবং সতি স তিরোভাবতো ভাবতোষণোপরতো রতোংসব ইব মূর্ত্তঃ স করুণারুণাপাঙ্গেশুণা
তাসামন্তঃক্রান্তিলতাং সমূলমূলয়ম্নিব, স্মিতচন্দ্রিকয়া কয়াচন মনোরুগন্ধকারং বিদ্রোবয়ম্নিব, মধুরিমগরিমগভীর-
তয়া মুহুরদিতরুদিতক্রমাদিকং কদাপি নানুভূতমিতি মিতিরহিতাং সম্বিদং প্রতিফলয়ম্নিব, তদেব প্রথমং প্রথ-
মঙ্গলমঙ্গলস্ম্যাসৌভাগ্যং দর্শিতমিব প্রতিবোধয়ন্ বিরহরংহসা যদি তন্ততো গবেষিতং তদপি স্বপ্নবিলসিতমিবানু-
ভাবয়ন্, প্রমদমদনানন্দরসেন তাসাং হৃদয়ং সুহৃদয়ং সুক্ষালয়ম্নিব, বপুরপি বিরহকুশানুকুশানুতপ্তং তৎকালমেব
তৃপ্ত নীতলতয়া স্তবপুরং বপুরস্তরতাং প্রাপয়ম্নিব, নিশ্চয়া গতং জীবিতং পুনরাপি স্থানস্থিতং কারয়ম্নিব, বিরহ
ইতি নামধেয়ং কদাপি শ্রবণয়োন্ জাতমিতি ভাবং ভাবন্দিতং কুব্ধম্নিব, এক এব যুগপদেব সর্বা এব সমালিঙ্গ-

বা প্রাণনাথাগমাদ্বেতি ! অস্মমর্থঃ—সর্বাভিঃ সম্মত্যা সন্তুয়ায় কণাশ্রকঃ সময় এবাবধিষ্মেন ব্যবস্থাপিতঃ। যত্নে স
নায়াতি, তদা প্রাণাংশ্যক্কা সুখিতঃ শ্রাম; যত্নায়াতি, তদা প্রাণবত্যা এব সুখিতঃ শ্রাম, ইত্যুভয়বাপ্যয়ং সময়ঃ সুখদোহ-
স্থিতি ভা নিরনৈশ্বর্যিতি ॥

৫৩। এবং সতি স কৃষ্ণস্তিরোভাবত উপরতঃ প্রাহুরাসীদিত্যশ্বয়ঃ। অন্তঃক্রান্তীতি মনঃপীড়ায় এব কৃপাকটাক্ষ-
শুণা নিবর্ত্তাভে লতাভম্, ততোহপ্যতিশয়েন স্মিতচন্দ্রিকয়া চাক্ষকারবক্ষোংক্রান্তিতম্, ন তু বস্ত্রভেদস্ত। মধুরিমণো গরিমা
গৌরবং তন্ত গভীরতয়া গান্তীর্ধেণ মিতিরহিতামপরিমিতাং সংবিদং জ্ঞানম্। প্রথং ধ্যাতং মঙ্গলং যত্র তৎ, অঙ্গলস্মী-
সৌভাগ্যং প্রথমমেব দর্শিতমিতি ভিসারান্তমারৈভাতাবন্তং কালমভিব্যাপ্যৈব দর্শিতমিতি জ্ঞাপয়ন্, ন তু বিলাপান্তে
ইদানীমিত্যর্থঃ। ততশ্চ বিরহেতি স্বপ্নেতি তৎসদবিচ্ছেদস্তানুভবলোপাদিতি ভাবঃ। অয়ং সুহৃদবিরহকুশানুনা কুশলানু-
তপ্তঞ্চ তথাভূতং বপুঃ স্তবপুরং স্তবস্যা প্রশংসায়ঃ পুরং বাসস্থানম্; যদা, বপুরস্ততামিতাস্য বিশেষণমেতৎ। স্তবং পিপত্তীতি
স্তবপুস্তা। ভা কান্তিতয়া বন্দিতং প্রদীপ্তং ভাবান্তরালুপ্তমিত্যর্থঃ। সমালিঙ্গম্নিবেতি তদর্শনমপ্যালিঙ্গনজ্ঞানসুখদায়ক-

সৌম্যরূপে নির্ধারণ করে নিলেন সুখ প্রাপ্তির যদি এ-মূহুর্তে প্রিয়তম না আসে তবে প্রাণ-ত্যাগে সুখী হবো,
আর যদি আসে তবে প্রাণ-প্রাচুর্যে সুখী হবো এইরূপে উভয়থা এই মূহুর্তটি সুখরূপে নির্ধারিত হল।

৫৪। এইরূপ যখন পরিস্থিতি তখন কৃষ্ণের প্রস্তুত ভাবের নিবৃত্তি হল। তিনি মূর্ত্তমান্, রতি-উৎ-
সবের মতো আবির্ভূত হলেন গোপীসভা মধ্যে—যেন করুণা মাধানো অরুণ কটাক্ষ প্রাপ্তেচ্ছ গোপীদের মনো-
পীড়া সমূলে উৎপাটিত করতে করতে, যেন কোনও অনির্বচনীয় মূহু হাস জ্যোৎস্নায় গোপীমনোরাগ-অন্ধকার
বিতাড়িত করতে করতে, মধুরিমা-গৌরব-গান্তীর্ধের দ্বারা গোপীচিতে মুহুঃমুহুঃ উদিত রোদন-খেদাদি কখনও-ই
যেন অনুভূত হয় নি—এরূপ অসৌম্য জ্ঞান প্রতিফলন করাতে করাতে, অভিসারের পর থেকে এতাবৎকাল পর্যন্ত
নিরন্তরই যেন তাঁর প্রসিদ্ধ মঙ্গলময় অঙ্গশোভা-সৌভাগ্য তাঁদের নয়নগোচরে রাখা হয়েছে—এরূপ বুকির উদয়
করিয়ে এবং বিরহবেগে যদি ইতস্ততো অবেষণ করা হয়েছে তাও স্বপ্নবিলাসের মতো অনুভব করিয়ে প্রমত্ত
কামনানন্দ রসে হৃদয় যেন তাঁদের ধুইয়ে দিতে দিতে, বিরহাগ্নির দ্বারা কুশ ও অনুতপ্ত তাঁদের শরীরকে সেই
সময়েই তৃপ্ত-নীতলতায় প্রশংসিত অগ্নি একটি শরীর যেন প্রাপ্ত করিয়ে দিতে দিতে, বেরিয়ে যাওয়া প্রাণকে
যেন পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করতে করতে, ‘বিরহ’নামক কোনও কিছু কদাপি কর্ণকুহরে যেন প্রবেশই করেনি
এরূপ ভাবকে প্রদীপ্ত করে তুলতে তুলতে, একক তিনিই যেন যুগপদই সকলকে আলিঙ্গন করতে করতে

শ্লিব, গরিমধুরামধুরাধরসংযোগং কিমপি যুগপদেব সকলানামেব বিলসংকপোলচুশ্বন-চাতুরীমুরীকুব'শ্লিব, তত্রৈব স্থিতোহপি কুতশ্চিদিবাগতঃ সাক্ষান্মম্মথমম্মথ ইব, পীতাংগুকাংগুকান্তো বিলোল-বনমালস্তাং হৃদয়াকাশ-দিবাবনিতলাদিব, বনাস্তুরাদিব, ন কুতোহপৌবাগতস্তথৈব স্থিত ইব পু'দুরাসৌঃ ॥

৫৪। অকস্মাৎ কস্মাৎ কারণাদিব সমুদগতং পূর্ণসুধাকরমিব কুমুদিক্কাঃ, দুরবগ্রহাবগ্রহাবসানে তৎ-কালোদিতং নবধারাদরমিব চাতকমুবতয়ঃ, অভিতো বনং সমুজ্জলজ্জলন-সস্তাপদহমানা নির্মেষমাসারং সারঙ্গ-রমণ্য ইব, পরপুরুষবশেষমারচয়া চিরান্নির্ভমানমাস্মানং সত্ত্বস্তনবস্তনব ইব তমালোক্য যুগপদেব সমুল্লসিতা বভূব্রসিতাপাশ্রয়ঃ, তৎসমকালমেব প্রমোদেন সহ সমুত্তপ্তঃ, বপুষা সহ সকলসস্তাপং বিসম্মকঃ, উৎকণ্ঠয়া সহ সমীপমভিসম্মকঃ ॥

৫৫। ততশ্চ,

কাচিৎ করাস্মুকহমঞ্জলিনা স্ম ধত্তে, কাপাংসসীমনি ভুজং মদরূ'বতায়াম্ ।

তাস্মুলচর্চিতমমুগ্ধা দধার কাচিৎ, পাণৌ হিরণ্ময়পতঙ্গগ্রহকান্তিক স্তে ॥

মিত্যর্থঃ । গরিমধুরয়া গৌরবাতিশয়েন মধুরস্যাধরস। সংযোগং বিনাপীতি চুশ্বনসুধমপি দর্শনাদেবোপলব্ধমিত্যর্থঃ ॥

৫৪। কুমুদিক্কা ইতি তং বিনা বভূব্রসেণ প্রফুল্লতানবাণ্ডে । চাতক্য ইতি তং বিনা তৃষ্ণোথবিলাপানপগমাং, সারঙ্গরমণ্য ইতি তং বিনা বাহ্যভাস্তর-সস্তাপাশ্রয়ঃ; তনব ইতি তং বিনা স্বস্তায়্য অপ্যনবাণ্ডে ! তত্র দুরবগ্রহঃ স্বদর্শনাদানন্দোচ্চিঃ, স এবাবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধতস্তে । পরপুরুষবশং পরলোকগমনং কৃত্বা সত্ত্বস্তংক্ষণাদেব তনবো দেহাঃ তনবোহতিক্রশাঃ ॥

৫৫। অঞ্জলিনা স্ম ধত্ত ইতি বিনয়বতী দক্ষিণমুদীয়ম্, অংসসীমনীতি দক্ষিণগ্রন্থেরয়ম্, তাস্মুলচর্চিতেনিতি দক্ষিণ-

এবং গৌরবাতিশয়ে মধুর অধর সংযোগ বিনাও যুগপদ্ তাঁদের সকলের গালে চুশ্বনদান চাতুরী যেন প্রকাশ করতে করতে সেই স্থানেই স্থিত হয়েও কোথাও থেকে যেন আগত সাক্ষান্মম্মথমম্মথের মতো, পীতাংস্বরের কিরণে মনোহর এবং দোলায়িত বনমালাধারী গোপীপ্রিয়বন্ধু আবির্ভূত হলেন যেন তাঁদের হৃদয়াকাশ থেকে যেন ভূগর্ভ থেকে, যেন বনাস্তুর থেকে অথবা যেন কোথাও থেকেই আগত হয়ে নয়, তত্রস্থ অবস্থিতি থেকেই ।

৫৪। তাঁকে দেখে তৎক্ষণাৎ কাজলকাল ময়নকোনবিশিষ্ট। গোপীগণ যুগপদই সকলে সমুল্লসিত হয়ে উঠলেন—কোনও কারণে অকস্মাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে কুমুদিনীর মতো, বৃষ্টিপ্রতিবন্ধের অস্ত্রে তৎকালোদিত নব-জলধর দর্শনে চাতকমুবতীগণের মতো, চতুর্দিকে সমুজ্জল অগ্নিশিখার সস্তাপে দহমান্ বনে নির্মেষধারাসম্পাত দর্শনে হরিণরমণীর মতো এবং পরলোকে গমন করত বহুকাল পর সেখান থেকে ফিরে আসা জীবাগ্নার দর্শনে হড্ডাসার শরীরের মতো । সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের সহিত তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন, নিজের শরীরের সহিত সকল সস্তাপ ভুলে গেলেন এবং উৎকণ্ঠার সহিত প্রিয়ের নিকট গেলেন ।

গোপীদের সন্তোগ প্রার্থনা সূচক বিবিধ ভাবোৎসবঃ

৫৫। অতঃপর বিনয়িনী দক্ষিণমুদৌ কেউ প্রিয়ের করকমল অঞ্জলিতে গ্রহণ করলেন, দক্ষিণপ্রথয়া কেউ কস্তুরী লেপিত তাঁর কঁধে প্রিয়ের ভুজঙ্গও উঠিয়ে নিলেন, দক্ষিণ-মুদৌ সেবাপরা কেউ প্রিয়ের চর্চিত

৫৬। কাচিস্তপ্তস্তনমুকুলয়োস্তংপদাঙ্কং নিধায়, প্রত্যগ্ৰোত্তমবকিসলয়াচ্ছাচ্ছমানাননম্ ॥

ভাবিক্রীড়োৎসবরসসমারম্ভ সংসৃচকস্ত, স্বাদে শোভামধিত স্তুতনুঃ স্বর্ণকুস্তদ্বয়ম্ ॥

৫৭। কাচিদ্ভালে ক্রকুটিকুটিল তদ্বতী দ্রুতরাজান, চঞ্চলকোণৈররুণতরুণৈরঞ্জনাঙ্কুরপাঙ্গৈঃ ॥

কন্দর্পস্ত প্রমদগরগণেনব দিগ্ধৈঃ পুষ্পংকৈ- নিম্নত্যালোকত কুতুকিনী দন্তদষ্টাধরক্ৰীঃ ॥

৫৮। অনিশমনিমিষাভ্যাং লোচনাভ্যামথৈকা, মুখকমলমধূলীমাপিবৎ প্রাণবন্ধোঃ ॥

অলভত ন পিপাসাপারমেষা তদাসী- দিয়মপি চ নিতাস্তং গীয়মানাপি পূর্ণা ॥

৫৯। তং কাপি লোচনপথেন নিবেশ্য চিত্তে, তেনৈব নির্গমন-শঙ্কনতো নতাক্ষী ॥

তৎকালমেব বিনিমীলিতলোচনৈব, রোমাঙ্কিতা বিধুমুখী চিরমালিলিঙ্গ ॥

মুখী সেবাপরেষমঃ; পদ্মগ্রহ আলবাটিতি পীকদানীতি বা খ্যাতঃ ॥

৫৬। কাচিদ্ভূতি দক্ষিণপ্রথরম্। ক্রত্যগ্ৰেণাভিনবেনোজ্জতা নবকিশলয়েনাচ্ছাচ্ছমানমাননং যস্য তত্তথা, তস্য স্বর্ণকুস্তদ্বয়স্য শোভাং স্বাদে অধিত ॥

৫৭। কাচিদ্ভাল ইতি রোষাবেশেনৈব কুটিলভাবোদগারপ্রার্থেহপি মধৌবেয়ম্, পূর্ববদ্বাহধারণাদি-প্রাগলভ্য-পুকাশনাদ্ব্যামাচ। পুরুষ্টৌ মদ এব গরলং তেনঃ পুষ্পংকৈর্বাণৈঃ। নিম্নতীতি করাস্থকহধারণাদিকাস্তাভিঃ সংপৃক্তমপি তং দূরহিতৈব সমীপং ক্ষোভয়তীতি সৌভাগ্যোদ্রেকঃ সূচিতঃ। কুতুকিনী বিলাসবতীত্যন্তরুলাসেন, বদন্তঃ কোপাভাবশ্চ ॥

৫৮। এষা গোপী, ইয়মপি মুখকমলমধূলীমিতি তদঙ্গস্পর্শনাশ্রুতকরণাদ্ব্যামেয়ং পূর্বস্মাতাদৃশ-কটাক্ষশরাঘাত-জ্বাতক্ষোভস্য তস্য সন্তপ্তমুখকমল-মধূল্যঃ পানঙ্গনিতহর্ষণে বিম্বিত-অপূর্ণা তদানীং মধ্যায়মাত্মনৈব তৎসখীং বামা ॥

৫৯। তেনৈব লোচনপথেনৈব পুনর্নির্গমনং ততঃ শঙ্কনন্ত এব হেতোস্তৎকালমেব বিশেষণে নিমীলিতে লোচনে যয়া সা। নতাক্ষী কুটিলাক্ষীতি এষাপি বামা মধ্যা চ জ্ঞেয়া। বৈষ্ণবতোষণীব্যাখ্যানসারেণ করাস্থকহধারণাত্মা এতাঃ

তাম্বুল তাঁর স্বর্ণপীকদানির কাস্তি থেকে দীপ্ত হাতে ধারণ করলেন।

৫৬। দক্ষিণপ্রথরা স্তুতনু কেউ তাঁর বিরহতপ্ত স্তন-মুকুলোপরি প্রিয়ের পদকমল স্থাপন করত অভি-নব নবপল্লবে আচ্ছাদিত মুখযুক্ত ও ভাবি রাসক্রীড়োৎসবরসের সমারম্ভ-সূচক স্বর্ণষট্‌যুগলের শোভা নিজ অঙ্গে ধারণ করলেন।

৫৭। দন্তদষ্ট অধরশোভাবিশিষ্টা বিলাসবতী কোনও মধ্যাব্যামা ক্রকুটিকুটিল কপালে অন্তর-উল্লাসে দ্রুতরঙ্গ বিস্তার করতে করতে অরুণ-তরুণ-অঞ্জনাঙ্ক চঞ্চল নয়নকোণের দ্বারা কামের উগ্র গর্বগরল-লিপ্ত বাণের মতো কটাক্ষে আঘাত হেনে দূর থেকে দেখতে লাগলেন।

৫৮। তখন উপযুক্ত মধ্যাব্যামার কোনও সখী নিমেষরহিত নয়নে প্রাণবন্ধুর মুখকমলমধু নিরন্তর পান করতে লাগলেন, এততেও পিপাসা কিন্তু মিটলো না এর। এ-ই কিন্তু আবার একান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে গেলেন কৃষ্ণের দ্বারা নয়নপথেই পীয়মান হয়ে।

৫৯। কোনও নতাক্ষি বিধুমুখী প্রিয়তমকে নয়নপথে জ্বরয়নন্দিরে প্রবেশ করিয়ে নির্গমন-শঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই নয়ন মুদ্রিত করে বহুক্ষণ ধরে আলিঙ্গনে বদ্ধ রেখে রোমাঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

৬০। ততশ্চ, কাচিং কাঞ্চনমঞ্জরীব বিনমদগাত্রী মনোরাগজৈ-
রাবেগৈঃ পৃথুবেপথুবিরুরুচে কৃষ্ণং বিলোকাগ্রতঃ ।
সংগ্রামোৎসব-কৌতুকেৎসুকতয়া সন্তঃ প্রমুদায়ুধো
গর্বে'নৈব চকার চম্পকধনুঃকম্পস্ত সম্পাদকম্ ॥

৬১। ততশ্চ, অভ্যাসীয় পরম্পরাঙ্গুলিদলবাসজি পাণিহয়ং
লীলালস্তবিলুপ্তয়ে তনুলতামুল্লাসয়ন্তী তিরঃ ।
মুগ্ধঃ সীমনি মণ্ডলীকৃতমতিশ্চেরস্ত হর্ষোদয়া-
দ্বক্তেন্দ্রোঃ পরিধীচকার ভুভয়োযুগ্মং চকোরেক্ষণা ॥

৬২। ততশ্চ, বামা বামকরাঙ্গুলীদলযুগেনাত্তম্বতী ছোটিকাং
নির্ধাহীতি ত্রিয়োপসারণবিধেঃ সঙ্কেতমুদ্রামিব ।
ঈষম্নিঃসরতেব দন্তমহসা সার্কং বহিনিঃসৃতৌ
তস্তা এব হি বস্মাকল্লনকৃতারস্তেব জস্তাং ব্যধাৎ ॥

ক্রমেণ চন্দ্রাবলী-শ্রামলা-শৈব্যা-পদ্মা-রাধা-ললিতা-বিশাখাঃ সপ্ত ব্যাখ্যাতাঃ । ব্যাখ্যাস্যমানাং দিতরাণ্ডা অপি স্বাভি-
যোগবতাস্তদুৎপত্তিযোগাদিত্যন্তা জেয়াঃ, তত্র তত্র বাম্যা প্ৰাধ্বাদি স্বয়মুহম্ ॥

৬০। বিনমদগাত্রীতি লজ্জয়া হস্তযুগোল্লম্নং বিনৈব গাত্রং মোটয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

৬১। অভ্যাসীয়েতি প্রাধ্বাৎ কান্তং মোহয়িতুমিব । হস্তযুগোল্লম্নমন্তাঃ পূর্বতো বিশেষঃ । পরিধর্মণ্ডলম্ ॥

৬২। বামা বামাভাববিশেষবতী নাস্তিকা । বামকরাঙ্গুলীদলযুগেন বামাঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যামিত্যর্থঃ, ছোটিকাং তদ্ব-
ধনিম্; তস্তা ত্রিয়ঃ, সাধ্বং বহিনিঃসৃতৌ বহিনিঃসরণনিমিত্তং দন্তমহসা রত্নদীপকেনৈব বস্মাকল্লনার্থং কৃত আরন্তো যয়া সা ।

৬০। কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখে কাঞ্চনমঞ্জরীর মতো কোনও গোপী লজ্জায় বাজযুগল না উঠিয়েই গা-
গোড়ামোড়ি দিতে লাগলেন এবং মনোরাগজ আবেগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন । দূরে দাঁড়িয়ে মদনদেব
সংগ্রামোৎসব-কৌতুক দর্শনের উৎসুকতায় তৎকালোৎপন্ন গর্বে তাঁর চম্পক ধনুর পরিচালক করে দিলেন কৃষ্ণকে ।

৬১। চকোরনয়না কোনও গোপী কান্তুকে যেন মোহিত করবার জন্য পরম্পর সংবদ্ধ অঙ্গুলিদলযুক্ত
পাণিদ্বয় উর্ধ্ব উঠিয়ে ধরে লীলা-আলস্ত্য দূর করবার জন্য তনুলতা তেরছা ভাবে উল্লসিত করে উঠিয়ে এবং ভূজ-
যুগল মস্তকসীমায় মণ্ডলী পাকিয়ে ধরে হর্ষোদয় বশে অমিত মন্দ হাস্যযুক্ত মুখচন্দ্রের ছটামণ্ডল রচনা করলেন ।

৬২। অতঃপর এক বামা যেন লজ্জা-অপসারণ বিধির সঙ্কেতমুদ্রা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা যোগে
বেরোও বেরোও, এরূপ তুড়ি মারতে মারতে এবং নিঃসরণোন্মুখ লজ্জার সহিতই ধেন বাইরে যাওয়ার জন্য
ঈষৎ বেরিয়ে আসা রত্নদীপকবস্মাক দন্তদ্ব্যতির দ্বারা এই নির্গমন পথ নির্মাণ কর্মের আঃস্তুক হয়ে হাই তুলতে
লাগলেন ।

- ৬৩। আনীয় কাহপ্যুরসি পাণিদলেন বেণী-মেনীদৃগ্নতপয়োধরয়োনিবেশ্চ ।
দোভ্যাং নিপীড্য নিবিড়ং বিনিমৌলি ঠাক্কী, রোমাঞ্চকৃষ্ণকতনুশ্চিরমালিন্জ ।
- ৬৪। কিঞ্চ, আত্মায় ধুনিতশিরঃ সরসং চ বীক্ষ্য, ব্যাধুষতী মধুকরীং পুরতঃ পতন্তীম্ ।
শ্বিচ্ছংকপোলফলকা পুলকাকুরেণ, লীলারবিন্দমরবিন্দমুখী চুচ্ছ ।
- ৬৫। কাচিচ্চকোরন্নয়না নয়নাঞ্চলেন, লীলালসেন দয়িতাননমীক্ষমাণা ।
আলীজনাংসতটবেল্লিত-বাহুবল্লি-মূর্ত্তেব সৌভগমহাধনমন্ততাভুং ॥
- ৬৬। দোভ্যাং লসংকনককঙ্কণবন্ধুতাত্মা। আমোচ্য কাপি কবরীং পুনরাববন্ধ ।
ধ্বাস্ত্রভ্রমাদিহ নিলীয় কিমাস্তি মানো, নো বেতি তং নিরসিতুং তমিবাশ্রিয়েষ ॥

৬৩। উরসি বেণীমানীয়েতি সন্তোগপ্রার্থনাভিযোগঃ ॥

৬৪। ধুনিতশিরো যথা স্নাতখা আত্মায়; শিরোধূননমতিমাধুর্য্যভবোৎপত্তিশ্রিয়াভিনয়ঃ। সরসং সোভাসং ভাব-বিশেষবসতিতঞ্চ। ব্যাধুষতী তিরস্কৃতী দক্ষিণপাণিনেত্যর্থঃ। অয়ং স্ববিপক্ষপক্ষকেপাভিনয়ঃ। অরবিন্দমুখীতি “যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে” ইতি মুখচুশ্চনাভিযোগে হারো ব্যঞ্জিতঃ ॥

৬৫। দয়িতাননমীক্ষমাণেতি তদ্ব্যাপারে লজ্জাসঙ্কোচরোরভিনয়েচ্ছা প্রকটী, তদবধানেচ্ছা তু বাস্তবী। আলী-জনেত্যালিঙ্গনাভিযোগঃ ॥

৬৬। আমোচ্য পুনরাববন্ধেত্যনুভাবজ্ঞাপিত-সুরতাস্তাভিযোগঃ, ধ্বাস্ত্রভ্রমাপ্রেক্ষণা বাম্যাপগমাতজ্রাতিধাষ্ট্যমপি ত্রোতীতম্ ॥

৬৩। যুগনয়না কোনও গোপী পাণিদলের দ্বারা বেণী বৃকের উপর টেনে নিয়ে এসে উন্নত পয়ো-ধর যুগলের মধ্যে সংস্থাপন করত ভুজযুগলে লজ্জারে চেপে ধরে নয়ন মুদ্রিত করে অঙ্গে রোমাঞ্চ ধারণ করে বল্লক্ষণ পর্যন্ত ওটিকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। (সন্তোগ প্রার্থনা অভিযোগ)।

৬৪। আরও, পুলক-সঞ্চারের দ্বারা ঘর্ষাচ্ছন্ন কপোলফলকা কোনও কমলমুখী একটি লীলাকমল মাখা হেলিয়ে শুঁকে, উল্লাস ও ভাববিশেষের সহিত চেয়ে দেখে এবং সম্মুখে উড়ে এসে বসতে উন্মুখ ভ্রমরীকে দক্ষিণহাতে তাড়াতে তাড়াতে চুশ্চন করলেন। (অতি মাধুর্য্যভাব জনিত বিষ্ময়, স্ববিপক্ষ-পক্ষকে আক্ৰেপ অভিনয় এবং মুখচুশ্চন অভিযোগ প্রকাশ হচ্ছে এ শ্লোকে)।

৬৫। কোনও চকোর-নয়না বাহুল্যায় সখীজনের স্বকৃতট জড়িয়ে ধরে লীলা-আলসে নয়নকোণে দয়িতানন দেখতে দেখতে যেন হয়ে উঠলেন মৃতিমতী সৌভাগ্যধনমন্ততা। (নয়ন কোনে দেখায় লজ্জা সঙ্কোচের অভিনয়েচ্ছা বাইরে প্রকাশ হচ্ছে, যদিও দেখবার ইচ্ছাটাও বাস্তব। স্বকৃতট জড়িয়ে যেন আলিঙ্গনের আবেদন জানাচ্ছেন)।

৬৬। কোনও গোপী উজ্জল স্বর্ণকঙ্কণে ঝঙ্কার উঠিয়ে বাহুল্যতার দ্বারা খোঁপা খুলে পুনরায় বাঁধলেন। স্বক্কার ভ্রমে ঐ খোঁপায় তাঁদের মান লুকিয়ে আছে কি নেই, এরূপ বিচার করে যেন তাঁকে ওখানে খুঁজতে লাগলেন তাড়িয়ে দেওয়ার জন্ত। (সুরতাস্ত অভিযোগ ও বাম্য চলে যাওয়াতে অতি প্রগল্ভতা ব্যঞ্জিত হচ্ছে)।

- ৬৭। ভুজায়া বামায়াঃ কলমধুরঝাড়রিবলয়ং, সলীলং ধূতায়ঃ করদলকনীয়োহঙ্গুলিকয়া ।
বিতস্থানা বামশ্রুতিকুহরকণ্ডুমথ পরা, ব্যাধাৎ, কামক্রৌড়াসমরজয়ষট্ধ্বনিমিব ॥
- ৬৮। করেণাসব্যোন প্রচলবলয়ালিধ্বনিভূতা, ব্যধূনাস্তদঙ্গী ললিতমথ লীলাসরসিজম্ ।
তদাসীদেতস্তাঃ কুসুমশরসংগ্রামবিজয়ী মহানেবাবর্তো নভসি নবলাবণ্যসরিতঃ ॥
- ৬৯। মুদিতমদনমোদামর্ষধর্মাসুসিক্তং, নিজবপুঃখ কাচিৎ স্নোত্তরীয়াঞ্চলেন ।
ব্যজয়ত কৃতহেলং লীলয়া বীজয়ন্তী, স্মরসমরপতাকা মারুতেনাধূতৈব ॥
- ৭০। অস্তঃপ্রফুল্লদভিলাষলতাততীনা-মোৎসুকামারুতজবেন বহির্বিধূতৈঃ ।
পুষ্পৈরিব স্নিতভরৈবিদধে বিদধা, কৃষাবলোকন-মহোৎসবপুষ্পবর্ষম্ ॥
- ৭১। কিঞ্চ, আনন্দজৈনবকুরঙ্গবিলোচনায়া, বাস্পশুভিনয়নযুগ্মকমাপুগুরে ।
কৃষ্ণং বিলোকয়সি যন্তুমসীতি গাঢ়ং প্রেম্ণা ক্রতেন মনসেব তদালিলিপ্তে ॥

৬৭। করন্ত দলভূতা কনীয়সী বা অঙ্গুলিগুয়া ॥

৬৮। তদবিধুননমেবাবর্ত আসীদভবদিত্যধরঃ । কুসুমশরসংগ্রামে বিজয়ঃ সূচ্যেভেন বর্ততে যন্ত সঃ ॥

৬৯। মুদিতাহ্লসিতামদনাদ্ধেতোর্মোদঃ কাস্তদর্শনজানন্দঃ, অমর্ষহৃদীয়কৈতবাসুসন্ধানজো যৌবন্তদহুভাবরূপং
যদধর্মাসু তেন সিক্তম্ ॥

৭০। কৃষাবলোকনরূপো যো মহোৎসবযন্তু করণীয় পুষ্পবর্ষং স্নিতভরৈরেব বিদধে। কৈরিব ? অস্তঃপ্রফুল্লতীনা-
মভিলাষলতাততীনাং পুষ্পৈরিব, তেন চ তাসামঙ্গুরিতত্বপল্লবিতত্ব পুষ্পিতত্বেষু জাতেষু কলিতত্বমপি নেদিষ্টমেবেতি
জ্যোতিতম্ ॥

৬৭। অতঃপর কোনও গোপী সলীলায় বামবাহু কাঁপিয়ে করদলভূতা কনিষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা বামকর্ণ-
কুহর চুলকাতে চুলকাতে বলয়ে এমন কলমধুর ঝাড়ুর উঠালেন মনে হতে লাগল, যেন কামক্রৌড়যুদ্ধের জয়ষট্ঠা-
ধ্বনি হচ্ছে ।

৬৮। অতঃপর কৃষ্ণাঙ্গী কোনও গোপী চঞ্চল বলয়শ্রেণীতে ধ্বনি উঠিয়ে দক্ষিণহস্তে ললিত লীলা-
কমল শূন্যে ঘুরাতে লাগলেন । এই ঘুরানো তখন প্রতীতি জন্মাল, এ যেন তাঁর নবলাবণ্য নদীর এক মহান
ঘূর্ণিপাক, যা ঘোষণা করছে কামযুদ্ধের বিজয়বার্তা ।

৬৯। অতঃপর উল্লসিত কামজ্ঞ আনন্দের ও তদীয় শঠতা অনুসন্ধানজ রোষের অনুভাবরূপ ঘর্মজলে
সিক্ত বপু কোনও গোপী বাতাসে কম্পিত ও কামযুদ্ধপতাকার মতো স্বীয় উত্তরীয় অঞ্চল আলস লীলায়
ছলিয়ে হাওয়া করতে করতে বিজয়িণীর ভাবে দীপ্তি পেতে লাগলেন ।

৭০। কোনও বিদধা গোপী কৃষাবলোকন-মহোৎসবের করণীয় পুষ্পবর্ষণ করলেন, ভিতরে ভিতরে
প্রফুল্লিত অভিলাষরূপ লতাবলীর ওৎসুক্যরূপ বায়ুবেগে ঝড়ে পড়া কুসুমের মতো মুছ হাসির ঝলকের দ্বারাই ।

৭১। হরিণন্যনা কোনও নব বয়সী গোপীর কৃষ্ণদর্শনানন্দ জনিত অশ্রুভরে নয়নযুগল ছাপাছাপি
হয়ে উঠল । তাঁর মন যেন বলছে, 'হে নয়নযুগল কৃষ্ণ দর্শন করছো, বেশ । কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে কৃষ্ণাভব

- ৭২। কিঞ্চ, একাঞ্চ কাঞ্চনময়প্রতিমায়মানাং, স্তম্ভঃ প্রিয়েক্ষণকৃতঃ সহসা ব্যধত্ত ।
তামেব কিং ত্রিজগতীললনাললাম- সৌভাগ্যভারগরিমৈব পরাবভূব ॥
- ৭৩। কিঞ্চ, আমূলতো মুকুলিতেব কদম্বশাখা, কাচিদ্ধভূব, বিপুলৈঃ পুলকৈঃ কিমস্তাঃ ।
বাগান্ অরস্ত্য বিরহে হৃদি সম্প্রবিষ্টান্, জীকৃষ্ণচূষকমণির্বহিরাচক্ষুর্ষ ॥
- ৭৪। কিঞ্চ, অন্তঃ-কণাকুলিতকাঞ্চনপদ্মিনীব, সিষেদ কাচন চিরায় চম্বুরুনেত্রা ।
প্রাণ ধিনাথমুখচন্দ্রবিলোকনেহস্তা যৎ স্তম্ভতে স্ম বত মানস-চন্দ্রকান্তঃ ॥
- ৭৫। কিঞ্চ কৃষ্ণং বিলোকা চলচারুচকোরনেত্রা, সঞ্চারিচম্পকলতেব চিরং চকম্পে ।
অস্ত্রাঃ প্রবিশ্য বপু ষ্ম অরসিঙ্গুরেল্লো, হৃদভূমিকম্পমিব মত্ততয়া ব্যধত্ত ॥
- ৭৬। কাচিদ্ধিকম্বরপিকম্বরসারতে'হপি, চাক্ষুরা বিধুমুখী অরভঙ্গমাপ ।
বীণা স্বভাবকলকোমলনিকণাপি, স্নিগ্ধা অনাস্বুতিরপস্বরমেব ধত্তে ॥

৭১। কৃষ্ণং বিলোকয়সীতি । অর্থঃ—কর্ণেজ্জিরাদিদ্বারা কৃষ্ণমন্তু ভবতোহপি মম ন তাদৃশং সূক্ষং যথা বদ-
দ্বারেতি । তমেব ধন্যমসীত্যাঙ্ক্য প্রেমণী ক্রুতেন প্রেমহেতুকদ্রবতা মনসা কত্রী তন্নয়নযুগ্মকমালিলিঙ্গে ইব, অতএব
তদ্রূপ এব নয়নযুগ্মাঃ স্তোত্বমিত্যুৎপ্রেক্ষা ব্যঞ্জিতেতি । তদানীং নয়নতাদাত্ম্য মনসা প্রাপ্তমিতি পর্ধবদিতো ভাবঃ ॥

৭২। ব্যধত্ত কৃতবান্; ললামং স্তিলকম্; ভারগরিমৈবেতি, অতএবাহাঃ স্পন্দনসামর্থ্যং নাকীবেতি ॥

৭৩। বিপুলৈঃ পুলকৈঃ কদম্বশাখা তজ্জপৈব বভূব । বিরহে কৃষ্ণবিচ্ছেদকালে ॥

৭৪। স্তম্ভতে স্ম, স্তম্ভাব ॥ (৭৫)

৭৬। বিকসরো যঃ পিকানাং স্বরসারস্ততোহপি ঘনাস্বুতিরিতি, দার্ঢ়াস্তিক পক্ষে কৃষ্ণদর্শনামৃতেঃ ॥

তেমন স্তুত্বের না, যেমন হচ্ছে তোমার দ্বারে তাই বলছি তোমরাই ধন্য ।' এ বলে প্রেমে দ্রবীভূত মন যেন
নয়নযুগলকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো, (তাই এমন জলের ছাপাছাপি) ।

৭। প্রিয়দর্শনজাত স্তম্ভ কোনও এক গোপীকে সহসাই করে দিল কাঞ্চনপ্রতিমার মতো । অহো
ত্রিজগতের লালনাপ্রেষ্টের সৌভাগ্যাধিক্যের গরিমাই কি তাকে করে দিল পরাভূত ।

৭৩। কোনও গোপী বিপুল পুলকে আমূল মুকুলিত কদম্বশাখার মতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন ।
অহো মদনের শর, যা কৃষ্ণবিচ্ছেদকালে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছিল তাই কি জীকৃষ্ণচূষকমণি বাইরে টেনে বের করে
আনলো ।

৭৪। জলবিন্দুভরা স্বর্ণকমলিনীর মতো কোনও যুগনয়নী সর্বত্র থেকে স্বেদবিন্দু ত্যাগ করতে
লাগলেন । দেখে মনে হল হায় হায়, প্রাণাধিনাথের মুখচন্দ্র দর্শনে মানসচন্দ্রকাস্তমণি যেন ঐর দ্রবীভূত হয়ে
চূষাতে লাগলো ।

৭৫। চঞ্চল চারুচকোরনেত্রা কোনও গোপী কৃষ্ণদর্শনে সঞ্চরণশীলা চম্পকলতার মতো বহুক্ষণ ধরে
কাঁপতে লাগলেন । কামগজেন্দ্র যেন ঐর অঙ্গে প্রবেশ করে মত্ততায় হৃদভূমিকম্প ঘটালো ।

৭৬। কোকিলের স্পষ্ট স্বরশ্রেষ্ঠের থেকেও চাক্ষুরা কোনও চন্দ্রমুখীর স্বরভঙ্গ হয়ে গেল কৃষ্ণমেঘ

- ৭৭। বেণীং বিমুচ্য কুটীলাং নিজবাহুল্যে, কাচিং কুরঙ্গনয়না ভুজগীভ্রমেণ ।
বিস্ত্রাসবিস্কৃতিতনেত্রমরালিতক্রঃ ক্ষিপ্তোত্তরীয়সহিতামপসর্পমীয়ে ॥
- ৭৮। অভিযুখমবলোক্য কাপি ভুঙ্গং, করকমলেন সলীলযুদ্ধনানা ।
সললিতমবগুণনাঞ্চলেন, ব্যথিত বধূরধরোষ্ঠ-সংপিধানম্ ॥
- ৭৯। কাচিল্লোপসমার নাস্তুরমুদং ব্যানজ্ঞ কঞ্জেক্ষণা
নোচে কিক্ষণ কিস্ত কাস্তবদনং দৃষ্ট্বা শিরো ধুষতী ।
লীলাকুণ্ডিতকোণশোণনয়নং হেলাভ্রমদ্রুতং
সৌমস্তোপরি বন্ধপাণিপুটকং সাস্ময়মেবানমং ॥
- ৮০। কাচিং কৃষ্ণমুখং স্কৃৎ কুটিলিতাপাঙ্গেন হেলাসং
দৃষ্ট্বা বামভুজালতাং সহচরীস্বক্কাস্তিকে বিভ্রতী ।

৭৭। উত্তরীয়সহিতামেব বেণীং ক্ষিপ্তা অপসর্পং পলায়নমীয়ে পুাপ, স্বীচকারেত্যর্থঃ । নিজস্বন্ধে কৃষ্ণবাহুস্পর্শাভি-
যোগোৎসর্গম্ ॥

৭৮। অধরোষ্ঠসংপিধানমিতি কৃষ্ণকর্তৃক স্বাধরপানাবিভোগঃ ॥

৭৯। শিরো ধুষতীতি ভদ্রেণ ময়া ভং জাতোহসীতি ভাবঃ । কুণ্ডিতকোণেতি তাদৃশকষ্টলাতরি অগ্নি দৃষ্টিমাধাতুমং
লজ্জে ইতি ভাবঃ । শোণিতে তদপি মাং পুনরপি দুঃখরিতুমধুনা কিমিতি সন্নিধৎসে ইতি রোষঃ । হেলেতি তেন কিং
মম, বদনমতঃপন্নং বিজ্ঞা অভবমিত্যবজ্ঞা । সাস্ময়মেবানমদिति, অতঃপরং ভংসমীপমপি ময়া ভ্যক্তমেবেতি ভাবঃ ॥

৮০। স্বক্কাস্তিকে, ন তু স্বকোপরীতি কৃষ্ণেন তর্কিয়মাণ-স্বাভিযোগশঙ্কর্যেতি ভাবঃ । কুটিলিতাপাঙ্গেনেত্যর্থঃ,

দর্শনে, যেমন না-কি বীণা স্বভাবকলকোমল ধ্বনিযুক্তা হয়েও ঘেঘের জলো হাওয়ায় মন্দস্বর হয়ে পড়ে ।

৭৭। কোনও হরিণনয়না কুটিলবেণী নিজস্বন্ধে খুলে দিয়ে সর্পভ্রমে অতি ত্রাসে চঞ্চলনেত্রা ও বাঁকা
ক্র হয়ে উত্তরীয় সহিত ঐ বেণী পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে পালাতে লাগলেন । (এ তাঁর কৃষ্ণবাহুলতা স্বন্ধে
পাওয়ার আবেদন-সূচক ভঙ্গী ।)

৭৮। ভ্রমরকে নিজের অভিযুখে আসতে দেখে লীলাপূর্বক করকমলের দ্বারা ওকে তাড়াতে এস্তা
কোনও গোপী আপন কমনীয়তা বিস্তার পূর্বক ষোমটার আঁচলের দ্বারা অধরোষ্ঠ ঢেকে ফেললেন । (কৃষ্ণ
কর্তৃক নিজের অধর পানের অভিলাষ জ্ঞাপন) ।

৭৯। কাস্তবদন দর্শন করে কোনও কঙ্কননয়না গোপী দূরে সরে গেলেন না, অন্তরের আনন্দও
বাইরে প্রকাশ করলেন না এবং কিছু বললেনও না । কিন্তু সাধু তোমাকে চিনে নিয়েছি, এরূপ ভঙ্গীতে মন্তক
হেলালেন । কিহে আবার দুঃখ দিতে এলে, এভাবে রোষে আরক্ত নয়ন লীলায় কুঞ্চিত করলেন । তোমার
সান্নিধ্যও ত্যাগ করবো, এভাবে মন্তকোপরি অঞ্জলি ধরে অশ্রুয়ার সহিত প্রণাম করলেন ।

৮০। কোনও গোপী কৃষ্ণমুখ একবার কুটিল নয়নকোণে অবজ্ঞাভরে দর্শন করে বামবাহুলতা সহচরীর
স্বন্ধের নিকট ধরলেন (নিকটে ধরলেন, 'উপরে' নয়, যাতে কৃষ্ণ তার অভিলাষ ভাল বুঝতে না পেরে তর্কের

আমন্দস্মিতমুৎসবাসলসদৃশভঙ্গমল্লাক্ষরং

তল্লস্থী প্রতিপাত্ত শৃঙ্গমপি তদ্ব্যর্থমেবামনং ॥

৮১। স্বীয়োত্তরীয়শকলেন সলীলমহা, পাণ্যসুজেন কলকঙ্কণবন্ধুতেন ।

প্রাণেশ্বরং প্রণয়তঃ পরিবীজয়ন্তী, অস্ত্রেহপি তত্র করধ্বননমেব চক্রে ॥

৮২। ভ্রান্তং মূর্ছবর্নকহোদরসোদরেণ, হা হন্ত পাদযুগলেন কথং হ্রনেন ।

ইত্যেকয়া স্বকঃপঙ্কজকোরকাভাং সম্বাহনং ব্যথিত পাদযুগল শৌরেঃ ॥

৮৩। এবং সহজসমুদ্রসদলাবলাবণ্যসুখাসরসীসরসীভবদবয়বানামপি তৎকালোদয়িতদয়িত বিলোকন-
কনদেবংবিধ-বিবিধবিশিষ্টপ্রভাবভাবশবল-বলমানমাননীয়াধুরীধুরীগতয়া তদা যদবিরামরামগীয়কমাসামাসামাস,
হেলালসমিতি গর্বঃ, মন্দস্মিতমিতি হর্ষঃ, উৎসবেতি উৎসুক্য, অল্লাক্ষরং জয়ন্তীতি—‘সখি! অধঃশ্রীখণ্ডালস্বিনী
নীলোৎপলমালা স্পৃহণীয়া ভবাদৃশীভিঃ’ ইতি । বহুবচনং বাচ্যব্যঙ্গ্যবস্তুরাছল্যবুদ্ধম্; আমনদভ্যন্তবতী ॥

৮১, ৮২। দাসীভাং চেষ্টিতমাহ দাভ্যাম্—স্বীয়েতি । তত্র উত্তরীয়শকলে অস্ত্রে সতীতি ভাববৈবশ্যানিতি ভাবঃ ।

৮৩। তদেবমালাং কেচিদমুভাবরূপাঃ শুভকম্পাদয়ঃ, কেচিন্নায়কমনোমোহনার্থাঃ কর্ণকণ্ডুয়ন-গাত্রমোটাদয়ঃ,
কেচিৎ সন্তোগবিশেষবস্পৃহাসুচনার্থা লীলাকমলাভ্রাণ বেণীপরিরম্ভাদয়ঃ, সর্ব এব ভাবাঃ সাহজিকলাবণ্যময়া এবোত্থাপ-
সংহরতি—এবমিতি । বিশিষ্টাঃ প্রভাবাঃ কৃষ্ণবশীকাররূপা যেষাম্; যথা, বিশিষ্টাঃ প্রভাববস্তুীতি তথা তেষাং ভাবানাং
শবলেন বৈচিত্র্যা বলমানা চ মাননীয়া চ বা মাধুরী তত্র ধুরীগতয়া আসামাস, আন্তে স্ম; (পাং ৩।১।৩৭) “দয়্যাসামস”
মধ্যে পড়েন) । একটু মুচকি হেসে উৎসবরসে দীপ্ত ভ্রজঙ্গের সহিত অল্লাক্ষরে বিভিড় করতে লাগলেন—
শৃঙ্গ হলেও যেন সেই কথা বহু অর্থ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করতে লাগলো । (অমর্ষ, গর্ব, হর্ষ ও উৎসুকা প্রভৃতি
ভাব প্রকাশিত হচ্ছে এখানে) ।

৮১। কোনও এক গোপী দাসীভাবে কঙ্কণে কলকঙ্কর তুলে নিজের উত্তরীয় আঁচলে প্রাণেশ্বরকে
আদরের সহিত নানাভাবোদগার-ভঙ্গীপূর্বক বাতাস করতে লাগলেন—ভাবাবেগে আঁচল হাত থেকে খসে
পড়ে গেলেও খালি হাতই ঘুরাতে লাগলেন ।

৮২। কমলগর্ভসম কোমল পদযুগলে হায় হায়, প্রাণনাথ কি করে মুহুমূর্ছঃ বনপ্রদেশে ঘুরে বেড়ি-
য়েছে—এ বলে কোন এক গোপী নিজ করকমলকলিকার দ্বারা শৌরী জীকৃকের পদযুগল সম্বাহন করতে
লাগলেন ।

৮৩। (এইরূপ গোপীদের কারোর অনুভাবরূপা শুভ কম্পাদি, কারোর কর্ণকণ্ডুয়ন গাত্রমোটাদি,
কারোর সন্তোগেচ্ছা সূচক লীলাকমল আভ্রাণাদি, কারোর বেণী আলিঙ্গনাদি—এ সব কিছু ভাবই সহজলাবণ্য-
ময় হল—এই কথার উপসংহার করতে গিয়ে কবি বলছেন, এবমিতি) ।

সমুদ্রসিত ও অবিচ্ছিন্ন লাবণ্যসরসীতে নিমজ্জিত থাকা হেতু গোপীগণ অতি সহজমাধুর্যময়ী দেহ-
ধারিণী হলেও তৎকালে দয়িতের বিলোকনে দীপ্ত হয়ে উঠা এবংবিধ কৃষ্ণবশীকাররূপা বিবিধ বিশিষ্ট ভাব-
সমূহের চিত্রবিচিত্রা, বলবতী, মাননীয়া এবং উচ্ছলিতা মাধুরীর ভারে তখন যে নিরবচ্ছিন্ন মনোহরতা প্রকাশিত

তদনুবদিতুং কা বাণী বাণীয়সী মন্দধিষণো ধিষণো বা কো বরাকঃ ॥

৮৪। ততশ্চ ততশ্চরমণীয়তাপরিপাকেন কেনচিৎপুৰিমাণা ব্রজরাজতনয়ো রাজতনয়োপপন্নেন মধু-
রিমাণা পরম্পরাবিসদৃশাভ্যাং হিমকিরণকিরণকন্দলীমুহুরমেতরতরবসেয়সিকতানিচয়াভ্যাং লোচনলোভনীয়মুপযু-
পরি পরিমল-লালসালসালিকুল-কোলাহল-কাহল-কান্তধ্বনি-ধ্বনিতং কুবলয়বলয় হস্তকহস্তোশকশিক্ষাদক্ষেন দক্ষিণ-
মরুতা চাক্রতাচারং তপনতনয়াপুলিনমাসান্ত পুরুতরশোভাবলিভাবলিবলিতো যামিনীনাথ ইব প্রমদমদন-মোদ
প্রসর-সরসমানসমানসব-স্বাভিঃ স্বাভিঃ শক্তিভিরিবানন্দময়ীভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভি-
বিকরুচে ॥

৮৫। স্বকামিতঃ মিতরহস্তলাভাসন্নতয়া ঋতয়ো হস্ততদনুরূপরূপসম্পাদিশিষ্টতনবো নবোদিতভাগ্য-
বশাদৃশা মনোরথসিদ্ধিমবাপুস্তথা নিত্যসিদ্ধা অপি তদা তদালোকাহ্লাদবিধূতাং স্বমহিমানমজানত্য ইব
ইতি আম্। বাণী সরস্বতী বা কা অণীয়সী অতিক্রুদেত্যর্থঃ। বিষণো বৃহস্পতিঃ ॥

৮৪। ব্রজরাজতনয়তপনতনয়াপুলিমাসান্ত ব্রজরমণীয়গীতিঃ সহ বিকরুচে ইত্যর্থঃ। ততো বিবৃতঃ। রাজতন্ত
রজতবিকারস্তেব নয়ো নীতিঃ স্বাভাব্যং তেনোপপন্নেন। হিমকিরণস্ত চন্দ্রস্ত কিরণকন্দলী চ মুহুরঃ কোমলো মেহুরো
নিবিড়ো হরবসেয়ঃ, ছবিবাহুল্যেন হৃৎশকনিশ্চয়ো যঃ সিকতানিচয়তাভ্যাম্। পরিমললালসালিকুলসীতি স্তম্ভালিকুলস্ত
কোলাহল এব কাহলস্য বাস্তবভেদস্য কান্তো ধ্বনিগুন ধ্বনিতম্। হস্তীশকং মণ্ডলন্তাম্; চাক্রতাচারতীতি তথা তৎ।
ভাবলিবলিতো নক্ষত্রশ্রেণ্যা বিরাজিতঃ। প্রকটো নবযৌবনোথো মদশ্চ মদনশ্চ মোদপ্রসরশ্চ তৈঃ সরসং মানসং যাসাং
তাশ্চ মান এব সর্বসং স্বাসাং তাশ্চ তথা তাভিঃ ॥

৮৫। নিত্যসিদ্ধাঃ জীবাধাভাঃ। তদ্রিত্যসিদ্ধয়পি তাসাং কদাচিৎ স্বানুভবসাধিতমন্তীতি ভাবঃ ॥

হচ্ছিল, তা বর্ণনা করতে সরস্বতীদেবীও কি অতিক্রুদ হয়ে যাবেন না? এখানে মন্দবুদ্ধি দীন বৃহস্পতির কথা
আর কি বলবার আছে?

৮৪। অতঃপর ব্রজরাজতনয় চরমরমণীয়তার পরিপাক হেতু প্রাপ্ত কোনও অনির্বচনীয় মধুরিমা
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। গলিত রৌপ্যের স্বাভাবিক শুভ্রতাগুণে সিদ্ধ মধুরিমাধারা পরম্পর একইরূপ রম্য
জ্যোৎস্নাপ্রবাহ ও কোমলঘন-চাকচিক্যে চোখধাঁধানো বালুকারাশিধারা নয়ন-লোভা যমুনাপুলিনে প্রবেশ
করলেন মাধুর্যধূর্য নায়কশিরোমণি কৃষ্ণ। এই পুলিন তখন অলিকুলের কোলাহল-কাহলের ললিত ধ্বনিতে
ঝঙ্কত হচ্ছিল। আর নীলপদ্ম ও রক্তকৈরবকে হস্তীশক (নৃত্য) শিক্ষাদানে দক্ষ দক্ষিণা বায়ুর প্রবাহে মনোরম
হয়ে উঠেছিল। যমুনা পুলিন প্রাপ্ত হয়ে ব্রজরাজতনয় অতিশয় গোভাবলী বিশিষ্ট নক্ষত্রশ্রেণী পরিবেষ্টিত
যামিনীনাথের মতো নবযৌবনোথ গর্বকাম-হর্বপ্রবাহাদি দ্বারা সরসমানসা, মানসব-স্বা, নিজশক্তির প্রতিকৃতি
স্বরূপা আনন্দময়ী এবং রমণীয়তার অধিকরূপা ব্রজরমণীমণী সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ-
মান হলেন।

৮৫। স্বযজ্ঞিত রমণরহস্ত-লাভ আসন্ন হেতু ঋতিচরীগণ যেরূপ তছুপযোগী রূপসম্পত্তি সম্পন্ন দেহ-
ধারিনী হয়ে নবোদিত ভাগ্যবশে মনোরথসিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধা রাধিকাদিও তখন নিজমহিমা

স্বাখ্যানমভিমহ্যন্তে স্ম ॥

৮৬। ততশ্চ তস্মিন্নেব পুলিনেহলিনেত্পরিশীলিত-বিবিধোংপলপলংপলপলাশপেশলসমীরসমীরণ-
শীতলে বিলসংকামহেলা মহেলাবিততয়ো বিততযোযুজ্যমানকুচকুক্ষ্মারুণশুগন্ধিভিরুত্তরীয়েকপর্ষাপরি পরি-
পাতিতৈর্মহুহসিত-সিত-দশনমরৌচিবীচি বিকাশপুরঃসরমিহোপবিগ্ধতামিতি ত্রিভুবন-কমনীয়াসনমাসনমাকল্পয়া-
মাসুঃ ॥

৮৭। ততশ্চ, তত্র শ্রীতোপবিগ্ধ ব্যজয়ত স যথা কামমুদামধামা
যোগীন্দ্রাপাং ন তবহিমলতমমনঃপুণ্ডরীকাসনেহপি ।
নাপি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকৃতললিত-মহারত্নসিংহাসনান্ত-
নাপ্যোবাধারশক্তিপ্রভৃতিভূতমহাযোগপীঠোদরেহপি ॥

৮৮। কিঞ্চ, তস্মিন্ কাষ্ঠাকদম্বস্তনরুলশলসংকুক্ষ্মামোদমুগ্ধ-
স্নিগ্ধে হৃৎখেন্দুকুন্দহ্রাতপুলিনগতে চারুচেলাসনে সঃ ।
আসীনঃ পীনবন্ধশ্চ ত্রিভুবনরমণীরত্নসম্মোহনলীলা-
রাজ্যে ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা গমিত ইব বভৌ যৌবরাজ্যভিষেকম্ ॥

৮৬। অলয় এব নেতারো নায়কঠৈঃ পরিশীলিতানাং বিবিধোংপলানাং পলংপলানি চলচ্চশানি পলাশানি
পত্রানি যতন্তথাভূতো যঃ পেশলঃ সমীরন্তস্য সমাগীরণেন শীতলে; ত্রিভুবনকমনীয়মসনং দীপ্তির্ধলা তৎ ॥

৮৭। আধারশক্তিপ্রভৃতিভিঃ শেষ কমঠাঈত্বং তৎ ধৃতম্ ॥

৮৮। গমিতঃ পাপিতঃ ॥

যেন জানেন না, এ ভাবে নিজ আত্মাকে মনে করতে লাগলেন— কৃষ্ণদর্শন অ হল্যে একান্তভাবে মুক্ত বলে ।

৮৬। অতঃপর ভ্রমররূপ নায়িকাদ্বারা আলিঙ্গিত উৎপল-দল দোলানো চতুর বায়ুর মন্দ মন্দ প্রবাহে
শীতল সেই পুলিনে কামখেলায় বিলাসকারিণী মহিলাগণ, পাটখুলে বিস্তারপূর্বক অঙ্গে জড়িয়ে পরাতে কুচ-
কুক্ষ্ম-দাগে অরুণিমা ও শুগন্ধ প্রাপ্ত উত্তরীয় একের উপর আর পুরু করে পেতে দিয়ে শুভ্র দশনহ্রাতিমালা
মুহূহাসিতে বিকাশ পূর্বক বললেন, এখানে বসতে আজ্ঞা হোক—এভাবে ত্রিভুবন-কমনীয় উজ্জল আসন নিবে-
দন করলেন তাঁরা ।

৮৭। অতঃপর, সেই আসনে শ্রীতিপূর্বক উপবেশন করত যথেষ্ট উদ্যম তেজে দীপ্ত কৃষ্ণ যেরূপ
উচ্চ জয় জয় কার প্রাপ্ত হচ্ছিলেন, সেরূপ হন না—যোগীন্দ্রগণের বিমলতম মনোপদ্মাসনে, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকৃত
ললিত মহারত্ন সিংহাসনে এবং এমন কি শেষকমঠাদি আধারশক্তি প্রভৃতি ধৃত মহাযোগপীঠ উদরেও ।

৮৮। আরও কাষ্ঠাগণের স্তনকলশের উজ্জল কুক্ষ্ম আমোদে মুগ্ধস্নিগ্ধ ও হৃৎখেন্দুকুন্দহ্রাতির মতো
শুভ্র পুলিনে বিছানো সেই বস্ত্রাসনে সমাসীন পীনবন্ধদেশা কৃষ্ণ ত্রিভুবনরমণীরত্নের সম্মোহনলীলা রাজ্যে
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর দ্বারা যেন যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রাপ্ত হলেন ।

৮৯। অথ তথোপবিষ্টবতি ভগবতি ভগণপরিবৃত্তে চন্দ্রমসীব মসীবদসিতপরসো যমুনায়াঃ পুলিন-
পরিসরে পরিতঃ পরিতস্মুখীষু রমণীমণীষু কাশ্চন সরসচাতুরী তুরীয়দশাকুশলাঃ সুরসতর-মৃদুলমেতুরতুরবগাহ-
মনোরাগখেদশ্বেদসলিলকণমঞ্জুলেন করকমলদলেন কৃতকরচরণসম্বাহনাঃ সাদরদরমদরমদরাজ্যমানমানসং মৃদুমধুরেণ
বচসা চ সাকুতেন হৃদগতং কিমপি পিপৃচ্ছিবঃ প্রথমং প্রথমঞ্জসা প্রাসঙ্গিকতেন প্রশ্নোত্তরসমাদিবচনরচনা-
বিশেষং নিম্নমতে স্ম ॥

৯০। তত্র প্রশ্নোত্তরসমং যথা—প্রশ্নঃ সীমন্তিনীনাম্, উত্তরং কৃষ্ণশ্রুতি প্রথমঃ ক্রমঃ।—

কোহমলধীঃ কোমলধীঃ কা মোহিতা হন্ত্য কামহিতা।

কোহপচয়ঃ কোপচয়ো, মধুরা কা পশু মধুরাকা।

৯১। কিঞ্চ, কে বলভাজঃ কেবল-ভাজঃ কে সন্ত্য এব কে সন্ত্যঃ।

কা সাররসবিলাসা, বিলসতি কাসাররসবিলাসৈব ॥

৮৯। মনোরাগহেতুকো বঃ খেদন্তত এব শ্বেদসলিলম্; সাদরদরং সগৌরবং সভরঞ্চ অদরমদেনানন্নমত্তরং
রজ্যমানমাক্রম্যমাণং মানসমেব যত্র তদ্বস্থা স্যাদেবম্। মৃদুমধুরেণেত্যাবহিথয়া কৃত্রিমহর্ষপুকাশনম্ ॥

৯০। অমলধীঃ কঃ, মোহিতা শ্রেষ্ঠা কা, অপচয়ঃ কঃ, মধুরা মাধুর্ষবতী কা—ইতি তাসাং প্রশ্নচতুষ্টয়ে তথৈব
প্রযুক্তবতী শ্রীকৃষ্ণে হংহো ভবানিব কঠোরধীঃ; বয়ং তু কামে হিতা ভবাম এব, কোপসমূহোহপি (ভাঃ ১০।৩০।৩৮) “ন
পারয়েহং চলিতম্” ইত্যাক্রিয়াত্র এব ভবতা কৃতঃ, বসন্তরাকাতোহপ্যতিমধুরা অততনী শারদী রাকা হৃৎদানেন
বিরসীকৃতৈবেতি স্ববচনেনৈব বদ্ধো ভবানিতি তাসাং কটাক্ষকুণ্ঠনং জ্ঞেয়ম্ ॥

৯১। ‘বলভাজো বলবন্তঃ কে?’—ইতি প্রশ্নে ‘কে বলভাজঃ কেবলং যে ভজন্তি তে’ ইতি উত্তরে তথ্যভূতা

৮৯। অতঃপর সেইভাবে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কালির মতো কালো
জলবিশিষ্টা যমুনার পুলিনে বসে গেলে এবং তাঁকে ঘিরে রমণীমণীগণও বসে গেলে সরসচাতুরীর তুরীয়দশায়
নিপুণা কোনও একদল গোপী অতি সুরস-মৃদুল-স্নিগ্ধ এবং দুর্বোধ্য মনোরাগজনিত হৃৎখের আঘাতে উদগত
ঘর্মবিন্দুতে মঞ্জুল করকমলদলে দয়িতের করচরণ সম্বাহন করতে লাগলেন। এই পাদ সম্বাহন সেবা করতে
করতে তাঁরা সগৌরবে, সভয়ে এবং অতিমত্ততাব্যারা আক্রান্ত চিত্তের ভাবে প্রাণের আকৃতির সহিত মৃদুমধুর
বাক্যে হৃদগত কোনও কিছু জিজ্ঞাসার ইচ্ছায় প্রথমেই প্রাসঙ্গিকতায় বিখ্যাত ‘প্রশ্নোত্তরসম’ প্রমুখ বচনের
রচনাবিশেষ অনায়াসে নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন—

গোপীকৃষ্ণে পরম্পর কথার মারপেঁচ :

৯০। সেই রাসস্থলীতে ‘প্রশ্নোত্তরসম’ (যে বাক্যে প্রশ্ন-উত্তরের বর্ণশ্রুতির একরূপতা থাকে)
যথা—সিমন্তীদের প্রশ্ন আর কৃষ্ণের উত্তর, এইটি প্রথম ক্রম।—প্রঃ কে অমলবুদ্ধি, উঃ যে কোমলবুদ্ধি।
প্রঃ কে মোহিতা (শ্রেষ্ঠা), উঃ হায় হায় যে কামহিতা (কামে শ্রেষ্ঠা)। প্রঃ কি অপচয়, উঃ কোপচয়। প্রঃ
মধুরা কি, উঃ মধুরাকা (বালম্বী পূর্ণিমা)।

(শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নানুসারে এইরূপ উত্তর করলে গোপীগণের চক্ষু কৃষ্ণনে একরূপ ভাব প্রকাশ পেল, যথা—

৯২ এবং কৃষ্ণ প্রশ্নে উত্তরং তাসাং যথা —

ক উপাস্তো যো রসবান্, কঃ সরসো যঃ পদং প্রেমণঃ ।

কিঃ প্রেম যদবিয়োগং, কঃ স বিয়োগো ন যেন জীবন্তি ॥

৯৩ ।

কিং হুঃখং প্রিয়বিরহঃ কিং প্রিয়মতিদুল্ভং যদিহ ।

কিং দুল্ভং প্রকারৈ-রাখিলৈ পি লভাতে নহি যৎ ॥

গোপ্য এবৈত্যান্যাতন্ । ‘সন্তঃ পণ্ডিতাঃ কে ?’ ইতি প্রশ্নে ‘কে স্তুখে সন্তঃ বর্তমানাঃ কেনাপ্যুদ্বৈজয়িতুমশকাঃ’ ইত্যুত্তরে গোপ্যো বয়ং মুগ্ধাস্তরোদ্বৈজিতা ভবেমৈবেতাপণ্ডিতা ইতি স্বাভিমতন্ । ‘সারে রসে বিলাসো যন্তাঃ সা কা’ ইতি প্রশ্নে ‘কাসারস্ত তড়াগস্ত রসে জলে বিলাসো যন্তাঃ সা পদ্মিনী’ ইত্যুত্তরে গোপ্যঃ পদ্মিনীজাতস্ত এবৈতি স্বৈয়ামেব পূর্ববজ্জর ইতি ॥

৯২ । পদমাশ্রয়ঃ । ন যেন জীবন্তীত্যাদ্যবিয়োগেহপি তব হুঃখলেশাভাবলিঙ্গেন প্রেমশূন্যপ্রসক্ত্যা ত্বৎপ্রশ্নেনৈব তবারসবৎ ক্ষুণ্ণীকৃতমিতি তাসাং তস্মিন্ পূর্ববদক্ষিনিকোচঃ ॥

৯৩ । অতিদুল্ভমিতি স্পৃহণীয়মথ চাতিদুল্ভমিত্যর্থঃ । লব্ধমশক্যমিত্যুক্তৌ স্পৃহ্যামস্তর্ভাবাগমাত্ততশ্চ দীপান্ত-

হো হো তোমার উত্তরেই তো প্রকাশিত হয়ে পড়লো । তুমিই কঠোরধী, আমরা তো কাম-মোহিতা ‘কোপচয়’ যে তোমারই, তা-তো তোমার ব্যবহারেই দেখা গেছে— রাধা কি-একটু বলেছিলো, আর তুমি অমনই পালিয়ে গেলে ! বসন্ত পূর্ণিমা থেকে অতি মধুরা আজকের শারদী পূর্ণিমা রাত্তিকে একেবারে মাটি করে দিলে ! অহো নিজের কথাতেই নিজে আটকে গেলে ।

৯১ । আরও পূর্ববৎ গোপীগণের প্রশ্নে কৃষ্ণের উত্তর—

প্রঃ (কে বলভাজঃ) বলবান্ কে, উঃ (কেল-ভাজঃ) যে শুধু ভজনই করে । প্রঃ (কে সন্ত এব) পণ্ডিত কে, উঃ (কে সন্তঃ) যারা সদা স্তুখে থাকে উদ্বৈগগ্রস্ত হয় না । প্রঃ (কা সাররসবিলাসা বিলসতি) সারময় রসে যার বিলাস সে কে, উঃ সে হল পদ্মিনী যার বিলাস সরোবর জলে । (কৃষ্ণের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে গোপীদেরই পাওয়া যাচ্ছে, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে গোপীদের অভিমতই প্রকাশিত হচ্ছে, যথা মুগ্ধা আমরা তোমার দ্বারা উদ্বৈগগ্রস্তা কাজেই অপণ্ডিত, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে গোপীদেরকেই পাওয়া যাচ্ছে, তারাই তো পদ্মিনী— কাজেই পূর্ববৎ গোপীদেরই জয় হল, কৃষ্ণের উত্তরে ।)

৯২ । আরও, কৃষ্ণের প্রশ্নে গোপীদের উত্তর যথা—

প্রঃ উপাস্ত কে, উঃ যে রসস্বরূপ । প্রঃ সরস কে, উঃ যে প্রেমের আশ্রয় । প্রঃ প্রেম কি, উঃ যা বিয়োগ রহিত । প্রঃ সেই বিয়োগ কি, উঃ যাতে জীবন থাকে না । (আমাদের বিয়োগে তোমার হুঃখাভাব চিহ্নের দ্বারা তোমার প্রেমশূন্যতা বোঝা যাচ্ছে তাই প্রেমশূন্যতা আবরণ হেতু তোমার প্রশ্নেই তুমি যে অরসিক, তা প্রকাশিত হচ্ছে । এই ভাবে পূর্ববৎ গোপীদের অক্ষকুণ্ণ প্রকাশিত হল ।)

৯৩ । আরও প্রঃ প্রিয়বস্ত কি, উঃ এই সংসারে যা স্পৃহণীয়, অথচ অতি দুল্ভ তাই প্রিয় । প্রঃ দুল্ভবস্ত কি, উঃ অখিল প্রকার সাধনেও যা লভ্য নয়, তাই দুল্ভ । (সর্বপ্রকারে দুল্ভবস্ত কৃষ্ণের বিরহেই

৯৪। এবমিতরেতরতরতমভাবেন শব্দার্থবৈচিত্র্যেণ প্রশ্নোত্তরচাতুরীতুরীনিঃক্ষেপেণ বিলসংকপটং পটং বর্ণময়মিব রচয়িত্বা পুনঃ প্রকৃতমেব মনোগতমগতমদা মনসীষংকুপিতা অপি তা অতিসরসতরং বহিরবহিত-মনসো হি তমনসো ভঙ্গকমূচুঃ ॥

৯৫। ‘আকর্ণয় নো নয়নোংসব সবজ্জ্বিতর্কঃ কিমপি—

কেচিদ্ভজন্তি ভজতোহভজতোহপি স্তম্ভ, কেচিদ্ভজন্তি ভজতোহভজতোহপি নৈব।

কেচিদ্ভজন্তি তদিন্ন বদ নো বিবিচা, পীতাম্বর তমখিলস্ত বিদাং বরোহসি ॥’

৯৬। অথ রমণী-মণী-সভা-সভাজন-ভাজন-চমৎকারকার এষ ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনস্তমিমং প্রিয়তমা-য়ুতমানপিপ্তনং প্রশ্নমাত্মনিষ্ঠপ্রণয়াসুয়াসুযাত্যমং কিদন্ত মধুমধুরতরং তরঙ্গিণা নয়নকমলাঙ্কলেন নিরীক্ষমাণো রত্নতৃণশর্করাদিবস্তুনি নাতিব্যাপ্তিঃ। ততশ্চ সর্বপ্রকারৈরহল ভস্ম কৃষ্ণস্ত্রিয়োগেনৈব তা দৃঃখিত্ব এব গোপা ইতি ভাবঃ ॥

৯৪। ইতরেতরং পরস্পরং ভারতম্যেন বা প্রশ্নোত্তরচাতুরী সৈব তুরী ‘মাকু’ ইতি ধ্যাতা। প্রথমে শ্লোকে কৃষ্ণস্ত্র্য দোষাঃ স্বেষাং গুণাঃ, দ্বিতীয়ে স্বেষাং গুণা এব, তৃতীয়ে কৃষ্ণস্ত্র্যপাত্তপ্রসক্ত্যা দোষাধিকামেব, চতুর্থো তু তস্ত দৃঃখদেহেন তদতীব ব্যঞ্জিতমিতি ভারতম্যং তেন তত্র প্রথক্যোঃ শব্দবৈচিত্র্যে চরমরোরর্থবৈচিত্র্যে, তেন বিলসং প্রকাশমানমেব যং কপটং তদেব বর্ণময়ং পটং বস্ত্রং রচয়িত্বা। অবহিতমনসঃ সাবধানাঃ, হি এবার্থে; তং ত্রীকৃষ্ণ, অনসঃ শকটস্য ভঙ্গকম্ ॥

৯৫। কেচিদ্ভজতো ভজন্তি, ন ভজন্ত ইত্যর্থঃ। তদন্তে কেচিদ্ভজতোহপি ভজন্তি, কিং পুনর্ভজত ইত্যর্থঃ। তদন্তে কেচিদ্ভজতোহপি নৈব ভজন্তি, অভজতোহপি নৈব—ইতি ত্রিবিধা জনান্তে কে ইতি প্রশ্নঃ ॥

৯৬। ভা কান্তিসুখা জননেন চমৎকারকারঃ। প্রিয়তমানায়তস্য মানস্য পিপ্তনং সূচকম্। আত্মনিষ্ঠেন এই গোপীগণ দৃঃখি - শ্লোকে এই ভাব।)

৯৪। এইরূপে পরস্পর ভারতম্যভাবে শব্দার্থ-বৈচিত্র্যের দ্বারা প্রশ্নোত্তর-চাতুরীকপ মাকু চালিয়ে যেন উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্যময় মায়া-বস্ত্র রচনা করলেন গোপীগণ। অতঃপর তাঁরা মনে মনে মদরহিতা না হলেও, ঈষৎ কুপিতা থাকলেও পুনরায় মনোগত প্রস্তুত বিষয়ে অতি সরস ভাবে সাবধানতা পূর্বক সেই শকটভঙ্গকে বললেন -

৯৫। ‘হে আমাদের নয়নোংসব! বহু বিতর্কযুক্ত কোনও একটি বিষয়ে বর্ণপাত কর—

(১) কেউ ভজনকারীকে ভজনা করে, ভজন না-করা জনকে করে না। (২) কেউ হায় হায় ভজন না-করা জনকেও ভজনা করে, ভজনকারীজনের কথা আর বলবার কি আছে। (৩) কেউ আবার ভজনকারী এবং ভজন না-করা জন কাকেও ভজন করে না। এই ত্রিবিধ জনের মধ্যে কে কান্টি? হে পীতাম্বর, তুমি অখিল চরাচরের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, অতএব বিচার করে আমাদেরকে এর উত্তর দেও।

৯৬। অতঃপর রমণীমণীসভার সম্মানের দ্বারা এবং শোভার উজ্জ্বলা চমৎকারকারী ব্রজপুরপুরন্দর-নন্দন বুললেন প্রিয়াদের এই প্রশ্ন তাঁদের লক্ষ্য-চণ্ডা মানেরই সূচক ও আত্মনিষ্ঠপ্রণয়োথ অসূয়া থেকে উদ্ভূত, তাই কঠোর। এরূপ জ্ঞানে তিনি তরঙ্গময় নয়নকোণে অতি মধুর মধুর ভাবে তাঁদের দেখতে দেখতে

মুহূর্তসিতামৃতমুতসঞ্জীবনরসবিশেষণ সরসয়ঙ্গু বাচ ॥

৯৭। প্রিয়াঃ প্রতিভজন্তি যে ভজত এব তেষামহো
 ঋণস্তা পরিশোধনপ্রতিমেষেব তং কেবলম্ ।
 ভজন্ত্যভজতোহপি যে সঙ্জজন্তুমাভ্রঙ্গিহো
 ভবন্তি পিতরাবিব স্বতনয়েষু জে বৎসকঃ ॥

৯৮। এবং প্রাশ্নদয়স্তোম্বরং দত্ত্ব তৃতীয়পু শ্রুস্ত সমুচিতমুত্তরং যত্তরঙ্গভঙ্গ্যাহ,—

‘ভজন্তি ভজতে ন যে ভজতঃ কথং তে ভজ-
 স্বহো বত ভবন্তি তে ভুবি চতুর্বিধাঃ সুক্রবঃ ।
 পরাশ্রয়নি লসন্ধিম্নো নিজস্বথেন পূর্ণাস্তরাঃ
 কৃতোপকৃতিক্রিঃ সুকৃষ্টিনাঃ কৃতস্তা অপি ॥’

৯৯। এবমুত্তমত্বেন দ্বৌ অধমত্বেন দ্বাবিতুল্যে স্মিত্যকুণিতাপাঙ্গ পাঙ্গবাচচুসমিত্তরেতরমালোকয়ন্তৌ-
 রালোক্য দয়িত্বা দয়িত্বাস্করং পুনরুবাচ ॥

প্রণয়েন অসুরায়াঃ শ্রুতভক্তরা কাতকামং কিরসং কঠোরমিত্যর্থঃ ।

৯৭। ভজন্তো জনান্ । তং প্রতিভজনম্ ॥

৯৮। পরাশ্রয়ীত্যাশ্রায়ামাঃ । নিজস্বথেনেত্যাশ্রয়কামাঃ । কৃত্য উপকৃতিধেন তস্মৈ দ্রষ্টব্ধি, ন ভজন্তি, প্রত্নাত
 গীড়য়ন্তীত্বার্থঃ । অতএব সুকৃষ্টিনা ইত্যামৌব বিশেষণং কৃত্যঃ কৃতমুপকারং যন্তি, ন মনস্ত ইত্যর্থঃ ॥

৯৯। এবমুত্তমত্বেনেতি । চতুর্বিধীষু বিধি এবোত্তমত্বাধমত্বাভ্যাং স্বধাপূর্বমাধিক্যং বোধ্যম্ । সন্নিতং কুণিতো

এবং মূহু হান্তামৃতরূপ মৃতসঞ্জীবনী রসবিশেষের দ্বারা তাঁদের সরস করে তুলতে তুলতে বললেন—

৯৭। হে প্রিয়াগণ । (১) ভজনকারী জনকে যে প্রতিভজন করে তাদের তো অহো, কেবল ঋণ
 প্রতিশোধ সদৃশ ব্যাপার (এঁরা স্বার্থপর) ।

(২) জীব মাত্রেই স্বাভাবিক স্নেহপূরণ যে-ব্যক্তি ভজন না-করা জনকেও ভজন করে, সে তো
 স্বতনয়-বৎসল পিতামাতা সদৃশ (এঁরা লোভিক কপাল) ।

৯৮। এইরূপে পু শ্রুত্বয়ের উত্তর দিমে তৃতীয় পু শ্রুত সমুচিত উত্তর হর্ষতরঙ্গভঙ্গীতে দিচ্ছেন—

হে সুক্রগণ । যে ব্যক্তি ভজনকারী জনকেই ভজন করে না, সে আর অহো কি করে ভজন না-করা
 জনকে ভজন করবে ! সংসারে এরূপ ব্যক্তি চতুর্বিধ যথা—

(১)। আশ্রায়াম—পরমাত্মাতে রমণকারীজন, (২) আশ্রয়াম নিজস্বথে পূর্ণাত্মা জন, (৩) গুরুজ্যোতী—
 উপকারীর প্রতি বিদ্রোহী, অতএব সুকৃষ্টি, (৪) কৃতস্ত—পরকৃত উপকার অস্বীকারকারী ।

৯৯। এইরূপে উত্তমকক্ষায় অবস্থিত (১,২) এই দু প্রকারের এবং অধম কক্ষায় অবস্থিত (৩,৪) এই দু
 প্রকারের কথা বলে হাসি হাসি কৃষ্ণিত নয়নকোণের পঙ্কজা হেতু শ্রীকৃষ্ণমুখাভিমুখে গমনে অসমর্থতা বশতঃ
 চঞ্চল ভাবে পরস্পর চাওয়া-চাওই কারিগী প্রেয়সীগণকে দেখে প্ৰিয়বাক্যে পুনরায় বললেন—

১০০। 'কিমহো মহোন্নতধিয়ঃ সুহৃদা হৃদা পরম্পরং পরং তর্কমৌহধেঃ; পুশ্পত্রয়েণাপি বো নাহ-
মপরাধ্যামি। তথা হি—

ভবতীন' ভজামি যন্তুজন্তো-রভজন্তীর্ভবতীশ্চ নো ভজামি।

অতএব গতং ভবদ্বিধানা-মহহ পুশ্পযুগং চমুক-নত্রাঃ ॥

১০১। তৃতীয়পুশ্পেহপি যচ্চ তুর্বিধাং তত্রাপ্যগমতিচত্ব' এব, যতোহহং নাশ্চারামো যদ্বতীনাং করুণা-
লাপেনাকুটোহস্মি, নাপি নিজসুখে নৈব, পূর্ণঃ পূর্বোক্তযুক্তেরেব নাপি কৃতোপকারক্ৰক্ কঠিনস্তেনৈব হেতুনা,
নাপি কৃতেন্তুশ্চৈব হেতোঃ, তহি কথমেবং ভজন্তোরশ্মান ভজসীতি চেতুগ্যতে তদাকর্ণয়ন্তু নির্ণয়ন্তু নির্ভরমশ্ব-
হৃদিতম্ ॥

১০২। অহমনুভজতো ভজামি নো যৎ, তদ্বিহ তত্বংকলিকাবিরুদ্ধিহেতোঃ।

উপনতধনগা নতো যথায়ং, ভবতি জনস্তদনুস্মৃতা নিমগ্নঃ ॥'

যোহপাঙ্গস্তস্যাপাঙ্গবান পঙ্গুতয়া শ্রীকৃষ্ণমুখাভিমুখগমনাশক্তিমযা চটুলং চকুলং যথা স্যাৎদেবং পরম্পরমেবালোকয়ন্তীর্দ-
য়িতাঃ প্রেমসীরালোক্য। অয়ং ভাবঃ—অস্য কৃতপ্রত্যাপাদনার্থমস্মাভিগুটমন্যুতয়া পুটোহয়ং ততোহপ্যধিকং স্বাস্তধানৈ-
নানন্দদ্রোহাচরণাদ্ভজজ্ঞনবিদ্রোহিৎ স্বমুখেনৈবানুকীকৃতো স্ম, অভঃ স্বজয়েন হর্ষবোধকং দ্বিতম্, হস্ত স্বীকৃতনিজাগসি
প্রোষ্ঠে কিমিতি মন্যুঃ কত ইতি লজ্জয়া অপাঙ্গস্য কুননম্, অতোহস্মিন্ সম্প্রতি প্রসাদ এবোচিতঃ, তমকৃতবতীনাং লজ্জয়ৈ-
বাপাঙ্গস্য তস্মিন্ পঙ্গুতা ॥

১০০। পুশ্পযুগং গতম্, ময়ি ন কলিতমিভ্যর্থঃ। তেন নাহং স্বার্থপরঃ, নাপি লৌকিককৃপালুরিতি ব্যঞ্জিতম্ ॥

১০১। অতিচত্বাঃ—চতুর্য এইতানতিক্রম্য বর্তমান ইত্যর্থঃ। পূর্বোক্তযুক্তেরিতি করুণালাপেনাকুটোহস্মীত্যতঃ।
এবং সর্বত্র। অস্বহৃদিতং মদ্বাক্যম্। নির্ণয়ন্তু নিঃশেষেণ নরন্তু ভবত্যঃ ॥

১০২। অনুভজতোহবৃত্ত্যা ভজতো জনান্ ॥

১০০। অহো মহোন্নতধী! সখীভাবে পূর্ণহৃদয়া তোমরা পরম্পর কি উল্টা তর্ক করছো। পুশ্পত্রয়ের
দ্বারাও অহো আমি অপরাধী গণ্য হই না। তথা হি—

'হে যুগনয়না গোপীগণ! যেহেতু আমি ভজনকারী জনদেরও ভজন করি না এবং ভজন না করা
জনদেরও ভজন করি না, কাজেই তোমাদের মতো চতুর সুন্দরীদের পুশ্পযুগল (৯৫।১২) অহো আমাতে
টিকলো না। (এতে ব্যঞ্জিত হল - আমি না-স্বার্থপর, না-লৌকিক কৃপালু)।

১০১। তৃতীয় প্রশ্নও (১৫।৬) যা চতুর্বিধ, তাও অতিক্রম করে আমি অবস্থিত। কারণ আমি
তো আশ্চর্য্যবান নই—তোমাদের করুণালাপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি যে। পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারেই আমি নিজসুখে পূর্ণ
আশুকাঁমও নই। ঐ পূর্বোক্ত করণেই আমি (গুরুজ্যোতী) উপকারীর শত্রু হেতু কঠোরও নই ঐ একই কারণে
আমি কৃতবল্লভ নই। তা হলে কেন ভজনকারী আমাদের ভজন করছে না, এরূপ যদি বল তার উত্তর দেওয়া
হচ্ছে। আমার বাক্য মন দিয়ে শোন ও নিঃশেষে হৃদয়ে গেঁথে নেও।

১০২। আমি নিরন্তর ভজনকারী জনকেও যে ভজন করি না—দর্শন দেই না এ সংসারে, তা তাঁদের

১০৩ ইতুভ্বেহপি বিম্বানকমলা কমলাকরলক্ষ্মীপরিষদিব দিবসনাথসমক্ষং বিশ্রসন্নবদনা বদনালক্ষিত-
হৃদয়মালিঙ্গা বনমালিঙ্গা বদ্ধ নয়ন-নলিনদামা যদি সমজনি বধুরাজী, রাজীবনয়নোহপি স তদা পুনরুচে ॥

১০৪ । 'ইদং যদুদিতং তৎ সামান্যশ্রয়ং, মাত্ৰাশ্রয়ং তু নৈতৎ; যতঃ,—

ন পরমমহতঃ পরাস্তি বুদ্ধি- ন ভগবতঃ পরতঃ পরাৎ পরোহস্তি ।

নহি ভবতি রতেরিতোহতিভূমি-শ্চরমদশা ন দশান্তরং প্রযাতি ॥

১০৫ । কিঞ্চ, অয়মবধিমিয়ায় বোহনুরাগঃ, কমপরমেতু যুগেক্ষণাঃ প্রকরম্ ।

উপরি পরিচিতঃ সিতোপলায়া, ভবতি ন হীক্ষুরসস্ত কোহপি পাকঃ ॥

১০৬ । কিঞ্চ, স্থিতমমুভজ্যৈব বঃ সমীপে, নয়নপথান্তরিতেন মাদৃশেন ।

অথ কিমপরথা যিযাদবো বঃ, পরমসবো ন নিবারিতা বভূবুঃ ॥

১০৩ । দিবসনাথসমক্ষমিতি ন হি দিবসনাথঃ কমলানি ল্পাপন্নিতুমর্হতীতি ভাবঃ ।

১০৪ । মাত্ৰা আদরগীয়াঃ শ্রেষ্ঠা ভবদবিধা ইত্যর্থঃ । তদাশ্রয়ং তু ন । অতিভূমিরূপকঃ ॥

১০৫ । অবধিং মহাভাবপর্ধন্তম্ ॥

১০৬ । নয়নপথান্তরিতেন যুগ্মেত্রেপথমাত্রব্যবহিতেন; যুগ্মাংস্ত স্পষ্টমবলোকয়তৈব সততার্থঃ । এতৎ মহাকাং
স্থানুভবেনাপি প্রমাণীকর্তুমর্হথেত্যাহ—অথ কিমিতি ॥

উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলবার জন্তই । এই সব জন আমার স্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে যায়, প্রাপ্তধন হারা ব্যক্তির মতো ।

১০৩ । একরূপ বলবার পরও, সরোবর লক্ষ্মীর সভাসদ কমল যেমন সূর্যের সম্মুখে মলিন হতে জানে না, তেমনই কৃষ্ণের সম্মুখে যারা মলিন হতে জানে না সেই অমলিন বদন! বধুরাজী হৃদয় বেদনার লেশমাত্রও মুখে ফুটে না-বেতোনো অবস্থায় প্রসন্ন মুখে বনমালীর দিকে নয়নকমলশ্রেণী নিবদ্ধ করে যদি দাঁড়িয়ে রইলেন, তখন সেই কমলনয়ন কৃষ্ণ পুনরায় বললেন —

১০৪ । 'এই যা বলা হল, তা সাধারণ পাত্রকে লক্ষ্য করে, তোমাদের মতো আদরনীয় শ্রেষ্ঠ পাত্রকে লক্ষ্য করে নয় । কারণ—

চরম বড় যে, তার আর বুদ্ধি নেই । ভগবান্ থেকে পরাৎপর বস্তু কিছু নেই, আর তোমাদের প্রেম থেকেও উন্নত কক্ষার প্রেম কিছু নেই । চরমদশা দশান্তর প্রাপ্ত হয় না ।

১০৫ । আরও, হে যুগনয়না গোপীগণ ! তোমাদের এ-অনুরাগ চরম দশা প্রাপ্ত হয়েছে উৎকর্ষতা এর বেশী আর কি হতে পারে ? মিহির উপর ইক্ষুরসের আর কোনও জানিত পাক নেই ।

১০৬ । আরও, তোমাদের থেকে নেত্রপথমাত্র ব্যবহিত হয়ে নিরন্তর তোমাদিকে ভজনা করতে করতে নিকটেই এতক্ষণ অবস্থিত ছিলাম আমি । হাঁ হাঁ তাই বটে, এ যদি না হতো তবে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছুক তোমাদের প্রাণ নিরন্তর হতো না ।

১০৭। তদপি যদতিসাহসং ময়ৈতৎ কৃতমিহ তৎ সুদৃশো মম ক্ষমধ্বম্ ।

কচন চ সময়ে হ্রসেবমানং, ন ধনসমুয়তি বিদ্যুতাং সমাজঃ ॥

১০৮। কিঞ্চ, দয়িতরচিতমুচ্চৈঃ প্রাতিকূল্যাং চ কালে, জনয়তি দয়িতানামানুকূল্যপ্রকারম্ ।

অতিমুদমভিতাপো মর্মমর্মপ্রসক্তাং, রচয়তি নলিনীনাং ধর্মজো ধর্মভাসঃ ॥

১০৯। কিন্তু, অয়ি ময়ি ভবভীভির্ষঃ ক্ষণেনাহুরাগঃ, সমতনি ন ময়াসৌ হস্ত দেবায়ুধাপি ।

প্রতিবিধিযুগেনেতুং শক্যতে তেন যুগং, স্বয়মুপকৃতভাবং শৈথিল্যৈঃ সম্প্রযাত ॥'

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসলীলায়াং প্রাচুর্ভাবভাবুকো

নামোনবিংশ স্তবকঃ ॥ ১৯ ॥

— ★ ★ —

১০৭। ন ধনং ন মেঘম্; পরস্পরিতল্লেষণে ন নিবিজ্ঞে নাতিশয়মিত্যর্থঃ । অতঃ সম্প্রত্যপি প্রসীদতেতি ভাবঃ ॥

১০৮। ধর্মভাসঃ সূক্ষ্ম ধর্মজোহভিতাপো মর্মণি মর্মণি প্রসক্তামতিমুদং রচয়তি ॥

১০৯। উক্তলক্ষণং সর্বমিদং বাক্যচতুর্থমাশ্রয়্য পরাজয়াপহুবীর্যবোধনীতম্, পরমার্থং তু শূন্যেতি সগদগদ-মাহ—কিং দ্বিতি । অসাবহুরাগঃ প্রতিবিধিযুগেনেতুং প্রাপয়িতুং ন শক্যতে, তৎপ্রতিকূপো মম নাস্ত্যেবাহুরাগ ইতি ভাবঃ । উপকৃতভাবমুপকৃতভূমুপকারমিত্যর্থঃ । সংপ্রযাত প্রাপ্নোত । অনেনোপকৃতমিতি স্বয়মেবাদীকৃতভাবঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তনামেকোনবিংশস্তবকসদমনম্ ॥ ১৯ ॥

— ★ —

১০৭। স্মৃতরাং এহ যা অতি সাহস করে ফেলেছি, সেই অপরাধ আমার, হে সুলোচনাগণ! ক্ষমা করে দেও । কোনও সময়ে মেঘ যদি বিজলীকে সেবা না করে অর্থাৎ না-জড়িয়ে থাকে, তবে কি বিজলী-সমাজ মেঘকে অনাদর করে ।

১০৮। আরও, কোনও কোনও সময় দয়িত-রচিত অতিশয় প্রাতিকূল্যাও দয়িতাগণকে কোনও এক নূতন ধরণের আনুকূল্য এনে দেয় । সূর্যের ঘাম-ঝরানো প্রথর তাপ কমলকুলের মর্মমর্মে সতত অতিশয় আনন্দ জাগিয়ে থাকে ।

১০৯। (উপরে যা কিছু বলা হলো, তা সব বাক্যচতুর্থমাশ্রয়্য । নিজের পরাজয় ঢাকবার জন্তই এদের এনে উপস্থিত করা হয়েছে । কিন্তু পরমার্থ তো হল এই, শোন, এই বলে সগদগদ বললেন—)

কিন্তু অয়ি গোপীগণ, তোমরা ক্ষণকাল সময়ে আমাতে যা অনুরাগ বিস্তার করেছ, আমি হায় হায়, দেবপরিমাণ অ-যু পেলোও তা পরিশোধ করতে পারবো না । অতএব তোমরা নিজেদের গুণেই নিজেরা উপকার-প্রাপ্তির ভাবসম্পন্ন হয়ে যাও ।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে
রাসলীলাতে প্রাচুর্ভাবভাবুক নামক ঊনবিংশ স্তবক ।

— ★ —

বিংশঃ স্তবকঃ



১। অথ প্রাণপ্রিয়া প্রাণপ্রিয়াননচন্দ্রগলিতেন ললিতেন লপিতসুধারসেন নির্বাণিতহৃদয়তাপানলা পানলালিতামস্তুরেণাপি মস্তেব যদি সমুজ্জ্বল্যমাণে মধুরিমনি রমণিরত্নসভাসভাজিতা সতী বিজয়তে অ জয়তে অরকোটীলাবণ্যং দয়িতস্ত তস্ত নয়নোৎসবপুষে বপুষে স্পৃহাবতী চ বভূব ভুবলয়স্ত সৌভাগ্যবতী ॥

২। তদনন্তরং তরঙ্গিতকৌতুকেন কেনচিদপি কচন চ ন চমৎকারকারিণাপি নটেনাবিকৃতং শুভরতেন ভরতেন মুনিনা নিনায়িতং হল্লীশকতয়েব যত্নদেব তদা তালবন্ধমণ্ডলভেদেন স্বয়মেব রাসধেন সৃজ্যমানগানন্দ-কন্দকমনাবিলাসলাস্তুবিশেষং বিধিৎসুনাধিৎসুনা চ তাঙ্গাং মনসি চমৎকারং কমপি নিজগদে জগদেকবিস্মাপকেন তেন রমণীয়মণীষাং-পতাকাণিকর ইব দয়িতাসমাজঃ ॥

বিংশঃ স্তবকঃ

হল্লীশকভ্রমণ-হস্তকতালরাগ-বাজসরোদ্বটন-নর্তন-তদ্বিরামম ।

সন্ধিঃ পুনর্নটনরতামলাবুধেলা-মাক্ষীকপান-শয়নং বিরতানি বিংশে ॥

১। অথ যদি রমণীরত্নসভা লপিতসুধারসেন সভাজিতা সতী বিজয়তে অ, তদনন্তরং তস্ত বপুষে স্পৃহাবতী চ বভূব, তদা তেন কান্তেন স দয়িতাসমাজঃ কিমপি নিজগদে ইত্যম্বয়ঃ। পূর্ণাভ্যোহপি পূর্ণস্ত্রীকৃষ্ণস্তাননচন্দ্রগলিতেন। পূর্ণাপি, যা কৃষ্ণপূর্ণতুল্যা। জয়তে তিরস্কৃত্যে ॥

২। কেনচিদপি নটেন সমাবিকৃতম্, অশক্তেরিতি ভাবঃ। ন চাতুতচরধেন নির্মূলবাদপূর্ণাভ্যো শঙ্কনীরমিত্যাহ — শুভরতেনেতি। নিনায়িতং নিতরামভিনায়িতম্। হল্লীশকতয়েতি বহুত্বম্- “বহুজীকর্তৃকং নৃত্যং হল্লীশকমিতি স্মৃতম্” ইতি। ন আবিলস্ত দোষস্ত আসঃ স্থিতিধ্বজ স চাসৌ লাভবিশেষশ্চেতি স্তম্। রমণীয়ানাং মণীনাং মালাবয়বানাং বানি যশাংসি প্লাঘান্তেষাং পতাকাণিকর ইব কনক মণিমালা-তুল্যাকার ইত্যর্থঃ ॥

বিংশ স্তবক

রাসবিলাসঃ

১, ২। অতঃপর কৃষ্ণপ্রাণতুল্যা, নির্বাণিত-হৃদয়তাপানলা, কৃষ্ণের সুদীপ্ত মাধুর্য পানলালিত্য উন্মজ্জনে মত্তপ্রায়া এবং ভ্রমণুলের স্রোষ্ঠ সৌভাগ্যবতী এই রমণীরত্নসভা যদি প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণের মুখচন্দ্র বিগলিত এই ললিত বাক্যসুধারসে সম্মানিত হয়ে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমানা হয়ে গেলেন এবং তদন্তর দয়িতের কোটিকন্দর্পলাবণ্যতিরস্কারী ও নয়নোৎসবপালনকারী স্ত্রীঅঙ্গের প্রতি স্পৃহাবতী হলেন, তখন গোপীদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দ জন্মাতে সম্মত জগদেক বিস্মাপক কৃষ্ণ আনন্দকন্দা ও নির্দোষ মণ্ডলাকার নৃত্যবিশেষ রচনা করতে ইচ্ছুক হলেন—যা তালবন্ধমণ্ডল-বিলক্ষণতায় নিজে নিজেই রাসের আকারে পরিণত লাভ করতে থাকে এবং যা কোনও চিত্তচমৎকারকারী নটও তৎপিত কৌতুকেও আবিষ্কার করে নি। তবে হ্যাঁ, একজন করেছে। লোককল্যাণে রত ভরতমুনি হল্লীশক নৃত্য বলে বিখ্যাত এই নৃত্য অভিনয় করে দেখিয়েছেন। এই ইচ্ছা বশে

৩। 'শুণু তাবদয়ি দয়িতামগুল মগুলতয়া স্থীয়তামাশ্রীয়তামানন্দকারিণি মত্ৰুদিতৈ ইদমতিপ্রকৃষ্ট-কৃষ্টমদীকৃতশ্বনসারসার-কেদারসদৃশমতিবিসারিতং সারিতরংগসা! রামণীয়কেন যমুনয়ানয়া নয়াদিব প্রকাশিতং নিরঙ্কুশকুশলময়ং স্বহৃদয়মিব পুলিনমবলোকা মণ্ডলীভূয় ভূয়সীষু ভবতীষু স্থিতবতীষু স্থিতমস্ত্র বিলোকয়িতুং যুজ্যতে ভবতীনাং পরিমণ্ডলোহত্র মাতি ন বা' ইতি ॥

৪। তত উচিরেহচিরৈণৈব তাঃ—'প্ৰভাপ্ৰভাবজিতকুবলয়। বলয়সদৃশবস্থানেন স্থানেন ভবতি ভবদ-দূরবহিঃস্বম্, অস্মাকং স্মাকম্পতে হৃদয়ম্ নাপরং দূরীভবিতুয়ংসহামহে, সহামহে নাপরং দুঃখম্' ইতি ॥

৫। স পুনরুবাচ, — 'পশ্যত মে শিক্ষাকৌশলং কো শলন্ত কে তদ্যদহমস্তুরালুবর্তমানোহপি সরস-খেলাবিভ্রমভ্রমণলাঘবেন সৰ্বাসামেব যো জনং জনং রঞ্জয়ন্ প্রকটমেব সদা নিকটবর্তী ভবামি' ইতি তথা গদিতেন দিতেন সন্দেহেন তদন্তুতাবলোকন-কনংকৌতুকতয়া চ কৃষ্ণমভিতোহভিতোষণে পরম্পরকরকমলদলকলিতবন্ধানু-বন্ধানুক্রমেণ ক্রমেণ মণ্ডলীভাব-ভাবনয়াপসর্গস্তানাং তনুভিঃ সন্তুয় ভূয়স্তয়া পুলিনমেব বিসারিতরং তরঙ্গপটলা-ভিরিব চন্দ্রিকাস্তোনিধেরানশে ॥

৩। আশ্রয়তাং বিশ্বস্যতাম্। অতিপ্ৰকৃষ্টঃ যথা স্যাততথা কৃষ্টঃ কৰ্ষণেন দূরীকৃতো মদঃ কাঠিগ্ৰভাগো বস্য তথা ভূতীকৃতং ঘনসারসারং শ্রেষ্ঠকপূরময়ং যং কেদারং ক্ষেত্রং তৎসদৃশম্। সারিতং বিস্তারিতং রংহো যেন তাদৃশেন রামণীয়কেন ॥

৪। স্মৃতি বমকার্থমনধিকার্থম্। হৃদয়মাকম্পতে ॥

৫। শলন্ত প্ৰাপ্নু বন্তঃ আনশে ব্যাপ্তম্ ॥

কৃষ্ণ রমণীয় মণিমালা-সৌষ্ঠবপতাকা সম দয়িতা সমাজকে কিছু বললেন—

৩। অয়ি দয়িতাগণ! তোমরা যত আছ সকলে আনন্দকারিণী আমার কথা শ্রদ্ধা পূর্বক শোন —

এই যে সম্মুখে যমুনার নিজ হৃদদেশের মতো কপূরকান্তি, বার বার কৰ্ষণে দূরীকৃত-কঙ্করা কৃষিক্ষেত্র সদৃশ, উচ্ছলিত রমণীয়তায় অতি বিস্তার প্ৰাপ্ত, যমুনার দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই উজ্জ্বলীকৃত এবং নিরঙ্কুশ মঙ্গলময় পুলিন, একে দেখে নিয়ে মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে ষাও। দেখতে হবে, সংখ্যায় বহু তোমরা মণ্ডলী হয়ে দাঁড়ালে, এর যা জায়গা তাতে কুলায় কি, না-কুলায়।

৪। একথা শুনে গোপীগণ সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—ওহে প্ৰভাপ্ৰভাবজিতপদ! মণ্ডলাকারে দাঁড়ালে তোমার থেকে দূরে পড়ে যাবো যে। এ কথাটা—যে মনে হতেই আমাদের সমস্ত হৃদয় কেঁপে উঠছে। আরবার দূরে সরে যেতে উৎসাহ বোধ করছি না। পুনরায় আর দুঃখ সহিতে পারবো না।

৫। কৃষ্ণ পুনরায় বললেন—'অহো আমার শিক্ষাকৌশল দেখ-না একবার। এ-জগতে কে তা আয়ত্ত করতে পারবে। কারণ আমি কেন্দ্রস্থলে থেকেও সরস খেলাবিলাসে প্রচণ্ডবেগে ঘুরণ কৌশলে তোমাদের সকলকে রঞ্জিত করতে করতে প্রকাশ্যে সদা নিকটেই থাকবো।' এরূপ কথায় সন্দেহ-ভঞ্জন হলে সেই অদ্ভুত মজা দেখার লোভে দীপ্ত কৌতুকে দয়িতের চতুর্দিকে অতিশয় আনন্দে পরম্পর যথাক্রম-পদ্ধতিতে হাত ধরাধরি করত চক্র রচনার ইচ্ছায় পিছু হটে যেতে লাগলেন গোপীগণ। এতে তাঁদের তনু একাকার প্রাপ্ত হয়ে অতি

৬। ততশ্চ তৎকৃষ্ণমনোরথতরোর্মহামূলশ্চ লক্ষ্যমানপ্রণয়সুধাসেকসলিলনির্গমনিবারি কনকালবালমিব, কৃষ্ণ মহামদ-কলভ বন্দীকরণায় বিলাসরসসম্রাজ্ঞা বিতানিতং কনকবাগুরা বলয়মিব, কৃষ্ণমনোমীনগ্রহাগ্রহাকুলেন কুসুমরশরজালিকেন বিস্তারিতং কুচকোরক-তুঙ্গাফল-ফলিতসালিত্যং বলয়াকৃতি কাঞ্চনজালমিব, কৃষ্ণদুর্গমতা-কারি বদনতৃহ্নিকিরণবিশ্বনিকরককুন্তুবিষেষশোভমানং চপলবেণিদগুতিমিরপতাকা কুলাকুলায়মানং কোমুদী-দুর্গমিব, ভুবিলাস লক্ষ্য্য বিলাসকনকমহাতাটকমণ্ডলমিব, মিহিরদুর্হিতপূর্নলক্ষ্ম বক্ষসো বলয়াকারং চম্পক-মাল্যমিব কৃষ্ণ-ভ্রুসানুভিত্তঃ কনকময়মানসোত্তরগিরিবরবলয়মিব, সম্পূর্ণমহস: কৃষ্ণকলানিধেমহাপরিধিরিব, রতিরসকলাকলাপকুলালশ্চ লালক্ষ্যমাননটনঘটঘটনাচক্রমিব, যমুনা পুলিনকপূর্বেদারতলতো নিবীজমেব তৎ-সময়সৃষ্টিক্রমং পরম্পরশাখাগ্রসংশ্লিষ্যবিশেষদর্শনীয়ং হিমকণগগণগণিতশোভং বলয়াকারং কনককল্পতানিকুরক্ষমিব, চিত্রকাব্যামব, সদ শুকরসবর্তোভদ্রং প্রতিলোমানুলোমপাদক্রমং চ একাক্ষরচরণং চ সুললিতভাষাসমং চ, শব্দা-

৬। লসমানঃ কাম্যমানঃ প্রণয়ঃ প্রেমৈব সুধাভিবেকশুৎসহস্র-সলিলানাং নির্গমং নিবারয়িতুং শীলমসৌমি। অনেন তাসাং তথাভূতানাং কৃষ্ণাভিলাষ-পোষক-নিশ্চল-প্রেমবন্ধং ব্যঞ্জিতম্। কৃষ্ণমহামদকলভেতি তদীয়ভাব-হাব-হেলা-দীনাং চেষ্টানামপি কৃষ্ণবশীকারিত্বম্। কৃষ্ণমনোমীনেতি তদীয়ানুভূতসাম্রাজ্যস্য কন্দর্পস্যাপি কৃষ্ণমনোব্যাকুলীকারি বিক্রমত্বম্। কুচকোরকা এব তুঙ্গাফলানি জাতিভেদেন বতুলাকারানি তানি জ্ঞেয়ানি। অতএব কোরকৈঃ পৃথগমুপমা কৃষ্ণস্য দুর্গমতাঃ নিঃসরণাসামর্থ্যমিতার্থঃ। বদনাশ্চেব চন্দ্রবিষসমূহা উপরিভাগে যেষাং তথাভূতৈঃ কনককুন্তুবিষেযৈঃ শোভমানম্, কোমুদী-দুর্গমিবেতি—পূর্বোক্তয়োর্বশীকরণোপমানয়োর্বশীকরণকষ্টলায়িত্বরূপো দোষঃ পুস্কত আসীদিতি তদবারণার্থমুৎপেক্ষয়ম্। ভুবলয়েত্যাধাবর্তিসমন্তলোকেভ্যোহপি ভুলোকস্য তদানীং সৌভাগ্যং সূচি-তম্। মিহিরেতি, তত্রাপি যমুনা পুলিনপুদেশস্য নিতরাম্। তাদৃশাকারকান্তাগণবেষ্টিতং নৃত্যোচিতস্থানবিমর্শার্থং ক্ষণং হিরতয়া তিষ্ঠন্তমুৎপেক্ষতে—কৃষ্ণরত্নসাহিত্যমিতি। বতুলাচঃ স্তম্ভকঃ; ততশ্চ বিচারিতস্থানং পুতি তথাভূতত্বৈব মন্দং মন্দং গচ্ছন্তমুৎপেক্ষতে—সম্পূর্ণমহস ইতি। গতা চ তত্র পৃথগং চক্রমিনাট্যমাবভামমুৎপেক্ষতে—রতিরসেতি। ততশ্চ নাট্যমানসমাগৌ বিশ্রামার্থং ক্ষণং তথাভূততয়া তিষ্ঠন্তমুৎপেক্ষতে—যমুনা পুলিনেতি। হিমকণগণেতি শ্রমবিন্দুনা মুপমা।

বিশাল পুলিন ছেয়ে ফেললো, জ্যোৎস্নাসমুদ্রের তরঙ্গমালায় ছেয়ে যাওয়ার মতো।

৬। তখন ঐ রমণীমণ্ডল দীপ্তি পেতে লাগলেন—কৃষ্ণমনোমীন ধরার জন্তু আগ্রহাকুল মদনজলের দ্বারা বিস্তারিত সোনার জালের মতো, যা কুচকোরকরূপ তুঙ্গাফলের ফলন-লালিত্যে মনোহর। উপরে বদন-চন্দ্রবিষসমূহের দ্বারা উজ্জলীকৃত, কনককুন্তু বিশেষে শোভমান ও চঞ্চল বেণিদগুরূপ কালো পতাকাচয়ে উৎখলিত জ্যোৎস্না-দুর্গের মতো। ভুবিলাসলক্ষ্মীর কর্ণে লীলায় পরিহিত বিশাল কানবালায় মতো। কৃষ্ণরূপ স্তম্ভক পর্বতের চতুর্দিকে কনকময় মানসোত্তর গিরিরাজবলয়ের মতো। পূর্ণজ্যোতিরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের মহাবলয়ের মতো। রতিরসকলাপ্রবাহরূপ কুন্তুকারের দেদীপ্যমান নটন ঘট-ঘটনাচক্রের মতো। যমুনা পুলিনের কপূরধবল ভূমিতল থেকে বিনা বীজে তৎকালে উৎপন্ন, পরম্পর জড়াজড়ি করে থাকায় বিশেষ দর্শনীয়, বিন্দু বিন্দু স্বমরূপ ও সৈ গুণিত শোভনা এবং বলয়াকার কনককল্পত্যাচয়ের মতো। (আরও উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—) চিত্রকাব্য যেমন সদা অনায়াস-সাধ্য 'সবর্তোভদ্র' নামক সন্দর্ভবিশেষযুক্ত তেমনই সবর্তোভাবে সুখ-আকর, চিত্রকাব্য যেমন অক্ষরের

লক্ষণমিব সদাশ্লেষঃ ছেকবৃত্তান্তপ্রাসঃ পুনরুক্তবদাভাসভাসুরম্, নয়নমিব মধ্যাক্ষম, হৃন্দ ইব সদা বিষমসমভাব-
রমণীয়ভাবঃ রমণীমণ্ডলমাভাতি স্ম ॥

৭। তান্মিল্লৈব সময়ে দেব্যা যোগমায়য়া তৎসময়োচিতবেষভূষাভির্ঘদলক্ষুতং তন্ন তাসাং গোচর আসী-
দপি তু কৃষ্ণস্তাতিমনোহরমভূদহো তস্তাঃ কৃষ্ণহৃদয়ানুরঞ্জকম্, তত্র প্রথমমেব রমণীমণীভাবেনাসামান্যতয়া মাত্ততয়া
চ সৰ্বানুভূত্যা কৃষ্ণেন সঠৈব মধ্যমধ্যবস্থিতা বৃষভানুপুত্রৌ চিত্রৌভূতা সতীব পরিতোষবতীঃ রমণীমণ্ডলীমালো-
কয়াঞ্চকার ॥

সৰ্বতোঃত্ৰং তন্মাসা সন্দৰ্ভবিশেষঃ; পক্ষে সুকল্পং সৰ্বত এব তদ্ভং সুখং যত্র তৎ। প্রতিলোমাহুলোমাত্যাং পাদক্রমো যত্র
তৎ। যত্র শ্লোকে তেবামেবাঙ্করাণাং প্রতিলোমপাঠেনৈকচ্চরণন্তেবামেবাহুলোমপাঠেনাশ্চরণ ইত্যর্থঃ। পক্ষে, কদাচিৎ
প্রতিলোমেন কদাচিদহুলোমেন চ নৃত্যাবশাং পাদক্রমো যত্র তৎ। একৈরেবাঙ্করৈশ্চরণঃ পাদৌ যত্র তৎ; পক্ষে, একং
তুল্যমেবাঙ্করং স্থলনহীনং চলনং গতির্যত্র তৎ। স্থলিতভাভ্যাং ভাষাভ্যাং প্রাকৃতসংস্কৃতময়ীভ্যাং সমং তুল্যম্; পক্ষে,
ভাষা উক্তিপ্রত্যুক্তিময়ী বাণী তয়া সমং শোভনম্; “সর্বসাধুসমানেষু সমং শ্রাদ্ধধেয়বৎ” ইতি মেদিনী। সঠৈব শ্লেষঃ;
পক্ষে, সন্ আশ্লেষ আলিঙ্গনং যত্র তৎ। ছেক ইতি বৃত্তিরিতি অনুপ্রাসৌ যত্র তৎ; যত্নকম্—“বর্ণসাম্যমহুপ্রাসেচ্ছেকবৃত্তি-
গতো বিধা” ইতি; পক্ষে, ছেকো বিদগ্ধো বৃত্তে: করচরণাদিচালন ব্যাপারস্ত অহু অহুকুলঃ প্রাসঃ প্রকৃষ্টবিদ্যাসৌ যত্র
তৎ। পুনরুক্তবদাভাসনাম্মা অলঙ্কারেণ ভাস্বরং দীপ্তম্; পক্ষে, পুনরুক্তবদাভাসতে তথা তচ্চ ভাস্বরক তৎ; একস্তাপি
ভগ্নমণ্ডলস্ত গতিলাঘবেন দ্বিতরজিতরবত্তদা ভানমভূদিত্যর্থঃ। বিষমভাবেন ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদত্বেন সমভাবেন তুল্যমাত্রাক-
চতুষ্পাদত্বেন চ রমণীয়ো ভাবঃ সত্তা যত্ন তৎ; পক্ষে, গতিভেদেন মণ্ডলস্ত কদাচিদ্বৈষম্যং কদাচিৎ সাম্যাঞ্চেতি ॥

উট্টাপাঠে প্রথমচরণ ও সোজা পাঠে দ্বিতীয় চরণ পাওয়া যায় তেমনই নৃত্যবশে কখনও উট্টা কখনও সোজা
চরণ-সঞ্চালনযুক্ত, চিত্রকাব্যে যেমন সমান (এক) অক্ষরেই চরণের রচনা তেমনই সমান স্থলনহীন গতিযুক্ত,
চিত্রকাব্যে যেমন স্থললিত প্রাকৃত ও সংস্কৃতময়ী ভাষায় সমান ভাবে বিরচিত তেমনই স্থললিত উক্তি-প্রত্যুক্তিতে
ঝঙ্কত এবং শব্দালঙ্কার যেমন সদা শ্লেষ নামক অলঙ্কারযুক্ত তেমনই দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ, শব্দালঙ্কার যেমন ‘ছেক’
নামক অনুপ্রাস ও ‘বৃত্ত’ নামক অনুপ্রাসযুক্ত তেমনই বিদগ্ধ করচরণ-সঞ্চালনাদি ব্যাপারের অহুকুল প্রকৃষ্ট
বেশবিদ্যাসে সজ্জিত, শব্দালঙ্কার যেমন ‘পুনরুক্তবদাভাস’ নামক অলঙ্কারে সমৃদ্ধ তেমনই পুনরুক্তির মতো
একই বহু বলে প্রতীতি প্রাপ্ত ও দীপ্ত এবং নেত্র যেমন মধ্যস্থলে কৃষ্ণতারায়ুক্ত তেমনই মধ্যস্থলে দয়িত কৃষ্ণযুক্ত
তথা ‘হৃন্দ’ যেমন সদা ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন চতুষ্পাদের দ্বারা ও তুল্যমাত্রাক চতুষ্পাদের দ্বারা রমণীয়ভাবে অবস্থিত
তেমনই গতিভেদে কদাচিৎ বৈষম্য-কদাচিৎ সাম্য প্রাপ্ত রমণীমণ্ডল দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৭। সেই সময়ে দেবীযোগময়া তৎসময়োচিত বেষভূষায় রমণীদের সাজিয়ে দিলেন। এ তাঁদের
লক্ষের মধ্যে না এলেও কৃষ্ণের অতি চিত্তাকর্ষক হল। অহো যোগমায়ার কি অদ্ভুত কৃষ্ণহৃদয় অনুরঞ্জন করবার
কৌশল! এই খেলা বিলাসের আরম্ভে রমণীকূলে উৎকর্ষতায় অসামান্যতার ও মাত্ততার আসনে প্রতিষ্ঠিতা বৃষ-
ভানুপুত্রী সৰ্বানুভূতি ক্রমে কৃষ্ণের সঙ্গে কেন্দ্রস্থলে পটে আঁকা ছাঁবর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আহলাদে ডগমগ
এ রমণীকুলকে দেখতে লাগলেন।

৮। তদনু সা মণ্ডলী বহুবিস্তারভিরাহিভিয়াতশঙ্কা পরম্পরসংস্কৃতয়া কবিতাগতশিখিলবন্ধদোষমিব দূরীচিকৌষুর্গাতুবন্ধমজীকর্তৃ মিতরেতরেঘামংসবিন্ধুস্তবাহুমূলং স্থিতবতী রাজতি স্ম ॥

৯। তত্র মধ্যমধ্যবস্তিতস্ত তস্ত রসিকশেখরস্ত সারস্তুদেন স্তুদেন প্রবেশসমকালমেব মুক্তপরম্পরাংশ-
তটয়োদ্যৌর্দ্ব্যোম'মধো পুরঃপশ্চাদ্ভাবেন প্রবিষ্ট কণ্ঠতটং ভুজবলয়াভামবগৃহ্য বিভ্রমতো ভ্রমতোহলাতচক্রমিব
তদ্ভ্রমণং চিত্রকাব্যমিব গোমুত্রিকাবন্ধপ্রায়ঃ প্রতিলোমানুলোমক্রমেণ ভবদতাছুতং তদাসীৎ; যেন তৎ সকলাঃ
সকলা এব স্বশ্বনিকটস্থমেব মহন্তে স্ম, এবমেব তস্ত ভ্রমণলাঘবম্ ॥

১০। তেন চ,— একস্তা দক্ষিণাংসে বরভুজবলয়ং বামমস্ত্যং পরস্তা
বামাংসে স্তু গাঢ়ং যুগপদভিমুখে দ্বে সমাগ্নিশ্চ কাস্তে ।

৭। রমণীষু মণীভাবেন শ্রেষ্ঠত্বেনেত্যর্থঃ ॥

৮। অংসে স্বন্ধে বিন্ধুস্তং বাহুমূলং বস্ত্র তদ্বধা স্যাত্তথা ॥

৯। পুরঃপশ্চাদ্ভাবেন প্রবিষ্টেতি মণ্ডলমধ্যস্থং রাধিকাং পরিত্যজ্যেবাতিলাঘবেন মণ্ডলস্থয়োদ্যৌর্দ্ব্যোম'রৈকং
মধ্যং তয়োঃ পুরোভাবেন পু'বিষ্ট তৎপৃষ্ঠতঃ পরাবৃত্যাত্মং মধ্যং পশ্চাদ্ভাবেন তয়োঃ পু'বিষ্ট তদনন্তরঞ্চ তদগ্রতঃ পরাবৃত্য
অপরং মধ্যং পুনঃ পুরোভাবেন পু'বিষ্ট পুনরপি তৎপৃষ্ঠতঃ পরাবৃত্যাপরঞ্চ মধ্যং পশ্চাদ্ভাবেনেত্যবং সম্পূর্ণমণ্ডলভ্রমণা-
নন্তরং মণ্ডলমধ্যস্থ-রাধিকাসং বাম ভুজোনান্নিষ্ট পুনর্মণ্ডলস্থানামুক্তভ্রায়েন মধ্যমধ্যাপ্রবেশ ইত্যেবমগ্রিমল্লোকে স্পষ্টং
ভাবি। বিভ্রমতো বিলাসেনেত্যর্থঃ। গোমুত্রিকাবন্ধ ইতি স বধা অক্ষরপংক্তেঃ পু'ত্যক্ষরং পু'তিমধ্যমেব পুরঃ পশ্চাৎ পরি-
বর্তনবেষ্টনরৈখ্যবিশ্রাসেন ভবতি, তপ্ণবেত্যর্থঃ। সকলা এব কলাবতী এব স্বনিকটস্থমেবেতি পূর্বমণ্ডলমধ্যে তস্য রাধা-
সাহিত্যাদর্শনাৎ, কথঞ্চিৎ পু'সক্তায়া দীর্ঘায়া অপাপগমঃ সৃচিতঃ ॥

৮। অতঃপর সেই মণ্ডলী বহুবিস্তার ভয়ে শঙ্কাকুল হয়ে পরম্পর সেটে দাঁড়িয়ে কবিতাগত 'শিখিল বন্ধ' দোষের মতো তাঁদের শিখিল বন্ধনদোষ দূর করবার ইচ্ছায় একে অজ্ঞের কাঁধে বাহুমূল বিন্ধু করে দাঁড়িয়ে দাঁপ্তি পেতে লাগলেন।

৯। এই খেলাবিলাসে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেই রসিকশেখর অতি দ্রুত বেগে প্রতি রমণীযুগলের মধ্য প্রবেশ করতে গেলেই অমনি তাঁদের স্বন্ধদেশ ধরা বাহুবন্ধন খুলে খুলে যেতে লাগল আর সেই প্রতি রমণীযুগলের মধ্য প্রথমে বলয়ের সম্মুখ দিয়ে পরে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে ঢুকে গিয়ে গিয়ে বাহুর বেষ্টনে রমণীদের কণ্ঠ-
তট ধারণ করে করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এর থেকে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সৃষ্টি হল - আলাতচক্রের মতো সেই ভ্রমণ সোজা-উণ্টা ভাবে চলতে থাকায় 'গোমুত্রিকাবন্ধ'প্রায় চিত্রকাব্যের সৃজন হয়ে গেল তৎকালে।
শ্রীকৃষ্ণের ভ্রমণবেগ এমনই বিচিত্র হল যে কলাবতী রমণীগণ সকলেই তাঁকে নিজ নিজ নিকটস্থ বলেই মনে করতে লাগলেন।

১০। এই ঘুরনি বেগেই—এক গোপীর দক্ষিণস্বন্ধে ও অস্ত্র গোপীর বামস্বন্ধে শ্রেষ্ঠভুজবলয় দৃঢ়ভাবে

তাভ্যাং দন্তপ্রবেশস্তুরিতমমুগতঃ পৃষ্ঠমেকাং বিমুঞ্চ-

রুত্যাং গৃহ্ণ পুরস্তাং স পুনরুপসরতোবমেব ক্রমেণ ॥

১১। এবং প্রতিলোমামুলোমাত্ম্যং স্পষ্টমেব গোমূত্রিকাবন্ধমুপপাদয়ত। প্রত্যেকমেব তাঙ্গাং পুরঃ
পশ্চাঙ্গাগ-পরিষ্কারণ লাঘবকৌশলেন ভ্রমতা তাঙ্গাং তস্মাচ্চ মধ্যগতারা মুখায়াঃ পরমকৌতুকমাতান ॥

১২। এতস্মিন্নেব সময়ে সুখাবলোকনাশয়া নিকটমালস্থিতং জ্যোতিষ্চক্রমিব বিমানশ্রেণিসঙ্কুলমপি
নিবিমানং লেখাবলিবলিতমপি নিলে'খং সদা সদার-চারণ কিল্লর-সিন্ধু-সাধ্য-গন্ধব'-বিজ্ঞাধর-প্রভৃতিভূতনিরন্তর-
সমাজং বিভ্রদম্বরতলং ররাজ ॥

১৩। ততশ্চ চিত্রকাব্যমিব ললিতমুরজবন্ধম্ পার্শ্ববর্ণস্বরকঙ্কমিব নির্দোষমৃদঙ্গম্, ক্রয়বিক্রয়শীলন-

১০। পুনঃ পুরস্তাঙ্গপদরতীত্যগ্রদেশং গম্বা বিরভ্যোতি জ্ঞেয়ম্ ॥

১১। উক্তমেবার্থমুক্তপোষত্বায়েনাহ—এবমিতি ॥

১২। নিঃশেষেণ বিগতং মানং পরিমাণং যত্র তৎ; লেখাবলির্দেবশ্রেণী; নির্লেখং নির্গতো লেখ ইয়ত। যতন্তৎ ॥

১৩। মুরজবন্ধো মুরজাকৃতিঘটিতশ্লোকাক্ষরঃ; পক্ষে, ললিতো মুরজস্ত বন্ধো বাস্তববন্ধো যত্র তৎ। নির্দোষাভিঃ

অন্ত করে কৃষ্ণ যুগপদ্ হই বাস্তবকে আলিঙ্গন করলেন সম্মুখদেশে। আলিঙ্গিত কান্তাদয় তাঁদের মাঝে জায়গা
করে দিলে ঝটিতি পিছনে গিয়ে একজন থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অন্য একজনের স্বন্ধে দিয়ে পুনরায় সম্মুখে
এসে ঘুরে গেলেন—এইরূপ ভাবেই খেলা চলতে লাগল পরপর।

১১। এইরূপে উল্টা-সোজা চলনের দ্বারা অতি স্পষ্ট 'গোমূত্রিকাবন্ধ' চিত্রকাব্য রচনা করতে করতে
তাঁদের প্রত্যেককে সম্মুখে ও পৃষ্ঠদেশে আলিঙ্গনের সহিত বেগকৌশলে ভ্রাম্যমান কৃষ্ণ মণ্ডলস্থা রমণীদের ও মধ্য-
গতা মুখ্যের পরমকৌতুক বিস্তার করলেন।

১২। (সেই সময়ে আকাশের যে শোভা হয়েছিল, তার বর্ণন হচ্ছে—)

সুখে অবলোকন আশায় নিকটে ঝুলে থাকা গ্রহমণ্ডলের মতো হৃন্দর বিমানে বিমানে সমাকীর্ণ
হয়েও 'নিবিমানম্' অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থানাভাবযুক্ত, (লেখাবলিবলিতমপি) দেবশ্রেণী সমাকীর্ণ হয়েও এবং (নিলে'-
খম্) অসীম হয়েও সীমার মধ্যে আগত এবং সদা জয়গণের সহিত বিরাজমান চারণ-কিল্লর-সিন্ধু-সাধ্য-গন্ধব'
বিজ্ঞাধর প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ জমাট সভাপ্রাঙ্গনস্বরূপ আকাশতল অতিশয় শোভা পেতে লাগল তৎকালে।

১৩। অতঃপর এই রাসে দেবতাদের প্রশংসিত যে বাস্তবসেজে উঠল তার বর্ণনা হচ্ছে, শব্দসাম্য
উপমায়ুখে—

(১) চিত্রকাব্য যেমন 'ললিতমুরজবন্ধম্' অর্থাৎ ললিত মুরজাকৃতিতে লিখিত শ্লোকাক্ষরময় এ-রাস-
বাস্তব তেমনই 'ললিত মুরজবন্ধম্' অর্থাৎ ললিত মুরজ নামক বাস্তব-সঙ্গত। (২) নয়নানন্দ মাটির কদমফুল যেমন
'নির্দোষমৃদঙ্গম্' অর্থাৎ কঙ্কর-তুবাদিরহিত নির্দোষ মাটিতে নির্মিত তেমনই এ-রাসবাস্তব নির্দোষমৃদঙ্গম্' অর্থাৎ

মিব পণবাহিতম্, বন্ধুজনবপুর্নব ললিতালিঙ্গ্যাম্, নাটকমিব বিলসদঙ্ক্যাম্, যত্নকুলমিব শ্লাঘাতমানকত্বন্দুভি, গগন-
মিব বিততম্, বর্ষানভ ইব সূচনম্, সূচীমূলমিব সশুধিরম্, মহারত্নমিব সদানঙ্কম্, দেবতাভিবাণ্ড্যং বাণ্ড্যং নদতি স্ম ॥

১৪ । নন্দনবনবনদেবতাভিরেব তাভিরেবমনবরতং বৃত্তমাণানি সমধুকেরাণি দিবঃ সাজ্জনহর্ষনয়নজল-
বিন্দুনিকুরস্বাগীব নিপতিস্তি স্ম কুসুমনি, যশো যশোদানন্দনস্ম তস্ম ললিতকলস্বরং স্বরঙ্গনাভিঃ সহ সহর্ষং গন্ধ-
বীশচ গায়ন্তি স্ম । ততশ্চ,

মুখরনৃপুরকঙ্কণকিঙ্কণী - কলকলঃ স্তদৃশাং চ হরেশ্চ সঃ

সমকিরত্নসনারসনাশনঃ, শ্রবণয়োবমৃতাত্মমৃতাত্ত্বসাম্ ॥

শর্করাতুবাদিরহিতাভির্মুদ্রিরঙ্গং বস্ত্র তৎ; পক্ষে স্পষ্টম্; পঠৈর্মূল্যবাহিতম্; পক্ষে, পণবোহিতম্ । ললিতং যথা স্তাভধা
আলিঙ্গ্যামালিঙ্গনাইম্; পক্ষে, ললিত আলিঙ্গ্যো যুদ্ধভেদো বস্ত্র তত্র । বিলসতঃ শোভনানঙ্কানহীতীতি তৎ; পক্ষে, অক্ল্যা-
হপি যুদ্ধভেদঃ; যত্নকুলম্—“হরীতক্যাকৃতি স্বক্লো যবমধ্যাক্ষণধ্বকঃ । গোপূচ্ছাকৃতিরালিঙ্গ্যো মধ্যদক্ষিণবামগাঃ ॥
ইতি । আনকত্বন্দুভির্বসুদেবঃ; পক্ষে, আনকত্বন্দুভী বাত্ভভেদো । গগনমিত্যাদি স্পষ্টম্; পক্ষে, “ততং বীণাদিকং বাত্ভমানকং
মূরজাদিকম্ । বংশাদিকং তু শুধিরং কাংশত্ভালাদিকং ঘনম্ ॥” ইত্যমরঃ ॥

১৪ । অমৃতকাসামমৃতভোজিনাং দেবানাং শ্রবণয়োঃ কর্ণদ্বয়েহমৃতানি সমকিররিচিক্ষেপ । রসনয়া জিহ্বয়া যো
রস আবাদন্তং নাশয়তীতি সঃ, অতঃপরং ন তেহরোচকম্ । অমৃতমাখাদয়িষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥

নির্দেশ যুদ্ধ নামক বাত্ভযন্ত্র-সঙ্গত । (৩) ক্রয়বিক্রয় পরস্পরা যেমন ‘পণবাহিতম্’ অর্থাৎ মূল্যের বিনিময়ে
প্রচলিত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘পণবাহিতম্’ অর্থাৎ পণব নামক বাত্ভযন্ত্র-সঙ্গত । বন্ধু জনের বপু যেমন ‘ললি-
তাঙ্গ্যাম্’ অর্থাৎ ললিত আলিঙ্গন যোগ্য তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ললিত আলিঙ্গ্য-সঙ্গত । নাটক যেমন ‘বিলসদঙ্ক্যাম্’
অর্থাৎ অঙ্ক সমূহে বিভক্ত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘বিলসদঙ্ক্যাম্’ অর্থাৎ ‘অঙ্ক্য’-সঙ্গত । যত্নকুল যেমন ‘শ্লাঘাতম আনক-
ত্বন্দুভি’ অতি প্রশংসনীয় বসুদেবের দ্বারা অলঙ্কৃত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য অতি প্রশংসনীয় ‘আনকত্বন্দুভি’-সঙ্গত ।
আকাশ যেমন ‘বিততম্’ বিস্তার প্রাপ্ত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘বিততম্’ বীণাদি-সঙ্গত । বর্ষার আকাশ যেমন
‘সূচনম্’ অর্থাৎ সুন্দর মেঘযুক্ত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘সূচনম্’ অর্থাৎ কঁাসর-সঙ্গত । সূচীমূল যেমন ‘সশুধিরম্’
অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘সশুধিরম্’ অর্থাৎ বাঁশি-সঙ্গত । মহারত্ন যেমন ‘সদানঙ্কম্’ অর্থাৎ সদা গ্রথিত
তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘সদানঙ্কম্’ অর্থাৎ ‘আনঙ্ক’-সঙ্গত ।

১৪ । এই সব বাত্ভযন্ত্রের প্রশংসারত সেই নন্দনবনদেবতাগণের দ্বারা অনবরত বর্ষমান কুসুম নিপতিত
হচ্ছিল ভ্রমরচূষিত অবস্থাতেই, এ ভ্রমরনিচয় দেখে মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অঞ্জনাঙ্ক
আনন্দাঞ্জনবিন্দু । আর গন্ধবর্গণ স্বর্গের দেবীগণের সহিত পুলকে আকুল হয়ে ললিত কলকণ্ঠে যশোদানন্দনের
যশো কীর্তন করছিলেন । অতঃপর সুনয়নীদেব এবং কৃষ্ণের মুখর নৃপুর ও কঙ্কণ-কিঙ্কণীর যে কল কল শব্দ
উঠল, তা অমৃতভোজী দেবতাদের কর্ণদ্বয়ে রসনারসাস্বাদন নাশন অমৃত বর্ষণ করতে লাগলেন ।

১৫। ততশ্চ, তত্শ্চৈবং ভ্রমতো জবেন সুদৃশাং দে দে সমালিঙ্গতো।

মধ্যং মধ্যমভূপ্রাবিশ্য বপুষা তেনৈব সা মণ্ডলী।

কিং জ্যোৎস্নাতিমিরৈঃ কিমু স্থিরতড়িগ্নৈষৈরথো চম্পক-

শ্যামাজ্জৈরুত কাঞ্চনেন্দ্রমণিভিঃ কনপ্তামজ্জৈবীং অজম্ ॥

১৬। কদাচিদপি তথাবিধ-গোমূত্রিকাবন্ধং বিহায় স্বচ্ছভূমাবেব চক্রাকার চিত্রকাব্যমিব নর্তনমা-
বর্তয়তি। তদ্যথা—

বল্লবভূবতঃসমংসবিলসম্পন্দারমালাং নদং-

কাঞ্চীকিক্ষিপিকঙ্কণাদি বিগলংসংব্যানকং ভ্রাম্যতি।

বিশ্বদ্রৌচি-মরীচিবীচিনিচয়ে জীমূতচক্রাকৃতো

সবীঃ পুপ্পুবিরে স্থিরা নবতড়িম্বালা ইবৈবীদৃশঃ ॥

১৭। ততশ্চাতিচিহ্নম্—

তুস্বাবর্তে সরতি সরসং রাধিকামন্তরস্থং, দীর্ঘাবর্তে নিকটময়তে মণ্ডলীস্থপ্রিয়াণাম্।

মুগ্ধো বেগান্বরকতময়ঃ সূত্রবন্ধপ্রযুক্তো, লীলাচক্রীপুট ইব হরিবিভ্রমৌ বঃভ্রমীতি ॥

১৫। তেনৈব একেনৈব বপুষা সা মণ্ডলী জ্যোৎস্নাতিমিরাদিভিঃ কনপ্তামপি অজমজ্জৈবীং। জ্যোৎস্নাতিমি-
রয়োঃ কাস্তিতারল্যং পরস্পরবৈরক্ষেতি, অতত্তড়িগ্নৈষয়োঃ কাস্তিনৈবিভোয় পরস্পরসৌধোন চোৎকর্ষঃ, কিমু তড়িতা
মেঘকাস্ত্যাচ্ছাদনরূপো দোষ ইতি চম্পকশ্যামাজ্জ্যামুপমা পুনরপি নিবিড়াল্পবন্ধনল্যাপ্রাপ্তার্থং কাঞ্চনেন্দ্রমণিভ্যামিতি ॥

১৬। বল্লবিত্যাঙ্গি ক্রিয়াবিশেষণচতুষ্টয়ম্। ভ্রাম্যতি শ্রীকৃষ্ণে ॥

১৭। তচ্চ চক্রভ্রমি-নাট্যমন্তর্বহিনীলমণিগুণদয়নির্মাণকমিব জাতমিত্যাহ— তুস্বাবর্ত ইতি। অন্তরস্থং মধ্যস্থিতং

১৫। অতঃপর এমত আনন্দ পরিবেশে দ্রুতবেগে ঘুরতে ঘুরতে দু-দু গোপীর মধ্যে মধ্যে প্রবেশ
করে দু-দু সুনয়নীদের একত্রে আলিঙ্গন করতে করতে বিরাজমান কৃষ্ণের সেই একই শ্যাম অঙ্গের সহিত মিলিত
সেই মণ্ডলী কি জ্যোৎস্নাতিমিরে রচিত মালিকাকে, কি স্থিরবিজলী-মেঘে রচিত মালিকাকে, কি চম্পক-নীল-
পদ্ম মালিকাকে অথবা কি কাঞ্চন-ইন্দ্রনীলমণি মালিকাকে জয় করতে লেগে গেল ?

১৬। কখনও আশার তথাবিধ 'গোমূত্রিকাবন্ধ' ত্যাগ করে চক্রাকার চিত্রকাব্যের মতো নৃত্যে ঘুর-
পাকখেতে লাগলেন যথা,—

সুমনোহর কুণ্ডল লক্ষ্য দিয়ে দিয়ে উঠছে। স্বন্ধে মন্দার মালা খেলা করে বেড়াচ্ছে। কাঞ্চী-কিক্ষিপী
কঙ্কণাদি ঝণঝণৎ বাজছে। উত্তরীয় খসে খসে পড়ে যাচ্ছে—এইরূপ তাণ্ডবনৃত্যে ঘুরপাক খাওনে রত কৃষ্ণরূপ
মেঘচক্রাকৃতি বিশ্বব্যাপিনী কিরণতরঙ্গমালায় মৃগনয়নীগণ সকলে যেন স্থিরা নবতড়িৎমালার মতো চমকতে
লাগলেন।

১৭। অতঃপর এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার চলতে লাগল—ছোট পাকে চক্রাকারে সরস ভাবে
পরিক্রমা করতে লাগলেন কেন্দ্রস্থলস্থ রাধাকে ঘিরে, আর দীর্ঘ পাকে আসতে লাগলেন চক্রঘেরস্থ প্রিয়া-

১৮। ততস্তদবক্ষণেন ক্ৰণেন তাসামপি মনসি সমুদ্রি সমুদিতায়াং নিন্তিষায়াং তৎক্ষণাদেব দেবতা-
ভিস্তৌর্ধাত্ৰিকার্থিষ্ঠা ব্রীভিস্তমুমতীভিরূপতস্হে ॥

১৯ তথা সতি নৃত্য-গীত-বাত্তাধায়াপাধ্যায়াপাসিতচরণস্তাঃ পূর্বপূর্বতর হুচিরাভাসাভাসাদিত-
কৌশলমিবাভ্যনং প্রত্যেকমেব মন্থম না নৃমানানন্দরুস্তিমাসং শনিকর্মণিকর্মণীয়গৃহপটলীমিব ললিতপতাকাম্,
হোমধূমাবলীমিব সত্রিপতাকাম্, মণালংলীমিব হংসাস্তুললিতাম্, দ্বিতীয়চন্দ্রলেখামিব কর্তরীমুখশোভাম্,
রাধিকাং কনকমণিকণিকামিব সরতি, মণ্ডলীভাবেন পরিক্রাম্যতি। দীর্ঘাবর্ত ইতি পুনশ্চ বৃহৎলীভাবেন তাঙ্গাং নিক-
টেইপি ভ্রাম্যতি। এবঞ্চ যুগপদেব নীলমণিমণ্ডলদ্বয়ীভাব ইত্যতিচিন্ত্য, প্রকাশভেদস্বীকারে সা ন স্তাদিত্তি লাঘবকলাতি-
কৌশলমেবাত্ত ব্যবস্থাপিতম্, তচ্চান্তর্মণ্ডলে ভ্রমণানন্তরমপি তদীয়মযুগপরিধিক্ষেপাকারো যাবর বিরমতি, তাবদেব বহির্মণ্ডলে
পরিভ্রম্যোভার্তর্মণ্ডলে তত্র প্রবিষ্টৌব পুনর্ভ্রমণং তৎসেবমেব বহির্মণ্ডলে পুনরপীতি পরায়ুশ্চম্ ॥

১৮। তৌর্ধাত্ৰিকং নৃত্য-গীত-বাত্তম্, উপস্থিত্তে উপস্থিত্তম্; তত্রাগতমিত্যর্থঃ ॥

১৯। তথা সতি তা অধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা হস্তাধারদেবতামনুগৃহ গানদেবতাং রাগ-রাগিণীগণদেবতাদিঞ্চ স্বরমা-
গতামনুগৃহরিত্যর্থঃ। নিতরামমানামপরিমিতামানন্দরুস্তিম্। ললিতপতাকামিত্যাদিষু পতাকাধারোৎসর্গচন্দ্রান্তাঃ সংযুতা-
গণের নিকট।—এই রূপে লীলাময় হরি পাকথিতে লাগলেন বাঁধন ছিঁরে ছুটে যাওয়া নীলমণি-লীলাচক্রৌপুটের
(কর্ণোধের'র ভূষণ যুগলের) মতো।

১৮। অতঃপর সেই নৃত্য দর্শনোৎসব বেগে রমণীদের আহ্লাদিত মনেও নাচনের ইচ্ছা সমুদিত
হতেই তৎক্ষণাৎ নৃত্যগীতবাত্তের অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ মূর্তিমতী হয়ে এসে উপস্থিত হলেন সেই রাসস্থলীতে।

১৯। এরূপ হলে নৃত্যগীতবাত্ত-অধ্যয়নের অধ্যাপিকাগণের দ্বারা উপাসিত-চরণা এবং পূর্বপূর্বতর
সুদীর্ঘকালের অভ্যাসে যেন নৃত্যগীতাদিতে নিপুণতা প্রাপ্তা বলে প্রত্যেকে নিজেকে মাননাকারিণী সেই
অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ অসৌম আনন্দরুস্তি প্রাপ্ত হয়ে হস্তাধায় দেবতাকে অনুগ্রহ করতে লাগলেন—(মূলের
'পতাকা'দি' থেকে 'অর্ধচন্দ্র' পর্যন্ত সংযুত-অসংযুত নৃত্যভেদে ত্রিবিধ হস্তকের (নৃত্যে হাতের মুদ্রা-হস্তক) মধ্যে
অসংযুত আদি হস্তকভেদ সমূহ সঙ্গীত শাস্ত্র থেকে ভেদে নিতে হবে যথা ('নর্তনে রতিজনকঃ' ইত্যাদি) যে
নৃত্যে অনুরাগ জনক, পদার্থাকৃতি-কারক হস্তের অঙ্গুলি বিস্তার হয় তাকে হস্তক বলা হয় - এ হল হস্তক
সামান্যের লক্ষণ। যেখানে এক হস্ত বিস্তারিত অর্থ প্রকাশ হয়, তাকে 'অসংযুত হস্তক' বলা হয়। হস্তদ্বয় বিস্তারিত
যেখানে অর্থ প্রকাশ হয় তাকে 'সংযুত হস্তক' বলা হয়। যখন দুহাত বিযুক্ত অর্থাৎ আলাদা আলাদা বিস্তারিত
অর্থ প্রকাশ হয় তাকে 'নৃত্যহস্তক' বলা হয়। এখানে নৃত্যহস্তকের উল্লেখ না থাকলেও উপলক্ষণে বলা হয়েছে—
'কিং বহুনা' বাক্যের পর 'বিশুদ্ধসহস্রহস্তাং' বাক্যে)।

অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ যাকে অনুগ্রহ করতে লাগলেন সেই হস্তাধায় দেবতা কিরূপ, তারই উত্তরে
শব্দসাম্য উপমাদ্বারা তাঁকে বিশেষিত করা হচ্ছে, যথা—(১) ধনিস্রোষ্ঠের কমণীয় অট্টালিকাশ্রেণী যেমন 'ললিত
পতাকাম্' সুন্দর পতাকায়ুক্ত তেমনই 'পতাকা' নামক ললিত হস্তকধারী (পতাকার লক্ষণ—কুঞ্চিত বুড়ো আঙ্গুল দৃঢ়
ভাবে তর্জনিমূল আশ্রিত এবং অঙ্গাঙ্গ আঙ্গুল সম্পূর্ণ প্রসারিত)। (২) হোমের ধূমশ্রেণীই যেমন 'সত্রিপতাকাম্'

পলাশকুসুমশ্রেণীমিব শুকতুণ্ডভাম্। তপ্তসুবর্ণাদি-সূত্রাবলিমিব সন্দংশাকুণ্ডাম্। হরমুৰ্ত্তিমিব বিলসংখটকামুখাম্,
মধুকরশ্রেণীমিব পদ্মকোশোৎকণ্ঠিতাম্। আহিতুণ্ডিকব্যবসিতিমিব খেল্যমানাহিতুণ্ডাম্, সৌবনশিল্লকলামিব

সংযুতনৃত্যভেদেন ত্রিবিধেষু হস্তকেষসংযুত হস্তকভেদাঃ সদীতশাস্ত্রেণ জ্ঞেয়াঃ। বহুতম্—“নর্তনে রক্তিজনকঃ পদার্থ-
কৃতিকারকঃ। পদেতরাঙ্গুলিষ্ঠাসবিশেষো হস্তকঃ যুতঃ॥” ইতি হস্তকসামান্যলক্ষণম্; “বহুতমহস্তকচাৰ্খপ্রকাশঃ স্তাদ-
সংযুতঃ” ইত্যাসংযুত-হস্তকলক্ষণম্; “হস্তদ্বয়যুতেরর্থপ্রকাশে সংযুতো ভবেৎ” ইতি সংযুক্তহস্তক লক্ষণম্; “হস্তাভ্যাং বিপ্র-
যুক্তাভ্যাং ত্রিযয়া নৃত্যহস্তকঃ” ইতি নৃত্যহস্তকলক্ষণম্। অত্র সংযুতনৃত্যহস্তকা অমুল্লিখিতা অপি বিশুদ্ধসহস্রহস্তা ইত্যনে-
নোপলক্ষয়িষ্যন্তে। ধনিকা ধনিनঃ; অগ্ন্য স্পষ্টম্। পক্ষে, ললিতঃ পতাকো হস্তকভেদো যত্র তাম্; “কুক্ষিতাঙ্গুষ্ঠকঃ সমাক্
তর্জনীমূলমাস্রিতঃ। পতাকো যত্র স্থিতি-প্রসারিতকরাঙ্গুলিঃ॥” ইতি। সত্রিপতাকাং সত্রিণাং যাজ্ঞিকানাং পতাকা-
তুলাম্; পক্ষে, ত্রিপতাকেন সহিতাম্; “ত্রিপতাকঃ পতাকস্ত বক্তিতানামিকাস্থলিঃ” ইতি। হংসাস্তেন লুলিতাং মদিতাং
মুহুরীকৃতাক্ষঃ; “তর্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠামিলিতাগ্রাঃ পরে পুনঃ। অঙ্গুলীবিবরলে চোৰ্ধে হংসাস্তো হস্তকস্ত সঃ॥” ইতি। কর্তব্যং
মুখস্ত শোভেব শোভা যত্রাতাম্; পক্ষে, কর্তরীমুখধন্যমা হস্তকঃ; “তর্জনীমধ্যমে ভিন্নে বক্তিতানামিকা পুনঃ। পতাকস্য
যদা স স্যাৎ কর্তরীমুখহস্তকঃ॥” ইতি। পলাশেতি স্পষ্টম্। “তর্জনানামিকাস্থলী বক্রা মধ্যা প্রসারিতা। পতাকস্য যদা
তু স্যাচ্ছুকতুণ্ডক হস্তকঃ॥” ইতি। সন্দংশঃ সাঁড়লীতি খ্যাতা, পক্ষে, হস্তকভেদঃ “তর্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ চৈব মিলিতাগ্রান্ন-
কুক্ষিতৌ। বিবরলোৰ্ধোঃ পরাঙ্গুলাঃ সন্দংশঃ স তু কথ্যতে॥” ষটকা বাহুভেদঃ; পক্ষে ষটকামুখো হস্তকঃ “বক্তিতে মধ্য-
মাঙ্গুলৌ বিবরলোৰ্ধে পরে পুনঃ। তর্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ চাগ্রে মিলিতৌ ষটকামুখঃ॥” ইতি। মধুকরেতি স্পষ্টম্; “ধনুর্তাগ্রমী-
লিতাঙ্গুলীকঃ পদ্মকোশকঃ ইতি। আহিতুণ্ডিকো বালগ্রাহী; “পতাকো নিয়মধোবাঃ স তু সাদাহিতুণ্ডিকঃ” ইতি। সৌব-

যাজ্ঞিকগণের পতাকা তেমনই ‘সত্রিপতাকাম্’ ত্রিপতাকা হস্তকধারী (অনামিকা বক্র অগ্র অঙ্গুলী সোজা)।
(৩) মুণাললতা যেমন ‘হংসাস্তলুলিতাম্’ হংসমুখে মদিত তেমনই ‘হংসাস্তলুলিতাম্’ ‘হংসাস্ত’ নামক হস্তকে
কোমলতাপ্রাপ্ত (তর্জনী-মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের ডগা মিলিত, অগ্রাগ্র অঙ্গুলী পৃথকভাবে উপরে ধৃত)। (৪) বিতায়ার
চলুরেখা যেমন ‘কর্তরীমুখ শোভাম্’ কাটারির মুখের মতো শোভন তেমনই ‘কর্তরীমুখ শোভাম্’ কর্তরীমুখ
নামক হস্তকের শোভায় রম্য (পতাকার অঙ্গুলী বিচ্ছাদে যখন তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে ফাঁক ও অনামিকা
বক্র)। (৫) পলাশ কুসুমশ্রেণী যেমন ‘শুকতুণ্ডভাম্’ শুকতুণ্ডের বর্ণ তেমনই ‘শুকতুণ্ডভাম্’ শুকতুণ্ড নামক
হস্তকে শোভিত (পতাকা হস্তকের তর্জনী-অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠ বক্র আর মধ্যা প্রসারিত)। (৬) তপ্ত সুবর্ণাদি
সূত্রচয় যেমন ‘সন্দংশাকুণ্ডাম্’ সাঁড়ালীদ্বারা টেনে আনা হয় তেমনই ‘সন্দংশাকুণ্ডাম্’ সন্দংশ নামক হস্তকদ্বারা
মুগ্ধ - (তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠ এ দুয়ের ডগা মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ কুক্ষিত, বাকী অঙ্গুলী পৃথক পৃথক ভাবে উর্ধ্বে
প্রসারিত)। (৭) শিৱমুৰ্ত্তি যেমন ‘বিলসংখটকামুখাম্’ খটকা নামক বাহুে শোভিত আননবিশিষ্ট তেমনই
‘বিলসংখটকামুখাম্’ খটকামুখ নামক হস্তকে শোভিত, — (মধ্যাঙ্গুলী বক্রীভূত, অনামিকা-কনিষ্ঠা অসম্মিলিত
অবস্থায় কিঞ্চিৎ উত্তোলিত থেকে তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠের অগ্র ভাগে মিলিত)। (৮) মধুকরশ্রেণী যেমন ‘পদ্মকোশোৎ-
কণ্ঠিতাম্’ পদ্মকোশের জন্ত উৎকণ্ঠিতা তেমনই পদ্মকোশ হস্তকের জন্ত উৎকণ্ঠিত, — (অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলীসমূহ মিলিত
অবস্থায় কুক্ষিত হয়ে ধনুর আকার ধারণ)। (৯) সাপুড়েদের কাজই যেমন ‘খেল্যমানাহিতুণ্ডাম্’ সাপের মুখ

সদোপযুক্তসূচীমুখাম্, মার্গশীর্ষপূর্ণিমামিব যুগশীর্ষযুক্তাম্, অষ্টমীতিথিমিব বিলসদর্শচন্দ্রাম্, কিং বহুনা ? কার্ত্ত-
বীৰ্য্যমূৰ্ত্তিমিব বিমুক্তসহস্রহস্তাং হস্তাধ্যায়দেবতামনুগ্রহ তদনুগামিনীং চচ্চৎপুট চাচপুট-হংসলীল-গজলীল-সিংহ-
নন্দনাদি-মহাতালৈরাদিতালৈকতালীরূপক প্রতিমণ্ডনিসাক্ষ্যতিত্রিপুটাড়ুক প্রভৃতিভিরপরৈশ্চ-তদিহরৈরবিলাস-
স্বরার্থাদিস্বরূপাঠবিরূদাদিবলিত-নানাপ্রবন্ধ ধ্রুবগানদেবতাং জ্রবিড়-তৈলঙ্গ-পাশ্চাত্যাদিদেশীয়-গানদেবতাং চ

নেতি স্পষ্টম্; “অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে সংযুক্তাগ্রে চোৰ্ধ্বাধ তজ্জনী । কনিষ্ঠানামিকে চোৰ্ধ্বৈ সূচীমুখ ইতি স্মৃতঃ ॥” ইতি । মার্গেতি
স্পষ্টম্ । “অঙ্গুষ্ঠানামিকামধ্যা মিলিতাগ্রাঃ পরেহঙ্গুলী । উৰ্ধ্বৈ যত্র পুনঃ স্যাতাং যুগশীর্ষঃ স হস্তকঃ ॥” ইতি অষ্টমীতি
স্পষ্টম্ । “পতাকাঙ্গুষ্ঠকং চেত্তু স্তাদাকৃষ্টোহন্তঃ পুনঃ । অর্দ্ধচন্দ্র ইতি প্রোক্তো ভরতাদিমুনীধরৈঃ ॥” ইত্যৰ্দ্ধচন্দ্রলক্ষণম্ ।

তদনুগামিনীং প্রবন্ধধ্রুবগানদেবতামিতি সম্বন্ধঃ । তদিতরৈর্মহাতালেতরৈঃ ক্ষুদ্রতালৈরিত্যর্থঃ । চচ্চৎপুট-চাচ-
পুটো মার্গতালো; হংসলীল-গজলীল-সিংহনন্দনাস্ত্রয়ো দেশীতালোঃ । আদি শব্দাং ষট্টিতাপুত্রকসম্পদেষ্ঠকোদঘট্টান্ত্রয়োহন্তো
মার্গতালোঃ জ্ঞেয়াঃ । আদিতালোদয়োহষ্টৌ অন্নমাত্রাকা দেশীতালোঃ । এতেষাং লক্ষণানি “গুরুদ্বয়ং লঘুশ্চৈকঃ প্লুতশ্চচ্চৎ-
পুটো মতঃ” “গুরুবৈকো লঘু মধ্যো গুরুশ্চাচপুটো মতঃ”; “হংসলীলে বিরামান্তং লঘুদ্বয়মুদাহৃতম্”; “চত্বারো লঘবো
যত্র গজলীলঃ স উচ্যতে”; “গুরুদ্বয়ং লঘুশ্চৈকঃ প্লুতো লশ্চ গুরুস্তথা । দ্রুতৌ গুরু লপ্লুতৌ চ লপ্লুতৌ গুরুবৈককঃ ॥ লঘু
পুনশ্চ চত্বারো নিঃশব্দা লঘবো যদা । তদা তালোহয়মাখ্যাতঃ সিংহনন্দনসংজ্ঞকঃ ॥”; “লঘুনৈকেনাদিতালঃ” ইতি;
“একো দ্রুতশ্চৈকতালী” ইতি; “দ্রুতৌ লৌ রূপকঃ স্মৃতঃ” ইতি; লঘুগুরুলঘুশ্চৈকঃ প্রতিমণ্ডঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ” ইতি; “লঘুদ্বয়ং
বিরামান্ত নিস্তারো পরিকীৰ্ত্তিতম্” ইতি; “দ্রুতদ্বয়ং লঘুশ্চৈব যতিতালঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ” ইতি; “দ্রুতত্রয়ং বিরামান্তং ত্রিপুটঃ

ধরে খেলে বেড়ানো তেমনই ‘খেলামানাহিতুণ্ডাম্ অহিতুণ্ড হস্তক ধারণ করে খেলতে খেলতে আগমনপর;—
(পতাকা হস্তকের মধ্যভাগ নীচ) । (১০) সূচিশিল্প যেমন ‘সদোপযুক্ত সূচামুখাম্’ সদা উপযুক্ত সূচামুখযুক্ত
তেমনই ‘সদোপযুক্ত-সূচীমুখাম্’ সদা সূচামুখ হস্তক ধারণে সমর্থ,—অঙ্গুষ্ঠা ও মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত হয়ে
অত্যাণ্ড অঙ্গুলী উৰ্ধ্ব দিকে প্রসারিত) । (১১) অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা যেমন যুগশীর্ষযুক্তাম্ ‘যুগশিরা নক্ষত্র-
যুক্ত তেমনই ‘যুগশীর্ষযুক্তাম্’ যুগশীর্ষ হস্তকযুক্ত,—(অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা-মধ্যমার অগ্রভাগ মিলিত অত্যাণ্ড টুটি অঙ্গুলী
উৰ্ধ্ব অবস্থিত) । (১২) অষ্টমীতিথি যেমন অৰ্দ্ধ চন্দ্রমাদ্বারা স্ত্রুশোভিত হয় তেমনই অৰ্দ্ধচন্দ্র নামক হস্তকের
দ্বারা স্ত্রুশোভিত,—(পাতাকা নামক হস্তকেই যদি অঙ্গুষ্ঠার অত্যাণ্ড দিকে আকর্ষণ হয়) । আর বেশী বলবার কি
আছে কার্ত্তবীৰ্যের শরীর যেমন বিমুক্ত সহস্র হস্ত বিশিষ্ট তেমনই সহস্র প্রকার বিমুক্ত হস্তকে অলঙ্কৃত হস্ত
দেবতাকে অনুগ্রহ করলেন ।

এ হস্তাধ্যায় দেবতাকে অনুগ্রহ করে স্বয়ম্ আগত তার অনুগামী গানদেবতা ও রাগরাগিণীদেবতা-
দিকে অনুগ্রহ করতে লাগলেন নৃত্যগীতবাচ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ । এখন এই দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে—

(১) প্রবন্ধ-ধ্রুবগানদেবতা : চচ্চৎপুট-চাচপুট হংসলীল-গজলীল-সিংহনন্দনাদি মহাতালের সহিত
আদি তালের সহিত, একতালী-রূপক-প্রতিমণ্ড-নিসার-যতি-ত্রিপুট-অড়ুক প্রভৃতির সহিত তথা এতদ্ব্যতীত
অত্যাণ্ড তালের সহিত এবং স্বরপাঠ বিরূদাদি সমন্বিত হরিবিলাস ও স্বরার্থ নামক যে নানাপ্রবন্ধ ও ধ্রুব আছে,
তৎসম্বন্ধীয় গানদেবতাকে, আরও জ্রবির-তৈলঙ্গ-পাশ্চাত্যাদি দেশীয় গানদেবতাকে অনুগ্রহ করলেন ।

মালব-মল্লার-ভৈরব-কেদার-সারঙ্গ-নট-কর্ণাট-কামোদ-সাম-দেশাগ-গান্ধার-বঙ্গাল-বসন্তাদি-রাগনিকর-গুজ্জরীবল্ল-গুজ্জরী-বারাটি-দেশিকা-ভৈরবী-বেলাবলী-রামকিরী-ধন্যাসিকা-শ্রী-পালী-গৌরী-তোড়ী-গোণ্ডিকীরী-কল্যাণিকা-পৌরবী-সৈন্ধবী-শোভনবত্যাশাবরী-দেশবরাড়ী-গোড়া-পঠমঞ্জরী-ললিতা-দেবক্রৌ-মাগধী-কৌশিকী-প্রভৃতিরাগিণী-গণদেবতাং চ সপ্তস্বরৈকবিংশতিমূর্ছনাগ্রামত্রয়-জাত্যষ্টাদশকশ্রুতিদ্বাবিংশতিকমাতৃধাতুদেবতাং চেতি গানাদ্যায়-

পরিকীৰ্তিতঃ” ইতি; “ক্রতো লঘু ভবেতাং চেং তদাসাবডুতালকঃ” ইতি । হরিবিলাসস্বরার্থে প্রবন্ধভেদৌ, তদান্যেযে স্বরপাঠবিরুদ্ধাদিভির্বিলাসকঃ নানাপ্রবন্ধাঃ প্রবাক্ষ্যন্ত তদীয়গানদেবতাম্ । “যত্রে কথং উদ্গ্রাহকং তথৈব ক্রবসংজ্ঞকঃ । রচিতান্ত-পদাভোগঃ স ত্ত্বকরিবিলাসকঃ ॥ “যত্র সপ্তাঙ্কৈরবৈ বড়্জাদিস্বরবাচকৈঃ । ক্রমব্যাংক্রমব্যাংক্রম সমসৃতিবাহিতার্থকৈঃ । উদ্গ্রাহকবাকৌ ত্রাতামাভোগোহুপদৈঃ পুনঃ । স্বরার্থঃ ত্রাদিষ্টতালো মোক্ষ উদ্গ্রাহকে ভবেৎ ॥” ইতি । স্বরপাঠ-বিরুদ্ধাদীন প্রবন্ধানি বট্ । “স্বরঃ সরিগমেতাদিবিবৃদ্ধং গুণকীর্তনম্ । শৌৰ্ধদান-দ্বয়স্তাপি পদং তদিতরং স্মৃতম্ ॥” “তেনকন্তেন তেনেতি পাঠো বাত্মাকরোংকরঃ । তালশচংপুটাতিঃ ত্রাদিতি জ্ঞেয়ং মনীষিভিঃ ॥” ইতি তল্লক্ষণানি । প্রবন্ধোক্তিক্রোদ্রবিড়ভাষাবক্ ‘শিন্দু’ নামা যথা যথা চ তৈলজভাষাবকৌ ‘ধক্’-নামা, তথৈব পাশ্চাত্যব্রজাদিভাষাবকৌ ‘ক্রব-বিষ্ণুপদ’সংজ্ঞাঃ ।

সপ্ত স্বরাঃ বড়্জাদয়ঃ । যত্নম্ “বড়্জব্ধৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা । বৈবতশ্চ নিবাদশ্চ স্বরাঃ স্ত্যঃ শ্রুতিসমুবাঃ ॥ ময়ূর-চাতক-ছাগ ক্রৌঞ্চ কাকিল-দহুঁরাঃ । মাতঙ্গশ্চ স্বরানাহঃ ক্রমেণৈতান্ সূহুর্গমান্ ॥” ইতি । এক-বিংশতিমূর্ছনাঃ স্বরারোহাবরোহরূপাঃ; যত্নম্—“ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশাবরোহণম্ । মুর্ছনেত্যাচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ ॥” ইতি । গ্রামত্রয়ং বড়্জগ্রাম মধ্যমগ্রাম-গান্ধারগ্রামাঃ । তত্নম্—“স্বরান্ সূচ্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম উচ্যতে । বড়্জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বচতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে । স্বোপান্তাঃ শ্রুতিসংস্থেহগ্নিন্ মধ্যমগ্রাম ইষ্যতে ॥ রিময়ো শ্রুতিমৈক-কাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রিতঃ । পঞ্চতিং ধোনিবাদস্ত বশ্রুতিং সশ্রুতিং শ্রিতঃ । গান্ধারগ্রামমাচষ্ট তদা তন্নরদো মুনিঃ ॥” ইতি । “গান্ধারঃ সপরিবারো গ্রামস্ত দিবি গীয়তে” ইতি চ । জাতয়োঃষ্টাদশ । যত্নম্—“যাত্যো রাগাঃ সম্ভবন্তি জাত-রস্বতাঃ সমীৰিতাঃ । তাঃ সপ্ত শুকা বিরুতা একাদশ উদাহ্বতাঃ ॥” ইতি । শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ; যত্নম্—“পঞ্চস্থানোত্তবো নাদো বিভক্তো মারুতাহতঃ । দ্বাবিংশতিঃ স্ত্যঃ শ্রুতয়ঃ প্রবণাচ্ছূতরো মতাঃ ॥” ইতি । তত্র বড়্জস্ত চতস্রঃ শ্রুতয়ঃ; ঋষভস্য তিস্রঃ; গান্ধারস্য দ্বৈ, মধ্যমস্য চতস্রঃ; পঞ্চমস্যপি চতস্রঃ; বৈবতস্য তিস্রঃ; নিবাদস্য দ্বৈ; এবং দ্বাবিংশতিঃ । পদানি বাক্যানি চ তালাদিনিবন্ধানি চেম্মাতুঃ; তত্র নিবন্ধো রাগস্ত ধাতুঃ; যত্নম্—“বাণ্ডমাতৃক্যাতে গয়ং ধাতুরিত্য-

(২) রাগরাগিণী দেবতা : মালব-মল্লার-ভৈরব-কেদার-নট-কর্ণাট-কামোদ-সাম-দেশাগ-গান্ধার-

বঙ্গাল-বসন্তাদি রাগসমূহের ও গুজ্জরী-বল্লগুজ্জরী-বারাটি-দেশিক-ভৈরবী-বেলাবলী-রামকিরী-ধন্যাসিকা-শ্রী-পালী-গৌরী-তোড়ী-গোণ্ডিকীরী-কল্যাণিকা প্রভৃতি রাগিণীদেবতাকে অনুগ্রহ করলেন ।

আরও অনুগ্রহ করলেন সপ্তস্বর-বিংশতি মূর্ছনা-গ্রামত্রয়-অষ্টাদশ জাতি-দ্বাবিংশতি শ্রুতি এবং মাতৃধাতুদেবতাকে এবং মূর্তিমতী গানাদ্যায় লক্ষ্মীকে ।

লক্ষ্মী মূর্তিমতীং চানুকম্প্যা বংশী-মুরলিকা-পাবিকোপাঙ্গাদি-বিবিধ-শুষ্কিরং বীণা-মহতীকবিলাসিকা-বিপক্ষী-
স্বরমগুলিকা-কচ্ছপী-রুদ্রবীণা-কিন্নরীপ্রভৃতিতত-বিততিমৃদুমদঙ্গ-ডমরু-ডম্ফাদি-বিবিধানকং মন্দিরাদিঘনং চেতি
চতুর্বিধবাতাধ্যায়দেবতাং চ, দ্রুতবিলম্বিত-মধ্যালয়-লক্ষ্মীমঙ্গহারশ্রিয়ং চ স্বয়মাগতামলুঙ্গগৃহঃ ॥

২০। ততশ্চ তাসামেব মধ্যে—

স্বরমগুলিকাং বিপক্ষিকাং, মহতীং রূপবতীং চ তুঙ্গুরীম্ ।
কবিলাসিকয়া সমং সমা-দধতীতিঃ কিয়তীভিরুদ্ধযে ॥

২১। ততশ্চ, মূর্ত্যাঃ সঙ্গীতশাস্ত্রোপনিষদ ইব তাম্ভিত্রমেবাবিরাম-
মাস্নয়ে রাসলীলারহসি সহসিত-শ্রীমুশান্তোজকোশাঃ ।
বৈণিক্যো বৈণবিক্যঃ সরঃমুদভবমৌরজিক্যা সমেতা
গায়ত্ৰ্যস্তালধারিণ্যপি করকলিতোপাঙ্গমোপাঙ্গিকী চ ॥

ভিধীয়তে” ইতি । বংশাদয়ো লোকত এব প্রসিদ্ধা ইতি ন লক্ষিতাঃ । দ্রুত-বিলম্বিত-মধ্যভেদেন ত্রিবিধো লয়ঃ; যত্নম—
“ক্রিয়ানন্তরবিশ্রান্তিরঃ স ত্রিবিধো মতঃ । দ্রুতো মথো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ ॥ দ্বিগুণদ্বিগুণৌ জ্ঞেয়ো তস্মান্ধ্য
বিলম্বিতৌ ॥” ইতি; “অঙ্গহারোহঙ্গবিক্ষেপবিশেষঃ পরিকীর্তিতঃ ॥” ইতি ॥

২০। কিয়তীতিবৈণিকীভিরুদ্ধযে উল্লভম্, তত্রোদ্ধৃতমিতি স্বাবৎ ॥

২১। সহসিতং সহাসং শ্রীযুক্তং মুখমেবামুজকোশো বাসাং তাঃ, বৈণিক্যা বীণাধারিণ্যঃ, বৈণবিক্যো বেণুবা-
দিতঃ, করকলিতোপাঙ্গং যথা স্তাত্ত্বা উপাঙ্গিকী চ ॥

বাতাধ্যায় দেবতা : আরও অনুগ্রহ করলেন—বংশী-মুরলিকা-পাবিকা-উপাঙ্গাদি অনেক প্রকার
ফুদিয়ে বাজাবার বাত, বীণা-মহতী-কবিলাসিকা-বিপক্ষী-স্বর-মগুলিকা-কচ্ছপী-রুদ্রবীণা-কিন্নরী প্রভৃতি ‘তত’
নামক বাতসমূহ এবং মৃদু-মদঙ্গ-ডমরু-ডম্ফাদি বিবিধ আনন্দ নামক বাত তথা মন্দিরাদি ঘন—এই রূপ চতুর্বিধ
বাতাধ্যায় দেবতাকে ।

লয় ও অঙ্গহারলক্ষ্মী : আরও অনুগ্রহ করলেন—দ্রুত-বিলম্বিত-মধ্য নামক মূর্তিমতী লয় শোভাকে
এবং নৃত্যের অঙ্গ বিক্ষেপ শোভাকে ।

২০। অতঃপর সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের মধ্যে—

কবিলাসিকার সহিত স্বরমগুলিকা-বিপক্ষিকা-মহতী-রূপবতী এবং তুঙ্গুরী ধারিণী কতিপয়দেবী প্রকট
হলেন ।

২১। অতঃপর উৎকৃষ্টভাবে প্রকট হলেন বীণা-বেণুধারিণীগণ, মৃদঙ্গবাদিকাদের সহিত গায়িকাগণ,
তালধারিণীগণ এবং হাতে ঝাজ করতালাদি নিয়ে উপাঙ্গিকদেবীগণ । রাসলীলা আসন্ন হলে হাসি হাসি মুখী
শোভন মুখকমলকোষা এবং মূর্তিমতী সঙ্গীতশাস্ত্র উপনিষদের মতো এই সব দেবীগণ যেন আশ্চর্য হয়ে এসে
আবির্ভূত হলেন ।

২২। বাগ্গেয়কারকগুণৈরুপলক্ষিতানাং, সঙ্গীততত্ত্বরহস্যমপি পারগাণাম্ ।
শুদ্ধাঙ্গশুদ্ধতরকর্কশমার্গলাস্ত-নৈত্রী ব্যরোচত ততীর্বরনর্তকীনাম্ ॥

২৩। তত্র চ,— গীতং দ্বেধা মার্গদেশীয়ভেদাং, ত্রিংশচ্ছহারশ্চ মার্গপ্রভেদাঃ ।
তেষাং তালাঃ পঞ্চ চচ্চংপুটাচ্ছা-শ্চছারিশদ্বদৌ চ দেশ্যাং প্রসিদ্ধাঃ ॥

২৪। ততশ্চ তালপাঠঃ স্বয়মুল্লাস—

থৈয়া তথতথথৈয়া, তথতথথৈয়া তথত্ৰিতথথৈয়া ।

থৈয়া তথতথথৈয়া, থগথগথগতত্ৰিতথদিগণথৈঃ ॥

২৫। ততশ্চৈং শব্দং গৃহীত্বা—

স্বরং লঘুগুরুপ্লুত-দ্রুত-বিরামমাত্রাবিধৌ, সশব্দকমশব্দকং কলিতাংস্ততালোদ্ভবমম্ ।

করাঙ্কমপসবাসবাত উপর্য্যধৌ নিক্ষিপ-,স্ত্যথষ্টমমুপারটং কিমপি তালধারিণ্যসৌ ॥

২২। বাগ্গেয়েতি; তদ্বক্তৃত্বম্—“বাং গেরঞ্চ কুরুতে যঃ স বাগ্গেয়কারকঃ” ইতি তত্ত্ব গুণৈঃ ॥

২৩। গীতং দ্বেধেতি গান বাস্তব নৃত্যে বা ব্রহ্মবিবচিত্তনিয়মযুক্তং যং তন্মার্গসংজ্ঞকম্ । তত্ত্বদেশপ্রিয়ত্বাৎ তত্ত্বদেশ-
রীত্য্য কলিতং যৎ তৎ দেশীণামকম্ । ‘চচ্চংপুটাচ্ছাচ্চংপুটাচপুট চট্টিতাপুত্রক-সংপকেষ্টকোদঘটাঃ’ ইতি পঞ্চ প্রসিদ্ধাঃ
সঙ্গীতশাস্ত্রত এবৈতার্থঃ ॥ (২৪)

২৫। তালধারী কলিতকাংস্ততালোদ্ভবং গৃহীতকাংস্তময়-করতালং করাঙ্কমপসবাসবাতো নক্ষিপবামত উপর্য্যধৌ
নিক্ষিপন্তী সতী কিমপ্যনির্বচনীয়ং যথা ত্রাত্বা অষ্টমং স্বরমুপারটং; বড়্জাত্যাঃ সপ্ত স্বরা ইব তত্রাত্বালোহপোকঃ স্বর
এবাভবদিতার্থঃ । কীদৃশম্ ? লঘু-বাদ্যবিধৌ সশব্দকমশব্দকঞ্চ; বহুকৃতম্—“পঞ্চলঘুবক্ষরোচ্চারমিতা মাত্রেহ কথ্যতে ।
একমাত্রো লঘুজ্ঞেয়ো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে ॥ ত্রিমাত্রস্ত প্লুতো জ্ঞেয়ো মাত্রাৰ্ধং দ্রুতমুচ্যতে । লঘুদ্রুতদ্বয়ার্ধস্ত বিরামঃ

২২। যে ব্যক্তি কথ্যমাত্রকে গানের যোগ্য বানাতে পারে তাঁর গুণে অনুমান বিষয়ীভূতা, সঙ্গীত-
শাস্ত্রের রহস্য পারঙ্গতা এবং শুদ্ধাঙ্গশুদ্ধতর কর্কশমার্গের নৃত্য-শ্রী শ্রেষ্ঠনর্তকীশ্রেণী দীপ্তি পেতে লাগলেন ।

২৩। এ বিষয়ে আরও বলবার কথা হল—মার্গ (অর্থাৎ গানবাস্তবনৃত্যে যা ব্রহ্মবিবচিত্ত নিয়মে
চলে) ও দেশীয় ভেদে গীত দু প্রকার । মার্গে চৌত্রিশ প্রকার ভেদ । আবার সঙ্গীতশাস্ত্রে এদের তাল চক্ষপুটাদি
পাঁচ প্রকার প্রসিদ্ধ । আর দেশীয় গীতে যেয়াল্লিশ প্রকার ভেদপ্রসিদ্ধ ।

২৪। অতঃপর তালপাঠ স্বয়ং উল্লিসিত হয়ে উঠিল—

থৈয়া তথ-তথ-থৈয়া, তথ-তথ-থৈয়া-তথত্ৰিতথ-থৈয়া ।

থৈয়া তথ-তথ-থৈয়া, থগ-থগ-থগ-তত্ৰিতথ-দিগণথৈঃ ॥

২৫। অতঃপর তালপাঠের ঐ বোল অনুসারে সেই তালধারিণীদেবী কাসার করতাল হাতে নিয়ে
ডানে-বায়ে-উপরে-নীচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কোনও অনির্বচনীয় অষ্টম স্বর (‘সারেগামার’ মতো এক নূতন স্বর) ঘোষণা
করতে লাগলেন, যা লঘু-গুরু-প্লুত-দ্রুত-বিরাম-মাত্রা ক্রমে কখনও বোলের সহিত কখনও এখনই চলতে
লাগলো ।

২৬। ততশ্চ, শব্দান্তে মৌরজিক্যা মুরজবরমুখে পাণিনোদ্বাট্যমানা
উপাঙ্গিক্যাপ্যুপাঙ্গং ক্ষুরদধরদলং নিহিত্রে কস্পকণ্ঠম্ ।
গাংস্তো রাগরাজীঃ সময়সমুচিতা হুংক্রিয়াভিঃ কলাভি-
যন্ত্রে ঝঙ্কারয়ন্তোহখিলরবমিলনে দত্তকর্ণা বিরজুঃ ॥

২৭। সপ্ত স্বরাঃ সদনুবাদিবিবাদিবা-দি-সম্বাদিনঃ স্থলবশেন চতুর্বিভেদাঃ ।
তাত্শৈকবিংশতিরপি শ্রুতয়ো যথাস্বং, গ্রাম্যাস্ত্রয়ঃ শ্রুতিসমা অথ মূর্ছনাশ্চ ॥

২৮। ত্রিলক্ষী তানানাং নবশতযুতৈঃ সপ্তদশভিঃ, সহস্রৈযুক্তোষ্টাদশ পরিচিতা জাতিরপি চ ।
ত্রিধা রাগাঃ পঞ্চাশদথ পরিপূর্ণাদিভিদয়া, বিশুদ্ধাঃ সঙ্ঘীর্ণা অপি বহুবিধাঃ প্রাচুরভবন্ ॥

পরিচীতিতঃ ॥” ইতি । “ক্রিয়া তু দ্বিবিধা প্রোক্তা নিঃশব্দা চ সশব্দিকা” ইতি ॥

২৬। মৌরজিক্যা মুরজবাদিকা পাণিনৈনাদ্বাট্যমানাঃ শব্দাঃ, উপাঙ্গধারিণ্যা উপাঙ্গং নিহিত্রে, উপাঙ্গমূল-
ঘাটরামাসিরে ইত্যর্থঃ । ক্ষুরদধরদলং কস্পকণ্ঠমিত্যুপাঙ্গবিশেষণং ক্রিয়াবিশেষণং বা ॥

২৭। সপ্তস্বর্য ইত্যন্তানন্তরলোকহেন প্রাচুরভবনিত্যেননাশ্রয়ঃ । সন্তশ্চ তে অনুবাদাদয়শ্চেতি তথা তে: জহক্তম্
—“চতুর্বিধাঃ স্বরা বাদী সংবাদী চ বিবাদ্যপি । অনুবাদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুলঃ স্বরঃ । রাজরূপঃ স বিজ্ঞয়োহনু-
বাদী ভূতমতঃ । বিবাদী শত্রবজ্জ্ঞেয়ো রাগভঙ্গকরো মতঃ ॥ সংবাদী মন্ত্রিবৎ প্রোক্তঃ স্বরশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥” ইতি ।
শ্রুতিসমাস্তত্ত্বতু চিত্তা গ্রামাঃ ॥

২৮। তানানামেকোনপঞ্চাশৎসংখ্যাভেন প্রসিদ্ধানামপি ত্রিলক্ষীতি । তহক্তম্—“মূর্ছনা এব তানাঃ স্ত্যা: শুদ্ধা

২৬। অতঃপর মৃদঙ্গশ্রেষ্ঠেরমুখে মৃদঙ্গীর হাতের চাঁটিতে ধ্বনিত শব্দ হইয়া ঝঙ্কারাদি-বাদিকাগণ ঝঙ্কারাদি
বাতে উঠিয়ে নিলেন—তখন তাঁদের অধরদল দাঁপ্ত হয়ে উঠছিল এবং কণ্ঠ কস্পিত হচ্ছিল । আর এদিকে
গায়িকাগণ সময়োচিত নিপুণতায় ছঙ্কারধ্বনিবারা রাগরাজি যন্ত্রে ঝঙ্কারিত করাতে করাতে অখিল ধ্বনির এক
তানতার দিকে কান ফেলে দাঁপ্ত পেতে লাগলেন ।

২৭। ‘সারেগামা’ সপ্তস্বর স্থানবিশেষের বশীভূত হয়ে চতুর্বিধ উৎকৃষ্ট বিভিন্নতায় প্রকাশিত হয় যথা—
অনুবাদী, বিবাদী, বাদী এবং সম্বাদী । (যে স্বর কার্যকালে প্রচুর ব্যবহার হয় ও রাগের স্বরূপ নিরূপণ করে
তাই বাদী, এ রাজার তুল্য । পঞ্চমের তুল্য শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর—সম্বাদী, এ পাত্র । গাঙ্কারাদি চারিস্বর—বিবাদী,
এ শত্রু । এদ্ব্যতীত স্বর সমুদয় অনুবাদী, এ রাজপাত্রের অনুচর ।

স্বরের অবয়ব শ্রুতি ২২ প্রকার—তীব্রা, কুম্বতী ইত্যাদী । আর এই সব শ্রুতির উচিত তিনটি
গ্রাম আছে, যথা ষড়্জ, মধ্যম এবং গাঙ্কার । গ্রামের সপ্তমভাগের নামই মূর্ছনা; স্বর সংযুক্ত হইতে রাগত
প্রাপ্তি করে, এ আবার গ্রাম থেকে উৎপন্ন হয় । প্রত্যেক গ্রামের সাতটি করে মূর্ছনা, মোট মূর্ছনা ২১টি—
ললিতা, পঞ্চমা, রোদ্রী ইত্যাদি । এরা সব প্রকটিত হয়ে গেল ।

২৮। স্বরের আরোহন মুখে মূর্ছনা সকলই তান হয় । তান সংখ্যা ৪৯ হলেও তান থেকে কূটতানের
উদয় হয় বলে এর সম্যক্ গণনা সম্ভব নয় । এই রাসে তিন লক্ষ তান প্রকট হল । (জাতি—রাগের আকর স্থান ।

- ২৯। তত্র— শ্রুতিজাতিমূহ'নানাং, গমকানাং চাপি পঞ্চদশকানাম্ ।
ব্যক্তিন' কণ্ঠতট ইতি বিধিন। বিহিতে চলাচলে বৌণে ॥
- ৩০। চিত্রং চিত্রমগো মহ,দিহ রাসারসুলীলায়াম্ ।
কণ্ঠেরেব হি তাসাং, তয়োঃ পরীক্ষা পরম্পরং চক্রে ॥
- ৩১। ততশ্চ, আদিষতির্নিসাক-সুখাডু তালসুখা ত্রিপুটসংজ্ঞঃ ।
রূপককম্পকমণ্ডা-সুখৈকতালী চ রঞ্জকঃ সূড়ঃ ॥

আরোহণং প্রিতাঃ। তেযাং ভূবিতরা ভেদাঃ কতান্ কাং'মোন বক্ষ্যতি ॥" ইতি। পরিপূর্ণাদি-ভিদয়া রাগাঃ পঞ্চাশৎ মুখ্যাঃ, ত্রিধা প্রথমং ত্রিবিধাঃ, ততশ্চ বিশুদ্ধাঃ সঙ্কীর্ণাঃ, অপিকারাং সালগাংশ্চৈতি বহুবিধাঃ। যত্নক্ৰম্—"স চ রাগস্ত্রিধা পূর্ণবাড়বোড়বভেদতঃ। তত্র সপ্তস্বরঃ পূর্ণঃ ষট্‌স্বরৈঃ বাড়বো মতঃ ॥ পঞ্চস্বরৈরবোড়বঃ ত্র্যং প্রত্যেকং ত্রিবিধস্ত সঃ। শুদ্ধ-সালগ সঙ্কীর্ণভেদৈর্ভেদতসম্মতঃ ॥ অন্তোপজীবিতা-শূন্তঃ শুদ্ধোহন্তোপজীবনাং। সালগঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কীর্ণো দ্বয়-জীবনাং ॥" ইতি ॥

২৯। গমকানাং স্বরকম্পনানাম্; যত্নক্ৰম্—"স্বরস্ত কম্পো গমকঃ" ইতি। চলাচলে ইতি; যত্নক্ৰম্—"স্বর'ণাং চলনাদবীণা চলবীণেতি কথ্যতে। অচলা শুদ্ধবিকৃতস্বরৈরযুক্তাত্র সম্মত। ॥" ইতি। তয়োরেব শ্রুত্যাঙ্গীনাং ব্যক্তিরিতার্থঃ।

৩০। তয়োর্বীণয়োঃ, চলবীণায়ামচলবীণায়াঞ্চ তাসাং শ্রুত্যাঙ্গীনাং পরীক্ষা কণ্ঠেরেব কর্তৃভিঃচক্রে কৃত্বা কর্ণো-ন্নীতশ্রুত্যাঙ্গীদৃষ্টেয তে বীণে ক্রমাগিক্রিয়েতে ইত্যর্থঃ। পরস্পরমিতি কদাচিত্তাত্যামপি স্বপ্রামাণ্যং শ্রোত্যা সংস্থাপ্য কর্ণেষু পরীক্ষা চক্রে ইতি বিধিঃ। সর্গদূরবর্তিত্ততা গোপ্য ইতি ভাবঃ ॥

৩১। অথ তত্র প্রবন্ধগানমহুকথরিয়ন্ সুড়াষা প্রবন্ধলক্ষণস্ত মতভেদেন বৈবিধ্যাত' স্বয়মেব লক্ষয়ন্তি—আদি-

শুদ্ধ জাতি ৭ এবং বিকৃত জাতি ১১=মোট জাতি ১৮। শুদ্ধজাতি বাড়জী আর্ষভী ইত্যাদী। বিকৃত জাতি ষড়্‌জ কৈশিকী, রজ্জগাঙ্গারী ইত্যাদি।) পরিচিতা জাতি অষ্টাদশ হলেও এই রাসে ১৭ হাজার ৯ শত জাতি প্রকট হল। আরও তিন প্রকার রাগ পরিপূর্ণাদি ভেদে পঞ্চাশ রূপে এবং পরে বিশুদ্ধা ও সঙ্কীর্ণা ভেদে বহুত প্রকারে প্রকটিত হয়ে গেল এই রাসে। (রাগ—উনবিংশতি স্বর ও বর্ণে অলঙ্কৃত চিত্তরঞ্জক ধ্বনি। শ্রী, বসন্তাদি ছয় রাগ। রাগভাষা—মালশ্রী, তোড়ী ইত্যাদি ছত্রিশ রাগিণী। আবার এদের মিশ্রণে অনন্ত মিশ্র রাগ রাগিণীর উৎপত্তি হয়)।

২৯। এর মধ্যে-শ্রুতি জাতি-মূহ'নার এবং পঞ্চদশ গমকের (স্বর কম্পনের) যে প্রকাশ, তা কণ্ঠতটে হতে পারে না, তাই ব্রহ্মা চল ও অচল দু প্রকার বীণার প্রবর্তন করলেন।

৩০। তথাপি অহো, এখানে রাসারসুলীলায় আশ্চর্য মহান আশ্চর্য এই যে চল-অচল বীণার উঠ'তিমুখী শ্রুতি আদির পরীক্ষা গোপীদের কণ্ঠের উপরই করে নিচ্ছেন পরীক্ষকজন অর্থাৎ কণ্ঠোন্নীত শ্রুত্যা-দির দৃষ্টিতেই নির্ধারণ করে নিচ্ছেন, চল-অচল বীণা ঠিক ঠিক বাজছে কি না। কদাচিৎ এই বীণাদ্বয়ও গর্ব-পূর্বক নিজেদের প্রামানিকতার বিষয়টি উঠিয়ে ধরে গোপীদের কণ্ঠের সঙ্গে যাচাই করে দেখে নিচ্ছেন।

৩১। (অতঃপর এখানে প্রবন্ধ-গানের কথা বলতে গিয়ে মহাকবি নিজেই সূড় নামক প্রবন্ধের

৩২। ঋবলক্ষণমণ্ডলক্ষণা, বথ সূড়াবপি শুদ্ধসালগৌ।

বিবিধা বিষমা গতিস্তয়ো-স্তত এতাবপি রেজুহুস্তদা ॥

৩৩। ততশ্চ প্রবন্ধগানানুবন্ধে—

থৈথৈথৈথৈ তিগড়তিগথৈ থৈতি পাঠানুকৃত্যা-বিহুস্ত্যো ভুবি পদন্তলং দোল'তামন্তরিক্ষে।

বামাবর্তে সন্ধদধ সন্ধদক্ষিণাবর্তে এবং নৃত্যান্তান্তা সরসমধুরং মণ্ডলস্থা বিরজুঃ ॥

৩৪। বক্তে গানং তদভিনয়নং পার্শ্বপক্ষে পদাক্ষে

তালো গ্রীবাভুবি বিধুবনং দোলনং নেত্রযুগ্মে।

বামাবামস্থলনবলনা তারকায়াং দৃগন্তঃ

কৃষ্ণে শ্রেমা মনসি যু-পন্তুলামাসামথাসীং ॥

রিতি। আদিতালঃ, তদাদিভিরেব তাল্যন্তৈর্নবভিত্ত্যলৈঃ হুড়ো ভবতি। রঞ্জয়তীতি রঞ্জকঃ ॥

৩২। ঋবস্ত লক্ষণং যত্র, মণ্ডস্ত লক্ষণং যত্র, স চ স চ তাবপি শুদ্ধসালগৌ হুড়ো, ততঃ কণ্ঠত এব রেজুতুঃ।

অথ তয়োঃ সূড়য়োবিবিধা গতিরপি ররাজেতি বচনবিপরিণামেন সঙ্কঃ। “এলাকরণটকীভিবর্ত্তিতা গোবড়েন চ। লন্ত-
রাসৈকতালীভিরষ্টভিঃ হুড় উচ্যতে ॥” ইতি শুদ্ধহুড়লক্ষণম্। “আত্মো ঋবস্ততো মণ্ডঃ প্রতিমঠো নিবাক্কঃ। অডুতালন্ততো
রাস একতালীতি সপ্ত তে ॥” ইতি সালগহুড়লক্ষণঞ্চ রজাকরাহ্যক্ং গ্রন্থকৃতাং ন সম্মতমিত্যবসীয়েত ॥

৩৩। সন্ধদেববারং বামাবর্তে, অথ তথৈবৈকবারং দক্ষিণাবর্তে চেত্যেবম্ ॥

৩৪। নৃত্যঙ্গভূতানাং গানভিনয়াদীনাম্ পৃথক পৃথগবস্থিতিপরিপাটীমাহ—বক্ত ইতি। গ্রীবাভুবি গ্রীবাশ্রেণে
বিধুবনং বাহ্যাদেগীতার্থস্ত বাস্বাদনসূচকং কল্পনম্। নেত্রয়োদোলনং সভাকৃত্যাস্বাদন-তারতম্যাবধানার্থম্। বামাবাময়োঃ
সব্যদক্ষিণয়োঃ স্থলনস্ত গতিলাঘবানুকূলপরিবর্তনস্ত বলনং সুবলিতত্বম্ ॥

লক্ষণ করছেন,—মতভেদে এর লক্ষণ বহু প্রকার পাওয়া যায়, (সেই কারণে)। ‘সুড়’ নয় প্রকার যথা—আদি,
যতি, নিসারু, অডু, ত্রিপুট, ঝম্পক, মণ্ডক ও একতালী। এ শ্রোতার মনকে রঞ্জিত করে।

৩২। অতঃপর তখন ঋবলক্ষণযুক্ত এবং মণ্ডলক্ষণযুক্ত দুইটি শুদ্ধ ‘সালগ সূড়’ এবং তৎপর তাদের
বিবিধ বিষম গতিও অতিশয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোপীদের কণ্ঠে।

৩৩। অতঃপর প্রবন্ধ-গান আরম্ভে—

‘থৈ থৈ থৈ থৈ-তিগড় তিগথৈ-থ’, এইরূপ বোল আবৃত্তি অনুসারে ভূমিতলে পদবিছাস করতে
করতে আর বাহুলতা আকাশে ছুঁড়তে ছুঁড়তে একবার বা পাকে একবার ডানপাকে সরস মধুর ভাবে নাচতে
নাচতে গোপীগণ চক্রের পরিধিতে চলে গিয়ে শোভা পেতে লাগলেন।

৩৪। (নৃত্যঙ্গভূত গান ও অভিনয়াদির পৃথক পৃথক অবস্থিতি পরিপাটি বলা হচ্ছে—)

অতঃপর চলেতে লাগল যুগপৎ সমানভাবে মুখে গান, করকমলে তদভিনয় (বাহ্যাদি গীতার্থের
আস্বাদন সূচক), গ্রীবাশ্রেণে কল্পন (সভাসদগণ কৃত আস্বাদন তারতম্য বুঝবার জহা), নয়নে দোলন
আর নয়নতারায় (গতিলাঘব অনুকূল) বামে দক্ষিণে পিছনের সুবলিততা, কৃষ্ণে কটাক্ষ এবং মনে শ্রেমা।

- ৩৫। জানুংক্ষেপভুজাবধূননপদস্থাসৈঃ সগৰ্ভভ্রমৈ-
রভ্রাঙ্গাসবশাদ্ভ্রতেপি নটনে সা সূত্রবাং মণ্ডলী ।
অন্তবর্তিমুকুন্দকাস্তিলহরীসূত্রেষিবাণ্ডক্ষিতা
নো ভুগ্না চ বক্রতামুপগতা সব্যাপসব্যাক্রমৈঃ !
- ৩৬। পাদস্থানৈঃ সশব্দৈর্মুদ্রমুখরমণীনুপুংস্বানরম্যৈ-
ধীধীধীধীতধীধীতানুপমমধুরৈস্তালপাঠৈশ্চ মিশ্রৈঃ ।
সব্যাসব্যাক্রদোলৈঃ স্থলিতকুচপটং মধ্যভঙ্গাপশঙ্কং
ধুয়ানা বাহুবল্লীং ননৃতুরতিমুদাবর্তয়োদেব তুল্যম ॥
- ৩৭। বৈদিক্যো বৈদিক্যো মৃদু মৃদু ননৃতুঃ পাদবিজ্ঞাসমাত্রৈ-
র্গায়ত্রস্তালধারিণ্যপি কিমপি তথা গীততালানুকৃত্য ।
শঙ্কানুদ্বাটয়ন্ত্যো বিদধুরথ তথা মৌরজিক্যোহপি নৃত্যঃ
দেহং কিংস্বেকসূত্রপ্রাধিতমিব দধুস্তাঃ সমং নর্তকৌভিঃ ॥
- ৩৮। এবং সব্যাপসব্যাক্রমণকৌতুকে—

বামাবর্তেন কৃষ্ণো ভ্রমতি যদি তদা দক্ষিণাবর্তরীত্য
তদ্বজ্রো মণ্ডলস্থা বিদধতি নটনং সম্মুখীনাঃ ক্রমেণ ।

- ৩৫। সগৰ্ভভ্রমৈর্গর্ভেহস্তরাস্তরা ভ্রমো বর্ণনং তৎসহিতৈঃ । নো ভুগ্না ন ভঙ্গং প্রাপ্তা ॥
- ৩৬। মধ্যস্থতিকার্শাদভঙ্গ ইবাপ্যগতা শঙ্কা বজ্র তদ্বৎ স্যাত্তথা ননৃতুঃ । আবর্তয়োবামদক্ষিণরোঃ ॥
- ৩৭। নৃত্যানুরোধবশাৎ নর্তকীরত্বস্বতা ভ্রমস্তীনাং বৈদিক্যাদীনামপি দৈবাতত্বেব নৃত্যমেবাভুদিত্যাহ—বৈদিক্য
ইতি । উপলক্ষণমেতৎ । ভ্রমাপনোদনার্থং ব্যাজনধারিণীনাং তাম্ৰলাদিসমর্পিকাণাং চানুচরীণামপি ॥

৩৫। অতি উল্লাস বশে অগ্নরে অস্তরে স্বর্ণনের সহিত জাহ্নু উর্ধ্বে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাহুবলয় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে
পদবিজ্ঞাসে ক্রম নঃচলেও সেই সুনয়নামণ্ডলী ভেঙ্গেও পড়ল না, বক্রতাও প্রাপ্ত হল না ডানে বায়ে পদক্ষেপে,
ভিতরের মুকুন্দকাস্তি লহরী-সূত্রে গাঁথা থাকায় ।

৩৬। কোমল শঙ্কায়মান মণিনুপুরের ধ্বনিতে রমণীয় শব্দ পদবিজ্ঞাস এবং ‘ধী-ধী-ধী-ধীত-ধীধী’
একপ মধুর বোল আবৃত্তি—এ ছুয়ের মিশ্র শব্দের সহিত এবং ডানে বাঁয়ে অঙ্গদোলনের সহিত কুচবস্ত্রের স্থলিত
অবস্থায় ও কটি অতি কৃশ বলে যেন ভেঙ্গে পড়ছে, একপ হলেও শঙ্কারহিত অবস্থায় বাহুলতা আন্দোলিত
করতে করতে অতি হর্ষে নাচতে লাগলেন ডান-বা পায়ে সমান ভাবে রমণীমণ্ডলী ।

৩৭। বীণাধারিণীগণ ও বেণুবাদিনীগণ শুধু পাদবিজ্ঞাস করে ধীরে ধীরে নাচতে লাগলেন । গায়িকা-
গণ ও তালধারিণীগণও সেইরূপ একই ভাবে নাচতে লাগলেন, গান ও তাল অনুসরণে । মৃদঙ্গবাদিকাগণ
মৃদঙ্গে উচ্চ ধ্বনি তুলে সেইরূপ একইভাবে নাচতে লাগলেন—তখন মনে হচ্ছিল যেন এঁরা সবাই নর্তকীদের
সঙ্গে এঁদের দেহ একই সূত্রে গোঁথে নিয়েছেন ।

ইথাং তাঃ সোহপি শব্দং সরসসকৃতকং প্রাতিলোম্যানুলোম্য-
স্বীকারেণৈব নৈব ভ্রমিনটনকলাকলিপারং স্য গাতে ॥

৩৯ ।

দীপালোকে প্রসরতি যথা বামভাগে পুরস্তাদ-
ধ্বান্তস্তোমঃ সরতি সহসা দক্ষিণেনৈব পশ্চাৎ ।
ইতান্নোত্তঃ প্রকটমুভয়োৰ্য্যতয়ে ব্যতায়ঃ শ্রা-
ভাসাং তস্তাপি চ তনুমহঃ পুরয়োস্তদ্বদাসীৎ ॥

৪০ । বাত্মাদি মণ্ডলবিলাসি বিলাসিনীনাং, নৃত্যানুগং চ হরিনৃত্যসহায়মাসীৎ ।

গানং তু ভিন্নমভবৎ স্তূলশো জগন্তং, চন্দ্রাদিকং স তু জগৌ ললিতানি চাসাম্ ॥

৩৮ । তদ্ব্যং: কথং তাতা: ? কৃষ্ণস্য সম্মুখীনা: । ক্রমেণেতি যদি দক্ষিণা বর্তেন কৃষ্ণো ভ্রমতি, তদা তা বামাবর্ত-
রীত্যেত্যর্থ: । নৈব গাতে স্য, নৈব প্রাপু:, তত্তংকৌশলোদগমস্যাবিরামাদিতি ভাব: ॥

৩৯ । পুরস্তাদগ্রন্থদেশে বামভাগে প্রসরতি সতি দীপালোকে ধ্বান্তস্তোমস্তচ্ছায়ারূপ:, তৎপশ্চাৎগ্রন্থদেশ এব তদ-
দক্ষিণভাগ এব সরতি যথা তদং ॥

৪০ । মণ্ডলবিলাসি মণ্ডলস্থং বাত্মাদি হরিনৃত্যসহায়ং সৎ বিলাসিনীনাং নৃত্যানুগংসীৎ । স্তূলশ: স্ত্রিয়স্তং
শ্রীকৃষ্ণং জগু: । স তু শ্রীকৃষ্ণ:, চন্দ্রাদিকম্ । তচ্চ কচিং শ্লেষণ, কচিং দ্বিত্বাক্ষরপরিবর্তেন চ সহ গানং জ্ঞেয়ম্ । যথা—
(ভ০ র০ সি০ ১।১।১) “অখিলরসামৃতমূর্তি:, প্রস্রবরকচিক্রুদ্ধতারকাপালি: । কলিতশ্রামাললিতো, রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জ-
য়তি ॥” “যামিনীকৃতকচি: শুচিকান্তি:, শক্তিকাবলিবিভাবি কচশ্রী: । বটপদালিকলিতৈ: কলগীতৈ:, পশু ভাতি কুম্ভা-
কর এব: ॥” ইতি । আসাং ললিতানি চেতি, যথা—“বদনং মধুরিমসদনং, চলনং দলনং করীন্দ্রকীর্তীনাং । হসিতং
দৃগভিলষিতং, তব সবয়ো বর্ণ্যতাং কেন ॥” ইতি ।

৩৮ । অতঃপর ডান-বাঁ পাকে ঘূর্ণনৃত্যকৌতুকে—কৃষ্ণ যদি বাঁ পাকে ঘুরপাক খেতে লাগলেন তখন
মণ্ডলস্থা স্তূন্দরীগণ কৃষ্ণের সম্মুখীন হয়ে ডান পাকে ঘুরপাক খেতে লাগলেন, আবার কৃষ্ণ যদি ডান পাকে
তখন এঁরা বাঁ পাকে—একপে নৃত্য চলতে লাগল ।

৩৯ । দীপালোক বামভাগে সম্মুখে সরে সরে গেলে যেমন দক্ষিণ ভাগের ছায়ারূপ অন্ধকারাশি
সরে সরে আসে, আবার কখনও এইরূপ পরস্পর উভয়ে উন্টাপাণ্টা ভাবে প্রকাশিত হয় তেমনই ভাবে গোপী-
দের এবং কৃষ্ণের পরস্পর উন্টাপাণ্টা চলনে তাঁদের তমুর গীতশ্রাম জ্যোতিপুঞ্জ উন্টাপাণ্টা ভাবে চলছিল
যথা দীপ স্বরূপ গোপীগণ বামভাগে সম্মুখে সরে সরে গেলে তাঁদের ছায়ার মতো কৃষ্ণ রূপ অন্ধকার তাঁদের
কাছে সরে সরে আসছিল, আবার এর উন্টাও হচ্ছিল ।

৪০ । চক্রবেড়ে অবস্থিত বাত্মাদি হরির নৃত্যের সহায় হওত বিলাসিনী গোপীগণের নৃত্যানুযায়ী
হচ্ছিল । গান কিন্তু পৃথক পৃথক হচ্ছিল—সুনয়নী রমণীগণ গাইছিল শ্রীকৃষ্ণমাধুরী, ‘অখিলরসামৃতমূর্তি’ ইত্যাদি;
আর কৃষ্ণ গাইছিল চন্দ্রের মাধুরী, ‘যামিনীকৃতকচি’ ইত্যাদি । গোপীগণ আবার কখনও ললিত রাগিনীতে
গাইছিল ‘বদনং মধুরিমসদনং’ ইত্যাদি ।

৪১। তাসাং তালবিমোক্ষ-নির্ভরহতিকোভেণ নিঃসারিণা
পাদান্তোরুহ-শীধুনেব পুলিনং তৎ সিক্তমাসীদিব ।
যন্তাদৃশ্চতিমাত্রচিত্রনটনাবেগেহপি নৈকং রজ্জো
ধূতং কিং হু রজ্জাংসি তাত্ৰপি তদানন্দেন জাড্যং যযুঃ ॥

৪২। কিঞ্চ, প্রত্যেকং স্নুদৃশাং কপোলফলকে বিশ্বেদগতং নৃত্যতঃ
শ্রীকৃষ্ণস্ত বপুঃ সনৃত্যমপি তদ্ব্যক্তং স্ম তং কিঞ্চন ।
তাসামাননপদ্যধুনবিধি-ব্যাদ্যুতমাসাং যথা
না না না সুরসা তথা ভবতো নৃত্যস্ত লক্ষ্মীরিতি ॥

৪৩। নৃত্যস্তাঃ কতিচিং সরোরুহদৃশঃ প্রারব্ধনৃত্যান্তরে
কৃষ্ণালিঙ্গনমঙ্গলোৎসবনবে প্রোদ্ধুতরোমোদগমঃ ।
জাতোৎকণ্ঠমকুণ্ঠকুহরং প্রোম্মীয় রাগান্তরং
গায়ন্তি স্ম নিশম্য যৎ প্রমুহুঃ সঙ্গীতদেবোহপি চ ॥

৪৪। অসংকীর্ত্তান্ জাতিশ্রুতিগমকবর্গেণ সরসান্, সগাক্ষারগ্রামান্ বিশকলিতভেদান্ স্বরগগান্ ।
সমুন্নিহ্নো কাচিং সমমবভিদা তেন চ মুহুঃ, পুপুজে সা সাধিব্যাহুপমমুদা মোদিতহৃদা ॥

৪১। শীধুনেতি প্রবেশরূপ-মধুনেত্যর্থঃ ॥

৪২। বিশ্বেদগতং প্রতিবিশ্বিতমিত্যর্থঃ । তৎ কৃষ্ণস্ত সনৃত্যং বপুঃ কত্ তং শ্রীকৃষ্ণং নৃত্যন্তং কিঞ্চন ক্রতে স্ম ।
আসাং যথা নৃত্যস্ত লক্ষ্মীঃ সুরসা তথা ভবতঃ । না না না ইতি শ্রোত্ৰ্য্য নিবেদয়ন্ত ॥

৪৩। উৎসবেন নবং নবং যথা স্তাভবা, প্রোদ্ধুতো রোমোদগমো যাসাং তাঃ ॥

৪১। গোপীদের তাল-উঠানোর অতিশয় চাপরূপ মন্থনে নিংড়ানো পাদকমলের ঘর্মরূপ মধুতে সেই
পুলিন যেন ভিজ্জে গিয়েছিল। যেহেতু তাদৃশী অতিমাত্র আশ্চর্য নটনবেগেও একটি ধূলিকণাও সেখানকার
উড়তে আরম্ভ করে নি। অহো এই রাসানন্দে ধূলিকণাগুলিও কি জাড্য প্রাপ্ত হয়ে গেল।

৪২। আরও, প্রত্যেক স্নুদৃশনীদের কপোলফলকে সনৃত্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিশ্ব পড়েছিল, যা আন্দো-
লিত হচ্ছিল গোপীদের মুখ-চুলানোর তালে তালে। সেই নাচুনি প্রতিবিশ্ব নৃত্যপরায়ণ কৃষ্ণকে যেন কিছু
বলছিল। ওগো নটনপণ্ডিত, এ-রাসমণ্ডলে গোপীদের নৃত্যের যেমন শোভা তেমন সুরসা শোভা তোমার নৃত্যে
হয় না হয় না হয় না।

৪৩। নৃত্যপরায়ণ কোনও কোনও কমলনয়নী আরও নৃত্যের শেষে কৃষ্ণালিঙ্গন-উৎসবে নবনব ভাবে
বিপুল রোমাঞ্চ ধারণ করে, উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে উদার কণ্ঠকুহরে অস্ত্র এক রাগ গাইতে লাগলেন, যা শুনে
সঙ্গীতদেবীগণও একেবারে ঘূর্ণাগত হয়ে পড়লেন।

৪৪। কোনও গোপী অশ্বনাশন কৃষ্ণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উদার, জাতি-শ্রুতি-গমকবর্গের দ্বারা
সরসীকৃত, গাক্ষার নামক গ্রামযুক্ত এবং সম্পূর্ণ ভদ্রবিশিষ্ট স্বরনিকর ঠিক ঠিক কণ্ঠে তুলে নিলেন। এতে কৃষ্ণ

৪৫। সগরিমপধনিষু সকলা-লঙ্কৃতিমণিভিঃ স্তম্ভলঙ্কৃতিষু।

স্বরসমুদয়েষু তাসাং, ধামসু চ শ্রীতিমাযযৌ কৃষ্ণঃ ॥

৪৬। তা দিক্ তা দিগিগতি ননাদ যন্মদঙ্গ-সুচ্ছুতা সুরপুরনর্তকীসমাজঃ।

আশ্বাসং সমলভত স্বকীয়নিন্দা-বাদোহপি শ্রবণরসায়নঃ স তাসাম্ ॥

৪৭। এবং স্বাতন্ত্র্যেণ নর্তিত্বা সমনস্তরমনস্তরসোহস্তরসোষ্ময়মাণমদমনানন্দো মুকুন্দো নৃত্যস্তীষু
বাদয়স্তীষু মণ্ডলস্থায় রমণীমণীষু,—

বৈদগ্ধ্যোবাস্তু দেব্যা স্বয়মিব রচিতাং সর্বখেদাপনুত্তৈ

সৌহিত্যোপায়সিদ্ধৌষধিমিব সরসাং শ্রেমপীযুষবর্ধৈঃ।

দোৰ্ভ্যামালিন্য রাধাং সতড়িদিব বনো হেমবল্লোব রুদ্ধ-

স্তাপিঞ্জঃ পিঞ্জমৌলিঃ সহ নটনকলাকৌতুকেনাননন্ড ॥

৪৪। বিশকলিতা অঞ্চুতাঃ সম্পূর্ণা এব ভেদা যেষাং তান্ ॥

৪৫। তাসাং রসমুদয়েষু ধামসু রূপেষু চ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীতিমাযযৌ প্রাপ্তঃ। দ্বয়েষু কথংভূতেষু? সগরিমপধনিষু
ষড়্জ গান্ধার-ঋষভ মধ্যম পঞ্চম-ধৈবত-নিবাদেষু; পক্ষে, স ইতি কৃষ্ণবিশেষণম্; গরিমাণং গৌরবং পাতি রক্ষতি বন্ধনং
লাবণ্যমাধুর্ষাদি ভদ্রংসু। সকলাঃ কলসহিতাঃ সকৌশলা বা অলঙ্কৃতিমণয় আলপ্যাকৃত্ত মুখ্যালঙ্কারাতৈঃ স্তম্ভলাঃ
শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতি ধৈবতং তেষু, পক্ষে স্পষ্টম্। শ্রুতিঃ শ্রোত্রং ব্যাতিঃ শ্রবণং বা ॥

৪৬। তা নর্তকীর্ষিক্ ॥

৪৭। এবং স্বাতন্ত্র্যেণ নর্তিত্বা দোৰ্ভ্যাঃ রাধামালিন্য ননর্ত। কীদৃশীম্? অস্ত শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বখেদাপনুত্তৈ বৈদগ্ধ্যা
দেবৈব্য স্বয়ং রচিতাম্। সৌহিত্যং তৃপ্তিঃ। সতড়িদিত্যাদিদৃষ্টান্তদ্বয়েন সৌন্দর্য্য স্বলিতত্বে উক্তে ॥

অনুপম হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে বার বার ঐ গোপীকে সাধু সাধু' বলে সম্মান দেখালেন।

৪৫। ঐ গোপীদের মধুর ধ্বনিযুক্ত আলাপচারীর অঙ্গভূত মুখ্য অলঙ্কারে সমঞ্জস বাইশ শ্রুতি-
সমন্বিত 'সগরিমপধনি' সপ্ত স্বর সমুদয় শ্রবণে এবং তাঁদের গৌরবের পালক লাবণ্য-মাধুর্ষাদি ধনে মণ্ডিত ও
সমস্ত অলঙ্কারের মণিদ্বারা পরম সুন্দর কর্ণ থেকে উদ্গত রূপের ছটা দর্শনে শ্রীতি প্রাপ্ত হলেন কৃষ্ণ।

৪৬। 'তা-দিক্-তা-দিক্' মৃদঙ্গ বাজছিল, তা শুনে স্বর্গীয় নর্তকী সমাজ অতিশয় প্রবোধনই লাভ
করছিল। কারণ এ তাদের নিন্দাবাদ হলেও কর্ণরসায়ণ হচ্ছিল যে।

৪৭। এইরূপে রাসমণ্ডলস্থ রমণীমণিগণ নৃত্য করতে থাকলে এবং মৃদঙ্গাদি সকল বাত্মনিচয় বাজতে
থাকলে ক্রমবর্ধমান কাম-গর্ব-কামানন্দে পূর্ণহৃদয়, অনন্তরসস্বরূপ মুকুন্দ স্বাধীন ভাবে নাচবার পর—

সর্বখেদ অপনোদনের জন্য বৈদগ্ধ্যদেবী কতৃক স্বয়ং রচিতা, তৃপ্তির উপায় সিদ্ধৌষধির মতো এবং
শ্রেমপীযুষ-বর্ষণে সরসা রাধাকে ভুৎয়ুগলে আলিঙ্গন-বদ্ধ করে বিজলি-বিজড়িত মেঘের মতো বা স্বর্ণলতা জড়িত
তমালবৃক্ষের মতো পিঞ্জমৌলি মুকুন্দ নটন কলা কৌতুকে নাচতে লাগলেন।

৪৮। ভগ্নাবস্থিতমগ্নথেষু কলিকাকুটৈর্মণিশ্চুস্বকো
রাখা তেন সমং ননর্ভ যদিদং তদ্বীক্ষ্য তাঃ স্তম্ভবঃ ।
তস্তা লাস্ত্রকলানুকূল্যকলনে জাতস্পৃহা অপাম্ব-
গাতুং বাদয়িতুং তথামুনটিতুং নৈষধ্যামাপেদিরে ॥

৪৯। গুণসম্প্রসারণ-বিকার-দীর্ঘ-হ্রস্বভাবাঃ কিল যে অভ্যাসধর্মাস্তে কিল ন সর্বত্রৈতি নৈতদাশ্চর্য্যম্,
—অভ্যাসমন্তরেণাপি তস্তাত্তদগুণানাং স্বভাবসিদ্ধত্বাং ॥

৫০। যদালোক্য উবংশী বশীভূতা অপরা অপ্সরসঃ সরসস্ত্রপাময়স্ত পয়োহবললস্বির ইব গতাশ্চারণা-
শ্চারণ্যসীমানং মানং জহুঃ, সিদ্ধনার্যো নার্যোচিতচরিতা গন্ধর্ব্যা দেব-মুনিবধ্বশ্চ কেবলং কুসুমানি কিরন্তি
স্ম, স্মরন্তি স্ম স্মরগরিমসৌভাগ্যম্ ॥

৪৮। ঐশ্বর্যং নাপেদিরে, ন শক্তা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥

৪৯। বোভূয়তে, বিদিত্বাতে, চকার, দদৌ, পাপচ্যতে—ইত্যাদিষু ক্রমেণ যে (পা০ ৭।৪।৮২) “গুণো যত্ত্বল্লুকোঃ
ইত্যাদিলক্ষণৈশ্চণ্ডাদয়োহভ্যাসধর্ম্মা দ্বিক্রান্তে পূর্বেহভ্যাসস্তদীয়া ধর্ম্মান্তেন সর্বত্র ন সার্বত্রিকাঃ কচিদব্যতিচরন্ত্যপীত্যর্থঃ
যত্নতম্—“অভ্যাস বিকারেষপবাদা নোৎসর্গান্ বাধন্তে” ইতি। পক্ষে, গুণানাং নৃত্য-গীত-পাণ্ডিত্যাদিনাং সম্যক প্রসারণ-
মাবিকরণং তচ্চ বিকারাণামৌৎসুক্য-মদ-চাপল্যাবেগাদীনাং মনোবিকারাণাং দীর্ঘহ্রস্বভাবা দৈর্ঘ্যহ্রস্বভাবানি কদাচিদ্বহুত্বং
কদাচিদল্লভমিত্যর্থঃ। তে চ তে তথা অভ্যাসঃ পৌনঃপুত্রে নানুশীলনং শুদ্ধম্, তত্র ভবা ইত্যর্থঃ। তথাভূতা অপি ন সর্বত্র
ন হি সর্বেষু জনেষেবাভ্যাসমাত্রেণৈব তে ভবন্তীত্যর্থঃ। তস্তা রাধায়াঃ তদগুণানাং তেষাং গুণানাং স্বভাবসিদ্ধত্বাদভ্যাসং
বিনাপি নিত্যং সত্তা বর্তত এবৈত্যর্থঃ ॥

৫০। যৎস্বভাবসিদ্ধত্বমালোকা পর্যালোচ্যেত্যর্থঃ। ত্রপাময়স্য সরসস্ত্রপাংস্যা পয়োহবললস্বিরে, ত্রপামগ্না বভূ-
বুরিত্যর্থঃ। চারণ্যশ্চারণস্বিরঃ, অরণ্যসীমানং লজ্জয়া বনাস্তমঃ, কুসুমানি কিরন্তি স্মেতি, তত্র বর্ণার্থমিতি ভাষঃ ॥

৪৮। কামদেব ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়লে তার ধনুকের চূর্ণ-অংশ আকর্ষণ করে যিনি নাথ ধরলেন
চুম্বকমণি সেই তাঁর সহিত রাখা যদি নটনকলা কোতুকে নাচতে লাগলেন, তখন তা দেখে সেই স্তম্ভগণ রাধার
লাস্ত্রকলার আনুকূল্য করবার জন্ত জাতস্পৃহ হলেও রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইরূপ গাইতে বাজাতে নাচতে
সমর্থ হলেন না।

৪৯। নৃত্যগীত পাণ্ডিত্যাদি গুণের সম্যক প্রকাশ এবং ঔৎসুক্য-মদ-চাপল্যাদি মনোবিকারের অল্ল-
বিস্তার স্বাভাবিকতা প্রাপ্তি পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা জন্মে চিকই, তবে সঙ্গ জনেই যে অভ্যাসমাত্রে জন্মে,
তাও নয়। রাধার গুণের স্বভাবসিদ্ধতা হেতু তাতে কিন্তু এসব বিনা অভ্যাসেই নিত্য বর্তমান।

৫০। এই স্বভাবসিদ্ধতা পর্যালোচনা করে—উবংশী রাধার বশীভূতা হয়ে পড়লেন, অপর অপ্সরাগণ
সরস লজ্জাময় জলাশয় যেন আশ্রয় করে লুকিয়ে পড়লেন, চারণ-স্রীগণ বনপ্রান্তে সরে পড়লেন, সিদ্ধগণের
স্রীরা গর্ব ভাগ করলেন, গন্ধর্ব-স্রীগণ আর্যোচিত চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেন এবং দেব-মুনিবধূগণ কেবল
পুষ্পবর্ণন করতে লাগলেন, আর কামগৌরব-সৌভাগ্য স্মরণ করতে লাগলেন।

৫১। রাধাকৃষ্ণে স্বরৌষং গরিমনিরিগমং ধৈবতাংশগ্রহাভ্যা-
মারোহেণাবরোহেণ চ গমকময়ং রম্যমুলাসয়ন্তৌ ।
তেনাতেনেতি নানারসমথ নটনং গানমপূঢ়রাগৌ
তেনাতে নেতিলোকং সরভসকুতুকোল্লাসমছোত্তজিঞ্চু ॥

৫২। তালাবসানসময়ে করপদ্মকোশ-ছাসং হরিঃ প্রিয়তমোরসি সংবিধন্তে ।
বামেন পাণিসরসীকরকোরকেণ, সাপি প্রিয়স্তু বিনিরস্ততি বাহুদণ্ডম্ ॥

৫৩। এবং চ বঞ্চনরহিত-প্রণয়োন্মুখেন মুখেন নিখিলসুন্দরীহৃদয়দরীহৃদয়মতিসহদয়ো হৃদয়োদিত-
মদনমোদামোদাতিলালসোহলসোহপি ক্ষণমপি ভাভির্মণ্ডলগতাভিরাভীরভীকৃতিঃ সার্কং ক্ষণমপি মধ্যস্থিতয়া
সমং নিঃসমং নটতি ॥

৫৪। এবমাহিতবলয়সলয়-সরসনৃত্যবিলাসেন রুচিঃ চিরং সময়ং গময়িত্বা প্রতিব্যক্তি ব্যক্তিমাংস্ত-

৫১। ধৈবতস্যাংশশচ গ্রহশ্চ তাভ্যাং সহ; তদুক্তম্—“অংশস্ত ব্যঞ্জকো গেয়ে বস্য সর্বংগুণামিনঃ। যঃ স্বয়ংগ্রহতাং
যাতো ব্যাসাদীনাং প্ররোগতঃ ॥” ইতি। “গ্রহ আগ্রহ ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ” ইতি; “ছাসং স্বরস্ত স প্রোক্তো
যো গীতস্য সমাপ্তিকৃতঃ” ইতি। তেনা তেনা ইত্যুলাপে মঙ্গলসূচকম্; তেনাতে বিকৃতবন্তৌ, ন ইতি লোকং লৌকিক-
প্রকাশরহিতং যথা স্যাত্তথার্থঃ। শব্দপ্রাজ্ঞাভাবব্যয়ীভাবঃ ॥

৫২। তয়োনাট্যাঙ্গসম্পাদনে নৈব শৃঙ্গারবিলাসচাতুরীমাহ—তালাবসানেতি ॥

৫৩। হৃদয়দরীং হরন্তীতি কিপ্। অয়ং ত্রিক্ষোহতিসহদয়ঃ ॥

৫৪। আহিতোহপিভো বলয়ে রাসমণ্ডলে সলয়ঃ সরসশ্চ যো নৃত্যবিলাসন্তেন প্রতিব্যক্তি জনে জনে ব্যক্তিং

৫১। এরই মধ্যে হর্বমিশ্রিত কৌতুক-উল্লাসে একে অণ্ডকে জয়ের ইচ্ছা বিশিষ্ট ও প্রগাঢ় রাগময়
রাধাকৃষ্ণ ধৈবত-অংশ (সপ্তস্বরের একটি) ও গ্রহ (গীতের প্রারম্ভিক স্বর) সহ আরোহ-অবরোহের দ্বারা গমক-
ময় ‘গরিমগিবিগম’ স্বরসমূহ (গাঙ্কারাদি সপ্তস্বর) রমণীয়ভাবে প্রকাশ করতে করতে ‘তেন তেন’ একরূপ মঙ্গল
সূচক আলাপে নানারস এবং তৎপর নাচগান উল্লসিত করে উঠালেন, লৌকিক প্রকাশ রহিত ভাবে।

৫২। (তাদের দুজনের নাট্যাঙ্গ সমাপনে শৃঙ্গারবিলাসচাতুরী বলা হচ্ছে —)

তাল-অবসান সময়ে ত্রীহরি নিজ উদ্দেশ্য সাধনে করপদ্মকোশরূপ ‘ছাস’ (গীতের সমাপ্তির সূচক স্বর)
প্রিয়তমার বক্ষেপরি ধরতে থাকলেন, রাধা বামপাণিপদ্মকোরকের দ্বারা প্রিয়ের বাহুদণ্ড এক ঝটকায় দূরে
সরিয়ে দিতে লাগলেন।

৫৩। এইরূপে আরও, বঞ্চনরহিত-প্রণয়োন্মুখ মুখের মাধুর্যে নিখিল সুন্দরীগণের চিত্তহারী ও অতি
সহৃদয় কৃষ্ণ হৃদয়োথ কামানন্দের আমোদে অতি লালস-অলস হলেও ক্ষণকাল সেই রাসচক্রের ঘেরে অবস্থিত
আভীর স্ত্রীগণের সঙ্গে এবং ক্ষণকাল কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাধার সঙ্গে নিঃসম ভাবে (মস্তক হুলিয়ে হুলিয়ে)
নাচতে লাগলেন।

৫৪। এইরূপে সুবিহ্বল রাসমণ্ডলে লয়ের সহিত সরস নৃত্যবিলাসে মনোজ্ঞ দীর্ঘ সময় কাটিয়ে

মানং পৃথক্ পৃথক্ তরতমভাবেন ভাবেন চাঙ্গিকেন সুকোমলকরকমলকমনীয়ামলাশ্চ লাশ্চ দিদৃক্ষুৰ্বাচ ।

৫৫। 'অয়ে ক্ষণমধূনা বিরমাতাম্, রম্যতাং পুনরালোকয়িষ্যে, তদ্বচিভং বিশ্রমণম্' ইতি সৰ্বাস্ত হিম-
বালুকাসমহিমবালুকাসমবেতে পুলিনোদরে দরেহিতালম্ভলম্ভানতয়া সলীলমুপবিষ্টাস্থ তাস্থ তস্মিন্নপি সময়-
কোবিদা বিদামগ্রণীঃ সপরিজনবৃন্দা বৃন্দা বৃন্দাবনদেবতা যোগমায়া চ যাচমানা তস্ত চ তাসাং চ শ্রীতিবিশেষম-
শেষমতিমনোহরং মণিময়-চষক তিরস্কারি-পলাশ-পলাশ-পুটক-পটলোপনৌতমতিশীতমতিমধুরফলফলরসকুসুম-
রসাদিকং রসাদিতমপরিমিতমিতরানিৰ্বাহুমতিরম্যতামূলমালালুলেপসহিতং হিতং তৎসময়স্ত সময়পনিহতুঃ ॥

৫৬। তদবলোক্য বয়স্তুগণৈঃ সহ কৃতং পুলিনজেমনমনবরতানন্দতুন্দিলেন বয়স্তুজ্ঞৈঃ সহ করিষ্য-
মাণপুলিনজেমনমনসা মনসা বিস্মারয়তেব তেন তাভিঃ সঙ্কিৰ্বেদঙ্কিকয়া কমপি সময়ং গময়িতুমারম্ভে বিধীয়মানে
দিবি দিবিষদো ভাবিকৌতুক-দিদৃক্ষয়াহক্ষয়াভিলাষা নাপসম্পূঃ, নাপি সাপরাধতয়া তৎ পুনরহো রহোজ্ঞেনং

প্রাকট্যাপৎশমানং প্রাপ্যমানং সুকোমলাভ্যাং করকমলাভ্যাং কমনীয়ঞ্চ তদমলমাশ্চ বত্র তচেতি তথা তৎ ॥

৫৫। হিমবালুকা কপূরঃ; লম্ভমানতয়া কাম্যমানত্বেন; তস্মিন্নুপবিষ্টে সতি। পলাশস্ত কিং শুকবৃক্ষস্ত পলাশ-
পুটকানাং দলপুটকানাম্; অতিমধুরং ফলং পরিণামো যন্ত তাবুশং ফলরসং রসাদিতং রসৈঃ স্বাদৈরদিতম্; অখণ্ডিত-
মতিরঙ্কুতমিত্যর্থঃ ॥

৫৬। বয়স্তুগণৈঃ সহ কৃতং পুলিনজেমনং বিস্মারয়তেব মনসা করণেন তেন কৃষ্ণেন কত্রী সঙ্কিৰ্বেদঙ্কিকয়া সহ-
ভোজনবৈদগ্ধ্যেন সময়ং গময়িতুমারম্ভে ক্রিয়মাণে সতি। তেন কথন্তু তেন? বয়স্তুজ্ঞৈঃ সহ করিষ্যমাণে পুলিনজেমনে

দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের লাশ্চ (স্ত্রীত্যা) দেখবার ইচ্ছায় তাঁদের প্রতিজনের নিকট তার কিছু বক্তব্য পেশ
করলেন, চিন্তাগত ভাবের বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ও তরতম ভাবে, আর নিজের আঙ্গিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে সুকোমল
করকমল যুগলের কমনীয়তা ও অমল মুখচন্দ্রের উজ্জ্বলতা তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরে।

৫৫। 'হে প্রিয়তমাগণ! এখন ক্ষণকাল জিরিয়ে নেও। আমাদের রুচিকর কিছু পুনরায় পরে
দেখবো। তদ্বচিভ বিশ্রাম তো চাই।' একথার পর কৃষ্ণ ও গোপীগণ কপূর কোমল শীতল বালুকাময় পুলি-
নের মাঝে কিঞ্চিৎ লীলা-আলম্বে কমনীয় ভাবে বসে গেলেন। সেই সময়ে প্রার্থয়মানা, সময়ভিক্ষা, বুদ্ধিমতীর
অগ্রণী যোগমায়া ও পরিজনবর্গের সহিত বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবী এসে উপস্থিত হলেন—এই রমণ
রমণীদের শ্রীতিবিশেষদায়ী, সময়োপযোগী, অপৰ্যাপ্ত এবং অতি মনোহর উপায়ন নিয়ে। যথা—মণিময় পান-
পাত্রতিরস্কারী পলাশপত্রের দোনায়ে ধরা অতি শীতল, অতি মধুর, পরিণামে হিতকারক ফলের রস এবং পুষ্প-
মধু প্রভৃতি। স্বাদে নিখুঁত, অপৰ্যাপ্ত, সাধারণ জন বানাতে পারে না এমন অতি রমণীয় তাম্বুলমালা-
অনুলেপন।

৫৬। এই সব দর্শন করে সখাগণের সঙ্গে কৃত পুলিনভোজন লীলা ভুল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা
হল কৃষ্ণের। মন ভরে উঠল তখন শুধু সম্মুখের এই সখীজনের সঙ্গে যে পুলিন ভোজন লীলা এই এক্ষণ-ই
সম্পাদিত হবে, তাতেই অভ্র আনন্দ পূর্ণ মনে সহভোজন বৈদগ্ধ্যীতে সময় কাটতে লাগলো। এদিকে আকাশে
ব্রহ্মাদি দেবগণ ভাবিকৌতুক দেখবার জন্য অক্ষয় অভিলাষ যুক্ত হওয়াতে অতীত সেরে যেতেও পারলেন না,

চ দদৃশুৰপি তু স্বম্পট্টৈরেব তিরস্করিণীং বিস্তারয়ামাসুঃ ॥

৫৭। এবমতিকৌতুকেন কেনচিদ্রহসি হসিতোপহসিতাদিনা মদন-মদনটনতরসা রসাস্তুরপ্রাপ্তাবিব
বিবর্জিত-হ্রীসঙ্কোচে বলবন্তরতরঙ্গে প্রেমানন্দসরস্বতি স্বতিসহজে সহ-জেমনং ফলফলরসপানকাদেবিধায় বনদেবতা-
ভিরপিহিতাদরাভিরাভিরাম্যতঃ সমুপনীত-শীতসলিলমাচম্য স্বনসারসারস্ব-মূলতাস্মূলবীটিকামিতরেতরতরলতর-
কৌতুকেপনীয়মানামাশ্বাত্ত তরণিতনয়য়া নয়ষাপিতেন কুমুদগন্ধিনা মরুতা কৃতানি দীর্ঘীকুব্ধতা মদকলকলহংস-
সারসানাং মুহুমধুরেণ মন্দমন্দমুপবীজ্যমানোহজ্যমানোহতিসারস্তেন পুনরপি বীরপানানন্তরং কামসংগ্রামকলামিষ
লাশুলীলামারভমাণো লৌলোপবেশমপহায় সমুত্তস্থৌ ॥

৫৮। উখায় চ—

পূর্বং গানান্তকৃত যদহো হস্ত তস্তাতিরিক্তং রাগং বংশী স্বরমথ জগৌ তুর্গমং গীতবিক্টিঃ ।

গ্রামং গান্ধারকমুপনয়ন্নেষ তস্তানুগানে, গাংস্থস্তাঃ পুনরনুযুর্মৌরজিক্যানিযুক্তাঃ ॥

মনো যন্ত তেন; তিরস্করিণী অন্তঃপটম্—“প্রতিসীরা জবনিকা হান্তিরস্করিণী চ সা” ইত্যমরঃ ॥

৫৭। প্রেমানন্দ এব সঙ্গবান্ সমুদ্রকন্ধিন্ বলবন্তরতরঙ্গে সতি । কথমুতে? স্তম্ভু অতিসহজে নিকৃপাধিকে
ইত্যর্থঃ । মদনমদনৈব নটনতরো নাট্যবেগন্তেন রসাস্তুরপ্রাপ্তাবিব সত্যং বিবর্জিতো হ্রীসঙ্কোচো বহু তস্মিন । অপি-
হিতাদরাভিরনাচ্ছাদিত-সম্মানাভিঃ । অভিরাশস্য ভাব অভিরাশ্যম্ । তরণীতনয়য়া, নয়েন নীত্যা, বাপিতেন প্রস্থাপি-
তেন । স্পষ্টম্ ॥ (৫৮) ।

আবার পূর্বে লখাসঙ্গে পুলিন ভোজন কালে অপরাধ করে ফেলেছিলেন বলে এই রহো ভোজন দর্শন করতেও
সাহস পেলেন না, তাই নিজ নিজ বস্ত্র উঠিয়ে পর্দা দিয়ে দিলেন ।

৫৭। এইরূপে নিজনে অতি কৌতুকে কোনও অনির্বচনীয় হাস্য পরিহাসাদি মদনমত্ততরুপে নাট্য-
বেগে রাসরসিকে যেন রসাস্তুর প্রাপ্তি হল । রাসমণ্ডলস্থ প্রেমানন্দ সমুদ্রে তখন লজ্জা-সঙ্কোচ বিবর্জিত নিকৃ-
পাধি উদ্ভাল তরঙ্গ উঠলো । এমত অবস্থায় গোপীনাথ ফল এবং ফলের রসের পানীয় প্রভৃতি দ্বারা সহভোজন
নির্বাহ করে নিয়ে খোলাখুলি সম্মানের সহিত বনদেবতাদের দ্বারা অভিরাশ ভাবে সম্মুখে আনীত শীতল জলে
আচমনীয় করলেন । অতঃপর তিনি পরস্পর অতি তরল কৌতুকে মুখের সম্মুখে ধরা কপূর-পদ্মমূলে সাঁজা
তাম্বুল বীটিকা আশ্বাদন করতে লাগলেন । এমন সময় যমুনাছারা জায়গলওভাবেই প্রেরিত, কলহংস-সারস-
কুলের আনন্দ কলধ্বনি বহনকারী কুমুদগন্ধী বায়ু কৃষ্ণকে হাওয়া করতে লাগল ধীরে ধীরে মুহুমধুর ভাবে ।
অতঃপর বীরপান (যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বের মদপান) করবার পর কৃষ্ণ দীপ্ত হয়ে উঠে কামসংগ্রামকলা সম নৃত্য-
লীলা আরম্ভ করবার ইচ্ছায় লীলা উপবেশন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন ।

৫৮। উঠে দাঁড়িয়েই—

গান্ধার নামক গ্রাম (স্বর-সংঘাত) মূর্ত করে উঠাতে উঠাতে বংশীতে স্বয়ং যে রাগ গাইলেন, তা
অহো পূর্বে গাওয়া গানের থেকে হায় হায় অতিরিক্ত এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে পণ্ডিতগণেরও তুর্গম । এর পিছু
দোহারিতে গায়িকা দেবীগণ পুনরায় গাইতে লেগে গেলেন মৃদঙ্গবাদিকাদের সঙ্গতে ।

৫৯। তদ্বীকণাদি-সর্বস্বরমিলনবিধৌ চাক্র সম্পন্নমাত্রৈ
পঙ্তীভূয় স্থিতানাং কনকদলকুচাং গায়নীনাং পুরস্তাৎ ।
স্থিতা তালাবসানে ঝটিতি ঝগঝগংকারি সঙ্গীতবিভ্রো-
দগীর্ণং ধামেব কাচিমটনরসকলাচার্য্যবর্ষ্যাবিরাসীৎ ॥

৬০। আকুঞ্চজ্ঞানু কৃতা পৃথুনি কটিতটে বামমর্দেন্দুমহদ-
ব্যাকোশং পদ্মকোশং যুতুললিতমথোন্নীয় কুঞ্চকফোণি ।
ক্ষীণক্ষীণাদবলগ্নং হ্রসিতবলি সমুচ্ছুনবক্ষোজভারং
তন্তৌ সব্যাপসব্য-স্বঙ্গদলসলসত্তারকৈর্দৃষ্টিপাঠৈঃ ॥

৬১। অঙ্গৈঃ প্রবেদমেতচ্ছতুভিরিব নবৈরঙ্গমঙ্গং স্পৃশন্তি-
হৃঃসাধ্যং নৃত্যকৃষ্টিবিষমগতিভির্দাং হেলয়োন্মাসয়ন্তী ।
লীলোৎসর্গাপসর্পক্রমবিধূতভূজা সারণাকুঞ্চনাভ্যাং
হনৈহংসাস্ত্রমুখোরভিনয়কুণলা মন্দমন্দং ননর্ত ॥

৫৯। তাঁসাং পরঃসহস্রাণাং পরম্পরবৈলক্ষণ্যেন প্রত্যেকমেব পর্য্যায়েন নৃত্যং কাং স্যোন বর্ণয়িতুমশকু বন্ দিগ্‌দর্শ-
নার্থমেকস্যা কস্যাম্‌চন রাধাসখ্যা নৃত্যং বর্ণয়তি—তদ্বীকণাদিনা । ‘কনকদলকুচাম্’ ইত্যনেন তাঁসাং মণ্ডলীভাবমভিব্যাজ্য
তন্মধ্যে সঙ্গীতবিভ্রোদগীর্ণং ধামেবেত্যনেনাস্যাঃ কণিকায়মানসং ব্যঞ্জিতম্ ॥

৬০। বামং জ্ঞানু অর্দেন্দুম্, অর্দেন্দুমিবাকুঞ্চং কৃতা অতদদক্ষিণং জ্ঞানু ব্যাকোশং প্রকুলং পদ্মকোশমিব কৃতা তন্তৌ ।
যদা, অর্দেন্দুপদ্মকোশৌ হস্তকবিশেষৌ । বামদক্ষিণাভ্যাং পাণিত্যামুরীয়াভিনীয়েত্যর্থঃ । ললিতমিত্যাদীনি পঞ্চ ক্রিয়া-
বিশেষণানি ॥

৬১। প্রকৃষ্টেন স্বেদেন মেতদ্ভিঃ ক্লিষ্টজিহ্বতুভিরিবত্যনেন কটি-ললাট গ্রীবা-জাঘাতদানামাকুঞ্চনেনাত্মোন্ম স্পর্শা-

৫৯। (অসংখ্য অসংখ্য গোপীদের প্রত্যেকের পরস্পর বিলক্ষণতা হেতু পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকের নৃত্য
বর্ণনা করতে অসমর্থতা বশতঃ দিগ্‌দর্শনার্থ রাধার কোনও এক সখীর নৃত্য বর্ণনা করা হচ্ছে—)

বীণা কণাদি সর্বস্বর মিলনবিধি যেই সূচাক্রমে সম্পন্ন হল, অমনই কোনও এক নটনরসকলাচার্য্যবর্ষ
সার বেঁধে মণ্ডলীকারে স্থিতা স্বর্ণদলকাস্ত্রিবতী গায়িকাদের মাঝখানে কণিকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে তালাবসানে
হঠাৎ সঙ্গীত-বিভ্রা থেকে ঝগঝগংকারে উদগীর্ণ মূর্তির মতো আবিস্কৃত হলেন ।

৬০। অতঃপর হাটু কুঞ্চিত করত অর্দেন্দু ও পদ্মকোশ হস্তক (মুদ্রা) বাম দক্ষিণ পাণিদ্বারা অভিনয়
করে যুতুল ললিত ভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন—কটিতট ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলো, বলিরেখা হ্রস্বতা আর কুচভার
অতিশ্রুতি প্রাপ্ত হল এবং দক্ষিণে-বামে ঘূর্ণয়মান-জলসতায় শোভমান নয়ন তারায় কটাক্ষ চলতে লাগল ।

৬১। অত্যন্ত ঘামে ভিজে গালায় মতো নরম হওয়াতে দুমড়ে পরস্পর স্পর্শকারী কটি-ললাট-গ্রীবা-
জ্ঞানু প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা নর্তকীদেরও হৃঃসাধ্য বিষম গতিভেদ হেল্যায় উল্লসিত করে উঠাতে উঠাতে এবং চতুর্দিকে
সঞ্চালন-বিধিতে কম্পিত হস্তের বিস্তার ও আকুঞ্চের দ্বারা ‘হংসাস্ত্র’ প্রমুখ মুদ্রা নিপুণ ভাবে অভিনয় করতে

৬২।

ক্ষীণক্ষীণোদরমতিশয়স্ফারবক্ষোজভারং
পাৰ্শ্বিহ্নোপরি পরিলুঠদ্বৈণ শাম্যদ্বলীকম্ ।
পৃষ্ঠে ভূগ্না ব্যজয়ত করো ধুম্বতী তালমোক্ষে
স্মারং সজ্জীকৃতমিব ধুম্বচাম্পকং ব্যাক্রমেণ ॥

৬৩। সা জ্ঞানুভ্যাং ক্ষিতিতলমবষ্টভ্য বিক্ষার্য বাহু, বক্ত্রামোদভ্রমদলিকুলং লোলহারাবতঃসম্ ।

রাজন্তেজঃ-পরিধি ঝণিতালঙ্কৃতি ব্যাজুর্ঘ্বে, বেগক্ষিপ্তা কুমুমধনুযঃ কাঞ্চনী চক্রিকেব ॥

৬৪।

পাদাজুসাবলম্বা ক্ষিতিতলমলঘুস্ফারবক্ষোজভানুঃ
পাৰ্শ্বিহ্নোপবিষ্ট হ্রসিতবলি নমস্রীবি বিস্তীর্ণবক্ষাঃ ।
ভঙ্কুষ্ঠী বন্ধমুষ্ঠোঃ কুচভূবি করয়োত্ৰ'স্থ তালানুকৃত্যা-
লঙ্কারান্ কুজয়ন্তী গদতি তথতথৈ থৈতথৈ থৈতথৈ ॥

সম্ভাব্যং তস্য নাস্তীতি ত্রোতীতম্ । হ্রৈত্বৈত্বকৈর্হংসাস্যকর্তরীমুখ-পদ্মকোশাদিভিঃ ॥

৬২। ক্ষীণাদপি ক্ষীণমুদরং যত্র তদ যথা স্যাভবেতি পূরকস্বাসেন পৃষ্ঠবক্রিম্ণা তথাভাবাৎ । শাম্যদ্বলীকমিতি তথাভাবে ত্রিবলিবিলোপাৎ ॥

৬৩। বক্ত্রামোদভ্যাঙ্গীনি ব্যাজুর্ঘ্বে ইতি ক্রিয়াবিশেষণানি চ্ছারি; ভ্রমদলীতি মুখস্য চতুর্দিকু ভ্রমতোহনু-
গমনাৎ । রাজন্তেজসাং কাঞ্চীনাং গাত্রগৌরিম-হারাদিখেতিমবিস্বাধরাভুগুণিম-ভ্রমরাদিগ্ৰামলিয়াং পরিধয়ো মণ্ডলানি
যতন্তদ্বাং স্যাভবাৎ ॥

৬৪। পাৰ্শ্বিহ্নে উন্নতীকৃতে উপবিষ্টা কুতোপবেশা আসজ্জিতশ্রোণিদেবেশার্থঃ । হ্রসিতবলীতি বক্ষস উন্নমনে

করতে সেই গোপী নাচতে লাগলেন ধীরে ধীরে ।

৬২ এমন নাচতে লাগলেন উদর ক্ষীণ হতেও ক্ষীণ হয়ে পড়ল, কুচভার অতিশয় স্ফারতা প্রাপ্ত
হল বেণি গোড়ালিহ্নোপরি লুটোপুটি খেতে লাগল এবং ত্রিবলিরেখার বিলোপ সাধন হল । তাল সমাপ্তি
কালে হাতে ঝাকুনি দিয়ে পিঠ বাঁকিয়ে কামদেবের সাজানো চম্পকধনুকে জয় করলেন, চিৎ-উপর উভয়
ভাবে ।

৬৩ সেই গোপী জানুতে মাটি ভর করে বাহুযুগল দু দিকে মেলে ধরে মদন কুম্ভকারের দ্বারা
সজোরে চালিত কনক চাকের মতো বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলেন । তাঁর মুখের স্নগন্ধে অলিকুল মুখের চতুর্দিকে
পাক খেতে থাকলো এবং গলার হার ও কর্ণভূষণ ছলতে লাগলো । গায়ের গৌরবর্ণ-হারাদির খেতিমা-বিস্বাধরের
অরুণিমা ও অলিকুলের শ্যামলিমার মিশ্রনে দীপ্ত হয়ে উঠল এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল । আর অলঙ্কার সকল
বন্ বন্ শব্দ করতে লাগল ।

৬৪ । হ্রসিত বলিরেখা, নমিত নীবি এবং বিশাল বক্ষদেশে সেই গোপী পদাজুলীতে মাটি ভর করত
কুচ ও জানু অতি বিক্ষারিত করে পায়ের গোড়ালীযুগল উঠিয়ে ধরে তার উপর বসে বন্ধমুষ্টি করতলের বন্ধাদুষ্ঠ
কুচপ্রদেশে তাল অনুসারে ঠুকে ঠুকে 'তথতথৈ থৈতথৈ থৈতথ' এইরূপ বোল আওড়াতে লাগলেন অলঙ্কার

৬৫ ।

যুক্তানাং কণ্ঠতন্ত্রীচয়-শুধিরঘনানক-বাংলৈকতায়ঃ

পশ্চাৎ সখ্যং সরাঙ্গদভুজলতমদতী চারু তাম্বুলবীটীম্ ।

ভ্রশ্ৰয়ঞ্জীরবন্ধে প্রণয়িপরিজনোপান্তপাদা সমন্তা-

দঞ্চল্যা বৌজ্যমানা শ্বসিতচলকুচা সা বিশশ্রাম রামা ॥

৬৬ । বিশ্রাম্য চ ক্ষণং পুনর্গায়িত্বাদিষু গীতাস্তরাবতারমেলনালাপলাপিত্যং সম্পাদয়ন্তীষু প্রবিষ্টা অভিরূপজ্যোষ্ঠা জ্যোষ্ঠা, মদনগব'তর্জনী তর্জনী, ভুবনসৌরূপ্যসারমধ্যমা মধ্যমা, রতিমদনামিকানামিকা বৈচিত্র্যো-
কনিষ্ঠা কনিষ্ঠা চতি ললিতকরুশাখামধুরিমা করাত্যাং করাত্যাং দর্শিতগীতপদার্থা পদার্থাবলৌব মনোভবন্ত মনো
ভবন্ত চ মিনতিষাপরং কুব'তী ব নর্তিতুমায়েভে ॥

জিবলিত্রাসাং । 'নমরীবি' ইতি পুরকথাসেন নীব্যাঃ কিঞ্চিং শৈথিল্যাং । বন্ধমুঠোঃ করয়োরদুঠৌ কুচভুবি কুচাগ্রে
বিন্ত ॥

৬৫ । ততশ্চ গানসমাপ্তৌ সহসৈব মণ্ডলমধ্যাদম্বর্ধায় তৎপশ্চাৎপ্রদেশে তিষ্ঠন্ত্যাক্ত্য বিশ্রামপ্রকারমাহ—যুক্তানা-
মিতি । কণ্ঠেন সহ তন্ত্রাদি-বাছানাংকতায়ামেকীভাষে যুক্তানামুচ্চানানাং গায়িত্রাদীনাং পশ্চাৎ পৃষ্ঠদেশে স্থিতা । চল-
কুচেতি কুচ শব্দেন কঞ্চুলিকা লক্ষিতা ॥

৬৬ । অভিরূপমভিরূপ্যম্ । ভুবনেষু যং সৌরূপ্যসারং শ্রেষ্ঠসৌন্দর্যং তস্তাপি মধ্যে মা শোভা যতঃ সা । রতে:
কামপত্ন্যা অপি মদং নমরতীতি তথা সা । ইতি হেতোল্লিখিতঃ করুশাখানাং বর্ণিতবৈশিষ্ট্যানাং জ্যোষ্ঠাদীনাং মধুরিমা যতঃ
সা । ভবন্ত মহাদেবস্যাপি মনশ্চেতঃ ॥

সমূহে কুজন উঠিয়ে ।

৬৫ । (অতঃপর গান সমাপ্তিতে সহসাই মণ্ডল মধ্য থেকে অম্বর্ধান করে তৎপশ্চাৎপ্রদেশে অবস্থিত
হয়ে ঐ গোপী কি ভাবে বিশ্রাম করলেন তাই বলা হচ্ছে -)

কণ্ঠ-বীণাচয়-বেণু-করতাল-মৃদঙ্গ বাছসমূহ একতানতা প্রাপ্ত হলে গান-বাজনাদারদের পিছে অবস্থিত
হয়ে দীপ্ত ভুজলতা সখীর স্বন্ধে ধারণ করে চারু তাম্বুলখিলি খেতে খেতে নৃপুরের ডোর খুলে যাওয়াতে প্রণয়ী
পরিজনের নিকট চরণখানি প্রসারিত করে দিলেন, চতুর্দিক থেকে সখীগণ বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা বাতাস করতে
লাগলেন । এই ভাবে দীর্ঘকালে সম্প্রদায় এবং কঞ্চুলিকায় শোভমানা সেই গোপী বিশ্রাম করতে লাগলেন ।

৬৬ । কিছুকাল বিশ্রাম করবার পর গায়িকাগণ অত্র গীতের অবতরণ-মেলন-আলাপের লালিত্য
সম্পাদন করতে থাকলে সেই গোপী পুনরায় রাসমণ্ডলে প্রবেশ করলেন । প্রবেশ করেই ললিত অঙ্গুলীমাধুর্য-
বিশিষ্টা ও মূর্তিমতী কামের মতো সেই গোপী করযুগলের মুদ্রায় গানের বিষয় দেখিয়ে শিবের মনকে যেন
তাণ্ডবেচ্ছাপর করতে করতে নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন । সকল রমণীয়তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাদৃষ্ট, মদনদর্প তির-
স্কারিণী তর্জনী, ভগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের মধ্যে সুচারু মধ্যমা, কামপত্নীর গব'কেও নীচুকারিণী অনামিকা এবং
বৈচিত্র্যে নিষ্ঠায়ুক্ত কনিষ্ঠা তাঁর দীপ্তি পেতে লাগল ।

- ৬৭। তির্ধ্যাক্কৃত্যোন্নমিতনমিত-ক্ষারবক্ষোহক্ষিক
 ঝংকুব্ধিঃ কনকবলয়ৈধুঁষতী পাণিপদ্মে ।
 তত্তা তথৈ তিকিড়তিকিথে তামমুখাপয়ন্তী
 পর্যায়োণোংক্ষিপতি সুদতী জালুনী দোলতে চ ॥
- ৬৮। উর্ধ্বাধ্বাভ্রমিভিরূপযূপযূদৌর্ধৈ-গৌরিমুখাং পরিধিভিরুপল্লাস গৌরী ।
 গায়ত্রাদিক-নলিনীবনাদিবোচ্চৈ-বীত্যাভিঃ কিমপি ধূতা পরাগরাজী ॥
- ৬৯। তেজোবল্লীমিব তনুলতামন্তরিক্ষে ধুনানা
 সেয়ং নানাপতিমতিতরাং হৃক্ষরাং ব্যাততান ।
 নেদং শিক্ষাপ্রকটনমহো কিন্তু লাবণ্যদেব্যঃ
 পাদাবস্থা ভূবি ন পততঃ কেবলং হেলয়েব ॥
- ৭০। কিঞ্চ, বিদ্বাদবল্লী যদি চিরতরশ্চয়সী নিষ্পয়োদা
 হস্তপ্রাপ্যা মূহলমরুতা তাদৃশং ধূয়মানা ।
 তালোল্লাসধ্বননমুখরা জায়তে দৈবযোগা-
 শুর্হোবাসৌ নটনবিভূষী সোপমত্বং বিভর্তি ॥

৬৭। তির্ধ্যাক্কৃত্য তিরশ্চানীকৃত্য উন্নমিতৌ আরোহণমার্গেণোত্তীকৃতৌ নমিতৌ পুনস্তত এবাবরোহণমার্গেণ
 নত্রীকৃতৌ ক্ষারৌ বক্ষোক্ষৌ ক্ষিপ্তৌ চ যয়া সা ॥

৬৮। উর্ধ্বাধ্বাভ্রমিভিরুপবেশমারভ্যাভিশনৈঃ শনৈঃ সামান্ত লক্ষিতেন দেহোন্নমেনোর্ধ্বাবস্থিতি পৰ্বত্তং
 ভ্রমণৈরিত্যর্থঃ; অত এবোদৌর্গৈরুপগতীভূতৈঃ পরিধিভির্মণ্ডলৈঃ ॥ (৬৯) ॥

৬৭। সুদতী সেই গোপী স্থূল স্তনযুগল ও নিতম্বযুগল আরোহণ-অবরোহণ মার্গে তেরছা করে
 উন্নমিত-নমিত করতে করতে কনকবলে ঝঙ্কার শব্দ উঠিয়ে পাণিপদ্ম আন্দোলিত করতে করতে, 'তত্তা-তথৈ-
 তিকিড়-তিকিথে' এরূপ তাল উঠাতে উঠাতে জাহ্নবী ও ভূজদ্বয় পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে ছুড়তে লাগলেন ।

৬৮। উর্ধ্ব উর্ধ্ব ঘূরপাক খাওয়ার ফলে উর্ধ্বগতিভূত গৌরবর্ণচ্ছটামণ্ডলীর দ্বারা দেদীপ্যমান হয়ে
 উঠলেন ঐ গৌরবর্ণা গোপী । অহো এ যেন গায়িকা বাদিকারূপ কমলবন থেকে প্রবল ঝটিকায় উথিত কোনও
 অনির্বচনীয় পরাগরাজী ।

৬৯। তেজোবল্লী সম তনুলতা আকাশে দোল খাওয়াতে খাওয়াতে সেই গোপী অতিদ্রুতর বিবিধ-
 গতি বিস্তার করলেন । অহো, এ কিছু শিক্ষা থেকে অভিব্যক্তি নয়; কিন্তু লাবণ্যদেবীরূপা ঐর পা মাটিতে
 পড়ছিল না কেবল অবহেলা বশে ।

৭০। আরও, মেঘহীন-হস্তপ্রাপ্যা বিদ্বাদবল্লী যদি অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ধীর সমীরে তাদৃশ
 দোল খায় এবং দৈবযোগে 'তত্তা-তথৈ' ইত্যাদি তাল উঠাতে উঠাতে গর্জনমুখরা হয় তবেই সেই নটন বিভূষী
 তুলনা চলতে পারে (অর্থাৎ সে নিরুপমা) ।

৭১।

নর্ত্তিষৈবং লঘুলঘুপদং দোলয়ন্তী নিতান্তং

তালোপান্তে কুচভরধুরা হুবং পূর্বকায়ম্।

বাত্যাবর্তৈরিব কমলিনী হস্ত হা হস্ত মধ্যে

ভুয়া মা ভুদিতি পরিজনৈঃ সবাৎ সা শশকে ॥

৭২। এবং লঘু-গুরু-প্লুত-ক্রত-ক্রতার্ধ-ক্রতপাদভেদেন তালসমং চরণকমলং চালয়ন্তী নটনকৌতুকা-

তুলা তুলাকোটবিবরবরকনককলাপনিকরেষু লঘুাদিক্রমেণ নিনদংস্তু কদাচিৎ সবেষামেব, কদাচিৎ কিয়তামেব, কদাচিদ্দ্বিত্রাণামেব, কদাচিৎকৈকশ্রুপি নিনদো যথা ভবতি তথা নৃত্যন্তী সাধু সাধ্বিতি শ্রীয়মাণেন কৃষ্ণেন রাধয়া চ পরিরেভে, বিয়তি বিয়তি গবে' সবেষাম্প্রসঙ্গঃসদসাং স্বঃ-সদাং চ বিস্ময়ঃ স্ময়বান্ বভূব ॥

৭৩। এবং প্রত্যেকমেব নৃত্যমালোক্য পুনঃ সকলাভিঃ কলাভিঃ পরীতঃ সকলাভিরেব তাভিঃ সহ

প্রকীর্তনটনক্রমবারভমাণঃ সরসভরতরঙ্গিতমানসো নৃত্যতি নর্ত্তয়তি গায়তি গোপয়তি স্মৃত্যামিনীং যামিনীং নিমেষমাত্রমিব যাপয়ন্ ক্রীড়তি স্ম। ততঃ প্রকীর্তননৃত্যে কদাচিদেকীভূয় কদাচিস্থগলীভূয় কদাচিৎ সন্তুয় চ নৃত্যন্তীনাং গায়ন্তীনাঞ্চ তাসাং কাচিৎ কৃষ্ণেন সমং গায়তি নৃত্যতি স্ম চ। ততঃ,—

সহনর্ত্তনগানতৎপরা, শ্রমজালস্ত-সুরস্ত-বিগ্রহা।

শ্লথমানকুচাংগুকা হরেঃ, পৃথুমংসং ভুজয়া সমগ্রহীৎ ॥

৭০। তালানাং 'ভত্ভাধৈয়া' ইত্যাদীনামুল্লাসপূর্বকধ্বননেন মুখরা। নটনবিগ্রহী নৃত্যপণ্ডিতা ॥

৭১। পূর্বকায়ং কায়স্য পূর্বভাগং দোলয়ন্তী ॥

৭২। বিয়তি আকাশে, বিয়তি নশ্রুতি সতীতার্থঃ ॥

৭১। এইরূপে লঘু লঘু পদে নাচবার পর তালসমাশ্রিত সময় কুচভারবাহী সেই গোপী তাঁর হুবং-দেহের উর্ধ্বভাগ সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পূর্বক দোলাতে দোলাতে পরিজনদের মনে এরূপ ব্যথা-জড়িত আশঙ্কা জন্মাচ্ছিলেন, হায় হায় এঁর কৃশকটি-না ঘূর্ণীতে পড়া কমলের মতো ভেঙ্গে যায়।

৭২। আরও চরণের নৃপুণের সুন্দর হ্রিঃসূত্র কনক ঘুঙ্গুর সমূহ লঘু আদি বাজতে থাকলে লঘু-গুরু-প্লুত-ক্রত-ক্রতার্ধ-ক্রতপাদ ভেদে তালে তালে চরণকমল সঞ্চালন কারিণী, অতুলনীয়, নটনকৌতুকী ঐ গোপী এমন ভাবে নাচতে লাগলেন যাতে কখনও ঘুঙ্গুরের সবগুলিরই, কখনও কয়েকটির, কখনও দু-তিনটির আবার কখনও না-একটিরও শব্দ হয়। এইরূপ নাচুনীকে 'সাধু সাধু' বলে প্রসঙ্গ রাধাকৃষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। আকাশে সকল অঙ্গুর সভাসদগণের এবং দেবলোকবাসিগণের বিস্ময় উচ্ছলিত হয়ে উঠল।

৭৩। এইরূপে যত গোপী ছিল তাঁদের প্রত্যেকের নৃত্য দেখবার পর সকল কলায় পারঙ্গম, গোপী-সকলের সঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে নটনানুষ্ঠান আরভমান এবং সরসভর তরঙ্গিত মনো নটনপণ্ডিত কৃষ্ণ নাচতে লাগলেন, গাইতে লাগলেন এবং গাওয়াতে লাগলেন। এইরূপে ব্রহ্মরাত্রি সম দীর্ঘরাত্রি নিমেষমাত্রের মতো যাপন করতে করতে বিহার করতে লাগলেন। অতঃপর এই বিক্ষিপ্ত নৃত্যে কখনও একা পৃথক হয়ে, কখনও মণ্ডলী হয়ে, কখনও এক এক করে পর্যায় ক্রমে আবার কখনও সম্মিলিত হয়ে নাচুনী গাওনীদে মধো কোনও

৭৪। ততশ্চ, তমালশ্চ স্কন্ধে ক্লথপতিতশাখৈব পবন-
ক্লমাৎ খিন্না হৈমৌ ব্রততিরিব সাহশোভত ভূশম্ ।
বপুশ্চত্যা রত্যা লসদলসভাবোপহতয়া
পরিষক্কা মূৰ্ত্তঃ সমঘটত শৃঙ্গার ইব সঃ ॥

৭৫। কাচিং কুজিতকাঞ্চিকিক্ষিণ্ণিরগম্মজ্জীরমান্দোলিতা
হারেণ শ্রবণোৎপলেন ললিতা চীনাঞ্চলেনাপি চ ।
কৃষ্ণাংসে কৃতবামবাহুবলয়া লীলাবিলাসালসং
গায়ন্তী নটতি স্য তামমুনটন্ কৃষ্ণস্তদেবাজগৌ ॥

৭৬। কৃষ্ণশ্চ পীতবসনাঞ্চলমম্মুজ্জাক্ষী, বামেন পদ্মললিতেন করেণ ধৃহা ।
শশ্বৎ প্রসর্পমপসর্পমপীহমানা, নৃত্যন্ত্যাহো তমপি নর্ভয়তি স্য কাচিং ॥

৭৭। কাচিস্তু—কৃষ্ণপ্রণীতমুরলীকলগানরীত্যা, হেলাবশেন লয়তালসমং নটন্তী ।
লীলাকৃতং স্থলনমশ্চ দৃশ্যাক্ষিপন্তী, স্য তালভঙ্গমথ সংবরয়াস্বভূব ॥

৭৩। অংসং ভূজরা সমগ্রহীদিতি স্তম্ভামিদং স্থলনবারণার্থম্ ॥

৭৪। তমালস্যোতি দৃষ্টান্তবয়েন বাহ্যভ্যন্তর শোভাবিলাস পরাবধিৎ দর্শিতম্ । রত্যা স্থায়িতাবরূপয়া, শৃঙ্গার
আত্মো রসঃ ॥

৭৫। কৃষ্ণাংসে কৃতবামবাহুবলয়েত্যনেন শৃঙ্গারে ইব নাট্যোৎপাস্যাঃ পুরুষায়িত্বং সূচিতম্ ॥ (৭৬) ।

গোপী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলে দ্বৈত নৃত্যগীত আরম্ভ করলেন ।

অতঃপর দ্বৈত নৃত্যগীতপরা ঐ গোপী পরিশ্রমে অলস ও অতি আশ্বাদনীয় বিগ্রহা হয়ে কাচুলি
খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে এ অবস্থায় হরির বিশাল স্কন্ধ বাহুতে জড়িয়ে ধরলেন ।

৭৪। অতঃপর তমালের স্কন্ধে এলিয়ে পড়া শাখার মতো অথবা পবনবেগে দলিত স্বর্ণলতার মতো
সেই গোপী অতি শোভা পেতে লাগলেন । আর অতিশয় অলসতায় অভিভূতা ঐ গোপীদ্বারা আলিঙ্গিতা
কৃষ্ণ মূর্ত্তিমতী রতিদ্বারা আলিঙ্গিতা মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রসের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন ।

৭৫। দোলায়িত হারে, কণ্ঠোৎপলে ও বস্ত্রাঞ্চলে ললিতা কোনও এক গোপী (সম্মিলিত ধয়ে নাচুনী
গাওনীদের মধ্যে কোনও এক) কৃষ্ণস্কন্ধে বামবাহুবলয় ধরে লীলাবিলাস-আলসে গাইতে নাচতে লাগলেন,
ঘটি মেখলায় কুজন ও নূপুরের ঝণঝণু আওয়াজ তুলে । কৃষ্ণ এঁর পিছে পিছে নৃত্য করতে করতে দোহারী
করতে লাগলেন ।

৭৬। আবার কোনও এক কমলনয়নী গোপী কৃষ্ণের পীত বসনাঞ্চল তাঁর পদ্মললিত করে ধারণ
করে আগে পাছে গমনাগমন রূপ নাচ অহো নাচতে লাগলেন, কৃষ্ণকেও নাচাতে লাগলেন ।

৭৭। অতঃপর কোনও গোপী কৃষ্ণপ্রণীত মুরলী-কলগানের নিয়ম অনুসারে লয় তালের সহিত
ভাবাবেগে নাচতে নাচতে কৌতুক বশগ কৃষ্ণের ইচ্ছাকৃত তালভঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করতে করতে নিজের

৭৮। কাঞ্চির্বাণং মধুরমৃদলং বাদয়ন্তীং সলীলং, গায়ং গায়ং হরিমতিমুদা সন্ময়ং নর্তয়ন্তীম্ ।

নাট্যৈর্গম্যাং গতিমথ চলন্ কৌতুকাদেব বাত্-অংশে সন্তালনবহুতর-ব্যগ্রচিত্তাং চকার ॥

৭৯। শ্লিগ্ৰতি কাঞ্চন চূষতি, কাঞ্চন কস্তাশচনাধরং পিবতি ।

নৃত্যেন্নেব হি কৃষ্ণো, রময়াঞ্চক্রে বধূরখিলাঃ ॥

৮০। আসীন্ন সা তত্র ননর্ত নো যা, নৃত্যাং চ তন্মো যদকৃষ্ণদৃষ্টম্ ।

কৃষ্ণস্ত দৃষ্টিশ্চ ন সা ন যস্তা-মেকৈকশঃ শ্লেষণচূষনাদি ॥

৮১। ততশ্চ, মুক্তাবলীমিব জুগুফ ললাটমূলে বর্মাঙ্কুরান্ সহচরীব সমস্তমঙ্গম্ ।

মাধ্বীকপীতিরিব সালসয়াঞ্চকার শ্রান্তিঃ কুরঙ্গকদশং শ্রিয়মাপুপোষ ॥

৭৭। লীলয়া কৌতুকেন কৃতং বুদ্ধিপূর্বকমেব স্থলনং গানস্য তালভঙ্গরূপং দৃশ্য দৃষ্ট্যা আক্ষিপন্তী মামবমন্তং মন-
নৃত্যতালভঙ্গায় যতমানো ভবান্ স্বগানতালভঙ্গমপি করোতীতি ভদ্রেণ ময়া জ্ঞাতম্, তদপি মংস্থলনং স্বয়া কর্তৃং হংশক-
মেবেতি সংজ্ঞয়া জ্ঞাপয়ন্তী সত্যীত্যর্থঃ ॥

৭৮। অথ তদীয় বাত্মানুসারেণ কণং নর্তিত্বৈত্যর্থঃ । অত্লেইন গম্যাং হুজের্য়ং গতিং চলন্ সন্ কৌতুকাৎ তদ্
বাগ্ৰশিক্ষাপরীক্ষণার্থমিতি ভাবঃ । বাত্অংশে সম্যগ্ ভালনং মদ্বাত্অংশো হস্তোক্ত মা ভূদিতোবং তত্র বহুতরং ব্যগ্রং
চিত্তং বস্যানুত্থাভূতাম্ ॥ (৭৯) ।

৮০। অখিলা ইতানেনোক্তমর্থং বিবুধান আহ—আসীদিতি । তেন যুথেশ্বরী সখী-তৎপরিবারবৃন্দানাং সর্বা-
সামেব সাদরাসম্প্রাপ্তিরভূদিতি দর্শিতম্ ॥

তালভঙ্গ সম্বরণ করে নিলেন । (তিরস্কার—অহো আমাকে অপমানে ফেলবার জন্তু নিজের তাল কেটেও আমার
তাল ভঙ্গ করতে চাও—তোমার এসব চাতুরী আমার জানা আছে—ভঙ্গ করতে পারলে কি, ইসারায় এরূপ
জানালেন) ।

৭৮। কৃষ্ণের মুরলীগান অনুসারে কণকাল নাচবার পর কোনও গোপী সলীলায় মধুর কোমল ভাবে
বীণা বাজাতে বাজাতে অতি আনন্দে গাইতে গাইতে গর্বভরে হরিকে নাচাতে লাগলেন । এই নাচের মধ্যে
কৌতুকবশে কৃষ্ণ অস্ত্রের হুজের্য় বিষম গতিতে চলতে চলতে ঐ গোপীকে অত্যন্ত ব্যগ্র চিত্তা করে তুললেন,
আমার বীণায় যেন তাল ভঙ্গ না হয়, এই ভাবনায় ।

৭৯। এইরূপে নাচতে নাচতে অখিল বধুগণকে রমণ করাচ্ছিলেন কৃষ্ণ, কাউকে আলিঙ্গন, কাউকে
চুষন, আবার কারুর অধর পান করে ।

৮০। এই রাসমণ্ডলে এমন একজনও ছিল না যে নাচছিল না, নাচও একটি এমন ছিল না যা কৃষ্ণের
নজর কেড়ে নেয় নি, কৃষ্ণের নজরও এমন একটি ছিল না যাতে গোপীদের এক এক করে প্রতি জনে আলিঙ্গন
চুষনাদি ছিল না । (যুথেশ্বরী, সখী এবং তৎপরিবারবৃন্দ সকলেরই সাদরাসম্প্রাপ্তি হয়েছিল—এ-ই দেখান হল) ।

৮১। তৎকালে শ্রমক্লান্তি সহচরীর মতো ললাটমূলে বর্মাঙ্কুর নিকর মুক্তাবলীর মতো গুগুন করল
এবং মাধ্বীক পানের মতো আলসযুক্ত করল সমস্ত অঙ্গ । এইরূপে শ্রমক্লান্তি হরিনয়নাদের শোভা উচ্ছলিত

৮২। ততঃ, দধানা দৌৰ্ঘ্যং ভুজশিরসি পার্শ্বে বিলসতো
হরেলীলালম্বাদকৃত তনুবল্লীবিবলনাম্ ।
ঐবং সৌভাগ্যানাং ভরমসহমানেষ কতম।
ক্ষণং বিশ্রামায় ব্যধিত দয়িতস্তোপরি বধুঃ ॥

৮৩। তত্র তত্রপে ন কাপি কাপিশায়নমন্তেব তেবমানা মানাপিক্যবতী ললিতলাবণ্যাশ্রমেণ শ্রমেণ
বিলুলিতা কৃষ্ণেন ভুজশিরসি রসিকভাবেন বিস্তৃতং স্তম্বং রত্নদণ্ডমিব ভুজদণ্ডং লসৎপরিমলমলয়জরসালিপ্তমহো
মহোৎপলসৌরভরভসং স্বভাবতো ভাবতোষতরঙ্গেন রঙ্গেন সমাজায় তদমূলোলোমহর্ষোৎকর্ষোৎকমনাশ্চুস্বনে-
নোপভূক্তবতী ॥

৮৪। কৃষ্ণোহপি কস্তাশ্চন সালস্তাশ্রুলাবণ্যচলদ্বর্ণিকুণ্ডলতাণ্ডবপ্রতিকৃতিকৃতিকৃতিনি গণ্ডে শ্রম-

৮১। শ্রান্তিঃ কত্রী শ্রিয়ং শোভামাপূর্ণাব। শ্রান্তিমিব বিধোপমিমানঃ শোভাং স্পষ্টয়তি। সহচরী সখী ইব
ললাটে ঘর্ষাকুরান্ মুক্তাবলীমিব জুগুপ্স। মাধবীকপীতিরিব সমস্তমঙ্গমলসন্ধ্যাকারেতি ॥

৮২। বিলসতো হরেভুজশিরসি একস্মিন্নেব স্বক্কে দৌৰ্ঘ্যং বাহুবলং দধানা সতী লীলয়া বদালস্তং তস্মাক্তো-
ত্তনুবল্লীবিবলনাং স্বগাত্রলতামোটনমকৃত অকরোৎ। ততশ্চ তস্তা অতিসুসধ্যামৃত-সিক্তঃ ক্রীকৃষ্ণঃ স্বং কৃতার্থং মনুতে স্নেত্যাহ
—ঐবমিত্যাदिना ব্যক্ত্য উৎপ্রেক্ষয়া ॥

৮৩। কাপিশায়নং মধু তেন মত্তা ইব তত্র ন তত্রপে, ন লজ্জতে স্ম। তেবমানা ক্রীড়ন্তী ‘তেব দেবনে’; অতএব
ক্রীড়াভরোথেন শ্রমেণ বিলুলিতা। কথন্তু তেন? ললিতং যল্লাবণ্যং তস্মাশ্রমভূতেনাতিশোভাসম্পাদকেনেত্যর্থঃ। রসিক-
ভাবেন রসিকতয়া কৃষ্ণেন বিস্তৃতং ভুজশিরসি স্বক্কে ভুজদণ্ডং স্তম্বং শ্রাসরূপেণ স্থাপিতম্; “পুমানুপনির্বিদ্যাসঃ” ইত্যমরঃ।
চুস্বনেনোপভূক্তবতী ॥

করে তুলল।

৮২। অতঃপর কোনও এক বধু পার্শ্বস্থিত রাসবিলাস-মত্ত ক্রীহরির স্বক্কোপরি ভুজদ্বয় ধারণ করত
লীলা জনিত আলস্তবশে নিজ অঙ্গলতা মোচড়াতে লাগলেন, একপে তাঁর সৌভাগ্যের পর্বত-প্রমাণ ভার যেন
সহ্য করতে না পেরে দয়িতের স্বক্কোপরি অর্পণ করলেন, কিছুকাল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।

৮৩। তথা কোনও গোপী মধুপানে মত্তের মতো সব লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে দিলেন। অলজ্জ ভাবে
ক্রীড়ামত্তা, সোহাগে উচ্ছলিতা ও অতি শোভা-সম্পাদক ক্রীড়াভরোথ শ্রমে বিলুলিতা সেই গোপী স্নিগ্ধ পরিমল
ভরা চন্দনরসে প্রলিপ্ত এবং অহো মহোৎপল সৌরভবেগযুক্ত রত্নদণ্ড সম ভুজদণ্ড কৃষ্ণের দ্বারা রসিকতায় তাঁর
স্বক্কে স্থালমুজায় স্থাপিত হলে বার বার জাগ নিতে লাগলেন, নিজ ভাব বশে ও ভাবের সন্তোষতরঙ্গ রঙ্গে।
অতঃপর তদনুকূলে বিপুল রোমাঞ্চ ধারণ করে উৎকণ্ঠিতমনা হয়ে ঐ ভুজদণ্ড চুস্বনের দ্বারা উপভোগ করতে
লাগলেন।

৮৪। আলস্ত জড়িত নৃত্য-লাবণ্যের সহিত দোলায়মান্ মণিকুণ্ডলের তাণ্ডব-প্রতিবিশ্ব নির্মাণে নিপুণ

জনিতালস্বলশ্রুমানতয়া গণ্ডে নিধায় বর্তমানায়া মানায়ামবত্যা বদনচন্দ্রমসমসমোৰ্ধমালোক্য চিবুকমুন্নমযা মধু-
মধুরিমধরেহধরে তাম্বুলচৰ্বিতং বিতল্লেচন্দ্রাননো বিততার ॥

৮৫। কাচন সৌভগভগবতাপরিমলানটন্তী নটন্তী গায়ন্তী শ্রাস্তাহশ্রাস্তাভিরামা রামা—

দৌৰ্ঘোচ্ছাসপ্রচলসিচয়ে হারহিল্লোললীলাং
হেলাং বিভূতাসি কুচয়োঃ কৃষ্ণপাণিং শ্রুতত্ব।
ভাবপ্যোকাম্বুরহপিহিত স্বর্ণকুন্তাবিবাস্তা-
মত্যাঃসন্তেঃ ফলমিদমহো যন্ন পার্থক্যমেতি ॥

৮৬। এবং তাসাং শ্রমজলকণক্লিন্ন-কর্ণোৎপলানাং
মান্দ্যাং যাতে কুবলয়দৃশাং নৃত্যবেগে ক্রমেণ।
তুষ্টীকঙ্ক যমুরথ মণিকিঙ্কিনী-নুপুরাভা
মন্ত্রে তেষামপি সমজনি শ্রেয়সী শ্রান্তিবাধা ॥

৮৪। কস্যাশ্চন বদনচন্দ্রমসমালোক্য চিবুকমুন্নমযা তস্যা অধরে তাম্বুলচৰ্বিতং বিততার, দদৌ। কথন্ত্যাসাঃ ?
গণ্ডে কৃষ্ণগণ্ডে গণ্ডে নিধায় বর্তমানায়া মানসাদরস্য আশ্রমবত্যাঃ। গণ্ডে কীদৃশে ? আলস্যলাস্যায়োৰ্লাবণ্যেন সহিতে
চলন্তী যে মণিকুণ্ডলে তয়োক্তাণ্ডবস্যা প্রতিকৃতে প্রতিমায়াঃ কতো নির্মাণে কৃতিনি নিপুণে ॥

৮৫। সৌভগমেব ভগবতা ঐশ্বর্যং তস্যাঃ পরিমলান্ বিখ্যাতিরটন্তী প্রাপ্ত বতী উরসি বক্ষসি দ্বরোরপি কুচয়ো-
রেকং কৃষ্ণপাণিং শ্রুতত্ব, তাবপি কুচাবপি, অত্যাঃসন্তেঃসন্ত্যাসন্ত্যাসাঃ ॥

৮৬। শ্রেয়সী অত্যাধিকা ॥

কৃষ্ণগণ্ডে গণ্ডে রেখে বিরাজমানা হলেন কোনও এক গোপী—শ্রমজনিত আলস্যভরে তল্লালু হওয়াতে। আদ-
রের পুটলী এঁর অসমোৰ্ধ বদনচন্দ্র দেখে চিবুক তুলে ধরে মধু হতেও মধুমাখা অধরে তাঁর চৰ্বিত তাম্বুল অর্পণ
করলেন নিদ্রালসশূন্য চন্দ্রানন কৃষ্ণ।

৮৫। পরিশ্রান্ত অবস্থাতেও অতিশয় অভিরামা কোনও গোপরামা সৌভাগ্যরূপ পরিমলনিচয়কে
বিখ্যাতি পাইয়ে নাচ গান করতে লাগলেন। এতে দীর্ঘশ্বাসবেগে বক্ষের কাঁচুলি তাঁর আন্দোলিত হতে থাকল।
কুচক্ষুরণাদি হারহিল্লোল লীলা ও হেলা নামক শৃঙ্গার ভাবজক্রিয়া দীপ্ত হয়ে উঠল। এইরূপ নাচতে নাচতে
তাঁর কুচযুগল জুড়ে কৃষ্ণের একটি হাত তুলে নিয়ে স্থাপন করলেন, দেখতে হল একটি কমলে ঢাকা স্বর্ণকুন্ত
যুগলের মতো। অতি ঘোঁষাঘোঁষি থাকার ফল এই, অহো এতে প্রাপ্তির পার্থক্য হয় না।

৮৬। এইরূপে নাচগানের শ্রমজনিত ঘর্মবিন্দুতে ভিজ়ে উঠল সেই কমলনয়নাদের কর্ণোৎপল। ক্রমে
ক্রমে কমে এল এঁদের নৃত্যবেগ। অতঃপর মণিকিঙ্কিনী নুপুরাদিও মুকত্ব প্রাপ্ত হল। মনে হলো যেন এই
নুপুরাদিরও শ্রমবিন্দু অত্যাধিক হয়ে পড়েছে।

৮৭। তথাপি তেবাং মন্দমন্দকলকোমলঝঙ্কারকলকালিকয়া সবিলম্ভমগ্ধেন গানেন চ সচমৎকারং কাশ্চন কৃষ্ণেন সমং ননু হঃ ॥

৮৮। আযামবতী যামবতী সা বরং বারংসীং, ন পুনরাসাং রাসান্তরঙ্গতরঙ্গলীলা ইতি স্থিতে—

আশ্লেষাধরপান-চুখনরসালাপশ্মিতালোকনৈ-

রাসাং রাসবিলাসকৌতুকছুষাং যুথৈঃ সযুথাধিপৈঃ ।

স্বচ্ছায়াবলিভিঃ স্বচেষ্টিতকলানৈপুণ্যভাগ্ ভিষখা

বালঃ শ্রীরমণোত্তমোহপ্যরমত প্রেমণা স মুগ্ধো হরিঃ ॥

৮৯। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখমগ্ধিয়ন্তদিচ্ছা-শ্রোতানিবেশিত-তনুলতিকা যুগাঙ্ক্যঃ ।

নৈবাস্বরানি কুচকঙ্কলিকাশ্চ কেশ-পাশাংশ্চ হস্ত বিবিহুঃ স্থলিতানি তানি ॥

৮৭। তেবাং কিঙ্কিনীনুশ্রাদীনাম্ ॥

৮৮। যামবতী যামিনী। আনন্দিনীভিঃ সমং স্বাভিঃ শক্তিভিরিত্যাগ্রেতন বাক্যেন স্বরূপভূতশক্তিধ্বেন নিরূপ-
য়িত্যমাণামপি তাসাং স্বচ্ছায়াবলিভিরূপমানম্ । (ভা০ ১০।৩৩।১৬) “রমে রমেশো ব্রজমুন্দরীভিঃ, ধ্বাধকঃ স্বপ্রতিবিশ্ব-
বিভ্রমঃ” ইতি মূলবাক্যারম্ভোদেব; তচ্চ অশ্রুত্বাং তনুভ্যাগীতাদিবিলাসবস্তৃত্যাংশ্চৈব বিবক্ষয়েত্যত আহ—স্বচেষ্টি-
তেতি । তথৈব কৃষ্ণাঙ্গ মুগ্ধেন বালেনোপমানং তৎপ্রেমমাধুর্যভিরোষাপি মহেশ্বর্যকত্বত্যাংশ্চ বিবক্ষয়েত্যত আহ—শ্রীরমণেতি ।
শ্রীরমণোত্তমঃ শ্রীপতেরংশপি মুগ্ধো বাল ইতি ব্যঞ্জিতেন তাসাং মাহাত্ম্যেন ভঙ্গ্যা ছায়াং নিবিধ্য স্বরূপশক্তিধ্বমেবো-
পহাপিতমিতি ॥

৮৯। তদেবমপি তাভিঃ প্রেমসুখময়ঃ সর্বো বিলাসঃ স্বচ্ছাময় এবত্যাহ—কৃষ্ণেতি ॥

৮৭। একুপ হলেও কিঙ্কিনী নুশ্রাদির মন্দমন্দ কলকোমল ঝঙ্কাররূপ কলকালীর সহিত সবিলাস
ভ্রমণ ও গানের সহিত কোনও কোনও গোপী চমৎকার ভাবে নাচতে লাগলেন কৃষ্ণের সঙ্গে ।

৮৮। ব্রহ্মরাত্রি সম দীর্ঘরাত্রি, সেও বরং অতিবাহিত হয়ে গেল; কিন্তু এঁদের রাসের অন্তরঙ্গ তরঙ্গ-
লীলা শেষের দিকে গেল না ।—

রাসবিলাসকৌতুক সেবনকারিণী, নিজছায়ারূপা এবং স্বচেষ্টিত কলানৈপুণ্যের অংশরূপা এঁদের
সযুথাধিপ যুথের সহিত মুগ্ধ বালকের মতো ক্রীড়া করতে লাগলেন সেই হরি, নারায়ণের অংশী হয়েও—
আলিঙ্গন-অধরপান চুখন রসালাপ ও হাসিতে উজ্জল দৃষ্টি দ্বারা ।

৮৯। (একুপ হলেও গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের যা কিছু প্রেমসুখময় বিলাস তা সবই তাঁর ইচ্ছা-নির্মিত,
তাই বলা হচ্ছে—)

কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখময় চিত্তা এবং কৃষ্ণেচ্ছাশ্রোত-নিবেশিত তনুলতিকা যুগনয়নাগণ হায় হায় তাঁদের
বস্ত্র-কুচকঙ্কলিকা ও কেশপাশ যে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, তা জানতে পারছেন না ।

৯০। এবং বিহরতো হরতো নিখিলভুবনবনজাক্ষীণাং মনাংসি তস্য নিখিলসৌভগবতো ভগবতো
ব্রজরাজপুত্রস্য বিক্রীড়িতমীড়িতমীশ্বরৈরপি সমালোক্য দিবি দিবিষদ্বধে। মুমুহুর্হরহো রহো নিরুপগতদধি-
করণকরণকপরাহতধিয়ঃ সমনোরথাবতারাণাং তারাণাং ততয়শ্চ হরি হরি হরিগাকোহপি রাসারম্ভমারভা
গতি-বৈক্লব্যেণ নিষ্পন্দ এবাভবদতএবোচিতমায়ামিনী যামিনীতি ॥

৯১। ততশ্চ, যাবত্যো যা মদনমদতঃ স্তুভ্রবো রাগবত্যাঃ
শ্রীকৃষ্ণেন স্বয়মপি তথা তাবতা রাগিণৈব ।
সম্পূর্ণার্থাঃ প্রতিজনমহো কারয়ামাসিরে তা
মর্যাদা হি প্রণয়রহসাং সৈব সম্ভায়কস্য ॥

৯২। শ্রীশ্রীনাং রমণকলাভিরঙ্গনানাং, স্বেদান্তঃ স্মিতস্তভগানুখেন্দুবিশ্রাং ।

প্রেমার্জঃ করকমলেন কোমলেন, প্রত্যেকং হরিরপসারয়াঞ্চকার ॥

৯৩। স্পর্শেন পানিকমলস্য পুনঃ প্রকামং স্থিতংসু বক্তৃকমলেষু যুগেক্ষণানাম্ ।

স্বেদাপনোদকুশলো যদি নৈষ আসী- ত্তা এব চেষশকলৈর্মমুজমুখানি ॥

৯০। রহো গুটমিব; মনোরথতাবতারঃ প্রাহুর্ভাষন্তঃসহিতানাম্; আযামিনী দৈর্ঘ্যবতী ॥

৯১। ততশ্চ পরঃসহশ্রেষু নিভৃতনিকুঞ্জেষু প্রত্যেকমেব তাঃ সম্প্রয়োগাদিলীলয়া রময়ামাসেত্যাহ—যাবত্য
ইতি । মদনমদতো হেতোঃ সম্পূর্ণার্থাঃ কারয়ামাসিরে; ‘রামো রাজ্যমকারয়ৎ’ ইতিবচক্রিরে ইত্যর্থঃ ॥ (৯২) ।

৯৩। পুনঃ স্থিতংসু তৎস্পর্শেখহর্ষেণেতি ভাবঃ ॥

৯০। এইরূপে বিহারকারী এবং নিখিল ভুবনের পদ্মাক্ষীগণের মন হরণকারী এই নিখিল সৌভাগ্য-
বান্ ভগবান্ ব্রজরাজপুত্রের এই বিবিধ বিলাস শিবব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রশংসা করতে লাগলেন। আকাশে
দেববধূগণ নিরীক্ষণ করে বার বার মুহিত হতে লাগলেন। অহো কি আশ্চর্য্য দুজ্জের লীলা! নিরুপম এই লীলা-
ক্ষেত্রে কামসম্বন্ধিনী চিন্তা আবর্তে পড়ে বুদ্ধির পরাস্ততায় মনস্কামনার উদয় সংযুক্তা তারাশ্রেণীও মুহিতা হয়ে
পড়ল। হরি হরি চন্দ্রও রাসারম্ভের আরম্ভ থেকেই গতি-বৈক্লব্যে নিষ্পন্দের মতো হয়ে গেয়েছিল। রাত্রি যে
ব্রহ্মরাত্রি তুলা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা সমুচিতই হয়েছিল।

৯১। (অতঃপর অসংখ্য নিভৃত নিকুঞ্জে গোপীদের প্রত্যেককে সম্প্রয়োগাদি লীলায় রমণ করালেন
কৃষ্ণ)

মদনমদ হেতু যে সুন্দরী যতটা রাগবতী হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ততটাই রাগবান্ হয়ে প্রতিজনের
অভিলাষ পূর্তি করিয়ে দিলেন পরিপূর্ণ ভাবে। সন্ধ্যাকের প্রণয় সংসর্গের গৌরব একুপই হয়ে থাকে।

৯২। বহুপ্রকার রমণকলায় শ্রীশ্রী অঙ্গনাদের প্রত্যেকের হাসি হাসি নয়নাভিরাম মুখেন্দু-মণ্ডল
থেকে স্বর্মবিন্দু প্রেমার্জ হরি কোমল করকমলে মুছিয়ে দিলেন।

৯৩। যুগনয়নাদের বদনকমল-পানিকমলের স্পর্শস্থখে পুনরায় যথেষ্ট স্বর্ম-দগম হলে সেই হরি
যদি তা মুছিয়ে দিতে কুশলী হলেন না, তখন তাঁরা নিজেরাই বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা যাঁর যাঁর মুখ মুছে নিলেন।

৯৪। লাবণ্যসরসানি বিলাসলাশু-বৈদগ্ধ্যমুগ্ধমধুরাণি তদীহিতানি।

কারুণ্যমাত্রপিপুনানি জগুঃ স্মৃগীত-বন্ধেন তা নিজনিজপ্রতিভাকৃতেন ॥

৯৫। এবং অমহতীরতিমহতী রতিকলাকলাপজনিতা নিতাস্তালশুদশুদভাজঃ সলিললীলয়া লয়াবাণ্ডি-
বিরতাঃ কারয়িতুং তাভিঃ ক্ষিপ্ৰমদাভিঃ প্রমদাভিঃ সমং সমন্ততো মূহ মধুরং মধুরজ্জিভিমধুকরগাথকৈঃ সহ
গায়ন্তীভিবিমলকুমুদকমলা কমলাকরবন্ধুনন্দিনীধারা ধারাধরমহসা মহসানন্দেন তেন চিরপুলিনখেলাবিলসংকরে-
গুভিঃ করেগুভিঃ সহ মদকলকলভেনেব সমবজ্রগাহে ॥

৯৬। ততশ্চ, বক্রে রস্তোরহবরবনং দোলতাভিমৃণালী-

শ্রেণির্কোঙ্করহকলশকৈশ্চক্রনায়াং সমাজঃ।

গত্যা হংসীততিরতিতরাং হস্ত জিগ্যে বধূতি-

র্ভাস্বকশ্যাসলিলমলসং লম্বমানাভিরাভিঃ ॥

৯৭। বক্রে : স্বর্ণসরোজমণ্ডলময়ং নীরোপরিষ্টান্নভো

বক্ষোজৈর্মদচক্রবাকমিথুনশ্রেণীজুষো বীচয়ঃ।

৯৪। কারুণ্যমাত্রপিপুনানীতি লাবণ্যবিলাসাদিবিশিষ্টানাং তদীহিতানাং প্রকাশিকা তৎকৃপৈব, অন্তস্তামেব
তানি পিণ্ডনয়ন্তি সূচয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

৯৫। অমহতী; অমবাধা লয়াবাণ্ডা বিরতাঃ কারয়িতুং তাভিস্তেন কৃষেন কমলাকরবন্ধুনন্দিনীধারা সমবজ্র-
গাহে। অমহতীঃ কথন্তুতাঃ? নিতাস্তমালশুং দদাতি যঃ শুদো বেগন্তঃ ভক্তন্তী ধারয়ন্তীতি তথা তাঃ। ধারা কীদৃশী?
বিমলানি কুমুদানি যন্ত্রিগুণাভূতং কমলং জলং বশ্যাং সা। ধারাধরমহসা মেঘকচিনা কৃষেন মহে উৎসবে সানন্দেন চিরং-
পুলিনখেলাভিবিমলসন্তঃ কে মন্তকে রেণবো বাসাং তাভিঃ ॥

৯৬। শ্রেষ্ঠ সরস লাবণ্যযুক্ত, বিলাস-নৃত্যবৈদগ্ধ্যময়, মুগ্ধ মধুর এবং কারুণ্যমাত্রসূচক সেই লীলা-
বলী তাঁরা গাইতে লাগলেন, নিজ নিজ প্রতিভাকৃত স্মৃগীত বন্ধনে।

৯৭। ততঃপর অতিমহতী রতিকলাচয় জনিত এবং নিতাস্ত আলশুদায়ী ও বেগধারী অমপীড়া জল-
ক্রীড়ায় লয় পাইয়ে শাস্ত করবার জন্ত কৃষ্ণ চতুর্দিকে মধুরজ্জি মধুকর গায়কের সঙ্গে মূহমধুর গায়নী, কৃষ্ণসঙ্গে
দ্রুত হুট্ট হওয়ার স্বভাব এবং মেঘকচি তার সঙ্গে দীর্ঘ সময় পুলিন মধ্যে খেলাবিলাস হেতু ধূলিধূষরিতা
রমণীগণকে সঙ্গে নিয়ে বিমল কুমুদাকর জলে ভরা যমুনার ধারায় প্রবল উচ্ছ্বাসে ডুবা ডুবি করতে লাগলেন,
হস্তিনীর সঙ্গে মিলিত মদমন্ত হস্তীশাবকের মতে।

৯৬। বদনকমলশ্রেণী দ্বারা শ্রেষ্ঠ কমলবনকে, ভুজবল্লীশ্রেণী দ্বারা মৃণাল শ্রেণীকে, স্তনকুণ্ডশ্রেণীদ্বারা
চক্রবাক সমাজকে এবং চলনভঙ্গী দ্বারা হংসীশ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে জয় করলেন যমুনা জলে অলস ভাবে লম্বা
হয়ে ভাসমান সেই বধূগণ

৯৭। বধুবৃন্দ উদর-ডোবা যমুনা জলে গেলে তাঁদের বদনকমলের দ্বারা জলোপরি আকাশ হয়ে
উঠল স্বর্ণকমলমণ্ডলময়, উচ্ছলিত তরঙ্গমালা স্তনকুণ্ডচয়কে স্পর্শ করে হয়ে উঠল মন্তচক্রবাক-চক্রবাকী যুগল-

দোভিঁচাক্ষুণালবল্লিবলিতা আপস্তুদাসন্ বধু-
বৃন্দে গচ্ছতি চিত্রভানুহিতুস্তংকুক্ষিদগ্নঃ পয়ঃ ॥

৯৮। ততশ্চ, লক্শ্মী তাসাং তনুপরিমলান্ পদ্মিনীঃ প্রোজ্জ্বা ভূগৈ-
রভূদ্যদ্যতৈস্তুরণিতনয়ৈবাদরাভূজ্জগাম ॥
হংসৈশ্চল্যোডয়নচপলৈশ্চামরভং প্রযাতৈঃ
আস্তাঃ সৰ্বাঃ প্রণয়রভসাদীজয়ামাস সৈব ॥

৯৯ ভূগৈস্তাসামুপরি পরিতো মণ্ডলীভূয় সন্তি-
স্তংপর্যঙ্কেষপি দিবিসদাং পুষ্পবর্ধৈঃ পতন্তিঃ ॥
নীলং বাতাবধুতমভিতঃ সারিমুক্তাবলীকং
শোভাহেতোরতনুত কিম্বু ব্যোমসম্মোর্ষিতানম্ ॥

১০০। ততশ্চ, অত্রোগ্রাভৈঃ করসরসিভৈস্তাড়য়ন্তীষু তোয়ং, মধ্যে কৃষ্ণা দয়িতমভিতো মণ্ডলং গতাশু ॥
তান্দভূতাস্তুরণিতু রোমহর্ষা ইব জী-কৃষ্ণাশ্চোরঃ-পরিসরময়ুস্তোক হৃদ্যাস্তুরঙ্গাঃ ॥
১০১। অত্রোগ্রাধিতাজুলীকলিকয়োঃ কৃষ্ণমুপ গোঃ সমা-
পীড়্যোচ্চৈর্জলযন্তবং করভয়োঃ প্রোন্তেন নিক্শিপাতা ॥

৯৬। কলশকৈরিত্যার্থে কঃ ॥

৯৭। চক্রবাকজুষো বীচয় ইতি কুক্ষিদগ্নেহপি জলে তরঙ্গাণামুচ্ছুনতেন স্তনপর্যঙ্কস্পর্শাদিত্তি ভাবঃ ॥

৯৮। উজ্জগাম অভ্যুথিতবতী ॥

৯৯। সারিণ্যো মুক্তা এব বলীকং পটলপ্রাপ্তং যন্ত ভং ॥ (১০০) ॥

শ্রেণীর সেবাকারিণী এবং বাহুলত্যাশ্রেণী দ্বারা যমুনার জল হয়ে উঠল মুণাললতাময় ॥

৯৮। অতঃপর তনুপরিমল লাভ করে পদ্মিনীকে ছেড়ে কাল কাল ভ্রমরকুল তাঁদের দিকে যেতে থাকলে মনে হল যেন কাল যমুনাই আদরের সহিত অভ্যর্থনা করবার জন্য তাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তথা উড়ন চপল হংসসমূহ চামরের ভাব প্রকাশ করলে মনে হল যেন যমুনাই আস্তা গোপীগণকে প্রণয়বেগে বীজন করছেন।

৯৯। কাল কাল ভ্রমরনিকর তাঁদের উপর মণ্ডলী হয়ে ছেয়ে থাকলে এবং এর নিকট দেবতাগণের বর্ষিত শুভ্রপুষ্পসমূহ পড়তে থাকলে সজ্জিত হল, বাতাসে কম্পিত একটি নীল জমিনের চতুর্দিকে মুক্তাবলীর ঝালরের দৃশ্য। অহো একি শোভা সজ্জনের জন্য আকাশলক্ষ্মীর টানানো চাঁদোয়া।

১০০। কেন্দ্রস্থলে প্রিয়তমকে রেখে মণ্ডলী আকারে দাঁড়িয়ে গিয়ে গোপীগণ পরস্পর ধরাধরিকরা করকমলের দ্বারা জলে আঘাত করতে লাগলেন। সেই আঘাতে যমুনা থেকে উথিত রোমাঞ্চের মতো ছোট ছোট বীচমালা জীকৃষ্ণের বক্ষোদেশ প্রাপ্ত হল।

১০১। পরস্পর প্রথিত অঙ্গুলী কলিকায়ুক্ত পাণিদ্বয়ে জল ভরে নিয়ে পীচকারীর মতো জোরে

ধারাভিমুহুরায়তাভিরবলারুদেন সিন্ধো হরি-
ঋত্রে মন্থথবারুণাজ্জমহসা মূর্তেন বিদ্বো বভৌ ॥

১০২। ততশ্চ, নিঃসংহাঃ তদ্বিদমতনোবাকুণাজ্জং বিদিত্বা
শক্তোহপ্যস্ত প্রতিকৃতিবিশৌ লীলয়া বারিমগ্নঃ ।
নৌবীদাম্মাং হরণকুতুকী তদধ্বতিব্যগ্রহস্তঃ
ভগ্নাঃ সর্বাঃ পুনরতিতরাংহেৎ এবাসিষেচ ॥

১০৩। ততশ্চ, প্রত্যেকং তাঃ সপদি পয়সো দ্বন্দ্বযুদ্ধেন জিহ্বা
কৃষ্ণেনাস্মিন্ পণিতমখিলং হারমাকুণ্ড নীতম্ ।
পৃষ্ঠং যাতা লঘুলঘুতরাং গীড়য়িত্বাস্ত বাহু
রাধা সর্বং যদি হতবতী তামধাবন্তদাসৌ ॥

১০৪। আচিযানাং কমলমমলং কাপি গাধেহপি নীরে
গন্তীংহাভিনয়চকিতাং শঙ্কয়া পঙ্কিলাক্ষীম্ ।

১০১। অবলারুদেন কতৃভূতেন পাণ্যোরম্ব কৃত্বা উঠে: সমাপীডা জলবন্ত ইব জলযন্ত্রেণেব নিক্ষিপ্যতা নিক্ষেপ-
কেন করভয়ো: প্রাস্তেন নিমিত্তেন সতীভির্ধারিভিঃ সিন্ধো: ক্রিপতের্দৈবদিকশ্চ শত্রো রূপম্; “মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্ত
করভো বহিঃ” ইত্যমরঃ ॥

১০২। তস্তা নীবেধ্বতো বাগ্রহস্তং বখা শ্রাত্বা; ভগ্না বিদ্রুতা: ॥

১০৩। আকুণ্ড নীতং স্বকক্ষদেশে স্থাপিতমখিলমেব হারং পৃষ্ঠং যাতা সতী হতবতী। কথমিত্যন্ত আহ—অস্ত বাহু
গীড়য়িত্বা মৃণালা বা অঙ্গুলা বারিরেখাং কনকরূপেণ গীড়নেন কণ্ঠতিমুংপাত্ত কক্ষমুদ্রায়ামুদ্বাটিতায়্যং সত্য্যং স্বয়মকস্মা-

চাপ দিয়ে করভের (মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পর্যন্ত করের বহির্ভাগ) সাহায্যে মোটা মোটা ধারায়
ছুড়ে তার ঝাপটায় হরিকে বার বার ভিজিয়ে দিতে লাগলেন অবলাগণ। মনে হতে লাগল যেন কাম-
দেবের বরুণাজ্জের মূর্ত তেজে বিদ্ধ হলেন হরি।

১০২। অতঃপর এ-কে কামদেবের সংহার-অযোগ্য বরুণাজ্জ জেনে হরি এর প্রতিকার বিধানে সমর্থ
হয়েও লীলায় ডুব দিলেন জলে। নৌবিদ্যাম হরণ কোতুকী তাঁর হাত ব্যগ্র হয়ে উঠল গোপীগণের নৌবিধারণে।
গোপীগণ সকলে ভীতচকিত ভাবে ঝাপাঝাপি করে পালাতে আরম্ভ করলে পুনরায় কৃষ্ণ একাই সকলকে
যথেষ্ট ভাবে জলের ঝাপটা মারতে লাগলে-।

১০৩। অতঃপর তাঁদের প্রত্যেককে জল-দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় করে চটপট এতে পণরাখা যত কিছু হার,
সব নিয়ে নিয়ে বগল তলায় পুরে দিলেন কৃষ্ণ। রাধা পিছন দিক থেকে ধীরে ধীরে গিয়ে কাতুকৃত দিয়ে কৃষ্ণের
হাত চিলে করত সব হার যদি কেড়ে নিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁর পিছে পিছে তাড়া করলেন।

১০৪। কোনও স্থানে অমল কমল চয়ন করতে করতে জল অগভীর হলেও সম্মুখের জল হয়তো
বা গভীর হবে, কি করে অহো ওখান থেকে উঠে আসবো, এরূপ নিজ অঙ্গভঙ্গীতে রাধা চকিতের ভাব প্রকাশ

দোৰ্ভ্যাং বক্ষোভূবি স্থনিবিড়াপোড়মুখাপ্যমানাং
কান্তেনৈনাং সরসকুতুং তাঃ সমীক্ষাস্বভূঃ ॥

১০৫। ততশ্চ কদাচন— রাধাদেব্যা চপলশফরীষট্টনাশঙ্কিতাক্ষ্যা
কণ্ঠগ্রাহং ভয়চকিতয়া গাঢ়মাল্লিষ্যমাণঃ ।
প্রত্যাল্লিষ্যন্নুপাধি মুহুঃ শ্লাঘমানঃ শফর্যা-
ন্তুৎসৌহৃদ্যং হরিরতিতরাং সিদ্ধিয়ে মোদমানঃ ॥

১০৬। এবং চ কদাচন— পদৈঃ পদৈঃ স্বয়মবচিঁতৈস্তম্ গালৈমৃণালৈ-
লীলাযুদ্ধং যদজনি মিথস্তত্র যোষিগ্নগীনাম্ ।
তাসাং তস্মিন্নজনি কুতুং পশ্যতন্তুৎপ্রমোদাৎ
কৃষ্ণশ্চৈব প্রহরগবশেনেব রুগ্নং মনোহভুৎ ॥

দেব জলে পতিতমিত্যর্থঃ ॥

১০৪। গাধেহপি নীরে গজীরতস্য্যভিনয়েনাগ্রেতনং নীরমিদং নুনমগাধমেব ভবিষ্যতি, কথমিতো বিদ্রবামীতি
স্বাক্ষচেটুয়া চকিতাং স্বাক্ষণার্থমুধাবন্ত কৃষ্ণমালোকা শঙ্করা পঙ্কিলাক্ষীং ব্যাকুলিতনেত্রাম্ ॥

১০৫। ততশ্চ কদাচনেতি তদাক্ষণ-পরিরতাদি নির্বাহান্তে সামঞ্জস্যেন দ্বয়োচ্চলনে বৃত্তে সত্যীত্যর্থঃ। ঘটনা
করকরাংকারেণোচ্ছলিতত্বম্। অনুপাধি উপাধিশৃং সৌহৃদ্যম্ ॥

১০৬। মিথস্তাসামেব পরম্পরং বদযুদ্ধমজনি, তস্মিন্ যুদ্ধে তাসাং কুতুকমেবাজনি, ন তু পীড়া, তৎ পশ্যতঃ কৃষ্ণ-
সৈব মনো রুগ্ণং কামপীড়িতমাসীৎ। প্রহরগবশেনেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥

করলে তাকে টেনে তুলবার জন্ত কৃষ্ণ পিছনে ছুটে এলেন। ত দেখে শঙ্কায় ব্যাকুল নেত্রা হয়ে উঠলেন রাধা।
ছ হাতে রাধার বক্ষোদেশ স্থনিবিড় ভাবে চেপে ধরে কৃষ্ণ যখন তাঁকে টেনে উঠাচ্ছিলেন, তখন গোপীগণ
সরস কৌতুকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

১০৫। অতঃপর কখনও—(সেই আকর্ষণ-আলিঙ্গনাদি সমাপনান্তে হৃজনে মিলেমিশে চলতে
আরম্ভ করলেন—)

চপল শফরীমাহ ফর ফর করে উঠলে শঙ্কিত নয়। রাধাদেবী ভয়চকিতভাবে কৃষ্ণের কণ্ঠ জড়িয়ে
ধরে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণ প্রতি আলিঙ্গন দান করতে করতে সেই শফরীর নিরুপাধি সৌহার্দকে মুহুমুহু
প্রশংসা করতে লাগলেন। আর খুব হাসতে লাগলেন।

১০৬। এইরূপে কখনও জীরত্বদের মধ্যে পরম্পর যদি নিজ হাতে চয়িত পদে-পদে মৃণালে-মৃণালে
লীলাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, তখন সেই যুদ্ধে রমণীদের কৌতুকই হল, পীড়া নয়। এদিকে কিন্তু ঐ লীলার
দ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সেই দর্শনজ্ঞ আনন্দ থেকে জাত হল কামপীড়া, প্রহার বশে মুগ্ধের মতো।

১০৭। কদাচন - কৃষ্ণে কৰ্ষতি কোকযুগ্মবলা দোৰ্ভাং বাধুঃ স্বস্তিকং
কণ্ঠে চাক্ষুণ্যালমর্ষয়তি তাস্চক্রুভুজান্ ভঙ্কুরান্ ।
পদ্মঃ জিহ্বতি পাণিভিঃ পিদধিরে বক্তুং জলক্রৌড়নে
তাভিস্তস্ত বভূব সৌরতরসঃ কোহপীজিতৈরিজিতৈঃ ॥

১০৮। ততশ্চ, নিলেপঃ কুচমণ্ডলো মৃগদৃশং হারাবলৌ নিষ্ঠুৰ্ণা
নেত্রাস্তোরুহমঞ্জনেন রহিতং নীরাগমোষ্ঠাধরম্ ।
নিগ্র'স্থির্মণিমেখলা কচততিমোক্ষং গতা কাচন
ক্রীরাসীদ্বিগুণৈব সা স্বনরসে মগ্নস্ত যোগাং হি তৎ ॥

১০৯। পদ্মে: কেশাভরণমমলৈরুৎপলৈঃ কর্ণভূষণং
হারং কৃতা বিস-সতিকয়া মেখলাং শৈবলেন ।
ক্রৌড়োপাস্তে মণিময়শিরোভূষণাদানি তানি
প্রেমণা নার্যো দিনমণিভূবে শ্রীতিদেয়ানি চক্রুঃ ॥

১০৭। পাণিভ্যাং কোকযুগ্মং কৰ্ষতীতি স্তনালভনস্থচনম্; স্বস্তিকমিতি তদ্বারপার্থং বক্ষসি আসনমুদ্রা হস্তধারণম্।
এবমেব কণ্ঠে ইত্যাদিনা ব্যঞ্জিতয়োঃ পরিরস্তাধরণানয়োধারণার্থং ভঙ্কুরানিত্যাदि ॥

১০৮। স্বনরসে জলে; পক্ষে, সন্তোগাত্মক শৃঙ্গাররসে ॥

১০৯। সন্তোগাস্তে তাসাং স্বাধীনভর্তৃকা ভাবেন প্রসাদনমাহ—পদ্মৈরिति। নহু তাভিঃ পূর্বসিদ্ধানি মণিময়মণ্ড-
নানি ক ধারিতানীত্যত আহ—ক্রৌড়োপাস্তে ইত্যাদি। দিনমণিভূবে স্বমুন্যৈঃ ॥

১০৭ কখনও—কৃষ্ণ স্তন ধারণমূচক চক্রবাক পক্ষীযুগলকে ধরে টান দিলে অবলাগণ দুহাতে
স্বস্তিক রচনা করলেন কণ্ঠে আলিঙ্গনাদি মূচক চাক্ষু মৃণাল অর্পণ করলে বাহুযুগল তেরছা করে ধরলেন।
পদ্ম স্তব্ধকতে থাকলে পাণিযুগলে মুখকমল ঢাকলেন।—এইরূপ ইজিতে ইজিতে কোনও অনির্বচনীয় সৌরতরস
উচ্ছলিত হয়ে উঠল, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলখেলায়।

১০৮। অতঃপর, হরিণনয়নাদের কুচমণ্ডল হয়ে পড়ল কুঙ্কুমাди বিলেপনহীন, হারাবলী গাথুনী
সূতাহীন, নয়নকমল অঞ্জনরহিত, ওষ্ঠাধর রক্তিমারহিত, মণিমেখলা গ্রন্থিরহিত, আর কেশপাশ বন্ধনহীন—
এতে শোভা দ্বিগুণিতই হয়ে উঠল ও কোনও অনির্বচনীয়তা প্রাপ্ত করে নিল। (সাধারণ পক্ষে) জলমগ্ন
বা (গোপী পক্ষে) সন্তোগাত্মক শৃঙ্গাররসমগ্ন জনের পক্ষে এ যোগাই বটে।

১০৯। (সন্তোগাস্তে স্বাধীনভর্তৃকা ভাবে গোপীদের যে প্রসাদন তার কথা বলা হচ্ছে—)

পদ্মে কেশাভরণ অমল উৎপলে কর্ণভূষণ, মৃণাল লতায় হার, আর শৈবালে মেখলা করে গোপীগণ
তাদের অঙ্গের মণিশিরোভূষণাদি খুলে প্রেমের সহিত যমুনাকে দিয়ে দিলেন শ্রীতি উপহার রূপে।

১১০। উল্লাস্য বামকরবারিকহেণ বারি, ঝঙ্কারিকঙ্কণকলেন চ দক্ষিণেন ।

সস্তাভ্য চারু জলমগ্নকবাঢ়লীলা-মাতেনুৰুংসবসমাপ্তিফলসামিবৈতাং ॥

১১১। স্নানোত্তীর্ণাঃ কনকনলিনীম্পর্ধিভাসো নিতম্বঃ

ক্রাস্তা অস্তুরবিরতপয়োবিন্দুনিষ্যন্দভাগ্ভিঃ ।

রেজুঃ কেশেরথ হঠহঠৈরশ্রু মুঞ্চস্তিক্রুচে-

ধ্বাত্তৈঃ পৃষ্ঠানুসরণপরৈরংগুমাল্য ইবেন্দোঃ ॥

১১২। অথ সময়সম্মানসেবাতংপরয়া রয়াপাদিতাদরয়া যোগমায়াগমায়া সমুপাহৃতানি তৎ-
কালোচিতলোচিতরমণীয়ানি যানি বসনালঙ্কারানুলেপনাদীনি স্বপ্নোপলব্ধানীং তানি সেবিত্বংহবিষ্মা সকলানুন্দরতা
দরতাণ্ডবিতকুণ্ডলাঃ সরসকলাবলাব্যাশ্রিয় ইব মূর্তিমতো। মতোঢ়মহামহাশোভা ইব মাধুর্যো ধূর্যোত্তমাঃ প্রণয়-
ভরস্তু রস্তুতমত্রিষো ললিতোপবনকুঞ্জবরাজিরেষু রাজিরেষু মদকলকলহংসকারণবাদিবাদিবর্গস্তু মণ্ডলীভূয় ভূয়
এব রসিকঘটামুকুটালঙ্কারনীলমণিবরণে কৌস্তভেন বিলসদ্রসস রসানুধিনাধিনাথেন সহ সংর্ষমুপবিবিস্তর্গোপ-

১১০। উল্লাস্যোতি নির্ধাণসময়ে বাজং সমুচ্চিস্তমেবেতি ভাবঃ ॥

১১১। স্নানোত্তীর্ণাঃ—অভ্যঙ্গোদ্বর্ভনাদি পূর্বক-স্নানান্তরমুত্তীর্ণাঃ ॥

১১২। অথ গাত্রজলাপসারনাচনস্তরং বসনালঙ্কারাদীনি সেবিত্বা ভূয় এবাধিনাথেন সহ ললিতোপবনকুঞ্জবরা-
ণামজিরেষু প্রাঙ্গণেষু উপবিবিস্তরিতাঘরঃ। অগমো হ্রলক্ষ্যোহরঃ শুভাবহো বিধির্ধিস্যান্তর্য। লোচিতং দৃষ্টিস্তস্য রমণীয়ানি;
সরসকলামবস্তি রক্ষণীতি ভাঃ। মত্যা উচেন মহামহেন মহোৎসবেন আসম্যাক্ ধোতাঃ ক্ষালিতা ইব মাধুর্যো মধুরতা
মূর্তিধারিণ্যো ধূর্যোত্তমাঃ; শ্রেষ্ঠাধারাঃ; রাজিং শ্রেণীং রাস্তীতি তথা ভেদ্য ॥

১১০। বাম করকমলে জল উছলিত করে এবং ঝঙ্কারি কঙ্কণর কোমল ধ্বনিযুক্ত দক্ষিণ করকমলে
জল থাপড়িয়ে চারু জলমগ্নকবাঢ় লীলা বিস্তার করলেন গোপীগণ উৎসব সমাপ্তির ফল স্বরূপে ।

১১১। অতঃপর অভ্যঙ্গোদ্বর্তনাদি পূর্বক স্নানের পর উপরে উঠে এসে স্বর্ণকমল ম্পর্কী কান্তিময়ী
গোপীগণ নিতম্ব ছাড়িয়ে এলানো এবং অবিরত জলবিন্দু-ঝরানো কেশের সৌন্দর্যে দীপ্তি পেতে লাগলেন,
যেমন না-কি দীপ্তি পায় চন্দ্রমার কিরণমালা বলাৎকারে হটে যাওয়া, (অতএব) অশ্রু মোচন করতে করতে
পিছে পিছে অনুসরণপর ঘন অঙ্ককার দ্বারা ।

১১২। সময়োচিত এবং সম্মুখে উপস্থিত সেবায় তৎপর হ্রলক্ষ্য শুভাবহ অচারপরায়ণ যোগমায়া-
দ্বারা অভ্যাদরে তৎকালোচিত ও দৃষ্টিরম্য যে সকল বসন-অলঙ্কার-অনুলেপনাদি স্বপ্নে পাওয়ার মতো অনায়াসে
সংগৃহীত হল, তা গোপীগণ ধারণ করলেন অঙ্গ মুহূর্তের পর। ইংবে তাণ্ডবিত কুণ্ডল সরস কলার পালয়িতা,
লাবণ্যলক্ষীসম, বুদ্ধিদ্বারা অঙ্গীকৃত মহোৎসবের দ্বারা যেন সম্যক ক্ষালিত মূর্তিমতী মাধুর্যশ্রুতি, প্রেমের আশ্রয়-
শ্রেষ্ঠা এবং অতি আশ্বাদনীয় কান্তি গোপরমণীযুগসমূহ তখন সকল সৌন্দর্যে দীপ্তা হয়ে উঠলেন। অতঃপর
তঁারা সকলে রসিককুল মুকুটালঙ্কারশ্রেষ্ঠ নীলমণি স্বরূপ, কৌস্তভে দীপ্ত বক্ষা রসসাগর প্রাণাধিদেবতাকে

রমণীমণীশ্রেণয়ঃ ॥

১১৩।

তত্রানিহ্মে মণিময়ষট্টৈর্দেবতাভিব'নীনাং
স্বাহুঃ স্বচ্ছঃ পুরুপরিসমঃ কৌসুমঃ শীধুপূরঃ ।
যদগন্ধাক্ষৈর্মধুপনিকরৈ সর্বভো স্বূর্ণ্যমালৈ-
জ্যোৎস্নাজালেহ্প্যুপচিত্ত ইব ব্যোমি গাঢ়াককারঃ ॥

১১৪। রজতজলবজ্জ্যোৎস্নাজালোজ্জলে পুলিনোদরে, ক্ষটিকচষকশ্রেণ্যস্তাং পুরঃ পরিরেজিরে ।

নয়নবিষয়ীভাবং হিহা পরস্পর-সদ্বিবঃ, করকিশলয়স্পর্শেনৈব স্ববোধবিভাবিকাঃ ॥

১১৫। তামেতাং মধুপানসামগ্রীমগ্রীয়াং সামগ্রীমিব মনোভবামোদক-মোদকদম্বস্ত সমালোকমানো

মানোল্লভ্যীঃ সরসমনা রসমনায়াসসিক্তং তং বহুমানয়ন্ নয়নপি তত্র লালসাং সালসাং সাপীয়সীং মদমাধুরী-
মাধুরীণাং চিত্তবিভ্রমৈর্বিভ্রমৈরুপচিচ্চাং চালোকয়িতুং মধুনি ॥

১১৩। বনীনং কুদ্রবনানাম্ ॥

১১৪। পরস্পরসদ্বিবো জ্যোৎস্নাক্ষটিকচষকশ্রেণ্যোস্তল্যাকান্তিহাং, অতএব পার্থক্যেনানুপলব্ধেইতোনয়নবিষয়ী-
ভাবং নেত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং ত্যক্ত্বা ত্রিগিজিয়গ্রাহ্যাত্মা অভবন্নিত্যাহ—করকিশলয়ৈতি । করকিশলয়ানাং স্পর্শেনৈব স্ববোধং
ক্ষটিকচষকশ্রেণ্য এতৈবতান জ্যোৎস্না ইতি অবিবরকজ্ঞানং বিশেষণ ভাবরহস্যংপাদয়ন্তীতি তাঃ ॥

১১৫। মনোভবামোদকস্ত কামোদীপকস্ত মোদকদম্বস্ত হর্ষসমুহস্য সামগ্রীমিব সমগ্রতামিব সম্পূর্ণতামিবেত্যর্থঃ ।

চিত্তস্য বিবিধো ভ্রমো যেষু তথা তৈর্বিভ্রমৈরুপচিচ্চাং মদসা মত্ততারা মাধুরীং দ্রষ্টুং ॥

বিরে মণ্ডলাকারে মিলিত হয়ে আনন্দ কলরবকারী রাজহংস-বালিহংসাদি জলচর পক্ষিরাজি সমাকুল ললিত
উপবনস্থ কুঞ্জশ্রেষ্ঠের প্রান্তণে গিয়ে প্রবেশ করলেন মহর্ষে ।

১১৩। উপবন দেবতাগণ মণিময় ঘটে স্বাহু-স্বচ্ছ-অতি সুগন্ধী বহু পুষ্পমদ এনে উপস্থিত করলেন
সেখানে, যার গন্ধে ভ্রমরকুল চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করতে লাগল । এদের ছায়ায় আকাশ যেন গাঢ় অন্ধকারে
ঢেকে গেল, জ্যোৎস্না ধারায় প্লাবিত হয়েও ।

১১৪। রৌপ্যজলের মতো জ্যোৎস্নাজালোজ্জল পুলিনের মধ্যে গোপীগণের সম্মুখে ক্ষটিক পানপাত্র-
শ্রেণী অতিশয় শোভা পেতে লাগল । জ্যোৎস্না ধারা ও ক্ষটিক পাত্রশ্রেণী তুল্য কাস্তি হওয়াতে দুয়ের পার্থক্যের
অনুপলব্ধিতে ক্ষটিক পাত্রশ্রেণী নেত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হু ত্যাগ করে শুধুমাত্র ত্রিকেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হল তৎকালে । এরা
যে ক্ষটিকপাত্র তা একমাত্র হাতের স্পর্শই জানাতে লাগল ।

১১৫। গোপীদের অগ্রে স্থিত এই মধুপানের সরঞ্জামকে কামোদীপক প্রসন্নতাপুঞ্জের পরিপূর্ণতার
মতো দেখতে দেখতে সমাদরে প্রশান্তবুদ্ধি সরসমনা কৃষ্ণ অনায়াসসিক্ত সেই রসকে বহুমানন করতে করতে
তাতে লালসায়ুক্ত হয়েও অতিশ্রেষ্ঠ মত্ততার উচ্ছল মাধুরী, যা চিত্তের বিবিধ ভ্রম উৎপাদক বিভ্রমের দ্বারা
সমৃদ্ধ, তা দেখবার জন্য ঐ গোপীদের প্রিয় সহচরীদের কোঁতুকপূর্বক এইরূপ বললেন—

- ১১৬। একৈকশ্চে ফটিকচৰ্চকৈঃ পুরিয়িত্বা প্রদাতুং
 স্বেচ্ছাপূৰ্বং নয়ত স্নদৃশো যুথপাঠে বিভজ্য ।
 ইত্যেতাং প্রিয়সহচরীঃ কৌতুকাং প্রাহ কৃষ্ণ-
 স্তাস্তস্ত্র্যাংশং তদভিমুখতো ত্র্যস্ত চক্ৰুস্তথৈব ॥
- ১১৭। এবং সতি — কপূরাভে কিরণসুধয়া প্রোক্ষিতে শীতধাম্নঃ
 প্রভ্যামুষ্ণে কমলকুমুদ-মোদিনা মাক্রতেন ।
 প্রাহভূতঃ স খলু শুভভে সৈকতে ভানুপুত্র্যাঃ
 প্রত্যাসমে সুরতসমরে বীরপানপ্রমোদঃ ॥
- ১১৮। প্রতিচৰ্চকং প্রতিবিস্মিত-শশিবিস্মং বিলসদুৎপল্যামোদম্ ।
 উপরিভ্রমদলিললিতং, পুরতস্তাং ররাজ মাধ্বীকম্ ॥
- ১১৯। আদৌ পানে নয়নযুগয়োঃ শোণিমানং দ্বিতীয়ে
 বাধৈবশুং ব্যধিকরণতাং হাসভীত্যোত্তৃতীয়ে ।
 ত্রুষ্টং পশ্চাদ্বিহসিতুমপি প্রাণনাথং তথাহ্যঃ
 পানক্ৰীড়াপরিবদি দধে পাতুমিচ্ছাং ন কাচিং ॥

১১৬। হে স্নদৃশঃ ! একৈকসৌ যুথপাঠে বিভজ্য প্রদাতুং ফটিকচৰ্চকৈঃ পুরিয়িত্বা মধুনি নয়ত ॥

১১৭। সৈকতে সিকতাময়পুলিনে ॥

১১৮। উপরি ভ্রমন্তোৎপলয়ো যত্র ভৎ ॥

১১৯। কাচিমাধ্বীকং পাতুমিচ্ছাং ন দধে। কিমর্থম্? আদৌ প্রথমে পানে নয়নরোঃ শোণিমানং ত্রুষ্টং হাস-
 ভীত্যোব্যধিকরণতাং হাসোৎপাদকে বস্ত্রনি বিষয়ে ভীতিং ভীত্যোৎপাদকে হাসং ত্রুষ্টং পশ্চাদ্বিহসিতুং পরিহসিতুমিতি ।
 এতৎ শুং পানশুখতোব্যধিকমিতি মথানন্তার্থঃ। অপিকারাদ্ব্যাজনাত্তঃ পরিচরিতুম্ ॥

১১৬। ‘হে স্নয়নীগণ ! এক এক যুথেশ্বরীকে ভাগ করে দেওয়ার জন্ত স্বেচ্ছা মতো মধু নিয়ে নেও,
 ফটিকপাত্র ভরতি করে।’ সহচরীগণ কৃষ্ণের ভাগ তাঁর সম্মুখে ধরে সেইরূপই করলেন ।

১১৭। সুরত সমর নিকটবর্তী হয়ে গেলে চন্দ্রমার কিরণসুধায় খোত কমলকুমুদগন্ধী বায়ুতে পরি-
 মার্জিত যমুনার পুলিনে প্রকটিভূত সেই বীরপান-প্রমোদ অতিশয় শোভা পেতে লাগল ।

১১৮। প্রতি পানপাত্রে প্রতিবিস্মিত শশিবিস্মযুক্ত, প্রফুল্ল উৎপল গন্ধে আমোদিত এবং উপরে
 ঘূর্ণয়মান অলিতে ললিত মাধবক শোভা পাচ্ছে ।

১১৯। প্রথমপানে নয়ন যুগলে শোণিমা, দ্বিতীয় পানে বাক্যে জড়িমা এবং তৃতীয় পানে হাসোৎপাদ-
 পাদক বস্ত্র বিষয়ে ভয় ও ভয়োৎপাদক বস্ত্র বিষয়ে হাসি—এত সব দেখবার জন্ত, তথা পরে প্রাণনাথকে পরি-
 হাস করবার জন্ত কোনও এক গোপী এই পানক্ৰীড়া সভাতে মধু পান করবার ইচ্ছা করছিলেন না ।

১২০ । আত্মানে অমৃতমধুনোর্ব্যত্যয়েনৈব মৈত্রীং
চন্দ্রান্তোজ্জৈ ইব বদনয়োর্মণ্ডলে কারয়ন্তৌ ।
অছোচ্ছ-জীবদনচক্ষকোপাত্তমছোচ্ছদত্তং
রাধাকৃষ্ণৌ সমমপিবতাং সাধরোষ্ঠোপদংশম্ ॥

১২১ । এবং প্রবৃত্তে পানমহে মহেভ্যো মধুরিমমনিভিঃ সন্মদসিক্কুরসৌ মদসিক্কুরসৌভাগ্যঃ সিক্কুরীভি-
রিব তাভির্মধুমদনমদতোহনমদতোদমনা মন্তসীলালীলাবিতধীরধীর ইব সন্নপি সন্নপিপাসানাং পূর্বপানেনৈব
ক্ষিপ্ৰমদানাং প্রমদানাং মদাবিলবিলসিতাং সখীভিঃ সহ বাচং বাচংযম ইব শুশ্রাব ॥

১২২ । আলীন্দুমে' পিবতি মধু কিং পীয়তামালি সার্কং
স্তেনোহি যন্তব মুখরুচাং কণ্ঠলগ্নেন ভাব্যম্ ।

১২০ । কৌরুমমধুপানান্তরমাধরমধুপানপোনঃপুত্রমাহ—আত্মানে ইতি । জীবদনমেব চক্ষকং পাত্ৰং তত্রোপাত্তং
ধারিতম্ । অধরোষ্ঠোবেব উপদংশো বিদংশত্তদন্তরাখাদনীয়ং বস্তু তৎসহিতম্ । কিং কুবন্তী ? চন্দ্রান্তোজ্জৈ চন্দ্রকমল রূপে
বদনয়োর্মণ্ডলে অমৃত-মধুনোর্ব্যত্যয়েনৈব মৈত্রীমাত্মানে কারয়ন্তৌ । অম্বমর্থঃ—রাধামুখং চন্দ্রঃ, কৃষ্ণমুখং কমলম্, অত-
স্তয়োঃ পরম্পরাধরপানতশ্চক্ষকাত্মতং কমলেন প্রবিশতি, কমলস্ত মধু চন্দ্রে প্রবিশতি; মধুমাংসচন্দ্রেহমৃতময়ং কমলমিতি
পরম্পরমৈজ্যো ধর্মবিপর্ধাসঃ ॥

১২১ । মহেভ্যোমহাভ্যাঃ, “ই ভ্য আভ্যো ধনী” ইত্যমরঃ । মদসিক্কুরস্ত মত্তহস্তিন ইব সৌভাগ্যঃ যন্ত সঃ ।
অনমদনত্রীভবং, অতএবাতোদং নিরঙ্কুশং মনো যন্ত সঃ । মত্তস্যেব বা লীলালী তয়া লবিতা ছেদিতা ধীর্বিচারো বস্যা
সঃ । সন্নপিপাসানাং বিগততৃষ্ণানাম্ ॥

১২২ । মধুচবকে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমাণোকাহ—আলীন্দুরিতি । অপীতমাধবীকা সখী তামুপহসন্তী প্রত্যাহ—হে
আলি ! তর্হি ইন্দুনা সাদৃশ্যেব পীয়তাম্, যদ্ বস্মাদরমিন্দুস্তব মুখরুচাং স্তেনচোরঃ । পুনঃ সা প্রাহ—কণ্ঠেতি । সা সখী

১২০ । চন্দ্রমা ও কমলের পরম্পর অমৃত-মধুর বদলাবদলির মতো রাধার মুখচন্দ্রের অমৃত ও কৃষ্ণের
মুখকমলের মধুর পরম্পর বদলাবদলিতে এবং এদের ছয়ের সহযোগে যে অপূর্ব মিক্‌চার তৈরী হল, তা পরম্পর
সুন্দর বদনপাত্রে পরম্পর স্থাপন ও পরম্পর ধারণ করত অধরোষ্ঠ রূপ চাটের (পানের মাঝে মাঝে যে
চর্ববস্তু খাওয়া হয়) সহিত পান করতে লাগলেন উভয়ে ।

১২১ । এইরূপে পানোৎসব চলত থাকলে মাধুর্য মণিতে মহাধনী, নিভা আনন্দসিক্কুর, মত্ত হস্তীর
মতো সৌভাগ্যবান্ মধুমদনদনগবে' অন্ত্রী হওয়াতে নিরঙ্কুশমনা কৃষ্ণ গোপীসঙ্গে লীলা সমূহে মত্তের মতো বিচার-
শক্তির লোপে মিলনের জন্য অধীরের মতো হলেও মৌনীর মতো চূপচাপ শুনতে লাগলেন—প্রথমপানেই
বিগত-তৃষ্ণ, চট্‌ জলদি নেশা লাগা এবং মদঘোরে বিলাসিনী প্রমদাগণের সখীসঙ্গে আলাপ ।

১২২ । মধুপাত্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র দেখে কোনও গোপী মদঘোরে বলছেন, হে সখি ! চাঁদ কি আমার মধু
পান করে নিচ্ছে ? বোজনসেবা তৎপর। সখী উত্তর দিলেন, একে শুদ্ধুই পান করে নেও, এ তোমার মুখকান্তি

দন্তুচ্ছেদ্যোহমৃতময়তয়া সত্যমস্তাবশিষ্টং
নো পাস্ত্রামীতাত্ব মধুমতী পাণিনা মধ্বপাস্ত্রং ॥

১২৩। হা কষ্টং ত্রোঃ পপততি কথং হস্ত যুযুর্ণতে ভূ-
নাথ ত্বং মাং ধর পপতা কম্প মে গাত্রযষ্টিঃ ।
ইথং বৃদ্ধশ্লিষিতহুসিতৈরক্ষরৈর্ব্যাহরন্তী
ত্রাসাৎ কাচিদ্ভুলতিকয়া কৃষ্ণকণ্ঠং দধার ॥

১২৪। ভ্রাম্যতামুপরি ভৃঙ্গগণানাং, বীক্ষ্য বিশ্বমথ কক্ববিকল্পাং ।
বল্লভায় দদতী মধু নিস্ত্রে, স্বাঞ্চলেন চষকাক্ষকান্তঃ ॥

১২৫। এবং মধুমদাধিকা রাধিকা রামণীয়কাধিকারা মন্তলীলাং শ্রথয়তায়তানন্দেন সহ বনমালিনালি-
নান্না সম্বোধিতেন তেন চ তদমুখমতা কিঞ্চিদবাদীং ॥

প্রত্যাহ—তর্হি দন্তুচ্ছেদ্যঃ । সা প্রাহ—অস্যাশিষ্টমুচ্ছিষ্টম্ ॥

১২৩। বৃদ্ধশ্লিষিতক হুসিতক্ষেতি তথাভূতৈরক্ষরৈঃ । পপততীতি বাক্যত্রেয়ংক্ষরবৃদ্ধিঃ । মে মম গাত্র-যষ্টিঃ
পতিতেত্যর্থঃ । পপতা—অত্র বিপর্যাসরূপমক্ষরশ্ললনম্ । কম্পতে ইতি বক্তব্যে কম্প ইত্যক্ষরহ্রাসঃ ॥

১২৪। বিশ্বং মধুনি প্রতিবিশ্বং কক্ববিকল্পাং, মধুনঃ কক্বোহয়ং ভবিষ্যতীতি সন্দেহাদ্ভেতোর্বল্লভায় মধু দদতী
দাতুং চষকাদেকস্মাৎ চষকাৎ চষকাত্তঃ, অত্রস্য চষকস্য মধ্যং স্বাঞ্চলেন সংশোধ্য নিস্ত্রে ॥

১২৫। মধুমদেনাধিকা রাধিকা আলিনান্না সখ্যা এব নান্না সম্বোধিতেন তেন বনমালিনা সহ কিঞ্চিদবাদীং ।
রামণীয়কেধিকারো বস্যাঃ সা ॥

চোর। গলায় ঠেকে যাবে যে। দাঁতে কেঁটে ফেলে', অমৃতময় বল ওটাকে দাঁতে কাটাই সমীচীন। ঠিক ঠিক,
এর উচ্ছিষ্ট পান করব না, এই বলে মধু হাতে ধরা সেই গোপী মধু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

১২৩। হা কষ্ট, কি করে আকাশ প....পড়ে যাচ্ছে। হায় হায় কি করে পৃথিবী যু....ঘুরছে। হে
নাথ, তুমি আমাকে ধ....ধর, আমার গা কাঁপ (ছে) প....পড়ে যাব—এইরূপে অক্ষরের বৃদ্ধি, শ্ললন এবং
হ্রাসে কথা বলতে বলতে কোনও গোপী ভয়ে কৃষ্ণের গলা জাপটে ধরলেন।

১২৪। মধুর উপর ভ্রাম্যমান ভ্রমরগণের প্রতিবিশ্ব দেখে শোণার ঘোরে 'এ মধুর কাইট', এতপ
সন্দেহ বশতঃ এক পাত্র থেকে মধু অগ্রপাত্রে ছেঁকে পরিষ্কার করে নিয়ে চললেন বল্লভকে দেওয়ার জন্য
রাধিকা।

১২৫। এইরূপে মধুপানের মন্ততায়ও অধিকা এবং মনোহরত্বে অধিকার প্রাপ্ত রাধিকা কথার
পুনরুক্তিকারী ও পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত মন্তের মতো লীলা বিস্তারকারী বনমালীর সহিত হে সখি বলে
সম্বোধন করে, এইরূপ আলাপ করতে আরম্ভ করলেন।

১২৬। আলি প্রেয়ন্ হরিরসি শঠঃ কৃষ্ণ মে সম্প্রসীদ
শ্রামে স স্বামভিসরতি কিং নাথ মে স্বং ছাপাস্তঃ ।
ইত্যশ্রোত্র-প্রকৃতিবিকৃতীভাবতোহনন্বিতার্থং
ব্যাজরাজৌ কুসুমধনুযং নিজতুম্ভুতাবম্ ॥

১২৭। পাকং যাতে মধুমদরসে প্রাপ্তসংস্কারশেষে
বৃদ্ধিং যাতি স্রজভুজবলে চোভয়োর্মিশ্রভাবাৎ ।
রম্যা রামাবিততিরসকৌ প্রাণনাথেন সাকং
দীর্ঘোদ্রেকাং সুরতকলয়া যাপয়ামাস রাত্রিম্ ॥

১২৬। হে আলি ! হে সখি ! ইতি প্রথমঃ রাধয়া সঙ্ঘোষিতঃ কৃষ্ণঃ, ততঃ ‘হে প্রেয়ন্’ ইতি কৃষ্ণেন সঙ্ঘোষিতা রাধা; ততশ্চ হরতি চোররতীতি হরিঃ, জীচোরজমালি শঠোহসীতি মানাভাসমালম্ব্য রাধয়োক্তম্, ততো হে রাধে ! স্বং প্রসীদেতি বক্তব্যো কৃষ্ণ ! মে সম্প্রসীদেতি কৃষ্ণেনোক্তম্, ততো রুগন্ত্যা রাধয়া হে শ্রাম ! সা স্বামভিসরতি কিমিতি বক্তব্যো শ্রামে, স স্বামভিসরতি কিমিত্যুক্তম্ । ততঃ কৃষ্ণেন ‘হে নাথে ! স্বমেব মে উপাস্যা নাত্যা’ ইতি বক্তব্যো নাথ, মে স্বং ছাপাস্য ইত্যুক্তম্, নাথ ! দাসী তবাস্মীতি অলঙ্কারকৌন্তভে পাঠঃ । মুতবাং নিজতুঃ, মোহরামাসতুরিতার্থঃ ॥

১২৭। পাকং যাতে জীর্ণে সতীত্যর্থঃ । তথাপি প্রাপ্তঃ সংস্কারশেষো যত্র তথাভূতে স্বার্থার্থেন স্বপরাপ্রত্যভিজ্ঞায়াং বৃত্তারামপি সম্যক্ত্বং মন্ততানপগম এবত্যর্থঃ । অতএব স্রজভুজবলে বৃদ্ধিং যাতি গচ্ছতি সতি পূর্বমতিমধুনা-দ-বুর্জালস্তা-দিত্তিঃ স্রবিলাসো বৈদগ্ধীরহিতঃ শিথিল এবাসীদিত্তি ভাবঃ । উভয়োর্মধুমদশেষকামাবেশয়োঃ ॥

১২৬। (রাধা) হে সখি । (কৃষ্ণ) হে প্রাণনাথ । (মানাভাস অবলম্বন করে রাধা:) তুমি তো জীলোক হরণ করে নাম ধরেছ হরি, তুমি শঠ । (হে রাধে, তুমি প্রসন্ন হও, এরূপ সমুচিত উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণ:) হে কৃষ্ণ, আমার উপর প্রসন্ন হও । অতঃপর রাগত রাধা (হে শ্রাম, আমার সখী তোমার নিকট অভিসার করেছে কি, এরূপ বলবার পরিবর্তে বললেন—) হে সখি শ্রামে, কৃষ্ণ তোমার নিকট অভিসার করেছে কি ? (অতঃপর হে স্বামিনী রাধে । তুমিই আমার উপাস্তা, অত্বে কেহ নহে, এরূপ বলবার পরিবর্তে কৃষ্ণ বললেন—) হে নাথ ! আমার উপাস্তা তো তুমিই, অত্বে কেহ নহে ।

এইরূপে স্বভাবের বিকৃতি ভাব হেতু উভয়ে পরস্পর অসংলগ্ন অভিযোগ করতে করতে কামদেবকে মোহিত করে দিলেন ।

১২৭। মধুপানের মন্ততা-রস জীর্ণ হয়ে গেল, তথাপি মন্ততা গেল না । তবে যথার্থভাবে স্বরূপ অনুসন্ধান জ্ঞান জাত হল । এমনত অবস্থায় কামের ভুজবল বর্ধিত হয়ে উঠলে (পূর্বে অতিশয় মধু পানে উন্মাদ ঘৃণা-আলস্তাদিতে কামবিলাস বৈদগ্ধী রহিত হওয়াত শিথিল হয়ে পড়েছিল) মধুমন্ততার অবশেষ ও কামের আবেশ, এই উভয়ের মিশ্র ভাবে পরমরমণীয় গোপাঙ্গনাশ্রয়ী প্রাণনাথের সঙ্গে ব্রহ্মরাত্রিসম দীর্ঘ হয়ে উঠা রাত্রি সুরতকলায় যাপন করলেন ।

১২৮।

সান্দ্রানন্দকলেবরেষু রসিকেনানন্দিনীভিঃ সমং

স্বাভিঃ শক্তিভিরাজিরেব পরিতো গোপাঙ্গনানামভিঃ ।

ইথং কাব্যকথাবথার্থবিধয়ে মাধবীকপানাদিকাং

সাধবীহাং সুরতোংসবং চ দধতা কামঃ কৃতার্থীকৃতঃ ॥

১২৯। অথ গগনবিটকপারাবতেমেষ পীযুষদৌধিভিনা ভূক্তাবশিষ্টাশু কতিপয়খীষু লাজাশ্চিব দিবিসদ-
ধৃভিঃ কুসুমখিয়া কুসুমৈঃ সহ বৃষ্টিপরিশিষ্টাশু রজনিরমণ্যা রজন-রমণেন ত্রোটিতশ্চ দেবচ্ছন্দশ্চ নিপতা বিস্ম-
রাধাং মুক্তানাং পুনগ্রর্থনায় সমাহৃতানাং শেষভূতাসু ক্রিয়তীষু মুক্তাশ্চিব পরিমেয়তাং গতাসু তারাসু দ্বীপাং
দ্বীপান্তরং চলতা কলধৌতময়েন গগনপয়োধিমধ্যে চলনপ্রাতিকূল্যাকারিণা মরুতেব তেন রাসবিলাসেন চিরং
বিলম্ব্য রক্ষিতেন চন্দ্রমঃপোতেন চিরাং পুনশ্চলতা প্রতীচীদিগ্দ্দ্বীপনিকটে সমাসাত্ম্যমানে সতি বিভাবরী বরী-

১২৮। সান্দ্রোপাঙ্গং রাসকৌড়াযুপসংহরতি—সান্দ্রেতি। স্বাভিঃ স্বরূপভূতাবশিষ্টানন্দিনীভির্ল্লাদিনীত্যাভিধানাভিঃ
(বিঃ পুং ৬।৭।৬১) “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইতি, (বিঃ পুং ১।১২।৬৯) “ল্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিং অথোক সর্বসংশ্রয়ে”
ইতি, (ব্রহ্ম-সং ৫।৩৭) “আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ” ইতি, “ল্লাদিনী বা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীরসী” ইতি বিষ্ণুঃ
পূরণব্রহ্মসংহিতা তত্ত্বাদি-প্রামাণ্যাদেবেতি ভাবঃ। কাব্যোষু বিবিধকবিকৃতেষু কথ্যঃ প্রাকৃতনায়কালঙ্কারেণ তেষঙ্গতাবিত-
ত্বেন চ বার্থ্য্য এব বাস্তাসামপি বাথার্থীকৃতয়ে তা বার্থ্যীকর্তৃং তাসাং স্বয়মেবাশ্বনদীভূয়েতি ভাবঃ ॥

১২৯। রাত্রিবিরামং বর্ণয়তি। তারাসু পরিমেয়তাং গতাসু সতীষু বিভাবরীশরীরপরিভ্যাগায় কৃতোত্তমেষ বদা
সমজনিষ্ট, তদা ধো আকাশে দেববধূত্বিরপি অতি অতিশয়েন রোপিতজ্জরশল্যেব তিরোবভূব, অন্তরধাদিত্যঘরঃ।
তারাসু কাশিব ? কুসুমৈঃ সহ বৃষ্টিপরিশিষ্টাশু কতিপয়খীষু কতিপয়ানাং পূরণীষু লাজাশ্চিব। তহি অপরা বহুত্যা লাজাঃ
ক গতী ইত্যন্ত আহ—গগনমেব বিটকঃ কপোতপালিকা শুভ পারাবতেন খেতকপোতেনৈব চন্দ্রেন ভূক্তাবশিষ্টাশু।

১২৮। (সান্দ্রোপাঙ্গ বিশিষ্ট রাসকৌড়া উপসংহার করতে গিয়ে বলছেন—) গোপাঙ্গন' নাম-
ধারিণী ল্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তিবর্গের দ্বারা পরিণেপিত হয়ে সান্দ্রানন্দ কলেবর রসিকেন্দ্রচূড়ামণি কুম্ব
এইরূপে মাধবীক পানাদি সাধু লীলাময় সুরতোংসব ফলাও করে উঠালেন—প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা আশ্রয়ে
রচিত যে কাব্যকথা রসসৃষ্টির অভাবে এতদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিল, তাকে সার্থক করে তুলবার জ্ঞা।
আর এতে কামদেবও কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

১২৯। (রাসরাত্রির বিরাম বর্ণনা করা হচ্ছে—) অতঃপর দেববধূদ্বারা কুসুম বৃদ্ধিতে কুসুমের সঙ্গে
বর্ণণের অবশেষ অপর যা কিছু বহু তারকা আকাশে ছিল তাও চন্দ্রদেবের আহারকালে ভূক্তাবশেষ কতিপয়
খৈয়ের মতো গগনার মধ্যে এসে গেল—বিহার বশুভ। হেতু রজনিরমণ চন্দ্রের দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা রজনী রমণীর
হারের ছিটিয়ে পড়া যে মুক্তাগুলি রজনী কুড়িয়ে নিচ্ছিল পুনরায় গাঁথবার জ্ঞে, সেই চয়মান মুক্তাগুলির মধ্যে
অবশেষ কতিপয় মুক্তার মতো কমতে কমতে। এবং আকাশরূপ সমুদ্রে বক্ষে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে
চলমান চন্দ্ররূপ রূপার জাহাজ, যা চলন-প্রাতিকূল্যাকারী বায়ুসম রাসবিলাসের দ্বারা দীর্ঘ সময় ধরে বাঁধা প্রাপ্ত
হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা রাসবিলাস সমাপ্তির পর পুনরায় বহু সময় পর চলতে আরম্ভ করে পশ্চিম দিকের দ্বীপের

যসা ভবিষ্যন্তগবদ্বিরহদুঃখেণেব শরীরপরিভাগায় কৃতোত্তমেষ যজ্ঞজনিষ্ট, তদা তদাকলনখেদেব থে দেববধূতি-
রপি তিরোহতিরোপিতহৃদয়শলোব বভূব ॥

১৩০। এবং বিলাসবিরভে, নিশোহবসানেহতিদীর্ঘদীর্ঘায়া: ।

সপদি পতিস্মৃত্যনাং পুনরগমন্ যোষিত: সদনম্ ॥

১৩১। তেহপি চ ন পতিস্মৃত্য-স্তা: স্মৃদৃশ: স্মাভাস্মৃদৃশ্চি ।

ছায়ারূপতয়া তা:, পার্শ্বস্থা ইত্যমংসতাবিরতম্ ॥

১৩২ পরপুরুষত্বং তস্মিন্, পরনারীত্বং চ নো ভাসাম্ ।

পরপুরুষত্বং তস্মিন্, পরনারীত্বং চ তাষেব ॥

তেজস্বিত্বমালঙ্ঘ্যোংশ্চক্রে-রজনীতি । রজনিরমণ্যা ইতি ষষ্ঠ্যন্তং তৃতীয়াস্তক; রজনিয়েব রমণী তস্তা:; দেবচ্ছন্দস্য
হারবিশেষস্য রজনিরমণেন চন্দ্রেন বিহারবশাৎ ত্রোটিতস্য মুক্তানাং পুনর্গ্রথনায় তয়া সমাহতানাং মধ্যে কিয়তীযু;
“দেবচ্ছন্দোহসৌ শতষটিকঃ” ইত্যমর: । কলধৌতময়েন রৌপ্যময়েন; চন্দ্রমা এব পোতো মণ্ডলাকারো নৌকাবিশেষ
স্তেন পুন: রাসবিলাসে সমাপ্তে সতি চলতা সতা প্রতীচীদিগদ্বীপস্য নিকটে প্রাপ্যমাণে সতি বরীরসা অতিবৃহতা তদা
কলনেন তদর্শনেন খেলো যসা: ॥

১৩০। সপদি তৎক্ষণাদেব, (ব্র° সূ° ২।১।৩৩) “লোকবল্লীলাটিকবল্যাং” ইতি জ্ঞানেন প্রভাতাগমচকিতা ইতি
ভাব: ॥ (১৩১)।

১৩২। লোকদৃষ্টা প্রসক্তং বৈধর্ম্যাং সিদ্ধান্তরীত্যা নিরসনান্তস্য প্রয়োজনভূতাং রসপুষ্টিং ব্যঞ্জয়মাহ—পর-
পুরুষত্বমিতি । তস্য শক্তিমত্বাং, তাসাং হ্লাদিগ্ধাধ্বরূপশক্তিত্বাং পরত্বমেব ভাবমাত্রীতি ভাব: । লীলারসপুষ্টিময়া লোক-
রীত্যা তু তস্মিয়েব পরপুরুষত্বং তাষেব পরনারীত্বমিত্যেবকারস্যোভয়জ্ঞাধ্বরাধ্বরকানাথ বৈকুণ্ঠনাথাদিশ্বরূপেবু কঞ্জিনী-

নিকট পৌছে গেল । আকাশে চন্দ্রতারার যখন এই অবস্থা, তখন সেই অতি দীর্ঘরাত্রি ভাবী ভগবৎবিরহ দুঃখে
শরীর পরিভাগের জন্ত যদি উত্তম প্রকাশ করল, তখন আকাশে দেববধূশ্রেণীও যেন হ্রংশল্য অতিশয় রূপে
প্রথিত হয়ে গিয়েছে সেই ভাবে বেদনায় অন্তর্ধান করলেন ।

১৩০। এইরূপে ব্রহ্মরাত্রিসম অতিদীর্ঘ হতেও দীর্ঘরাত্রির অবসানে রাসবিলাস সমাপ্ত হয়ে গেলে
তৎক্ষণাৎ রমণীগণ পুনরায় পতিস্মৃত্যদের ঘরে ফিরে গেলেন ।

১৩১। সেই পতিস্মৃত্যগণও এই সুন্দরীদের উপর কোনও দোষারোপ করলেন না যোগমায়া-সৃষ্ট
ছায়ারূপা গোপীতে তাদের এইরূপ মনে হতে লাগল, আসল গোপীগণই সবসময় পাশে শুয়ে আছে ।

১৩২। (লোক দৃষ্টিতে অতি ধর্মহীনতা সিদ্ধান্তানুসারে নিরসনপূর্বক কৃষ্ণের প্রয়োজনভূত রসের পুষ্টি
প্রকাশ করতে করতে বলছেন—‘পরপুরুষত্বমিতি’ ।)

শক্তিমান্ বলে কৃষ্ণের এবং তাঁরই হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তি বলে গোপীদের পরত্ব বলে একেবারেই
কিছু নেই । কিন্তু লীলারসপুষ্টিময়ী লোকরীতিতে সেই কৃষ্ণেতেই পরপুরুষত্ব আর গোপীদিকেতেই পর-
নারীত্ব দৃষ্ট হয় ।

১০৩। বিক্রীড়িতমিদমমলঃ, তস্মৈ চ তাগাং চ সৰ্বদা সিদ্ধম্ ।

লোকানুগ্রহহেতোঃ, কেবলমবনৌ প্রকাশমায়াতম্ ॥

১০৪। আকর্ণয়তি য এতৎ, কর্ণমুতঃ কর্ণরমণীয়ম্ ।

যো বর্ণয়তি চ ন তয়োঃ, সৌভাগ্যে আদ্রচৌবিষয়ঃ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসবিলাসো

নাম বিংশঃ স্তবকঃ ॥ ২০ ॥

লক্ষ্মাদি-হ্লাদিহুংশেযু চ নিরুপাধি-গাঢ়রাগানভিযাজেবলীকারাভাবদর্শনাচ্চ স্বীয়াঃ পতিত্ব-লীলাবিধিকারেণ ন তথা রস-পুষ্টিরিত্তি হৃচিতম্ । অতএবোক্তম্—(উং নীং শ্রীহরিশিখাপ্রাং ২১) “যত্র নিবেধবিশেষঃ, স্তদ্বর্ণভবঞ্চ যন্মৃগাংকীর্ণম্ । তত্রৈব নাগরাগাং, নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ম্ ॥” ইতি । যত্নে পরকীর্যায়ামধর্মহেতুত্বেনানৌচিত্যাদ্রসাতাসম্মুক্তম্, তৎ প্রাকৃতনারকমালদ্বৈব, ন তু ধর্মার্থমাভ্যাং নিয়ন্তমশকাং নিয়ন্তু চূড়ামণীং শ্রীকৃষ্ণম্ । যত্নকৃতম্ (উং নীং নারকভেদ-প্রাং ২১) “লঘুত্বমত্র যৎ পুংসু তত্ন পুংসু তনারকে” ইতি, (উং নীং নারিকাত্তেদ-পুং ৩) “নেষ্টা বদলিনি রসে কবিত্তিঃ পয়োতা-সুদগোকুলাবুজদৃশাং কুলমন্তরেণ” ইতি ॥

১০৩। ন চৈষা রীতিঃ প্রকটপুকাশ এব কেবলং কিন্তু অপুংকটপুকাশেহপ্যেবৈব লীলা নিত্যসিদ্ধৈবেত্যাহ—
বিক্রীড়িতমিতি ॥

১০৪। অনির্বাচ্যং সৌভাগ্যে আদিত্যেনেব বল্লবীজনবল্লভভুং স্বাতিসৌভাগ্যাম্পদে নিবেশয়তীতি জ্যোতিতম্ ॥
বাঘরেযু মধুরা হরিগাথা-স্তাসু কৃষ্ণচরিতামৃতানি । তেষাপি পুন্দরিব্যাধুণীং মে, রাসকেলিমনু মজ্জতু চেতঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্ত্তাং বিংশস্তবকসদ্বনম্ ॥ ২০ ॥

(এই শ্লোকে ‘তস্মিন্’ ও ‘তাসু’ উভয়ের সঙ্গে ‘এব’ কার দেওয়াতে এইরূপ ইঙ্গিত করা হচ্ছে এখানে—দ্বারকানাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ স্বরূপে এবং কল্পিণী-লক্ষ্মা আদি হ্লাদিনীর অংশে নিরুপাধি গাঢ় রাগের প্রকাশ হয় না । তাই স্বীয়াত্ব-পতিত্ব লীলা আবিষ্কারে.. দ্বারা সেরূপ রসপুষ্টি হয় না ।)

১০৩। এইরূপে পরকীর্য ভাবের রীতি যে কেবল প্রকট প্রকাশে, তা নয় । কিন্তু অপ্রকট প্রকাশেও এই পরকীর্য ভাবের লীলা যে নিত্যসিদ্ধ, তাই বলা হচ্ছে —‘বিক্রীড়িতম্’ কৃষ্ণ ও গোপীদের এই রাসলীলা নিম্নলি এবং নিত্যসিদ্ধ । লোকানুগ্রহ হেতু প্রকাশ মাত্র হয় একজগতে ।

১০৪। কর্ণবান্ যে জন এই কর্ণ রমণীয় রাসলীলা শ্রবণ করে এবং যে জন বর্ণন করে, এ দুয়ের সৌভাগ্য বাক্যের বিষয় হতে পারে না অর্থাৎ তাঁদের সৌভাগ্য অনির্বচনীয় ।

(বাঙময় গ্রন্থের মধ্যে হরিগাথা মধুর, আবার শ্রীহরির যত কথা আছে তার মধ্যে কৃষ্ণচরিত পরম অমৃতস্বরূপ । এই কৃষ্ণ চরিতের মধ্যে আবার এই রাসলীলা আনন্দময়ী গঙ্গারূপ—এতেই আমার মন ডুবে থাক্, এটাই প্রার্থনা ।)

ইতি শ্রী আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে

রাসবিলাস নামক বিংশ স্তবক ।

—= ★ ★ =—

একবিংশঃ স্তবকঃ



১। অথ লোকাচারচার্যোপপন্নমহোলা হোলাকা নাম খেলা খেলালসৈদিবিষদ্বিরপি বিলোকয়িতু-
মাকাঙ্ক্ষণীয়া ক্ষণীয়া ব্রজবলয়ে জবলয়েন যদি কদাচন ববলে নববলে, তদা তস্মিন্নুৎসবে স বেণুপাণিঃ কুতূহলী
হলী চানুবুন্দাবনমহি মহিমা তস্ম মহস্ম বিগতত্রেপে তত্র পেশলতাশলতা বৈদ্যোক্তান যুদ্ধে তাদৃশাং সুদৃশাং সুভগানাং
মণ্ডলে মণ্ডলেপেনেব চিক্কেণে কৌতুকপীযুষযুষ্ম স্বস্বানুরাগবতীজনেন পৃথক্ পৃথগুপগীয়মানো মানোচিত্যেন

একবিংশঃ স্তবকঃ

হোলাকেল্যানুরাগরাগনিকরপ্রোদগানকৌতূহলে রাসারামধ্বতাবিরামরমণে রামে সরামে হরৌ।

বংশীচৌধমনু প্রহাসনপটৌ জল্পতনয়ং বটৌ দৈবাদাগত-শঙ্খচূড়মবধীদৈত্রেকবিশংশে হরিঃ ॥

১। শারদীঃ রাসলীলামুপবর্ণ্য তাদৃশীং বাসন্তীং হোলাকালীলামনুবর্ণয়তি—অথেতি। হোলাকা নাম খেলা
যদি কদাচন কাল্পনাদিমাসে ববলে প্রাবর্তত, তদা স ক্লেষণে বেণুপাণিঃ কুতূহলী হলী চ স্বস্বানুরাগবতীজনেন পৃথক্
পৃথগুপগীয়মানো বিলসতুরিত্যয়ঃ। লোকাচারস্ত চারবেণ চারুতয়োপপন্নং মহমুৎসবং লাভীতি তথ সা; “মহমুৎসব
তেজসোঃ” ইতি নানার্থসাক্তবর্ণঃ। ব্রজমণ্ডলে ক্ষণীয়াঃ প্রতিক্কেণ ভবাঃ প্রাতর্মধ্যাহ্ন-প্রদোষ-নিশীথাদিকালনিয়মোপি তত্র

একবিংশ স্তবক

মুরলীচৌর্যবিলাসঃ

হোলী খেলোৎসবঃ

১। (শারদীয়া রাসলীলা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন করবার পর তাদৃশী অন্য এক লীলা, বসন্তকালীন হোলী-
খেলার বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে, যথা—)

অতঃপর কোনও একদিন শীত্রযোগে হোলিনামে এক খেলা, যা সকাল সন্ধ্যাদি যে কোনও সময়ে
ব্রজমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য, তা বলদর্পে উচ্ছসিত হয়ে উঠল। এই হোলিখেলা লোকাচারের চারুতায়
আগত সফল উৎসবময়ী। খেলালস দেবতাগণও এ দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এই হোলিরঙ্গে চাতুর্যের প্রাচুর্যে
ও বৈদ্যকীতে মনোহরা স্ননয়নী রমণীমণ্ডল মধ্যে নিজ নিজ অনুরাগবতী গোপীজনের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
স্তম্যান্ মালা-বসন-অলঙ্কারে চিত্তমৎকারকারী বেণুপাণি কৃষ্ণ ও কুতূহলী হলধর প্রণয়ী সখাগণের সঙ্গে

পৃথক পৃথক বিহরন্তো হরন্তো নিজনিজরমণীমনো মনোরমালোপমালামালাবসনালঙ্কার-চমৎকৃতিকৃতিনো সরাগং
রাগং কমপি চালপন্তো তৎস্বরগ্রামগ্রামমমূহ্ননহ্ননাতিদক্ষতাক্ষতানন্দো দেশাচারবশতোহবশতোবতয়া সহ সহ-
চরৈরপি প্রণয়িভিঃ শ্রবণসুখকরকরতালিকাচলবলয়ঝঙ্কারানুকূলমধুরতাবাদিবাচিত্রসমসমদর্চচরীত্বিপদিকাদিকাস্ত-
গানপঠৈরপঠৈরপি পরিজনৈঃ সমং সমন্ততো মধুরজনিমধুরজনিশোভাতিশয়ে হিমকরকরনিপাত-শাতশাবল্যাবল্য-
সৌভগে তরুতরুণিমাবিরামরামণীয়কে কাননোদ্দেশে কেকাননোদ্দেশে চিরং বিললসতুঃ ॥

২। তত্র চ— বারুণীমদবিঘৃণিতৈক্ষণো, গগুমণ্ডলচলৈককুণ্ডলঃ ।
স্বানুরাগিরমণীভিরাবভৌ, গান-নর্তন-বৃত্তহলী হলী ॥

নাস্তীতি ভাবঃ । অবলয়েন শীঘ্রযোগেন ববলে, যদি প্রবলা বভূব । অনুবৃন্দাবনমহি বৃন্দাবনভূমিং লক্ষীকৃত্য সুদৃশাং মণ্ডলে
পেশলতরা সৌন্দর্যেণ চাতুর্যেণ বা শলতা প্রচুরতা বৈদগ্ধ্যেন মুখে মনোহরে কৌতুকমেব পীযুষং তন্ত যুগন্ত ত্রবন্ত মণ্ড-
লেপেনৈব চিক্কে । স্বরাণাং গ্রামাণাং গ্রামস্ত সমুহস্ত মুছনাশচ ঋচ্চনে গতো অতিদক্ষতয়া অক্ষতানন্দো অনুপহৃতহর্ষো ।
অবশন্তোষো ঘেষাং তন্তরা সহচরৈরপি সহ্যতিমহত্বাং পুাবল্যাচ্চ হর্ষো ঘেষাম্; ন বশীভূতঃ, অতএব হর্ষৈশ্চ বেষ বশা-
তৈরিত্যর্থঃ । মধুরতয়া মধুরতাং বা বদিতুং শীলং যন্ত তথাভূতং বদ্বাদিত্রং মৃদঙ্গাদিবাভ্যং তৎসমা তদনুরূপা মদচর্চা কস্তুরী-
চর্চৈব বা চর্চরী তথা সাহিতানাং দ্বিপদিকাদীনাং কাস্তগানপঠৈঃ । মধুরা অনিরুৎপত্তিপ্রাপ্ততথাভূতা বা মধুরজনির্বসন্তরাত্রি-
স্তরা শোভাতিশয়ো বস্মিন্তথাভূতে কাননোদ্দেশে কেকানাং মধুরবাণীনামননোদ্দেশো জীবনোদ্দেশো বত্ৰ তস্মিন্; হিম-
করস্য করনিপাতেন শান্তং সুখদং শাবল্যং বৈচিত্র্যং তেন বলাং সৌভগং সম্য তস্মিন্ ॥ (২) ।

৩। হিমগৌরাদবপুষঃ সকাশাদ্বিল্লখেনাতিশিতিনাতিশ্রামেন বাসসা অন্তরীরেণোত্তরীরেণ চার্ষমর্ধমুরলঃ

খেলায় মেতে উঠলেন । তাঁরা হুভাই নিজ নিজ সম্মানের গ্রায্যতানুসারে পৃথক পৃথক ভাবে বিহার করতে করতে
নিজ নিজ রমণীদের মন হরণ করছিলেন । তাঁরা অনুরাগের সহিত অনিবচনীয় রাগ আলাপ করছিলেন এবং
সেই রাগের স্বর গ্রামসমূহের মূর্ছনার গতিতে অতি দক্ষতা হেতু অখণ্ড আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠছিলেন । এই
নববলদীপ্ত উৎসবে বৃন্দাবনভূমির গুণে ও উৎসব প্রভাবে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলেন এবং
কৌতুকাযুত জ্বের মণ্ডলেপে চিক্কন হয়ে উঠলেন । আনন্দোচ্ছল সখাগণ অপর পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে
দেশচার অনুসারে শ্রবণসুখকর করতালিকা, চঞ্চল বলয়-ঝঙ্কারের পোষক মধুর ধ্বনিযুক্ত মৃদঙ্গাদি বাত্ম ও তদনু-
রূপ কস্তুরীচর্চের মতো চর্চরী তালের সঙ্গতে দ্বিপাদিকাদি কমনীয় গান গাইতে লাগলেন ।

এইরূপে বহুকাল ধরে ক্রীড়া করে বেড়াতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মধুরতার উদয়স্থলী বসন্ত-
রাত্রিদ্বারা অতিশয় শোভিত চন্দ্রকিরণপাতে সুখদ বৈচিত্র্যে ও বর্ণ সৌন্দর্যে উচ্ছল, তরুশ্রেণীর তরুণিমার
নৈরন্তর্যে রমণীয়তা প্রাপ্ত এবং যেখানে একমাত্র ময়ূরের কেকারবেই জীবনের চিহ্ন প্রকাশিত হচ্ছে এমন নির্জন
কানন প্রদেশের চতুর্দিকে ।

২। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হচ্ছে ক্রমশঃ—

বারুণীমদবিঘৃণিত নয়ন, গগুমণ্ডলে নৃত্যশীল এক কুণ্ডলধারী গাননর্তন বৃত্তহলী হলধর নিজ অনু-
রাগিণী রমণীদের সহিত শোভা পেতে লাগলেন ।

- ৩। কিঞ্চ, বিশ্লেষেন বপুষো হিমগৌরা-দ্বাসমাসিতিশিভিনা কৃতশোভঃ ।
অক্ষমক্ষমুরসঃ স্বলভেব, ভ্রাজতে স্য তিমিরেণ শশাঙ্কঃ ॥
- ৪। কিঞ্চ, ক্ষণং নটতি চর্চরী-দ্বিপদিকাদি গানক্রমে
বলঃ প্রমদবিহবলঃ স্বয়মভূতদো মূর্তিমান্ ।
ক্ষণং হসতি গায়তি ক্ষণমপি প্রিয়াভিঃ সমঃ
রজঃ কিরতি কৌঙ্কুমং সুরভিকামসিন্দু ববৎ ॥
- ৫। চন্দ্রাবলী নিজসখী-নিকরেণ রাধা, প্রাণপ্রিয়েণ ললিতাদি-সখীজনেন ।
শ্রামা নিজালিনিচয়েন নিজেন ভদ্রা, স্বালীকুলেন নিবহৈঃ সহ যুগপানাম্ ॥
- ৬। অস্ত্রোচ্চ-হাস-পরিহাস বিলাসপূর্ব্বং, সৈন্দুর-কৌঙ্কুমরজোনিরং কিরন্ত্যঃ ।
বীণাদি-বাদনবিধানরসেন মুক্ত-কণ্ঠং জগুদ্বিপদিকাং মদিরায়তাক্ষ্যঃ ॥
- ৭। কৃষ্ণঃ কলেন মুরলী-নিনদেন তাসাং, বিজ্রাবয়ন্ সুরচিরসঙ্কিতগানগবর্ম্ ।
কাশ্মীরেরগুনিকরেণ সমঃ সমস্তা-ভাভিঃ প্রমেদ রভসেন বিকীৰ্য্যতে স্য ॥
- ৮। অবাঙ মুখতয়া বরং সহত এব মুখভ্রুবাং, সবক্ষরগকক্ষং করতলেন কীর্ণং রজঃ ।
মদাবিলকলাকুলঃ কলভরাজবমিশ্চলঃ, সমুজ্জ্বলতি ন চর্চরীকচিরবেণুগানং হরিঃ ॥

সকাশাং স্বলভেব ॥

৪। স্পষ্টম্ ॥

৫। সপক্ষ সূহৃৎপক্ষ-তটপক্ষ পুতিপক্ষীভূতপ চাতুর্বিধোহপি তাসাং হোলোকোৎসবে মিথঃ সৌহার্দ্যমেবাদ-

৩। আরও, বলদেবের কপূরধবল বক্ষোদেশ থেকে গাঢ় নীল উত্তরীয় অব' অধ' স্বলনে এক অপূব শোভার সৃজন হল, যেন অন্ধকারের গাঢ় কালিমা ভেদ করে শুভ্রচন্দ্রমার উদয় হচ্ছে ।

৪। আরও, অতিশয় আনন্দবিহবল বলদেব ক্ষণকাল চর্চরী-দ্বিপদিকাদি গানের তালে তালে নাচছেন, স্বয়ম্ আনন্দই যেন মূর্তিমান্ হয়ে উঠলো ক্ষণকাল হ'ছেন গাইছেন, আবার ক্ষণকাল সুগন্ধী কুঙ্কুম আবির ছুড়ে ছুড়ে মারছেন প্রিয়াদের দিকে, যেন কামসিন্দুর পরিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের ললাটে ।

৫, ৬। নিজ সখীগণ সঙ্গে চন্দ্রাবলী, প্রাণপ্রিয় ললিতাদি সখীজনে সঙ্গে রাধা, নিজ সখীগণ সঙ্গে শ্রামা এবং নিজগণ সঙ্গে ভদ্রা অগণিত যুগ্মসখীদের সহিত মিলিত হয়ে স্বজননয়নী তাঁরা সকলে পরস্পর হাস-পরিহাস-বিলাসপূর্ব্বক সচ্ছন্দে সিন্দুর ও কুঙ্কুমধূলি ছুড়তে ছুড়তে বীণাদি বাদন-রসের সহিত মুক্তকণ্ঠে দ্বিপদিকা গান গাইতে আরম্ভ করলেন ।

৭। গোপীদের দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ণ গানগব' কৃষ্ণ বিতাড়িত করে দিলেন, মধুর অক্ষুট মুরলীনিদানে । গোপীগণ সকলে তাঁকে ঘিরে ধরে বিপুল আনন্দবেগে কুঙ্কুম আবিরের নিক্ষেপে নিক্ষেপে ছেয়ে ফেললেন ।

৮। মদমত্ত কলাকুল করিশাবক শ্রেষ্ঠের মতো হরি বরঞ্চ অধোমুখে সহিতে থাকলেন, মুগ্ধা সুন্দরীদের কঙ্কণ ঝঙ্কারের সহিত ছুড়িত ঐসব আবির, তবুও চর্চরী তালের মনোহর বেণুগান বন্ধ করলেন না ।

৯। এবং খেলাবিক্রম-ক্রমতঃ সবিলম-ভ্রমণবশাৎ বলদেবালম্বিনীনাং নিতম্বিনীনাং নিতরামুদ্রদানাং
দানাক্রাবক্ষুরসিদ্ধুরসিংহবৎ কুতূহলিনা হলিনা সহ তত্রৈব সান্নিধ্যে সতি —

গায়ন্ত্যো গাপয়ন্ত্যশ্চলবলয়করোত্তাল-তালানুকারং
নৃত্যন্ত্যো নর্তয়ন্ত্যঃ পদকমললসম্মঞ্জুরমঞ্জীরঘোষৈঃ ।
রামা রামানুরক্তা ঋজুসরসদৃশো লৌকিকেনোপহাসে-
নাদূরাদ্বেবরাস্তে সকুতুকমকিরন্ কৌঙ্কুমীঃ কেলিধূলীঃ ॥

১০। ততশ্চ, কৃষ্ণাপাঙ্গেদ্বিতজ্জৈঃ সহচরনিকরৈলৌহিত-শ্বেত-পীতান্,
পিষ্টাতামুৎকিরন্তিষুগপদুপচিৎতৈর্জাব্যমাণান্সু তাসু ।
গান্তীর্ঘ্যস্নিগ্ধমুক্তোল্লসিতবিহসিতঃ কৃজ্জিতেনৈব বেণোঃ
কৃষ্ণস্তাঃ পর্যাহাসীদথ পরিজহন্সু সুস্বনং কৃষ্ণবধঃ ॥

১১। এবং করকিশলয়লয়ললিতোত্তালতালপুরঃসরং হো হো হী হীতি হাঁস-পরিহাস-পরিপাট্যা
পরিতঃ পরিসরংসু কৃষ্ণপরিজনেষু তৎকুতূহলহলহলাশ্বকেন কুপিতো মদকলকলভ ইব মদমত্তপ্রবরো হি রোহিণী-
গাদিত্যাহ—চন্দ্রাবলীতি ॥ (৬)।

৭। তাভিঃ কর্জীভিঃ কৃষ্ণো বিকীর্ণতে স্নেহার্থঃ ॥

৮। কলভরাজপক্ষে, মদেনাবিলঃ কলেনাকুলশ্চেতি সং; হরিপক্ষে, যুগমদরসলিপ্তো বৈদক্ষীপূর্ণশ্চেতি সং ॥

৯। দানাক্ষ্যেন বন্ধুরশাসৌ সিদ্ধুরসিংহো মত্তগজোত্তমশ্চেতি তথা তেনেব। ঋজুসরসদৃশ ইত্যনেন ভ্রাতৃজারা-
ভাভিবাঞ্জনোচিতো ভাব এব তাসাং কৃষ্ণে দর্শিতঃ ॥

১০। পিষ্টাতান্ সুগন্ধধূলীঃ—“পিষ্টাতঃ পটবাসকঃ” ইত্যমরঃ ॥

৯। যিনি তাঁর নিজ অতি মদমত্তা সুন্দরী প্রেমসীবর্গের মধ্যে মদবারিতে শোভন মত্ত গজশ্রেষ্ঠের
মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই কুতূহলী হলধরের সান্নিধ্যে যখন হরি এইরূপ খেলাবিক্রম-পদক্ষেপে সলীলায়
চলতে চলতে এসে গেলেন তখন—

ভ্রাতৃজারা ভাবের অভিযুক্তিতে সহজ সরস নয়না হলধরানুরক্তা নারীগণ চঞ্চলবলয়যুক্ত হাত উপরে
উঠিয়ে তালানুসরণ পূর্বক গান গাইতে গাইতে, পরস্পর গাওয়াতে গাওয়াতে এবং পদকমলে বিলসিত মঞ্জু
মঞ্জীর-নাদের সহিত নাচতে নাচতে ও পরস্পর নাচাতে নাচাতে লৌকিক উপহাসের সহিত নিকট থেকে দেব-
রের অঙ্গে কৌতুক পূর্বক কুঙ্কম কেলিধূলি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

১০। অতঃপর কৃষ্ণের চোখের ইমারা অভিজ্ঞ সখাগণ সকলে একসঙ্গে জড় হয়ে লাল-শাদা-পীত
সুগন্ধী আবার বার বার ছুড়েতে থাকলে বলদেব প্রিয়াগণ দৌড়ে পালাতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা দেখে
গান্তির্ঘ্যে স্নিগ্ধ-মুক্ত-উল্লসিত কৃষ্ণ স্মিত বদনে বেগুর কৃজ্জনেই তাঁদের পরিহাস করতে লাগলেন। অতঃপর কৃষ্ণ
বধূগণও তাঁদের সুস্বরে পরিহাস করতে লাগলেন।

১১। এইরূপে কৃষ্ণপরিজনগণও হাততালি দিয়ে ললিত উৎকট তাল বাজাতে বাজাতে ‘হো হো

মৃত: কেলীধূলীধূলীলয়া খেলাজিহরো জিতরো ভবনভিধাবতি স্ম ।

১২। তদবসরে সিংহাবলোক-শ্রায়েন গতয়াপ্যাগতয়েব লঙ্কয়া জয়াকাজ্জিগ্ণেব হতপ্রতিভাপ্রতি-
ভানাস্পস্মতাস্ম তাস্ম কৃষ্ণবনিতাসভাস্ম ভাস্মরতয়া সমুপসর্পৎস্ম সহচরেষু স ভগবানেককুণ্ডলী কুণ্ডলীন্দ্রভোগ-
ভুজো ভুজোপপীড়ং হসন্তেব সহচরানাপীড়্য কেলিধূলিভিস্মরয়ামাস ॥

১৩। তৈরথ চ রথচরণপাণিসহচরৈর্বলাং বলাং স্বং মোচয়িত্বা সংভূয় ভূয়: সকলৈরেব যুগপদসাধবসং-
সাধবসংভ্রান্ত: স খলু খেলাকৌতুকেন কেনচিদগণিতগৌরবৈ রবৈকমুখরমুখরম্যৈ: সিন্দূরপাংশুভিরুদংগু ভিরুদংগা-
মানৈ: পর্য্যভাবি ॥

১৪। দরহসিতসিতদশনজ্যোৎস্নাস্নানসরসদশনবসনং স নন্দকুমারো মা রোচতেহয়ং বোহিষ্ঠায়ো মে
ষদেকাকিনমাধামনার্যামনাস্তৃ দৃশাং গণ: সন্তুয় পরিভবতীতি যদি নিবারয়ামাস, তদা কমলরাগরাগপরিষক্তং হীর-

১১। করকিশলয়রোরগরেন: শ্লেষণ, ললিত উত্তাল উৎকট: শ্রেষ্ঠো বা ষষ্ঠালস্তংপুরু:সরম; “উত্তাল উৎকটে
শ্রেষ্ঠে” ইতি মেদিনী। হি যতো মদেন মত্তগ্রবর:, অত: কুপিত: কেলিধূলীনাং ধূলালনং তল্লীলয়া খেলৈব আজিযুং
তত্র ত্বরা যন্ত: স: ॥

১২। কুণ্ডলীন্দ্রভোগভুজ: শেষনাগশরীরসদৃশ ভুজধর:; ভুজোপপীড়ং ভুজাভ্যামুপপীড়্য ॥

১৩। রথচরণপাণে: কৃষ্ণস্ত সহচরৈ: স বলদেব: সাধবসম্ভ্রান্তোহপি পর্বভাবি অজীয়ত ॥

১৪। বো যুয়াকমরমন্তায়ো মে মহং মা রোচতে। কমলরাগস্য রাগেণ রক্তিয়া পরিষক্তমিত্যনেনাতিকোমলানাং

হী হী' এরূপ হাস পরিহাস পরিপাটিতে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে থাকলে সেই কুতূহল হলাহল শব্দে ফ্রঙ্ক ও
মত্ততা হেতু কলধ্বনিকারী, করিশাবকের মতো মদমত্তশ্রেষ্ঠ এবং খেলারণে চটপটে রোহিণীমৃত কেলীধূলি
ছোড়নখেলায় জয়লাভ করে কৃষ্ণপরিজনদের পিছে পিছে দৌড়াতে লাগলেন।

১২। আর সেই অবসরে সিংহাবলোকন শ্রায়ে (শিকার বধের পর সিংহের দৃষ্টি যেমন আগে পাছে
চলতে থাকে তেমনই) জয়াকাজ্জলীণী জনের মতো গিয়েও না-যাওয়ার ভাবে লঙ্কায় উপস্থিত বুদ্ধির প্রকাশ
হারা হয়ে সেই কৃষ্ণবনিতাসভা পালিয়ে গেলেন। অতঃপর কৃষ্ণসহচরণ প্রদীপ্ত ভাবে সম্মুখে এগিয়ে এলে
ভগবান্ এককুণ্ডলধারী ও শেষনাগশরীর সদৃশ ভুজযুগলে শোভন বলদেব হাসতে হাসতেই তাঁদিকে বাহুদণ্ডে
খুব জোরে চেপে ধরে তাড়না করত কেলিধূলি দ্বারা একেবারে ধুসরিত করে দিলেন।

১৩ অতঃপর খেলাকৌতুকে বলদেবের প্রতি স্বাভাবিক গৌরববুদ্ধি হারা, হৈ-ছলোড় রবে মুখর
মুখের শোভায় রমা এবং উদ্দাম সেই কৃষ্ণসহচরণও বলপূর্বক নিজদিকে বলদেবের হাত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে
পুনরায় সকলে একত্র মিলিত হয়ে নির্ভয়ে অতি উজ্জ্বল সিন্দূরধূলি ছুড়ে ছুড়ে বলদেবকে হারিয়ে দিলেন—
তিনি সম্পূর্ণ ভয়চকিত ভাব শূন্য অবস্থায় থাকলেও।

১৪। মুহ হাসিমাখা দশনজ্যোৎস্না-স্নানে সরস অধরা নন্দকুমার বললেন, এ তোমাদের অশ্রায়।
আমার তো ভাল লাগছে না। কারণ অভদ্রমনা তোমাদের মতো বহুজনে মিলে একক আমার ভাইকে অব-
মাননা করছ, এই বলে তাঁদের থামিয়ে দিলেন।

কন্তুস্তমিব, জবারুচিজবারুচিরং মহাফটিকাস্কুরমিব, বালারুণারুণায়িতং স্তমহিমহিমগিরিশিখরমিব, প্রচলকোককোক-
নদকাননাক্রান্তং পুণ্ডরীকখণ্ডমিব, সঙ্কারাগপরভাগপরভাসুরং পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমিব, সিন্দূররেণুকষিতং মদকৌতুক-
শবলং বলং বিলোক্য তদ্বনিতা নিতাস্তরাগিণ্যঃ পুনস্তমভিতোহভিতোষেণ সহ নৃত্য-গীত-বাছাভিবাছাভিনয়েন
বিহারবিক্রমতঃ ক্রমতঃ কিয়দন্তুরিতা যদি বভূবুঃ, তদা তদারাং কৃষ্ণমহেলা কামহেলা কাপি কাপি শায়নপান-
মত্ততয়েব মহনীয়মহনীয়মানোৎকণ্ঠয়া সমুল্লাস ॥

১৫। 'কথং হ্রিয়তেহস্ত বংশিকা বংশিকাসুরভেভূজাভোগতো গতোল্লাসশ্চ কথময়ং সম্প্রত্যতে তদ-

সিন্দূররেণুনাং কাঠিষ্ঠং প্রসক্তমিত্যন্তথোপমিমীতে। অবানাং রুচিজবেন কান্তিবেগেন আসম্যাক্ রুচিরম্। তেনাপি ফটি-
কস্য স্বীয়বর্ণাতিলোপান্নাতিসারস্যামিত্যন্ত আহ—বালারুণেন প্রাতরুদিতস্বর্ধেণারুণায়িতম্। অনেনাপাতিগীতলানাং তেষা-
মৌঞ্চাং প্রসক্তমিত্যন্তথাহ—প্রচলাঃ কোকাক্ষক্রেবাকা যত্র তদিত্যুপমানসৈব বিশেষণং প্রক্রান্তমকভঙ্গভরাভাবায়।
অত্রাপি কোকনদবর্ণেনারুণীভাবো নাস্তি; পুণ্ডরীকসোত্যন্ত আহ—সঙ্কারাগতি। অত্র তেষাং মৃদুলতমমুষ্ণত্বং চন্দ্রস্য
স্বরূপাতিরোধনঞ্চৈতি সর্বং সমঞ্জসম্। পূর্বানুবৃত্তেনামর্ষণে মদকৌতুকাভ্যাক্ষ সঙ্কারিভ্যাং শবলং জাতশবলীভাবম্। নৃত্য-
গীতবাহুৈরভিবাছনাত্যাদরগীরেনাভিনয়েন। কৃষ্ণেন সাক্ষরং যদি রামকান্তাঃ খেলন্ত্য এবাচিরতো জিতাঃ স্ত্রাঃ, কৃষ্ণং
সকান্তং সসধিব্রজং হলী জিগীষুবাধাবতি, তর্হি মত্তঃ কৃষ্ণঃ সখীনেব নিষোধয়ন্ স্বয়ং তৈস্তং বিজিত্যেব যদৈতি দূরম্,
তদা বলঃ খেলতি স্ব-প্রিয়াভিঃ কৃষ্ণস্তদা স্বাভিরিতি ব্যবস্থা। অতএব তদা তদারাদ্যদূরে শ্রীরাধাভির্নিজককান্তাভিঃ
কৃষ্ণেন খেলায়াং প্রক্রম্যমাণায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। কাপি শায়নং মধু। মহনীয়া শ্লাঘনীয়া চ মহে উৎসবে নীয়মানা চ বা
উৎকণ্ঠা তয়া ॥

১৫। অস্ত কৃষ্ণস্ত ভুজয়া ভুজস্য সর্পতুল্যস্য ভোগঃ কণতুল্যো যঃ পানিস্তয়াং; বংশিকার্য অগুরোরিব সুরভি-

তখন কমলরাগের লালিমায় আলিঙ্গিত হীরকসুস্তের মতো, জবার কান্তিবেগে সমুজ্জ্বল মহাফটিকাস্কু-
রের মতো, বালারুণে অরুণায়িত অতি গৌরবায়িত তুষারগিরি-শিখরের মতো, চক্রেবাক-অধ্যুষিত কমলবনের
দ্বারা ঢাকা শ্বেতপদ্ম খণ্ডের মতো, (উপমাগুলি পর পর কোনটিই নিখুত না হওয়াতে একটি নিখুত উপমায়
এসে মন শাস্ত হইল যথা—) অথবা, সঙ্কারাগের রমণীয় লালিমার আভায় সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের মতো, সিন্দূর-
রেণু-লিপ্ত এবং ক্রোধ-গর্ব-কৌতুকমিশ্র সঙ্কারী ভাবে ভাবিত বলদেবকে দেখে অতিশয় রাগবতী তাঁর বনিতা-
গণ পুনরায় তাঁকে ঘিরে নিয়ে অতি আনন্দের সহিত নৃত্যগীতবাছের সঙ্গতে অতি আদরণীয় অভিনয় পূর্বক
বিহারবিক্রমে ক্রমে ক্রমে কিছুদূর যদি চলে গেলেন, তখন কিছুদূরে কৃষ্ণের সঙ্গে বিরাজমানা শৃঙ্গারমুচক কোনও
অনিবর্তনীয় হাবভাবযুক্তা কৃষ্ণমহিলাগণ মধুপানমত্ততায় প্রশংসনীয় উৎসবে যা চিত্তে ভরে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া
হচ্ছে সেই উৎকণ্ঠায় সমুল্লসিত হয়ে উঠলেন।

গোপীদের বংশীচুরি-মন্ত্রণা ও তৎভয়ে বটুর মুরলীরক্ষণ-ভার গ্রহণ :

১৫। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ পরস্পর মন্ত্রনা করতে লাগলেন—

অগুরু সুরভিক্ত সর্পশরীর তুল্য ওর বাহুদণ্ডের থেকে কি করে বংশী চুরি করা যায়? আর দেখি না

বিয়েগেনে যোগেন যশ্চাঃ কৃজিতেনাস্মাকমেতাবতি গানকৌশল্যে শল্যেন বিদ্ধিমিব বৈদগ্ধ্যং ভবতি; তদীয়মবশ্যং বংশী বংশীভাবমাপাদনীয়্য' ইতি পরম্পরং মন্ত্রণানৈপুণ্যপুণ্যাত্যমুদ্যাব্য—

ন সাক্ষাদাকৃষ্যা ভবতি মুরলী নাস্ত্য করতো

বিরামোহস্ত্য। নাস্ত্যাপ্যবতরতি বৈবশ্যময়ঃ ।

কথঙ্কারং ভূয়াদপহরণমস্ত্য ইতি দর-

স্মিতং কর্ণে কর্ণে নিভৃতমলগন্ পঙ্কজদৃশঃ ॥

১৬। এবং নিভৃতভূতযুক্তয়ো বিবংশীকরিষ্মাণপুরুষবৃষভা বৃত্তভানুপুত্রীমুপসৃত্য 'সুভগে যদি কৃষ্ণবংশী-
বংশীকরণলোভবতী ভবতী ভবতি, তদা কৃতকৃতকবাম্য্য ক্ষণং ভবতু, তদা কৃষ্ণ্য বংশীবাদন-প্রগল্ভতা অপয়াস্ততি,
যাস্ততি নঃ সঙ্গীতমতিকৌশলন্' ইতি কথয়ন্তীষু নিভৃতং সর্বাসু কুসুমাসবস্ত বস্ততো ন জানন্নপি সহজবাচাল-
তালতাকুসুমপরিমলয়া প্রতিভয়া ভয়াভাবতঃ কৃষ্ণ জগাদ,—'বয়স্য । ইমাঃ খলু মুরলীগানানুরূপং সুরূপং সৃষ্ট
গাতুমলমর্থ্য মুরলীমপহর্তুং মন্ত্রয়ন্তে, তদিমাং ময়ি সমর্প্য কণ্ঠেনৈব গীয়তাম্ । মম ব্রাহ্মণ্য প্রভা প্রভাবতো
নিকটং প্রকটং প্রয়াস্ত্যস্তি নেমাঃ ॥'

ইস্য তস্মাৎ; "বংশিকাগুরুরাজার্হলোহক্রিমিজজোজকম্" ইত্যমরঃ । মন্ত্রাণাং নৈপুণ্যসা পুণ্যতাং চাক্রতাম্; "পুণ্যং তু
চাৰ্পি" ইত্যমরঃ । কথঙ্কারমিতি ন সাক্ষাদিত্যাদিনাহপহরণস্য ত্রয়াণামুপায়ানামুক্তানাং মধ্যে কঃ স্বরজ্ঞ কণিষ্ঠতীতি
ভাবঃ ॥

১৬। তত্র তৃতীয় এবোপায়ঃ প্রবলঃ সুকরঞ্চ তাভিনির্বাতি ইত্যাহ—এবমিতি । বিবংশীকরিষ্মাণঃ পুরুষো বৃষভঃ
কৃষ্ণো বাভিষ্ঠাঃ, কৃতং কৃতকং কৃত্রিমং বামাং মানলক্ষণং যয়া তথাভূতা ভবতী ভবতু । ততশ্চ তৎপ্রসাদমনুপলভ্য বিবংশী-
ভবিষ্যতোহস্য কৃষ্ণস্য বংশীং প্রতানবধানে সতি তাং সুধেন বয়ং চোরয়াম ইতি ভাবঃ । কিঞ্চ, তাভিরচিন্তনীর্যো দৈব-

এই বংশীর বিয়োগে কি করেই বা গতোল্লাস প্রিয়তম কার্যকুশল হয় ? বংশী হাতে থাকলেই তো ওর কুঞ্জে
গানচাতুর্থে আমাদের এত যে বৈদগ্ধ্য তাও শলাবিক্রের মতো হয়ে পড়ে । কাজেই অবশ্য এ-বংশী আমাদের
হাতের মুঠায় নিয়ে আসতে হবে । এইরূপে পরম্পর মন্ত্রণা চাতুর্থেও চাক্রতা উদ্ভাবন করবার পর কমলনয়নাগণ
ঈষৎ হাস্য সহকারে কৃষ্ণকে একটু আড়াল করে কানাকানি করতে লাগলেন —

এ মুরলী এর চোখের সামনে কেড়ে নেওয়া যাবে না । হাত থেকে মুরলী কথ-ও নামিয়ে রাখাও
হয় না । এমন কি বিহ্বল অবস্থায়ও হাত থেকে ওটি খুলে পড়ে যায় না তা হলে বুঝে দেখ, উক্ত উপায়
ত্রয়ের মধ্যে কোনটাই বা কাজে লাগতে পারে এখানে ।

১৬। (হাত থেকে খুলে পড়ে যাওয়া রূপ উপযুক্ত তৃতীয় উপায়টিতেই প্রবল এবং সুকর উপায়
বলে নিশ্চয় করে নিলেন গোপীগণ । তাই বলা হচ্ছে —'এবমিতি' ॥)

এইরূপে নিভূতে যুক্তি-পাকানো গোপীগণ কৃষ্ণকে বিহ্বল করার সচেষ্ট হয়ে বৃষভানুপুত্রীর নিকট
গিয়ে বললেন—'হে সৌভাগ্যবতী রাধে । যদি তুমি কৃষ্ণ বংশী নিজ বশে আনবার জন্ত লোভবতী হয়ে থাক, তবে
ক্ষণকাল কৃত্রিম বামাভাব ধারণ করে বসে থাক । এতে কৃষ্ণের বংশীবাদন প্রগল্ভতা দূরে পালিয়ে যাবে । আর

১৭। কৃষ্ণ আহ, —‘বয়স্য । ভবতো বসন্তোৎসব এব দৃষ্টা ব্রাহ্মণস্য প্রভাবাঃ প্রভাবাঙ্কলাং চ, তদন্ত মুরলীরক্ষণক্ষমতা তব সাধীযসৌ ভবিষ্যতীতি কঃ সন্দেহঃ ॥’

১৮। স আহ, ‘ভো বয়স্য । যস্য মন্ত্ৰণতো ভগান্ সর্বোৎকর্ষণালী শালীনঃ, সোহং মুরলীং রক্ষিতু-
মেব সমর্থো ন ভবেয়ং ভবে যং কোহপি ঐষ্টুমপি নেষ্টে মেষ্টে ময়ি তত্রাবিশ্বাসং কার্ষীঃ ॥’

১৯। কৃষ্ণ আহ, —‘যদি ভবৎকরন্তলতোহতলতোষ মহোৎসব-সবলমদাভিরাভিরাক্ষ্যতে মুরলী, তদা
কিমধ্যবসেয়ম, সেয়ং বা কথং লপ্সতে ?’

২০। স আহ,—‘দৃশ্যতাং মন্ত্ৰণঃপ্রভাবঃ’ ইতি নিঃসাধ্বসং মুরলীমাক্ষ্য কক্ষে কুড়া ‘বয়স্য । কণ্ঠে-
নৈব গীয়তাম্ ।’ কৃষ্ণাঃ —‘যথা রূচিভং ভবতে’ ইতি গাতুমুপক্রমতে ॥

ঘটিতঃ কোহপ্যন্ত এব বংশীহরণে উত্তম উপায়োহভবদিত্যাহ—কুহুমাসবদ্বিত্যাদিনা প্রবন্ধেন ॥

১৭। প্রভাবাঙ্কলাং দৃষ্টম্ ॥

১৮। শালীনঃ শ্রেষ্ঠঃ । ভবে সংসারে বং মাং কোহপি জনঃ; শ্লেষণ, কো ব্রহ্মাপি, ঐষ্টুমপি কিং পুনর্ভূতং
নেষ্টে, ন শকোতি, এতেন অসোখরবদ্বাহ্যাম্, বস্তন্ত পলারনবিজ্ঞাপাণ্ডিত্যমেব ধ্বনিতম্ । তত্র ময়ি ইষ্টে প্রিয়ে সখ্যা
অবিশ্বাসং মা কার্ষীঃ ॥

১৯। অতলো গভীরগোবো যত্র তথাভূতে মহোৎসবে বল্লমদসহিতাভিঃ ॥ (২০) ।

এতেই আমাদের সঙ্গীতের নিপুণতা হয়ে উঠবে অতি উজ্জ্বল ।’ নিভূতে সকলে একরূপ বলতে থাকলে কুহুমাসব
বস্ত্তঃ গোপীদের যুক্তিজ্ঞান্ না হয়েও তাঁর সহজ বাচালতালতার কুহুমের পরিমলভরা প্রতিভায় নির্ভয়ে
কৃষ্ণকে বললেন—‘হে বয়স্য । শোন, এঁরা পাণ্ডিত্য ফলিয়ে তোমার মুরলীগানতুল্য সুন্দর গাইতে পারে না,
তাই তোমার মুরলী চুরি করার মন্ত্ৰণা করছে । অতএব এটিকে আমার নিকট রেখে দিয়ে কণ্ঠেই তুমি গাও ।
ব্রহ্মতেজ প্রভাবে আমার নিকটেও আসবে না এঁরা । (গোপীরা বংশীচুরির তৃতীয় পন্থা ঠিক করে নিলেও দৈব-
যোগে অল্প একটি উপায় এসে গেল ।)

১৭। কৃষ্ণ বললেন —‘বয়স্য । তোমার বসন্তোৎসব লীলা অহো, খুব দেখা গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে
ব্রাহ্মণের তেজশালী প্রভাবাঙ্কলাও । তাই মনে হচ্ছে, অল্প তোমার মুরলী রক্ষণোৎসব ক্ষমতা অতি উজ্জ্বল
হয়েই দেখা দিবে, এতে আর সন্দেহ কি ?

১৮। বটু বললেন —‘ভো বয়স্য । যার মন্ত্ৰশক্তিতে তুমি সর্বোৎকর্ষ-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতি-
ষ্ঠিত সেই আমি মুরলীটি পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবো না । এই সংসারে যাকে কেউ (বিশেষ অর্থে—ব্রহ্মাও)
দেখতে পর্যন্ত পায় না (এই কথার ধ্বনি— দেখতেই পায় না তো ধরবার আর কথা কি ? ধ্বনির ধ্বনি,
পালাতে যে বড় গুস্তাদ ।) সেই আমার মতো প্রিয় সখাকে তুমি অবিশ্বাস করো না ।

১৯। কৃষ্ণ বললেন—‘যদি এই অথাই আনন্দ-মহোৎসবে ঘোর মাতাল গোপীগণ তোমার হাত
থেকে মুরলী কেড়ে নিয়ে নেয়, তুমি করবে কি ? আর নিয়ে নিলে উদ্ধারই বা করবে কি করে ?

২০। বটু বললেন—‘আমার তপপ্রভাব দেখেই নেও-না একবার, এ-বলে মুরলী টান মেরে বগল-

২১। ততশ্চ, কৃষ্ণে গায়তি চচরীমতিকলাং কণ্ঠেন বীণাজিতা
স্তভ্রাতি স্ম কলিন্দজা তরুলতাশ্রেণ্যোহশ্রবর্ষং দধুঃ ।
শৃবন্তঃ শ্রংগোপকণ্ঠগলিতং স্বেদাসু তন্মাধুরী-
ধারাস্তন্দধিয়া লিহন্তি রভসাদন্তোন্মেষণীগণাঃ ॥

২২। তদা তদাশ্রুত্য শ্রুত্যাতিসুখদং স্বরগ্রামগ্রাম-শ্রুতিজাতিজাতিকৌশলং কুসুমাসবঃ সবল্লগব-
মাহ—‘ভো ললিতে ! ললিতেয়ং চচরীগীতিরুদগীতা প্রিয়বয়স্তু, বয়স্তুদগানকৌশলং ন শ্রুতম্ । গব-
বত্যো ভবত্যো ভবিকবিকসদীদৃশং ন গাতুমর্হস্তু ॥’

২৩। সঙ্গীতবিজ্ঞা,—‘অয়ে বিগতচচ’। চচরীমিতোহপি সমীচীনাং চীনাংশুক-ধারিণীয়াং ললিতা
যদি গাতুং ক্ষমতে তক্ষমতে, তদা মুহুরীং হারয়সি । মতিকুপণ । পণ এষ ক্রিয়তাম্ ॥’

২১। বীণাজিতা বীণাজয়িনা; শ্রবণরোরুপকণ্ঠে নিকটে গলিতং স্বেদাষু হর্ষোন্মত্তোত্তমং লিহন্তি । তত্র কারণমুৎ-
প্রেক্ষতে—তত্ত্ব গানস্ত মাধুরীধারায়ঃ স্তন্দঃ ক্ষরণম্ । গানমাধুরী-ধারৈবেয়ং শ্রবণরোঃ পূর্ণীভূত তত্রামাস্তী স্তন্দতে,
তদেনাং লিহামেষৌব বুদ্ধ্যাত্যর্থঃ ॥

২২। শ্রুতিজাতিজ্ঞঃ তং, অতিকৌশলক্ষেতি তং, বয়সি মধ্যে এনং এভদ্ববিকং স্তবং যথা স্যাৎথা, বিকসং
প্রকাশমানম্ ॥

২৩। বিগতচচ ! হে গতবিচার ! “চচা সংখ্যা বিচারণা” ইত্যমরঃ । তক্ষমতে ! হে ক্রুবন্ধে ॥ (২৪)।

দাবা করে বললেন ‘বয়স্য, কণ্ঠেই গান ধর ।’ কৃষ্ণ—‘তোমার যেমন অভিকচি’এ-বলে গাইতে আরম্ভ করলেন ।

কৃষ্ণের কণ্ঠগীতি :

২১। অতঃপর বীণাজয়ী কণ্ঠে কৃষ্ণ চচরী তালে অতি ওস্তাদির সহিত গাইতে থাকলে যমুনা জাডা
প্রাপ্ত হল, তরুলতাশ্রেণী অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল । এই গান শুনে শুনে আনন্দবেগে হরিণরমণীগণ পরম্প-
রের কর্ণের নিকট ঝরা ঘর্মবিন্দু চাটতে লাগল—গানের মাধুরীধারা কান ভরে দিয়ে স্থানের অকুলানে বাইরে
গড়িয়ে আসছে, এরূপ মনে করে ।

২২। তখন অতি কর্ণ-সুখদ, সপ্তস্বরসজ্জযুক্ত এবং শ্রুতির জাতি থেকে উদ্ভূত সেই রাগ অতি
ওস্তাদির সহিত গাইতে শুনে কুসুমাসব গবের সহিত বললেন—‘ওগো ললিতে ! প্রিয় বয়স্য এই যে চচরী
তালের গান উদাত্ত স্বরে গাইতে লাগল, এরূপ গানের ওস্তাদি এতখানি বয়সের মধ্যে আমি কোন দিন শুনি
নি । সুখদায়ী ভাবে আলাপ করতে করতে এমন গাইতে পারবে না গববতী তোমরা ।

মুরলী আর রাধায় পণ প্রতিপাণে ললিতার কণ্ঠগীতি :

২৩। সঙ্গীতবিজ্ঞা বললেন—ওহে অবিবেচক ! রেশমী বস্ত্র পরা এই ললিতা যদি এর থেকেও ভাল
গাইতে পারে, তবে হে ক্রমতী, পণ রাখ, মুরলী হারবে ।

২৪। স আহ,—‘সঙ্গীতবিদ্যে ! সঙ্গীতবিদ্যেয় মদেকমাত্রবোধ্যা বোধ্যানুপথেহপি দুর্গমেতি ময়া সময়াসন্নবোধেন সমীচীনমিতি যদি নিরুচ্যতে রুচ্যতেয়মস্তাস্তদৈব দৈবতযোগ্যা ভবতি ॥’

২৫। সাহ,—‘বিপ্রবটো ! নেদং বেদগানং বেদগা নন্দন্তি, যেন তদস্ত বোধে কো ভবান্ ।’ কৃষ্ণঃ স্ময়মানো গায়ত্রেব কুসুমাসবং তাদৃশা দৃশা দদর্শ তদা তদাকৃতজ্ঞতা যাদৃশা দৃশাস্ত জায়তে ॥

২৬। ততশ্চ বিদিতাকৃতঃ পুনরাহ কুসুমাসবঃ,—‘অয়ি সমদে ! মদেকবোধ্যতাং সঙ্গীতস্ত যদি ন প্রমাপয়সি, পয়সি স্তব্ধতা, অশ্রুজলাবিলতা লতাতরুযু, বিপুলপুলকতা খগমুগাদিযু যদি বয়স্তগানবস্তবতীনাং মপি গানে ভবতি, তদা কথঞ্চিত সমতা মতা ভবতি । সমীচীনতা ন তাবৎ কুতোহপি লভ্যতে । তদয়ং কৃত এব মুরলীপণঃ, যদি মানয়সি নয়সিক্গানদ্যুতম্, তদা স্বয়পি প্রিয়সমীপণঃ ক্রিয়তাম্ ॥’

২৭। ললিতাহ,—‘কুমণীষ ! কুমণীষদেব বিরসয়তি হৃবিদগ্ধঃ, যতঃ সর্বমেব দ্যুতং প্রতি পণপ্রতিপণয়োঃ সমতৈব নিরুচ্যতে, ন খলু কাচ কাঞ্চনয়োঃ সমতা ।’ কুসুমাসব আহ,—‘ভবতি ! ভবতি হি প্রিয়-

২৫। বাদৃশা দৃশা দৃষ্ট্যা অস্য কুসুমাসবস্য তদাকৃতজ্ঞতা কৃষ্ণাভিপ্রায়জ্ঞাত্বং জায়তে, তাদৃশা দৃশা দদর্শ কৃষ্ণঃ । তরুলতাদীনামপি সাস্বিকবিকারং মদগানোথাপি তং দর্শয়িত্বা প্রতিপণঞ্চ স্বাধাং কৃত্বা ললিতাং জয়েতি নেত্রসংজ্ঞয়া উক্ত-
বানিতি ভাবঃ ॥ (২৬) ॥

২৭। হে কুমণীষ ! কুব্ধে ! কুং পৃথ্বীমণীষদনন্মমেব হৃবিদগ্ধো বিরসয়তি, স তু ভবানেবেতি ভাবঃ । সর্বমেব দ্যুতং প্রতি সর্বশ্লিষেব দ্যুতে ইত্যর্থঃ ॥

২৪। বট বললেন—‘হে সঙ্গীতবিদ্যে ! এই সঙ্গীতবিদ্যা একমাত্র আমারই জ্ঞানের বিষয় । ধ্যান-ধারণার পথেও সাধারণ জনের পক্ষে এ দুর্গম । আমি যথাসময়ে যদি শেষবিচার অনুসারে ঘোষণা করি, উত্তম উত্তম—তবেই এ সকলের রুচিকর এবং দেবতাগণেরও আশ্বাদনযোগ্য হতে পারে ।

২৫। সঙ্গীতবিদ্যা বললেন—‘হে বিপ্রবটো ! এ বেদগান নয় যে বেদবিদ গণ আনন্দ পাবে । অতএব এর বিচারের তুমি কে হে ! কৃষ্ণ তখন মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে গাইতে গাইতে চোখে এমন ভাবে ইসারা করলেন, যাতে কুসুমাসব এই ইসারা থেকেই তার মনের অভিপ্রায় বুঝে নিতে পারে ।

২৬। অতঃপর কৃষ্ণের অভিপ্রায়বিদ কুসুমাসব পুনরায় বললেন—‘অয়ি গরবিণি ! সঙ্গীত বিষয়ে একমাত্র আমার জ্ঞানকেই যদি প্রমাণরূপে ধরতে রাজি না হও, তবে উভয় পক্ষের গান কথঞ্চিৎ সমতা আছে বলে সম্মত হওয়া যেতে পারে, যদি বয়স্ত্রের গানের মতো তোমাদের গানেও যমুনাঞ্জে স্তব্ধতা, লতাতরুতেও অশ্রু জলের আবিলতা এবং খগমুগে বিপুল পুলকের উদগম হয় । এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, আমার বয়স্ত্রের গানের মতো ততটা সরসতা অত্র কোথেকেও পাওয়া যেতে পারে না । অতএব মুরলী পণ রাখলাম । যদি আইন-মাফিক গানে জুয়াখেলায় রাজি থাক, তবে তোমরাও প্রিয়সমী রাখাকে পণ রাখ ।

২৭। ললিতা বললেন—‘হে হুব্ধে ! মুখ্য ব্যক্তি পৃথিবীকে একটু নয়, বহুত বিরস করে তোলে । কারণ সকল দ্র্যাত ক্রীড়াতেই পণ-প্রতিপণের সমতাই নির্ধারিত হয়ে থাকে । কাচ-কাঞ্চনের সমতা কখনও-ই হয় না ।’

বয়স্য মুরলী কাচঃ সখী তে কাঞ্চনম্ ।’ ললিতাহ,—‘কোহত্র সন্দেহঃ, সাম্যং চেদিচ্ছসি, তদা অক্ষোভবতা
ভবতা বয়স্যঃ পণীক্রিয়তাম্ ।’ কুসুমাসব আহ,— গীয়তাম্, এষ ময়াইনাময়ানামগ্ৰণ্য। পণীকৃতো বয়স্যঃ ॥’

২৮ । ললিতা গাতুমুপক্রমতে —

গাঙ্কারগ্রামসঙ্কাপিত-গরিমধুরাধৃতগাঙ্কব’ বিভাং
গঙ্কব’গব’খব’করণপট্ট নটদ্রল তং রক্তকণ্ঠি ।
ত্রিস্থানস্পর্শি নানাবিধগমকগমং সাহসোৎসাহনশৃদ্-
ত্রীড়াত্রীড়ারসেনালপদতিললিতোদারকেদাররাগম্ ॥

২৯ । এবং সরাগং রাগং কেদারমালপ্য ভাষয়া শৌরসেনো রসে স্থায়পেশলয়া লয়াস্বিতং গীতঞ্চ জগৌ ॥

৩০ । সঅলকলামিঅমগুলো, বড়্ চিঅপেশ্সসমুদ্রও
পট্টমিগি-মুদ্রা-পণ্ডিত, রেহই সামলচন্দ্রও ॥

[সকলকলামুতমগুলো বর্ধিতপ্রেমসমুদ্রঃ । পদ্মিনীমুদ্র-পণ্ডিতো রাজতে শ্রামলচন্দ্রঃ ॥]

২৮ । গাঙ্কারগ্রামে সঙ্কাপিতা সম্যগ্ ধারিতা বা গরিমধুরা গৌরবাধিকাং তেন ধৃতা ষণ্ডিতা গঙ্কব’ক’কা গান-
বিভা যেন তদিত্তি ! আলপদিত্তি ক্রিয়াবিশেষণম্ । পক্ষে, গরিমধুরা গাঙ্কার-ঋষভ-মধ্যম-স্বরাস্তিঅয়ঃ । ত্রীণি স্থানানি
আরোহণাবরোহ-সমাধ্যানি উর্ধ্বাধোমধ্যানি । নানাবিধগমকং গময়তি ব্যঞ্জয়তীতি তৎ ॥

২৯ । স্পষ্টম্ ॥

৩০ । সকলকলামুতমগুলো বর্ধিতপ্রেমসমুদ্রঃ । পদ্মিনীনাং মুদ্রা মুদ্রাং বা দানং তত্র পণ্ডিতঃ; পক্ষে, স্পষ্টম্ ।
রাজতে শ্রামলচন্দ্রঃ ॥

কুসুমাসব বললেন—‘হে পুজো ! আমার প্রিয় বয়স্যের মুরলী কাচ, আর তোমার সখী কাঞ্চন, এই
তোমার বিচার না-কি ?’ ললিতা বললেন—‘এতে সন্দেহ কি ? পণের সমতা যদি ইচ্ছা কর তবে ক্ষোভ রহিত
হয়ে তোমার বয়স্যকে পণ রাখ ।’ কুসুমাসব বললেন—‘আচ্ছা বেশ, গাও । চিত্ত নির্মলতার অগ্রণী এই আমি
বয়স্যকে পণ রাখলাম ।’

২৮ । সাহস ও উৎসাহে বিনষ্টলঙ্ক রক্তকণ্ঠী ললিতা দ্রলতা নাচিয়ে খেলারসের সহিত গাইতে আরম্ভ
করলেন, গঙ্কব’গব’খব’করণে পট্ট, আরোহ-অবরোহ-সম নামক ত্রিস্থান স্পর্শী নানাবিধ গমক পরিষ্কটকারী
অতি ললিত-উদার কেদার রাগ, যা তুচ্ছকৃত করে দিল গঙ্কব’গণের গানবিভা—গাঙ্কারগ্রামে সম্যক্ ধারিত
গৌরবাধিক্যে ।

২৯ । এইরূপে অমুরাগ পূর্বক কেদার রাগ আলাপ করবার পর গাইলেন শৌরসেনী (মহারাত্রী)
ভাষায় ও রসনীতিতে অতি সুন্দর লয়যুক্ত এক গান । যথা—

৩০ । ‘সঅলকলামি অমগুলো’ ইত্যাদি, অর্থাৎ সকলকলামুতমগুলো, প্রেমসমুদ্র বর্ধনকারী এবং
পদ্মিনীগণকে আনন্দ দানে বিদগ্ধ শ্রামলচন্দ্র দীপ্তি পাচ্ছে ।

৩১ । চুতাকুরকি অসেহরো, কুসুমারপি অখেলও ।
রমণীমণিবচ্ছপাদও, রেহই বৃন্দাবনপ্রিয়ও ॥

[চুতাকুরকৃতশেখরঃ কুসুমাকরপ্রিয়খেলঃ । রমণীমণিপক্ষপাতো রাজতে বৃন্দাবনপ্রিয়ঃ ॥]

৩২ । তদা তদাকর্ণ্য সগর্বমাহ কুসুমাসবঃ,—‘হী হী পরাজিতং ভোঃ পরাজিতং ললিতয়া’ ইতি বাহু সমুদ্রম্য নৃত্যতন্তস্ত কক্ষাগুরলী পততি স্ম, তাং নিপতিতামালোক্য সত্বরয়া রয়াদেব সঙ্গীতবিদ্যা সায়াসাভাবে-
নৈব নিহৃত্য রক্ষিতা ক্ষিতাবেকোহপি ন জানাতি স্ম, নাতিস্ময়বতী সা চ নিজবর্গে কসৌচিং কথিতবতীতি
স্থিতে সৈন তমুবাচালং বাচালম্—‘ভোঃ কথমকাণ্ডে প্রহর্ষপ্রমত্তোহসি কিমিতি মত্তবল্লরীনৃত্যতে, বিচারয়তু
রয়তুলিতকোটিদয়ন্তবৈব বয়স্যঃ কস্য জয়ঃ’ ইতি ॥

৩৩ । স আহ,—‘পণ্ডিতস্মাত্তে ! মত্তে সাক্ষাদেবায়ং ভবতীনামেব পরাজয়ঃ । যতশ্চচরীগানমুদিতৈব
পণঃ কৃতঃ । ইয়ং তু দ্বিপদিকাখণ্ডমেব গায়তি স্মেতি । স্মেরমুখি ! বিচার্যাতাঃ পরাজয়ো ভবতি ন বা ইতি
কথিতে সতি যোগপত্নেন পত্নেন তে তং বিজ্ঞহসতুঃ ॥

৩১ । ‘চুতাকুরকৃতশেখরঃ কুসুমাকরপ্রিয়খেলঃ । রমণীমণিপক্ষপাতো রাজতে বৃন্দাবনপ্রিয়ঃ ॥’ কোকিলপক্ষঃ,
চুতাকুরস্য কৃতপর্বাংশশেখরো যতঃ, তদ্রক্ষণার্থং তস্য তদুপরিবর্তিত্বাৎ । রমণীমণয়ঃ সংভুক্তাদনাঃ; কুসুমাকরো বসন্তঃ; বন-
প্রিয়ঃ কোকিলশ্চ ॥

৩২ । সা মুরলী, আয়াসাভাবেনাযত্নেন ॥

৩৩ । দ্বিপদিকাখণ্ডমেব গায়তি স্মেতি । চর্চরিকাগানাসামর্থ্যমেব পরাজয়ব্যাঞ্জকমিতি ভাবঃ । তে ললিতা-সঙ্গীত-
বিদ্যে ॥ (৩৪) ।

৩১ । ‘চুতাকুর কি অসেহরো’ ইত্যাদি, অর্থাৎ আশ্রমুকূলে রচিত মুকুটধারী, বসন্তে খেলাপ্রিয় এবং
রমণীর প্রতি পক্ষপাতী বৃন্দাবনপ্রিয় কৃষ্ণ দীপ্তি পাচ্ছে ।

দৈববশে মুরলী সঙ্গীত বিদ্যার হস্তগত ও জয়পরাজয় নিয়ে বিবাদ :

৩২ । এই গান শুনে কুসুমাসব গবের সহিত অমনি বলে উঠলেন—‘হী হী পরাজয়, ভো ভো
ললিতার পরাজয় । এই বলে উদ্বিগ্ন হয়ে নাচতে লাগলেন । আর এতে বগলতলা থেকে মুরলী খসে পড়লো
মাটিতে । পড়তে দেখে ঝটিতি উঠিয়ে নিয়ে সঙ্গীতবিদ্যা মুরলীটি অনায়াসে লুকিয়ে রেখে দিলেন । এই বিশ্ব-
সংসারে কেউ জানতে পারলো না । গবে’ ডগমগ তিনি নিজ পরিজনদের ভিতরেও কাউকে বললেন না । এই
যখন অবস্থা, তখন সঙ্গীতবিদ্যা অতি বাচালকে বললেন—‘ওহে শোন, যা মোটেই ষটে নি, তাই নিয়ে কেন
আনন্দ-উচ্ছলনে প্রমত্ত হচ্ছ আর পাগলের মতো খেই খেই করে নাচ্ছো । চঞ্চল নৃপুত্রদ্বয়ে শোভন তোমার
সখাই বিচার করুন-না কার জয় ।

৩৩ । বটু—‘পাণ্ডিতস্মাত্তে । আমার ধারণায়, এ পরাজয় যে তোমাদেরই, তা প্রত্যক্ষ । কারণ চর্চরী
গানকে লক্ষ্য করেই বাজি রাখা হয়েছিল । আর এ সেখানে দ্বিপদিকার একটি টুকরাই-না মাত্র গাইল । হে
স্মিতমুখি ! বিচার কর, পরাজয় হল কি হল না । এরূপ বললে ললিতা ও সঙ্গীতবিদ্যা দুজনে যুগপৎ হৃন্দবদ্ধ

৩৪। অবিদগ্ধ চর্চরী বা, দ্বিপদী বা জন্তলী বেতি ।
নামনি কা বৈচিত্রী, গ্রাম-স্বর-বৃচ্ছনাঙ্গ পরমেবা ॥

৩৫। পশ্চাত্তা গানমাধুর্যমহিমানম্—

অশ্মানো য ইমে মণীন্দ্রবপুষো বৃক্ষালবালান্ধকাঃ
সর্বে বিক্রুতিমাগতা যদবমন্নস্তদন্তেতৎ পুনঃ ।
জাতস্তম্ভমলস্তয়ং কঠিনতাং যেয়ং তয়া সর্বতো
বৃক্ষাণাং প্রতিমূলমেব নিবিড়া ব্যাতেনিরে বেদয়ঃ ॥

৩৬। অতঃ কালিন্দ্যা দেবতাস্থকশ্চেন বৃন্দাবনতরুলতানামপি জ্ঞানবশ্চেন খগমৃগাদীনামপি চেতনতয়া যুক্তমেব ভবদ্বয়স্ত-গানেন তথা-তথাত্মম্ । অস্তা গানে দ্বয়ং বিশেষঃ,—‘যদমী অশ্মানোহপ্যোবমালগ্নিতি জিতমশ্মা-ভিরেব, তদয়ং দ্বয়া স্ববয়স্যঃ স্বয়মানীয় দীয়তাম্ ।’ সুবল আহ,—‘অগ্নি সঙ্গীতবিদ্যেহবিদ্যেব কথং জড়ীভাবমা-প্তসেহস্ত সেব ন ভবসি, যদনেন, কথং কুক্ষো হার্ষাতাম্ । হার্ষাতাং তাবদধীনস্যধীনস্যামনস্তি ন কেহপি’ ইতি ॥

৩৫। পশ্চাত্তা ইত্যেকস্যাঃ সঙ্গীতবিজ্ঞায়া বচনম্ ॥

৩৬। অশ্মানো বিক্রুতিমাগতাঃ সন্তো যদন্তোহবমন, তদন্তঃ কর্মজাতস্তম্ভ সদ্ বা ললিতৈয়ং কঠিনতামলস্তয়ং, তন্না কঠিনতয়া বেদয়ো ব্যাতেনিরে, প্রকাশিতা নির্মিতা ইত্যর্থঃ । অধীনস্যায়ত্তস্যাপুধাননৈস্যেব হার্ষতামামনস্তি । অধীন-ত্যাধিকস্ত ইনস্ত প্রভোঃ প্রধানস্ত হার্ষতাং কেহপি ন আ মনস্তি । অয়মর্থঃ—অন্ততঃ পরাজিতেন প্রধানেন অপ্রধানভূতঃ বাক্যে পরিহাস করতে লাগলেন । যথা—

৩৪। ওরে অরসিক ! চর্চরী বা দ্বিপদী বা জন্তলী এ সব নামে কি চমৎকারিতা । এর চমৎকারিতা শ্রেষ্ঠত্ব তো গ্রাম-স্বর-বৃচ্ছনাতে ।

৩৫। সঙ্গীতবিজ্ঞা বললেন—‘ললিতার গান মাধুর্যের মহিমা একবার দেখতো, কি তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিচ্ছে—

মণিশ্রেষ্ঠে গঠিত এই যে সব বৃক্ষের আলুবালা প্রস্তর রয়েছে, তা এই গানের তোড়ে গলে জল হয়ে গেল । ঐ জল নিজ কর্মবশে দাঁড়িয়ে গেলে ওকে পুনরায় জমিয়ে বৃক্ষের চতুর্দিকে প্রতিমূল ঘিরে জমাট বেদি বানিয়ে দিল সখীর এ-গান ।

৩৬। দেবতাস্থক বলে যমুনার, জ্ঞানবান্ বলে বৃন্দাবনের তরুলতার এবং চেতনা সম্পন্ন বলে খগ-মৃগাদির সেইরূপ সেইরূপ বিকার প্রাপ্তি তোমার সখার গানে যুক্তিযুক্তই বটে । কিন্তু আমাদের সখীর গানে বিশেষত্বতো এই যে, এ নিরেট পাথরকেও পর্যন্ত এরূপ বিকার প্রাপ্ত করিয়ে দিচ্ছে । কাজেই আমরাই জিতেছি । অতএব তোমার বয়স্তুকে স্বয়ং নিয়ে এসে আমাদের হাতে দিয়ে দেও ।’

সুবল বললেন—অগ্নি সঙ্গীতবিদ্যে । কি করে তুমি আজ অজ্ঞানের মতো বৃঢ়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছ । তুমি কি সেই বুদ্ধি দীপ্তা সঙ্গীতবিজ্ঞা নও ? কারণ এটুকুও কি তোমার মাথায় ঢোকে না, এই বটু কি করে পণে হেরে কৃষ্ণকে দিয়ে দিতে পারে ? যে অধীন, তাকেই পণে হারা যায়, এ ব্যবস্থাই সর্বজনমাত্ম । পণ রেখে

৩৭। কৃষ্ণ আহ,—‘কুসুমাসব! মা সবছিন্নানো ভবিতুমহঁসীদানীং যত উৎসবমদমন্তমন্তকাশিনীভি-
জিতকাশিনীভিজিতঃ। এবং ভবান্নানং মোচয়িতুমসমর্থোহনর্থকারী-দ্রবস্থাদস্থানমেয়াতি, তদধুনা দীযতাং
মে মুরলী, নো চেৎস্যা সহসা সহ সাপি যাস্যতি।’ কুসুমাসব আহ,—‘বয়স্য। ময়ৈব জিতম্, তন্তুইতা প্রভবতা
প্রহর্ষণ সমানীয়তামাসাং প্রিয়সখী ॥’

৩৮। ললিতাহ,—‘নিরপত্রপ-পত্রপশো! যদগানমূলঃ কিল বিচারকৃপণ। পণ এষ কৃতঃ, স এব
মজ্জয়ং বিখ্যাপয়তি ॥’

৩৯। কুসুমাসব আহ,—‘বয়স্য। চেদেব জাতলোভ। বদসি ভবদসিকান্তিমধ্যাদম্, তদা নীয়তাং তে
মুরলী, পলায্যতে ময়া।’ ইতি মুরলীঃ বিচারয়ন্নবলোকা ‘ভো বয়স্য! মুরলী প্রথমমেবভরচপলা পলায়িতা-
নংককতলতোহকতলতোজ্ঞানান্তরং মন্তো।’ সর্বাস্থ্যয়ন্তে স্ম ॥

স্বামীমো জনো হার্ষতে, ন স্বপ্রধানেন। অধীনেন—প্রধানভূতঃ প্রভুহীররিভু শক্যতে, তত্র তত্র স্বভাবাৎ, প্রত্যুত
স্বামিহাৎ স্বয়মেব তেন স্বামিনা-স হার্ষিতঃ তাদিতি। তেন-স্বরা পরাজিতঃ কুসুমাসবঃ পুশানভূতং নারকং কৃষ্ণং হার্ষিতুং
ন শক্যোতি, কিন্তু স্বজনকৃতাপরাধঃ স্বামিনি পু তিকলতীতি ভায়েন কৃষ্ণ এব-কুসুমাসবঃ হার্ষিতুমহঁতি ॥

৩৭। মন্তকাশিনীভির্জিতভিঃ—‘বয়স্যোহা মন্তকাশিনীভ্যামহা বরবর্ধিনী’ ইত্যমরঃ। জিতকাশিনীভির্বিজয়গর্ব-
বর্ত্তীভিঃ; জাপি মুরলাপি ॥

৩৮। পত্রপশো! বাহনকৃপণশো!—‘পত্রং বাহনপক্করোঃ’ ইত্যমরঃ। ঋত্বাং হস্তা স্বাদীনামেকতমুলুল্যোক্তার্থঃ।
অধীশ্বরকে কেউ দিয়ে দিতে পারে না। [ধ্বনি-স্বজনকৃত অপরাধ স্বামীতে বর্তে, এই ছায় অনুসারে কৃষ্ণই
কুসুমাসবকে দিয়ে দিতে পারে।]

৩৭। কৃষ্ণ বললেন—‘কুসুমাসব! এখন আর তুমি বহু সম্মানের আসনে থাকতে পারবে না। কারণ
উৎসবমদমন্ত মিজয় গর্ববতী এই যুবতীগণের দ্বারা তুমি পরাজিত হয়েছ। এবার নিজেকে মুগ্ধ করতে অসমর্থ
অনর্থকরী তুমি দুর্দশাপন্ন অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে। অতএব এখন আমার মুরলীটি দিয়ে দেও। সন্তুবা তোমার
লজ্জা সহসাই আমার মুরলীটিও হবে।’

কুসুমাসব বললেন—‘বয়স্য! জামিই তো জিতেছি। অতএব তুমি নিজের ঐর্ষ্য প্রকাশ করে এতের
প্রিয় সখীকে পরমানন্দে ছিনিয়ে নিয়ে এস।’

৩৮। ললিতা বললেন—‘হে নিরাজ্য! ভাববাহী গর্দভ! হে বিচারকৃচ্ছ! যে গানের উপর এই বাজি
রাখলে সেই-গানই নিশ্চয়রূপে আমার জয় ঘোষণা করছে।’

৩৯। কুসুমাসব বললেন—‘বয়স্য! হে জাতলোভ! তোমার প্রতিষ্ঠিত ঘোরবের বিবাতক ভাবে
তুমি নিজেই যখন কথা বলছো, তখন নিয়ে নেও তোমার এ-মুরলী, আমি পালাই।’ এ বলে মুরলী খুঁজতে
গিয়ে যদি পেলেন না, তখন বললেন—‘ভো বয়স্য! ভয়চপলা হয়ে মুরলী আগেভাগেই পালিয়ে গেছে আমার
বগলতলা থেকে, মনে হয় কোনও নির্ভয় লতোতানে, যেখানে একটিলজ্জয়ও অচর্জ্জটি পর্যন্ত পড়ে নি। এ কথা
শুনেন সকলের মুখে মুহূ হাসির রেখা ফুটে উঠল।’

৪০। ইতোবমবসরে কিয়দদূরতো নিবিড়খেলাভিরামাসু দয়িতরামাসু রামাসু সতীষু কশ্চিকনদাহু-
জীবী ভাবীভূতানাং মধ্যেহমমতমো মতমোহন্তরুণতর মার্ত্তও মরীচিকাচাকচক্য চিক্ণকনকশীলাসু বিমল-সলিল-
পরিপূর্ণ-তড়াগমিয়া প্রাংস্তর তরুশিখরতঃ খরতরনিদাঘতপ্তঃ সবেগমুগ্ধত্যা কৃতপ্রপাতো যুট ইব সমুজ্জলং
জলস্রীষু দহনশিখাসু দিব্যৌষধীবিপিনপিনকশোভালোভাদিব তদপহরণরণকৌতুকী পতঙ্গ ইব ; ফণধরফণামণি-
জিহবীষয়া তদভিমুখমাপতগুণ্ডক ইব, কেশরিকেশরপটলীষু কার্ভধরভান্সরাসু পরিপকশালিমিয়া বৃদ্ধকুরুপসর্পন-
গবয় ইব, যুত্যানাহূত ইব, কশ্চন শঙ্খচূড়ো নাম রামরামাক্ত পজিহবীষয়া যক্ষাপসদঃ সমাপপাত ॥

৪১। তমতিকরালমালোক্য সমুপপন্নভয়বিস্তারান্তা রামরমণ্যো মণ্যোত্মুর্দ্বানমুখাননং প্রবলতর-
তরক্ষ-বৌক্ষণ-ক্ষুভিত-ভীতি-চকিত চম্বেকবালা ইব 'ভো রাম ! ভো: কৃষ্ণ ! পাহি নঃ পাহি' ইতি সত্রাসং
বিচুতুঃ ॥

হে বিচারকপণ ! পরামর্শস্ত ইত্যর্থঃ ॥

৩৯। হে জাতলোভ ! ময়া দত্তাং বিজয়রূপাং স্বপুতিষ্ঠাং মহতীমপ্যানাহূত্যা কুশলিগ্নোভাদেবৈতানামধীনতামঙ্গী-
কতু মিচ্ছসীত্যর্থঃ । ভবত এব ন সিদ্ধান্তমধাদা যত্র তদ্ যথা স্রাতযা চেদ্বদসি । ন ক্তাঃ ষণ্ডিতা লভা যত্র ভাদৃশমুত্যা-
নম, ভয়রহিতস্থানমিতি ভাবঃ ॥

৪০। দয়িতো রামো বাসাং তাসু রামাসু খেলাভিরামাসু সতীষু ধনদাহুজীবী কুবেরকিঙ্করঃ । মতে জ্ঞানে
বিচাররূপে মোহো মুচ্যতা যত সঃ, নিবৃদ্ধিরিত্যর্থঃ । নিবৃদ্ধিমেবোৎপেক্ষাভির্বাঞ্ছয়তি—তরুণতরেতি । ন কেবলং শিলা-
সংচুপিতাংধেন তজ্জ্বালাতিতপ্তধেন চ ততঃ তত্র হুঃখমাত্রৈস্যেব লাভঃ, কিন্তু স্পর্শমাত্রৈবৈব পূর্ণনাশোহপীত্যাহ—সমুজ্জল-
মিতি । নাপি কেবলং পূর্ণনাশ এব, কিন্তু ভয়বিদ্রবণবলাং কৰ্ষণভুজ্ঞগুণীভানুভব-পূর্বক এবত্যাহ—ফণধরেতি । তদভি-
মুখে তস্য মুখং লক্ষীকৃত্য আ সমাক্ উৎপ্লুত্যা পতন্ । কিঞ্চ, তস্য পামরস্য রামপেরদীনাং স্পর্শযোগাতা ন সম্ভবতীতি

শঙ্খচূড় বধলীলা :

৪০। এই অবসরে কিছুদূরে রাম যাঁদের দয়িত সেই রমণীগণ জমজমাট হোলীখেলায় অভিরাম
হয়ে উঠলে প্রাণীজগতের মধ্যে অধমতম ও ভালমন্দ বিচারে বুদ্ধিহীন শঙ্খচূড় নামক কোনও এক কুবের কিঙ্কর
অতি নীচ যক্ষ রামের জ্বরিত্ত অপহরণ করার ইচ্ছায় যুত্কার দ্বারা যেন আহূত হয়ে লক্ষ্য দিয়ে এসে তাঁদের
সম্মুখে পড়ল—অতি তরুণ সূর্যের কিরণপাতে মরীচিকা সৃজনকারী চাকচিক্যযুক্ত মন্মদ কনকশীলায় বিমল
সলিল পূর্ণ তড়াগভ্রমে অতি লম্বা তরুশিখর থেকে খরতর নিদাঘ তাপে তপ্ত ব্যক্তির সবেগে ঝাপ দিয়ে পড়ার
মতো, অতি উজ্জলভাবে জ্বলিত অগ্নিশিখায় দিব্যৌষধি-বিপিনাবদ্ধ শোভা ভ্রমে তা অপহরণের জন্ত গমন-
কৌতুকী পতঙ্গের মতো, সর্প ফণার মণি হরণের ইচ্ছায় তার অভিমুখে ঝপাং করে গিয়ে পড়া ভেকের মতো,
সিংহের জটাঝালের সুবর্ণ দীপ্তিতে পাকা শালিধানের ভ্রমে খাওয়ার জন্ত নিকটে আগত গরালের মতো ।

৪১। মণিতে জমাট ষচিত মস্তক ও উর্ধ্বমুখো সেই অতি ভয়ঙ্কর বক্ষকে নিকটে আগত দেখে
সেই রামরমণীগণ অতিপ্রবল নেকড়ে বাঘ দেখে ক্ষুভিত-ভীত চকিত হরিণরমণীর মতো অত্যন্ত ভীত হয়ে ত্রাসের
সহিত চিংকার করতে লাগলেন—'ভো রাম, ভো কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা কর রক্ষা কর ।

৪২। তমার্ঘ্যবরং স্বরংহসা শ্রবলো বলো যাবল শৃণোতি স্ব, তাবদেব তরসীতরসীকারবিমুখো মৃখো-
দীহিতমপি গীতমপহায় গিরিধরো ধরোপরিতঃ পদকমলমলন্তয়ন্নিব দ্রুতদ্রুত এব তমবধাবৎ, ততোহিতিপ্রতিভা
প্রতিভাতরুণমানসো বলন্তঃ ॥

৪৩। এবং বীরপ্রবরো হি দৌহিণেয়-কুক্ষৌ বিলোক্য বহুধাবমানো বহুধাবমানোৎকট্যমানো মন্তমানঃ
স পামরো রমণীমণীর্বিহায় বিহায়সেব ধাবন্ প্রাণপরীক্ষয়া মতো চপলায়াং পলায়াকক্ষে ॥

৪৪। অথ স কেশরীশরীতা ধাবমানঃ পুরাগো নাগোত্তমমিব পলায়মানমপি তমধমং ধমন্তমতি-
পুরুষং কৃষ্ণং বহন্তমপি ক্লেভয়তোভয়তো বেগেন নিপ্রতিভং প্রতিভং যতমানং শ্বেন ইব বলিভুজং ভুজঙ্গমিব
বিনতাস্থতো বিনতাস্থতোবকরং কচে গৃহীত্বা মুষ্টিভূতেন কমলকোমলেনাপি করতলেন ক্রুরকর্মপৃষ্ঠকঠোরমপি
তস্য মন্তকমন্তকলাপস্য বিনিশাট্য পরিপাট্যপরিমিতং চ তস্য মূর্ছগারিমণিমতিচারিমপি প্রথমানং প্রথমানন্দং
পূর্বাংগুপেক্ষাসু পুসক্তাং তাং বারয়মাং—কেশরীতি। উপসর্পন্ নিকটে গচ্ছন্; মূহূনাহুত ইত্যত্র কৃকনিকটে মারবার্ধ-
মিত্যাক্ষপলকেন; শ্লেবেণ, মৃত্যোঃ কৃষ্ণবলীভূতং তদাগমনস্য মরণ-পুরোজনকক ব্যঞ্জিতম্ ॥

৪১। মণিনা আ সম্যক্ উভো গ্রথিতো মূর্ধা বস্য তম্ ॥

২। তরসী বরিতঃ; ইতরত্র ক্রৌড়াদিকর্ষত স্বীকরে বিমুখো দ্রুতদ্রুতঃ শীঘ্রং গত এব, অতিপুতিদ্বা
অতিকোপঃ ॥

৪৩। বহুধা বহুপুকারসাবধানস্য ঔৎকট্যম্; মতো বুদ্ধৌ চপলায়াং সত্যাম্ ॥

৪৪। অগোত্তমং মহাহতিনং পুতি। কেশরীশরীতা শ্রেষ্ঠসিংহরীত্যা পুরাগঃ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণঃ ক্লেভয়তা
ক্লেভঃ অমরতা উভয়তো বেগেন ষপলায়নবেগেন পৃষ্ঠাধাবি কৃষ্ণবেগেন চ ভঙ্গং পুতি যতমানং বলিভুজং কাকং বলাদাব-

৪২। নিজ বেগে প্রবল বলরাম সেই আর্তস্বর যাবৎ শুনতেই পেলেন না তার মধ্যেই গিরিধারী
ঝটিতি ছোলীশ্বেলদি ব্যাপারেও বিমুখ হয়ে ও মুখে তৎকালে গাওয়া হচ্ছে, এমন গানও ছেড়ে দিয়ে চট্‌জলদি
পলায়নপর সেই যক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন, এমন বেগে যেন মাটিতে পা ই পড়ছিল না। অতঃপর
অতি দ্রুত ও বিম্বপীড়িত মনা বলরামও ধাবিত হলেন সেই দিকে।

৪৩। এইরূপে বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণবলরামকে অতিক্রম পশ্চাতে দৌড়াতে দেখে বহুপ্রকার অপমানের
এচণ্ডতাস্বরূপ নিজেকে মাননাকারী সেই পামর রমণীমণীদের ছেড়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার জন্ত আকাশ-যানের মতো
দ্রুতবেগে চপল মতিতে পালাতে লাগল।

৪৪। পলায়নের সময়েও গর্জনকারী এবং অতি কঠিন ক্রোধ বহন করতে থাকলেও ক্লেভ জনন-
কারী নিজের বেগ ও পিছনে পিছনে ধাবমান কৃষ্ণের বেগ, এই উভয় বেগ বশতঃ প্রতিভারহিত বন্ধকে চুলের
মুঠিতে পাকড়াও করলেন প্রণতজনের পরিপূর্ণ সুখদায়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ—গজরাজের দিকে ধাবমান সিংহ-
রাজের মতো, পলায়নে যত্নশীল কাকের পিছে ধাবমান বাজপাখীর মতো, সর্পের পিছে ধাবমান গরুড়ের মতো
বেগে ধেয়ে গিয়ে। অতঃপর কমলকোমল হলেও মুষ্টিপাকানোতে দৃঢ় করতলের দ্বারা কঠিন কর্মঠপিঠের মতো
কঠিন হলেও গতন্তুত সেই যক্ষমন্তক বিচূর্ণ করে কারিগরিতে অপরিমিত এবং সূচাক্রতায় বিখ্যাত মন্তকচ্যৌ

বহুশ্রমাদায় সমালোকমানানাং বনিতানাং পুরতো মহাবলায় বলায় জ্যায়সে সমুপজহার প্রমোদ-সমুদামো দামোদরঃ ॥

৪৫। ততশ্চ অসমাপ্তমহোৎসবাবেশানাং রসবিলাসকলাচিন্তামণীনাং স্বরমণীনাং স্বরগ্রামগ্রামশ্রুতি-
শ্রুতিমনোরম-গানজুবাং সজুবাং সহচরাণাং চ সন্নিধিমাশ্রয় সান্ত্বমানং তুঙ্গসংসং সবন্ধুরবিভ্রমোনিবাপ্যমানং
দৌপং পুনরুজ্জলয়ন্তি বশুমাণং সরঃ পুনরগাধয়ন্তি ব ভগ্নং প্রাসাদং পুনর্জীর্ণোদ্ধারেণ নবীকুবন্তি ব সমুজ্জ্বলয়ন্তু-
সন্ধীয়মানমুরলীকতয়ালীকতয়া 'চোরী ঙ্গ চোরী ঙ্গ চোরীকৃতমুরলীচৌর্য্যাসি' ইতি চন্দ্রাবলীসহচরীণাং মদন-
মদনমাদ্রিয়াং বিলাসবিশেষালম্বিনীনাং নিতম্বিনীনাং নিতরাং জনং জনং বক্ষসোহঞ্চলমুদ্রাট্য মুরলীং বিচাঃ যন্ত
যদি প্রজগলভে, তদা ভাভিরভিরম্যপরিহাসহাসললিতং ত্রাতরঙ্গরঙ্গকুটিকুটিলাক্ষং ভৎসয়ামাসে ॥

৪৬।

‘অয় কুসুমাসবসহচর, তব সমুচিত এষ তাবদবিচারঃ।

তৎকরতলতো মুরলী সংব্যানং নঃ কথং বিশত্ ॥

রণে শ্রোত ইব, মারণে বিনতাহতো গরুড় ইব বিনতানাং বিনত্ৰাণাম্ আ সমাক্ স্তম্ভু তোষকরঃ স্তম্বদায়ী, অন্তকল্যাণস্য
গতশুভস্যাতিচারিমণ্যতিচারকত্যাং পৃথমানং ধ্যাতম্। প্রথং বিস্তৃতমানন্দং তং পুসিকম্ ॥

৪৫। সজুবাং জুট প্রীতিতৎসহিতানাম্। সান্ত্বমানমন্তরা শঙ্খচূড়াগমেন বিশীর্ণমাণম্। উজ্জলয়ন্তি পুনরধিক-
স্নেহদানেনেনতি অগাধরমিত্যতিবিলাস রসবৃষ্টোতি নবীকুবন্তি। তত্র নিজপ্রযত্নবিশেষেণাপীতি প্রেমবিলাসবিশেষা
দর্শিতাঃ। উৎসবং সমুজ্জ্বলয়ন্তিপ্রকাশয়ন্তি। অতুসন্ধীয়মানা মুরলী যেন তত্তয়া অলীকতয়া মিথ্যাপবাদে নৈব তুঞ্চ উরী-
মণিশ্রেষ্ঠ উচ্ছলিত আনন্দের সহিত তার মন্তক থেকে তুলে এনে এই লীলাদর্শনকারিণী রামবনিতাদের
সম্মুখে মহাবলবান্ অগ্রজকে উপহার দিলেন প্রমোদ-সমুদাম দামোদর।

গোপী-অঙ্গে কৃষ্ণের মুরলী তল্লাশ :

৪৫। মনোজ্ঞ দিলাসী কৃষ্ণ অতঃপর অসমাপ্ত মহোৎসবের আবেশযুক্ত, স্বরমণি, রসবিলাসকলা চিন্তা-
মণি এবং স্বরগ্রাম সমূহে ও শ্রুতিতে কর্ণ মনোরম গানসেবী নিজরমণীমণীর, এই তিন মণির এবং প্রিয় সহচর-
দের সান্নিধ্য লাভ করে সেই উৎসবকে পুনরায় অতি উজ্জল করে উঠাতে লাগলেন—নীবু নীবু দৌপকে তৈল-
সংযোগে পুনরায় উজ্জল করে উঠানোর মতো, শুখিয়ে উঠছে এমন সরোবরকে বর্ষণে পুনরায় অগাধ জলময়
করে তোলার মতো এবং ভগ্ন প্রাসাদকে পুনরায় জীর্ণোদ্ধার করে নূতন করে তোলার মতো। আর এই অবসরে
মুরলী খোঁজার ভাবে মিথ্যা অপবাদের দ্বারা বলে চললেন—‘আরে তুমি চোর, (অত্ৰ এক জনের কাছে গিয়ে)
আরে তুমি চোর—যে ধনি মুরলী চুরি করেছে, সে তুমিই’। এই বলে মদনমত্ততায় গলিত হৃদয়া ও বিলাস
বিশেষ আশ্রয়িনী সুন্দরী চন্দ্রাবলী সহচরীদের পাশ ঘেষে গিয়ে প্রতিজনের বক্ষের আবরণ উদঘাটিত করে করে
মুরলী খুঁজতে খুঁজতে যদি উদ্ধত ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, তখন তাঁরা অতি মনোজ্ঞ হাস্য পরিহাসের
সুন্দরতা পূর্বক ত্রাতরঙ্গরঙ্গযুক্ত ত্রাকুটিকুটিল নয়নে তর্জন করে বললেন—

৪৬। ‘ওহে কুসুমাসব সহচর। এই সমস্ত অবিচার তোমারই সমুচিত বটে। তোমার করতল থেকে
মুরলী কি করে আমাদের উত্তরীয়ের ভিতর ঢুকবে।

৪৭। যত্নস্বাভিরপাহারি হারিণী তে মুরলী, তদা নঃ সমুদগো দগো প্রিয়তে, ন চেত্তব সকৌস্তভ-
কণ্ঠহারহারঃ ক্রিয়তে ।’

৪৮। চন্দ্রাবলী বলীয়সা প্রাগল্ভোনাহ,—‘অয়ি বলাবলেপতোহবলাবলেহপতোদ ! কুসুমাসবেন তব
করতলতো মুরলী প্রসভমাকৃষ্য অস্মাভির্হরগীয়েতাজ্জহে, তন্ন সংস্মরসি ?’

৪৯। কুসুমাসব আহ,—‘অস্মাভির্হরগীয়েতি তে বচ এব তস্মা হরণে প্রমাণম্, যয়া প্রসভমাকৃষ্য
জ্ঞতেত্যত্র প্রমাণমুচ্যতাম্ ।’ সাহ,—‘সব্বা এব ।’ স আহ,—‘সব্বা এব মে বিপক্ষাঃ ।’ সাহ,—‘ভবদ্বয়স্তঃ
প্রমাণম্ ।’ স আহ,—‘নৈতদপি, তথা চেৎ কুতো বঃ সংব্যানং বিচারিতমনেনসানেন, সাধীয়সী তন্মুনং ভবতী-
ভিরেবাপহতা মুংলী কালীকা তে ব্যাহতিঃ ।’

৫০। ইতি তেনোদিতে নো দিতেন প্রতিভয়া ভয়াভাবক্ষুঃক্ষপেণ পুনঃ কৃষ্ণ উচে,—‘বয়স্য ! তব

কৃতং মুরলীচৌৰ্ণং যয়া সা অসীতি ॥

৪৬। সংব্যানমুত্তরীয়ম্ ।

৪৭। ন চেৎ, যদি নাপাহারীতার্থঃ; তদা কৌস্তভেন সহিতস্ত কণ্ঠহারস্ত হারো হরণং ক্রিয়তে—ইতি পণঃ
ক্রিয়তামিতি ভাবঃ ॥

৪৮। বলাবলেপতো বলাহকারতঃ; অবলাবলে স্ত্রীসমূহে বিষয়ে; অপতোদয়তি পীড়য়তীতি হে তথাভূত !
যদ্বা, অপতোদ গত্যর্থ নিঃশঙ্কেত্যর্থঃ ॥

৪৯। অনেনসা নির্দোষেণ; অনেন বয়স্যোন তে তব ব্যাহতিঃ কা কুংসিতা অলীকা ॥

৫০। তেন কুসুমাসবেনোদিতে সতি পুনঃ কৃষ্ণ উচে। তেন কিম্বুতেন ? প্রতিভয়া নো দিতেন ন ষণ্ডিতেন

৪৭। চিতচোরা তোমার মুরলী যদি আমরা চুরি করে থাকি তবে আমাদের অতি উদ্দগু দগু দিও,
আর যদি না হয়, তবে কৌস্তভের সহিত তোমার কণ্ঠহার ছিনিয়ে নিব, এ-বাজি থাকলো।

৪৮। চন্দ্রাবলী অতিশয় প্রাগল্ভের সহিত বললেন,—‘ওহে বলদর্পে স্ত্রীগণের পীড়াদায়ি। কুসুমাসব
তোমার করতল থেকে আমাদের হরণযোগ্য মুরলী বলাৎকারে টান দিয়ে নিয়ে নিল, পিছে আমরা নিয়ে নি
এই ভয়ে, তা কি মনে পড়ছে না ?’

৪৯। কুসুমাসব বললেন—‘এই যে কথাটা বললে, আমাদের হরণযোগ্য—এটাই তো তোমার
মুরলী হরণের প্রমাণ। আমি যে বলাৎকারে ছিনিয়ে নিয়েছি, তার প্রমাণ বল ।’ চন্দ্রাবলী : ‘সাক্ষী এখানে
উপস্থিত সবাই ।’ কুসু : ‘এরা তো সব আমার বিপক্ষা ।’ চন্দ্রাবলী : ‘তোমার বয়স্যই তো এক সাক্ষী ।’
কুসু : ‘এ হতেই পারে না । হতো যদি, তবে পবিত্র বয়স্য আমার কেন তোমাদের উত্তরীয় তুলে তুলে খুঁজে
বেড়াবে । কাজেই এটাই নিশ্চয় হল, অতিশ্রেষ্ঠ এ মুরলী তোমরাই চুরি করেছ । অতএব তোমার উক্তিও
ভাষা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল ।’

৫০। এইরূপ বলবার পর প্রতিভাশালী এবং ভয়াভাব হেতু চেহরায় অলজলে কুসুমাসব পুনরায়

করকমলসঙ্গী সঙ্গীতবিদ্যায়ৈবাপজ্ঞতো। বেণুনৈতাভিঃ' ইত্যাকর্ণ্য সঙ্গীতবিদ্যা বিদ্যাযাতয়ামা সচকিতকিতবনেত্রঃ।
লঘু লঘু চলনললিতা ললিতাকরে মুরলীমর্পয়ামাম্ ॥

৫১। তত্তত্ত্বশাকারবিকারবিশেষমালোকা পুনর্ভঙ্গুরিতাবটু বটু রাহ—‘বয়স্য। মুরলীতস্করা করালেয়ঃ
স্বয়মেব বাক্তা, যতো ময়া সঙ্গীতবিদ্যেতি সঙ্গীতগণমাধিষ্ঠাতৃদেবতামুদ্दिष्ट परिहसितम् তদাকর্ণ্য স্বঃ প্রুতি
প্রতিপন্নশঙ্কা শং কারয়ামাস সঙ্কোচস্ত, চৌরস্ত লক্ষণমিদমেব’ ইতি। সা তু ললিতাকরে মুরলীমাধায় সদর্পমূণ-
স্বতা সম্ময়স্বয়মানাহ—‘কিমাথ রে বটে হবটোহসি কপটস্ত, মহোৎসবঃ সময়া ময়া খেলস্ত্যা কদা কথমপজ্ঞতা
মুরলী, তয়া হ্রতয়াহ্রদয়ালো মম বা কিং প্রয়োজনম্, জনং যুবা দৃষয়তন্তব স্তবকিতমংহোরংহোহরং ভবিষ্যতি,
রে বাচাল। বাচাহুলমনয়াহন্যাপদয়া, দয়াবশাম তে শাস্তিঃ। ক্রয়তে।’

৫২। সর্বাঃ স্ময়ন্তে স্ম। এবং মুরলাপহরণ রণ-সাহস-হসদবলা-বলাৎকারতো রতোৎসাদপ্যাধিক-

প্রতিভাভূতেনৈবতার্থঃ। বিদ্যাস্বযাতয়ামা অতিনিপুণতার্থঃ। সচকিতে কিতবে ইত্তরালক্ষ্যভাবেন ধূর্তে চ নেত্রে স্বঃ
তদ্ব্যখা স্যাতথা ॥

৫১। সঙ্কোচস্য শং কল্যাণং করয়ামাস। সঙ্কোচো বস্যাঃ প্রবলিতোহভূদিতার্থঃ। তেনৈব কিমস্মাতমিত্যত
আহ—চৌরস্যোতি। অবটো গর্তঃ; ‘গর্তাবটো ভূবি খল্রে ইত্যমরঃ। সময়া মধ্যে; ‘সময়াভিকমধ্যায়োঃ’ ইত্যমরঃ।
অংহসোহপরাধস্য রংহো বেগঃ। অরমতিশয়েন ॥

কৃষ্ণকে বললেন—‘বয়স্য তোমার করকমলসঙ্গী বেণু সঙ্গীতবিদ্যা চুরি করেছে।’ এ-গোপীগণ নয়। এ-কথা শুনে
অতি চতুর সঙ্গীতবিদ্যা সচকিত ভাবে, অত্ন কিছু যেন দেখছেন না একদা ধূর্ত নেত্রে এবং সুন্দরভঙ্গীতে ধীরে
ধীরে এগিয়ে গিয়ে ললিতার হাতে মুরলী অর্পণ করলেন।

৫১। অতঃপর সঙ্গীতবিদ্যার চলাফেরা ধরণ-ধারণের বৈশিষ্ট্য দেখে বটু পুনরায় ঘাড় তেড়া করে
বললেন—‘বয়স্য। তোমার করকমল সঙ্গী মুরলী চোব খরতর এই সঙ্গীতবিদ্যা। এ নিজেই ধরা দিয়েছে।
কারণ আমাদের ভিতরে পরিহাসচ্ছলে সঙ্গীতবিদ্যা নাম উচ্চারিত হয়েছিল, সঙ্গীতশাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্যাকে লক্ষ্য করে, আর তা শুনে এ নিজের প্রতি দোষ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে, আশঙ্কা করে
অতিশয় শঙ্কিত হয়ে উঠল। এটাই তো চোরের লক্ষণ।’

এই কথার অবসরে সঙ্গীতবিদ্যা ললিতার করে মুরলী রেখে সদর্পে সম্মুখে এসে স্থিত-বিস্মিত ভাবে
বললেন—‘আরে বটু। ব্যাপার কি? তুমিতো দেখছি, কপটতার এক বিশাল গহ্বর। ছোলাী মহোৎসবের মধ্যে
খেলতে খেলতে কখন কি করে আমি মুরলী হরণ করলাম। আরে হ্রদয়হীন, সেই মুরলী হরণে আমার কি
প্রয়োজন। লোককে মিথ্যা দোষারোপ করলে তোমার পুঞ্জিভূত অপরাধের বোঝা ফেপে ফুলে উঠবে জেনো।
আরে বাচাল, অনীতির আকর স্বরূপ। একদা অত্নায় কথার আবশ্যক কি বলতো। যাও, আজ দয়া বশতঃই
তোমার শাস্তি করলাম না।’

৫২। সকলে মুহু মুহু হাসতে লাগলেন এ-কথা শুনে। এইরূপে মুরলী অপহরণ-রণে হাসতে হাসতে

সরসমসমমামোদমূলভমানো! ছরবনমালীকো বনমালী কোমলমনাঃ ক্রমশো জনং জনং বিচার্য্য সমুজ্জ্বিতাসু
তাসু ললিতাং ললিতাসুজ্জকরণে যদি স্ম জিহ্বতি স্ময়ানবহিত-নবহিত-সৌভাগ্য গবাহিতা, তর্হি তাতলামান-
কলাকলাপালক্ষিতমেব তমেব বেণুং সা বিদগ্ধভাববৃষভা বৃষভানুপুত্রীকরে নিঃক্ষিপ্য নিঃসাধ্বসং সাধ্বসঙ্কোচা
সম্মুখমুশস্যত্য ব্যাহরতি স্ম ॥

৫৩। 'রতিস্ময়মত্ত ! মত্ত এব তে মদোদ্ধুরতা বিরতা বিশেষণ ভবিষ্যতি যদি নিরস্বামঘর্দন ! মাং
সংস্প্রষ্টুমাকাজ্জসি। পশ্যাহং নিমুরলীকালীকা ন মে বাক্' ইতি সংব্যানং হৃষাব, ধাবমানৈর্দর্শনকিরণৈঃ সিতদৌ-
ধিতিং হসন্তী পুনরুচে, —'স্মর স্মরমদবিভ্রান্ত ! ধনদানুচরং ধাবতো বতোবীতলে বা পপাতাসৌ মুরলিকা।
বৃথাবৃথা বরা বরারোহাণং ততীরেতাঃ।' কুতুমাসব আহ, — 'বয়স্ম ! তর্হি বেণোরবানবী বরীয়াশ্চব ॥'

৫৪। কৃষ্ণ আহ, — ভবতোবমেব মেদুরমতে পারিশেষ্য প্রমাণেনৈতন্ত্যামেব বর্তমানাং তর্কয়ামো যামো-
হপি বিচারয়িতুম্' ইতুপক্রামতি মতিমতাং বরে পীতাস্মরে পীতাসব ইব ঘৃণায়মাননয়নে নয়নেতৃতয়া তদগ্রজে-

৫২। ছরবনমা বাম্যবশাদেব নম্রীকর্তৃমশকা আলাঃ সখ্যাঃ সস্য সঃ; তথা সযং তু কোমলমনাঃ। জিহ্বতি
স্মেতি তস্যঃ কমলিনীভম্, তস্য চ ভ্রমরভম্, স্পৃশতি স্মেত্যর্থঃ। স্ময়েন মদেনানবহিতমবধানমেব নাস্তি সস্যঃ সা চাসৌ
নবেন হিতসৌভাগ্যগবাহিতা পূজিতা চেতি সা। তথা তাতল্য মানোহতিশয়েন প্রতিষ্ঠাপ্যমানঃ কলানাং কলাপো
যয়া সা, 'তল প্রতিষ্ঠায়াম্'। বিদগ্ধভাবেন বৈদগ্ধোক্ত বৃষভা শ্রেষ্ঠা ॥

৫৩। নিরবাং নিরপরাধাং মাং যদি স্প্রষ্টুমাকাজ্জসি, তদা মত্তঃ সকাশাদেব তব মদোদ্ধুরতা বিরতা ভবিষ্যতি।
হৃষাব কম্পয়ামাস। ধনদানুচরং স্মচ্ছূড়ম্ বৃথা ব্যর্থমেব আবৃথা আবৃত্তবানসি; অবাবরী চোরী, 'ওণ্ অপনয়নে'।
বরসসী রাধা ॥

সাহস পূর্বক অবলা বলাৎকারের দ্বারা রতোৎসব থেকে অধিক সরস-অতুলনীয় আমোদ যিনি পাচ্ছেন, বাম্যবশ-
হেতু কোমলভাব লাভে অশক্য। সখীগণে পরিবেষ্টিত এবং নিজে যিনি কোমলমনা সেই বনমালী ক্রমে প্রতিজনকে
খুঁজে তাগ করে করে ললিতাকে তাঁর করকমলের দ্বারা স্পর্শ করলেন। গর্বে অবধান রহিতা, নবীন মঙ্গল
সৌভাগ্য গর্বের দ্বারা পূজিতা এবং কলা সমূহকে অতিশয় ভাবে প্রতিষ্ঠাদায়িনী ললিতা অলক্ষিত ভাবে সেই
বেণুবৈদগ্ধ্যীতে শ্রেষ্ঠা বৃষভানুপুত্রীর হাতে নিক্ষেপ করত নির্ভয়ে অতি অসঙ্কোচিত ভাবে সম্মুখে গিয়ে বললেন—

৫৩। 'হে অঘনাশন! নিরপরাধ আমাকে যদি ছুঁতে বাসনা কর, তবে হে রতিগর্বমত্ত! আমার
কাছ থেকেই গর্বজনিত ঔদ্ধত্য তোমার বিশেষ ভাবে থেমে যাবে দেখ আমার কাছে মুরলী নেই। আমার
ব্যাখ্যা মিথ্যা নয়।' এই বলে উত্তরীয় ঝেড়ে দেখিয়ে দিলেন। দর্শনদ্বারতর ছটায় শুভ্র হাসির ঝলক উঠিয়ে পুন-
রায় ললিতা বললেন—'হে কামগর্ববিভ্রান্ত! স্মরণ কর তো দেখি, স্মচ্ছূড়ের পিছনে যখন দৌড়াচ্ছিলে তখন
তোমার মুরলী মাটিতে পড়ে গিয়েছে কি না। শ্রেষ্ঠ বরাজ্ঞানদের কুলে ষের দেওয়াটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তোমার'
কুতুমাসব বললেন—'বয়স্য ত্বা হলে বোঝা যাচ্ছে, তোমার বেণু চোরী নিশ্চয়ই রাধা।'

৫৪। কৃষ্ণ : 'হে স্নিগ্ধমতে! এইরূপ হবে বলেই মনে হচ্ছে। রাধার নিকটেই এ-মুরলী আছে।

নোপটোকিতং তমেব মণিমণিমাণ্ডলসিক্কিসিক্কিতোহপি সুখরং সুখরঞ্জনমুপমেব মহসা মহসারস্বতী কাচিং প্রিয়তালা তালান্ধস্য প্রিয়া সমানীয় ‘হস্ত গুণভরাধিকে রাধিকে ! শৃণু যদদামো দামোদরাগ্রজেন তে সমুপটোকিতং মণিমাণ্ডলমুহূৰ্হসি’ ইত্যুবাচ ॥

৫৫। বাচমাকর্ণা তাং তরসাদরসাদখিন্নং করযুগলমুখ্য্য মুদদ্যমানমানসায়াং তস্তাং তমাদদত্যাং সুদত্যাং সুতরাং শ্লেথোত্তরীয়তয়া মুরলী যদি নিপতাত, তদা তদালোকেন মুখরো মুখরোচিরতিশয়ঃ বিতম্বতা তদ্বাদবস্থ্যং চ প্রকটয়তা কুসুমাসবেন স করতালিকমুচ্চৈর্হসতা সহসহচরগণহীহীতিকোলাহলো ললিতামুপজহাস স হাসসরসতয়া ॥

৫৬। “ললিতে! সত্যমুক্তমক্ষোভবত্যা ভবত্যা—‘খনদানুচরং ধাবতো বতোবীতলে পতিতাসৌ মুরলী’, কথমত্থা বাৎসলাকৃতুহলিনা হলিনা কৃতপ্রসাদাদরাদরাদানে স্বাবহেলাবহে লালসে মানবতী নবতীত্র-

৫৪। এতস্যাং রাধায়াম্। নয়ে নীতিবিষয়ে নেতৃত্বা নায়কতয়া নীতিপ্রবীণতয়েত্যর্থঃ। সুখরং সুখরং; খস্য স্বর্গস্যাপি রঞ্জনম্। প্রিয়তাং লাভীতি প্রিয়তালা প্রেমবতীত্যর্থঃ। তালান্ধস্য বলদেবস্যা ॥

৫৫। তরসা বেগেনানুরঞ্জন সাদো বিসরণম্, আবেগবাজকং স্বলনমিত্যর্থঃ, তেন ধ্বনম্। মুদা আনন্দেন দ্যমানং মানসং যতাত্থাভূতায়ামিতি মুরলানবধানে হেতুক্কঃ। তস্তাং রাধায়াং তং মণিমাণ্ডলত্যাং শ্লেথোত্তরীয়তয়া যদি মুরলী নিপতাত, তদা স কৃষ্ণো ললিতামুপজহাসেত্যর্থঃ। তনোর্দেহস্ত অতাদবস্থ্যং কক্ষবাত্ত গ্রীবোরমন-ভঙ্গুরগত্যা-দিভির্বেক্কতামিত্যর্থঃ। সহচরগণানাং হীহীতি কোলাহলেন সহ বর্তমানঃ ॥

৫৬। হলিনা কৃতস্ত প্রসাদসাদরেণ অনন্নেন আদরেণ আদানে সতি অস্যা অবহেলামবজ্ঞামাবহতি প্রাপয়-তীতি তথাভূতে মণিবিষয়কে লালসে সতী মানবতী মানিনী ॥

ওখানেই এবার যাচ্ছি খুঁজতে। এই কথা বলে চতুরের শিরোমণি, মদমস্তের মতো ঘুগায়মান নয়ন পীতাম্বর যখন রাধার গা তল্লাশের উপক্রম করলেন, ঠিক সেই সময়ে অনিমাদি অষ্টসিক্কির সিক্কাই থেকেও সুখদ এবং অনুপম তেজে স্বর্গেরও রঞ্জন সেই শঙ্খচূড়-মস্তক-মণি নীতি প্রবীণতা হেতু দামোদরাগ্রজ রাধাকে উপটোকন পাঠিয়ে দিলেন। উৎসবসরসতাবিশিষ্টা বলরামের কোনও প্রেমবতী প্রিয়া ঐ মণি নিয়ে এসে হর্ষ পূর্বক রাধাকে বললেন—‘ওগো গুণভারে শ্রেষ্ঠা রাধিকে! আমার কথা শোন, দামোদরাগ্রজ এ-মণি তোমাকে উপহার দিয়েছেন। এটি স্বীকার করা সমুচিত।

মুরলী উদ্ধার :

৫৫। এই কথা শুনে অতিশয় আবেগ বেগে অবসন্ন করযুগল উঠিয়ে আনন্দ-বিহ্বল মন সুদতী রাধা মণিগ্রহণ করতে গেলে তাঁর উত্তরীয় ঢিলে হয়ে গেল। আর সেই কঁাকে মুরলী যদি মাটিতে পড়ে গেল, তখন কুসুমাসব মুখ কাস্তিতে অতিশয় জ্বল-জ্বলিয়ে উঠে বগল বাজানো-গ্রীবা ঝাকানি-বাঁকা গতি ইত্যাদি দেহের বিকৃতভাব প্রকাশ করতে করতে করতালির সহিত উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগলেন, আর হী হী কোলাহল কারী সহচরগণে পরিবেষ্টিত মুখর কৃষ্ণ হাসির সরসতা পূর্বক ললিতাকে উপহাস করতে লাগলেন।

৫৬। ওগো ললিতে! অক্ষোভাত্মা তুমি সত্যই বলেছ, শঙ্খচূড়ের পিছনে পিছনে দৌড়াবার সময়ই

তরোরোষবশতো ভুবীয়ং নিপতিষ্যতি ॥”

৫৭। কুসুমাসব আহ,—‘অহো নেদমাশ্চর্য্যং যা খলু ছিদ্ররহিতাং হিতাং প্রিয়বয়স্তস্মৈ বয়স্তস্মৈ ধিষণ-
ধিষণয়্যাপি ন সুখাবগাহাং ধিষণং চোরয়তি, সেয়ং বার্ষভানবী নবীনচৌর্য্যবিভোব ছিদ্রবতীমহিতামখিলজনমনোহব-
গাহামিমাং মুরলীং চোরয়িষ্যতি যৎ তদ্বয়স্ত ! নীয়তাং তে মুরলী, যা ময়াহনীতে নীতেতি নিরণায়ি ভবতাপি
তাপিঞ্জরুচিনা ॥’

৫৮। ইতি তেনানীয় দত্তামাদন্তামদরেণ দামোদরোহদরোজ্জসদামোদরো মন্দমধুরমথ তাং বাদয়-
মানো মহামহাবসানং হাবসানন্দাভিরাভিরাভিরাম্যবতীভিঃ কারয়ামাস ॥

ইত্যনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে মুরলীচৌর্য্যবিলাসো

নামৈকবিংশঃ স্তবকঃ ॥ ২১ ॥

৫৭। যা বয়সাস্য ধিষণং চোরয়তি, সেয়ং মুরলীং যৎ চোরয়িষ্যতি, তদিদমহো নাশ্চর্যমিত্যধ্বনঃ। ছিদ্ররহিতাং
সাজ্জাং ধিষণধিষণরা বৃহস্পতিবুদ্ধ্যাপি কর্তব্যং আত্মনো বয়সি ন সুখাবগাহামবগাতু মশকামিত্যর্থঃ। যা ময়া নীতা ইতি
ভবতাপি নিরণায়ি নির্ণীতা, কিং পুনরেতাভিরিত্যর্থঃ। হে অনীতে ! নীতিরহিত ! অবিস্বাসিগ্নিতি যাবৎ। তাপিঞ্জ-
রুচমালাঃ ॥

৫৮। হাবেন হাবাখ্যভাবোদগমেন সানন্দাভির্বহুজন্ম—(উঃ নীঃ অনুভাবঃ প্রঃ ৯) “গ্রীষ্মারেচক-সংযুক্তো ক্র-
নেত্রাদিবিকাসক্লং। ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥”-ইতি ॥

ইতি ক্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং ক্রীষ্ণবর্ত্তগামৈকবিংশস্তবকসম্পদম্ ॥ ২১ ॥

মুরলীটি পড়ে গিয়েছিল দেখছি। নতুবা কি করে বাৎসল্য-কৌতুকী হলধরের দ্বারা প্রেরিত প্রসাদ বহু আদরে
গ্রহণকালে মুরলী নিজের প্রতি অবহেলা প্রকাশী প্রসাদ-লালসা দেখে মানবতী হয়ে নবতীর রোষে
ঘাটিতে খসে পড়লো।

৫৭। কুসুমাসব বললেন—‘বৃহস্পতীবুদ্ধিও নিজের বয়সে খেঁ পায় না, এমন সূক্ষ্ম, ছিদ্র রহিতা
এবং মঙ্গল স্বরূপা আমার বয়সের বুদ্ধি যে চুরি করে, সেই এই বার্ষভানবী অখিল জনমনো হাবানো, ছিদ্রবতী
এবং অমঙ্গল স্বরূপা এই মুরলী যে চুরি করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? কিন্তু আশ্চর্য হল, এমন যে তমালকুচি
তুমি, তুমিও কি-ন শেষে নিশ্চয় করে নিলে, আমিই মুরলী নিয়েছি। হে বহুস্ত ! ধর, তোমার মুরলী তুমি
নেও।

৫৮। এই বলে কুসুমাসব মুরলীটি কুড়িয়ে এনে দিলে অতি উচ্ছলিত আমোদে পূর্ণ দামোদর ওটিকে
আদরে গ্রহণ করে মন্দমধুরভাবে বাজাতে বাজাতে মহোৎসব সমাপ্তি করালেন হাবাখ্য ভাবেদগমে আনন্দিতা
অতি রমণীয়া গোপরমণীদের দ্বারা।

ইতি ক্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে

মুরলীচৌর্য্য বিলাস নামক একবিংশ স্তবক।

দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ



১। অথাচ্ছোদ্যরচ্ছো দ্যরমণীগগণনাতিরিক্তমোদমেতুৱা ছরারামা রাধারমণবিলাসা যে যে মধুরা মধুরাত্রিষু ত্রিষু ভুবনেষু ছরাসদা রাসদাঃ সমপতন্তু, তেষাং মধ্যে যা ধোয়াধিকং রসবাসনাদনাথানাং দোলোৎসব-লীলালী লাবণ্যবতীভিঃ সহ সহর্ষমসাবকারি বকারিণা সাধুনা সাধুনা প্রকারেণ বর্ণনীয়া ভবিতুমহঁতি ॥

২। তথা হি — ক্রীবৃন্দাবন এব কাপি বলতে দোলোৎসবস্ত্র স্তলী

যৎপ্রাপ্তে সমরোপিতোব পরিতঃ কল্পক্রমাণাং ততিঃ ।

শাখাগ্রৈরিতরেতরং সমপরিষক্তেব লেখায়িতা

কাণ্ডানামৃজুদীর্ঘবৃত্তাপুংষাং মধ্যেষু শূন্যাস্তরা ॥

দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ

দ্বাবিংশতিভমে দোলমওলোপরিমণ্ডিতঃ ।

কৃষ্ণঃ স্বপ্রেয়সীর্ষবর্ষিণীঃ সমবেলয় ॥

১। লীলালী লীলাশ্রেণী; লাবণ্যবতীভির্গোপীভিঃ ॥

২। সমং তুল্যকালমেব, রোপিতা ইবেতি সমপ্রমাণস্তং স্বতঃসিদ্ধত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্ । কাণ্ডানাং শাখাগ্রৈঃ সমং যথা স্যাত্তথা, পরিষক্তেব লেখায়িতা শ্রেণীভূয় স্থিতা; শূন্যাস্তরা শূন্যবকাশা ॥

দ্বাবিংশ স্তবক

দোলোৎসব লীলা :

দোলমঞ্চের বর্ণন :

১। নানা আভরণে অলঙ্কৃত কৃষ্ণ হর্ষবর্ষিণী নিজ সহচরীদের সহিত স্বচ্ছন্দে খেলারসে মগ্ন হলেন দোলমঞ্চোপরি । দ্বাবিংশে এই লীলা বর্ণিত হচ্ছে ।)

বসন্তহোলী-উৎসব মধ্যের মুরলীচৌধুরীলার পর অচ্যুত দিনে রাধারমণের যে যে মধুর, আনন্দনদায়ী, দেবজনাগণেরও অগণনীয় এবং ত্রিভুবনের মধ্যে দুর্বিজ্ঞেয় বিলাস সম্পন্ন হয়েছিল, তার মধ্যে ভক্তিরসবাসনা-যুক্ত ভনদের অধিক ভাবে ধ্যানের যোগ্য যে বুলন-উৎসবলীলাশ্রেণী বকারি কৃষ্ণ আনন্দপূর্বক সম্পন্ন করেছিলেন লাবণ্যবতী গোপীগণের সঙ্গে, তা এখন অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ।—

২। তথা হি— ক্রীবৃন্দাবনে কোনও এক অনিবর্তনীয় দোলোৎসব স্তলী অতিশয় রূপে শোভা পাচ্ছে,

- ৩। কিঞ্চ, তেষামেব মহাহরিন্মণিচিহ্নপ্রাচীরতাং গচ্ছতাং
চঞ্চামরচীন চেলশকল প্রালম্বমুক্তাস্রজাম্ ।
নানারত্ন-ফল প্রসূন-বিহগশ্রেণীজুশামন্তরে
প্রাংশুঃ কাচন কাঞ্চনেন রচিতা বেদিশ্চতুষ্কোণিকা ॥
- ৪। যৎকোণেষু চতুৰ্ভু চারুবিটপৈরন্যোন্ত-সংসগিণ-
শ্চদ্বারো হরিচন্দনাঃ প্রসবিনঃ সৌন্দর্যসারশ্রিয়াম্ ।
যৈঃ শাখাভিরকারি কশ্চন চতুর্দারশ্চতুঃস্তম্ভবান্
ভাস্বদ্রত্নচতুঃছদিঃ প্রসূমরস্ত্রঙ্গো মণীমণ্ডপঃ ॥
- ৫। যচ্ছাখ্যগ্রবিলম্বিনীভিরনতিস্থূলভিরান্দোলিনী
বদ্ধা কাঞ্চনরজ্জুভিবিজয়তে প্রোজ্জ্বলখট্৷ হরেঃ ।
যা প্রাগ্ দক্ষিণপশ্চিমোত্তরগতে তুল্যে সমস্তাঙ্গনে
সর্বভির্মম সম্মুখীতি ককুভাং লক্ষ্মীভিরালোকাতে ॥

৬। এবং পর্য্যন্তভূবো ভূবো মহামহাকারা যে দেবতরবো বত রবোত্তমানাং নববয়সাং বয়সাং কুলা-

৩। চঞ্চামরতৈ চামরাদিকং তদুপরি স্থানে স্থানে বনদেবতাভিবিম্বভূমিতি জ্ঞেয়ম্ । প্রাংশুরত্যাচ্ছা ॥

৪। হরিচন্দনাঃ পারিজাতভেদাঃ; বৈহরিচন্দনৈঃ কৰ্জুভিঃ শাখাভিঃ করণৈর্মণীমণ্ডপোহকারি । কণ্ঠভূতঃ ?
চত্বারি দ্বারাণি বস্যা সঃ ॥

৫। প্রাগাদিচতুর্দিগগতে সমস্তেঙ্গনে প্রাঙ্গণে তুল্যে তুল্যপ্রমাণকে, জাতা। একত্বম্, সমস্তেষু চতুৰ্ভু প্ৰাঙ্গণেবি-
তার্থঃ । যা পেজ্জ্বলখট্৷ দিশাং লক্ষ্মীভিঃ সর্বাভিস্তম্ভভির্মম সম্মুখী মমৈব সম্মুখং মুখমস্যা ইত্যালোকাতে ॥

যার চতুর্দিকের সীমায় একই সময়ে রোপিণ্ডের মতো বল্লবৃক্ষশ্রেণী সরল-দীর্ঘ-গোলাকার কাণ্ডের শাখাগ্রের দ্বারা পরস্পর জড়াজড়ি করে শ্রেণীভূত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আর মধ্যভাগের ভূখণ্ড ফাঁকা পড়ে আছে ।

৩। আরও এই বল্লবৃক্ষশ্রেণী চতুর্দিকে প্রকাণ্ড ইন্দ্রনীলমণিপ্রাচীরের ভাব প্রাপ্ত হয়ে গেলো ।
তদুপরি বনদেবতাগণের দ্বারা স্থানে স্থানে বিহগন্ত হল—চঞ্চল চামর, রেশমী বস্ত্রখণ্ড, সোজা করে বুলানো মুক্তামালা, নানারত্ন এবং ফুল ফল । বিহগশ্রেণীদ্বারা অধুষিত ও এইরূপ সজ্জিত বল্লবৃক্ষশ্রেণীর মধ্যভাগে অতি উচ্চ কোনও অনিবচনীয় চতুষ্কোণ কাঞ্চনবেদী শোভা পেতে লাগল ।

৪। এর চারটি কোণে চারুশাখায় পরস্পর জড়াজড়ি করা ও সৌন্দর্যসারের শোভা প্রসবকারী চারটি হরিচন্দন নিজ শাখাদ্বারা রচনা করেছে, চতুর্দার ও চতুস্তম্ভযুক্ত দীপ্তরত্নের চারচালা চক্চকে উচ্চ মণিমণ্ডপ ।

৫। এই হরিচন্দনের শাখাগ্রে বুলানো নাতিস্থূল কাঞ্চনরজ্জুদ্বারা বাঁধা হরির তুলতুলে বুলন-পালঙ্ক সর্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পাচ্ছে । পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকের একজাতীয় প্রাঙ্গণ সকলে দিক্‌লক্ষ্মীগণ সকলেই পালঙ্কের মুখ নিজ নিজ দিকে দেখতে লাগলেন ।

বুলা রামণীয়কচতুরচতুরস্ততয়া চতুর্হরিতাং হরিতাং দ্ব্যতিং কারয়ন্তো রয়ং তোষন্ত চ নিষ্পাদয়ন্তো বর্তন্তে অ, তেষামন্তরন্তরুভয়োরুভয়োবে'দিমধ্যা বেদিমধ্যানাং দোলস্থলী ॥

৭। তস্তাম্— দ্বয়োর্দ্বয়োঃ স্বন্ধবিলম্বিনীতি, ব'দ্ধা দৃঢ়ং কাঞ্চনশৃঙ্খলাভিঃ ।

সমামরেখাবদমুচ্চনীচাঃ, প্রেঙ্খোলিকানাং ততয়শ্চতস্রঃ ॥

৮। মধ্যমগুপমভিতোহভিতোষসম্পাদন-সত্বরেষু চত্বরেষু চতুষ্রু' চিন্তামণি-রুচিরেষু সমসমদবিস্ময়-স্ময়পালিপালিতেষু সমপরিসরেষু একৈকং কনকজালময়মুলোচমুলোচনদৃশ্যং দৃশ্যং দলদলিতবিক্রমাণাং ক্রমাণাং গহোরাশি-খরেষু শিখরেষু তানিতং সমাসাত্ত তচ্ছায়াস্তরাপতিত-হিমকরকরখণ্ডখণ্ডনিবাহিতকৌতুকোন্নতিলাভিতল-

৬। এবং দোল-মণ্ডপং মধ্যগতং রাধাকৃষ্ণোর্বর্ণরিতা যুথেশ্বরীগামস্তাসামপি ব্যবহৃতা দোলস্থলীং নিরূপয়তি—
 এবমিতি । রামণীয়কে চতুরং যচ্চতুরস্য তত্ত্বয়া যে দেবতরবো মধ্যগত-দোলমণ্ডপস্ত পৰ্বন্তভূবো বর্তন্তে অ, তেষামেব উভয়োরুভয়োরু'ক্ষরোন্তরন্তর্যমধ্যো বেদিমধ্যা বেদিমধ্যগতা বেদিমধ্যানাং কৃশমধ্যানাং স্তম্বরীগাং দোলস্থলী । পৰ্বন্তে দোলমণ্ডপস্ত প্রাদর্ণাগ্রদেশে ভূকংপতির্ধেবাং তে । ভুবঃ পৃথিব্যা মহামহাকারা মহোৎসবরূপা রবোত্তমানামুত্তমকৃজ্জনবতাং নববয়সাং তরুণানাং বয়সাং পক্ষিণাং কুলৈঃ সমুহৈরাঙ্কুলা ব্যাশ্ৰাঃ । চতুর্হরিতাং চতুর্দিশাং হরিতাং হরিদবর্ণাং দ্ব্যতিং কারয়ন্তঃ ॥

৭। চতস্রস্তত্ত্বয়ো মধ্যগদোলমণ্ডপচতুর্দারীভিমুখাশ্চতস্রঃ প্রেণ্যঃ ॥

৮। মধ্যমগুপমভিতত্তুর্দিকু চিন্তামণিরুচিরেষু চতুষ্রু' চত্বরেষু প্রাদর্ণেষু দিগ্ভেদাদেব দেবানামপি কিং পুনর্মহুয়াণাং ভেদানাববোধঃ, ইদমন্তচত্বরং দক্ষিণদিগ্ভতিত্বাং, ইদঞ্চ ততোহপ্যন্তং পশ্চিমদিগ্ভতিত্বাং । ইত্যেতন্মাত্র-
 হেতুভেদেনাববোধঃ, ন তু তদাকারতঃ, তেষাং পরস্পরমাকারবৈলক্ষণ্যভাবাদিতি । সমানাং সমদানাং বিস্ময়রাণাং ভ্রমণ-
 গীলানাং স্ময়রাণাং যুগভেদানাং পালিভিঃ শ্রেণীভিঃ পালিতেষু তে তত্র সদা খেলন্তীত্যর্থঃ । তেষু চ একৈকং কনকজাল-
 ময়মুলোচং চন্দ্রাতপং ক্রমাণাং শিখরেষু তানিতং গ্রথিতম্ । ক্রমাণাং কথন্তুতানাম্ ? দলৈঃ পত্রৈস্তিরস্কৃতবিক্রমরত্নানাম্ ।

৬। (এইরূপে মধ্যগত রাধাকৃষ্ণের দোলমণ্ডপের কথা বর্ণনা করে এবার অগ্র যুথেশ্বরীদের দোল-
 স্থলীর কথা বলা হচ্ছে, তাঁদের পৃথক পৃথক অবস্থান বর্ণনায় ।)

মধ্যগত দোলমণ্ডপের প্রাদর্ণের সমীপবর্তী স্থানে বিরাজ করছে চতুর্কোন ভাবে জন্মানো, পৃথিবীর
 মহোৎসবরূপ, স্তম্বর কৃজ্জনকারী তরুণ পক্ষিসমূহে অধ্যুষিত, চতুর্দিক হরিদবর্ণ দ্ব্যতিতে উজ্জলকারী এবং হর্ষো-
 চ্ছলনকারী দেবতরুশ্রেণী । এদের দুই দুই বৃক্ষের মধ্যো মধ্যো বিরাজমান রয়েছে স্তম্বর গোপীদের বৈদীমধ্যগতা
 দোলস্থলী ।

৭। এই দোলস্থলীতে—বিরাজ করছে দুই দুই বৃক্ষের স্বক্কাশ্রয়ী সোনার শিকলে দৃঢ়ভাবে বাঁধা এবং
 সমান রেখার মতো উচ্চনীচ রহিত এবং মধ্যস্থ দোলমণ্ডপের চতুর্দারী অভিমুখী হয়ে স্থিত অগ্রাগ্র যুথেশ্বরীদের
 হিন্দোলার চারটি শ্রেণী ।

৮। মধ্যমণ্ডপের চতুর্দিকে অবস্থিত, ঝটিতি অতিশয় আনন্দদায়ী, চিন্তামণির দ্ব্যতিতে উজ্জল,
 আনন্দে লাফালাফি করে বেড়ানো একই জাতের যুগের পালের দ্বারা অধ্যুষিত এবং সমপরিসর চত্বর চতুষ্টিয়ের

তত্ত্বলনিকরধিয়াধিযাত্তহরিণাঙ্গনাগণনানাঘাতেষু দিগ্ভেদাদেব দেবতানামপি ভেদাববোধো ন তু তদা তদা-
কারতো ভবতি, যেষু চষারি তারিঙ্গি দ্দোলোৎসবশোভাবিতানানি বিতানানি বনদেবতাভিরেব নহস্তে স্ম ॥

৯। যথা— বৃন্দারণ্যভূবঃ প্রণামবিধিনা দিক্শুভ্রবাং বিশ্রাথা
মুক্তাকঙ্কলিকাঃ স্থিরেণ মরুতা ধার্ষ্যন্ত এতাঃ কিম্।
স্বস্থস্থানসমীপতঃ কিমর্থবা তদ্বন্দনার্থ মুদা
পৌর্বাপর্যায়মপাস্ত সাদরমখস্তারাবলী লম্বতে ॥

১০। কিঞ্চ, যা বিতানাবলিঃ—

তত্ত্বরেণুলিলিঙ্ঘয়েব নভসঃ জীর্ণাং রসজ্ঞাকুলৈ-
ন্যকচ্চকলচারচীনশকলৈরান্দোলবদ্ধিবৃত্তা।
মন্দম্পন্দি মরুদ্বিধীনমুদ্রপ্রেজ্বালমুক্তামপি-
প্রালম্বা চলকিঙ্করীকুলকলস্বানৈঃ শ্রবঃপ্রায়সী ॥

শিখরেষু কিঙ্করেষু? মহসাং রাশিভিঃ ধরেষু তীক্কেষু অতঃপ্রাধর্ষেধিতার্থঃ। উল্লোচং কীদৃশম্? উচ্চীকৃতভাষাং লোচনা-
ভাষাং দৃশম্। দৃশং দৃগ্ভাষাং হিতং নেত্রমুখদমিতার্থঃ। তাদৃশমুল্লোচং সমাসাত্ত প্রাপ্য তচ্ছায়ার্য্য অন্তর্মধ্যে আপতিতৈ-
হিমকরস্ত করণওৎগৈর্নির্বাহিতাং কোতুকোরতিং লাতি স্বীকরোতি বা তিলতত্ত্বলনিকরধীকৃত্য অধিষাত্তাং লোভা-
দাগতানাং হরিণাঙ্গনানাং গণস্থাননেষাঘাতো বেষান্তেষু। ষেযু চষরেষু চষারি স্বপরাণ্যগ্রিমল্লোকদৃষ্ট্যা মুক্তাজালময়ানীতি
পূর্ববিতানশোভানপগমঃ। “অজী বিতানমুল্লোচঃ” ইত্যমরঃ ॥

৯। মুক্তাকঙ্কলিকাভিরবৃত্তিতা চতুরস্রতা ন ভবতীতি বিতানানাং তারাবল্যুপমা ॥

১০। তত্ত্ববো বৃন্দারণ্যভূবো রেণুনাং লিলিঙ্ঘয়েব লেটুমিচ্ছয়েব নভসঃ জীর্ণাকাশলক্ষ্মীণাং রসজ্ঞাকুলৈর্জিহ্বা-

দিক্রম তিরস্কারী বৃক্ষের তেজোরশ্মিতে মহাজ্যোতিষ্য ন শিখরদেশে কনকজালময় নয়নমুখদ চন্দ্রাতপ টানিয়ে
দেওয়া হল, প্রতি চষরে এক একটি করে এং উর্ধ্বদৃষ্টিতেই মাত্র নজরে পড়ে এমন উচু ভাবে। তাদৃশ চন্দ্রা-
তপের উপর পতিত চন্দ্রকিরণ নীচের চন্দ্রাতপহারার ভিতরে উজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের আকারে পড়ে রচনা করল
এক চিত্তচমৎকারী জনক সৌন্দর্য। এ-কে তিলতত্ত্বলচয় বলে ভ্রম করে হরিণাঙ্গনাগণ খুঁটে খেতে গিয়ে মুখে চোট
লাগাচ্ছে কঠিন চষরে। এই চষরচতুষ্টয় আকৃতিতে এমনই অভেদ যে একমাত্র দক্ষিণপূর্বাতি দিগ্ভেদের দ্বারা
দেবতাগণের পর্যন্ত এতে ভিন্নতার জ্ঞান হচ্ছে, আকৃতির দ্বারা নয়। এই আঙ্গিনা চতুষ্টয়ে বনদেবতাগণও
বাঞ্ছিত দোলোৎসব শোভা বিস্তারকারী এক চাঁদোয়া বুঝি টানিয়ে দিলেন।

৯। যথা—চাঁদোয়ার মত ওটি কি?

দিক্শুলক্ষ্মীর খুলেপড়া মুক্তার কঙ্কলিকা কি স্থির বায়ুদ্বারা বিধৃত হয়ে রইল, বৃন্দারণ্যভূমিকে প্রণাম
করতে গিয়ে। অথবা তারারাজিই কি স্বস্থস্থান থেকে আনন্দবিহবল হয়ে ও পূর্বাপর ভাব ত্যাগ করে নীচে
নেমে এল, বৃন্দাবন ভূমিকে আদরের সহিত বন্দনা করার জন্ত।

১০। আরও, বৃন্দাবনভূমির রেণু লেহনের ইচ্ছায় যেন আকাশলক্ষ্মীদের খুলেপড়া জিহ্বানিবহের মতো

১১ কিঞ্চ, পর্যন্তেযু সমানচামরচয়ৈর্জ্যোৎস্নাতড়াগোদরা-
 ছুড্ডীনৈরিং হংসকৈর্গগনৈঃ কিংবা সিতাস্তোরুহৈঃ ।
 মালানামপি ঋগুৈকৈস্তত ইতো নানাপ্রসূনোজ্জলৈঃ
 সশ্রব্ধং বনদেবতাপরিষদা সঞ্চক্রে সা পুনঃ ॥

১২ । ধূপৈরাগুরবৈর্মহাসুরভিভিঃ সদ্ধুমলেশোল্লসৎ-
 কপূরত্রসরেণুভির্দিগবলোলোমাবলীসম্মিভৈঃ ।
 চ্যোতস্তির্মকরন্দবিন্দুনিকটৈঃ কল্পক্রমেভ্যো মুহুঃ
 সৌরভ্যাতিশয়ং বিশিষ্ট্য গমিভৈঃ সা ধূপিতাসীৎ স্থলী ॥

১৩ । ততশ্চ, দেব্যা দেবা অপি সরভস্য চিত্রবাদিত্রবাদাঃ
 সিদ্ধা বিভ্রাধরপরিষদশ্চারণাঃ কিমরাস্ত ॥

সমূহৈরিব চীনশকলৈর্বিভানপর্ষত্ত্বৈরিভ্যর্থঃ । মন্দম্পন্দিনা মন্দতা বহিধুননং তেন মুহুঃ প্রেচ্ছোলো ধেবাং তথাভূতা মুক্তা
 মণিময়্যাঃ প্রালম্বা স্বতাঃ সা ॥

১১ । হংসকৈরিভিঃ শ্বেতিম-চাকল্যাভিভিঃ, সিতাস্তোরুহৈরিভিঃ সৌরভ্যাদিব-সমমণ্ডলভিভিঃ সঞ্চক্রে, সংক্রি-
 যতে অ ॥

১২ । সতীষু ধূমলেশাস্থ উল্লসন্তঃ কপূরাগাং ত্রসরেণবো যত্র ১ঃ । পুনঃ কিভুভৈঃ । কল্পক্রমেভ্যোচ্যোতস্তির্ম-
 করন্দবিন্দুনিকটৈঃ কর্ভুভিঃ সৌরভ্যাতিশয়ং গমিভৈঃ প্রাপিভৈঃ ॥

১৩ । বীতমাতনৈরপরিষমিভৈর্বিমাতনৈঃ সহ দেব্যাদয়ঃ পুংগবে দোলনধেননাং পূর্বমেব চিত্রবাদিত্রাণি বাদয়ন্ত

চঞ্চল চারু ছলছলে রেশমীবস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে এই চাঁদোয়াশ্রেণী । মন্দ মন্দ প্রবাহিত বায়ুর
 বেগে মুহু মুহু আন্দোলিত মুক্তামণির ঝালর সমন্বিত এই চাঁদোয়াগুলি চঞ্চল কিঙ্কিনীনিচয়ের মতো মুহুমুহু
 ধ্বনিতে কর্ণস্থত হচ্চে ।

১১ । আরও, জ্যোৎস্না তড়াগমধ্য থেকে উড্ডীয়মান হংসের মতো শুভ্র চঞ্চল কিঙ্কি আকাশজ শ্বেত
 কমলের মতো সুগন্ধী কোমল সমান মাপের চামর-মালাখণ্ড এবং নানাবিধ উজ্জল ফুল পাশ দিয়ে এখানে
 ওখানে পুনরায় অঙ্কার সহিত টানিয়ে দিয়ে সেই বনদেবতালতা এই চাঁদোয়াকে অলঙ্কৃত করলেন ।

১২ । সুন্দর ধূমলেশার ভিত্তর দীপ্ত ও দিব্বলয়ের লোমাবলীর মতো কপূরত্রসরেণুচয়ে এবং
 কল্পক্রম থেকে ক্ষরিত মকরন্দবিন্দু সমূহে বিশেষ ভাবে অতি সৌরভাযিত সুগন্ধী অগুরুধূপের দ্বারা
 ধূপিতা হচ্ছিল সেই দোলস্থলী ।

দেবদেবী ও পশুপক্ষীগণের বুলনোৎসবে যোগদান :

১৩ । দেবান্ধনাগণ, দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, বিভ্রাধর মণ্ডলী চারণগণ এবং কিম্বরগণ চমৎকার বাগ্গনিবহ

প্রাগেবাসন্নভসি পরিতো বীতমানৈর্বিমানৈ-
ন' হৌৎকণ্ঠ্য ভবতি সময়াপেক্ষমুৎকণ্ঠিতানাম্ ॥

১৪। ততশ্চ, সব'স্বাদ্বনাং দেবতা বনানামনানামতয়ো বিবিধমনাবিলবিলসন্তরমুৎসবোপকরণং সমাদায় মাদায়তনয়তয়ানতয়া চিত্তবৃত্ত্যা বন্দাবনাবনাবাগত্য নিস্তুলসৌহৃদহৃদয়ালুতাদিশুগবন্দয়া বন্দয়া সহ সহচরী-
ভাবমাকল্পা কল্যাণেশা দোলামণিতরুমণ্ডপাবল্যা বল্যাভিঃ কুমুমমালাভির্মণ্ডনিকা নিক্রপমকমনীঃ জালাকৃতি-
বিদধতে স্ম ॥

১৫। অভিভোহভিতোষণাবলোকনরসবিকিরো বিকিরোৎকরাশ্চ সমন্ততঃ সমস্ততঃ সমাগত্য পরিতো দোলস্থলীস্থ লীলাতরু প্রতীশাখং প্রতিপল্লবমাসীনা জাতহৃদয়ান্দোলা দোলায়মান কৃষ্ণদিদৃক্ষাসদৃক্ষাসন্নসন্ন-
বামোদতয়া তৃষ্ণীকাঃ সন্তঃ কৃষ্ণগুণগণগণনামেব কুব'তে স্ম ॥

১৬। তথা সকলা এব হরিণজাতয়ো জাতযোগেন পরমকৌতুকেন কেনচিদিদন্ততোহন্ততোদেন মনসা প্রতিলতাকুঞ্জাজিরে ররাজিরে, রাজিরেবা চ তদা তাসাং বিচিত্রা চিত্রাপিতেবাসীৎ ॥

আসন্ অভবন্, তত্র শ্রায়ো ন হৌৎকণ্ঠ্যমিতি ॥

১৪। অনানামতয়ঃ সামগ্ৰভৌনকমতয়ঃ। মাদো হর্বস্তায়তনমাশ্রয়ন্ততয়া। বন্দাবনাবনৌ বন্দাবনভূমৌ, বল্যাভিক্রান্তাভিঃ কুমুমমালাভিঃ। কল্যাণেশা মণ্ডনিকাঃ ॥

১৫। বিকিরাণাং পক্ষিণামুৎকরাঃ সমুহাঃ; “নগোকোবাজিবিবিরপতৎগজরথাওজাঃ” ইত্যমরঃ। অবলোকন-
রসং বিকিরন্তীতি কিপ্'তে তথা। সমন্ততঃ সর্বতঃ, সমং সইব ততো দোলায়মানশ্চ কৃষ্ণশ্চ দিদৃক্ষা সদৃক্ষঃ সদৃশ এব
আসন্নঃ সন্মুভমো নব আমোদো যেষাং ততয়া ॥

বাজাতে বাজাতে অসংখ্য বিমানযোগে দোলখেলা আরম্ভের পূর্বেই আকাশে এসে উপস্থিত হলেন। উৎকণ্ঠিত জনের চিত্তচঞ্চল্য সময়কে অপেক্ষা করে না, এটাই তো শ্রায় সঙ্গত।

১৪। অতঃপর সকল বন থেকেই সেই সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সকলে মিলেজিলে একমত হয়ে নির্মল অতি শৌভন বিবিধ উৎসবোপকরণ হাতে নিয়ে হর্ষাবলম্বনে কোমলমনা হয়ে বন্দাবন এসে তুলনা-
হীন সৌহার্দ ও সহৃদয়তাদি গুণে বন্দার সহিত সহচরী ভাব পাতিয়ে নিয়ে হিন্দোলার মণিময় তরুমণ্ডপে সজ্জার শেষ কাজ যা বাকী ছিল, তা সম্পন্ন করলেন উত্তম মালা দ্বারা নিক্রপম কমনীয় জালাকৃতি তোড়ন রচনায়।

১৫। চতুর্দিক থেকে অতি আনন্দের সহিত ঝুলনোৎসব-দর্শনরস ছড়াতে ছড়াতে পক্ষিকুল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে চতুর্দিকে দোলস্থলীস্থ লীলাতরুর প্রতি শাখায় প্রতি পল্লবে বসল। তাঁদের হৃদয় ঝুলনার ঝাঁকে ঝাঁকে দোল খেতে লাগল। দোলায়মান কৃষ্ণের দর্শনেচ্ছা দ্বারা আগত অনুরূপ উত্তম নব আমোদে পক্ষিসকল চূপচাপ বসে কৃষ্ণগুণগণ গণনা করতে লাগল।

১৬। তথা হরিণজাতি মাত্রে সকলেই কোনও অনির্বচনীয় পরমকৌতুকের উদয়ে গতব্যর্থ মনে প্রতি লতাকুঞ্জ-প্রাঙ্গণে এসে শোভা পেতে লাগল। তখন তাদের এই বিচিত্র যুথ পটে-আঁকা ছবির মতো নিষ্পন্দভাব ধারণ করল।

১৭। ততশ্চাকস্মাং — ন চাকৃষ্টা বেণোঃ কণিষ্ঠকলয়া নাপি ভবন-

ক্রিয়াং ত্যক্ত্বায়াতান চ গুরুবিরোধক্ষতধিয়ঃ ।

কলাকলিচিন্তামণয় ইব দিগ্ভাঃ কিমথবা

সমুদগীর্ণাঃ বহ্ন্যক্রান্তিরথ সমীযুর্মগদশঃ ॥

১৮।

অন্তঃশ্রোণি বিরাজিতা মূছবনৈশ্চণ্ডাতকৈঃ কোক্ষুমৈ-

স্তেবাং তূপরি সূক্ষ্মগীন-নিচয়ৈরাশুল্যবিস্ফারিভিঃ ।

চঞ্চলকঙ্কালিকা বিশেষবিলসদ্বক্ষোদ্ধা নির্ভরং

কাঞ্চীকল্লিতনীবিবদ্ধবিধয়স্তল্যাশ্রয়োহম্বভূঃ ॥

১৯।

কাশ্চিৎ কোমলচাপচাপললসংস্কৃতাঃ শরৈঃ কোমুমৈঃ

কাঞ্চীদামগতৈঃ করাস্থজকৃতৈঃ সৈন্দুরকৈঃ কন্দুকৈঃ ।

তস্মিন্ কৌতুকদোলখেলনকলারঙ্গাজিরে রেজিরে

সংগ্রামোৎসবদেবতা ইব তনুমতো মনোজন্মনঃ ॥

১৬। জাতো যোগঃ সংযোগো যন্ত তেন কৌতুকেনান্ততোদেন গন্তব্যেথেন মনসা । তাসাং রাজিঃ শ্রেণী ॥

১৭। ন চাকৃষ্টা ইত্যাদিনা দোলোৎসবাদিযু গুরুজনাদিবারণাসম্ভবাং স্বাচ্ছন্দ্যমেবেতি ব্যঞ্জিতম্ । দিগ্ভা ইতি কল্পজ্জ্বরিতত্যাভ্যাং কিং দূরানাগতাঃ, কিংবা তত এবোদ্ধৃতা ইতি সন্দেহো ব্যঞ্জিতঃ ॥

১৮। অন্তঃশ্রোণি নিতম্বপ্রদেশে মূদ্রি কোমলানি চ ঘনানি চ তৈশ্চণ্ডাতকৈরধোবক্ষপর্শ্বস্তপিধারিতিনৃত্য-গীতোৎসবাহ্যপযোগিচালনেতি প্রসিদ্ধবিচিত্রবৈজ্রবিরাজিতাঃ; “অধোকং বরজীর্ণাং স্রাজ্ঞাতকমংগুকম্” ইত্যমরঃ । তত্-পরি বিচিত্রাস্তরীরকৈস্তেবাস্ত উপরি কোক্ষুমৈঃ কুক্ষুমরসাত্তৈঃ ॥

১৯। কোমুমানাং চাপানাং ধনুবাং চাপলেন চপলতয়া লসন্ স্বকো বাসাং তাঃ ॥

দোলস্থলীতে গোপীগণের আগমন :

১৭। বেণুধ্বনিকলায় আকৃষ্টা হয়ে নয় গৃহকর্ম ত্যাগ করে নয় এবং গুরুজনদের বিরোধে ভগ্নমতী হয়েও নয়— হঠাৎই যুগনয়না গোপীগণ অতঃপর এসে উপস্থিত হলেন এদিক-ওদিক থেকে কলিকলা-চিন্তামণির মতো কিম্বা কল্পজন্ম থেকে বসিত হয়ে বেরিয়ে আসার মতো ।

১৮। নিতম্বপ্রদেশে নাচের উপযুক্ত কুক্ষুম রং-এ রঞ্জিত, কোমল, ঘন চণ্ডাতক বস্ত্র নিচয়ে আর তত্‌পরি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তারিত সূক্ষ্ম রেশমীবস্ত্রনিচয়ে সুদীপ্তা, চঞ্চল কঙ্কালিকা বিশেষে শোভনস্তনী এবং ষষ্ঠিমেষলায় রচিত নিবিবদ্ধস্ত্রবিশিষ্টা গোপীগণ সকলে একই ভাবে শোভোচ্ছল হলেন ।

১৯। ফুলধনুর আফালনে দৃষ্ট স্বন্দদেশা কেঁউ কেঁউ কাঞ্চীদামগত কুক্ষুম শরে আর করকমলে ধৃত সিন্দরকন্দুকে সেই কৌতুকদোলখেলা কলারঙ্গ-প্রাঙ্গণে শোভা পেতে লাগলেন, কামসংগ্রামোৎসবের দেবী মূর্তি-মতীর মতো ।

২০। কাশিচং কুঙ্কমধূলিধোরনিভূতাং বাসোহঞ্চলীং লীলয়া
 তিৰ্য্যাক্ কাঞ্চনকাঞ্চিসীম্নি জঘনে বন্ধাং দধতো। বভূঃ।
 যাত্ৰির্ঘচ্চিরসঞ্চিতং রতিকলাবৈদম্ভাবিচ্ছাধনং
 ক্রেতুং কৃষ্ণমনোমণিঃ তদিব তা গ্রহৌ নিধায়াগতাঃ ॥

২১। শ্যোতৈরাগুরবৈর্মহাসুরভিভিঃ কন্তুরিকাকর্দমৈঃ
 কাপূরৈরপি রেণুভির্মলয়জ্যকোদৈশ্চ সম্পূরিতাঃ।
 বাষ্পচ্ছেদ্যতয়া মহামণিময়স্থাল্যাস্তুরস্থাপিতাঃ
 কাশিচজ্জাতুষকুপিকাঃ করতলেনাদায় তত্রায়মুঃ ॥

২২। কাশিচং কুঙ্কমবারিভির্মলয়জ্যকোদৈশ্চ কন্তুরিকা-
 পাথোভিঃ কুমুমজ্জবৈরপি পৃথক্ সম্পূরিতং পৌরটম্।
 বিজ্রতো। জলযন্ত্রজালমতুলং শিল্পেন নানাজ্ঞনা
 রেজুর্মম্মথযুদ্ধযান্ত্রিকততেমূর্তা ইবোজঃশ্রিয়ঃ ॥

২৩। এবং তাভিঃ জ্বীরত্বভূতাভিরভিভূতাভিরভিরাম মহোৎসবরসেনাতনুসেনাতনু সৌভাগ্যহারিণীভি-

২০। ক্রেতুমিত্যনেন তবৈদম্ভাবিচ্ছাধনশ্চ কৃষ্ণবলীকারিণং ব্যঞ্জিতম্ ॥

২১। আগুরবৈরগুরুসম্বন্ধিভিঃ; শ্যোতৈর্জবৈঃ ॥

২২। যান্ত্রিকততেমূর্ত্যধারিসমুহশ্চ তেজঃসম্পত্তয়োর্মূর্তিমিত্য ইব। অভিরামেন মহোৎসবরসেনাভিভূতাভির্বলী-
 কৃতাভিঃ, অতনুসেনায়াঃ কন্দর্পসৈন্তস্য অতনু সম্পূর্ণ সৌভাগ্যং হতুং লীলং বাসাং তাভিঃ। কশ্চন কলকলঃ—এহি,
 আয়াতাস্মি, গম্ভ, দর্শয়, দেখি, নয়, সংস্কর, আব্রোহয়, বদ্রীহি, পরিধাপয়' ইত্যাদ্যাক্ষকঃ ॥

২০। কেঁউ কেঁউ কুঙ্কমধূলিচয় ডরা বস্ত্রখলী মুখবাঁধা অবস্থায় লীলায় ভেরছা করে কাঞ্চনকাঞ্চিসীমায়
 কটিতে ধারণ করে নিয়ে এলেন, দেখে মনে হল যেন কৃষ্ণমনোমণি ক্রেয়ের জন্তু এঁদের দীর্ঘকালের সঞ্চিত রতি-
 কলাবৈদম্ভাবিচ্ছারূপ ধন গাঁটে বেঁধে নিয়ে এলেন।

২১। মহাসুরভিত অগুরুজব, কন্তুরিকা কর্দম, কাপূরধূলি এবং চন্দনচূর্ণ পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাক্ষা
 কুপিকা, যা অতি কোমল হওয়ার দরুণ মুখের ভাপেই ঝণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, তা করতলে ধরে সেখানে এলেন
 কেঁউ কেঁউ।

২২। কুঙ্কমজল চন্দনজল-কন্তুরিকাজল-পুষ্প নির্ধাস পৃথক পৃথক ভাবে ভরা, কারুকার্যে বিবিধ
 প্রকার ও অতুল সোনার পিচকারীধারিণী কেঁউ কেঁউ আবার সেখানে দাঁড় হয়ে উঠলেন, কামযুদ্ধোত্তমধারী জন
 সমূহের শ্রেণীর মূর্তিমতী তেজঃসম্পত্তির মতো।

দোলস্থলীতে রাধাকৃষ্ণের আগমন ও হিন্দোলা আরোহণ :

২৩=২৭। এইরূপ অভিরাম মহোৎসব-রসে অভিভূতা, কন্দর্পসৈন্তের নিঃশেষে সৌভাগ্যহারিণী, 'আমি

হারিণীভিরহংপূর্বিকয়াহপূর্বিকয়া পৌৰ্বাপৰ্য্য-পৰ্য্যবলোচনেনৈব খেলা সৌকৰ্য্যচতুরং চতুরঙ্গ-পরিসরং পরিসরন্তী-
ভির্ষদি মদকলকলকঠকঠবিকস্বর-স্বরপরিহাসকঃ স কঞ্চন কলকলঃ কলয়াঞ্চক্রে, তদৈব—

জীরাধিকাংস-বিনিবেশিত-বামবাহু-,বংশীবিলাসবিলসত্তর-বামপাণিঃ ।

চারুপ্রকোষ্ঠচল-কঙ্কণমন্ত্রদোষা, লীলাসরোরুহ-বিধুনন-লবলক্ষ্মীঃ ॥

২৪ । অন্তঃস্থশোণকুসুমদ্রুতিবামি সামি-,বাসঃ কিরীটতটগুপ্তিত-বহিঃহঃ ॥

মন্দভ্রমদ্ভ্রমরপক্ষমকুদ্বিলোল-,কর্ণোৎপলং মকরকুণ্ডলমাদধানঃ ॥

২৫ । সুশ্রুগ্নস্বস্তম-কণ্ঠকচুস্বিতাজঃ, কেশুবকঙ্কণমণীন্দ্ররচা সূচারুঃ ।

কণ্ঠোপকণ্ঠচলকৌস্তভ-রশ্মিপূর-শোণায়মান-বরমৌক্তিকদামধামা ॥

২৬ । লীলাবিলাসগমন ক্রমমন্দমন্দ-,শব্দায়মান মণিনুপুরকিঙ্করীকঃ ।

ওষ্ঠাধরে ললিতয়া ললিতোপনীতং, তাম্বুলপুলকমদন্ মদমন্তুষ্টিঃ ॥

২৭ । নীরদ্রাস্বররমণীমণীন্দ্রবীথীং, স্বাভাভিমণিময়যষ্টিকোপমাভিঃ ।

উৎসর্গা প্রসভমিবাহিতপ্রবেশঃ, জীকৃষ্ণা মণিতরুণমণ্ডপং বিবেশ ॥

২৩ । অন্তঃদোষা দক্ষিণহস্তে চাক্রি প্রকোষ্ঠে চলং কঙ্কণং যতন্তদ্বধা স্যাত্তথেষতি বিধুননক্রিয়াবিশেষণম্ ।

ভরুণমণ্ডপং বিবেশেত্যুত্তরেণাঘরঃ ॥

২৪ । অন্তঃস্থস্য শোণকুসুমস্য দ্রুতিবমনশীলং যৎ সামিবাসঃ কিরীটং তিরস্কীনোক্ষীযং তস্য তটে গুপ্তিতং বহিঃ-
বহিঃ যেন সঃ ॥

২৫ । কণ্ঠোপকণ্ঠে কণ্ঠনিকটে ॥

২৬ । তাম্বুলস্য পুলকং বীটিকাম্ ॥

২৭ । অস্বররমণ্যঃ স্বর্ণাদিভাঃ ॥

আগে কুলবো আমি আগে কুলবো' এক্রপ অপূর্ব অহংপূর্বিকায় মনোহারিণী এবং পূর্বাপর বিচারের দ্বারা
খেলার সুবিধা সমাধানকারী ঐ চারিটি অঙ্গনপ্রদেশের নিকটে আগমনপরা সেই জ্বরীক্লমরূপা গোপীগণ যদি
মন্ত্রতা হেতু কলকাকলীমুখরা কোকিলকণ্ঠের মুক্তস্বর-পরিহাসী কোনও অনিবচনীয় কলকল ধ্বনি উঠালেন, ঠিক
তখনই বামবাহু রাধিকার স্কন্ধে ধারণে আর বংশীর বিলাসে অতিশোভন, চারুপ্রকোষ্ঠের কঙ্কণে চঞ্চলতা জন্মিয়ে
দক্ষিণহস্তে লীলাকমল বিষুর্গনে প্রাপ্ত শোভন, ভিতরের রক্তকুসুমদ্রুতি বমনশীল তেরছা উক্ষীষতটে গুপ্তিত
ময়ূরপুচ্ছে নয়নশোভন, মন্দমন্দ ঘুরে বেড়ানো ভ্রমরের পাখার বাতাসে দোলায়িত কর্ণোৎপল ও মকরকুণ্ডলে
মনোরম, স্নিগ্ধ অতিসূক্ষ্ম পরিচ্ছদে চুস্বিতাজ, কেশুব-কঙ্কণমণীন্দ্র কাঙ্ক্ষিতে সূচারু, কণ্ঠতটে দোলায়মান কৌস্ত-
ভের রশ্মিগুণে রক্তিমাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ মৌক্তিক মালায় চিত্তহারী, লীলাবিলাসচলন-পাদক্ষেপে মন্দ মন্দ শব্দায়মান
মণিনুপুর-কিঙ্করীতে রমণীয় এবং ওষ্ঠাধরে ললিতার ললিত করে গুঞ্জে দেওয়া তাম্বুলখিলি চিবানোতে নেশা-
লাগা চুলুচুলু বৃতি জীকৃষ্ণ উপস্থিত স্বর্গের দেবীদের অঙ্গের জমাট মণীন্দ্রচক্রে মণিময় যষ্টি উপম নিজ অঙ্গ-
জ্যোতি দ্বারা দূর করে দিয়ে যেন হঠাৎ নিজ প্রবেশ প্রখ্যাপিত করত মণিতরুণ মণ্ডপে প্রবেশ করলেন ।

২৮। জয় জয় জয়েত্বেচৈনাদাঃ খগৈরুপভেনিরে
মুকুলপুলকৈরন্তমোদাঃ ক্রমৈরভিনিহিত্তিরে।
অজনি স্তম্ভনঃ শীঘ্রস্তদৈলতাভিরুদভিঃ
সহ দয়িতয়া দোলাক্রৌড়ং হরাবধিরোহতি ॥

২৯। সত্ভিতমিব স্নিগ্ধং ধারাধরং ক্রমমণ্ডপো
পরি পরিগতং দর্শং দর্শং প্রহর্ষবশং গতাঃ।
পরিচিতমপি প্রেমণাপূর্বং বিদম্য ইবোন্মদা-
শুকুব্রভিতঃ 'কেও কেও' ইতি প্রচলাকিনঃ ॥

৩০। অথ নভসি ভ-সিতিয়া-তিয়াতানি নন্দনবন-কুসুম্যানি স্তম্ভনিতানি মধুকর-নিকরেণ করণে
কিরন্তীভিল্লিত-সঞ্চার-চারণ-কিং পুরুষপুরুষনারীভিমুদ্রিতর-কর-কিসলয়-সলয়-বিমর্দ মর্দল-সুপণ-পণববর-লম্পট
পটহাদি-বাদিত্রবাদি-ত্রপারহিত সিদ্ধবধূ-নিচয়সমবেতাভিরতিভাসুরসুরতরঙ্গিনী-তরঙ্গচাহমরচামরনিচয়েন চুম্বা-
মানকরকমলাভিরমলাভিরমনারীভিরুবশীবশীভূতাভিরস্পরোভিরপি বিয়তি বিয়তি নিরবকাশতাং মথ্যমান-

২৮। অধিরোহতি, আরোহতি সতি ॥

২৯। দর্শং দর্শং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা; প্রচলাকিনো ময়ূরাঃ পরিচিতমপি তং প্রেমণা অনুরাগেণাপূর্বমিব 'কেও কেও'
ইতি, 'কে যুগং ভোঃ কে যুগং ভোঃ' ইতি চুকুঃ। "ও সঙ্ঘোদন আস্থানে স্বরূপে চাক্ষুস্পানে" ইতি মেদিনী। অপভ্রংশ
ভাষাপীয়াং প্রাচ্যানাং; 'কেহো কেহো' ইতি পাশ্চাত্যানামপি ॥

৩০। অথ নভসি নন্দনবনকুসুম্যানি কিরন্তীভিরমনারীভির্ভিহেতুভিনিরবকাশতাং বিয়তি বিশেষেণ প্রাপ্নু-
বতি সতি ব্রজজ্ঞানকনন্দনঃ কৃষ্ণো দোলস্য পর্যটিকাং সমারোচুং ব্রজতি স্তোত্রায়ঃ। কুসুম্যানি কথন্তুতানি ৭ ভাস্য নক্ষত্রস্য
সিতিয়া বৈষ্ণব্যা অতিয়াতাত্ত্ব্যজলিতানি স্তম্ভু মানিতান্ততিসৌরভ্যাচ্ছোভোরাহুতানি। কবকিশলয়ানাং সলয়ে বিমর্দে

২৮। দয়িতার সহিত কৃষ্ণ বুলনক্রৌড়ামঞ্চ আরোহণ করলে জয় জয় জয় জয় উচ্চনাদ বিস্তার করল
পাখীসব, মুকুলরূপ পুলকে অন্তরের আনন্দ অভিনয় করে দেখাল বৃক্ষ সকল, আর পুষ্পমধুধারাচ্ছলে প্রেক্ষাক্র-
মোচন করতে লাগল লতায়।

২৯। তড়িত-জড়িত স্নিগ্ধ মেঘকে ক্রমমণ্ডপের উপরে আগত জেনে তাকে দর্শন করতে করতে ময়ূর-
কুল অতি আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল, পূর্বপরিচয় থাকলেও অনুরাগে অপূর্বের মতো অনুভব করে মত্তপ্রায়
চতুর্দিকে 'কেও কেও' রব করতে লাগল।

৩০। অতঃপর ললিত সঞ্চরণশীল চারণ ও কিংপুরুষের পুরুষ-নারীদের সহিত এবং অতি যুহু কর-
পন্নবে বিমর্দিত মাদল-বহুমূল্য পণব-শ্রেষ্ঠ লম্পটপটহাদির বাজনা দার অলঙ্কার সিদ্ধবধূগণের সহিত মিলিত পবিত্র
স্বর্গীয় রমণীসকলের এবং উর্বশীর বশীভূতা অঙ্গবাগণের দ্বারা আকাশ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আচ্ছাদিত হয়ে গেল।
স্বর্গীয় রমণী সকলের করকমল মন্দাকিনী তরঙ্গ-কাস্তি স্বর্গীয় চামরে চুম্ব্যমান ছিল এবং তারা নক্ষত্রের শুভ্রতায়
অতি উজ্জ্বল মধুকরাদৃত নন্দন কুসুমচয় বর্ষণ করছিলেন তৎকালে। এই পরিবেশের মধ্যে চক্ষুস্বান্ গণের রূপ-

চন্দ্রিকা-ফেন-ধবল-বলমান-কশিপুনা পুনানেনৈব নয়নবতাং নয়-নবতাং কৃতান্তরাং কচিকচিরোপবর্হামহীমতিরান-
মণীয়কস্ত কস্তচিং সকলসৌন্দর্য্যোপর্য্যাক্ষিকাং পর্য্যাক্ষিকাং দোলস্ত লস্তমানমানসতয়া সমারোহুং স্ত ব্রজতি ব্রজ-
তিলকমন্দনঃ ॥

৩১। নীরাজিতো মধুরমঙ্গলগানপূর্ব্বং, দীপৈর্গহামণিময়ৈর্বনদেবতাভিঃ ।

ব্যাপারয়ন্নয়নমদ্রুতদোলশিল্পে, জীরাধয়া সহ বভৌ কুতুকী মুকুন্দঃ ॥

৩২। বামে বামবিলোচনাচয়মণী রাধা সলীলং হরে-

ইন্তালম্বকরশ্রিতেন রহসা সঞ্জাতরোমোংসবা ।

আরুঢ়স্ত মণীন্দ্রদোলনমহপ্রোজ্জ্বলিকাং কৌতুকা-

দ্রুথায়োপরিবেশ তৎসহচরী-সজ্জঃ সমস্তাদভুং ॥

৩৩। এবং চক্ষুস্ত্যামতিমতিসুন্দরীদরীদৃশ্যমানেন রামণীয়কেন কেনচিদাহরন্তীং তাং দোলোংসব-
প্রোজ্জ্বলিকাং ভগবতি সতি সমারুঢ়ে রুঢ়েন লাবণ্যামৃতস্রোতঃস্বতীস্রোতঃস্বতীবতরলেন মাধুর্য্যতরঙ্গ-

যত্র তথাভূতো মর্দলশ স্পণ্ডো বহুমূল্যঃ পণবশ্চ, বরলম্পটঃ পটহশ্চ, তদাদি-বাদিজীবাদিনীনাং ত্রেপারহিতসিকবধূনাং
নিচয়েন সমবেতাভিঃ সুরতরঙ্গিণীপ্তরঙ্গশ্রেণ কৃৎকাণ্ডিহস্ত তথাভূতেনামরচামরনিচয়েন । কশিপুনা বস্ত্রেণ কৃতান্তরাম্—
“কশিপু অন্নমাচ্ছাদনং ঘরম্” ইত্যমরঃ । কথংভূতেন ? নরনবতাং চক্ষুস্ত্যাম নরস্ত রূপগ্রহণস্ত নবতাং নবীনত্ব পুনানেনৈব
পবিত্রীকৃত্বভেব নবনবতয়া প্রাকৃতবস্ত্ররূপগ্রহণমপি পূর্ব্বং স্বঃ কৃতং তদপি যদবলোকনমাহাভ্যাস্য পবিত্রং জ্ঞাতমিত্যর্থঃ ।
সকলসৌন্দর্য্যমপি উপরি অঙ্করতি চিহ্নরতীতি তাম্ ॥ (৩১) ॥

৩২। প্রোজ্জ্বলিকামারুঢ়স্ত হরেবামে রাধা উপরিবেশ । বামবিলোচনাচয়স্ত যুভিসমুহস্ত মণী রত্নরূপা হরেইন্তা
বলম্বেন স্বক্কাপরি বামহস্তজ্বালেন করশ্রিতং সংবজ্জঃ যদ্রহঃ-স্বরবিলসিতং তেন হেতুনা সঞ্জাতো রোমোংসবো যথাঃ সা;
তথাঃ সহচরীসজ্জঃ সমস্তাদভুর্দিকু ॥

গ্রহণের নবীনতাকে যেন নির্মল করে দেওয়ার মতো রমণীয়, মধ্যমানচন্দ্রিকা-ফেননিভ অতিশুভ্র চাঁদরে ঢাকা,
কান্তিতে সুন্দর তাকিয়া সমন্বিত, কোনও অনির্বচনীয় অতিরমণীয়তা ভাবের অন্তরূপ এবং সকল সৌন্দর্যের
শির্ষদেশে চিহ্নিত হয়ে থাকবার মতো সুদৃশ্য দোলপালকে অতি প্রসন্ন মনে আরোহণ করবার জন্য চললেন
ব্রজতিলকমন্দন ।

৩১। দেবতাগণের দ্বারা মধুর মঙ্গলগানপূর্ব্বক মণিময় দীপে নিরাজিত জীরাধাসহ মুকুন্দ অদ্রুত
দোলশীল্ল দৃষ্টি বিক্ষারিত করত চমৎকৃত হলেন ।

৩২। হরির বামহস্ত লীলায় স্বক্কাপরি স্থাপনে সংমিলিত স্মরচেষ্টা থেকে সঞ্জাত রামাঞ্জে আকুলা
যুভীকুল ত্রুপা রাধা কৌতুকপূর্ব্বক ঝুলনোৎসবের মণীন্দ্রঝুলায় আরুঢ় হরির বামে উঠে আসন গ্রহণ করলেন,
আর সহচরীগণ তাঁর চতুর্দিকে বিরাজমানা হলেন ।

৩৩। শ্রেষ্ঠ চক্ষুস্ত্যামগণের মতি সুন্দরীদ্বারা অতিশয়রূপে দৃশ্যমান কোনও অনির্বচনীয় রমণীয়তায়
চিন্তাকর্ষক হিন্দোলায় ভগবান্ আরোহণ করলে লাবণ্যামৃত নদীর প্রবাহের মতো চঞ্চল প্রসিদ্ধ তাঁর মাধুর্য্য-

ভরেণ রেণব ইব সর্বেষাং ধৈর্যমর্ষাদা যদি ক্ষালিতা বভূবুস্তদা তদালোকনকনদুঃকথাঃ কণ্ঠাগতপ্রাণা ইব দেবা দেবাজনাশ্চ বিহায় বিহারসো মধ্যমধ্যবসিতদ্বিদ্ভাসদৃক্ষাসন্নশ্রদ্ধাবশাৎ তদ্রুচিং নভোদেশং সমাশিশ্রিয়িরে ॥

৩৪। ততশ্চ প্রেঙ্খালিকারোহরোহদন্তুতমহামধুরিমাং তমালোক্য স্বদোলপর্যাক্ষোপর্যাক্ষোড়-
কেলিধূলয়ো লয়োত্তমেন মঙ্গলগানেন বিকস্বরস্বরপরিমলাঃ পরিতঃ প্রধানাঃ কলদৃশোহমৃদৃশো মুহিতানন্দাঃ
সমাকরুহুঃ ॥

৩৫। তদ্বথা— চন্দ্রাবলী প্রভৃতয়ঃ পুরতো মুরারে, ভদ্রাদয়ঃ পরিজনৈঃ সহ দক্ষিণেহত্যাঃ ।

শ্যামাদয়ো নিজগণৈঃ সহ বামভাগে, ধন্যাদয়ঃ সহচরীভিরথাস্ত পশ্চাতে ॥

৩৬। এবং বলিতপ্রত্যাশং প্রত্যাশং সমাকরুদোলপর্যাক্ষিকাসু তাসু সূতাসু গোহুহং কৃষ্ণদোল-
সমোচ্ছায়লক্কশোভাসু ভাস্বরতয়ানারতয়া নানাবিধয়া তদা তদাত্যন্তিকমাম্শচর্যমাসীৎ ॥

৩৩। চক্ষুস্তামতিশয়েন মতিরেব সুন্দরী রমণী তয়া দরীদৃশমানেনাভিশয়েন দৃশমানেন রামণীয়কেন কেনচি-
দনির্বচনীয়েন তামতিসুন্দরীমাহরন্তীমাকর্ষন্তীং প্রেঙ্খালিকাং সমাকরুে সতি ভগবতি । লাবণ্যামৃতস্য স্রোতস্বতী নদী
তস্যঃ স্রোতঃস্বতীব চপলেন ॥

৩৪। স্বদোলপর্যাক্ষোপরি । অক্কে কাঞ্চীবকুপ্রদেশে উচুতঃ কেলিধূলয়ো বাভিস্তাঃ ॥

৩৬। বলিতা প্রত্যাশা খেলনাভিলাষো যত্র তদ্বথা স্যাভথা; প্রত্যাশং দিশি দিশিত্যর্থঃ । অনারতয়া নিরন্তরয়া
ভাস্বরতয়া সুন্দরতয়া কৃষ্ণদোলস্য সম এব য উচ্ছ্রায় উন্নতিস্তেন লক্কশোভাসু ॥

ভারে যদি সকলের ধৈর্যমর্ষাদা ধুয়ে গেল, তখন তাঁর অবলোকনের জন্ত শ্রদীপ্ত উৎকথায় আকুল। কণ্ঠাগত
প্রাণার মতো দেব-দেবাজনাগণ মধ্য আকাশ ত্যাগ করে ভাল করে দেখবার ইচ্ছায় তদনুরূপ উপস্থিত শ্রদ্ধা-
বশতঃ তদনুকূল আকাশমার্গ আশ্রয় করে নিলেন ।

চন্দ্রাবল্যাди গোপীগণের হিন্দোলারোহণ :

৩৪ অতঃপর ঝুলনা আরোহণ থেকে অঙ্কুরিত অদ্বুত মাধুর্যবাহী কৃষ্ণকে দেখে নিজ নিজ ঝুলনায়
আরোহণ করে গেলেন— আনন্দোচ্ছল নয়না, উত্তমলয়ে মঙ্গলগানে উচ্চস্বরপরিমলবাহিনী এবং খটিমেথলায়
গৌজা কেলিধূলিধারিণী চন্দ্রাবল্যাди কমলনয়নী প্রধানাগণ ।

৩৫। এই গোপীদের আরোহণ-ক্রম—মুরাদির সম্মুখে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি, ভদ্রাদি অত্মগোপীগণ
পরিজন সহ দক্ষিণে, শ্যামাদি নিজগণসহ বামভাগে এবং ধন্যাদি সহচরীগণ সহ পশ্চাতে ।

ঝুলনা-সমাকরুতা গোপীগণের হোলীখেলা :

৩৬। এইরূপে হোলীখেলাভিলাষে উচ্ছসিত অবস্থায় সেই গোপকন্যাগণ যদি শ্রেষ্ঠতায় কৃষ্ণ-
ঝুলনাসম লক্কশোভন ঝুলনায় সমাকরু হয়ে গেলেন, তখন ঐ ঝুলনা সকল নানাবিধ সুন্দরতায় অত্যাধিক
চমৎকারিতা ধারণ করল ।

৩৭। ততশ্চ, সমমদমেহরতাভী রতাভী রসদসদস্তায়াং পুরিতচতুরঙ্গনাভিরঙ্গনাভিরারক্কে মঙ্গল-
মধুরগানকলে কলেবরনির্জিতকনকলতারামরামণীয়কাভিমুহুরীণাপরিবাদিনীবাদিনীভিরপরাভিরপরাভিহরহরব-
গাহমোদাভিরপি নির্মিতেহমিতে নাদমাধুরীধুরীণে ঞ্জতিহর্ষবর্ষে সতি—

ধ্বা প্রেঙ্খোলিকায়া গুণমতিললিতং পাণিনৈকেন লীলা-
লাবণ্যোদোলয়ন্ত্যা নিজতমুলতিকাং ভৃঙ্গসজ্জেন সার্কম্ ।

মুষ্টিগ্রাহং গৃহীত্বা নিবিড়নিয়মিতাদঙ্কলাং কেলিধূলী-
রন্তোনাবল্লবল্লগ্নিময়বলয়ং চিচ্চিপুং পঙ্কজাক্যঃ ॥

৩৮। ততশ্চ, ধূলীনাং ধোরণিঃ সা নভসি তত ইতো ধূয়মানানিলেন
ধ্বাস্তং ব্যোম্নি ব্যাতানৌদ্বিকচনবজ্রাজাললক্ষ্মীবিড়ম্বি ।
দেবো দেবাস্চ দৃষ্টিব্যবধিবিধুরিতাঃ পুষ্পবর্ষপ্রকর্ষৈ-
মাধ্বীকস্মন্দকন্দৈর্মুহুরদয়ি মুহূর্বষ্পূবং নিরাসুঃ ॥

৩৯। ততশ্চ, পর্যন্তত্বৈঃ প্রিয়পরিজনৈশ্চাক্রদোলায়মানো
বৃন্দাত্তাভির্জয় জয় জয়েতুচ্যমানো সমস্তাং ॥

৩৭। সমা এব মদেন মেহরতা বাসাং তাভী রসদা যা সদস্যতা সভ্যতা তস্যং রতাভিঃ। পুরিতানি চত্বারি
প্রাঙ্গণানি বাভিত্তাভিঃ; অপরৈরভিহুরো ভেত্তু মশকো-হরবগাহো মোদো বাসাং তাভিঃ। একেন পাণিনা প্রেঙ্খোলিকারা
বামঃ ভাগস্থা বামেন দক্ষিণভাগস্থা দক্ষিণেন পাণিনা ধুত্বৈতার্থঃ ॥

৩৮। দৃষ্টেদর্শনস্য ব্যবধিনা ধূলিজালকৃত-ব্যবধানেন বিধুরিতা ব্যাকুলা মুহুরদয়ি ধূলিধ্বাস্তং মুহুরেব যত্পূর্বক
নিরাসুদুরীচক্রে:। কৈ: ? পুষ্পবর্ষপ্রকর্ষৈ:। কিত্বৈ: ? মাধ্বীকস্য মকরন্দস্য স্যান্দেন ক্ষরণেন কন্দৈর্জলদৈরিবেতার্থঃ ॥

৩৭। অতঃপর আনন্দে সমভাবে স্নিগ্ধা, রসদায়ী সূক্ষ্ম শিল্প রচনায় নিযুক্তা এবং প্রাঙ্গনচতুষ্টয় ভরে
অবস্থিতা অঙ্গনাগণ মঙ্গল মধুর গানকাকলি আরম্ভ করে দিলে, আর অঙ্গবর্ণে কনকলতা বাগানের রমণীয়তাকে
পরাঙ্গয়কারিণী, মুহুর সপ্ততার বীণা বাত্কারিণী ও অথই আনন্দমত্তা অপর গোপীগণ অপরের ভেদন
অযোগ্য অমিত নাদমাধুরীশ্রেষ্ঠ রচনা করলে যখন কর্ণে হর্ষবর্ষা হতে থাকল তখন—

ঝুলনা সমাক্রুতা কমলনয়নীগণ এক হাতে ঝুলনার অতি সুন্দর রজ্জু ধরে লীলা সৌন্দর্যে নিজ তমু-
লতিকাকে ভৃঙ্গকুলসহ দোলাতে দোলাতে অস্থাহাতে মুষ্টিভরে ঝটিকেমথলায় গৌজা খলি থেকে আবির্ভব নিয়ে
মনোহর মণিবলয়ে ঝঙ্কার উঠিয়ে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলেন।

৩৮। সেই ধূলিজাল বায়ুতে ইতস্ততঃ ফেলালিত হয়ে প্রক্ষুটিত নব জবা-জালের সদৃশ অরুণ অন্ধকার
বিস্তার করল আকাশে। ধূলিজালকৃত ব্যবধানে ব্যাকুল দেবদেবীগণ বার বার উদয়প্রাপ্ত সেই ধূলিজাল অন্ধ-
কারকে বার বার যত্পূর্বক দূরীভূত করতে লাগলেন, মকরন্দ ক্ষরণে মেঘধর্মী পুষ্পবর্ষণ নিপুণতায়।

৩৯। নিকটবর্তী প্রিয়পরিজনগণ মন্দ মন্দ দোল দিচ্ছেন, চতুর্দিকে বৃন্দাদি জয় জয় জয় উচ্চধ্বনি

লীলালোলং স্বয়মপি মুদা কেলিধূলীঃ কিরন্তো
রাধাকৃষ্ণৌ যুবতিনিকরৈঃ রেজতুঃ কীর্যমাণৌ ॥

৪০। ততশ্চ, দোলস্তোভিঃ প্রিয়পরিভবপ্রাপ্তয়ে প্রেয়সীভিঃ
ক্ষিপ্তে খেলারজসি মকুতা ধূয়মানে সমস্তাং ।
ভূয়ঃ ক্ষিপ্তা জতুপুটিকয়া গঙ্কসারাদিপঙ্কা
যন্ত্রোন্মুখাঃ কিমিব গুলিকাঃ কামদেবস্ত পেতুঃ ॥

৪১। ততশ্চ রাধাকৃষ্ণয়োঃ পরিতঃ পরিতস্থবীভিঃ কলাবতীভির্গঙ্কাদিপঙ্ককূপিকানিঃক্ষেপচতুরাশ্চতু-
রাশাবলয়দোলারোহিণীরমণমণ্ডল্য ইব কুবলয়দৃগস্তাস্তদীয়্য এব গঙ্কাদিকূপিকাঃ পরিমলদ্রুহস্তেন হস্তেন গৃহীত্বা
নিহন্তস্তে অ ।

৪২। ন খলু তাসামেকাপি কাপি তয়োরঙ্গে রঞ্জনয়োঃ লাগ যদি পুনরপি তাঃ সত্ত্বয় ভূয়সা কৌতু-
কেন কেনচিদ্ব্যুগপদেব পদে বর্তমানা জিগীষায়ামুপযুপযুপচিভামহমহমিকামাবহন্ত্যস্ত্রিচতুরাস্ত্রিচতুরা এব গঙ্কাদি-
কূপিকা একৈকং নিচিক্ষিপুঃ ॥

৩৯। যুবতিনিকরৈঃস্ত্রাবল্যাদিভিঃ ॥

৪০। গঙ্কসারাদীনাম্ চন্দনাদীনাম্ পঙ্কাঃ ॥

৪১। পরিতঃ সর্বতঃ পরিতস্থবীভিঃ স্থিতবতীভিঃ সখীভিঃ কলৌভির্গঙ্কাদিকূপিকানাং নিক্ষেপে চতুরাশ্চতু-
দশস্ত্রাবল্যাদয়ঃ কর্মভূতা নিহন্তস্তে অ । তদীয়্যাস্তাভিঃ ক্ষিপ্তা এব যা গঙ্কাদিকূপিকাস্তা এব হস্তেন গৃহীত্বা তাভিরেব
করছেন, রাধাকৃষ্ণ দুয়ে মিলে নিজেরাও আনন্দে লীলালোল ভাবে কেলিধূলি ছুড়ে ছুড়ে মারছেন, চন্দ্রাবল্যা-
দি যুবতীগণ তাঁদের দুজনকে কেলিধূলি ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছেন, এইরূপে রাধাকৃষ্ণ দুজনে বুলনা উপরি শোভা পেতে
লাগলেন ।

৪০। প্রিয়কে পরাজিত করবার জন্য দোলনী প্রেয়সীদের দ্বারা ছুড়ে মারা খেলারজ চতুর্দিকে
বাঁতাসে দোল খেতে থাকলে পুনরায় চন্দনাদি পঙ্ক লাক্ষাপুটিকায় ভরে ছুড়ে মারলে মনে হল যেন কামদেবের
যন্ত্রে মুক্ত গুলি এসে এসে পড়ছে ।

৪১। অতঃপর রাধাকৃষ্ণের চতুর্দিকে বিরাজমানা, গঙ্কাদি কূপিকা ছোড়নে চতুরা সখীগণ চতুর্দিকের
ধ্বংস দোলায় আকৃতা, চন্দ্রমণ্ডলের মতো শোভমানা চন্দ্রাবল্যা-
দি কমলনয়নাগণকে আঘাত করলেন—পরিমল
ভাণ্ডস্বরূপ গঙ্কাদি কূপিকা দ্বারা, যা চন্দ্রাবল্যা-
দির সখীগণ রাধাকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলে খপ করে হাতে
ধরে নিয়েছিলেন তাঁরা ।

৪২। চন্দ্রাবলী প্রমুখার ছোড়া কূপিকা একটাও যদি বুলন-খেলার অধিপতি রাধাকৃষ্ণের অঙ্গে
লাগলো না, তখন তাঁরা পুনরায় মিলিত হয়ে জয়াভিলাষ ব্যাপারে স্থিত হয়ে ‘আমি জিতবো আমি জিতবো’
এইরূপে উর্ধ্ব উর্ধ্ব উচ্ছলিত স্পর্ধা ধারণ করে তিন চার জন সুন্দরী প্রত্যেকে তিন চারটি করে কূপিকা
কোনও মহান কৌতুকে ছুড়ে মারলেন ।

৪৩। ততশ্চ, আবেগস্ত জবেন তেন মহতা নির্ভজ্য বিভ্রণতো
ভূমৌ জাতুষকোষতোহতিমুহুরান্নিঃসৃত্য দূরং গতৈঃ ।
গন্ধৈরাশ্রবৈর্ঘনৈর্মলয়জঙ্কোদৈশ্চ গোলায়িতৈ-
ভিত্তাণ্ডং খগপোতকৈরিব বহিভূতৈর্নিপেতেহভিতঃ ॥

৪৪। তেষাং যে ব্রজরাজসুহৃদনিকটে বেগাং সমং সবর্তঃ
ক্ষিপ্তানাং নিপতন্তি তানরহয়ন্ পার্শ্ব স্ততাঃ সূত্রবঃ ।
যে বা কেহপি লগন্তি তস্য জলদশ্যামে প্রতীকেহভিত-
স্তানালুম্পতি রাধিকা স্মিতমুখী শ্বেদচ্যুতা পাণিনা ॥

৪৫। এবং দোলায়মানমানকুতুকিত-চকোরকীকৃতকোরকীকৃতলোচন চমুরুলোচনাচমুরুলোচনাফ্লাদন-
মানব তদধরস্তদিতরবিধাবলসো বলসোদরোহদরোদীর্ঘমদঘূর্ণায়মাননয়নো বিলাসচতুরং চতুরঙ্গনাভিমুখাং মুখাং

ইত্যর্থঃ ॥

৪২। জিগীবায়াং পদে জিগীবাংরূপে ব্যবসায়্যে বর্তমানান্ত্রিচতুরাশ্রিতশ্চতশ্রো বা স্তম্ভর্ধ্ব একৈকং পুত্যেকমেব ত্রিশ-
শ্চতশ্রো বা কৃপিকা যুগপচ্ছিক্ষিপুঃ ॥

৪৩। বিভ্রণতো জাতুষকোষতঃ সকাশাং ॥

৪৪। তেষাং ক্ষিপ্তানাং গন্ধাদীনাং মধ্যে । অরহয়ন্ নিবারয়ামাসুরিত্যর্থঃ । পুতীকে অঙ্গে । স্মিতমুখীতি ভাব-
বিশেষোদয়াৎ । পাণিনা লুম্পতীতি তন্নিষেধৈব তদঙ্গলম্পর্শোহপি ঘটতঃ । অতএব শ্বেদচ্যুতেতি সাত্ত্বিকবিকারঃ-পুশ্বেদঃ ॥

৪৫। দোলায়মানানি ধৈর্যপগমে সতি চপলীভূতানি চ মানকুতুকিতানি গর্বোৎসুকাবুজানি চ চকোরকীকৃতানি
সৌভাগ্যরসাস্বাদরোরাধিক্যচ্ছন্দানুকম্পিত চকোর-সদৃশীকৃতানি চ তদানীমেব কিস্কিলজ্জোদয়বশাৎ কোরকীকৃতানি চ

৪৩। অতঃপর সেই মহান পরাক্রমের খেগে ভগ্ন লাক্ষাকোষ থেকে অতি মুহুর বলে নিঃসৃত হয়ে
দূরে গিয়ে ভূমিতে ছিটিয়ে পড়া অগুরুগন্ধ ও ঘনচন্দনচূর্ণজব দেখে মনে হল, এ যেন অণ্ড ভেঙ্গে বাইরে এসে
চতুর্দিকে ছিটকে পড়া পক্ষীশাবক ।

৪৪। চতুর্দিক থেকে একযোগে বেগে ছুড়ে দেওয়া সেই গন্ধপঙ্কাদির মধ্যে যা ব্রজরাজ সুহুর নিকটে
এসে পড়ছিল, তা পার্শ্বস্থিত সূত্রগণের দ্বারা নিবারিত হচ্ছিল । কোনও দিক থেকে কোনও একট যদি বা
এসে কৃষ্ণের জলদশ্যাম অঙ্গে লেগে যাচ্ছিল, তা স্মিতমুখী রাধা তাঁর শ্বেদাক্ত (সাত্ত্বিক বিকার) হস্তে মুছে
দিচ্ছিলেন ।

৪৫। গোপীদের অবস্থা দেখে কৃষ্ণের ধৈর্যচ্যুতি হল । তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন । গর্ব-উৎকণ্ঠায়
আকুল হলেন । চন্দ্রানুকম্পিত চকোরের মতো লজ্জারদয়ে আধবোজা চোখে যারা সৌভাগ্য-রসাস্বাদনে কৃষ্ণের
দিকে চেয়ে আছেন সেই হরিণনয়নীদের আরও অধিক নয়নানন্দ জন্মানোর জন্য শুধুমাত্র কন্দর্প-রচিত বিধিতে
চলতে থাকলেন, অস্ত্র নিয়মের প্রতি অলস কৃষ্ণ তখন । বলরাম-সহোদরের উপযুক্ত ভাবেই কড়ামদে ঘূর্ণায়মান,

পক্ষমভিলষন্ কদাচিৎ কেলিকলাকলাপদক্ষিণা দক্ষিণাশাবর্তিনী রমণীমণীদোলস্ত্রীঃ কিরন্তীশ্চারণ্যবিলসংকরেণু-
চয়ং করেণুচয়ং জয়ন্তীবৈজয়ন্তীবৈদক্ষীনামিব, কদাচিচ্চ বলমানমুত্তরামুত্তরাশাবিলাসিবিলাসিনীশ্ৰেণিম্ কদাচি-
দপি রসবিলাসৈরপশ্চিমাশাং পশ্চিমাশাং প্রতিপত্ত দোলস্ত্রীং কুবলয়বলয়তিরস্কারিদৃশাং তাদৃশাং তারুণ্যবতী-
নামালীমালীজনৈন্তথাবিধৈঃ সহিতাম্ কদাচন পূর্বকাষ্ঠাহপূর্বকাষ্ঠাপরিপ্রাপ্তদোলারোহা বরারোহা বরামোদ-
বতীরবেক্ষমাণো দোলমেব গুণবারাধিকয়া রাধিকয়া সহ করপদ্পদ্যবগরুচিধূলীধূলীলয়া সর্বা এব পরাবভূব ॥

৪৬। এবং স্মিতবিকসিতবদননীরজো রজোভরেণ তাঃ পরাভূয় ভূয় এব রসকুতু লবিক্রমেণ ক্রমেণ
হরিহরিদাদি-হরিচতুষ্টয় তুষ্টয় এব তত্তদভিমুখীভূয় দোলতো দ্বিবিধ এব দোল আসাঁৎ ॥

লোচনানি যশাস্তথাভূতা য়া চমুরুলোচনাচমূহরিগনয়নাবিততিস্তস্তা উরু অধিকং লোচনাহ্লাদমেব মাদনব্রতং কন্দপ-
প্রণীতনিয়মং ধরতীতি তথা সঃ। তত্রৈব নিষ্ঠাকৈবল্যেন তস্ত ধীরললিতং সূচয়মাহ—তদিতরবিধৌ অলস ইতি। চতুষ-
পূর্বাদিদিগ্গতেষ্বনেষু প্রাপ্তবেষাভিমুখ্যং যেন তথাভূতং পক্ষমভিলষন্নিচ্ছাদীকুর্বন্। কদাচিদক্ষিণাশাবর্তিনী রমণীমণী-
দোলস্ত্রীরবেক্ষমাণঃ করপদ্যুত পদ্যবগরুচি-ধূলীনাং ধূলীলয়া পরাবভূব। আরণ্যেন বিলসং কং সুখং যন্তাং তথাভূতং
বেরুচয়ং করেণুচয়ং হস্তিনীসমুহং জয়ন্তীবৈজয়ন্তীঃ পতাকাঃ। বলমানমুত্তরামতিশয়েন প্রবলানন্দান্; উত্তরশাং দিশি
বিলসিতুং শীলং যন্তাঃ সা চাসৌ বিলাসিনী শ্রেণিশ্চেতি তাম্। অপশ্চিমা অনপকৃষ্টা আশা মনোরথো যন্তান্তাং তারুণ্য-
বতীনামালীং শ্রেণীম্। পূর্বকাষ্ঠাং পূর্বদিশি অপূর্বা য়া কাষ্ঠা কৃষ্ণদোলপর্ষকস্ত কৃষ্ণস্ত চ সন্মুখবাদভূত উৎকর্ষস্তাম্; পরি-
প্রাপ্তং দোলপর্ষকমারোহয়ন্তীতি তাঃ; “কাষ্ঠোৎকর্ষে স্থিতৌ দিশি” ইত্যমরঃ। গুণবারেণ গুণসমুহেন অধিকয়া ॥

৪৬। হরিহরিং পূর্বা দিক্, তদাদিদিক্চতুষ্টয়স্য তুষ্টয়ে, দোলতো দোলনতঃ ॥

নয়ন কৃষ্ণ পূর্বাদি চতুর্দিকের প্রাপ্তন অভিমুখী হয়ে বিরাজমানা মুখা গোপীমণ্ডলীকে আপন স্বচ্ছন্দত য খেলায়
অঙ্গীকার করে কদাচিৎ কেলিকলা সমূহে পরম চতুর দক্ষিণদিক্বেতিনী রমণীদিকে রং এ রং-এ পরাভূত করে
দিলেন—এঁরা তৎকালে ঝুলনায় ঝুলতে ঝুলতে লাল টকটকে আবির কৃষ্ণের দিকে ছুড়তে ছুড়তে মত্ততায়
হস্তিনীদের পরাভূত করছিলেন, আর বৈদক্ষীর পতাকার মতো শোভা পাচ্ছিলেন। কদাচিৎ অতিশয় প্রবল
আনন্দযুক্তা ও উত্তর দিকে বিলাস যন্তাবা বিলাসিনী শ্রেণীকে পরাভূত করলেন। কদাচিৎ রসবিলাসে অতি
বেগবান্ মনোরথযুক্তা পশ্চিমদিকে বিরাজমানা হয়ে ঝুলনরতা, কমলমণ্ডল তিরস্কারিণী নয়না এবং তাদৃশী
তারুণ্যবতী গোপী শ্রেণীকে তাঁদের সখীজনের সহিত পরাভূত করলেন। আবার কখনও পূর্বদিকে কৃষ্ণ ঝুলনার
তথা কৃষ্ণের সাম্মুখ্য হেতু অদ্ভুত উৎকর্ষপ্রাপ্ত ঝুলায় আরোহিনী ও শ্রেষ্ঠ আমোদবতী স্তন্দরীদের সকলকে
পরভূত করলেন— গুণগণে সর্বশ্রেষ্ঠা রাধাসহ একাসনে ঝুলতে ঝুলতেই করপদস্থিত পদ্যবগ কান্তি
আবির খেলারঙ্গে।

৪৬। এইরূপে স্মিত প্রফুল্ল মুখকমল কৃষ্ণ আবিরে আবিরে গোপীদের পরাভূত করে দেওয়ার পর
পুনরায় পূর্বদিক্ চতুষ্টয়ে ক্রমানুসারে বিরাজমানা গোপীদের তুষ্টির জন্ত তাঁদের প্রত্যেকের দিকে ক্রমানুসারে
মুখ করে রসকুতুহল-বিক্রমে দোল খেতে থাকলে ঝুলনলীলা দুই ভিন্ন প্রকারের হল।

৪৭। তথা হি— সাম্মুখ্যং যদি পূর্বপশ্চিমদিশোদৌলস্তদা সম্মুখঃ

সাম্মুখ্যং যদি দক্ষিণোত্তরদিশোদৌলস্তদা পার্শ্বগঃ ।

এবং সম্মুখ-পার্শ্ব দৌলকৃত্যে হারস্তা বহুশ্রুতঃ

ক্রীমৎকুণ্ডলয়োঃ চ তস্য সমভূদৌলোৎসবস্তাদৃশঃ ॥

৪৮। এবমহরহরহো রহোবিলাসা বিলাসাম্মুখস্তস্য নিত্যভূতাঃ প্রকটাপ্রকটতয়ৈব সমুজ্জ্বলন্তে স্ম ॥

৪৭। পূর্বপশ্চিমদিশো যদি সাম্মুখ্যং পূর্বাভিমুখীভূত পশ্চিমাভিমুখীভূত বা যদা কৃষ্ণা দৌলতীত্যর্থঃ, দৌলস্তদা সম্মুখঃ, দৌলনক্রিয়াপি পূর্বাভিমুখী পশ্চিমাভিমুখী চেতি তস্যাঃ সম্মুখ্যাগ্রেতনদেশচারিভেন সাম্মুখ্যং । দক্ষিণোত্তরদিশে যদি সাম্মুখ্যং দক্ষিণাভিমুখীভূত উত্তরাভিমুখীভূত বা যদি কৃষ্ণা দৌলতীত্যর্থঃ, দৌলস্তদা পার্শ্বগ ইতি দৌলক্রিয়ায়া-সদৈব পূর্বপশ্চিমাভিমুখীভাবেন স্থিতৈরেকরূপাং । এবমেব হারস্যোতি হারাদীনামপি কৃষ্ণস্য পূর্বাভিমুখ্যে সম্মুখ এব দৌলোৎসবঃ, দক্ষিণাভিমুখ্যে পার্শ্বগতিরস্টানতয়েতি ॥

৪৮। অথ (ভাঃ ১০।৩৫।১) “গোপাঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমহুদ্রতচেতসঃ । কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যা নিহুতঃ শ্বেন বাসরান্ ॥” ইত্যাদিক-দশমস্কন্ধ-পঞ্চত্রিংশাধ্যায়-গত-প্রতি ষ্ণুগলপত্নী গীতবংশীবাদন লীলায়াঃ শ্রীহরজসুন্দরীজন বিরহময়ত্বং তদ্ব্যপরিভবিত-কেছাদি বধলীলায়াশ্চানতিমাজল্যং তদ্ব্যপরিভবিতাকুরাগমনাদিলীলায়াশ্চানুরাগিতত্ত্বজন-বিক্ষোভকত্বং তদ্ব্যপরিভবিতব্রজপ্রবেশাদিলীলায়ামবন্দাবনীয়ং পর্ষালোচ্য নিখিলসুহৃদরসমুদয়মুকুটমণিঃ সৌহৃদ্য গ্রন্থকারঃ সুখময়দৌলোৎসবরসাবসর এব ব্রজপরিসমাপ্তিমভিলষমাং—এবমিতি । অহো আশ্চর্যভূতা রহোবিলাসা রহস্যালীলাঃ প্রকটাপ্রকটতয়ৈব ত এব বিলাসা যদি কদাচিৎ পুণ্ড্রগোচরীকৃতান্তদা পুণ্ড্রতয়া, যদা চ তদগোচরীকৃতান্তদাপুণ্ড্রতয়েত্যর্থঃ ॥

৪৭। তথা হি - পূর্বাভিমুখী বা পশ্চিমাভিমুখী হয়ে কৃষ্ণ যখন দৌল খেতে লাগলেন, তখন ঝুলনা ঝুলতে লাগল ঐ ঐ দিক্ সম্বন্ধে মুখামুখী হয়ে । দক্ষিণ বা উত্তর দিকে মুখ করে কৃষ্ণ যখন দৌল খেতে লাগলেন, তখন ঝুলনা ঝুলতে লাগল ঐ ঐ দিক্ সম্বন্ধে পাশাপাশি হয়ে । কারণ ঝুলনার গতি তো সবদাই আগে পাছে পূর্বপশ্চিমমুখী । এইরূপে কৃষ্ণের মুখামুখী ও পাশাপাশি ঝুলনানন্দে তাঁর হার-বলমালা ও শোভায় উজ্জ্বল কুণ্ডলের ঝুলনোৎসব তাঁর সাথে সাথে তাল মিলিয়ে একই প্রকার হতে থাকল ।

প্রকট-অপ্রকট দুইরূপে নিত্যলীলা স্থাপন :

৪৮। (অতঃপর ক্রীমদ্ভাগবতের ৩ অধ্যায়ে ষ্ণুগলপত্নী-গীত এবং বংশীবাদন লীলার শ্রীহরজসুন্দরীজনের বিরহময়ত্ব, আরও আগে অরিস্ট-বংশীপ্রমুখ অসুরবধলীলার অনতিমাজল্য আরও আগে অকুর আগমনাদি লীলাতে অনুরাগী ভক্তজনের বিক্ষোভকত্ব, আরও আগে ব্রজ প্রবেশলীলার অবন্দাবনীয়ত্ব পর্ষালোচনা করে নিখিল রসিককুল-মুকুটমণি গ্রন্থকার কবি কর্ণপুর সুখময় দৌলোৎসবরস অবসরেই নিজের গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ইচ্ছা করে বললেন -)

এইরূপে বিলাসনিধি—ক্রীকৃষ্ণের আশ্চর্যরূপা ও নিত্যরূপা রহস্যলীলা প্রকট অপ্রকট দুইরূপে অহরহ অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত থাকে ।

৪৯। ন তস্মাস্তে শক্তির্নহি ভবিতুমীদৃক্ প্রভবতো
 ন সিদ্ধাদের্ভেদাৎ কমলদশস্তাশ্চ বিবিধাঃ ।
 ন বৃন্দারণ্যস্মার্তি ন খলু তস্মাপ্রকটতা
 কথং তস্মিন্নিত্যং ন ভবতু হরেঃ কেলিললিতম্ ॥

৫০। কিংবা, য একঃ কান্তানাং পুরি পুরি সহস্রাষ্টকযুগ-
 প্রসংখ্যানাং পাণিগ্রহণকৃত্যে তত্র যুগপৎ ।

৪৯। নহু তেষাং পুণ্যগোচরত্বেন সত্ত্ব কিং পুণ্যার্থমিতি চেৎ (ভা০ ১০।৯।৪৮) “জয়তি জননিবাসঃ”, “ব্রজ-
 পুরবনিতানাং বধঁয়ন্ কামদেবম্” ইত্যাদি শ্রী ভাগবতাদিবচনহৃতি লীলানিত্যত্বপুণ্যাবিতা তদচিন্ত্য শক্তিরেবেত্যবিবাস
 নিরাসায় সাংক্ষেপমাহ—ন তস্মাস্তে ইতি। তস্য প্রভবতঃ প্রভোঃ কৃষ্ণস্য ঈদৃগ্ ভবিতুমুক্তত্বায়েন একটাপ্রকট নিত্য-
 লীলাস্পদীভবিতুং শক্তির্নাস্তে ন, অপি তস্মৈ এবৈত্যর্থঃ। তাস্চ তৎপ্রেরস্যাঃ কমলদৃশো ব্রজযুবতয়ো নাসতে ন, অপি
 ত্যাসত এব। কীদৃশাঃ? সিদ্ধাদের্ভেদাৎ সিদ্ধা নিত্যাসিদ্ধাঃ, শক্তিরূপা মুনিরূপা ইতি ভেদাবিবিধাঃ। তস্য বিলাসস্থানস্য
 বৃন্দারণ্যস্যাপ্যপ্রকটত্ব প্রপঞ্চলোকাদৃগ্ভাং নাইতি ন, অপি বহুতোব। অতঃ কথং কেলিললিতং নিত্যং ন ভবতু? হে
 মহাবাদিন্! ইদন্তাবনয়া পৃষ্ঠত্বমেব ঐতিক্রমীতি ভাষঃ ॥

৪৯। (শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চ অগোচর স্থানের স্থিতি অর্থাৎ অপ্রকট স্থিতি সম্বন্ধে প্রমাণ কি? একপ
 যদি পূর্বপক্ষ হয়, তার উত্তরে বক্তব্য জীমস্ত গবতে ‘জয়তি জননিবাস’ শ্লোকে বর্তমান প্রয়োগে লীলার নিত্যত্ব
 স্থাপিত হয়ে আছে, অতঃপর এ সহজেই বুঝা যায় ভগবানের যে অচিন্ত্য শক্তিতে তাঁর লীলার নিত্যত্ব রক্ষা
 হচ্ছে, তা দ্বারাই তার প্রকট অপ্রকট স্থিতিও সম্ভব হয়। পূর্বপক্ষের অবিবাস নিরাস করবার জন্য আক্ষেপের
 সহিত বলা হচ্ছে—)

সই অচিন্ত্যশক্তিধর কৃষ্ণের প্রকট-অপ্রকট নিত্যলীলাস্থলী হওয়ার শক্তি নেই, তা নয়। তাঁর
 প্রেরসী কমল নয়না যুবতীগণ সিদ্ধা-নিত্যাসিদ্ধা-শক্তিরূপা-মুনিরূপা ভেদে বিবিধ হন না, তা নয়। তার
 বিলাসস্থলী বৃন্দাবনের অপ্রকট স্থিতি হতে পারে না, তা নয়। কাজেই প্রকট অপ্রকট নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীহরির
 সুন্দরলীলা কেন নিত্য হবে না? (হ তর্কপ্রিয়জন! এইটুকু মাত্রই আমার জিজ্ঞাসা, উত্তর দেও দেখিনি—
 এখানে কথার ভঙ্গী এইরূপ।)

৫০। (এইপ্রকার প্রকট অপ্রকট যাবতীয়লীলা যুগপদ্বি নিত্যরূপে বিद्यমান থাকে কি? অনন্ত-
 কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ের মধ্যে যখন যে ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ে তাঁর দ্বারা যে লীলা প্রকাশিত হয়ে সমাপ্ত হয়, সেই
 লীলাই তা থেকে অত্যা ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ে আরও হয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সব ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা অত্যা কোন
 ব্রহ্মাণ্ডে আরম্ভই হয় না তো প্রকাশ-সমাপ্তির আর কথা কি? এইরূপ রীতিতে যাবতীয় প্রকট লীলাই
 যথাস্থান ক্রমে নিত্যই হয়ে থাকে। “জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য যেন ফিরে রাতি দিনে। সপ্তদ্বাপাসুধ লজ্জি ফিরে ক্রমে
 ক্রমে ॥” কিন্তু অপ্রকটে সেই লীলা সদাই অপ্রকটরূপে ভাগবতায়ুক্ত লক্ষণের দ্বারা অনন্ত প্রকাশে বিরাজ-
 মান থাকেন। এখানে তারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে ‘য এক’ ইতি।)

বিশ্ণু পৌরৈঃ সার্থং কথমথ গুরুণামবিদ্বাং
স্বকীয়ং নানাত্বং স্বমিব বিনিবেশং ব্যরচয়ৎ ॥

৫১ ।

স্থিতো বৃন্দারণো সততমপি তাভিমধুপুরীং
গতশ্চাসাং তদ্বদ্বিরহরুজমপ্যারচিতবান্ ।
অতোহতকৌশ্বৰ্যো পুরুমহিমনি জীভগবতি
ব্রজেশ্বৰ্য্যঃ সুনৌ ন কিমপি বিচিত্রং বিলসতি ॥

৫০ । কিং বেতি যুগপদেব প্রকটাপুকাটাচ্চ সৰ্বা এব লীলা নিত্যভূতা এব বর্তন্ত ইত্যর্থঃ । তথা হি—অনন্ত-
কোটব্রহ্মাণ্ডসমুদায়েষু মধ্যে যদা যত্র ব্রহ্মাণ্ডসমুদায়ে তেন যা লীলা পুকাশ্য সমাপ্যতে, সৈব লীলা তদপরস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ড-
সমুদায়ে আরভ্য পুকাশ্যতে, তদপরত্র চ নৈবাপ্যারভ্যতে, পুকাশ্যসমাশ্রোয়াঃ কা বার্তা ? এবং রীত্যা পুকাটা অপি সৰ্বা
লীলা যথাহানং পর্যায়েণ নিত্য্য এব, অপুকাট্যন্ত তা এব লীলাঃ সদৈবাপুকাটন্তরা ভাগবতামৃতোজলক্ষণৈরনন্তপুকাটৈশ্চ
বর্তন্ত এবেত্যত্র নিদর্শনমাহ—য এক ইতি । স্বকীয়ং নানাত্বং গুরুণাং বস্তুদেবাদীনামপি কথং কেন প্রকারেণ ব্যরচয়ৎ ?
উপলক্ষণমেতৎ পৌরাণ্যমপি, কিন্তু অবিদ্বাযামান্যনাং বহুপুকাশ্যবিভাবানুসন্ধানরহিতানাম, অতঃ পুরি পুরি স্বং বিনিবেশ-
মিব তেবাং বিনিবেশং ব্যরচয়ৎ । যতঃ (ভা০ ১০।৬৯।২) “চিত্রং বর্তন্তদে কেন বপুষা” ইতি পুমাণতঃ কায়বুহং বিনৈব
যথা স্বস্য তেবাঞ্চ নানাত্বং ব্যরচয়ৎ, অত্রাপি তস্য তথা কর্তৃত্বং কিমশক্যমিতি ভাবঃ ॥

৫১ ! অতো “বৎসৈবৎসতরীভিচ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ । বৃন্দাবনান্তরগতঃ সন্ধ্যামো বালকৈবৃতঃ ॥” ইত্যাত্মা-
বচনপ্রমাণেণ তাদৃশশক্তিমানসৌ বৃন্দারণো সততং স্থিতোহপি মধুপুরীং গতস্তাভিঃ সদা বিহরয়পি বিরহরুজমপ্যার-
চয়দপুকাটপুকাটপুকাশ্যভ্যাং ক্রমেণেতি ভাবঃ । অত্র অতকৌশ্বৰ্য ইত্যাদি হেতুচতুষ্টয়মুত্তরোত্তর পুধানম্ । ব্রজেশ্বৰ্য্যঃ
সুনাবিতি যদি দেবকীসুনৌ মহিষীবিবাহাদৌ তাদৃশত্বম্, তদা ততোহপি পরমপূর্ণতম-পুকাশে ব্রজেশ্বৰ্য্যঃ সুনৌ তত্র
কিমদ্ব্যুতমিতি ভাবঃ ॥

দ্বারকাপুরীর ষোলহাজার মহিষীর পাণিগ্রহণ কৌতুকে সেখানে যুগপৎ প্রতি মন্দিরে একেলা জীকৃষ্ণ
পুরবাসিদের সাথে প্রবেশ করতে করতে নিজের অনেক মূর্তি প্রকাশের মতো নিজগুরুবর্গ বাস্তুদেবাদিরও বহু
প্রকাশের সহিত একসাথে প্রবেশ রচনা কি করে করলেন ? নিজেদের বহু মূর্তির প্রকাশ বাস্তুদেবাদি কিন্তু
জানতেও পারল না কায়বুহ বিনাই যেমন নিজের এবং বাস্তুদেবাদি পুরবাসিদের বহুমূর্তিতে প্রকাশ রচনা
করলেন তেমনই এই বৃন্দাবনেও কেন-না সমর্থ হবেন কৃষ্ণ ।

৫১ । জীমস্তাগবতের প্রামাণ্যসারে তাদৃশ শক্তিমান্ কৃষ্ণ (অপ্রকট) বৃন্দাবনে সতত থেকেও মধুপুরী
চলে গেলেন । সেইরূপে (অপ্রকটে) গোপীগণের সঙ্গে বিহার করতে থাকলেও বিরহ তাপ রচনা করলেন
অপ্রকট-প্রকট প্রকাশে যথাক্রমে । তাই বলা হচ্ছে, অতর্ক ঐশ্বৰ্যবান্ মহাম হম যশোদাস্ত জীভগবানে অদ্ব্যুত
কিছুই খেলা করে বেড়াচ্ছে না । যদি মহিষী বিবাহাদিতে দেবকী সুনুতেই তাদৃশ ঐশ্বৰ্যের প্রকাশ সম্ভব, তবে
তার থেকে পূর্ণতম প্রকাশ যশোদা সুনুতে এ আর অদ্ব্যুত কি ? এ তাঁর নিকট অতি স্বাভাবিক ।

৫২। চৈতন্যকৃষ্ণকরণোদিতবাগ্ভিত্তি- স্তম্ভাত্তজীবনধনস্য জনস্য পুত্রঃ ।
 শ্রীনাথপাদকমল-স্মৃতিশুদ্ধবুদ্ধি- শচম্পুমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপুরঃ ॥
 ইত্যানন্দবন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে দোলোৎসবে
 নাম দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ ॥ ২২ ॥

সমাপ্তশচায়ং

শ্রীমদানন্দবন্দাবনচম্পুনামা গ্রন্থঃ ।

৫২। তন্মাত্তজীবনধনস্য শ্রীশিবানন্দসেনস্য ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবন্দাবন-টীকায়াং শ্রীস্বৰ্ণবৰ্ত্তন্যাং দ্বাবিংশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥ ২২ ॥

সন্তঃ সন্ততশস্তমেহিতহিত-প্রারত্ত-সম্ভাবিতঃ, সর্বেষামপি কিং পুনর্মম নমঃশীর্ষঃ স্বধৃষ্ণগধ্বিরঃ ।
 তেনৈবাং ক্ষণমীক্ষণক্ষণমিয়ং টীকা ন কিং লঙ্গাতে, শুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাং মতামথ ততঃ পুণ্যৈব রাজিয্যতে ॥
 রাধাসরস্বতীরকুটীরবতিনঃ, পুণ্ড্রব্যাবন্দাবনচক্রবতিনঃ ।
 আনন্দচম্পুবিবৃতিপুর্নবতিনঃ, সন্তো গতির্যেহমহানিবর্তিনঃ ॥
 সমাপ্তেয়ং শ্রীশ্রীস্বৰ্ণবৰ্ত্তনী টীকা ॥

৫২। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ করণোদিত কবিস্ববিদ্যাসম্পত্তিযুক্ত, তন্মাত্তজীবনধন শিবানন্দ সেনের পুত্র,
 শ্রীনাথপাদ কমল-স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত কবিকর্ণপুত্র এই চম্পু রচনা করল ।
 ইতি শ্রীআনন্দবন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে
 দোলোৎসব নামক দ্বাবিংশ স্তবক ।

সমাপ্ত

ইতি শ্রীরাধাচরণ নুপুরে হরেকৃষ্ণেতি বাদনেচ্ছ দীন মনিকৃত শ্রীআনন্দবন্দাবনচম্পু-
 বঙ্গানুবাদ সন ১৩৮৯ নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী দিনে

সমাপ্ত



ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ
ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିମତ

শ্রীমন্মামাতসিন্ধু-বিন্দু

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ বিরচিত

বৈরাগ্যবিগ্ভাভক্তিযোগনিষ্ঠ পরমভাগবত শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীশ্রীঅমর সেন (Dr. Amar Sen M. S.) মহাশয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবিব্যক্তি ।—

***আপনার প্রণীত শ্রীমন্মামাতসিন্ধু-বিন্দু পুস্তিকাটি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম— তাহা আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া আপনার চরণে বার বার প্রণাম জানিয়েছি । শ্রীনাথের আশ্রয়ই আমাদের মুখ্য সাধন । এই নামের সাধন কালে সাধকের অন্তরে যা যা সমস্তা উদ্ভিত হইতে পারে সেই সমস্তাগুলি প্রস্রাবকারে লিপিবদ্ধ করিয়া—তাহার সমাধান গুলি আপনি অতি অপূর্ব ভাবে শাস্ত্র প্রমাণসহ উল্লিখিত করে আমাদের সাধক জগতে এক মহান বস্তু দান করিয়াছেন—আমরা সকল বৈষ্ণব মতাবলম্বী সাধকই আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ।—

ইতি শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস

অমর সেন

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

শ্রীমদ্রসাকবি কর্ণপূর বিরচিত

সম্পাদক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

বহু গোস্বামিগ্রন্থের সম্পাদক ভজনানন্দী রসবিৎ

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ প্রেমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ—বৃন্দাবন

আপনার অনুবাদিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক আমার নিত্যপাঠ্য—রোজই ইহার কয়েকটি শ্লোক আমি আশ্বাদন করে থাকি ।

অনুবাদ বিশুদ্ধ ও আক্ষরিক হয়েছে—মূলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে অনুবাদের ভাষা নৃত্যের ছন্দে প্রবাহমান । এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর একখানি সংস্করণ পূর্বে দেখি নাই—শ্রীগৌরহরির সাক্ষাৎ কৃপা বিনা এমন সুন্দর অনুবাদ সম্ভব হয় না । গৌরলীলারস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই এই অনুবাদ পরম আশ্বাদনীয় হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি ।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ স্বতঃই আপনার উপর বর্ষিত হচ্ছে । আপনি এইরূপ মহৎকার্যে ত্রুটি থাকিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করুন শ্রীগৌরচরণে ইহাই প্রার্থনা ।

যুগান্তর ২০।৭।৭৩ : পঞ্চচলিত—ভ্রাম্যমান :

পরবর্তী বই হল কবি কর্ণপুর রচিত সংস্কৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের টীকা টিপ্পনী সহ মূল ও মনোরম বাংলা অনুবাদ। আপন চোখে দেখা মহাপ্রভুকে এই নাটকে এবং চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে উজ্জ্বল আনন্দঘন মূর্তিতে এঁকেছেন তিনি।

সেই অতুলনীয় গ্রন্থটি নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেছেন বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ—তার কীর্তি অমরীয় হবে।

অমৃতবাজার পত্রিকা—১৫ই জুলাই ১৯৭৩ :

TRANSCENDENTAL BEAUTY

This drama composed by the great poet Karnapur, in whose heart miraculous poetic genius was illuminated only at the age of seven by the licking of the toe of Sree Sree Sreeman Mahaprabhu is not merely a drama but an epic. The transcendental beauty, qualities and Leela Madhuri of Sree Gauranga have been depicted in this book in a most sweet, melodious and heart-consuming manner; and the delicate philosophical propositions in a most convincing way.

Further in this drama the flow of exceedingly sweet 'Prem Rash' of Gour Leela being blended with His 'Prem Bairagi Bhab' has culminated in a wonderful stream of nectar to be catered among the celestial love-hungry devotees of Sree Gouranga as a wonderfully tasty treat of Divine love and as a fountain of Eternal Peace of mind to the materialistically perturbed worldly minded people.

This wonderful volume has been translated by the author of many famous books on religion. Thanks to the literary compositional acumen of Sri Guha—the want of a fair and square translation of of this book which was hitherto felt has been eliminated.

The translation has been literal and there has been no lapse of any idealistic thought and sentiment in spite of its being converted into a different language and the fluency and freeness of the Bengali language hav not been hampered anywhere. It must be admitted that the Bengali conversion of this book has been unique.—J. G.

(১) শ্রীগৌরকরণাচন্দ্রিকা-কণা (২) শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক (৩) শ্রীল প্রবোধানন্দ
সরস্বতী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ :

শাস্ত্রৈকপ্রাণ ভজনানন্দী রসবিদ পণ্ডিত শ্রীমৎদীনশরণ বাবাজী মহারাজ—শ্রীবন্দাবন :

***গ্রন্থগুলি পাইয়া এবং পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ-আস্বাদন এবং উপকার লাভ করিয়াছি।

এই সব গ্রন্থে গুহ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা এবং অল্পভবশক্তি প্রচুরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমি এই সব গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। শ্রীকৃত মণীন্দ্র বায়ুবু সুদীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই

জাতীয় ভক্তিশাস্ত্র এবং গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং প্রচার করেন ইহা ইচ্ছা করি। এই শুভকার্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্হেতু রূপা তাঁহার সম্মল এবং সহায় হউক এই প্রার্থনা।

ভজনানন্দী রসবিদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎপ্রেমানন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ, শ্রীবৃন্দাবন :

(১) শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা-কণা :—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহের দ্বারা বিরচিত শ্রীগৌরকরুণা-চন্দ্রিকা কণা গ্রন্থখানার বহুস্থান গ্রন্থকার আমাকে নিজে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন—আস্বাদনে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাди আকরগ্রন্থের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সহজ সরল ভাষায় সর্বজন বোধ্য-ভাবে গ্রন্থখানা লিখিত। কোমল লীলাকথার অন্তরালে তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলি অতি সূক্ষ্মশীলে সজ্জিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনায় সর্বত্রই গোস্বামিগণের অক্ষরের অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং ফুটনোটে তাহার উদ্ধৃতির দ্বারা মূল বক্তব্য বিষয়কে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে এই গ্রন্থে।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

(২) শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক :—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক গ্রন্থখানা পাঠে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীগৌরহরির মুখনিঃসৃত এই আটটি শ্লোকের ভিতরে গোড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জ্ঞাতব্য সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সব কিছু সুত্ররূপে নিহিত আছে।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ হইয়াছে। সর্বত্র গোস্বামিগণের অক্ষরের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে মূল বক্তব্য বিষয় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা সুখবোধ্য ও প্রাজ্ঞল। আশা করি এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের মঙ্গল হইবে।

(৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ :—গোড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের অবস্থা পাঠ্য এই গ্রন্থখানির একটি ভাল সংস্করণের বিশেষ অভাব বোধ করিতেছিলাম। এই গ্রন্থের প্রকাশে সেই অভাব পূরণ হইল।

অনুবাদ সর্বত্র আক্ষরিক হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের মূলের রসাস্বাদন যথায় লাভের সুযোগ হইল। উপরন্তু অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে গ্রন্থের বহুস্থানে ফুটনোটে সম্পাদক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হইয়াছে।

বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে শ্রীপ্রবোধানন্দের চরিত্রের উপর গ্রন্থকার যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে এইবার পূর্বের বহু সংশয় সন্দেহের অবসান হইবে আশা করি।

যুগান্তর ২১/১৭২ তারিখ :

লেখক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থের আগে ‘শ্রীমাধব-মাধুর্ঘ্য-মঞ্জুসা’ নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তিনটিও তার সেই খ্যাতিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্ধতন পদে একদা যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি এখন বৈষয়িক জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করে

তাতেই নিমগ্ন রয়েছেন। এই পথে চলতে গিয়ে গোড়ীয় মতের অনুসরণে নিজের আধ্যাত্মিক জীবনচর্যায় তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে বিখ্যাত আচার্যদের রচিত গ্রন্থাবলী শুধু বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও চিন্তা দিয়েই নয়, নিজের জীবনের অকপট অনুভবের দিব্য আলোতে যে নিয়ত আত্মদ করেছেন তারই ফসল স্বরূপ তিনি একের পর এক অনেক রচনা সাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, অনুভব, ও নিরন্তর চর্চা গ্রন্থগুলিকে আধ্যাত্মিক বা ধর্ম সঙ্গমীয় আগ্রহীদের মন তো আকর্ষণ করবেই। কিন্তু আজকাল গোড়ীয় বৈষ্ণবমত, দর্শন এবং ষড়্গোষ্ঠামীর রচিত নানা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক মহলে, ছাত্রমহলে, গবেষক মহলে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ঐ সব আকর গ্রন্থ কিন্তু স্রবোধ্য স্থলিখিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে তেমন পাওয়া যায় না। লেখক আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে ঐ বিখ্যাত আকর গ্রন্থগুলিরই তত্ত্বগত ও রসগত বিষয়গুলিকে প্রসঙ্গক্রমে অতি সহজ ও মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত করে বিশেষ উপকার করেছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃতে রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ গ্রন্থের স্থলিখিত অনুবাদই হোক, আর শ্রীচৈতন্যের জীবনী কিংবা তাঁর বিখ্যাত শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে রচনাতেই হোক, সর্বত্র তিনি আকর গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে নিজের নিবিড় পরিচয়, রসানুভূতি এবং একটি দিব্য-চেতনার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর এই সব গ্রন্থ ভক্ত, জ্ঞানী, সাধু, পণ্ডিতজনের সঙ্গে এই সব ব্যাপারে আগ্রহযুক্ত সাধারণ পাঠকদেরও অনেক প্রয়োজন যে মেটাতে তাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা সম্বন্ধে অভিমত

(প্রণেতা — শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ)

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ প্রেমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ :

*** এই গ্রন্থের প্রকাশে চিন্ময় রসসাহিত্যের ভাণ্ডারে নূতন আর একটি অমূল্যরত্নের সমাহার হইল। ***

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ দীনশরণ দাস বাবাজী মহারাজ :

*** শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পড়িয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। ***

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল নৃসিংহ বল্লভ গোস্বামি

বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীবৃন্দাবন :

মধুর শ্রীবৃন্দাবনবিপিন মাধুরী পরিবেশনে আপনি যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্যই অনবদ্য। আপনার রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যে প্রতিপাত্ত বিষয়ের আলোচনা নিজ গাভীর অক্ষুন্ন রাখিয়া সরস এবং সরল ভাষায় অভিব্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের উপাদেয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় প্রেমানরাজির দ্বারা সমুজ্জ্বল গ্রন্থখানি আপনার বিপুল অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক।

প্রেমিক-ভক্ত ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রবর্তিত 'টুথ' সাপ্তাহিক পত্রিকা—
ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

***As its name implies it is a book about Sri Krishna Madhurya Leela and the Philosophy behind it.

The author was so absorbed in Radha Krishna Leela and Braja Madhurya that he an engineer who had reached the highest rungs of the official ladder, resigned his service and is living in seclusion in Vrindaban.

His treatment of the theme of Radha Krishna Prem is characterise by deep affection reverence and devotion and he has described the philosophy of Radha Krishna love with sumate skill.

We are sure this book will receive the appreciation it so richly deserves.

Amrita Bazar Patrika, Calcutta—18. 1. 70.

"The beauty and grandeur of Radha Krishna worship has been interpreted in this book with utmost care and devotion. The learned author has gleaned Materials from authentic source-books *** and his way of introducing delicate philosophical propositions is lucid, literary and marked by a distinctive style. The book will prove highly useful to discerning scholars and inquisitive devotees alike."

যুগান্তর সাময়িকী—২১-১২-৬৯ :

রাধাকৃষ্ণ লীলা মাধুর্যের তত্ত্ববস্তু এই বইয়ে অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। নারদ-পঞ্চরাত্র, উজ্জলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি আকর গ্রন্থ থেকে সুধী গ্রন্থকার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ তথ্য আহরণ করেছেন এবং তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সুন্দর সাবলীল ভঙ্গীতে। ভক্তিসাহিত্য রূপে বইটি রসিক সমাজে অবশ্যই সমাদৃত হবে।

